Contents
তাফসীরে
ইবনে কাছীর
দ্বিতীয় খণ্ড
আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

Contents

# তাফসীরে ইবনে কাছীর

## দ্বিতীয় খণ্ড

(ফাযায়েলুল কুরআন, সূরা ফাতিহা ও আলিফ লাম পারা)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

তাফসীরে ইবনে কাছীর (দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৫৪
ইফা প্রকাশনা : ১৫৫২/৫
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0432-5

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৮

ষষ্ঠ সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৫৮০.০০ (পাঁচ শত আশি) টাকা

---

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (1st Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org
**Price : Tk 580.00 ; US Dollar : 17.00**

Contents

# সূচিপত্র

Contents

Contents

# মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে

আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

**সামীম মোহাম্মদ আফজাল**
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

# প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর ষষ্ঠ সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে রয়্যাল সাইজে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

**আবু হেনা মোস্তফা কামাল**
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

Contents

# উৎসর্গ

যাঁর দু'আ ও অনুমোদন এই গ্রন্থের প্রাণপ্রবাহ
সেই মরহুম শায়েখ হযরত হাফেজ্জী হুযূরের
মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত

Contents

# সবিনয় নিবেদন

অশেষ প্রশংসা সেই রহ্মানুর রহীমের যিনি কলমের সাহায্যে আমাদিগকে শিখাইলেন আর অজানাকে জানাইয়া আঁধারপুরী হইতে আলোর জগতে পৌঁছাইয়া দিলেন। অজস্র দরূদ ও সালাম সেই মহান রাসূল (সা) ও তাঁহার আল-আসহাবের উপর যাঁহার হিদায়াত ও শাফাআত আমাদের ইহ ও পরকালের নাজাতের একমাত্র পূর্বশর্ত। ওগো পরওয়ারদেগার! আমার কাজকে সহজ কর আর তাহা সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান কর।

সবেমাত্র তাফসীরে ইব্ন কাছীরের বংগানুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এখনও পাড়ি বহু দূর। আল্লাহই তাওফীক দিবার মালিক। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পারার তাফসীর সন্নিবেশিত করিয়াছি। পারাভিত্তিক গ্রন্থনা দ্বারা খণ্ডগুলির কলেবরে সমতা সৃষ্টি সহজতর হয় ও এতদ্দেশে পঠন-পাঠন ও বিভাজনে এই পন্থাই সাধারণত অনুসৃত হয় বলিয়াই আমি উহা করিয়াছি। আশা করি পাঠকবর্গও ইহা পসন্দ করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের এই প্রথম সংস্করণটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিখুঁত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদের ভূত এড়ানো গেল না বলিয়া আমি দুঃখিত। আশা করি, ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণে এই তাড়াহুড়াজনিত ত্রুটিবিচ্যুতিটুকু সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে।

এই বিরাট অনুবাদকার্যে আমি যাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পাইয়াছি তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। তেমনি ইহার প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য অনুবাদ বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ লুতফুল হক ও সহকারী পরিচালক জনাব আবদুস সামাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আল্লাহ পাক তাহাদের সকলের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পরিশেষে আমি এতটুকুই বলিতে চাই, এই গ্রন্থের যাহা কিছু কৃতিত্ব তাহার সবটুকু প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রাপ্য আর যাহা কিছু অকৃতিত্ব তাহা অধমের। গাফুরুর রহীম এই নগণ্য কাজটিকে বাহানা হিসাবে কবূল করুন, ইহাই আমার একমাত্র মুনাজাত। আমীন-ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আহকার

**আখতার ফারূক**

# গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম হাফিজ আল্লামা ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইব্ন কাছীর আল কারশী আল বাসরী (র) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়েখ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন উমর (র) সেখানকার খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়েখ আবদুল ওহাব (র) সমসাময়িককালে একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীসবেত্তা তাফসীরকার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। মোটকথা, তাঁহার গোটা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান-জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তখন তাঁহার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁহার আগ্রহের সহিত বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়েখ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ বুরহানুদ্দীন ইব্ন আবদুর রহমান ফাযারী ও শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন কাম্বী শাহবার কাছে ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর 'আত-তাম্বীহ ফী ফুরুইশ শাফেঈয়া' ও আল্লামা ইব্ন হাজিব মালেকীর (মুখতাসার) নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা হাদীসশাস্ত্রবিদ 'মুসনিদুদ দুনিয়া রিহলাতুল আফাক' ইব্ন শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁহার অন্যান্য উস্তাদ হইতেছেন ঃ বাহাউদ্দীন ইব্ন কাসিম ইব্ন মুজাফফার ইব্ন আসাকির, শায়খুজ জাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন ইয়াহিয়া আল আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতইম, মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সুয়ায়দী ইবনুর রাযী, হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ আল মিযযী শাফেঈ, শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন আহমদ ইব্ন তায়মিয়া আল হাররানী, আল্লামা হাফিজ কামালুদ্দীন যাহবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস্ সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ করেন 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরিয়ার মুহাদ্দিছ আল্লামা হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান মিযযী আশ শাফেঈ (র) হইতে। পরবর্তীকালে তাঁহারই কন্যার সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিনি শ্বশুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার রচিত 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য হাদীস সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীসশাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাহা ছাড়া মিসরের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনী তাঁহাকে মুহাদ্দিছ হিসাবে স্বীকৃতি দান পূর্বক হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন।

[ষোল]

মোটকথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ও ফকীহবৃন্দের নিকট হতে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জ্জনের মাধ্যমে তিনি নিজকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা র্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীসশাস্ত্রে তো তিনি 'হুফফাজুল হাদীস'-এর মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছিলেন। তেমনি আরবী ভাষায় তিনি একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন।

ইমাম ইব্ন কাছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ

"হাফিয জালালুদ্দীন মিযযীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তিনি হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসকার আল্লামা আবুল মাহাসীন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন ঃ

"হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।"

হাফিজ আবুল মাহাসিন হুসায়নি দামেশকী বলেন ঃ

"ফিকাহশাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীসশাস্ত্রের 'রিজাল' ও 'ইলাল' প্রসঙ্গে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ ও সুগভীর।"

হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকী বলেন ঃ

হাদীসের 'মতন' ও ইতিহাস শাস্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হইলেন ইমাম ইব্ন কাছীর।"

শায়েখ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামযা বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম ব্যয় করেন।'

হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস, ফিকাহস্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের মতন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিয হুসায়নী বলেন ঃ

"তিনি হাদীসের অনন্য হাফিয প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়খ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্ন কাছীর হাদীসের শ্রেষ্ঠতম হাফিয ছিলেন।"

হাফিয ইব্ন হুজ্জী বলেন ঃ

"আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিসকুলের মধ্যে তিনি হাদীসের মতন স্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

[সতের]

আল্লামা হাফিয নাসিরুদ্দীন আদ দামেশকী বলেন ঃ

"আল্লামা হাফিয ইব্ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের ভরসাস্থল, ইতিহাসকারদের অবলম্বন ও তাফসীরকারদের গৌরবোন্নত পতাকা।"

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন ঃ

"হাদীসের মতন ও রিজালশাস্ত্রের পঠন ও অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয় লোক। জীবদ্দশায়ই তাঁহার গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।'

মোটকথা, ইমাম ইব্ন কাছীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মহান দায়িত্বে তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁহার মহামান্য উস্তাদ আল্লামা হাফিজ শামসুদ্দীন কাশরীর ইন্তেকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্বয়ে একই সঙ্গে হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া তিনি সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, সদালাপী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ-আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করিতেন। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী তাঁহাকে উত্তব রসিক' বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

আল্লামা ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার শাগরিদ। দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের কারণে ইমাম ইব্ন কাছীর মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারই অনুসারী ছিলেন। এমন কি তালাকের মাসআলায়ও তিনি তাঁহার অনুসারী হন। ফলে তাঁহাকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হইতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ শে শাবান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ........... রাজেউন)।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যয়নুদ্দীন আব্দুর রহমান আল কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মাদ আল কারশী মুসলিম জাহানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আল্লামা ইমাম ইব্ন কাছীরের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আত তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস সিকাতি ওয়ায যুআফা ওয়াল মুজাহিল। ইহা রিজালশাস্ত্রের (বর্ণনাকারী-বিশ্লেষণ) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান মিযযীর তাহযীবুল কামাল' ও শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

২। আল হাদ্‌য়্যু ওয়াস সুনানু ফী আহাদীছিল মাসানীদে ওয়াস সুনান। গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসনীদ' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে ইব্ন আবি শায়বা ও সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

৩। আত্-তাবাকাতুশ শাফিঈয়া—এই গ্রন্থে শাফিঈ মাযহাবের ফিকাহবিদগণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। মানাকীবুশ শাফিঈ—এই গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হইয়াছে।

৫। তাখরীজু আহাদীছে আদিল্লতিত তাম্বীহ।

৬। তাখরীজু আহাদীছে মুখতাসার ইবনিল হাজিব।

৭। শারহু সহীহিল বুখারী—বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। ইহাতে শুধু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।

৮। আল আহকামুল কবীর—অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলির বিশদ আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্থটিও 'কিতাবুল হজ্ব' পর্যন্ত লেখার পর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

৯। ইখতিসারু উলূমিল হাদীস—ইহা আল্লামা ইবনুস সালাহ রচিত 'উলূমুল হাদীস' নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। ইহার সহিত গ্রন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশ-বিদেশে ইহার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

১০। মুসনাদুশ শায়খাইন—ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হইয়াছে।

১১। আস সীরাতুন নবুবিয়াহ-ইহা রসূল (স)-এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।

১২। আল ফসূল ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল-ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১৩। কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।

১৪। মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লেইমাম বায়হাকী-ইহা ইমাম বায়হাকীর 'কিতাবুল মাদখাল'-এর সংক্ষিপ্তসার।

১৫। রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ-খ্রীস্টানদের আয়াস দুর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

১৬। রিসালা ফ়ী ফাযায়িলিল কুরআন-ইহা তাফসীর ইব্‌ন কাছীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হইয়াছে।

১৭। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-ইহাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনের হাদীসসমূহ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ইমাম তিবরানীর 'মুজাম' ও আবূ ইয়ালার 'মুসনাদ'-এর হাদীসগুলিও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইব্‌ন কাছীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। ইহাতে সৃষ্টির শুরু হইতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হইতে তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষত ইহার সীরাতুন্নবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

১৯। তাফসীরুল কুরআনিল কারীম। ইহাই তাফসীর ইব্‌ন কাছীর' নামে খ্যাত।

Contents

## প্রথম অধ্যায়

# দ্বিতীয় পারা

# সূরা বাকারা

১৪২-২৮৬ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١٤٢) سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(١٤٣) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪২. "মানুষের মধ্য হইতে শীঘ্রই মূর্খ লোকেরা বলিবে, যেই কিবলার উপর তাহারা ছিল তাহা হইতে কোন্ বস্তু তাহাদিগকে ফিরাইল ? তুমি বল, পূর্ব ও পশ্চিম সকলই আল্লাহ্‌র। তিনি যাহাকে চাহেন সরল পথ দেখান।"

১৪৩. "আর এই ভাবেই আমি তোমাদিগকে মধ্যস্থ উম্মত বানাইয়াছি যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। আর আমি তোমার পূর্ববর্তী কিবলা এই জন্যে নির্ধারণ করিয়াছিলাম যেন জানিতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ঘাড় ফিরাইয়া নেয়। অবশ্য যদিও উহা আল্লাহ্ যাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন তাহাদের ছাড়া (অন্যের জন্য) খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান বরবাদ করিবার জন্য নহেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের ব্যাপারে অবশ্যই করুণাময়, দয়ালু।"

**তাফসীর** ঃ আয যাজ্জাজ বলেন ঃ এখানে السُّفَهَاءُ। (মূর্খ) বলিতে আরবের মুশরিকগণকে বুঝানো হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন ঃ তাহারা হইল ইয়াহুদী ধর্মযাজকবৃন্দ।

আস সুদ্দী বলেন ঃ তাহারা মুনাফিক সম্প্রদায়।

মূলত উপরোক্ত সকল দলই উক্ত আয়াতের মূর্খ পরিভাষার আওতাভুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম বুখারী বলেন-আমাকে আবূ নাঈম, তাহাকে যুহায়ের, তাহাকে আবূ ইসহাক ও তাহাকে বারাআ (রা) বলেন, "রাসূল (সা) ষোল কি সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়েন। তিনি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন যেন কা'বাঘর তাঁহার কিবলা হয়। আর তিনি কা'বার দিকে প্রথম যে নামায পড়েন তাহা আসর নামায। তাঁহার সহিত একদল লোকও সেই নামায পড়েন। তাহাদের একজন বাহির হইয়া অন্য এক মসজিদের নামাযরত মুসল্লীগণকে রুকূর অবস্থায় পাইয়া বলিলেন-"খোদার কসম করিয়া আমি সাক্ষ্য দিতেছি, রাসূলুল্লাহর (সা) সহিত আমি মক্কার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িয়াছি।" তাহারা সংগে সংগে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরিল। আর যাহারা কিবলা পরিবর্তনের আগে মারা গেল বা নিহত হইল, তাহাদের ব্যাপার কি হইবে তাহা আমরা জানিতেছিলাম না। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ج اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করিবার জন্য নহেন; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য অবশ্যই করুণাময় ও দয়ালু।"

উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম বুখারী একাই প্রদান করেন। ইমাম মুসলিম ভিন্নরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তাহা এই ঃ

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন-আমাকে ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, তাহাকে আবূ ইসহাক ও তাহাকে বারাআ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতেন। আর বারংবার আকাশের দিকে তাকাইয়া আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط

"অবশ্যই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ তোলা লক্ষ্য করিয়াছি। তাই নিশ্চয়ই আমি তোমার পসন্দমত কিবলা পরিবর্তন করিব। অতঃপর তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।"

মুসলমানদের কিছু লোক বলিল, কিবলা পরিবর্তনের আগে আমাদের যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের পরিণতি সম্পর্কে যদি জানিতে পারিতাম। আর আমরা এতদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের

দিকে ফিরিয়া যে নামায পড়িলাম তাহাই বা কি হইবে ? তখন আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيْمَانَكُمْ আয়াতাংশ নাযিল করিলেন।

আহলে কিতাবের মূর্খরা প্রশ্ন তুলিল, এতদিন তাহারা যে কিবলার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িত তাহা হইতে কি কারণে তাহারা অন্য দিকে ফিরিল ? এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ আয়াতাংশ নাযিল করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-আমাকে আবূ যুরআ, তাহাকে হাসান, তাহাকে আতিয়া, তাহাকে ইসরাঈল আবূ ইসহাক হইতে ও তিনি কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) ষোল কি সতের মাস যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতেছিলেন। অথচ তিনি কা'বাঘরের দিকে ফিরিয়া নামায পড়ার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ......... شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতটি নাযিল করেন। ফলে তিনি কা'বাকে কিবলা করিলেন। তখন মূর্খরা প্রশ্ন তুলিল مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوْا عَلَيْهَا তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. "বল, পূর্ব ও পশ্চিম সকলই আল্লাহর। তিনি যাহাকে চাহেন, তাঁহাকে সরল পথের নির্দেশ দেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) যখন মদীনায় হিজরত করিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ দেন। তাহাতে ইয়াহুদীরা খুশি হইল। রাসূল (সা) উনিশ মাস সেই কিবলায় নামায পড়েন। অথচ তিনি ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলার জন্য উৎসুক ছিলেন। তজ্জন্য তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিতেন এবং আকাশের দিকে (ওহীর জন্য) বারংবার তাকাইতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই ওহী নাযিল করেন ঃ

فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ

অর্থাৎ তোমরা উহার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও।

ইহার ফলে ইয়াহুদীগণের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হইল এবং তাহারা প্রশ্ন তুলিল-তাহাদের এই কিবলা পরিবর্তনের কারণ কি ? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

এই ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। মোটকথা এই, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতে আদিষ্ট হন। মক্কায় থাকাকালে তিনি কা'বার দুই রুকনের মাঝে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। ফলে একই সংগে কা'বা ও সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা হইত। তারপর তিনি যখন মদীনায় হিজরত করিলেন, তখন দুই কিবলা একত্র করায় অসুবিধা দেখা দিল। তাই আল্লাহ তা'আলা সরাসরি বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানাবার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অধিকাংশের বর্ণনার ইহাই সারকথা।

অবশ্য বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ কি ওহীর মাধ্যমে আসিয়াছে, না হযরতের (সা) ইজতিহাদের মাধ্যমে অর্জিত হইয়াছে, এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম

কুরতুবী তাঁহার তাফসীরে ইকরামা, আবুল আলিয়া ও হাসান বস্‌রীর বর্ণনার ভিত্তিতে বলেনঃ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার ব্যাপারটি হযরত (সা)-এর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ছিল। মূল কথা এই, হযরতের (সা) মদীনায় হিজরতের পর তিনি উনিশ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়েন ও কা'বাকে কিবলা করার জন্য বেশী বেশী প্রার্থনা করিতে থাকেন। কারণ, উহা ইব্‌রাহীম (আ)-এর কিবলা ছিল। অবশেষে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইল এবং তিনি বায়তুল আতীক (কা'বা)-কে কিবলা করার জন্য আদিষ্ট হইলেন। তখন তিনি উপস্থিত লোকদের মাঝে উহা ব্যক্ত করিলেন এবং ইহার পর সকলেই জানিতে পাইল।

সহীহ্‌দ্বয়ে বারাআ (রা)-এর বর্ণনার ভিত্তিতে জানা যায়, কা'বাকে কিবলা করিয়া তিনি প্রথম যে নামায পড়েন উহা আসরের নামায। আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লার বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম নাসায়ী বলেন ঃ উহা ছিল যুহরের নামায। আবূ সাঈদ বলেন ঃ প্রথম যাহারা কা'বার দিকে ফিরিয়া নামায পড়েন তাহাদের মধ্যে আমার সাথী সহ আমিও ছিলাম। একাধিক তাফসীরকার ও অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেন ঃ যখন কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসূল (সা) মসজিদে বনু সালমায় দুই রাকাআত যুহর নামায সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (অবশিষ্ট দুই রাকাআত কা'বার দিকে ফিরিয়া পড়েন)। তাই উহাকে 'দুই কিবলার মসজিদ' বলা হয়। নাবীলা বিন্‌ত মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে আছে, তাহারা যখন এই খবর পাইলেন, তখন তাহারা যুহর নামায পড়িতেছিলেন। নাবীলা বলেন ঃ তখন আমাদের নারীদের জায়গায় পুরুষ এবং পুরুষদের জায়গায় আমরা স্থানান্তরিত হইলাম। হাদীসটি শায়েখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার উদ্ধৃত করেন। কুব্বা মসজিদে দ্বিতীয় দিন ফজর পর্যন্ত খবর পৌঁছে নাই। সহীদদ্বয়ে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, কুব্বার মসজিদে মুসল্লীগণ ফজর নামায পড়িতেছিল। ইত্যবসরে একজন আসিয়া খবর দিল, রাসূল (সা) রাত্রে ওহী পাইয়া কা'বাকে কিবলা করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তোমরা সেই দিকে কিবলা কর। ইহা শুনিয়া তাহারা সিরিয়ার দিক হইতে কা'বার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন হুকুম বাতিল হইয়া নতুন হুকুম আসিলে উহা যখন জানা যাইবে তখন হইতে কার্যকর হইবে, নতুন হুকুম যখনই আসুক না কেন। কারণ, কুব্বার মুসল্লীগণকে পূর্ববর্তী আসর, মাগরিব ও ইশা পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এই ঘটনা ইয়াহুদীকুলের মুনাফিক ও কাফিরদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করিল এবং তাহারা বিভ্রান্ত হইল। তাই প্রশ্ন তুলিল- مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا অর্থাৎ এই লোকগুলির কি হইল যে, একবার এই দিকে ফিরিয়া নামায পড়ে, আরেকবার ওইদিকে ফিরিয়া নামায পড়ে? উহার জবাবে আল্লাহ তা'আলা জানাইলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ অর্থাৎ হুকুম দেওয়া, বাতিল করা, এক কথায় হুকুম সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। তাই- فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আর لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ অর্থাৎ

আল্লাহর হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করায়ই পুণ্য রহিয়াছে ...। তিনি যখন যেই দিকে ফিরিতে বলেন সেই দিকে ফিরাতেই তাঁহার আনুগত্য নিহিত। তিনি যদি দিনে কয়েকবারও দিক পরিবর্তনের নির্দেশ দেন, তবে তাঁহার ভৃত্য হিসাবে আমাদের তাহাই করিতে হইবে। আল্লাহ তাঁহার বান্দা মুহাম্মদ (সা) ও উম্মতে মুহাম্মদীর উপর বিরাট নি'আমত ও রহমত হিসাবে তাহাদের জন্য ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর কিবলা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার সর্ব পুরাতন আল্লাহর ঘর কা'বাকে তাহাদের কিবলা বানাইয়াছেন। আল্লাহর পরম বন্ধু ইব্রাহীম (আ) উক্ত ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাই আল্লাহ পাক বলিলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

ইমাম আহমদ (রা) আলী ইবনে আসিম হইতে, তিনি হেসীন ইব্ন আবদুর রহমান হইতে, তিনি আমর ইব্ন কায়স হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইবনুল আশআছ হইতে ও তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) আহলে কিতাবগণ সম্পর্কে বলেন-তাহারা আমাদের জুমআর দিন, আমাদের কিবলা ও আমাদের ইমামের পিছনে আমীন বলার ব্যাপারে যত হিংসা পোষণ করে, তত হিংসা অন্য কিছুতে করে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এইগুলির সন্ধান দিয়াছেন এবং তাহারা উহা হারাইয়াছে।"

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তোমাদিগকে ইব্রাহীমের কিবলায় এই জন্য ফিরাইয়াছি যে, তোমাদিগকে সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত করিব যেন তোমরা কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের বেলায় সাক্ষী হইতে পার। কারণ, সকলেই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মধ্যস্থতার স্বীকৃতিদানকারী হইবে।" ইহাই মূলত আমাদের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ। যেমন কুরায়েশগণ وسط العرب বলিতে ঘর-বর সবদিকে উত্তম ব্যক্তিকে বুঝায়। তাই রাসূল (সা) তাঁহার সম্প্রদায়ের وسط (মধ্যস্থ) ছিলেন অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। তদ্রূপ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى। অর্থাৎ সর্বোত্তম নামায। উহা হইল আসর নামায। সহীহ সংকলন ও সুনান প্রভৃতিতে উহা সুপ্রমাণিত। যখন উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম জাতি বানাইলেন, তখন তিনি তাহাদের শরী'আতকে পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে সুদৃঢ় ও তাহাদের ধর্মমতকে সুস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ. مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

"তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাদের দ্বীনের ভিতর কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বেই তোমাদের নাম রাখিয়াছেন মুসলিম। বর্তমানেও তাহাই। উহা এই জন্য যে, রাসূল যেন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হইতে পারেন আর তোমরাও যেন গোটা মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষী হইতে পার।"

ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে ওয়াকী, তাহাকে আ'মাশ আবূ সালেহ হইতে, তিনি আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি (বাণী) পৌঁছাইয়াছ ? উত্তরে তিনি বলিবেন, হাঁ। তখন তাহার সম্প্রদায়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের কাছে কি (বাণী) পৌঁছানো হইয়াছে ? তাহারা বলিবে, আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী বা অন্য কেহ আসে নাই। তখন নূহ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমার সাক্ষী কে? তদুত্তরে তিনি বলিবেন, মুহাম্মদ ও তাহার উম্মত। রাসূল (সা) বলেন ঃ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا আয়াতাংশের ইহাই তাৎপর্য। তিনি আরও বলেন اَلْوَسَطَ অর্থ হইল العدل। অর্থাৎ যখন তোমাদিগকে ডাকা হইবে, তোমরা বাণী পৌঁছানোর সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং আমি তোমাদের (সততার) ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিব।

বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাও আ'মাশের সনদে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন।

ইমাম আহমদ আরও বলেন, আমাদিগকে আবূ মুআবিয়া, তাহাদিগকে আ'মাশ আবূ সালেহ হইতে ও তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন একজন নবী আসিবেন এবং তাঁহার সংগে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি থাকিবেন। তখন তাহার সম্প্রদায়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের কাছে কি এই লোক (বাণী) পৌঁছাইয়াছে ? তাহারা উত্তরে বলিবে, না। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে. তুমি কি তোমার সম্প্রদায়কে (দাওয়াত) পৌঁছাইয়াছ ? তিনি বলিবেন, হাঁ। তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে, তোমার সাক্ষী কে ? তিনি উত্তর দিবেন, মুহাম্মদ ও তাহার উম্মত। তখন মুহাম্মদ ও তাহার উম্মতগণকে ডাকা হইবে। তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে, এই লোক কি তাহার সম্প্রদায়কে দাওয়াত পৌঁছাইয়াছে ? তাহারা বলিবে, হাঁ। তখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কিভাবে জানিয়াছ ? তাহারা বলিবে, আমাদের কাছে আমাদের নবী আসিয়াছিলেন ও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, নিশ্চয় রাসূলগণ নিঃসন্দেহে দাওয়াত পৌঁছাইয়াছেন। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ এবং لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য।"

ইমাম আহমদ আরও বলেন ঃ আমাকে আবূ মুআবিআ, তাহাকে আ'মাশ আবূ সালেহ হইতে ও তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অর্থাৎ عَدْلاً (ন্যায়পরায়ণ)। হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন আবূ হাতিম আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ হইতে, তিনি আবূ মালিক আশজাঈ হইতে,

তিনি মুগীরা ইব্‌ন উতায়বা ইব্‌ন আব্বাস হইতে, তিনি মাকাতিল হইতে ও তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-আমি ও আমার উম্মত কিয়ামতের দিন অন্যদের ঊর্ধ্বে একটি লক্ষণীয় উঁচু স্থানে অবস্থান করিব। সেদিন এমন কোন লোক থাকিবে না, যে আমাদের দেখিবে না ও এমন কোন নবী থাকিবেন না, যাহাকে তাহার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বানানোর ফলে তিনি তাহার দীনের দাওয়াত পৌঁছাবার ব্যাপারে আমাদের সাক্ষ্য কামনা করিবেন না।"

হাকাম তাহার মুস্তাদরাকে ও ইব্‌ন মারদুবিয়া তাহার গ্রন্থে মাসআব ইব্‌ন ছাবিত হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কাদরী হইতে ও তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা) বনু সালমার এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার পাশেই ছিলাম। তখন একটি লোক বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকটি বড় ভাল ছিল। লোকটি খুবই দয়ালু মুসলমান ছিল এবং সকলেই তাহার প্রশংসা করিত। নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি করিয়া তাহা বলিতেছ? লোকটি বলিল, তাহার ভিতরের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। বাহ্যত আমাদের কাছে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বলিতেছি। তখন রাসূল (সা) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়া গেল। তারপর তিনি বনু হারিছার এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হইলেন। তখনও আমি রাসূল (সা)-এর পার্শ্বে ছিলাম। সেখানেও একটি লোক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি বড়ই খারাপ ছিল। খারাপ কিছু প্রকাশের যত বড় জঘন্য শব্দই হউক উহা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তখন রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন, তুমি কিভাবে উহা বলিতেছ? লোকটি বলিল, তাহার ভিতরের খবর তো আল্লাহই ভাল জানেন। তবে বাহ্যত আমাদের কাছে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বলিতেছি। তখন রাসূল (সা) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়া গেল।"

মাসআব ইব্‌ন ছাবিত বলেন ঃ এই প্রসংগে আমাদিগকে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন-রাসূল (সা) ব্যাপারটিকে সত্যায়িত করিলেন। অতঃপর তিনি পড়িলেন,

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

অবশেষে হাকাম মন্তব্য করেন ঃ হাদীসটির সূত্র সঠিক। তবে সহীহ্‌দ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ, তাহাকে দাউদ ইব্‌ন আবুল ফুরাত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদা হইতে ও তিনি আবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ আমি তখন মদীনায় ছিলাম। তখন সেখানে মহামারী চলিতেছিল এবং লোকজন মরিতেছিল। আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে বসা ছিলাম। তাহার কাছে জানাযা আসিল। মৃত ব্যক্তির সাথীরা তাহার প্রশংসা করিতেছিল। উমর (রা) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি অপর এক জানাযায় শরীক হইলেন। তাহার সম্পর্কে কুৎসা বর্ণনা চলিতেছিল। উমর (রা) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। তখন আবুল আসওয়াদ প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! কি

ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে ? তিনি বলিলেন, আমি তাহাই বলিলাম যাহা রাসূল (সা) বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-"যাহাকে চার ব্যক্তি ভাল বলিল, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে নিবেন।" আমরা তখন প্রশ্ন করিলাম, যদি তিন ব্যক্তি ভাল বলে ? তিনি জবাব দিলেন, তিন জন হইলেও। আমরা আবার প্রশ্ন করিলাম, যদি দুইজনে ভাল বলে ? তিনি জবাব দিলেন, তবুও। আমরা তখন আর একজনের ব্যাপারে প্রশ্ন করিলাম না।

বুখারী, তিরমিযী এবং নাসায়ীও আবুল ফুরাতের সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

ইবনে মারদুবিয়া বলেন-আমাকে আহমদ ইব্ন উছমান ইব্ন ইয়াহিয়া, তাহাকে আবূ কুলাবা আর্‌রাক্কাসী, তাহাকে আবুল ওয়ালিদ, তাহাকে নাফে ইব্ন উমর, তাহাকে উমাইয়া ইব্ন সাফওয়ান আবূ বকর ইব্ন আবূ যুহায়ের আছ ছাকাফী হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ

"আবূ যুহায়ের আছ ছাকাফী বলেন-আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি যে, শীঘ্রই তোমাদের ভাল ও মন্দ লোকদের চিনিতে পারিবে। উপস্থিত লোকগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। তাহা কিভাবে সম্ভব হইবে ? তিনি বলিলেন, মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার দ্বারা। কারণ, তোমরাই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাকের সাক্ষী।"

ইব্ন মাজাহ উক্ত হাদীস আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা হইতে ও তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হারূন হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ উহা ইয়াযিদ ইব্ন হারুন, আবদুল মালিক ইব্ন আমর ও শুআয়েব হইতে, তাহারা নাফে' হইতে ও তিনি ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ-

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! আমি যে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্দেশ করিয়া পরে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলাম, তাহা এই জন্য যে, ইহার ফলে আমি জানিতে পারিব, কে তোমার যথার্থ অনুসারী হইয়া তাহা নির্দ্বিধায় মানিয়া চলে আর কে-ইবা তোমার অনুসরণ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া নেয় অর্থাৎ মুরতাদ হইয়া যায়।

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের কাজটি যদিও তাহাদের জন্য কঠিন মনে হয়, কিন্তু আল্লাহ যাহাদের অন্তরকে হিদায়াতের জন্য প্রশস্ত করিয়াছেন তাহাদের জন্য উহা আদৌ কঠিন নয়। কারণ, আল্লাহর রাসূলের প্রতি আস্থা তাহাদের এতই সুদৃঢ় যে, তাহারা রাসূল (সা) যখন যাহা বলেন, তাহা নির্দ্বিধায় সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাহা চাহেন তাহাই করিতে পারেন এবং যখন যাহা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। কারণ, তিনি নিজ বান্দার ক্ষেত্রে ইচ্ছামতে নির্দেশ দান ও বাতিলকরণের পূর্ণ এখতিয়ার রাখেন। বান্দার ভাল-মন্দের ব্যাপারে কি করিতে হইবে, কি হইবে না, তাহা তিনিই ভাল জানেন। তাহার প্রতিটি কাজে পূর্ণাঙ্গ হিকমাত ও প্রবল

যৌক্তিকতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে সন্দিগ্ধ চিত্তের মানুষ যখনই নতুন কিছু দেখিতে পায়, তখনই সন্দেহের শিকার হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ-

"যখন কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, ইহা দ্বারা কাহার ঈমান বৃদ্ধি পাইয়াছে ? বস্তুত যাহারা ঈমানদার তাহাদেরই কেবল ঈমান বৃদ্ধি পায় ও তাহারা আনন্দিত হয়। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তাহাদের অন্তরের কলুষতার সাথে কেবল কলুষতাই বৃদ্ধি পায়।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَّالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى.

"বল, উহা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও প্রতিষেধক। আর অবিশ্বাসীদের কর্ণ কুহরে উহা কুশ্রাব্য হয়। উহা তাহাদের উপর অন্ধকার চাপাইয়া দেয়।"

তিনি আরও বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ خَسَارًا-

"আর আমি কুরআনের যাহা নাযিল করি তাহা মু'মিনদের জন্য মহৌষধ ও রহমত। পক্ষান্তরে যালিমদের উহাতে কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।"

সুতরাং যাহারা রাসূল (সা)-কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া নির্দ্বিধায় তাঁহার আনুগত্য করিয়াছে এবং তাঁহার কথামতে আল্লাহ পাক যখন যে দিকে কিবলা নির্দেশ করিয়াছেন সেদিকেই কিবলা করিয়াছে, তাহারাই সঠিক ঈমানদার। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম এই শ্রেণীভুক্ত। একদল বলেন-মুহাজির ও আনসারদের শুধু প্রথম পর্যায়ের সাহাবাগণই উভয় কিবলায় নামায পড়িয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসংগে ইমাম বুখারী তাহার তাফসীর অধ্যায়ে বলেন ঃ আমাকে মুসাদ্দাদ, তাহাকে ইয়াহইয়া সুফয়ান হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার হইতে ও তিনি ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"মসজিদে কুব্বায় মুসল্লীরা ফজরের নামায পড়িতেছিল। ইত্যবসরে একটি লোক আসিয়া বলিল-নবী করীম (সা)-এর উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে। তাহাতে কা'বাকে কিবলা করার নির্দেশ আসিয়াছে। তাই তোমরা উহাকে কিবলা কর। তখন তাহারা কা'বার দিকে ফিরিল।"

ইমাম মুসলিমও ইব্‌ন উমর ভিন্ন অন্য এক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। উহাতে আছে-তাহারা তখন রুকুরত ছিল এবং রুকুরত অবস্থায়ই তাহারা কা'বার দিকে ঘুরিয়া গেল। ইমাম মুসলিম হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। হাম্মাদ ছাবিত হইতে ও তিনি আনাস (রা) হইতে উহা বর্ণনা করেন। এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ ও রাসূলের কিরূপ অন্ধ অনুসারী ছিলেন। মু'মিনের আনুগত্যের উহাই উত্তম নমুনা।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া আদায় করা তোমাদের নামাযসমূহ আল্লাহ তা'আলা নষ্ট করিবেন না এবং উহার ছাওয়াব তোমরা আল্লাহর কাছে পাইবে। সহীহ সংকলনে আবূ ইসহাক সাঈদ হযরত বারা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন-যাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়া অবস্থায় মারা গেল, তাহাদের নামাযের কি হইবে এই প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ আয়াতাংশ নাযিল করেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীস ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ও উহাকে বিশুদ্ধ বলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ, ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের প্রথম কিবলা অনুসরণ ও নবীকে সত্য জানিয়া পরবর্তী কিবলা গ্রহণ এবং উভয়ের ছাওয়াবই তোমরা পাইবে। اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর বড়ই কৃপাপরায়ণ ও দয়ালু।

হাসান বসরী (র)-বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِيمَانَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে কিংবা তাহার সহিত তোমাদের কিবলা পরিবর্তনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি বড়ই সদয় ও দয়ার্দ্র।

সহীহ সংকলনে আছে ঃ রাসূল (সা) একটি নারীকে বন্দী অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাহার নিকট হইতে তাহার সন্তানকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই যখন কোন সন্তানকে কাছে পাইত তাহাকেই বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিত। সে তাহার সন্তানের জন্য ছটফট করিয়া ছুটাছুটি করিত। অতঃপর যখন সে সন্তানটি পাইল, বুকের ভিতর জড়াইয়া নিয়া স্তন্য দান করিল। তখন রাসূল (সা) সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন-এই মেয়েলোকটি কি তাহার সন্তানটিকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে ? তাহারা জবাব দিলেন-না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলিলেন-তাহা হইলে আল্লাহর কসম ! এই নারী হইতেও আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বেশী স্নেহপরায়ণ।

(١٤٤) قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۠ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৪. "নিঃসন্দেহে আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল ফিরানো অবলোকন করিতেছি। তাই আমি তোমার পসন্দমতো কিবলা অবশ্যই পরিবর্তন করিব। অনন্তর তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর। তোমরা যেখানেই থাক, সেই দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। আর আহলে কিতাবগণ অবশ্যই জানে, নিশ্চয় ইহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে সত্য। আর তাহারা যাহা করে, আল্লাহ্ তাহা সম্পর্কে উদাসীন নহেন।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন-কুরআনে প্রথম কিবলার হুকুম মানসূখ হয়। রাসূল (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ইয়াহূদী ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ দিলেন। ইয়াহূদীরা ইহাতে খুশি হইল। রাসূল (সা) উনিশ মাস যাবত সেই কিবলায় নামায পড়েন। অথচ তিনি ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলা পসন্দ করিতেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে উহা প্রার্থনা করিতেন এবং নির্দেশ লাভের আশায় আকাশের দিকে তাকাইতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ........ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ আয়াতাংশ নাযিল করেন। ইয়াহূদীরা ইহাতে সংশয়াপন্ন হইল। তাহারা প্রশ্ন তুলিল ঃ

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا (কি কারণে তাহারা পূর্ববর্তী কিবলা হইতে ফিরিয়া গেল) ? তাই قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (বল, পূর্ব ও পশ্চিম সকলই আল্লাহ্র) আয়াতাংশ নাযিল হইল। অর্থাৎ তোমরা যে দিকেই ফির, সেখানেই আল্লাহ্ আছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ.

"তোমার পূর্ববর্তী কিবলা আমি এই জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলাম যে, উহার দ্বারা জানিতে পাইব, কে তোমাকে অনুসরণ করে আর কে ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে যায়।"

ইব্ন মারদুবিয়া আল কাসিমুল উমরী হইতে, তিনি তাহার চাচা ইবাদুল্লাহ ইব্ন আমর হইতে, তিনি দাঊদ ইবনুল হেসীন হইতে, তিনি ইকরামা হইতে ও তিনি আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতেন, তখন সালাম ফিরাইয়া আকাশের দিকে তাকাইতেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ কা'বার মীযাবের

দিকে ফিরিয়া নামায পড়ার নির্দেশ দান করেন। জিব্‌রাঈল (আ) সেই দিকে ফিরিয়া নামায পড়ায় ইমামতি করেন।

হাকাম তাঁহার মুস্তাদরাকে শু'বার হাদীস উদ্ধৃত করেন। শু'বা ইয়ালী হইতে ও তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন কিত্তাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে কা'বার মীযাবের কাছে বসা দেখিতে পাইলাম। তিনি فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন এবং বলিলেন-অর্থাৎ মীযাবে কা'বার দিকে। হাকাম বলেন-হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম হাদীসটি হাসান ইব্‌ন আরাফা হইতে, তিনি হিশাম হইতে ও তিনি ইয়ালী ইব্‌ন আতা হইতে বর্ণনা করেন। অন্য বর্ণনাকারীও ইহা বর্ণনা করেন। ইমাম শাফেঈর (র) একটি মতও অনুরূপ। মোটকথা, মূল কা'বা ঘরকে কিবলা করাই উদ্দেশ্য। অধিকাংশের মত ইহাই। হাকাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে, তিনি উসায়ের ইব্‌ন যিয়াদ আল কিন্দী হইতে ও তিনি আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। অর্থাৎ কা'বার দিকে কিবলা কর। অবশেষে হাকাম মন্তব্য করেন-হাদীসটির সূত্র সঠিক। অথচ সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, কাতাদাহ, রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখের মতও ইহাই। অপর এক হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে "পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা।"

কুরতুবী বলেন ঃ ইব্‌ন জারীজ আতা হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন-রাসূল (সা) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যকার মসজিদুল হারামের বাসিন্দাদের জন্য কা'বা ঘর কিবলা, হারামবাসীদের জন্য মসজিদুল হারাম কিবলা এবং বাহিরের সমগ্র পৃথিবীর জন্য পূর্ণ হারাম এলাকাই কিবলা।

আবূ নঈম আল ফযল ইব্‌ন দাকীক বলেন ঃ আমাকে যুহায়ের আবূ ইসহাক হইতে, তিনি বারা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন-নবী করীম (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া ষোল কি সতের মাস নামায পড়েন। অথচ তিনি মনেপ্রাণে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরিয়া নামায পড়া পসন্দ করিতেন। তিনি বায়তুল্লাহর দিকে প্রথম আসর নামায পড়েন। তাহার সহিত অন্যেরাও পড়েন। তাহাদের একজন বাহির হইয়া এক মসজিদের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল। সেখানে মুসল্লীরা তখন রুকুতে ছিল। তখন সে বলিল, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি রাসূলুল্লাহর সহিত মক্কার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িয়াছি।" তাই তাহারা যথাঅবস্থায় বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরিয়া গেল।

আবদুর রাযযাক বলেন ঃ আমাকে ইসরাঈল আবূ ইসহাক হইতে ও তিনি বারাআ হইতে বর্ণনা করেন-রাসূল (সা) মনেপ্রাণে কামনা করিতেন যে, কা'বা শরীফ কিবলা হউক। তাই নাযিল হইল قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ অতঃপর কিবলা কা'বার দিকে পরিবর্তন হইল।

ইমাম নাসায়ী আবূ সাঈদ আল মুআল্লা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আমরা সকাল সকাল মসজিদে যাইতাম। আমরা সেখানে নামায পড়িতাম। একদিন সেখানে গিয়া রাসূল (সা)-কে মিম্বরে বসা দেখিলাম। তাই বলিলাম, নিশ্চয় কোন নতুন ব্যাপার ঘটিয়াছে। ফলে সেখানে বসিলাম। তখন রাসূল (সা) -এই আয়াত পড়িলেন قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا তিনি আয়াতটি পড়া শেষ করিলে আমি আমার সংগীকে বলিলাম-রাসূল (সা) নামার আগেই চল আমরা নির্দেশিত কিবলায় দুই রাকআত নামায পড়ি। এই বলিয়া আমরা প্রথম দুই রাকআত নামায পড়িলাম। অতঃপর রাসূল (সা) মিম্বর হইতে নামিলেন এবং সকলকে সংগে নিয়া সেদিনের যুহর নামায পড়িলেন।"

ইব্ন মারদুবিয়াও ইব্ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ 'রাসূল (সা) কা'বামুখী হইয়া প্রথম যুহর নামায পড়েন এবং উহাই صَلٰوةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায।" অবশ্য মশহুর বর্ণনা ইহাই যে, হযরত (সা)-এর কা'বামুখী প্রথম নামায হইল আসরের নামায। আর এই কারণেই কুব্বার মসজিদে খবরটি পৌঁছিতে ফজর পর্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে।

হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আমাকে সুলায়মান ইব্ন আহমদ, তাহাকে আল হুসায়েন ইব্ন ইসহাক আত তাস্তারী, তাহাকে রিজা ইব্ন মুহাম্মদ আস সাকতী, তাহাকে ইসহাক ইব্ন ইদরীস, তাহাকে ইব্রাহীম ইব্ন জাফর, তাহাকে তাহার পিতা তাহার দাদী নাবীলা বিন্ত মুসলিম হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"মসজিদে বনু হারিছায় আমরা যুহর কিংবা আসর নামায পড়িলাম। আমরা ঈলিয়া মসজিদকে কিবলা করিয়া দুই রাকআত নামায পড়িলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল-রাসূল (সা) বায়তুল হারামকে কিবলা করিয়াছেন। তখন আমরা নারীরা ঘুরিয়া পুরুষের জায়গায় গেলাম ও পুরুষরা ঘুরিয়া নারীর জায়গায় দাঁড়াইল। অতঃপর আমরা বাকী দুই রাকআত আদায় করিলাম। এইভাবে আমরা বায়তুল হারামকে কিবলা করিয়া নামায পড়িলাম। তখন আমাকে বনু হারিছার এক ব্যক্তি বলিল-রাসুল (সা) বলিয়াছেন যে, এই ধরনের লোকই ঈমান বিল গায়েবের অধিকারী।"

ইব্ন মারদুবিয়া আরও বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন দুহায়েম, তাহাকে আহমদ ইব্ন হাযিম, তাহাকে মালিক ইসমাঈল আন নাহদী, তাহাকে কায়েস যিয়াদ ইব্ন আলাকা হইতে ও তিনি আম্মারা ইব্ন আউস বর্ণনা করেন ঃ

"তখন আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামাযরত ছিলাম ও তখন রুকু চলছিল। হঠাৎ দরজায় দাঁড়াইয়া একজন লোক ঘোষণা করিল, কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন হইয়াছে। তখন দেখিলাম, আমাদের ইমাম সেই দিকে ঘুরিয়া গিয়াছেন। ফলে অন্যান্য পুরুষ ও শিশুরা রুকুরত অবস্থায় কা'বার দিকে ফিরিল।"

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব কি পশ্চিম যে দিকেই যাহারা থাক না কেন, সকলেই কা'বার দিকে কিবলা কর। আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের আওতায় সকল নামাযই অন্তর্ভুক্ত। শুধু সফরে বাহনের উপর নফল নামায আদায়ের

ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা রহিয়াছে। তখন বাহন যেই দিকে যায় সেই দিকে মুখ করা যাইবে। অবশ্য অন্তরে কা'বাকে কিবলা করার নিয়ত থাকিতে হইবে। তেমনি যুদ্ধরত অবস্থায়ও এই শিথিলতা রহিয়াছে। তখন যেই দিকে ফিরিয়া নামায পড়ার সুযোগ মিলে সেই দিকে ফিরিয়া নামায পড়া যাইবে। তেমনি কিবলা ঠিক না পাইলে চিন্তা-ভাবনা করিয়া কিবলা স্থির করিয়া নামায পড়িবে। উহা ভুল হইলেও ক্ষতি নাই। কারণ, আল্লাহ বলেন ঃ

لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ কাহাকেও ক্ষমতার বাহিরের কিছুর জন্য জবাবদিহি করিবেন না।"

### মাসআলা

মালেকী মাযহাবের ইমামগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মুসল্লীগণ ইমামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবে, সিজদার জায়গায় নহে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার কথা বলিয়াছেন। মালেকীরা বলেন فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতাংশে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে বলা হইয়াছে। যদি সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইতে হয়। ফলে কিয়াম (দাঁড়ানো) পূর্ণাংগ হয় না। অপর এক দল বলেন-মুসল্লীগণের দৃষ্টি বুকের উপর নিবদ্ধ থাকিবে।

কাযী শুরায়েক বলেন-কিয়ামের সময়ে সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। ইহাই অধিকাংশের মত। কারণ, ইহার ফলে নামাযে মনোসংযোগ হয় ও বিনয়াবনত অবস্থা সৃষ্টি হয়। ইহার সমর্থনে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি রুকুর অবস্থায় দুই পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবে ও সিজদার অবস্থায় নাসিকা স্থাপনের জায়গায় দৃষ্টি দিবে এবং বসার অবস্থায় নিজ ক্রোড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ অর্থাৎ যে সব ইয়াহূদী কা'বাকে কিবলা করার ব্যাপারটি স্বীকার করে না এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক হইতে কিবলা পরিবর্তনে রাযী নহে, তাহারা তাহাদের গ্রন্থের মাধ্যমে ভালভাবেই রাসূল (সা) ও তাঁহার কিবলা সম্পর্কে জানে। তাহারা রাসূলের উম্মতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু তাহারা হিংসা, দ্বেষ ও কুফরীর বশবর্তী হইয়া উহা স্বীকার করিতেছে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিলেন ঃ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যাহা করিতেছে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যাপারে উদাসীন নহেন।

(١٤٥) وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪৫. "আর যদি তুমি আহলে কিতাবগণের সম্মুখে সকল দলীল উপস্থিত কর, তাহা হইলেও তাহারা তোমার কিবলা অনুসরণ করিবে না। তেমনি তুমিও তাহাদের কিবলার অনুসারী নহ। তাহারা একদল অপর দলের কিবলার অনুসারী নহে। তোমার কাছে ইলম পৌঁছার পরেও যদি তাহাদের অভিলাষের অনুসারী হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি যালিমগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের কুফর, হিংসা, জিদ ও বিরোধিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহারা রাসূল (সা) সম্পর্কে সকল কিছু জানিয়া বুঝিয়াই এইরূপ করিতেছে। তাই বলিতেছেন, তুমি যত বেশি ও বিশুদ্ধ দলীল ইহার সমর্থনে পেশ করনা কেন, তাঁহারা কিছুতেই তোমার কিবলার সত্যতা স্বীকার করিবে না। সেক্ষেত্রে তুমি তাহাদের খুশি-অখুশির তোয়াক্কা করিও না। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ. وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ.

"নিশ্চয় যাহাদের উপর তোমার প্রভুর বাণী কার্যকর হইয়াছে, তাহারা ঈমান আনিবে না। যদিও তাহাদের সামনে সকল নিদর্শন হাযির হয়, এমন কি কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তিও তাহারা দেখিতে পায়।"

এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলিতেছেন ঃ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ যদিও তুমি আহলে কিতাবগণকে সকল প্রমাণ প্রদান কর, তথাপি তাহারা তোমার কিবলা অনুসরণ করিবে না।

وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ– আর তুমিও তাহাদের কিবলার অনুসারী হইবে না আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের দৃঢ়তা সম্পর্কে অত্যন্ত আস্থা সহকারে সংবাদ দিতেছেন। অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ যখন তাহাদের মনগড়া খেয়াল অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিতেছে, তখন রাসূল (সা) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ বেশ বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উহা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাই তিনি ইয়াহুদীগণকে খুশি করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ আসার পর আর কিছুতেই বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কোন ইলম হাসিলের পর খেয়ালখুশির বশে উহার বিরোধী কাজ করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। যেমন তিনি রাসূলকে সামনে রাখিয়া তাঁহার উম্মতগণকে সতর্ক করিয়া বলেন ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ

অর্থাৎ তোমার কাছে ইলম পৌঁছার পরেও যদি তুমি তাহাদের খেয়ালখুশির অনুসারী হও, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(١٤٦) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

(١٤٧) الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

**১৪৬. “আহ্‌লে কিতাবগণ উহাকে নিজ সন্তানগণের মতই চিনিতে পায়। আর নিশ্চয় তাহাদের একদল জানিয়া বুঝিয়াই সত্য গোপন করে।”**

**১৪৭. “তোমার প্রভুর তরফ হইতে ইহা সত্য। তাই কখনই তুমি সন্দিগ্ধগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না।”**

**তাফসীর ঃ** আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে, রাসূল (সা) যে সত্য লইয়া উপনীত হইয়াছেন, আহ্‌লে কিতাবের 'আলিমগণ তাহার সত্যতা নিজ সন্তানের মতই বুঝিতে পাইতেছে!

আরবগণ কোন কিছুর সত্যতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুরূপ উপমা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই হাদীসেও এই উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে সন্তানসহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্তানটি কি তোমার ? সে বলিল, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় সে তোমার নিকট হইতে গোপন হইতে পারিবে না আর তুমিও তাহার নিকট হইতে গোপন হইতে পারিবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মুহাম্মাদ (সা)-কে তোমার সন্তানের মতই চিন ? তিনি বলেন - “হাঁ, বরং তাহা হইতেও অধিক। আসমানের আল-আমীন দুনিয়ার আল-আমীনের কাছে নামিয়া আসিয়াছে। তাই তাহাকে আমি বর্ণিত গুণাবলীর ভিত্তিতে চিনি। অবশ্য সন্তান তো চিনি, কিন্তু সময়ের পরিচয় জানি না।”

আমি বলিতেছি ঃ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ অর্থাৎ মানুষ যেভাবে অন্যান্য সন্তানের মধ্যে নিজ সন্তানকে নির্দ্বিধায় চিনিতে পায়, তেমনি ইয়াহুদী আলিমগণ রাসূলুল্লাহর সত্যতা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পায়।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, তাহাদের এইরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরিজ্ঞাত সত্যটি অবশ্যই তাহারা গোপন করিতেছে। অর্থাৎ তাহাদের গ্রন্থের রাসূলুল্লাহর (সা) পরিচয় সম্বলিত গুণাবলীর অংশটি তাহারা কাহাকেও দেখাইতেছে না। আর ইহা তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই করিতেছে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা) ও মুমিনগণকে তাঁহার প্রেরিত সত্যের উপর দৃঢ় থাকার কথা বলিতেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন-ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত সত্য। তাই তোমরা কখনও সন্দিগ্ধদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

(١٤٨) وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

**১৪৮. "আর প্রত্যেকেরই একটি কিবলা রহিয়াছে। সেই দিকে সে মুখ করিয়া থাকে। তাই তোমরা কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হও। তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সকলকে সমবেত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"**

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আওফী বর্ণনা করেন ঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর। তিনি বলেন, প্রত্যেক গোত্রের স্ব স্ব মনোনীত কিবলা রহিয়াছে। মু'মিনের কিবলা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত কিবলা।

আবুল আলিয়া বলেন-ইয়াহূদীর কিবলায় ইয়াহূদীরা মুখ করে ও নাসারার কিবলায় নাসারারা মুখ করে। তাই হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে যে কিবলা নির্দেশ করিয়াছেন উহাই তোমাদের কিবলা।

মুজাহিদ, আতা, যিহাক, রবী ইব্ন আনাস এবং সুদ্দীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। আল হাসান ও মুজাহিদ বলেন—প্রত্যেক সম্প্রদায়কে কা'বার দিকে ফিরিয়া নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস, আবূ জা'ফর আল বাকের ও ইব্ন আমের আয়াতটি এইভাবে পড়িয়াছেন ঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلَّاهَا

উক্ত আয়াতের অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا.

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে ভিন্ন মত ও পথ সৃষ্টি করিয়াছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকে একই জাতি করিতেন। কিন্তু তোমাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি সেই ব্যাপারে পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। তাই কল্যাণের প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হও। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরিতে হইবে।"

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ । অর্থাৎ তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে আবার একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন, যদিও পৃথিবীতে তোমাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে।

(١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(١٥٠) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○

**১৪৯. "এবং যেখান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, অতঃপর তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর উহা অবশ্যই তোমার প্রভুর তরফ হইতে আগত সত্য। এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যধারা সম্পর্কে উদাসীন নহেন।"**

**১৫০. "আর যেখান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, অতঃপর তোমার মুখমণ্ডল সেই মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং যেখানেই তোমরা থাক, অতঃপর সেখান হইতে তোমাদের কিবলার দিকে মুখ কর। তোমাদের ব্যাপারে যেন মানুষ কোন দলীল দাঁড় করিতে না পারে। হাঁ, তাহাদের যালিম সম্প্রদায়ের কথা ভিন্ন। তাহাদিগকে ভয় করিও না, আমাকে ভয় কর। তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর আমার নি'আমত পূর্ণ করিব আর হয়ত তোমরা পথপ্রাপ্ত হইবে।"**

**তাফসীর ঃ** মসজিদুল হারামকে কিবলা করার জন্যে দুনিয়ার সকল এলাকার লোকদের প্রতি ইহা আল্লাহ তা'আলার তৃতীয় নির্দেশ। এই ব্যাপারটি কেন তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হইল তাহার রহস্য লইয়া মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলেন–যেহেতু ইহা ইসলামের প্রথম নসখ অর্থাৎ পূর্ব নির্দেশ বাতিলকরণ, তাই জোর দেওয়ার জন্য উহা করা হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস প্রমুখ ইহাকে কুরআনের প্রথম মানসূখ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অপরদল বলেন–ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে নির্দেশের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। প্রথম নির্দেশ কা'বার কাছাকাছি লোকদের জন্য দেওয়া হয়। দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয় কা'বার দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত মক্কাবাসীর জন্য। তৃতীয় নির্দেশ আসে অন্যান্য শহরের লোকদের উদ্দেশ্যে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

কুরতুবী বলেন–প্রথম নির্দেশ মক্কাবাসীর জন্য দ্বিতীয় নির্দেশ অন্যান্য শহরবাসীর জন্য। তৃতীয় নির্দেশ হইল সফরে নির্গত প্রবাসীর জন্য। কুরতুবীর এই ব্যাখ্যাটিই প্রাধান্য পাইয়াছে।

অন্য একদল বলেন–তিন ধরনের অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনবার নির্দেশ আসিয়াছে। প্রথমত 'অবশ্যই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখ তোলা প্রত্যক্ষ করিতেছি' এবং 'নিশ্চয় আহলে কিতাবগণ অবশ্যই জানে যে, উহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত সত্য আর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কার্যধারা সম্পর্কে উদাসীন নহেন'–এই নির্দেশ আসিয়াছে নবী করীম (সা)-এর প্রার্থনার জবাবে তাঁহাকে খুশি করার ও আল্লাহর খুশি থাকার খবর হিসাবে। দ্বিতীয়ত 'আর যেখান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, সেই মসজিদুল হারামের দিকে তোমার কিবলা কর এবং নিশ্চয় উহা অবশ্যই তোমার প্রভুর তরফ হইতে সত্য আর তোমাদের কার্যধারা সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নহেন'–এইখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নির্দেশের সত্যতার উপর জোর দিয়াছেন ও তাঁহার রাসূলের পসন্দ-অপসন্দের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তৃতীয়ত 'বিরোধী ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসা ও যুক্তি খণ্ডনের জন্য বলা হইল যে, তাহারা তাহাদের

গ্রন্থের মাধ্যমে রাসূলের (সা) এই কিবলার ব্যাপার সম্যকভাবে অবহিত রহিয়াছে। এই রাসূল (সা) যে তাহাদের কিবলার বদলে ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলা অনুরসরণ করিবে তাহা তাহাদের জানা আছে।' তাই রাসূল (সা) যখন ইয়াহুদীদের কিবলা ছাড়িয়া মক্কা শরীফকে কিবলা করিলেন, তখন যেহেতু উহা তাহারাও উত্তম মনে করে, তাই তাহাদের মুখ বন্ধ হইল। তাহারা বিস্মিত ও হতভম্ব হইল।

এই প্রশ্নের আরও বিভিন্ন জওয়াব দেওয়া হইয়াছে এবং আরও অনেক হিকমাত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম রাযী ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকার উহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞানের অধিকারী।

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ এই উম্মতের বর্ণিত পরিচয়ের আলোকে জানিত যে, তাহারা কা'বা কেন্দ্রিক হইবে। যখন এই গুণটি তাহাদের অবর্তমান ছিল, তখন তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া যুক্তি দেখাইত যে, এই নবী সেই নবী নহেন ও তোমরা সেই উম্মত নহ। দ্বিতীয়ত বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানরা কিবলা করায় তাহারা তাহাদের প্রাধান্যের দলীল হিসাবে উহা পেশ করিত। এই ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সংগত।

আবুল আলিয়া বলেন ঃ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ যুক্তি প্রদান করিত যে, মুহাম্মাদ (সা) যখন আমাদের কিবলা অনুসরণ করিতেছেন, তখন আমাদের ধর্মও অনুসরণ করিবেন। কিন্তু যখন কা'বা শরীফকে কিবলা করা হইল, তখন তাহাদের সেই যুক্তি নস্যাৎ হইয়া গেল। এখন বলা শুরু করিল যে, লোকটি যখন পৈতৃক কিবলায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তখন পৈতৃক ধর্মেই ফিরিয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আতা, মুজাহিদ, যিহাক ও রবী ইব্ন আনাস হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহারা إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন—অর্থাৎ মক্কার কুরায়েশগণ। তাহাদের যুলুমের যুক্তিটি হইল এই যে, তাহারা বলিত—মুহাম্মদ (সা) দাবী করেন যে, তিনি ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসারী, অথচ ইব্রাহীমের কিবলা ছাড়িয়া ইয়াহুদীদের কিবলা অনুসরণ করিলেন কেন আর এখনই-বা ইব্রাহীমের কিবলায় ফিরিলেন কেন ? মূলত লোকটির কোন স্থিরতা নাই। ইহার জবাব হইল এই যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলার পরম অনুগত বান্দা। আল্লাহ তাঁহার জন্য যখন যাহা ভাল মনে করিয়াছেন, তিনি তাহাই করিয়াছেন। বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিছুদিন কিবলা রাখার মধ্যে অবশ্যই তাঁহার হিকমত নিহিত রহিয়াছে। দ্বীনের দাবী হইল আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ। এই ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণ পূর্ণ আনুগত্যের উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করিয়াছেন।

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ অর্থাৎ ভয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই করা চলে, কোন মানুষকে নহে। কে কি বলিল পরোয়া না করিয়া আল্লাহ তা'আলা যাহা বলেন তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে।

وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ আয়াতংশটি لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ আয়াতাংশের সহিত সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত। অর্থাৎ কা'বাকে তোমাদের কিবলা বানাইয়া তোমাদের শরীআত তথা আমার নিআমতকে সর্বদিক হইতে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে চাই।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ অন্যান্য উম্মত যাহা হারাইয়াছিল তোমাদিগকে উহার সন্ধান দিলাম। উহা হইল আল্লাহর সর্বপুরাতন ঘরকে কিবলা করা। এই কারণে এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিল।

(١٥١) كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۝

(١٥٢) فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۝

**১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছি। সে তোমাদের নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করে ও তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিখায় আর তোমরা যাহা জানিতে না তাহা জানায়।**

**১৫২. অনন্তর আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার প্রতি সকৃতজ্ঞ হও ও অকৃতজ্ঞ হইও না।**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাগণের উপর যে বিরাট নি'আমত অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতেছেন। তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসাবে পাঠাইয়া পাক কালাম শুনাইয়াছেন ও তাহাদিগকে নিকৃষ্ট স্বভাব, কুপ্রবৃত্তির তাড়না ও মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র করিয়াছেন। ফলে তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন হইতে বাহির হইয়া আলোকময় জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে কিতাব অর্থাৎ কুরআন আর হিকমাত অর্থাৎ সুন্নাহ শিক্ষা দিয়াছেন। এমন কি তাহাদের অজ্ঞাত ব্যাপারে তাহাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। তাহারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, নির্বোধ দুরাচারী ছিল। অতঃপর রিসালাতের বরকতে তাহারা বিজ্ঞ আলিম ও প্রাজ্ঞ আওলিয়ায় পরিণত হইল। তাহারা গভীর পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছ শুভ্র পবিত্রতা ও সততা-সত্যতায় বিমণ্ডিত হইল। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ.

"অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর বিরাট ইহসান করিয়াছেন যখন তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের রাসূল পাঠাইয়াছেন, যিনি তাহাদিগকে তাঁহার কালাম শুনাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিয়াছেন।"

অতঃপর যাহারা এই অনুপম নি'আমতের মূল্যায়নে অপারগ হইয়াছে, তিনি তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.

"তুমি কি তাহাদিগকে দেখিয়াছ যাহারা আল্লাহর নি'আমতের কুফরী করিয়াছে এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য তাহারা জাহান্নামকে বৈধ করিয়া নিয়াছে?"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–আল্লাহ তা'আলার সেই নি'আমত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ তা'আলা এই নি'আমত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করার জন্যে মু'মিনগণকে প্রশংসা করিয়াছেন। তাই তিনি বলেন ঃ অনন্তর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব আর আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর এবং অকৃতজ্ঞ হইও না।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ আয়াতাংশ প্রসংগে মুজাহিদ বলেন–অর্থাৎ আমি যেমন ইহা করিয়াছি, তাই আমাকে স্মরণ কর।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব, হিশাম ইব্ন সাঈদ হইতে ও তিনি যায়েদ ইব্ন আসলাম হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মূসা (আ) প্রশ্ন করিলেন–হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করিব? তখন তাহাকে তাহার প্রতিপালক বলিলেন- আমাকে স্মরণ করিয়া চল এবং কখনও আমাকে ভুলিও না। যখনই তুমি আমাকে স্মরণ কর, তখন আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়া থাক। আর যখন আমাকে ভুলিয়া যাও, তখনই অকৃতজ্ঞ হও।

হাসান বসরী, আবুল আলিয়া, সূদ্দী ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন–আল্লাহ তা'আলাকে যে ব্যক্তি স্মরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে স্মরণ করেন আর যে ব্যক্তি তাঁহার কৃতজ্ঞতা আদায় করে, তিনি তাহাকে বাড়াইয়া দেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার অকৃতজ্ঞ হয়, তাহাকে তিনি শাস্তি দিবেন।

পূর্বসুরীদের কেহ কেহ আল্লাহর বাণী وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِه -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন–অনুগত থাকিবে ও নাফরমানী করিবে না, স্মরণ রাখিবে ও বিস্মৃত হইবে না এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করিবে ও অকৃতজ্ঞ হইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–আমাকে হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুস সাবাহ, তাহাকে ইয়াযিদ ইব্ন হারূন, তাহাকে আম্মারা আস সায়দালানী ও তাহাকে মাকহুলুল ইয়াযদী বর্ণনা করেনঃ

"আমি ইব্ন উমরকে প্রশ্ন করিলাম–আপনি কি কোন হন্তা, শরাবখোর, চোর বা ব্যভিচারীকে দেখিয়াছেন যে, সে আল্লাহকে স্মরণ করে? অথচ আল্লাহ বলেন–আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তিনি বলিলেন–তাহারা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তিনি তাহাদিগকে লা'নতের সহিত স্মরণ করেন।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হাসান বসরী বলেন–অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর যাহা ফরয করিয়াছি তাহা পালনের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর। উহার ফলে তোমাদের জন্য আমার উপর যাহা ওয়াজিব হয় তাহা পূরণের মাধ্যমে আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।

উহার ব্যাখ্যা প্রসংগে সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন– আমার ইবাদতের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের মাগফিরাতের মাধ্যমে তোমাদিগকে স্মরণ করিব। অন্য বর্ণনায় আছে, আমার রহমতের মাধ্যমে স্মরণ করিব।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "তোমাদিগকে তাঁহার স্মরণ করা তাঁহাকে তোমাদের স্মরণ করা হইতে শ্রেয়।"

সহীহ্ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– আমাকে যে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি। তেমনি আমাকে যে পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করে, আমি তাহাকে তাহার চাইতেও পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করি।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে আবদুর রায্যাক, তাহাকে মুআম্মার কাতাদাহ্ হইতে ও তিনি আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন–আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! আমাকে যদি তুমি মনে মনে স্মরণ কর, আমিও তোমাকে মনে মনে স্মরণ করিব। আর আমাকে যদি তুমি পরিপূর্ণভাবে স্মরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে ফেরেশতা হইতেও পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করিব। অথবা তিনি বলেন, তোমার চাইতে উত্তম ভাবে স্মরণ করিব। যদি তুমি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হইব। যদি তুমি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি তোমার দিকে এক গজ অগ্রসর হইব। আর তুমি যদি আমার দিকে হাটিয়া আস, আমি তোমার দিকে দৌড়াইয়া যাইব।

হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। বুখারী শরীফে উহা কাতাদার সনদে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম বুখারীকে কাতাদাহ বলেন–আল্লাহ অত্যন্ত মেহেরবান। তাঁহার পাক কালামে وَاشْكُرُوْا لِى وَلاَ تَكْفُرُوْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কৃতজ্ঞতা আদায়ের নির্দেশ দিলেন এবং কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে অধিক কল্যাণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِى لَشَدِيْدٌ.

"আর আল্লাহর তরফ হইতে তোমাদের কাছে ঘোষণা প্রদান করা হইতেছে যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, অবশ্যই আমি তোমাদিগকে বাড়াইয়া দিব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার শাস্তি অবশ্যই সুকঠিন।"

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে রওহ, তাহাকে শু'বা কয়েস গোত্রের ফুযায়েল ইব্‌ন ফুযালা হইতে ও তিনি আবূ রিজা আল আত্তারদী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন–আমাদের নিকট ইমরান ইব্‌ন হেসীন আসিলেন। তাহার গায়ে সিল্কের চাদর জড়ানো ছিল। উহা তাহার গায়ে পূর্বে কখনও দেখি নাই, পরেও দেখি নাই। তিনি বলিলেন–রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ যাহাকে কোন নি'আমত প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইহা পসন্দ করেন যে, তাহার সৃষ্টির উপরে সেই নি'আমতের প্রকাশ ঘটুক। রওহ দ্বিধান্বিত হইয়া বলেন– তাহার বান্দার উপর।

(١٥٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

(١٥٤) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

১৫৩. "হে ঈমানদারগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে আছেন।"

১৫৪. "আর যাহারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না; বরং তাহারা জীবিত এবং তোমরা তাহা বুঝিতেছ না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শোকর সম্পর্কে বলার পর এখন সবর সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সবর ও সালাতের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর মদদ কামনার নির্দেশ দিতেছেন। বান্দা যদি আল্লাহর নি'আমত লাভ করে, তাহা হইলে শোকর আদায় করিবে। যদি সে কোন কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে সবর এখতিয়ার করিবে। হাদীসেও তাই বলা হইয়াছে। যেমন ঃ "মু'মিনের জন্য মজার ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাহার জন্য যাহাই ফয়সালা করুন না কেন, তাহাতেই তাহার মংগল রহিয়াছে। যদি সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞ হইবে। উহা তাহার কল্যাণ দিবে। তেমনি যদি সে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ করিবে। উহাও তাহার জন্য কল্যাণময় হইবে।"

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিপদের সময়ে সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর মদদ কামনাকে উত্তম ও কল্যাণবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে-"রাসূল (সা) যখন কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতেন, তখন নামায পড়িতেন।" সবর দুই প্রকারের। এক. হারাম ও পাপকার্য বর্জনের সবর। দুই. ইবাদাত ও নৈকট্য লাভের কার্য সম্পাদনের সবর। দ্বিতীয় সবরে ছাওয়াব বেশি। কারণ, উহাই জীবনের উদ্দেশ্য। তৃতীয় সবর হইল বিপদাপদে সবর। ইহাও গুনাহ হইতে তাওবা করার মতই যরুরী। যেমন আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন-ধৈর্য দুই প্রকারের। এক. আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্যের সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকা, যদিও উহা দেহ ও আত্মার জন্য কষ্টদায়ক হয়। দুই. আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কাজ হইতে বিরত থাকা, যদিও প্রবৃত্তির নিকট উহা বড়ই প্রিয়। যাহারা এইরূপ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারাই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে।

আলী ইবনুল হুসায়েন ও হযরত যয়নুল আবেদীন বলেন ঃ

কিয়ামতের দিন ঘোষক ঘোষণা করিবে, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার ধৈর্যশীলগণ কোথায় ? তখন একদল লোক উঠিয়া জান্নাতের দিকে যাইতে থাকিবে। জান্নাতের ফেরেশতাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিবেন-হে আদম সন্তানবৃন্দ! তোমরা কোথায় যাইতেছ ? তাহারা বলিবে, আমরা বেহেশতে যাইতেছি। ফেরেশতারা প্রশ্ন করিবেন, হিসাব-নিকাশের আগেই ? তাহারা বলিবে, হাঁ, হিসাব-নিকাশের আগেই। ফেরেশতারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে তোমরা কাহারা ? তাহারা বলিবে, আমরা ধৈর্যশীল সম্প্রদায়। তাহারা তখন প্রশ্ন করিবেন, তোমরা কোন্ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করিয়াছ ? তাহারা বলিবে, আমরা আজীবন আল্লাহর ফরমাঁবরদারীর উপর থাকা ও তাঁহার নাফরমানী হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করিয়াছি। তখন ফেরেশতারা বলিবে- তাহা হইলে তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। তোমাদের প্রতিদান ইহাই। তাই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। সৎকর্মশীলদের জন্য কত সুন্দর এই প্রতিদান!

আমি বলিতেছি- ইহার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলার নিম্ন বাণী পেশ করা যায় ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণকে অপরিমেয় প্রতিদান দেওয়া হইবে।"

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন–ধৈর্য ধারণের অর্থ হইল, আল্লাহর তরফ হইতে যাহাই আসুক না কেন উহা মানিয়া লইয়া আল্লাহর কাছে উহার বিনিময় আশা করা। আর যতই অস্থিরতা আসুক না কেন, ধৈর্যের মাধ্যমে প্রসন্নভাবে উহা সামলাইয়া চলা।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, শহীদগণ আলমে বারযাখে জীবিত রহিয়াছে ও রুজী পাইতেছে। সহীহ মুসলিমে আছে–শহীদের আত্মা সবুজ পাখীর আকার ধারণ করিয়া জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া বেড়ায়। অবশেষে তাহারা আরশের নিচে জ্বলন্ত বাতিসমূহের উপর আসিয়া বসিয়া থাকে। এক সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন– তোমরা কি চাও ? তাহারা জবাব দেয়–হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদিগকে এত কিছু দিয়াছ যাহা আর কোন সৃষ্টিকে দাও নাই। তাই আমরা আর কি চাহিব ? আল্লাহ্ তা'আলা আবার তাহাদিগকে পূর্বানুরূপ প্রশ্ন করিবেন। যখন তাহারা দেখিবে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া ছাড়িবেন না, তখন তাহারা বলিবে–আমরা চাই, আপনি আমাদিগকে আবার দুনিয়ায় পাঠান। তারপর আমরা আবার জিহাদ করিয়া আরেকবার শহীদ হই। শহীদের অপরিমেয় সুফল দেখিয়া তাহারা অনুরূপ আবদার করিবে। তখন মহামহিম আল্লাহ তা'আলা বলিবেন–আমি সুনির্দিষ্টভাবে লিখিয়া রাখিয়াছি যে, কোন লোকই দুনিয়া ছাড়িয়া আসিলে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিবে না।

ইমাম আহমদ ইমাম শাফেঈ হইতে, তিনি ইমাম মালিক হইতে, তিনি যুহরী হইতে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলেন–মু'মিনদের আত্মা একটি পাখি স্বরূপ জান্নাতের বৃক্ষে অবস্থান করিবে। কিয়ামতের দিন উহারা নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করিবে।' এই হাদীস প্রমাণ করে, পাখি হইয়া জান্নাতে অবস্থান সকল মু'মিনেরই ব্যাপার। তবে কুরআনে বিশেষভাবে শহীদদের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেন।

(١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ

(١٥٦) الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ؕ

(١٥٧) اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

**১৫৫. "আর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব শত্রুর ভয় দ্বারা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা, জান-মাল দ্বারা, ফল-ফসলের বিপর্যয় দ্বারা এবং ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দান কর।**

**১৫৬. তাহারা যখনই কোন বিপদ আসে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।**

**১৫৭. তাহাদেরই উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও রহমত রহিয়াছে এবং তাহারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত দল।"**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে পরীক্ষা করিবেন অর্থাৎ তাহাদিগকে বাছাই করার জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করিবেন। যেমন, অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ

"আর অবশ্যই আমি তোমাদিকে পরীক্ষা করিব যাহাতে আমি মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলগণ সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারি।"

কখনও আল্লাহ তা'আলা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা, কখনও দুঃখ-দুর্দশা দ্বারা, কখনও ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ–

"অতঃপর আল্লাহ তাহাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ভয়-ভীতির ভূষণের স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন।"

যেহেতু ভীতিগ্রস্ত ও ক্ষুধার্তের উপর ভয় ও ক্ষুধার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা সেই প্রভাবকে ভূষণ আখ্যা দিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ বলিয়া ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার সামান্য অংশ দ্বারা পরীক্ষা করার কথা বলিয়াছেন। তেমনি وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ অর্থাৎ কিছুটা ধন-সম্পদের ক্ষতি। وَالْاَنْفُسِ অর্থাৎ আপন জন, সহচর ও বন্ধু-বান্ধবের কাহারও মৃত্যু হওয়া وَالثَّمَرَاتِ অর্থাৎ ফল-ফসল হানি।

একদল পূর্বসুরী বলেন-যেমন, বাগানে বহু খেজুর গাছ থাকে। অথচ তাহাতে খেজুর হয় না। মোটকথা, এই সকল বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তখন যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, সে পুরস্কৃত হয় আর যে ব্যক্তি ধৈর্য হারাইয়া বিপথগামী হইবে, সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ প্রদান কর।

একদল তাফসীরকার বলেন–ভয়-ভীতি দ্বারা এখানে খোদা-ভীতিকে বুঝানো হইয়াছে। তেমনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা রমযানের রোযার কথা বলা হইয়াছে। মালের ক্ষতি বলিয়া যাকাত বুঝানো হইয়াছে। জানের ক্ষতি বলিতে রোগ-ব্যাধি বুঝানো হইয়াছে। ফল-ফসল দ্বারা সন্তান-সন্ততি বুঝানো হইয়াছে। তবে এই সকল ব্যাখ্যা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের পরিচয় দান প্রসংগে বলেন, তাহারা উক্ত অবস্থা সমূহের মোকাবিলায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ অর্থাৎ যখন তাহাদের উপর বিপদ আসে, তখন তাহারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। তাহারা জানে যে, সকল কিছুরই মালিক আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই তিনি বান্দার ক্ষেত্রে করিতে পারেন। তাহারা ইহাও জানে, কিয়ামতের দিন তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র ক্ষতির আশংকা নাই। এইভাবে তাহারা আল্লাহর বান্দা হওয়ার স্বীকৃতি দান করিয়া থাকে এবং

কিয়ামতে তাহার নিকট প্রত্যাবর্তনের ধারণা পোষণ করে। এই সকল বান্দার প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ । অর্থাৎ তাহাদের জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন–ইহার ফলে তাহারা জাহান্নামের শাস্তি হইতে নিস্তার লাভ করে।

وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ তাহারাই পথপ্রাপ্ত। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন–কতই সুন্দর সেই দুইটি পুরস্কার আর কতই চমৎকার উহার মাধ্যমে অর্জিত বস্তুসমূহ। أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ উক্ত পুরস্কার দুইটি হইল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ এবং كِتَابٌ অর্থাৎ উক্ত পুরস্কার দুইটিতে প্রাপ্তব্য বস্তু হইল হেদায়েত। উহা অতিরিক্ত প্রাপ্তি। এই ভাবেই উহার বিনিময় ও অতিরিক্ত পুরস্কার দান করা হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলার কালাম اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ অর্থাৎ 'ইস্তিরজা' এর ছাওয়াব সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদের বর্ণিত হাদীস সেইগুলির অন্যতম। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ, তাহাকে লায়েছ ইব্ন সা'দ ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে, তিনি উসামা ইবনুল হাদ হইতে, তিনি আমর ইব্ন আবূ আমর হইতে, তিনি মুত্তালিব হইতে ও তিনি উম্মে সালমা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"আমার কাছে একদিন আবূ সালমা রাসূল (সা)-এর নিকট হইতে আসিয়া বলিলেন–আমি রাসূল (সা)-এর একটি কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তাহা এই, যখন কোন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হইয়া ইস্তিরজা অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহ পড়ে ও তাহার পর বলে اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময় দান কর এবং ইহা হইতে আমাকে উত্তম প্রতিদান দাও, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা করা হয়।'

অতঃপর উম্ম সালমা বলেন ঃ আমি দু'আটি মুখস্থ করিলাম। তারপর যখন আবূ সালমার মৃত্যু হয়, তখন আমি প্রথমে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িলাম ও পরে আল্লাহুম্মা আজেরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খায়রাম মিনহা' পাঠ করিলাম!

অতঃপর আমি মনে মনে ভাবিলাম-আবূ সালমা হইতে উত্তম ব্যক্তি কোথায় পাইব ? যখন আমার ইদ্দত পূর্ণ হইল, তখন আমি একদিন চর্ম পরিশুদ্ধ করিতেছিলাম। এমন সময়ে রাসূল (সা) শুভাগমন করিয়া ভিতরে আসিবার অনুমতি চাহিলেন। আমি হাত ধুইয়া উক্ত চামড়ার গদি বিছাইয়া দিলাম। হুযুর (সা) উহাতে উপবেশন করিলেন এবং তিনি আমার নিকট আমাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রস্তাবে আমার অমত হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমি বড় আত্মশ্লাঘা সম্পন্না মেয়ে। আমার ভয় হয়, আমার দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টির কোন কারণ ঘটিলে আমি আল্লাহর গযবে পতিত হইব। তাহা ছাড়া আমি বয়স্কা ও সন্তানাদির জননী। হুযুর (সা) বলিলেন ঃ শোন, তুমি যে আত্মশ্লাঘার কথা বলিয়াছ, উহা আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমা হইতে বিলুপ্ত করিবেন। তারপর বয়সের কথা তুলিয়াছ। আমার বয়স তোমার বয়সের কম নহে। আর তোমার সন্তানাদি

তো আমারই সন্তান-সন্ততি হইবে। উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি আমাকে হুযুর (সা) -এর খেদমতে সোপর্দ করিলাম। সেমতে রাসূল (সা) আমাকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর উম্মে সালমা (রা) বলেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা উক্ত দু'আর বরকতে উত্তম প্রতিদান দান করিলেন। আমি আবূ সালমা হইতে উত্তম ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে লাভ করিলাম।

সহীহ মুসলিমে হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেনঃ 'আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, এমন কোন বান্দা নাই, যে বিপদে পড়িয়া ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন পড়ার পর 'আল্লাহুম্মা আজেরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খায়রাম মিনহা' পাঠ করিল, অথচ আল্লাহ তা'আলা হইতে উহার প্রতিদান ও উহা হইতে উত্তম বস্তু লাভ করে নাই।'

অতঃপর উম্মে সালমা (রা) বলেনঃ আবূ সালমা যখন মারা যান, তখন আমি ইন্নালিল্লাহ সহ উক্ত দু'আ পাঠ করি। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাহা হইতে উত্তম প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর রাসূল (সা)-কে প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাদের নিকট ইয়াযীদ ও ইবাদ ইব্ন উব্বাদ, তাহাদের নিকট হিশাম ইব্ন আবূ হিশাম, তাহাদের নিকট ইবাদ ইব্ন যিয়াদ তাহার মাতা হইতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত হুসায়েন হইতে ও তিনি তাহার পিতা হুসায়েন ইব্ন আলী (রা) হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন-এমন কোন মুসলিম নর-নারী নাই যে মুসীবাতে পড়িয়া বিলম্বে হইলেও উক্ত দু'আ পড়িয়াছে, অথচ আল্লাহ তাহার দু'আর তাৎক্ষণিক সুফল দান করেন নাই।' ইবাদের বর্ণনায় 'বিলম্ব হওয়া'র স্থলে 'পুরাতন হওয়া' রহিয়াছে।

উক্ত হাদীস ইব্ন মাজাহ তাহার সুনানে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা হইতে, তিনি ওয়াকী হইতে, তিনি হিশাম ইব্ন যিয়াদ হইতে, তিনি তাহার জননী হইতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত হুসায়েন হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তেমনি ইসমাঈল ইব্ন উলিয়া ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন হিশাম ইব্ন যিয়াদ হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত হুসায়েন হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্ন ইসহাক সিলজিনী হাম্মাদ ইব্ন সালমা হইতে ও তিনি আবূ সিনান হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সিনান বলেন—আমার এক মৃত সন্তানকে দাফন করিতে গিয়া আমিও কবরে নামিয়া পড়িলাম। তখন আবূ তালহা আল খাওলানী আমার হাত ধরিয়া আমাকে উপরে তুলিয়া বলেন—শোন, আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাইব কি ? আমি বলিলাম—হাঁ, বলুন। তিনি বলিলেন, যিহাক ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউযিব আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, হে মালিকুল মউত! তুমি কি আমার এক বান্দার সন্তানের প্রাণ হরণ করিয়াছ ? তুমি কি তাহার চক্ষু শীতলকারী ও কলিজার টুকরার জান কবয করিয়াছ ? মালিকুল মউত জবাব দিল, হাঁ! তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তখন সে কি বলিয়াছে ? সে জবাব দিল, তোমার প্রশংসা করিয়াছে ও ইন্নলিল্লাহ পড়িয়াছে। তখন আল্লাহ বলেন—তাহার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী কর এবং উহার নাম রাখ 'বায়তুল হামদ'।

ইমাম আহমদ উহা আবার আলী ইব্ন ইসহাক হইতে ও তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক হইতে বর্ণনা করেন। তেমনি ইমাম তিরমিযী উহা সুয়ায়দ ইব্ন নসর হইতে ও তিনি ইবনুল

মুবারক হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাদীসটি 'হাসান গরীব' ও আবূ সিনান হইলেন ঈসা ইব্ন আবূ সিনান।

(١٥٨) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ○

**১৫৮. "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি হজ্ব কিংবা উমরা করিল, তাহার জন্য উহার তাওয়াফ করা দোষের নহে। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় উত্তম কাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার মূল্যায়ক ও সর্বজ্ঞ।"**

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেনঃ আমাকে সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল হাশেমী, তাহাকে ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ ইমাম যুহরী হইতে, উরওয়া হইতে ও তিনি আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন-'(হে উরওয়া!) তুমি কি আল্লাহ পাকের إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا কালামটির দিকে লক্ষ্য করিয়াছ ? আমি বলিলাম, খোদার কসম! এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, যদি কেহ সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ না করে তাহা হইলে গুনাহ হইবে না। তখন তিনি বলিলেন-হে আমার ভাগিনা! তুমি ইহা ঠিক বল নাই। তুমি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছ তাহা সত্য হইলে আয়াতটি হইত فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا তাহা ছাড়া আয়াতটির শানে নযুল হইল এই ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসারগণ মুছাল্লাল নামক স্থানে মানাত মূর্তি পূজা করিত। সেই মূর্তির সামনে যাহারা লাব্বায়েক বলিত, তাহারাই সাফা মারওয়া তাওয়াফ করা অন্যায় মনে করিত। পরবর্তীকালে তাহারা এই ব্যাপারে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল-হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলী যুগে সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফ করা অন্যায় মনে করিতাম (এখন কি করিব?)। ইহার জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ
اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

'অতঃপর রাসূল (সা) সাফা-মারওয়ার তাওয়াফকে সুন্নাত করিয়া দিলেন। তাই উহা বর্জন করার কাহারও অনুমতি নাই।'

উক্ত হাদীস সহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম যুহরীর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন–আমি এই হাদীসটি আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশামের নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, ইহা অবশ্যই এমন একটি শিক্ষণীয় কথা যাহা আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই। আমি বরং একদল আলিমকে বলিতে শুনিয়াছি, হযরত আয়েশা (রা) কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু 'একদল লোক' বলিয়াছেন এবং তাহারা বলিত, আমরা জাহেলী যুগে এই পাহাড় দুইটির মাঝখানে তাওয়াফ করিতাম।

একদল বলেন ঃ আনসারগণ বলিয়াছেন যে, আমরা বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফের জন্য আদিষ্ট হই নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ আয়াতটি নাযিল করেন। আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন, সম্ভবত এই উভয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে।

ইমাম বুখারী ইমাম মালিক হইতে, তিনি হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে ও তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ও তাহাকে আসিম ইব্‌ন সুলায়মান বলেন, হযরত আনাস (রা)-এর কাছে সাফা-মারওয়া সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন- আমরা দেখিতাম, উহা জাহেলী যুগের কাজ ছিল। যখন ইসলামের আবির্ভাব হইল, তখন আমরা উহা বর্জন করিলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

ইমাম কুরতুবী তাহার তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাসের এরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন-সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে বহু মূর্তি ছিল। শয়তানরা সারারাত সেখানে চক্কর দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইল। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল।

শা'বী বলেন-'আসাফ' নামক মূর্তিটি ছিল সাফা পাহাড়ে ও 'নাএলা' নামক মূর্তিটি ছিল মারওয়া পাহাড়ে। লোকজন সেই দুইটিকে চুমু খাইত। ইসলামের আবির্ভাবের পর তাহারা উক্ত পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফ হইতে বিরত রহিল। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল।

আমি বলিতেছি-মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক তাহার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আসাফ এক পুরুষের নাম ও নাএলা এক নারীর নাম। তাহারা দুইজন কা'বা ঘরের ভিতর ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিল। পরিণামে তাহারা দুইটি পাথরে রূপান্তরিত হইল। মানুষ যাহাতে ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে এই জন্য কুরাইশগণ পাথর দুইটিকে কা'বা ঘরের বাহিরে স্থাপন করিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকজন উহার পূজা শুরু করিল। তখন হইতে তাহারা উহাকেও মারওয়ায় স্থাপন করিল। তাহারা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করিয়া পাথর দুইটিকে চুম্বন করিতে লাগিল। এই কারণেই আবূ তালিব তাহার এক প্রসিদ্ধ কবিতায় আসাফ ও নাএলা নামক মূর্তিদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ঃ

وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم – لمفضى السيول من اساف ونائل

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবিরের এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'রাসূল (সা) বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিয়া রুকনের দিকে ফিরিয়া আসিলেন এবং উহাতে চুম্বন দান করিলেন। অতঃপর বাবে সাফা দিয়া বাহির হইয়া যান। তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুরু করিয়াছেন, আমিও সেভাবে শুরু করিলাম।

নাসায়ীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে-'আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুরু করিয়াছেন, তোমরাও সেভাবে শুরু কর।'

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাদিগকে শুরায়হ, তাহাদিগকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুআম্মাল আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ হইতে, তিনি সফিয়া বিন্‌ত শায়বা হইতে ও তিনি হাবীবা বিন্‌ত আবূ তুর্জারাহ হইতে বর্ণনা করেন-আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ করেন এবং লোকজন তাঁহার আগে আগে চলিতেছিল ও তিনি তাহাদের পিছনে পিছনে ছিলেন। তিনি দ্রুত ছুটিতেছিলেন। এমনকি দ্রুতগমনের কারণে তাঁহার হাটুর নিম্নভাগ দেখা যাইতেছিল এবং তাঁহার তহবন্দ এদিক ওদিক দুলিতেছিল। সেই অবস্থায় তিনি বলিতেছিলেন–তোমরা দ্রুত চল। কারণ, আল্লাহ তোমাদের উপর সাঈ (দ্রুত চলা) অপরিহার্য করিয়াছেন।

অতঃপর ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ আমাকে আবদুর রাজ্জাক, তাহাকে মুআম্মার আবূ আয়নিয়ার মুক্ত দাস ওয়াসিল হইতে, তিনি মূসা ইব্‌ন উবায়দা হইতে ও তিনি সফিয়া বিন্‌তে শায়বা হইতে বর্ণনা করেন-তাহাকে এক মহিলা এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে সাফা ও মারওয়ার মাঝে বলিতে শুনিয়াছেন, তোমরা দ্রুত গমন কর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সাঈ করা অবশ্য পালনীয় করিয়াছেন।

সাফা ও মারওয়ার সাঈকে যাহারা হজ্জের রুকন বলেন, তাহারা উক্ত হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইহা ইমাম শাফেঈ ও তাঁহার সমর্থকগণের মাযহাব। ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় ইহার সমর্থন মিলে। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত ইহাই। কেহ কেহ ইহাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন বটে, কিন্তু হজ্জের রুকন বলেন নাই। তাই যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া কিংবা ভুল বশত উহা বর্জন করে, তাহা হইলে তাহাকে একটি পশু 'দম' হিসাবে জবাই করিতে হইবে। ইমাম আহমদও তাহাই বলিয়াছেন। অপর একদলও এই মত পোষণ করেন।

অন্য দল বলেন-উহা মুস্তাহাব। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, ছাওরী, শা'বী ও ইব্‌ন সিরীনের মাযহাব। হযরত আনাস, হযরত ইব্‌ন উমর ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। আল-আতাবিয়ায় ইমাম মালিকের অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, তাহাদের দলীল হইল فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا আয়াতটি।

অবশ্য প্রথম মতটি শক্তিশালী। কেননা, রাসূল (সা) সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ সম্পন্ন করিয়া বলেন ঃ "তোমরা আমার নিকট হইতে তোমাদের 'মানাসিক' গ্রহণ কর।" তাই তিনি হজ্জের ক্ষেত্রে যাহা কিছু করিয়াছেন উহা ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। উহা কার্যকরী করা অপরিহার্য। অবশ্য বিশেষ দলীল প্রমাণের দ্বারা যদি কোনটি ওয়াজিব হইতে বাদ পড়ে তাহা ভিন্ন কথা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইতিপূর্বে রাসূল (সা)-এর হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ اسعوا فان الله كتب عليكم السعى। অর্থাৎ তোমরা দ্রুত চল। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাদের উপর সাঈর বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত অর্থাৎ তিনি ইব্‌রাহীম (আ) -এর জন্য উহা হজ্জের 'মানাসিক' হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে হযরত ইব্‌ন আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার প্রকৃত ঘটনা হইল এই ঃ হযরত হাজেরা (আ) তাঁহার সন্তানের পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন হযরত

হাজেরা ও তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে এই স্থানে রাখিয়া যান এবং তাহাদের আহার্য ও পানীয় দ্রব্য শেষ হইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে সাহায্য করিবার মত কোন লোক ছিল না। তাই যখন পানির অভাবে শিশু ইসমাঈলের প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দিল, তখন মা হাজেরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর তিনি পবিত্র সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে অত্যন্ত অস্থিরতার সহিত ত্র্যস্ত ও সন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে ছুটাছুটি করিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দুশ্চিন্তার হাত হইতে রেহাই দেন ও তাহার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেন। তিনি তাহাকে যমযম কূপ সৃষ্টি করিয়া দেন। উহার পানি ক্ষুধায় আহার্যের কাজ দিল ও রোগে ওষুধের কাজ দিল। সুতরাং এই পবিত্র স্মৃতিমণ্ডিত স্থানে যাহারা সাঈ করিবে, তাহাদের উচিত হইবে দীনতা ও কাতরতা প্রকাশ করা। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বীয় আত্মিক ও বাস্তব অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের এবং নিজ নিজ গুনাহ হইতে নিষ্কৃতির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। তেমনি প্রার্থনা করা উচিত সিরাতুল মুস্তাকীমে স্থির থাকার ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য এবং নিজের সার্বিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য। যেমন হযরত হাজেরা (আ) করিয়াছিলেন।

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا আয়াতাংশ সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন ঃ অর্থাৎ যদি কেহ সাত তাওয়াফের বেশী আট, নয় কিংবা ততোধিক তাওয়াফ নিজের জন্য ওয়াজিব করিয়া লয়, তাহা উত্তম কাজ। আবার কেহ কেহ বলেন, নফল হজ্ব অথবা উমরায়ও সাফা মারওয়ার তাওয়াফ করা ভাল। কেহ আবার আয়াতাংশটিকে সকল ইবাদতের বেলায় প্রযোজ্য বলিয়াছেন। ইমাম রাযী হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (নিশ্চয় আল্লাহ কৃতজ্ঞতার মূল্যদাতা ও সর্বজ্ঞ)। অর্থাৎ তিনি সামান্য কর্মের বিনিময়ে বিরাট ছাওয়াব দান করেন এবং প্রতিদানের যথাযথ পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং না তিনি কাহাকেও কম ছাওয়াব দিবেন আর না তিনি কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করিবেন; বরং পুণ্যের বহুগুণ বেশি ছাওয়াব দিবেন এবং তাঁহার তরফ হইতে আশাতীত ছাওয়াব প্রদত্ত হইবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا-

অর্থাৎ বিন্দু মাত্র যুলুম হইবে না। যদি কোন পুণ্য হয় তাহার ছাওয়াব গুণান্বিত করা হইবে এবং আল্লাহর দরবারে উহার জন্য বড় রকমের বিনিময় প্রদত্ত হইবে।

(১৫৯) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۝

(১৬০) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝

(١٦١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ○

(١٦٢) خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ○

১৫৯. "যাহারা আমার অবতীর্ণ নিদর্শনসমূহ ও হেদায়েতকে গোপন করে, যাহা আমি মানুষের জন্য আমার কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তাহাদিগকে আল্লাহ ও অন্যান্য অভিসম্পাত দাতারা অভিশাপ প্রদান করেন।"

১৬০. "কেবল যাহারা তাওবা করিল, সংশোধিত হইল ও উহা প্রকাশ্যে বর্ণনা করিল, আমি তাহাদের তাওবা কবুল করিব। আর আমি সর্বাধিক তাওবা কবুলকারী, অত্যন্ত মেহেরবান।"

১৬১. "নিশ্চয় যাহারা কাফির ও কাফির অবস্থায়ই মারা গেল, তাহাদেরই উপর আল্লাহর ফেরেশতাগণের ও মানুষের সকলেরই অভিসম্পাত।

১৬২. তাহারা চিরকাল উহাতে অবস্থান করিবে, তাহাদের শাস্তি হ্রাস করা হইবে না ও তাহাদিগকে কোন অবকাশই দেওয়া হইবে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহর রাসূল মানুষকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য সেই সব দলীল-প্রমাণ ও হেদায়েত-নিদর্শন লইয়া আবির্ভূত হন যাহা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়। যাহারা তাহা গোপন করে তাহাদের বিরুদ্ধে এখানে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

আবুল আলিয়া বলেন-এই আয়াত সেই সকল আহলে কিতাবদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা নবী করীম (সা)-এর পরিচয় গোপন করিত। অতঃপর তাহাদিগকে জানান হইতেছে যে, তাহাদের এই কার্যকলাপের জন্য তাহারা সকলেরই অভিসম্পাত কুড়াইয়াছে। দ্বীনের যথার্থ আলিমের জন্য যেমন নিখিল সৃষ্টির সকল কিছুই, এমন কি পানির মাছ ও বায়ু মণ্ডলের পাখ-পাখালী পর্যন্ত দোয়া করিতে থাকে, তেমনি উহার বিপরীতে আহলে কিতাবের সেই সকল আলিমের জন্য সকল অভিসম্পাতকারীই অভিসম্পাত দিতে থাকে।

সহীহ হাদীসে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা প্রমুখ সাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলেন- যে ব্যক্তি তাহার জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া উহা গোপন করিল, কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরানো হইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন – যদি কুরআনে إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ আয়াতটি না থাকিত, তাহা হইলে আমি কাহারও নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করিতাম না।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাদিগকে আল-হাসান ইব্ন আরাফা, তাহাদিগকে আম্মার ইব্ন মুহাম্মদ লায়েছ ইব্ন আবূ সলীম হইতে, তিনি মিনহাল ইব্ন আমর হইতে, তিনি যাজান আবূ উমর হইতে ও তিনি বারাআ ইব্ন আযিব হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"আমরা রাসূল (সা)-এর সহিত জানাযায় শরীক হইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন— কাফিরদের কপালে এত জোরে হাতুড়ি পেটা করা হয় যে, জ্বিন ও ইনসান ছাড়া সকল প্রাণীই শুনিতে পায়। তখন যে সকল প্রাণী উহা শুনিতে পায়, উহাদের সকলেই তাহাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। ইহাই আল্লাহ তা'আলা أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ আয়াতাংশে বলিয়াছেন। এখানে اللَّاعِنُونَ। অর্থ পৃথিবীর প্রাণীকুল।

ইব্ন মাজাহ মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ হইতে ও তিনি আমের ইব্ন মুহাম্মদ হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আতা ইব্ন আবূ রুবাহ বলেন اللَّاعِنُونَ। বলিতে এখানে পৃথিবীর জ্বিন, ইনসানসহ সকল প্রাণী বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ বলেন ঃ যখন খরার দরুন সব কিছু শুকাইয়া যায় ও ফসলহানি ঘটে, তখন অন্যান্য প্রাণীকুল বলে, ইহা বনী আদমের পাপাচারের জন্য হইয়াছে এবং উহারা বনী আদমকে অভিসম্পাত দিয়া থাকে।

আবুল আলিয়া, কাতাদাহ ও রবী ইব্ন আনাস বলেন وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ অর্থাৎ ফেরেশতা ও মু'মিনগণ লা'নত প্রদান করেন।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আলিমদের জন্য সকল কিছুই এমন কি সমুদ্রের মৎস্য পর্যন্ত দু'আ করিতে থাকে। আবার আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ইলম গোপনকারী আলিমগণকে আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সকলেই অভিশাপ দিতে থাকে। এমন কি সকল ধরনের অভিশাপদাতারাই অভিশাপ দান করে। বাকশক্তি সম্পন্নগণ ভাষায় ও বাকশক্তিহীনরা অবস্থার মাধ্যমে উহা প্রকাশ করে। কিয়ামতের দিনেও তাহারা অভিসম্পাত বর্ষণ করিবে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীগণকে উক্ত অভিশাপ হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন ঃ

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا। অর্থাৎ যাহারা উক্ত অপকর্ম হইতে বিরত হইয়া নিজদিগকে সৎকর্মশীল করিয়াছে এবং মানুষের কাছে যাহা গোপন করিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়াছে।

فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ এই আয়াতাংশ প্রমাণ করে যে, কুফরী ও বিদ'আতের প্রচারকরাও যদি তাওবা করে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের তাওবা কবুল করেন। অথচ বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতের তাওবা অন্যান্য যুগে এইভাবে কবুল হইত না। ইহা শুধু ক্ষমা ও দয়ার নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর শরী'আতের বরকতে হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জানাইয়াছেন, যাহারা কাফির ও কাফির থাকিয়াই মারা গেল, তাহাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। আর সেই অভিসম্পাতের জাহান্নামে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অভিসম্পাতের পরিণতিতে প্রাপ্ত জাহান্নামের চরম শাস্তি তাহাদের স্থায়ী সহচর হইবে।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ। অর্থাৎ তাহাদের সেই শাস্তি কখনও হ্রাস করা হইবে না।

وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্য শাস্তি হইতে তাহারা অবকাশ পাইবে না, বরং উহা ক্রমাগত স্থায়ীভাবে তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে। তাই আমরা উহা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

আবুল আলিয়া ও কাতাদাহ বলেন– কাফিররা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর লা'নত বর্ষণ করিবেন। অতঃপর ফেরেশতারা অভিশাপ দিবেন। তারপর সকল মানুষই অভিসম্পাত প্রদান করিবে।

### মাসআলা

কাফিরদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ সম্পর্কে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। হযরত উমর ফারূক (রা) ও পরবর্তীকালে আয়িম্মায়ে কিরাম দু'আ কুনূত ইত্যাদির মাধ্যমে কাফিরদের উপর লা'নত বর্ষণ করিতেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কাফিরের উপর লা'নত বর্ষণের ব্যাপারে ইমামদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন– কোন নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিশাপ দেওয়া যাইবে না। কারণ, তাহার মৃত্যু কি কাফির অবস্থায় হইবে, না সে মু'মিন হইয়া মরিবে, তাহা আমাদের জানা নাই। তাহাদের দলীল এই ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ যাহারা কাফির ও কাফির থাকিয়া মরিল, তাহাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত।

অন্যদল বলেন– নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিসম্পাত দেওয়া জায়েয। মালেকী ফিকাহবিদ আবূ বকর ইবনুল আরাবী এই মত পোষণ করেন। তবে তিনি তাঁহার মতের সমর্থনে যেই হাদীস পেশ করিয়াছেন উহা যঈফ।

তৃতীয় দল বলেন– যেই কাফির আল্লাহ ও রাসূলকে (সা) ভালবাসে না, শুধু তাহাকে অভিশাপ দেওয়া যাইবে। ইহার সমর্থনে তাঁহারা এই হাদীসটি পেশ করেন ঃ এক কাফির নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হযরত (সা)-এর কাছে কয়েকবার নীত হইলে তিনি তাহাকে দণ্ড প্রদান করেন। তখন এক ব্যক্তি তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিল যে, বারংবার লোকটি একই কাজ করিতেছে, তাহার উপর আল্লাহর লা'নত হউক। তখন রাসূল (সা) বলিলেন, তাহাকে অভিশাপ দিও না। কারণ, সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে (সা) ভালবাসে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(١٦٣) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

**১৬৩. "আর তোমাদের প্রভু একজন। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি অনন্ত দয়ালু, অশেষ দাতা।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তিনি একক ও লা-শরীক। তাঁহার কোন প্রতিনিধিত্বকারীও নাই। বরং সেই আল্লাহ নির্ভেজাল একক সত্তা। তিনি সর্বতোভাবেই স্বনির্ভর। তিনি ছাড়া কোনই প্রভু নাই। আর অবশ্যই তিনি অনন্ত দয়ালু, অশেষ দাতা। সূরা ফাতিহার শুরুতে এই গুণবাচক নাম দুইটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

শাহর ইবনুল হাওশাব আসমা বিন্তে ইয়াযীদ ইব্নুস সুকান হইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন – وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ। আয়াতদ্বয়ের মধ্যে ইসমে আযম বিদ্যমান। অতঃপর তিনি আসমান, যমীন ও উহার মধ্যকার সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁহার এককত্ব ও অনন্যতা প্রমাণ করেন।

(١٦٤) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

**১৬৪.** "নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি আর দিবস ও রজনীর তারতম্য ও মানুষের কল্যাণদায়ক সমুদ্রগামী জলপোত এবং মৃত পৃথিবীকে জীবিত করণার্থে নভোমণ্ডল হইতে আল্লাহর অবতীর্ণ বৃষ্টি আর পৃথিবীতে ছড়ানো সর্ববিধ জীব-জন্তু এবং বায়ু প্রবাহ ও মেঘপুঞ্জের আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যপথে শূন্যে পরিক্রমা অবশ্যই বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন স্বরূপ।"

তাফসীর ঃ اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন– নভোমণ্ডলের উচ্চতা, সূক্ষ্মতা, প্রশস্ততা, উহার ভাসমান তারকারাজি ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের নভোমণ্ডল পরিক্রমা এবং এই ভূমণ্ডলের মৃত্তিকার ঘনত্ব, গভীরতা, উহার পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র ও উহার উত্তাল তরঙ্গরাজি, উহার বুকে বিরঞ্জিত সৌধরাজি ও অন্যান্য কল্যাণকর বস্তু এবং দিবস রজনীর তারতম্য ও আগমন- নির্গমনে নিয়মতান্ত্রিকতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চয়ই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لاَالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

"না সূর্যের এই অধিকার আছে যে, চন্দ্রকে স্পর্শ করে এবং না রাত্রি দিবসের অগ্রগামী হইতে পারে। প্রত্যেকেই নভোমণ্ডলে পরিক্রমা চালাইতেছে।"

দিন ও রাত কখনও একটি বড় হইতেছে ও অপরটি ছোট হইতেছে। কখনও দিবসের অংশ রাতের ও রাতের অংশ দিবসের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর আবার উভয় সমান হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ

অর্থাৎ রাত্রি বড় হইয়া দিবসের ভিতর প্রবেশ করে আবার দিবস বড় হইয়া রাত্রির অংশ দখল করে।

وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ অর্থাৎ সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া জলপোতগুলিকে উহার বক্ষে এদিক ওদিক নিরাপদে বিচরণের ব্যবস্থা করার ফলে মানুষ উহার সাহায্যে বিভিন্ন দেশের পণ্যসম্ভার আমদানী-রপ্তানী ও অন্যান্য কল্যাণ আহরণের সুযোগ পাইতেছে।

وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মৃত ধরণীকে পুনর্জীবিত করার জন্য আকাশ হইতে যে বর্ষা বর্ষণ করেন তাহার ভিতরেও জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ.

"আর মৃত পৃথিবী তাহাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। আমি উহা জীবিত করি ও উহা হইতে বীজ উদ্গত করি। অতঃপর উহা হইতে তাহারা খায়।"

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ অর্থাৎ উহার বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রং ও ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা, উহার ক্ষুদ্রত্ব ও বিশালত্ব, উহার সবগুলির ব্যাপারে জ্ঞাত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা ইত্যাদিও আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্যতম। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَاَبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

"আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নহে এবং তিনি উহার আশ্রয়স্থল ও চারণভূমির খবর রাখেন না। সকল কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।"

وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ অর্থাৎ কখনও হাওয়া রহমত নিয়া আসে, কখনও আসে গযব নিয়া। কখনও মেঘের আগে আগে উহা বারিপাতের সুসংবাদ নিয়া আসে, কখনও উহা মেঘ হাঁকাইয়া নিয়া যায়। কখনও মেঘ পুঞ্জীভূত করে, কখনও উহাকে বিক্ষিপ্ত করে, কখনও উহা বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া দেয়। কখনও উত্তর হইতে আসে, কখনও দক্ষিণ হইতে আসে, কখনও পূর্ব হইতে আসে আবার কখনও পশ্চিম হইতে আসে। তাই মানুষ বায়ু ও বৃষ্টি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছে। এখানে সেই সব সুদীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নহে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে পরিক্রমশীল এবং আল্লাহর ইচ্ছানুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় প্রবহমান।

لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এই সকল বস্তু সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ. اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও দিবা-রাত্রির পার্থক্য অবশ্যই সেই সকল জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন, যাহারা দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণ করে আর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়া গবেষণা করে। (তাহারা তখন বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা অহেতুক সৃষ্টি কর নাই, তোমারই পবিত্রতা (বর্ণনা করি)। অনন্তর আমাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ দান কর।"

হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম, তাহাকে আবূ সাঈদ আদ দামেশকী, তাহাকে তাহার পিতা আশআছ ইব্ন ইসহাক হইতে, তিনি জা'ফর ইব্ন আবুল মুগীরা হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়ের হইতে ও তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"একদল কুরায়শ মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল- হে মুহাম্মদ! আমরা চাই, তুমি তোমার প্রভুকে বল তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেন। তারপর আমরা উহা দ্বারা অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করিব। তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব এবং তোমার সঙ্গে থাকিয়া জিহাদ করিব। রাসূল (সা) বলিলেন- আমার সহিত অংগীকারাবদ্ধ হও, যদি আমার প্রভুকে বলার পর তিনি সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করেন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা ঈমান আনিবে। তাহারা তাঁহার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। তখন তিনি তাঁহার প্রভুর কাছে দু'আ করিলেন। ফলে তাহার নিকট জিবরাঈল (আ) আসিলেন এবং বলিলেন - নিশ্চয় আপনার প্রভু তাহাদের জন্য সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করিবেন। তবে শর্ত এই যে, তারপরও যদি তাহারা ঈমান না আনে তাহা হইলে তাহাদিগকে তিনি এমন শাস্তি দিবেন, যাহা তিনি নিখিল সৃষ্টির আর কাহাকেও দেন নাই। রাসূল (সা) বলিলেন - না, তাহা হয় না। হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে ও আমার সম্প্রদায়কে অবকাশ দাও। আমি দিনের পর দিন তাহাদিগকে তোমার দিকে ডাকিতে থাকিব।"

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

ইব্ন আবূ হাতিম উক্ত হাদীস ভিন্নভাবে জা'ফর ইব্ন আবুল মুগীরা হইতে উদ্ধৃত করেন এবং উহার শেষভাগে সংযোজন করেন ঃ

"তাহারা কিভাবে তোমার কাছে সাফা সম্পর্কে দাবি জানায়? তাহাদের সম্মুখে তো উহা হইতেও অনেক বড় বড় নিদর্শন রহিয়াছে।"

ইব্ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ আমাদিগকে আমাদের পিতা, তাহাদিগকে আবূ হুযায়ফা, তাহাদিগকে শিবল, ইব্ন আবূ নাজীহ হইতে ও তিনি আতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "নবী করীম (সা)-এর উপর মদীনায় وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ। আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাহা শুনিয়া মক্কার কুরায়শগণ প্রশ্ন তুলিল- মানুষ কি করিয়া এক প্রভুর পিছনে ছুটিতে পারে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ....... لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি একক সত্তা এবং তিনি সকল কিছুরই প্রভু ও সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। ওয়াকী ইব্নুল জার্রাহ বলেন- আমাকে সুফিয়ান তাহার পিতা হইতে ও তিনি আবুয যুহা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"যখন وَإِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ আয়াতটি নাযিল হইল, তখন মক্কার কুরায়শরা বলিল, প্রভু যে একজনই, তাহার প্রমাণ দাও। উহার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ........ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

আদম ইব্ন আবূ আয়াস ও আবূ জা'ফর রাযী হইতে, তিনি সুফিয়ানের পিতা সাঈদ ইব্ন মাসরূক হইতে ও তিনি আবুয যুহা হইতে উহা বর্ণনা করেন।

(١٦٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝

(١٦٦) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝

(١٦٧) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ۝

১৬৫. "আর একদল মানুষ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে অংশীদার বানাইয়া সেইগুলিকে আল্লাহ্র মতই ভালবাসে। অথচ ঈমানদারগণ শুধু আল্লাহ্কেই সুদৃঢ়ভাবে ভালবাসে। আফসোস! যদি যালিমরা দেখিতে পাইত।

১৬৬. যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে, দেখিবে, নিশ্চয় সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তিদাতা। সেই আযাব প্রত্যক্ষ করিয়া অনুসৃতগণ অনুসারীবৃন্দকে অস্বীকার করিবে ও তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

১৬৭. আর অনুসারীগণ তখন বলিবে, হায়, যদি আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদের মত আমরাও তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতাম। এভাবেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কার্যাবলীর আক্ষেপজনক পরিণতি প্রত্যক্ষ করাইবেন আর তাহারা জাহান্নাম হইতে নিস্তার পাইবে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে পৃথিবীতে মুশরিকরা যে ভ্রান্ত কার্যকলাপ করিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, পরকালে তাহাদের জন্য আক্ষেপজনক কঠিন শাস্তি ছাড়া

আর কিছুই প্রাপ্য নহে। কারণ, তাহারা পৃথিবীতে আল্লাহর সমকক্ষ শরীক বানাইয়া আল্লাহর সহিত তাহাদিগকেও সমানভাবে ভালবাসিয়াছে ও পূজা-অর্চনা করিতেছে। অথচ আল্লাহ এক ও লা শারীক ।তাহার কোন প্রতিপক্ষ নাই, বিকল্প নাই, অংশীদারও নাই।

সহীহদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল।! শ্রেষ্ঠতম পাপ কোন্‌টি ? তিনি জবাব দিলেন; যদি তুমি আল্লাহর কোন শরীক বানাও। অথচ তোমাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ অর্থাৎ অবশ্যই ঈমানদারগণের ভালবাসা শুধু আল্লাহর জন্য। তাহাদের আত্মিক সংযোগ, তাহাদের মর্যাদা দান ও একনিষ্ঠতা শুধু তাঁহারই জন্য। তাহারা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, বরং শুধু তাঁহারই ইবাদত করে, তাঁহারই উপর ভরসা করে এবং সকল ব্যাপারে শুধু তাঁহারই কাছে আশ্রয় কামনা করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের আত্মপীড়ন সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলেন ঃ

وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

ব্যাখ্যাকারদের কেহ কেহ উক্ত আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল এই যে, যদি তাহারা আযাব প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পাইত, তখন সকল ক্ষমতাই শুধু আল্লাহ তা'আলার হাতে। অর্থাৎ সেখানে হুকুম-আহকাম সবই সেই একক ও লা-শারীক আল্লাহর চলিতেছে এবং সকল কিছুই তাহার প্রভাবাধীন রহিয়াছে। তাহারা তখন ইহাও প্রত্যক্ষ করিবে যে, وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ–

"সে দিন না কেহ তাঁহার মত শাস্তি দিতে পারিবে আর না কেহ তাঁহার মত পাকড়াও করিতে পারিবে।"

আল্লাহ পাক বলেন ঃ তাহারা যদি জানিত যে, পরকালে তাহারা কি দৃশ্যের সম্মুখীন হইবে ও তাহাদের শিরক, কুফরী, গোমরাহীর কারণে তাহারা কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হইবে, তাহা হইলে তাহারা কিছুতেই উহা করিত না। অতঃপর তিনি তাহাদের উপাস্যগণের সহিত সেদিন তাহাদের করুণ সম্পর্ক সম্পর্কে অবহিত করিতেছেন। সেদিন অনুসৃতরা অনুসারীদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। যেমন তিনি বলেন ঃ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا। অর্থাৎ তাহাদের উপাস্য ফেরেশতারা সেদিন তাহাদের উপাসকদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া বলিবে ঃ

تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ مَاكَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ

"আমরা তোমার কাছে উহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। তাহারা কখনও আমাদের উপাসনা করে নাই।"

তাহারা আরও বলিবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ.

"তুমি পবিত্র, মহান ! তুমিই আমাদের অভিভাবক। তাহারা আমাদের কেহ নহে। তাহারা জ্বিনের পূজা করিত এবং তাহাদের অধিকাংশই জ্বিনদের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল।"

অতঃপর জ্বিনরাও তাহাদের সম্পর্ক অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগকে যে পূজা করা হইয়াছে তাহাও তাহারা অস্বীকার করিবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ.

"আর যাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছিল এবং আল্লাহ ছাড়া যাহাদিগকে উপাসনা করা হইয়াছিল, কিয়ামতের দিন তাহারা উপাসকদের ডাকে সাড়া দিবে না। যখন মানুষকে সমবেত করা হইবে, তখন উপাস্যরা উপাসকদের শত্রু হইবে এবং উপাসকরা উপাস্যদের প্রতি অবিশ্বাসী হইবে।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا. كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ ছাড়া আরও প্রভু বানাইয়াছিল, যেন তাহাদের তাহারা সহায়ক হয়। কখনও নহে। শীঘ্রই তাহারা পূজারীদের উপাসনাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহারা তাহাদের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে।

হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَاْوَاكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ.

"সন্দেহ নাই, তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া প্রতিমাগুলিকে উপাস্য বানাইয়াছ ও পার্থিব জীবনের পারস্পরিক ভালবাসায় মগ্ন রহিয়াছ। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা একদল অপরদলকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিশাপ দিবে। আর তোমাদের ঠাঁই হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্য কোন মদদগার থাকিবে না।"

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْ لاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে হাযির হইয়া যাহা যালিমরা দেখিবে তাহা যদি আজ দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, তাহারা একে অপরকে দোষারোপ করিতেছে। এবং অধীনস্থরা অধিকর্তাগণকে বলিতেছে, তোমরা না হইলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ. وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُوْنَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا وَاَسَرُّوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَءَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلاَلَ فِى اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"অধিকর্তারা তখন অধীনস্থগণকে বলিবে, আমরা কি তোমাদিগকে হেদায়েতের ডাক আসার পর উহা হইতে বিরত রাখিয়াছি ? বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে। আর অধীনস্থরা অধিকর্তাগণকে বলিবে, বরং তোমরাই দিন-রাত আমাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছ, যখন তখন নির্দেশ দিয়াছ যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি ও তাঁহার অংশীদার বানাই এবং যখন আযাব দেখিবে তখন লজ্জাবনত হইবে আর আমি সেই কাফিরদের গলায় জিঞ্জীর পরাইব। তাহাদিগকে কি তাহাদের কর্মফল প্রদান করা হইবে না ?"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থাৎ আর যখন (আল্লাহর) ফয়সালা সম্পন্ন হইবে, তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে যে কথা দিয়াছিলেন তাহা সত্য হইয়াছে। আর আমি তোমাদিগকে যে ওয়াদা দিয়াছিলাম, তাহার খেলাফ করিয়াছি। আমার উপর তোমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নাই। শুধু এতটুকুই যে, আমি তোমাদিগকে ডাকিয়াছি আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছ। তাই আমাকে আর দোষারোপ করিও না, বরং নিজেদেরই দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগকে ঘাড়

ধরিয়া কিছু করাই নাই আর তোমরাও আমাকে জোর করিয়া কিছু করাও নাই। তোমরা আমাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল শিরক কার্য করিয়াছ আমি তাহা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করিয়াছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে।

وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ অর্থাৎ আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হইবে। তথাপি তাহারা জাহান্নাম হইতে নাজাত পাইবে না এবং পালাবারও কোন পথ পাইবে না।

ইব্‌ন নাজীহ ও মুজাহিদ বলেন ঃ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ অর্থাৎ তাহাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا অর্থাৎ যদি আমাদের জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের বিধান থাকিত, তাহা হইলে আমরাও তাহাদিগকে সেইভাবে অস্বীকার করিতাম যেভাবে আজ তাহারা আমাদিগকে অস্বীকার করিল। তখন আমরা আর তাহাদের উপাসনা করিতাম না, বরং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিতাম। মূলত তাহারা এই ব্যাপারেও মিথ্যাবাদী। পৃথিবীতে তাহারা ফিরিয়া আসিলে আবার উহাই করিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মিথ্যাবাদিতা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাই তিনি বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তাহাদের কার্যাবলী বিলুপ্ত ও ধ্বংস হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট থাকিবে শুধু আক্ষেপ ও হা-হুতাশ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.

"আর আমি তাহাদের অপকর্মের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলাম এবং উহাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিলাম।" আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ-

"যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরী করে তাহাদের কার্যাবলী যেন বালুর বাঁধ। সজোরে বায়ু প্রবাহের সাথে সাথে উহা হাওয়া হইয়া যায়।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً-

"কাফিরদের কার্যাবলী মরীচিকা সদৃশ। পিপাসার্ত ব্যক্তি উহাকে পানি ভাবে।"

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যেহেতু তাহাদের সকল আমল বরবাদ হইবে, তাই তাহারা জাহান্নাম হইতে কখনও নিস্তার পাইবে না।

(١٦٨) يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ الشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

(১৬৯) اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

**১৬৮. "হে মানব! পৃথিবীতে উৎপন্ন পবিত্র বৈধ বস্তু ভক্ষণ কর, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।**

**১৬৯. সন্দেহ নাই, তোমাদিগকে সে পাপাচার ও অনাচারের নির্দেশ দেয় আর আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তোমরা যাহা জান না তাহাই বলিতে বলে।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার একত্ব ও সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহার একক ক্ষমতা ও অধিকারের বর্ণনার পর তাঁহার প্রতিপালন ব্যবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তিনিই নিখিল সৃষ্টির রিযিকদাতা। তিনি দুনিয়াব্যাপী সকল সৃষ্টির রুজীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এখন উহার ব্যবহারবিধি বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলেন– পৃথিবীতে যাহা কিছু আল্লাহ তা'আলা বৈধ করিয়াছেন আর যাহা তোমাদের জন্য রুচিকর ও দেহ বা মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর নহে, তাহা সকলই খাও। তবে শয়তানের পদাংক অনুকরণ করিও না। উহা হইল মনগড়া রীতি-পদ্ধতি। উহা অনুসরণ করিলে তোমরা বিভ্রান্তির শিকার হইবে। যেমন বাহীরা, সাএবা, ওয়াসিলা ইত্যাকার হালাল উটকে মনগড়া রীতিতে হারাম করিয়া লইয়াছ। উহা জাহেলী রীতি।

সহীহ্ মুসলিমে আব্বাস ইবনে হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসে আছে যে, " রাসূল (সা) বলেন – আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমি আমার বান্দাকে যেসব আহার্য দান করিয়াছি তাহা তাহার জন্য বৈধ করিয়াছি।"

উক্ত হাদীসে আরও বর্ণিত আছে– আমি আমার বান্দাকে তাওহীদবাদী করিয়া গড়িয়াছি। কিন্তু শয়তান আসিয়া তাহাকে সত্য দীন হইতে বিচ্যুত করিয়াছে এবং আমি যাহা হালাল করিয়াছি তাহা হারাম করিয়াছে।"

হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আমাকে সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ, তাহাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন শায়বা মিসরী, তাহাকে আল হুসায়েন ইব্‌ন আবদুর রহমান এহতিয়াতী, তাহাকে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদহামের বন্ধু আবূ আবদুল্লাহ জুজানী, তাহাকে ইব্‌ন জারীজ আতা হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন - নবী করীম (সা)-এর নিকট يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا আয়াতটি তিলাওয়াত করা হইলে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস দাঁড়াইয়া বলিলেন – হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমাদের দু'আ যেন সর্বদা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা করুন। রাসূল (সা) বলিলেন – হে সা'দ! পবিত্র আহার্য গ্রহণ কর, তোমার দু'আ সর্বদা কবুল হইবে। যাহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তির উদরে এক লোকমা হারাম খাদ্য প্রবেশ করিল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার দু'আ কবুল হইবে না। আর যে বান্দা হারাম ও সুদের মাল দ্বারা দেহ পুষ্ট করিয়াছে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুনই শ্রেয়।

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ। অর্থাৎ যেহেতু শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, তাই উহাকে ঘৃণা করিবে ও ভয় করিয়া চলিবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ-

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। তাই তাহাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। নিঃসন্দেহে সে তাহার অনুসারী দলকে জাহান্নামের সহচর হইবার জন্য আহ্বান জানায়।"

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلاً-

"তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে (শয়তান) ও তাহার সন্তানদিগকে বন্ধু বানাইতেছ। অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু। যালিমদের জন্য কতই জঘন্য প্রতিদান রহিয়াছে।"

وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- আয়াতাংশ সম্পর্কে কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিটি নাফরমানীই শয়তানের পদাংকানুসরণ। ইকরামা বলেন ঃ উহা শয়তানের কুমন্ত্রণা। মুজাহিদ বলেন ঃ উহা শয়তানের বিভ্রান্তি বা ভ্রান্তিসমূহ। আবূ মাজলিস বলেন ঃ উহা হইল পাপের পথে মানত করা। শাবী বলেন – এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে জবাই করার মানত করিলে মাসরূক তাহাকে ফতোয়া দিলেন একটি ভেড়া জবাই করার এবং বলিলেন, এই ধরনের মানতই হইল শয়তানের পদাংক অনুসরণ।

আবূয্ যুহা মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বকরীর একটি গুর্দার সহিত লবণ যুক্ত করিয়া আসিয়া উহা খাইতে লাগিলেন। তখন দলের একজন সেখান হইতে সরিয়া বসিল। তখন তিনি অন্যদিগকে বলিলেন ঃ তোমাদের সাথীকেও খাইতে দাও ! তদুত্তরে সে বলিল, আমি উহা খাইব না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি রোযা রাখিয়াছ কি ? সে বলিল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইলে তুমি খাও না কেন ? সে বলিল, আমি উহা খাওয়া আমার উপর হারাম করিয়াছি। তখন ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, ইহাই শয়তানের পদাংক । তুমি উহা খাও এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফফারা দাও।

ইব্ন আবূ হাতিম উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাহাকে হাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-মিসরী সুলায়মান আততায়মী হইতে ও তিনি আবূ রাফে' হইতে বর্ণনা করেন– আমি একদিন আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইলাম। সে বলিল, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে তালাক না দাও, তাহা হইলে সে একদিন ইয়াহুদী হইবে ও একদিন খ্রিস্টান হইবে এবং তাহার সাথে দাস-দাসী আযাদ হইয়া যাইবে। আমি তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের কাছে আসিয়া সব বলিলাম। তিনি বলিলেন, ইহাই শয়তানের পদাংক। যয়নব বিন্ত উম্মে সালমাও এই কথা বলিলেন। তিনি তখনকার বড় এক ফিকাহবিদ ছিলেন। আসিম ও ইব্ন উমর একই কথা বলিয়াছেন।

আবদ ইব্ন হামীদ বলেন ঃ আমাকে আবূ নঈম শরীফ হইতে, তিনি আবদুল করীম হইতে, তিনি ইকরামা হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাগের বশবর্তী হইয়া যে শপথ বা মানত করা হয়, তাহাই শয়তানের পদাংক। উহার কাফফারা হইল শপথ ভঙ্গের কাফফারা।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوا عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ । অর্থাৎ তোমাদের শত্রু শয়তান তোমাদিগকে পাপ কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত করে। যেমন ব্যভিচার কিংবা অনুরূপ কোন অনাচার। ইহা সাধারণ পাপ হইতে জঘন্যতম। উহা হইতেও জঘন্য হইল না জানিয়া আল্লাহর ব্যাপারে কোন কথা বলা। প্রত্যেক কাফির ও বিদ'আত সৃষ্টিকারী এই কাজ করিয়া থাকে।

(١٧٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ○

(١٧١) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

**১৭০. "আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা যাঁহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা অনুসরণ কর। তাহারা বলে, বরং আমরা পূর্বপুরুষগণকে যাহার উপর পাইয়াছি তাহাই অনুসরণ করিব। যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই বুঝে নাই, আর হেদায়েতও পায় নাই।"**

**১৭১. "আর কাফিরদের উদাহরণ হইল সেই বধিরের মত, যে শুধু ডাকাডাকির আওয়াজই শুনিতে পায় (কথা বুঝে না)। তাঁহারা মূক, বধির, অন্ধ, তাই বুঝিতে পায় না।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সেই কাফির ও মুশরিকগণকে যখন আল্লাহর রাসূলের উপর অবতীর্ণ বাণী অনুসরণের কথা বলা হয় এবং তাহারা যে বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা অনুসরণ করিতেছে তাহা বর্জন করিতে বলা হয়, তখন তাহারা বলে, আমরা বাপ- দাদার মূর্তিপূজা ও অংশীবাদিতার ধর্মই অনুসরণ করিব। তাই আল্লাহ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন ঃ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ যদিও তাহাদের অনুসৃত পূর্বপুরুষগণের না কোন জ্ঞান আছে, না তাহারা হেদায়েতপ্রাপ্ত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা কিংবা সাইদ ইব্ন জুবায়ের, মুহাম্মদ ও ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

"উক্ত আয়াত একদল ইয়াহুদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূল (সা) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলে তাহারা বলিল, আমরা বাপ-দাদার ধর্ম লইয়াই থাকিব। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের যথাযথ উপমা উপস্থাপন করেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ-

"যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহারা যেন এক পাষণ্ড।" তেমনি আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ যাহারা বিভ্রান্ত, পথহারা ও মূর্খ তাহারা যেন মাঠে

বিচরণকারী জানোয়ার। যখন উহার রাখাল উহাকে কিছু বলে, তখন শুধু সে শব্দই শুনিতে পায়, অর্থ বুঝে না।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, হাসান, কাতাদাহ, আতা খোরাসানী ও রবী' ইব্ন আনাস অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ এখানে কাফিরগণকে মূর্তির সহিত উপমা দান করা হইয়াছে। কারণ, মূর্তির কাছে যত কিছুই বলা হউক, উহাকে যতই ডাকাডাকি করা হউক, উহা কিছুই শুনিতে পায় না, দেখিতে পায় না ও বুঝিতে পায় না। মূলত প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম। কারণ, মূর্তি প্রাণহীন বস্তু বলিয়া উহা দেখে না, বুঝে না। এমনকি শব্দও শুনে না। তাই উহা আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত উপমা হইতে পারে না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ অর্থাৎ সত্যের ডাক শুনিতে পায় না, সত্যের ডাকে সাড়া দিতে পারে না ও সত্য পথ দেখিতে পায় না।

فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা কিছুই বুঝিতে পায় না বলিয়া সত্যের মর্মও অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ–

"আর যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করিল, তাহারা বধির ও বোবা । গভীর অন্ধকারে আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথহারা করেন ও যাহাকে চান সরল পথে উপনীত করেন।'

(١٧٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

(١٣٧) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৭২. "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছি, তাহা হইতে হালাল আহার্য গ্রহণ কর ও আল্লাহর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা যথার্থ ইবাদতগার হও।"

১৭৩. "নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য মৃত জীব, শোণিত ও শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জবাই করা জীব তিনি হারাম করিয়াছেন। অতঃপর যদি কেহ নাফরমানী ও বাড়াবাড়ি ছাড়া (অনন্যোপায় হইয়া) যৎকিঞ্চিত গ্রহণ করে, তাহার জন্য কোন পাপ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অসীম ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান ।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাগণকে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হইতে হালাল আহার্য গ্রহণের নির্দেশ দিতেছেন। আর এই জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে বলিতেছেন। কারণ, হালাল রুজী বান্দাগণের ইবাদত ও দু'আ কবুলের জন্য জরুরী। তেমনি তিনি তাহাদিগকে হারাম রুজী বর্জনের নির্দেশ দিতেছেন। কারণ, হারাম রুজী ইবাদত ও মুনাজাত কবুলের অন্তরায় হয়। হাদীসে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হাযিম, আদী ইব্ন ছাবিত, ফুযায়েল ইব্ন মারযুক, আবূ নসর ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলেন – হে মানব! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র । পবিত্র কিছু ছাড়া তিনি গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ রাসূলগণকে যাহা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, মু'মিনগণকেও তাহা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন ঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ–

"হে রাসূলবৃন্দ! পবিত্র আহার্য ভক্ষণ কর আর পুণ্য কাজ কর। তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আমি তাহা সুপরিজ্ঞাত।"

তেমনি আল্লাহ বলিলেন يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ হে ঈমানদারগণ ! আমার প্রদত্ত রুজী হইতে পবিত্র আহার্য গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি বলেন – এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল ব্যাপী সফর করিতেছে। তাহার কেশরাজি ধূলি ধূসরিত হইয়াছে। সেই অবস্থায় সে আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া কাতর স্বরে 'ইয়া রব ইয়া রব' বলিয়া মুনাজাত করিতেছে। অথচ তাহার খানা হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম, উহাতেই সে পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিভাবে তাহার দু'আ কবুল হইবে ?"

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ সংকলনে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীও ফুযায়েল ইব্ন মারযূকের সনদে উহা বর্ননা করেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে হালাল আহার্য গ্রহণের জন্য নির্দেশ দানের পর হারাম বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। তিনি বলেন – তোমাদের জন্য শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিস হারাম করিলাম। তাহা এই ঃ স্বাভাবিকভাবে মৃত জীব এবং শরীআতসম্মত উপায়ে যবেহ করা ছাড়া অন্য ভাবে মৃত জীব। যেমন, গলা টিপিয়া মারা বা গলায় ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করা কিংবা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা অথবা কোথাও হইতে পড়িয়া মারা যাওয়া কিংবা হিংস্র জন্তুর শিংগের গুঁতায় মারা যাওয়া জীব। তবে অধিকাংশ ইমাম পানির মধ্যকার মৃত জীবকে হারামের তালিকা বহির্ভূত মনে করেন। তাহাদের দলীল হইল আল্লাহ পাকের বাণী ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

"তোমাদের জন্য পানির শিকার বৈধ করা হইল এবং উহা ভক্ষণ করাও।"

ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমি এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সকল কিছু সবিস্তারে আলোচনা করিব। সহীহ, মুনসাদ, মুআত্তা ও সুনানে উদ্ধৃত আম্বরের বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ هوا الطهور ماءه والحل ميتته অর্থাৎ সমুদ্রের পানি পবিত্র ও উহার মৃত বস্তু হালাল।

ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, ইব্‌ন মাজাহ ও দারে কুতনী বর্ণিত ইব্‌ন উমর (রা)-এর এক মারফু হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ احل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال। অর্থাৎ দুই মৃত ও দুই রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। দুই মৃত হইল মৎস্য ও টিড্ডি এবং দুই রক্ত হইল কলিজা ও তিল্লী। সূরা মায়িদায় ইনশা'আল্লাহ এই সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

## মাসআলা

মৃত জীবের দুধ ও উহার ভিতরে প্রাপ্ত ডিম অপবিত্র । ইমাম শাফেঈ ও অন্যান্যের মত ইহাই। কারণ, উহা মৃত জীবেরই অংশ। ইমাম মালিক বলেন – উহা মূলত পাক। কিন্তু নাপাক মৃতের সংস্পর্শে উহা নাপাক হইয়াছে। মৃত জীবের কলিজা বা গুর্দার অবস্থাও তাই। তবে এই ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। মশহুর অভিমত ইহাই যে, উহা নাপাক।

অবশ্য একদল লোক সাহাবায়ে কিরামের মজুসীদের হাতে তৈরি পনীর ভক্ষণের নজির পেশ করিয়া বলেন যে, উহাও পাক ও বৈধ। কিন্তু ইমাম কুরতুবী ইহার জবাবে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, উহাতে খুব কম দুধ মিশ্রিত হয়। সুতরাং নাপাকীর নগণ্যতার কারণে উহা বৈধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য ক্ষেত্রে নাপাকীর আধিক্য থাকায় উহা বৈধ হইবে না। কারণ, প্রবহমান অধিক পানিতে সামান্য নাপাকীর সংযোগ উহাকে অপবিত্র করে না।

সালমান ফারসী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ উছমান আন্‌-নাহদী, সুলায়মান আত তায়মী, সায়ফ ইব্‌ন হারূন ও ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা)-কে মৃত পনীর ও খরগোশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন ঃ

الحلال ما احل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব যাহা হালাল করিয়াছে তাহা হালাল ও যাহা হারাম করিয়াছে তাহা হারাম এবং যেক্ষেত্রে নীরব রহিয়াছে উহা ক্ষমার যোগ্য।

তেমনি শূকরের মাংসও হারাম। উহা জবাই করা হউক কিংবা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে মারা যাউক, যে কোন অবস্থায়ই উহা অবৈধ। শূকরের চর্বি ও মাংসের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। উহাতে মাংসের আধিক্যের কারণে কিংবা নাপাক বস্তুর সংমিশ্রণ লাভের কারণে উহা অবৈধ হওয়াটা কিয়াসেরও দাবি।

তদ্রূপ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে যবেহ করা জীবও হারাম করা হইয়াছে। যেমন, জাহেলী যুগের লোকেরা মূর্তি ও বাতিল উপাস্যগণের সন্তুষ্টি এবং ভাগ্যক্রমে সফলতা অর্জনের জন্য পশু উৎসর্গ করিত।

ইমাম কুরতুবী বলেন–ইব্‌ন আতিয়া হাসান বসরীর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই ঃ একটি মেয়ে লোক আসিয়া তাঁহার কাছে তাহার খেলনা পুতুলের বিবাহ উপলক্ষে যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে ফতোয়া চাহিলে তিনি মেয়েলোকটিকে উহা খাইতে নিষেধ করেন। কারণ উহা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ না করিয়া খেলার পুতুলের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হইয়াছে।

ইমাম কুরতুবী হযরত আয়েশা (রা) হইতেও একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই ঃ হযরত আয়েশা (রা) -এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অনারব লোকেরা তাহাদের যে কোন ঈদ-পার্বনে পশু জবাই করিয়া থাকে। তাহারা উপঢৌকন হিসাবে উহার গোশত মুসলমানগণকেও দিয়া থাকে। তাহা খাওয়া বৈধ হইবে কিনা ? তদুত্তরে তিনি বলেন–শুধু ঈদ পার্বণের দিনটির শ্রেষ্ঠত্বের জন্যেই যদি উহা জবাই করা হয় তাহা হইলে খাইও না। তবে তাহাদের দেওয়া ফলমূল খাইতে পার।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি অন্য কোন খাদ্য খাদক কোথাও কিছু না মিলে, তখন প্রাণে বাঁচিয়া থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন অনুসারে অবৈধ আহার্যও গ্রহণ করা যাইবে।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ যে নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্য ছাড়া অগত্যা হালাল-হারামের সীমা অতিক্রম করে। فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ কেহ হারাম দ্রব্য খাইলে তাহার এইক্ষেত্রে কোন পাপ হইবে না।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন ঃ প্রাণের দায়ে অনন্যোপায় হইয়া নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্য ছাড়া কেহ যদি ছিনতাই বা রাহাজানির মাধ্যমে শুধুমাত্র পেট বাঁচাবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে উহা তাহার জন্য বৈধ হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ আল্লাহর নাফরমানী ও ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের জন্য তাহা করে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষ অনুমোদন তাহার বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

সাঈদ ইব্ন জুবায়ের হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও সাঈদ ইব্ন জুবায়ের অপর এক বর্ণনায় বলেন غَيْرَ بَاغٍ অর্থাৎ হারাম বস্তুকে হালাল করার উদ্দেশ্য না হইলে। আস্ সুদ্দী বলেন غَيْرَ بَاغٍ অর্থাৎ উহার আকাঙ্ক্ষী না হওয়া।

আতা খোরাসানী হইতে পর্যায়ক্রমে তৎপুত্র উছমান ইব্ন আতা, যুমরাহ ও আদম ইব্ন আবূ আয়াস বর্ণনা করেন–মৃত জন্তুর মাংস মজাদাররূপে ভুনা বা রান্না করিয়া খাওয়া উচিত নহে এবং উহা এক টুকরার বেশি খাওয়াও ঠিক নহে। তেমনি হালাল বস্তু প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যতটুকু মাংস বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু মাংস সাথে রাখিতে পারিবে এবং যখনই হালাল কিছু পাইবে, উহা ফেলিয়া দিবে। ইহাই হইতেছে وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ হালাল পাওয়ার পর হারাম স্পর্শ না করা। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা যেন কেহ পেট ভরিয়া তৃপ্তি মিটাইয়া না খায়। আস্ সুদ্দী বলেন–এই ক্ষেত্রে সীমালংঘন না করা। غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ غَيْرَ بَاغٍ অর্থাৎ নাফরমান হইয়া মৃত জীব খাইবে না এবং وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ খাওয়ার বেলায় ন্যূনতম প্রয়োজনের বেশি খাইবে না। فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদাহ বলেন ঃ غَيْرَ بَاغٍ অর্থাৎ মৃত জীবকে হালাল ভাবিয়া খাইবে না এবং কোর্মা-বিরিয়ানী ইত্যাকার মজাদারভাবে রান্না করিয়া খাইবে না। মুজাহিদ হইতে কুরতুবী বর্ণনা করেন ঃ فَمَنِ اضْطُرَّ অর্থাৎ অনন্যোপায় হইয়া কিংবা বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইয়া।

## মাসআলা

নিরুপায় ব্যক্তি যদি মৃত জীব ও অপরের হালাল আহার্য নাগালে পায় এবং অপরকে আঘাত করিয়া কিংবা ডাকাতি করিয়া উহা হাত করিতে না হয়, তাহা হইলে মৃত জীব ছাড়িয়া অপরের দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। ইহাই সর্বসম্মত মাসআলা। এখন প্রশ্ন রহিল, যাহার দ্রব্য ভক্ষণ করিল, তাহাকে ক্ষতিপূরণ বা দাম দিতে হইবে কিনা ? এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। উক্ত মত দুইটি ইমাম মালিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি সুনানু ইব্ন মাযায় শু'বার হাদীসেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত উব্বাদ ইব্ন শারহীল আল-উনযী হইতে যথাক্রমে আবূ আয়াস, জা'ফর ইবনে আবূ ওহশিয়া ও শু'বা বর্ণনা করেন ঃ

"একবার আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হই। তখন আমি মদীনায় চলিয়া আসি। আমি একটি যবের ক্ষেতে ঢুকিয়া কিছু যবের খোসা খুলিয়া উহা খাইতে থাকি ও কিছু সব চাদরে বাঁধিয়া লই। ইত্যবসরে ক্ষেতের মালিক উপস্থিত হইল। সে আমাকে মারধোর করিল এবং আমার চাদর ছিনাইয়া লইয়া গেল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সকল ঘটনা তাহাকে জানাইলাম। তখন রাসূল (সা) সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন- "এই লোকটি যখন ক্ষুধার্ত, তখন তুমি তাহাকে খাওয়াও নাই ও তাহার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাও কর নাই। তেমনি সে যখন অজ্ঞ, তখন তুমি তাহাকে জ্ঞান দান কর নাই।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে চাদর ফিরাইয়া দিবার নির্দেশ দিলে সে চাদরটি ফিরাইয়া দিল। অতঃপর তাহাকে এক কিংবা অর্ধ ওয়াসাক ( প্রায় চার মণে এক ওয়াসাক) খাদ্যদ্রব্য প্রদানের নির্দেশ দেন। উক্ত হাদীসের সনদ সঠিক, শক্তিশালী ও উত্তম এবং উহার সমর্থনে অনেক হাদীস রহিয়াছে। আমর ইব্ন শুআয়েব হইতে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা)-এর কাছে ফলবান বৃক্ষের ফলমূল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন-যদি কেহ অতি প্রয়োজনে উহা হইতে খায় ও নিয়া না যায়, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে না।"

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন-কেহ নিরুপায় হইয়া কিছু খাইলে তাহাতে কোন দোষ নাই। তবে উহা তিন গ্রাসের বেশী হওয়া উচিত নহে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়ের বলেন ঃ غَفُورٌ رَّحِيمٌ অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে হারাম খাওয়ার ব্যাপারে তিনি ক্ষমাশীল এবং হারামকে নিরুপায় ব্যক্তির জন্য হালাল করার ব্যাপারে তিনি দয়ালু।

মাসরূক হইতে পর্যায়ক্রমে আবুয যুহা, আ'মাশ ও ওয়াকী বর্ণনা করেন ঃ "যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া যে কোন পথে খানা-পিনার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পানাহার না করিয়া মারা গেল, সে জাহান্নামী।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবন বাঁচানোর জন্য হারাম খাওয়া ইচ্ছাধীন নহে, অপরিহার্য।

ইমাম গাজ্জালীর সহকর্মী ও 'আল কিয়াল হারাসী' নামে খ্যাত আবুল হাসান তাবারী বলেন—ইহাই আমাদের কাছে বিশুদ্ধ মত। রোগীর জন্য রোযা ভংগ যেমন অপরিহার্য, নিরুপায় মুমূর্ষের জন্য তেমনি হারাম খাওয়া অপরিহার্য।

(١٧٤) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(١٧٥) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

(١٧٦) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ○

১৭৪. "নিশ্চয় যাহারা কিতাব হইতে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী গোপন করে এবং উহার বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করে, তাহারা তাহাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভক্ষণ করে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের জন্য কষ্টকর শাস্তি রহিয়াছে।"

১৭৫. "তাহারাই সুপথের বিনিময়ে বিপথ এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করিল। তাই তাহারা জাহান্নামের আগুনে মস্ত বড় ধৈর্যশীল।"

১৭৬. "ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য সহকারে আল-কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। অথচ যাহারা তাহাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা নিশ্চিত সুদূরপ্রসারী দুষ্কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ اَلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন—একদল ইয়াহূদী তাহাদের কিতাবে বর্ণিত মুহাম্মদ (সা)-এর সেই সকল পরিচয় ও গুণা গোপন করিতেছে, যাহা তাহার রিসালাত ও নবুওতের সাক্ষ্য প্রদান করে। আর তাহা এইজন্য করিতেছে যে, উহা প্রকাশ পাইলে তাহাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চলিয়া যাইবে এবং পূর্ব পুরুষদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া এতদিন তাহারা যে আরববাসীর হাদিয়া-তোহ্ফা আদায় করিতেছিল, তাহার অবসান ঘটিবে। তাহাদের ভয় হইল যে, উক্ত গুণাবলী প্রকাশ পাইলে সকল লোক তাহার অনুগত হইবে এবং তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। তাহাদের এতদিনের প্রাপ্ত মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা বহাল রাখার স্বার্থেই তাহারা সত্য গোপন করিতেছে (তাহাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত হউক)।

মূলত তাহারা সেই নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করিত। অর্থাৎ নিজের ঈমান, হেদায়েত, সত্য রাসূল (সা) ও তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ ঐশী কিতাবের উপর আস্থা স্থাপনের পরিবর্তে তাহারা নগণ্য পার্থিব হাদিয়া-তোহ্ফাকে প্রাধান্য দিল। ফলে তাহাদের ইহকাল ও

পরকাল উভয়ই বরবাদ হইল। তাহাদের ইহকাল ধ্বংস হইল এইভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের (সা) সত্যতা এরূপ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, দলে দলে লোক উহা সহজেই উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অনুসারী ও জিহাদের ময়দানে তাঁহার সহায়ক হইয়া গেল। পরিণামে তাহারা মুষ্টিমেয় লোক সত্য বঞ্চিত থাকায় নিজেদের উপর আল্লাহর গযব ও বিপদ ডাকিয়া আনিল। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র তাহাদের নিন্দা করেন। আলোচ্য আয়াতেও তদ্রূপ নিন্দা করা হইল। যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً

অর্থাৎ তাহারা সত্য গোপনের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের নগণ্য স্বার্থ ক্রয় করিল।

اُولٰئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ اِلاَّ النَّارَ অর্থাৎ সত্য গোপনের বিনিময়ে তাহারা যাহা খাইল তাহা তাহাদের পেটে আগুন হইয়া ঢুকিল এবং কিয়ামতের দিন উহার যথার্থ প্রজ্বলন শুরু হইবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

"নিশ্চয় যাহারা জোর-যুলুম করিয়া ইয়াতীমের ধন-সম্পদ খায়, তাহারা নিঃসন্দেহে তাহাদের পেটে আগুন ঢুকায়। আর তাহারা শীঘ্রই উত্তপ্ত জাহান্নামে প্রবিষ্ট হইবে।"

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

ان الذى ياكل ويشرب فى انية الذهب والفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم-

"যে ব্যক্তি স্বর্ণ কি রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করে সে তাহার পেটকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা পূর্ণ করে।"

وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সত্য গোপনকারীদের উপর অসন্তুষ্ট, তাই তিনি কিয়ামতের দিন তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না। বরং নিজেদের জন্য তাহারা গযব অপরিহার্য করিয়া লইয়াছে। তেমনি তিনি সেদিন তাহাদের পবিত্র করিবেন না। অর্থাৎ তাহাদের প্রশংসা বা নির্দোষিতা ব্যক্ত করিবেন না। পরন্তু তাহাদিগকে তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হাযিম, আ'মাশ, ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলিয়াছেন–আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোকের দিকে তাকাইবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। এক. বৃদ্ধ ব্যভিচারী। দুই. মিথ্যাবাদী শাসক। তিন. অহংকারী দরিদ্র।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিতেছেন اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدٰى অর্থাৎ তাহারাই সুপথের বিনিময়ে বিপথ কিনিল। তাহাদের বর্জিত সুপথ

হইল তাহাদের কিতাবে শেষ রাসূল (সা) সম্পর্কে যাহা কিছু আছে তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা, বিভিন্ন নবীর কিতাবে তাঁহার আবির্ভাব সম্পর্কে যেসব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে তাহা সকলকে জানাইয়া দেওয়া এবং সেই রাসূলের (সা) সত্যতা মানিয়া লইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করা। পক্ষান্তরে তাহাদের অর্জিত বিপথ হইল তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া অস্বীকার করা এবং তাহাদের কিতাবে বর্ণিত তাঁহার পরিচয় ও গুণাবলী গোপন করা।

وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ তাহারা ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করিল। তাহা হইল উপরি বর্ণিত নাফরমানীসমূহের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট হওয়া।

فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তাহারা কঠিন কষ্টদায়ক জাহান্নামের আগুনে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে। তাই যাহারা তখন তাহাদিগকে দেখিবে, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিবে, তাহাদের কি বিরাট ধৈর্য! কারণ, তাহারা তখন কঠিন আযাব ও কঠোর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিতে থাকিবে। আল্লাহ আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

فَمَا اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ আয়াতাংশের অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, যেই সকল নাফরমানী তাহাদিগকে এত কঠিন শাস্তির শিকার করিবে তাহা অহরহ করার জন্য কোন্ বস্তু তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিল ?

ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ এই কারণে তাহারা উক্ত কঠিন শাস্তির যোগ্য হইবে যে, মুহাম্মদ (সা) ও পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর আল্লাহ তা'আলা যে সকল কিতাব নাযিল করিয়াছেন উহা সত্য। উহা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে ও মিথ্যাকে ধ্বংস করে। অথচ তাহারা এইগুলিকে তামাশা ভাবিয়াছিল। তাহাদের কিতাবসমূহ তাহাদিগকে নির্দেশ দেয় উহার যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা প্রকাশ ও প্রচার করিতে। অথচ তাহারা উহার বিরোধিতা করিল ও উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিল। আখেরী পয়গাম্বর (সা) তাহাদিগকে আল্লাহর পথে ডাকিতেছে এবং তাহাদিগকে ন্যায় কাজ করিতে ও অন্যায় হইতে ফিরিয়া থাকিতে নির্দেশ দিতেছে। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ভণ্ড বলিতেছে, তাহার বিরোধিতা করিতেছে, তাঁহার সহিত তর্ক করিতেছে এবং তাঁহার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানিয়া বুঝিয়াই গোপন করিতেছে। ফলত তাহারা রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ লইয়া তামাশা করিতেছে। এই কারণে তাহারা কঠিন শাস্তি ও কঠোর লাঞ্ছনার যোগ্য হইয়াছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ-

অর্থাৎ ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা সত্যসহ আল-কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং নিশ্চয় যাহারা উহাতে মতান্তর করিয়াছে তাহারা পাপাচারের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

(١٧٧) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ○

১৭৭. "তোমাদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করার ভিতর কোন পুণ্য নাই। মূলত পুণ্য হইল আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতা, ঐশী কিতাব ও আম্বিয়ার উপর ঈমান আনয়ন করায় আর আপনজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, ভিক্ষুক ও পণবন্দীর জন্য প্রাণপ্রিয় সম্পদ প্রদান করায়; আর সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা, বিপদ-আপদ ও সংকটময় ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণে। এই সকল কার্য সম্পাদনকারীরাই সত্যনিষ্ঠ ও মুত্তাকী।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে মোটামুটিভাবে মৌলিক পুণ্য কাজ, মৌল রীতি-নীতি ও সঠিক আকীদা-বিশ্বাস বিধৃত হইয়াছে।

আবূ যার (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, আবদুল করীম, আমের ইব্‌ন শফী, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আমর, উবায়েদ ইব্‌ন হিশাম আল হালাকী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঈমান কাহাকে বলে? ইহার জবাবে তিনি তাহাকে এই আয়াত পড়িয়া শোনাইলেন لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ তাঁহাকে আবার প্রশ্ন করা হইলে তিনি আবারও উহা তিলাওয়াত করিলেন। তৃতীয়বার তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেনঃ "যাহার কারণে তোমার অন্তর নেক কাজে খুশী হইবে ও বদ কাজে নাখোশ হইবে।"

হাদীসটি ছিন্ন সূত্রের। কারণ, মুজাহিদ আবূ যার (রা)-এর সাক্ষাৎ পান নাই। তিনি অনেক আগেই ইন্তেকাল করিয়াছেন।

মাসউদী বলেন ঃ আমাকে কাসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আবূ যার (রা)-এর কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, ঈমান কি জিনিস? তিনি তদুত্তরে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ.... আয়াত তিলাওয়াত শেষ হইলে লোকটি আবার প্রশ্ন করিল, আমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম উহা কি পুণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত নহে? তখন আবূ যার (রা) বলিলেন, তুমি আমার কাছে আসিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছ, ঠিক সেই প্রশ্নটি এক ব্যক্তি রাসূল করীম (সা)-কেও করিয়াছিল। তখন তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়াছেন। কিন্তু তোমার মতই সেই লোকটিও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিয়াছিল। তখন রাসূল (সা) বলিলেন-"ঈমানদার ব্যক্তি যখন কোন নেক কাজ করে, তাহার অন্তর পুলকিত হয় ও উহার

পুরস্কার আশা করে। আর যখনই কোন পাপ কাজ করিয়া ফেলে, তখন তাহার অন্তর বিষণ্ন হয় ও উহার জন্য শাস্তির আশংকা করে।"

এই হাদীসটিও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন এবং ইহাও ছিন্নসূত্রের। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, মু'মিগণকে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর যখন কা'বা ঘরকে কিবলা করার নির্দেশ আসিল, তখন কিছু মু'মিনের ও আহলে কিতাবগণের একদলের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হইল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হইল। ইহাতে এই পরিবর্তনের রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, আসল উদ্দেশ্য তো হইল আল্লাহ রাব্বুল ইর্জ্জতের আনুগত্য করা ও তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালন করা। সুতরাং কিবলার ব্যাপারে যখন যেরূপ নির্দেশ আসে, তখন সেরূপেই তাহা পালন করিতে হইবে। উহাতেই পুণ্য, পরহেযগারী ও ঈমানের পূর্ণতা নিহিত। উহা উপেক্ষা করিয়া পূর্ব কি পশ্চিম দিকে কিবলা আঁকড়াইয়া থাকায় কোনই পুণ্য নাই। কারণ আল্লাহর নির্দেশ ও শরীআতের বিধানের বাহিরে কোন ইবাদত হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

তেমনি আল্লাহ তা'আলা ঈদুয যুহার কুরবানী সম্পর্কে বলেন ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَدِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ কখনও কুরবানীর গোশত ও শোণিত আল্লাহ্র দরবারে পৌছে না। তাঁহার সকাশে পৌছে তোমাদের তাকওয়া।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ "তোমরা শুধু নামায পড়িবে, অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালন করিবে না, ইহাতে কোনই পুণ্য নাই। ইহা তো ছিল মক্কা হইতে মদীনায় আসার পূর্ব পর্যন্ত হুকুম। মদীনায় আসার পর আল্লাহ্ তা'আলা বিবিধ ফরয আহকাম ও দণ্ডবিধি নাযিল করেন এবং উহা কার্যকর করার নির্দেশ দেন।"

যিহাক ও মাকাতিল হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলিয়া বলেন ঃ ইয়াহুদীরা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ইবাদত করিত। পক্ষান্তরে নাসারাদের কিবলা ছিল পূর্বদিকে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করার ভিতর কোন পুণ্য নাই। পুণ্য তো যথার্থ ঈমান ও আমলে নিহিত রহিয়াছে।

আল হাসান ও রবী ইব্‌ন আনাস হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহর আনুগত্যের যে প্রেরণা অন্তরে ঠাঁই নেয় তাহাই পুণ্য।

যিহাক বলেন ঃ ফরয কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করাই পুণ্য ও পরহেযগারী।

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুফিয়ান আছ ছাওরী বলেন ঃ উক্ত আয়াতে যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে উহার সবগুলিই পুণ্য কাজ। যে ব্যক্তি এই

সকল গুণে গুণান্বিত হইয়াছে, সে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি হস্তগত করিয়াছে। উক্ত কার্যসমূহ হইল ঃ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে দৌত্যের দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন, আল-কিতাবে বিশ্বাস অর্থাৎ আসমান হইতে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট অবতীর্ণ সকল কিতাব বিশ্বাস করা যাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে শেষ পয়গাম্বরের প্রাপ্ত সর্বোত্তম গ্রন্থ অবতরণের মাধ্যমে। পরন্তু ইহাও বিশ্বাস করা যে, আল-কুরআন যাহার অপর নাম আল-মুহায়মিন অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন, উহাই সকল কল্যাণের ভাণ্ডার এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সৌভাগ্য উহাতেই নিহিত রহিয়াছে। এমনকি উহার অবতরণের সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল কিতাব বাতিল হইয়া গিয়াছে। তেমনি সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর আস্থা স্থাপন। আদম (আ) হইতে মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত প্রত্যেককেই সত্য বলিয়া জানা। এইগুলি হইল ঈমান-আকীদার পূর্ণ কাজ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ অতি প্রিয় যেই সম্পদ তাহা হইতে সে দান করে। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন মাসঊদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরকারগণ। সহীহদ্বয়ে উহার প্রমাণ বিদ্যমান। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত এক 'মারফূ' হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

"সর্বোত্তম দান হইল সুস্থ-সবল অবস্থায় সম্পদের প্রচণ্ড মায়া ও ধনী হওয়ার উদগ্র বাসনা লইয়া দারিদ্র্যের আশংকা থাকা সত্ত্বেও দান করা।"

হাকেম তাহার মুস্তাদরাকে শু'বা ও ছাওরীর হাদীস উদ্ধৃত করেন। ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, যায়েদ, মানছুর, ছাওরী ও শু'বা বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন ঃ

أَفضلُ الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر

অর্থাৎ উত্তম সদকা হইল তুমি এমন অবস্থায় দান করিতেছ যে, তুমি সুস্থ, সম্পদলিপ্সু, ধনাঢ্যতা প্রিয় ও দারিদ্র্য ভীতু।

হাকেম বলেন ঃ হাদীসটি শায়খাইনের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। অথচ তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আমি বলিতেছি, এই হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, যায়েদ, সুফিয়ান, আমাশ ও ওয়াকী বর্ণনা করিয়াছেন। তাই বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, ইহা একটি 'মাওকুফ' রিওয়ায়েত।

দান-খয়রাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۤءً وَّلَا شُكُوْرًا–

"আর তাহারা (মু'মিনগণ) খাদ্যাভাব সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীগণকে খাবার দান করে এবং বলে যে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা তোমাদিগকে খাওয়াইতেছি। আমরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় এবং কৃতজ্ঞতা চাই না।"

তিনি আরও বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ-

"তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় সম্পদ হইতে দান-খয়রাত না করিবে, ততক্ষণ কিছুতেই পুণ্য লাভ করিবে না।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"আর তাহারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অপরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়।"

এই শেষোক্ত দল হইল সর্বাধিক মর্তবার অধিকারী। কারণ, তাহারা নিজেদের অত্যধিক প্রয়োজনীয় জিনিস অপরের স্বার্থে উৎসর্গ করিয়া থাকে। অন্যরা নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস দান করিয়া থাকে।

ذَوِى الْقُرْبٰى অর্থাৎ নিকটাত্মীয় ব্যক্তি। দান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাহার অগ্রাধিকার রহিয়াছে। তাহাকে দান করাই উত্তম দান।

হাদীসে আছে ঃ الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوى الرحم ثنتان صدقة وصلة فهم اولى الناس بك وببرك واعطائك অর্থাৎ "গরীব-মিসকীনকে দান করিলে এক দানের ছাওয়াব মিলে আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করিলে দুই দানের ছাওয়াব পাওয়া যায়। এক ছাওয়াব দানের জন্য ও আরেক ছাওয়াব আত্মীয়তা রক্ষার জন্য। তাহারা হইল তোমার জন্য, তোমার নেকীর জন্য ও তোমার দানের জন্য সকল মানুষের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি।" স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

وَالْيَتَامٰى অর্থাৎ যাহাদিগকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অসহায় রাখিয়া পিতা মারা গিয়াছে। ইয়াতীম সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আর কেহ ইয়াতীম থাকে না।

হযরত আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আন্ নাযাল ইব্‌ন সিবরা, যিহাক জুয়াইবির, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন-لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তির পর কোন ইয়াতীম থাকে না।

وَالْمَسَاكِيْنَ অর্থাৎ যাহার খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই, এরূপ ব্যক্তিকে এমনভাবে দান করা উচিত, যাহাতে তাহার সকল অভাব দূর হইয়া যায়। সহীহ্দ্বয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ

ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفضن له فيتصدق عليه-

অর্থাৎ যাহারা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া একটি কি দুইটি খেজুর আর এক লোকমা কি দুই লোকমা খাবার কুড়াইয়া খায়, তাহারা মিসকীন নহে। পক্ষান্তরে যাহারা পরমুখাপেক্ষী হওয়ার

মত বিত্তহীন নহে, অথচ যাহা আছে তাহাতে ন্যূনতম অভাব মিটিতেছে না, তাহারাই মিসকীন।

وَابْنَ السَّبِيْلِ অর্থাৎ এমন পথচারী বা মুসাফির যাহার রাহা খরচ নাই। তাহাকে এই পরিমাণ দান করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে সে নিরাপদে ঘরে ফিরিতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি দীনের কাজে বাহির হয়, তাহার রাহা খরচ না থাকিলে তাহারও যাতায়াত খরচ দিতে হইবে। মেহমানকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করেন-সেই মেহমানও মুসাফির হিসাবে গণ্য হইবে, যিনি কোন মুসলমান বাড়ীতে মেহমান হন ও তাহার রাহা খরচ না থাকে। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ জা'ফর আল বাকের, আল হাসান, কাতাদাহ, যিহাক, যুহরী, রবী ইব্ন আনাস এবং মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالسَّائِلِيْنَ অর্থাৎ যাহারা নিজের অভাব প্রকাশ করিয়া মানুষের কাছে কিছু চাহিয়া বেড়ায় ইহাদিগকে ভিক্ষুক বলা হয়। যাকাত ও সদকার তাহারাও প্রাপক।

হযরত আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তৎপুত্র হুসাইন (রা) ফাতিমা বিন্তে হুসাইন (রা), ইয়ালী ইবনে ইয়াহয়া, মুহাম্মদ, মূসআব, সুফিয়ান, আব্দুর রহমান, ওয়াকী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ للسائلين حق ولو جاء على الفرس অর্থাৎ "ভিক্ষুক অশ্বারোহণে আসিলেও ভিক্ষা পাইবার অধিকারী।"

وَفِى الرِّقَابِ অর্থাৎ কাহারও দাসত্বমুক্তির জন্য দান করা। যেই সকল ক্রীতদাস এই শর্তে দাসত্ব করিতেছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সে মালিককে দিলে মুক্তি পাইবে, অথচ উহা সে সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, তাহাকে সেই পরিমাণ অর্থ দান করা। সূরা বারাআতে সদকার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

ফাতিমা বিন্ত কয়েস হইতে ক্রমাগত শা'বী, আবূ হামযা, শুরাইক, ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল হামীদ, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাকাত ছাড়াও সম্পদ হইতে অন্য কিছু দেয় রহিয়াছে কি ? তদুত্তরে তিনি وَاٰتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهٖ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।"

ফাতিমা বিন্ত কয়েস হইতে যথাক্রমে শা'বী, আবূ হামযা, শুরাইক, ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল হামীদ, আদম ইব্ন আবূ ইয়াস এবং ইব্ন মারদুবিয়াও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাহাতে বর্ণিত আছে ঃ

রাসূল (সা) বলেন-যাকাত ছাড়াও সম্পদ হইতে দেয় রহিয়াছে। অতঃপর তিনি لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ আয়াতটির وَفِى الرِّقَابِ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

হাদীসটি ইব্ন মাজাহ ও তিরমিযীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী আবূ হামযাকে দুর্বল রাবী বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে শা'বী হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন সালিম,

ইসমাঈল এবং সাইয়ারও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ রুকু-সিজদাসহ নামাযের প্রত্যেকটি বিষয় যথাসময়ে পরিপূর্ণ রূপে প্রশান্ত চিত্তে ভীতি ও বিনয়ের সহিত যথারীতি আদায় করা।

وَاٰتَى الزَّكٰوةَ আয়াতাংশের زَكٰوةَ শব্দের তাৎপর্য হইল আত্মার সংশোধন ও নিকৃষ্ট স্বভাব হইতে উহা পরিশুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে, সে সাফল্য লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহাকে মন্দের সহিত সংমিশ্রিত করিয়াছে, সে ধ্বংস হইয়াছে।

হযরত মূসা (আ) ফিরআউনকে বলিয়াছিলেন ঃ

هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى

"তুমি কি তোমার আত্মাকে সংশোধন করিতে চাও না? আমি তো তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাকিতেছি। অথচ তুমি ইহাতে ভয় পাও।"

যে সকল মুশরিক নিজদিগকে সংশোধন করে নাই, তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

"যে সকল মুশরিক যাকাত আদায় করে না, তাহাদের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম।" অর্থাৎ যাহারা শিরক হইতে নিজদিগকে পরিশুদ্ধ করে না, তাহাদের জন্য ওয়াইল দোযখ।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ এখানে যাকাত বলিতে সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

অবশ্য এই পর্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা সম্পদের সাদকা সম্পর্কিত ছিল অর্থাৎ পুণ্য ও প্রতিদানের আশায় অতিরিক্ত দান সম্পর্কিত। ফাতিমা বিন্‌ত কয়েসের হাদীসেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا অর্থাৎ যখন অংগীকারকারীগণ নিজ নিজ অংগীকার পালন করিয়া থাকে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَيَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ

"যাহারা আল্লাহর সহিত কৃত ওয়াদা পূরণ করিয়া থাকে এবং অংগীকার ভংগ করে না।"

এই গুণের বিপরীত দিক হইল কপটতা। যেমন সহীহ হাদীসে আছে ঃ

اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان

অর্থাৎ মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ। যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; আর যখন অংগীকার করে, উহা ভংগ করে এবং যখন আমানত রাখে, তাহা খেয়ানত করে। অপর এক হাদীসে আছে ঃ

واذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا خاصم فجر–

"যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; যখন সে অংগীকার করে ভংগ করে ও যখন সে ঝগড়া করে, গালি দেয়।" وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ আয়াতাংশে এখানে اَلْبَأْسَاءُ অর্থ দারিদ্র্য, কষ্ট اَلضَّرَّاءُ অর্থ রোগ, শোক, জরা ক্লিষ্টতা এবং حِيْنَ الْبَأْسِ অর্থ রণাংগনে শত্রুর মোকাবিলায় কষ্ট স্বীকার। ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস, আবুল আলিয়া, মুর্রা আল হামদানী, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, আল হাসান, কাতাদাহ, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, আবূ মালিক, যিহাক প্রমুখ মনীষী উক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। اَلصَّابِرِيْنَ শব্দটি এখানে প্রশংসা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে উক্ত কঠিন কষ্টকর অবস্থায় যাহারা ধৈর্য ধারণ করে, তাহাদিগকে প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহ দান করা হইয়াছে।

পরিশেষে বলা হইয়াছে اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا অর্থাৎ এই সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই কথা ও কাজে সংগতি সম্পন্ন যথার্থ ঈমানদার। وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ আর এই সকল লোকই সত্যিকারের খোদাভীরু। কেননা তাহারা নিজদিগকে আল্লাহর বান্দা বলিয়া দাবী করার পর সকল পাপ কার্য হইতে দূরে থাকে।

(١٧٨) - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٧٩) وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৭৮. "হে ঈমানদার সমাজ! তোমাদের জন্য হত্যার বিনিময়ে কিসাস (দণ্ড) অপরিহার্য করা হইল। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। যদি কোন হত্যাকারীকে তাহার নিহত ভাইয়ের উত্তরাধিকারীর তরফ হইতে ক্ষমা করা হয়, প্রচলিত রীতিতে তাহা মানিয়া লইয়া ন্যায়সংগত ভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে লঘুদণ্ড ও অনুগ্রহ। অতঃপর যাহারা ইহার ব্যতিক্রম করিবে তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

১৭৯. হে জ্ঞানীবৃন্দ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা নিহিত; তোমরা হয়ত খোদাভীরু হইবে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! কিসাস গ্রহণের সময়ে অবশ্যই তোমরা ইনসাফের পথ অনুসরণ করিবে। কোন আযাদ ব্যক্তি যদি হত্যাকারী হয়, তাহা হইলে আযাদ ব্যক্তিই দণ্ডনীয় হইবে। তেমনি কোন গোলাম হত্যাকারী হইলে গোলাম এবং কোন নারী হত্যাকারিণী হইলে নারীই দণ্ডনীয় হইবে। এই ব্যাপারে তোমরা তোমাদের পূর্ব

Contents

পুরুষগণের মত সীমালংঘনকারী হইও না। তাহারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত দণ্ডবিধিতে রদবদল ঘটাইয়াছিল।

**শানে নুযুল ঃ** উক্ত আয়াতের শানে নুযুল এই যে, জাহেলী যুগে বনূ নজীর ও বনূ কুরায়যার ভিতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে বনূ কুরায়যার পরাজয় ঘটে এবং বনূ নজীরগণ তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অতঃপর বনূ নজীরের কেহ যদি বনূ কুরায়যার কাহাকেও হত্যা করিত, তাহা হইলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। অথবা বনূ নজীরের হত্যাকারীর দ্বিগুণ বিনিময় মূল্য দিতে হইত। তাই আল্লাহ তা'আলা কিসাসের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দিলেন। পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী ও বিদ্বেষের কারণে আল্লাহর বিধানে রদবদল ঘটাইয়া মানব সমাজে বিশৃংখলা ঘটাইয়াছে, তাহাদিগকে অনুসরণ না করার নির্দেশ দিলেন।

আলোচ্য আয়াতের অপর এক শানে নুযুলও বর্ণিত হইয়াছে। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের হইতে ক্রমাগত আতা ইব্‌ন দীনার, আবদুল্লাহ ইব্‌ন লাহিয়াহ, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুকায়ের, আবূ যরআ ও আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করেনঃ

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে জাহেলী যুগে প্রায়ই আরব গোত্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড চলিত। তখন একটি গোত্র অপর এক গোত্রের কিছু নারী ও দাস হত্যা করিয়াছিল। ইত্যবসরে ইসলাম আসায় তাহারা মুসলমান হইল। কিন্তু উক্ত হত্যাকার্যের প্রতিশোধ স্পৃহা তখনও তাহাদের ভিতর জাগ্রত ছিল। তাই যখন তাহাদের সংখ্যা ও সম্পদ বাড়িল, তখন তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা আমাদের নিহত নারী ও ক্রীতদাসের বদলা নিব তাহাদের পুরুষ ও স্বাধীন লোকদের হত্যা করিয়া। তাহাদের এই অন্যায় সংকল্প উপলক্ষেই নাযিল হইল ঃ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى অর্থাৎ স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। অবশ্য এই আয়াত পরবর্তী اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ । (ব্যক্তির বদলে ব্যক্তি) আয়াত দ্বারা মানসূখ হইয়া যায়। এই আয়াতে নিহত ব্যক্তির বদলে শুধু হন্তাকেই প্রাণদণ্ড দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন কি পরাধীন নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে এই নির্দেশ সমানে পাল্য।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى অর্থাৎ এই নির্দেশের আলোকে তাহারা নিহত নারীর বদলে হন্তা পুরুষকে হত্যা করিত না; বরং নিহত পুরুষের বদলে যে কোন পুরুষ এবং নিহত নারীর বদলে যে কোন নারী হত্যা করিত। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

অর্থাৎ জীবনের বদলে জীবন ও চক্ষুর বদলে চক্ষু লওয়া হইবে। সুতরাং স্বেচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হন্তা স্বাধীন, পরাধীন, পুরুষ, নারী যাহাই হউক না কেন, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তেমনি অংগ হানি ঘটানোর ব্যাপারেও নির্দিষ্ট অংগের বদলে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে নির্দিষ্ট অংগ গ্রহণ করা হইবে।

আবূ মালিক হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ। আয়াত দ্বারা اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ। আয়াতটি রহিত করা হইয়াছে।

## মাস'আলা

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দাস হত্যার বদলে স্বাধীন হন্তাকে হত্যা করা হইবে। কারণ, সূরা মায়িদার আয়াতে এই ব্যাপকতা বিদ্যমান। সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে আবূ লায়লা, দাউদ (র) প্রমুখের অভিমতও তাই। আলী (রা), ইব্ন মাসঊদ (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়েব (রা), ইব্রাহীম নাখঈ, কাতাদাহ ও হাকেম (র)-ও এই মতের অনুসারী।

ইমাম বুখারী, আলী ইব্ন মাদিনী, সুফিয়ান ছাওরী ও ইব্রাহীম নাখঈ সামুরাহ হইতে বর্ণিত আল-হাসানের ব্যাপকার্থক হাদীসের আলোকে উক্ত মতই সমর্থন করেন। তাহাদের মতেও ক্রীতদাস হত্যার বদলে হন্তা মনিবকে হত্যা করা হইবে। উক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ

অর্থাৎ যদি কেহ তাহার দাসকে হত্যা করে, আমরা তাহাকে হত্যা করিব; যদি তাহার নাক কাটে, আমরা তাহার নাক কাটিব ও যদি তাহাকে খাসী করে, আমরা তাহাকে খাসী করিব।

তবে 'জমহুর উলামা' এই মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঃ দাসের বদলে স্বাধীনকে হত্যা করা যাইবে না। কারণ, দাস হইল পণ্যস্বরূপ। যদি কেহ ভুলক্রমে দাসকে হত্যা করে, তাহা হইলে তাহার উপর দিয়াত ওয়াজিব হয় না; বরং উহার মূল্য পরিশোধ ওয়াজিব হয়। তাহা ছাড়া প্রভুর হাতে দাসের হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদির কোন ক্ষতি হইলে উহার কিসাস গ্রহণের হুকুম নাই। সুতরাং স্বেচ্ছায় দাস হত্যার ব্যাপারেও নীতি স্বভাবত-ই প্রযোজ্য হইবে।

জমহুর উলামা আরও বলেন ঃ কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাইবে না। তাহারা ইহার সমর্থনে বুখারী শরীফের বর্ণিত আলী (রা)-এর এই হাদীস পেশ করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন—

لَايُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ অর্থাৎ কোন কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাইবে না।

এই হাদীসের পরিপন্থী কোন হাদীস বর্ণিত হয় নাই এবং ইহার কেহ অন্য কোন ব্যাখ্যাও প্রদান করেন নাই। এতদসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাইবে। কারণ, সূরা মায়িদার আয়াত ব্যাপকার্থক।

আল হাসান ও আতা বলেন ঃ নারীর বদলে পুরুষ হত্যা করা যাইবে না। ইহাই তাহাদের মাজহাব আর উক্ত আয়াতই তাহাদের দলীল। জমহুর উলামা এই মতের বিরোধী। তাহারাও সূরা মায়িদার আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি পেশ করেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন— اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَابُ اَنُهُمْ। অর্থাৎ মুসলমানের রক্তের দাম সকলের সমান।

লায়েছ বলেন ঃ বিশেষত যদি কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে তাহা হইলে স্ত্রী হত্যার বদলে স্বামীকে হত্যা করা যাইবে না।

চার ইমাম ও অধিকাংশ আলিমের মায্‌হাব মতে যদি কয়েকজন মিলিয়া একজনকে হত্যা করে তাহা হইলে একজনের বদলে কয়েকজনকে হত্যা করা যাইবে। হযরত উমর (রা) তাঁহার খিলাফতের সময়ে সাত ব্যক্তি মিলিয়া একটি গোলাম হত্যা করায় উক্ত সাত জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেন। তারপর তিনি বলেন ঃ সান'আবাসী সকলে মিলিয়া যদি তাহাকে হত্যা করিত, তাহা হইলে আমি সকল সান'আবাসীকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। তাঁহার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন সাহাবাই আপত্তি তুলেন নাই। সুতরাং ইহা ইজমার পর্যায়ে পৌছিয়াছে।

ইমাম আহমদ হইতে উদ্ধৃত এক বর্ণনায় বলা হয়, একজনের বদলে একদলকে হত্যা করা যাইবে না এবং এক ব্যক্তির বদলে শুধু এক ব্যক্তিকেই হত্যা করা যাইবে। ইবনুল মানজার এই মতের সমর্থনে মুআজ, ইব্‌ন যুবায়ের, আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান, যুহরী, ইব্‌ন সিরীন ও হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত প্রমুখের অভিমত উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন – এই মতটিই বিশুদ্ধ। এক ব্যক্তির জন্য একদলকে হত্যা করার সমর্থনে কোন দলীল নাই। ইব্‌ন যুবায়ের যখন এই মত পোষণ করেন, তখন সাহাবাদের মতৈক্যের প্রশ্ন ওঠে না এবং সাহাবাদের মতৈক্য ছাড়া ইজমা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকিয়া যায়।

فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ বর্ণনা করেন فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত হত্যার কিসাস প্রাণদণ্ডের স্থলে যদি বাদী অর্থদণ্ডে রাযী হয়, উহাই আসামীর জন্য ক্ষমা প্রদর্শন। আবুল আলিয়া, আবূ শা'ছা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, আতা, হাসান, কাতাদাহ ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানও এই মত পোষণ করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বলেন فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ অর্থাৎ বাদী যদি আসামীকে কিছু ছাড় দেয়। যেখানে প্রাণদণ্ড দানের অধিকার পাইবার সেখানে উহার বিনিময়ে যদি অর্থদণ্ড প্রদানে রাযী হয়, উহাই আসামীর প্রতি তাহার অনুকম্পা প্রদর্শন। আর فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ বাদীর এই দয়া সরলভাবে মানিয়া وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ বাদানুবাদ ও কাল বিলম্ব না করিয়া বিবাদীর উহা আদায় করা উচিত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত মুজাহিদ, আমর, সুফিয়ান ও হাকাম বর্ণনা করেন ঃ হত্যাকারী যথাযথভাবে দিয়াত আদায় করিবে। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, আবূ শার্ছা, জাবির ইব্‌ন যায়েদ হাসান, কাতাদাহ, আতা খোরাসানী, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দ, ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম মালিক (র) হইতে ইব্‌ন কাসিমের বর্ণিত মশহুর অভিমত এবং ইমাম আহমদের অন্যতম অভিমত অনুসারে নিহতের অভিভাবক হন্তার সম্মতি ব্যতীত কিসাসের বদলে তাহার নিকট হইতে দিয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশিষ্ট ফিকাহবিদগণ দিয়াত গ্রহণের বেলায় হন্তার সম্মতি জরুরী মনে করেন না।

পূর্বসূরিদের একদল বলেন ঃ নারী হত্যার ব্যাপারে দিয়াতের অনুকম্পা প্রযোজ্য নহে। আল হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, ইব্‌ন শিবরিমা, লায়েছ ও আওযাঈ এই মত পোষণ করেন। অবশিষ্ট

সকল ফিকাহবিদ এই মতের বিরোধিতা করেন। কারণ, ذَالِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের জন্য স্বেচ্ছাকৃত হত্যায় দিয়াত গ্রহণের অনুমতি প্রদান আল্লাহর তরফ হইতে উদারতা ও অনুকম্পা প্রদর্শন বৈ নহে। কারণ, অতীতের উম্মতের জন্য কিসাসই অপরিহার্য ছিল, কিসাস ও দিয়াতের ব্যাপারটি ঐচ্ছিক ছিল না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ও সাঈদ ইব্ন মানসুর বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের জন্য হত্যার বদলে হত্যা অপরিহার্য ছিল এবং কোনরূপ অনুকম্পার ব্যবস্থা ছিল না।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ....... فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ আয়াতে অনুকম্পা বলিতে স্বেচ্ছাকৃত হত্যায় দিয়াত গ্রহণের অনুমতিকে বুঝানো হইয়াছে। ইহা বনী ইসরাঈলদের জন্য প্রদত্ত ব্যবস্থা হইতে উদার ও সদয় ব্যবস্থা। তাই ইহা যথাযথভাবে অনুসৃত ও সুষ্ঠুভাবে আদায় হওয়া উচিত। আমর ইব্ন দীনার হইতে একাধিক বর্ণনায় ইহাই বিবৃত হইয়াছে। ইব্ন হাব্বান তাঁহার সহীহ সংকলনে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ ও তাঁহার নিকট হইতে একদল বর্ণনাকারী উক্ত আয়াতের এই ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেন।

কাতাদাহ (রা) বলেন ঃ ذَالِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে দিয়াত খাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। অথচ পূর্ববতী উম্মতদিগকে এই সুযোগ প্রদান করেন নাই। তাওরাত অনুসারীদের জন্য হয় কিসাস, নয় ক্ষমার ব্যবস্থা ছিল, দিয়াতের ব্যবস্থা ছিল না। পক্ষান্তরে ইঞ্জীল অনুসারীদের জন্য শুধু ক্ষমার বিধান ছিল। শুধুমাত্র এই উম্মতের জন্য কিসাস, দিয়াত ও ক্ষমা এই তিন ব্যবস্থাই রহিয়াছে। হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও রবী ইব্ন আনাস (রা) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যদি কেহ দিয়াত গ্রহণের কিংবা দিয়াত গ্রহণে সম্মত হওয়ার পরেও হত্যা করে, তাহা হইলে তাহার জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান অনুরূপ ব্যাখ্যা-বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করাকেই তাহারা সীমালজ্ঘন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আবূ শুরায়েহ আল খুযাঈ হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্ন আবুল আওফা, হারিছ ইব্ন ফুযায়েল ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আবূ শুরায়েহ বলেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির কেহ নিহত অথবা আহত হয়, তাহা হইলে তাহার তিন ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে। হয় সে কিসাস গ্রহণ করিবে, নতুবা দিয়াত গ্রহণ করিবে, অন্যথায় ক্ষমা করিবে। ইহা ছাড়া যদি সে চতুর্থ কোন ব্যবস্থা করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে বাধা দান কর। উক্ত তিন ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের পর যদি কেহ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে উহা বাড়াবাড়ি হইবে এবং উহার পরিণতি হইবে অনন্ত নরকবাস।"

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত সামুরা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হাসান, কাতাদাহ ও সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করিয়াও হত্যা করিয়াছে, তাহার দিয়াত আমি স্বীকার করিব না অর্থাৎ তাহাকে হত্যার নির্দেশ দিব।"

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاص আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিসাস অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার যে বিধান জারি করা হইল, ইহার ভিতরেই তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা নিহিত রহিয়াছে। ইহার লক্ষ্য হইল মানব জাতির সংরক্ষণ ও তাহাদের বংশধারাকে স্থায়িত্ব প্রদান। কারণ, যখন সবাই জানিতে পাইবে যে, হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হইবে, তখন যে কেহ হত্যা করিবার ক্ষেত্রে সংযত হইবে। সুতরাং এই প্রাণদণ্ডের বিধান তোমাদের প্রাণের রক্ষাকবচ হইবে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ছিল القتل انفى للقتل। অর্থাৎ প্রাণদণ্ড হত্যার প্রতিরোধক ব্যবস্থা। অথচ কুরআনের ভাষ্য وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ (কিসাসেই জীবন) ইহা অত্যন্ত আলংকারিক ও ব্যাপক তাৎপর্যবহ।

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ আয়াতাংশ সম্পর্কে আবুল আলিয়া বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিসাসকে এই ভাবে জীবনদায়ক করিয়াছেন যে, অসংখ্য লোক প্রাণদণ্ডের ভয়ে হত্যাকার্য হইতে বিরত থাকিতেছে। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, আবূ মালিক, হাসান, কাতাদাহ, রবী ইব্‌ন আনাস ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান হইতেও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে জ্ঞানী, সুধী ও বিবেকবান ব্যক্তিবৃন্দ! হয়ত ইহার ফলে তোমরা আল্লাহর নির্দেশিত নিষিদ্ধ ও পাপ কার্য হইতে বিরত থাকিবে।

تَقْوٰى শব্দটি এমন এক ব্যাপকার্থক বিশেষণ, যাহা দ্বারা একই সঙ্গে পুণ্য কর্ম সাধন ও যাবতীয় পাপ কার্য বিসর্জনকে বুঝায়।

(١٨٠) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

(١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৮০. "তোমাদের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তোমরা কোন সম্পদ রাখিয়া গেলে উহার ব্যাপারে পিতা-মাতা ও স্বজনদের জন্য ন্যায়ভাবে ওসিয়ত করিয়া যাওয়া তোমাদের জন্য ফরয করা হইল। মুত্তাকীদের ইহা দায়িত্ব।

১৮১. অনন্তর উহা (ওসিয়ত) শোনার পর যে ব্যক্তি উহাতে পরিবর্তন ঘটাইবে, সেই পরিবর্তনকারীরা নিঃসন্দেহে পাপ করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১৮২. তবে যদি কেহ ওসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্বের কিংবা পাপাচারের আশংকা করে বলিয়া ওসিয়ত প্রাপ্তদের ভিতর আপোসে সংশোধন করিয়া দেয়, তাহাতে কোন পাপ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অনন্ত ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য কালামে পাকে পিতা-মাতা ও আপনজনদের জন্য ওসিয়ত করাকে অপরিহার্য ঘোষণা করা হইয়াছে। সঠিক মত অনুসারে মীরাছের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওসিয়ত ওয়াজিব ছিল। অতঃপর যখন মীরাছের ফরায়েয সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইল, তখন ইহার অপরিহার্যতা লোপ পাইল এবং আল্লাহর তরফ হইতে উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্ধারিত অংশ ফরয করা হইল। ফলে অংশীদারগণ ওসিয়ত ছাড়াই নিজ নিজ অংশের অধিকারী হইল এবং ওসিয়তকারীর ওসিয়ত নিষ্ক্রিয় হইল।

সুনানসহ অন্যান্য হাদীস সংকলনে এই প্রসঙ্গে আমর ইব্ন খারিজার এক হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ

"আমি রাসূল (সা)-এর এক ভাষণে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন–আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ওয়ারিছের জন্য ওসিয়তের কোন অবকাশ নাই।

মুহাম্মাদ ইব্ন সিরীন হইতে পর্যায়ক্রমে ইউনুস ইব্ন উবায়েদ, ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন উলিয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সিরীন বলেন ঃ একদিন ইব্ন আব্বাস (রা) এক বৈঠকে সূরা বাকারা পড়িতে পড়িতে এই আয়াতে পৌঁছিলেন اِنْ تَرَكَ خَيْرًا اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ। এবং বলিলেন, এই আয়াত মানসূখ হইয়াছে।

ইউনুস হইতে পর্যায়ক্রমে হুশায়েম ও সাঈদ ইব্ন মানসূরও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। হাকেম তাঁহার মুস্তাদরাকে উহা বর্ণনা করেন এবং বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে উহা বিশুদ্ধ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করেন, اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ "বাপ-মা থাকা অবস্থায় ওসিয়ত ছাড়া আপনজনদের অন্য কেহ কোন অংশ পাইত না। অতঃপর মীরাছের আয়াত নাযিল হইল। ফলে পিতা-মাতার অংশ নির্ধারিত হইল ও অন্যান্য স্বজনদের জন্য মৃতের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়তের অধিকার বহাল থাকিল।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত আতা, উছমান ইব্ন আতা, ইব্ন জারীজ, হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ, ইউনুস, সাবাহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ। আয়াতটি মানসূখ করিয়াছে এই আয়াত–

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا.

"পুরুষদের জন্য তাহাদের বাপ-মা ও অন্যান্য আপনজন যাহা ছাড়িয়া যায় তাহাতে অংশ রহিয়াছে এবং নারীদের জন্যও তাহাদের বাপ-মা ও অন্যান্য আপনজন যাহা ছাড়িয়া যায় তাহাতে অংশ রহিয়াছে। উহা কম হউক কিংবা বেশি হউক। এই অংশ ফরয করা হইয়াছে।"

অতঃপর ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্ন উমর, আবূ মূসা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান, মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন, ইকরামা যায়দ ইব্ন আসলাম, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদাহ, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, তাউস, ইব্রাহীম নাখঈ, শুরায়েহ, যিহাক ও যুহরী বলেন, মীরাছের আয়াত আসিয়া আলোচ্য আয়াত মানসূখ করিয়াছে।

আশ্চর্য যে, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন উমর আর রাযী (র) কি করিয়া তাঁহার তাফসীরে কবীরে আবূ মুসলিম ইস্পাহানী হইতে উদ্ধৃত করিলেন যে, এই আয়াত মানসূখ হয় নাই। এই আয়াত মীরাছের আয়াতের ব্যাখ্যারূপে বহাল রহিয়াছে। তাই উহার তাৎপর্য এই যে, তাহা ওসিয়ত করিয়া যাওয়া তোমাদের জন্য ফরয করা হইল।

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদের (মীরাছের) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ওসিয়ত করিতেছেন। ইমাম রাযী আরও বলেনঃ ইহাই অধিকাংশ তাফসীরকার ও নির্ভরযোগ্য ফিকাহবিদদের অভিমত। তিনি আরও বলেন, তাফসীরকারদের একদল বলেন যে, এই আয়াত কেবল তাহাদের বেলায় মানসূখ মানা যায়, যাহাদের অংশ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহাদের অংশ সম্পর্কে মীরাছের আয়াত নীরব রহিয়াছে, তাহাদের বেলায়ই এই আয়াত প্রযোজ্য। ইব্ন আব্বাস, হাসান মাসরূক, তাউস, যিহাক, মুসলিম ইব্ন ইয়াসার ও আলা ইব্ন যিয়াদের মায্হাব ইহাই।

আমি বলিতেছি ঃ সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদাহ এবং মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা আমাদের উত্তরসূরীদের পরিভাষার 'মানসূখ' কথাটি ব্যবহার করেন নাই। তাহাদের বক্তব্য এই যে, মীরাছের আয়াত আসিয়া ওসিয়াতের ব্যাপকার্থক আয়াতের মধ্য হইতে কতিপয়ের অংশ নির্ধারিত করিয়াছে মাত্র। কারণ, স্বজন কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। তাই মীরাছের আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যান্য আপনজনদের বেলায় ওসিয়তের অপরিহার্যতা বহাল রহিয়াছে।

একদল ইমাম বলেন, ইসলামের শুরুতে ওসিয়ত করা মুস্তাহাব ছিল। মীরাছের আয়াত আসিয়া সেই হুকুম রহিত করিয়াছে। অন্যান্য ইমামগণ বলেন, ওসিয়ত ওয়াজিব ছিল। পাক কালামের ভাষ্য হইতে তাহাই প্রকাশ পায়। মীরাছের আয়াত আসিয়া ওসিয়তের হুকুম রহিত করিয়াছে। ইহাই অধিকাংশ তাফসীরকার ও ফিকাহবিদের অভিমত। সুতরাং ইহা নিশ্চিত হইল যে, পিতা-মাতা ও অন্যান্য মীরাছপ্রাপ্ত আপনজনদের বেলায় সর্বসম্মতভাবেই ওসিয়ত বাতিল

হইয়াছে। এমন কি পূর্বোল্লেখিত হাদীস অনুসারে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

ان اللّٰه قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল হকদারের হক নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাই ওয়ারিছের জন্য আর ওসিয়তের অবকাশ নাই। সেক্ষেত্রে মীরাছের আয়াত স্বতন্ত্র হুকুম লইয়া আসিয়াছে, উহা ওসিয়তের আয়াতের ব্যাখ্যা নহে। উহা জবিল ফরূয ও আসাবাদের হক নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে ওয়াজিব হইয়া আসিয়াছে। তাই উহা আলোচ্য আয়াতের হুকুম সর্বতোভাবে রহিত করিয়াছে। তবে হাঁ, মীরাছ বহির্ভূত আপনজনদের বেলায় মৃতের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়ত করা তাহার জন্য মুস্তাহাব। উহার ভিত্তি হইল এই ওসিয়তের আয়াত। তাহা ছাড়া সহীহ্দ্বয়ের ওসিয়তের ব্যাপারে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটি এই ঃ

ما حق امرىء مسلم له شيئى يوصى فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده.

অর্থাৎ যে মুসলমানের কাছে ওসিয়ত করিয়া যাওয়ার মত কিছু রহিয়াছে, তাহার ওসিয়তনামা লিখিয়া সঙ্গে না রাখিয়া এমন কি দুই রাত্রি অতিবাহিত করা তাহার জন্য উচিত হইবে না।

ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর নিকট হইতে এই হাদীস শোনার পর এমন একটি রাত্রি আমাদের কাটে নাই যখন আমার সাথে লিখিত ওসিয়তনামা ছিল না। যাহা হউক, আপনজনদের সহিত সুসম্পর্ক রাখার ও তাহাদের হিত সাধনের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা রহিয়াছে।

আব্‌দ ইব্‌ন হামীদ তাঁহার মুসনাদে বলেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ মুবারক ইব্‌ন হাসান হইতে, তিনি নাফে' হইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! দুইটি ব্যাপার তোমার আয়ত্তাধীন নহে। একটি হইল তোমার গোপন দানের বিনিময়ে আমিই তোমাকে পুণ্য ও পবিত্রতা দান করি। দুই. তোমার মৃত্যুর পর আমার নেক বান্দার দো'আ আমিই তোমাকে পৌঁছাইয়া থাকি।"

اِنْ تَرَكَ خَيْرًا। অর্থাৎ সম্পদ। ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবুল আলিয়া, আতিয়া, আওফী, যিহাক, সুদ্দী, রবী ইব্‌ন আনাস, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও কাতাদাহ প্রমুখ হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

একদল বলেন, মীরাছের মতই সম্পদ কম হউক বা বেশি, ওসিয়তের বিধান প্রযোজ্য হইবে। তাহাদের অপর দল বলেন, সম্পদ বেশি না হইলে ওসিয়ত করা যাইবে না। এই মতভেদের ভিত্তিতেই ওসিয়তযোগ্য সম্পদের পরিমাণ নিয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে।

উরওয়া হইতে পর্যায়ক্রমে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল মাকবারী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত আলী (রা)-কে বলা হইল যে, কুরায়শের এক ব্যক্তি তিন-চারিশত দীনার রাখিয়া মারা গিয়াছে। অথচ সে কোন ওসিয়ত করিয়া যায় নাই। আলী (রা) বলিলেন, তাহার কিছুই দরকার নাই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন إِنْ تَرَكَ خَيْرًا।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ উরওয়া হইতে পর্যায়ক্রমে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, ইব্‌ন সুলায়মান ও হারূন ইব্‌ন ইসহাক আল হামদানীর মাধ্যমে আমার নিকট ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, উরওয়া বলেন ঃ

"আলী (রা) নিজ গোত্রের এক রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হইলে সে বলিল, আমাকে ওসিয়ত সম্পর্কে বলুন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা উত্তম সম্পদের জন্য ওসিয়তের নির্দেশ দিয়াছেন। তুমি তো নগণ্য সম্পদ রাখিয়া যাইতেছ। উহা তোমার সন্তানের জন্য রাখিয়া যাও।"

হাকাম বলেন, আব্বান আমাকে ইকরামার সূত্রেও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এই বর্ণনা শোনান যে, তিনি বলেন। إِنْ تَرَكَ خَيْرًا। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তত ষাট দীনার রাখিয়া যায় নাই, সে ভাল সম্পদ রাখিয়া যায় নাই।

হাকাম আরও বলেন ঃ তাউস বলিয়াছেন যে, অন্তত আশি দীনার রাখিয়া না গেলে তাহাকে ভাল সম্পদ বলা যায় না। কাতাদাহ বলেন ঃ সাধারণত বলা হইত যে, হাজার বা তদুর্ধ দীনার না হইলে ভাল সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি সহকারে। ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। আল হাসান হইতে পর্যায়ক্রমে উব্বাদ ইব্‌ন মানসুর, মারূর ইবনুল মুগীরা, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বিশার, হাসান ইব্‌ন আহমদ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আল হাসান বলেন ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ অর্থাৎ হাঁ, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইল মৃত্যুর প্রাক্কালে এরূপ সুন্দর ও ন্যায়সংগত ওসিয়ত করা, যাহাতে তাহার ওয়ারিছদের উপর চাপ না পড়ে এবং অপচয়ের সুযোগ না থাকে।

সহীহ্‌দ্বয়ে আছে, হযরত সা'দ (রা) প্রশ্ন করিলেন–হে আল্লাহর রাসূল, আমার তো বেশ কিছু সম্পদ রহিয়াছে। অথচ একমাত্র কন্যা ছাড়া আমার কোন ওয়ারিছ নাই। এখন কি আমি দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ ওসিয়ত করিয়া যাইব ? রাসূল (স) জবাব দিলেন–না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইলে কি অর্ধেক সম্পদ ওসিয়ত করিব ? তিনি জবাব দিলেন–না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইলে এক-তৃতীয়াংশ করিব ? তিনি জবাব দিলেন–এক-তৃতীয়াংশ। তবে তাহাও বেশি হইয়া যায়। তোমার ওয়ারিছগণকে দরিদ্র ও দুয়ারে দুয়ারে হাত পাতিয়া বেড়ানোর মত ভিক্ষুক অবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে তাহাদিগকে সম্পদশালী রাখিয়া যাওয়া উত্তম।

সহীহ্ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেনঃ হায়, মানুষ যদি এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করার বদলে এক-চতুর্থাংশ ওসিয়ত করিত। কারণ, রাসূল (সা) বলিয়াছেনঃ 'এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও বেশী।'

ইমাম আহমদ (র) বনূ হাশিমের গোলাম যিয়াদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন হাঞ্জালা হইতে বর্ণনা করেন যে, হাঞ্জালা ইব্‌ন জুজায়িস ইব্‌ন হানীফার দাদা হানীফা তাহার এক পালক ইয়াতীম পুত্রকে একশত উট ওসিয়ত করেন। ইহা তাহার সন্তানগণের উপর কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। ফলে

ব্যাপারটি রাসূল (সা) পর্যন্ত গড়ায়। হানীফা রাসূল (সা)-কে বলিলেনঃ আমি এই ইয়াতীম ছেলেটিকে লালন পালন করিয়াছি। তাই তাহাকে একশত উট ওসিয়ত করিয়াছি। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ "না, না, না। সদকা হইবে হয় পাঁচ, নয় দশ, নয় পনের, নয় বিশ, নয় পঁচিশ, নয় ত্রিশ, নয় পঁয়ত্রিশ, বড় জোর চল্লিশ।" বর্ণনাকারী অতঃপর দীর্ঘ হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন।

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَانَّمَا اثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ انَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি কেহ ওসিয়ত শোনার পর উহার বক্তব্য, ভাষা ও পরিমাণে পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটায় অর্থাৎ উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন করে কিংবা উহার কিছু সুনিপুণভাবে গোপন করে, সে পাপী হইবে।

فَانَّمَا اثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কতিপয় ব্যাখ্যাকার বলেন, মৃত ব্যক্তি তাঁহার ওসিয়তের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট পুরস্কার পাইবে এবং পাপের ভাগ বর্তাইবে ওসিয়ত পরিবর্তনকারীগণের উপর।

انَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত আল্লাহ তা'আলা শুনিয়াছেন এবং তিনি মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত ও পরিবর্তনকারীর পরিবর্তনের ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اثْمًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, যিহাক, সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ الجنف। অর্থাৎ ভুল। ভুল যত রকমের হইতে পারে সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোন ওয়ারিছকে কৌশলে বা কোন বাহানা করিয়া অংশ বাড়াইয়া দিল। যথা অমুক জিনিসটি অমুকের কাছে বিক্রয়ের কথা ওসিয়ত করিল কিংবা অতি বাৎসল্যের কারণে মেয়ের ঘরের নাতিকে বেশি পরিমাণ ওসিয়ত করিয়া গেল ইত্যাদি। ইহা যদি ভুলক্রমে বাৎসলাধিক্যবশত হয় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এই পাপ কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রেই শরীআতসম্মতভাবে ইহা পরিবর্তন করা যাইবে। ওসিয়তকৃত বস্তুর কাছাকাছি অথবা উহার সদৃশ কিছু দ্বারা উহা এমনভাবে সংশোধন করা যেন ওসিয়তকারীর উদ্দেশ্য ও শরীআতের পদ্ধতির মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই ধরনের সংশোধন ও সাযুজ্য সৃষ্টিতে মূলত কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। তাই ইহাকে পৃথকভাবে নিষেধাত্মক বাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে, যাহাতে বুঝা যায়, ইহা তেমন কিছু নহে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া, যুহরী, আওযাঈ, ওয়ালিদ ইব্‌ন মযীদ, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালিদ ইব্‌ন মযীদ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ "পক্ষপাতদুষ্ট ওসিয়তকারীর ওসিয়ত যেভাবে তাহার মৃত্যুর পরে প্রত্যাখ্যাত হইবে, তেমনি পক্ষপাতদুষ্ট সদকাদাতার সদকা তাহার জীবদ্দশায়ই প্রত্যাখ্যাত হইবে।"

আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালিদ হইতে আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়াও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, হাদীসটি বর্ণনায় ওয়ালিদ ইব্‌ন মযীদ ভুল করিয়াছে। এই বর্ণনাটি মূলত উরওয়ার নিজস্ব বক্তব্য। কারণ, ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার সূত্র উরওয়া পর্যন্ত গিয়া শেষ করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, উমর ইবনুল মুগীরাহ, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আহমদ ইব্‌ন

ইব্‌রাহীম ও ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ الجنف فى الوصية من الكبائر। অর্থাৎ ওসিয়তে পক্ষপাতদুষ্টতা কবীরা গুনাহ।

এই হাদীসটি মারফূ হওয়ার ব্যাপারেও প্রশ্ন রহিয়াছে। এই অধ্যায়ে উত্তম হাদীস বর্ণনা করেন আবদুর রাযযাক।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, আশআছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى حاف وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة.

অর্থাৎ নিশ্চয় একটি লোক সত্তর বৎসর পর্যন্ত নেক আমল করার পর পক্ষপাতদুষ্ট ওসিয়ত করিয়া বদ আমল দ্বারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় ও জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে অপর একটি লোক সত্তর বৎসর পর্যন্ত বদ আমল করার পর ন্যায়ানুগ ওসিয়ত করিয়া নেক আমল দ্বারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় ও জান্নাতে প্রবেশ করে।

আবূ হুরায়রা (রা) হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতটি তোমরা পড়িয়া নিও ঃ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا "এই হইল আল্লাহর দেওয়া সীমানা। ইহা অতিক্রম করিও না।"

(١٨٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

(١٨٤) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১৮৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হইয়াছিল; হয়ত তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

১৮৪. সীমিত কয়েকদিন মাত্র। তারপর তোমাদের যাহারা অসুস্থ কিংবা সফরে থাক, তাহারা অন্য দিনগুলোতে উহা পূর্ণ করিও। আর অক্ষম ব্যক্তি উহার ফিদিয়া হিসাবে মিসকীনকে খাওয়াইবে। যে ব্যক্তি ভাল কাজ বাড়াইয়া করে, তাহা তাহার জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানিতে (তাহা হইলে বুঝিতে) রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে এই উম্মতের ঈমানদারগণকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করিতেছেন। রোযা হইল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার

সন্তুষ্টির জন্যে পানাহার ও যৌনাচার হইতে বিরত থাকা। ইহার দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি ও স্বভাবের পরিমার্জনা অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিতেছেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরেও রোযা অপরিহার্য করা হইয়াছিল। তাহাদের জন্য ইহাতে শিক্ষণীয় আদর্শ নিহিত ছিল। তাহারা ইহা পূর্ণভাবে পালন করিতে যত্নবান হইত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ-

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য পথ ও পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন অবশ্যই সকলকে একই উম্মত করিয়া দিতেন। কিন্তু তোমাদিগকে যাহা কিছু তিনি দিয়াছেন তাহা দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। অতএব তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতার সহিত অগ্রসর হও।"

এই প্রেক্ষিতেই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ রোযা ফরয করা হইয়াছে তদ্রূপ তোমাদের উপরও রোযা ফরয করা হইল। কারণ, ইহা শরীরের পবিত্রতা আনে ও শয়তানের পথগুলি সংকীর্ণ করে। তাই সহীহ্ সংকলনদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে ঃ

يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء-

অর্থাৎ হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে বিবাহ করার যাহার ক্ষমতা আছে, তাহার বিবাহ করা উচিত। আর যাহার ক্ষমতা নাই তাহার রোযা রাখা উচিত। তাহার জন্য রোযা রাখাই খোজা হওয়া।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রোযার পরিসংখ্যান বর্ণনা করেন। তিনি জানান যে, প্রতিদিনের জন্য রোযা নহে, তাহা মানুষের জন্য কষ্টকর হইবে। তাহারা উহা সহ্য করিতে পারিবে না। তাই সীমিত কয়েক দিনের জন্য রোযা নির্ধারিত হইয়াছে।

ইসলামের প্রারম্ভে ঈমানদারগণ প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখিত। অতঃপর রমযানের একমাস রোযার বিধান আসায় উহা বাতিল হয়। শীঘ্রই উহার বর্ণনা আসিতেছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ অতীতের উম্মতদের উপর যেরূপ প্রতিমাসে তিন দিন রোযা ধার্য করা হইয়াছিল, মু'মিনরা শুরুতে তাহাই অনুসরণ করিতেছিল। মুআজ, ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস, আতা, কাতাদাহ ও যিহাক হইতে উহা বর্ণিত হইয়াছে। যিহাকের বর্ণনায় আরও বলা হইয়াছে, নূহ (আ)-এর যামানা হইতে রমযানের একমাস রোযা ফরয না হওয়া পর্যন্ত উক্ত একই বিধান অব্যাহত ছিল।

হাসান বসরী হইতে উব্বাদ ইব্ন মানসুর আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন ঃ হাঁ আল্লাহ তা'আলা অতীত উম্মতদের জন্য আমাদের মতই পূর্ণ একমাস রোযা ফরয করিয়াছিলেন আর اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থ হইল নির্দিষ্ট কয়েকদিন। সুদ্দী হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মদীনা নিবাসী আবূ রবী, আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়ালিদ, সাঈদ ইব্ন আইয়ুব, আবূ আবদুর রহমান আল-মাকরী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলেন-আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যও রমযান মাসে রোযা ফরয করিয়াছিলেন।" অবশ্য এই বর্ণনাটুকু একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ।

ইব্ন উমর হইতে পর্যায়ক্রমে জনৈক বর্ণনাকারী, রবী ইব্ন আনাস ও আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য রোযার সময়ে কাহারও ইশার নামায পড়িয়া নিদ্রা যাওয়ার পর পরবর্তী ইশার নামাযান্তে নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসাহচর্য নিষিদ্ধ ছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস, আবুল আলিয়া, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সায়মা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, রবী ইব্ন আনাস ও আতা খোরাসানীও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খোরাসানী আলোচ্য كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বর্ণনা করেন ঃ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের উপরও এই নির্দেশ ছিল। শা'বী, সুদ্দী ও আতা খোরাসানী হইতে একই রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতঃপর ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থার জন্য রোযার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। তাই তিনি বলিলেন - فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ রুগ্ন ও সফরকারী রোযা রাখিবে না। কারণ, রোগাক্রান্ত কিংবা সফরের অবস্থায় রোযা রাখা অধিকতর কষ্টকর। তাই তখন রোযা ভংগ করিবে এবং পরে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় সেই দিনগুলির কাযা রোযা আদায় করিবে। তাহা ছাড়া সুস্থ মুকীমগণের যদি কেহ রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও না রাখিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে এক রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীন খাওয়াইতে হইবে। কেহ যদি খুশি হইয়া এক রোযার বিনিময়ে একাধিক মিসকীন খাওয়ায় তাহা আরও উত্তম। উহা হইতেও উত্তম যদি তাহারা রোযা রাখে। ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, তাউস, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ পূর্বসূরী আলোচ্য আয়াতদ্বয় প্রসঙ্গে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ ...... كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ মুআজ ইব্ন জাবাল (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আমর ইব্ন মুর্রা, মাসউদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নামায ও রোযার তিন তিনবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নামাযের অবস্থার পরিবর্তন হইল এই, নবী করীম (স) মদীনায় আসিয়া সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়েন। অতঃপর قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে তিনি মক্কার দিকে ফিরিয়া নামায পড়া শুরু করেন। এই হইল প্রথম পরিবর্তন। দ্বিতীয় পরিবর্তন এই যে, নামাযের জন্য একত্রিত করার উদ্দেশ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া মুসল্লীগণকে আনা হইত। প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এইরূপ

ডাকাডাকি ও বাড়ি বাড়ি ছুটাছুটি এক কষ্টকর ব্যাপার ছিল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ ইব্ন আব্দে রাব্বিহী নামক আনসার রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া আরয করিলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি অর্ধনিদ্রিত ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, সবুজ বর্ণের দুই পরিচ্ছদ পরিহিত এক ব্যক্তি কিবলামুখী হইয়া বলিতেছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এইভাবে কাদ কামাতিস সালাত দুইবার উহার সহিত যোগ করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন -বিলালকে উহা শিখাও, সে উহা দ্বারা আযান দিবে। বস্তুত হযরত বিলালই প্রথম এই আযান দেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) আসিয়াও রাসূল (স)-কে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও অনুরূপ দেখিয়াছি। অবশ্য আপনার কাছে অপর ব্যক্তি আমার আগে পৌঁছিয়াছে। যাহা হউক, ইহা হইল নামাযের ব্যবস্থায় দ্বিতীয় পরিবর্তন।

নামাযের ব্যবস্থায় তৃতীয় পরিবর্তন হইল এই যে, প্রথম দিকে মুসলমানদের কেহ যদি বিলম্বে হুযুর (সা)-এর পরিচালিত জামাআতে শরীক হইত, তাহা হইলে ইশারায় নামাযরত কোন মুসল্লীর কাছে কত রাকাআত পড়া হইয়াছে তাহা জানিয়া নিয়া আলাদাভাবে উহা পড়িয়া পরে জামাআতে শরীক হইত। বর্ণিত আছে, হযরত মুআজ (রা) ইহা অপসন্দ করিতেন এবং বলিতেন, আমি বিলম্বে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সা)-এর পেছনে ইক্তেদা করিয়া নামাযে শামিল হইব এবং তাঁহার সালাম ফিরাইবার পর অবশিষ্ট নামায আদায় করিব। বস্তুত একদিন তিনি বিলম্বে আসায় তাহাই করিলেন। হুযুর (সা) তাহা শুনিয়া বলিলেন, মুআজ তোমাদের জন্য একটি সুন্দর নিয়ম বাহির করিয়াছে। এখন হইতে তোমরাও তাহা করিবে। এইভাবে তৃতীয়বার নামাযের ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়।

রোযার তিন অবস্থার একটি হইল এই যে, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করিয়া প্রথমদিকে প্রতিমাসে তিনটি রোযা ও আশুরার রোযা রাখিতেন। তারপর যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল, তাহাতে এখতিয়ার দেওয়া হইল যে, যাহার ইচ্ছা রমযানের একমাস রোযা রাখিবে এবং যাহার ইচ্ছা উহার প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাওয়াইবে। অতঃপর যখন شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ হইতে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত নাযিল হইল, তখন সুস্থ মুকীমদের জন্য রোযা অপরিহার্য করা হয়, রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় কাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অক্ষম বৃদ্ধদের জন্য রোযার বিনিময়ে মিসকীন খাওয়ানো ঠিক রাখা হয়। ইহা হইল রোযার দ্বিতীয় অবস্থা।

বর্ণিত আছে যে, প্রথম দিকে মু'মিনগণ রোযার মাসে নিদ্রা যাইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার অব্যাহত রাখিত। নিদ্রাগমনের পর হইতে উহা নিষিদ্ধ ভাবা হইত। জনৈক আনসার একবার সারাদিনের কর্মক্লান্তি নিয়া বাসায় ফিরিয়া ইশার নামায পড়িয়া খাওয়া-দাওয়া ছাড়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অতঃপর না খাইয়াই পর দিন রোযা রাখিলেন। হুযুর (সা) তাহাকে অতি মাত্রায় ক্লান্ত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উক্ত আনসার সাহাবী উত্তরে আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর হুযুর (সা)-এর কাছে গিয়া উহা ব্যক্ত করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ হইতে ثُمَّ

اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ আয়াতটি নাযিল করেন এবং উহাতে সুবহে সাদিক হইতে মাগরিবের আযান পর্যন্ত রোযার সময় নির্ধারিত হয় আর অবশিষ্ট সময়টুকুতে পানাহার ও যৌনাচার বৈধ করা হয়। ইহা রোযার তৃতীয় অবস্থা। আবূ দাঊদ তাঁহার সুনানেও উহা উদ্ধৃত করেন ও হাকাম তাহার মুস্তাদরাকে মাসউদীর সনদে উহা বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইমাম যুহরী হইতে অনুরূপ একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে যথাক্রমে উরওয়া ও যুহরী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "প্রথমে আশুরার রোযা রাখা হইত। তারপর যখন রমযানের ফরয রোযার আয়াত নাযিল হইল, তখন যাহার ইচ্ছা উহা রাখিত, যাহার ইচ্ছা উহা রাখিত না।" ইমাম বুখারী ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন মাসউদ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে হযরত মাআজ (রা) বলেন, প্রারম্ভে রোযার অবস্থা ছিল এই যে, যাহার ইচ্ছা হইত রাখিত, যাহার ইচ্ছা হইত না রাখিত না এবং প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাওয়াইত।

ইমাম বুখারী সালমা ইব্‌ন আকূ' হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন অবস্থা ছিল এই যে, যাহার ইচ্ছা হইত রোযা না রাখিয়া উহার বিনিময়ে ফিদ্য়া প্রদান করিত। পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলিল। পরবর্তী আয়াত আসায় সেই অবস্থার অবসান ঘটিল। নাফে'র সনদে উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, উক্ত ইচ্ছাধীন ব্যবস্থা মানসূখ (রহিত) হইয়াছে। সুদ্দী মুর্রার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াত যখন নাযিল হইল, তখন আবদুল্লাহ উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ يُطِيْقُوْنَهُ অর্থাৎ যাহাদের জন্য রোযা কষ্টকর হয়। তিনি আরও বলেন-তাই যাহার ইচ্ছা রোযা রাখিত, যাহার ইচ্ছা রোযা ভংগ করিয়া মিসকীন খাওয়াইত। فَمَنْ تَطَوَّعَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-অতিরিক্ত মিসকীন খাওয়ানো। আল্লাহ বলেন ঃ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ অর্থাৎ উহা রোযা ভংগকারীর জন্য ভাল। তবে وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ উহা হইতে তোমাদের জন্য উত্তম হইল রোযা রাখা। এই ব্যবস্থা মানসূখের আয়াত না আসা পর্যন্ত চালু ছিল। উক্ত আয়াত হইল فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -অতঃপর যে ব্যক্তি (রমযান) মাসটি পাইবে, তাহার উচিত হইবে রোযা রাখা।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আতা, আমর ইব্‌ন দীনার ও যাকারিয়া ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তিনি وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, মানসূখ হয় নাই। বরং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য রোযা রাখা কষ্টকর বিধায় তাহারা প্রতিদিন একজন মিসকীন খাওয়াইবে। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়েরের সূত্রেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একাধিক বর্ণনাকারী উহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আশআস ইব্‌ন সাওয়ার, আবদুর রহীম ইব্‌ন সুলায়মান ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত দ্বারা রোযা

রাখিতে অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক রোযার বদলে সে একজন মিসকীনকে খাওয়াইবে।

হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আবূ লায়লা হইতে যথাক্রমে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, ওহাব ইব্‌ন বাকিয়্যা, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাহরাম আল মাখযুমী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ বর্ণনা করেন-আমি রমযানে একদিন হযরত আতার (রা) খিদমতে উপস্থিত হই। দেখিলাম, তিনি আহার করিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন যে, ইবন্ আব্বাস (রা) বলিয়াছেন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু অতি বৃদ্ধদের জন্য উহার হুকুম অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের যাহার ইচ্ছা হয় রোযার বদলে মিসকীন খাওয়াইয়া নিজে পানাহার করিবে।

মোটকথা فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সুস্থ মুকীমের জন্য রমযানের রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হইয়া গিয়াছে এবং অক্ষম বৃদ্ধদের জন্য রোযার বদলে মিসকীন খাওয়াবার নির্দেশ অব্যাহত রহিয়াছে। এই রোযার তাহাদিগকে কখনও কাযা আদায় করিতে হইবে না। কারণ, তাহাদের এমন অবস্থা ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই যে, তাহারা উহার কাযা আদায় করিতে সক্ষম হইবে।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, যেই বৃদ্ধ মিসকীন খাওয়াবার ক্ষমতা রাখে, তাহার জন্য রোযার বদলে মিসকীন খাওয়ানো কি ওয়াজিব ? এই ব্যাপারে উলামাদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন ঃ মিসকীন খাওয়ানো জরুরী নহে। কারণ, অতি বার্ধক্য মানুষকে রোযা রাখিতে অক্ষম করিয়া দেয়। তাই তাহার উপর ফেদিয়া দেওয়া ওয়াজিব হয় না। যেমন শিশুর বেলায় তাহার প্রয়োজন দেখা দেয় না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কাহারও ক্ষমতার বাহিরে কোন দায়িত্ব চাপান না। ইমাম শাফেঈ (র)-এর দুইটি মতের ইহা অন্যতম। তবে তাহার দ্বিতীয় মতই বিশুদ্ধ এবং অধিকাংশ উলামার মতের সহিত সামঞ্জস্যশীল। তাহা এই যে, অক্ষম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার রোযার বিনিময়ে ফিদিয়া প্রদান ওয়াজিব। কারণ, সাহাবায়ে কিরামের কওল ও আমল দ্বিতীয় মতেরই সমর্থন জোগায়। যেমন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ কতিপয় সাহাবা وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যাহার রোযা রাখিতে কষ্ট হয়, সে যেন প্রতি রোযার বদলে ফিদিয়া হিসাবে একজন মিসকীন খাওয়ায়। ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-ও উক্ত আয়াতাংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রোযা রাখিতে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ফিদিয়া হিসাবে মিসকীন খাওয়াইবে। হযরত আনাস (রা) অতি বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম হওয়ায় এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে গোশ্‌ত রুটি খাওয়াইয়াছেন।

অবশ্য ইমাম বুখারী শেষোক্ত হাদীসটিকে 'মুআল্লাক' আখ্যা দিয়াছেন। তবে হাফিয আবূ ইয়ালী আল মুসেলী তাহার মুসনাদে হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া উহার সনদ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাআজ, তাঁহাকে আমার পিতা ও তাহাকে ইমরান আইয়ুব ইব্‌ন আবূ তামীমা হইতে বর্ণনা করেন -হযরত আনাস (রা) যখন রোযা রাখিতে অক্ষম হইয়া পড়েন, তখন গোশ্‌ত-রুটি তৈরী করিয়া ত্রিশজন মিসকীন ডাকিয়া খাওয়াইলেন। এই

হাদীসটি আব্দ ইব্ন হামীদ ও রওহ ইব্ন উবাদাহ হইতে, তিনি ইমরান ইব্ন জারীর হইতে ও তিনি আইয়ুব হইতে বর্ণনা করেন। আব্দ ছাড়াও হযরত আনাস (রা)-এর ছয়জন সহচর তাঁহার সম্পর্কিত অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

গর্ভবতী ও প্রসূতির মাসআলাও অনুরূপ। যদি রোযা রাখার দরুন তাহার নিজের জীবন কিংবা বাচ্চার জীবন বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সে কোন্ পথ অনুসরণ করিবে তাহা লইয়া উলামাদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন, সে তখন রোযার বদলে ফিদিয়া দিবে ও পরে রোযার কাযা আদায় করিবে। অপর দল বলেন, তাহাকে রোযার বদলে ফিদিয়া দিতে হইবে না, শুধু কাযা আদায় করিতে হইবে। চতুর্থ দল বলেন, তাহাকে রোযা রাখিতে হইবে না, উহার বিনিময়ে ফিদিয়াও দিতে হইবে না এবং উহার কাযাও আদায় করিতে হইবে না। এই মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ 'কিতাবুস সিয়াম'-এ স্বতন্ত্রভাবে প্রদান করা হইয়াছে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত এবং একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহের প্রত্যাশী।

(١٨٥) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৮৫. "মাহে রমযান হইল সেই মাস যাহাতে আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। উহা মানুষের জন্যে পথ নির্দেশনার প্রমাণপঞ্জি ও সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যাহারা সেই মাসটি পাইবে, সেক্ষেত্রে তাহাদের রোযা থাকা চাই। আর যাহারা অসুস্থ কিংবা ভ্রমণরত, তাহারা অন্য দিনগুলিতে উহা পূর্ণ করিবে। আল্লাহ তোমাদের ব্যাপার সহজ করিতে চাহেন এবং কঠিন করার অভিলাষী নহেন। আর তিনি চাহিতেছেন, তোমরা (সুবিধামতে) কাযা পূর্ণ কর আর আল্লাহ্ প্রদত্ত পথনির্দেশনার জন্য তোমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর হয়ত তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা এখানে মাহে রমযানের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতেছেন। সকল মাসের মধ্য হইতে তিনি রমযান মাসকে বাছিয়া লইয়াছেন কুরআন নাযিলের জন্য। ইহা ছাড়াও মাসটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ এই মাসেই আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য অম্বিয়ায়ে কিরামের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন ঃ ওয়াছিলা ইবনুল আসকাআ হইতে যথাক্রমে আবূ ফালীহ, কাতাদা, ইমরান আবুল আওয়াম ও বনূ হাশিমের গোলাম আবূ সাঈদ আমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ সহীফায়ে ইব্রাহীম রমযানের প্রথম রাত্রে, তাওরাত রমযানের ছয় তারিখে, ইঞ্জীল রমযানের তের তারিখে ও কুরআন রমযানের চব্বিশ তারিখে অবতীর্ণ হয়।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত আছে, যবূর রমযানের বার তারিখে ও ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং অন্যগুলি পূর্বোক্ত তারিখে অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন ঃ সহীফাসমূহ তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জীল সংশ্লিষ্ট নবীর উপর একবারেই নাযিল হইয়াছে। পক্ষান্তরে কুরআন একবারে নাযিল হইয়াছে পৃথিবীর আকাশের বায়তুল ইযযতে এবং তাহা রমযানের শবে কদরে অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. "আমি ইহাকে (কুরআন) মুবারক রাত্রে নাযিল করিয়াছি।" অতঃপর উহা পৃথক পৃথক ভাবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর আকরাম (সা)-এর উপর নাযিল হয়। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

তেমনি ইসরাঈল সুদ্দী হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল মুজালিদ হইতে, তিনি মুসলিম হইতে ও তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট হযরত আতিয়্যা ইব্‌ন আসওয়াদ জিজ্ঞাসা করেন -আমার অন্তরে এই সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন, রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন যে, আমি ইহাকে (কুরআন) কদরের রাত্রিতে নাযিল করিয়াছি। আবার এক আয়াতে বলেন, নিশ্চয় আমি ইহাকে (কুরআন) এক পবিত্র রাত্রে নাযিল করিয়াছি। অথচ ইহা শাওয়াল, যিলহাজ্জ, মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল ইত্যাকার বিভিন্ন মাসে অবতীর্ণ করেন। উত্তরে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন রমযান মাসে কদরের রাত্রিতে সম্পূর্ণটাই একবারে নাযিল হয়। অতঃপর উহা প্রত্যেক মাসে ও দিনে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইতে থাকে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন মারদুবিয়াও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদের ভাষাও ইহাই।

অপর এক রিওয়ায়েতে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রমযানে সমগ্র কুরআন প্রথম আকাশে অবতীর্ণ করা হয় এবং বায়তুল ইযযতে উহা রাখা হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মানুষের প্রশ্নের জবাবের প্রেক্ষিতে বিশ বৎসর ধরিয়া অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইকরামা কর্তৃক হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত অপর এক রিওয়ায়েতে বলা হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পবিত্র রমযানের কদরের রাত্রিতে সম্পূর্ণ কুরআন একবারে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর সহিত পর্যায়ক্রমে যাহা ইচ্ছা বলিয়াছেন এবং যে কোন মুশরিক রাসূল (স)-এর নিকট ঝগড়া ও প্রশ্নাদি লইয়া আসিলে তাহাদিগকে উহার জবাব দান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً

"কাফিররা বলিত যে, এই কুরআন সম্পূর্ণই একবারে কেন অবতীর্ণ হয় নাই?" উত্তরে তিনি বলিয়াছেন ঃ

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً.

"উহা এইজন্য একসাথে অবতীর্ণ করা হয় নাই যেন তোমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় ও মজবুত রাখা যায়।"

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ এই আয়াতে কুরআন করীমের প্রশংসা করা হইতেছে যে, ইহা মানুষের অন্তরের জন্য পথ নির্দেশক এবং উহাতে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ রহিয়াছে। পরন্তু যে ব্যক্তি ইহার ব্যাপারে গবেষণা ও চিন্তা করিয়াছে, সে ইহা দ্বারা হেদায়েতের পথে পৌঁছিতে পারিয়াছে। কেননা ইহা গোমরাহী বিদূরক, সঠিক পথের সন্ধানদাতা এবং জটিলতা ও বক্রতা বিরোধী হক ও বাতিলের আর হালাল ও হারামের মধ্যে প্রভেদকারী।

পূর্বসূরি কোন কোন বুযুর্গ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা 'রমযান মাস' ছাড়া শুধু 'রমযান' বলাকে মাকরূহ জানিতেন। এই মর্মে হযরত ইব্ন আবি হাতিম এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা, মুহাম্মদ ইব্ন বক্কার ইব্ন রাইয়্যান-আবূ মা'শার মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আলকুরাবী ও সাঈদ মাকবেরী হইতে ও তাঁহারা হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমরা রমযান বলিও না, কেননা রমযান হইল আল্লাহর নামসমূহের মধ্য এক নাম; বরং তোমরা রমযান মাস বলিও। ইব্ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন যে, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) ইহাতে অনুমতি দান করিয়াছেন।

এই ক্ষেত্রে আমি বলিতে চাই যে, আবূ মা'শার নাজীহ ইব্ন আবদুর রহমান আলমাদানী যিনি মাগাযী ও সীরাতের (যুদ্ধের ও রাসূলুল্লাহ্র জীবনী বর্ণনার) ইমাম ছিলেন, তাঁহার রিওয়ায়েতকে দুর্বল গণ্য করা হয়। কেননা তাঁহার নিকট হইতে তদীয় পুত্র মুহাম্মদ এক হাদীস রিওয়ায়েত করিয়াছেন এবং হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত হাদীসকে হাফিয ইব্ন আদী অস্বীকার করিয়াছেন এবং শক্তভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। কেননা তাঁহার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসকে মারফূ বলাতে তাহার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে এক অধ্যায় বাঁধিয়াছেন যাহার নামকরণ করিয়াছেন 'রমযান অধ্যায়' এবং উহাতে রমযান সম্পর্কিত হাদীস জড়ো করিয়াছেন। যথা – من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه অর্থাৎ যে রমযানের রোযা বিশ্বাস ও ইয়াকীনের সহিত রাখিবে, তাহার অতীতের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। উহাতে আরও এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রমযান মাসের চাঁদ প্রত্যক্ষ করিবে এবং যখন চাঁদ উদিত হয় তখন যদি সে স্বগৃহে থাকে, ভ্রমণে না থাকে এবং শরীর সুস্থ থাকে, তবে তাহার উপর রোযা রাখা ফরয হইবে এবং পূর্ববর্তী আয়াত ইহা দ্বারা রহিত হইয়া গেল। উক্ত আয়াতে ইহাকে মুবাহ বলা হইয়াছে এবং স্বগৃহে অবস্থানরত সুস্থ ব্যক্তিও রোযা ভাংগিতে পারিত এবং তৎপরিবর্তে ফিদিয়া হিসাবে প্রতিদিনের জন্য এক মিসকীনকে খাওয়াইত।

রোযার বর্ণনা শেষ হওয়ার পর উহাতে যে অবকাশ দান করা হইয়াছে উহার আলোচনা করিতেছেন। তাহা এই যে, রুগ্ন ও মুসাফির ব্যক্তিকে কাযা করার শর্ত সাপেক্ষে রোযা না রাখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যেমন. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ

أُخَرَ। অর্থাৎ যাহার শরীর রোগাক্রান্ত হয় ও তদ্দরুন রোযা রাখিতে অক্ষম হয় অথবা কষ্টদায়ক হয় অথবা ভ্রমণরত থাকে, তাহার রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রহিয়াছে। যদি সে রোযা না রাখে তবে সে ভ্রমণকালিন যে কয়দিন রোযা ভাঙ্গিয়াছে, সেই কয়দিন পরবর্তী সময়ে কাযা আদায় করিয়া লইবে। যেহেতু আল্লাহ তাহার বান্দার কাজ সহজ করিতে চান ও কষ্টদায়ক করিতে চান না, তাই বলা হইল يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ। অর্থাৎ আল্লাহ ভ্রমণাবস্থায় ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় রোযা রাখা ফরয থাকা সত্ত্বেও তোমাদিগকে এই অনুমতি দান করিয়াছেন। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল তোমাদের উপর ইহসান করা এবং অনুগ্রহ করা।

## মাসআলা

এখানে অত্র আয়াতের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। প্রথমত পূর্ববর্তী বুযুর্গদের এক জামাআত এই মত পোষণ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসের শুরুতে নিজ গৃহে অবস্থান করে ও তারপর মাসের মধ্যে ভ্রমণে চলিয়া যায়, তাহার জন্য সফরের কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হইবে না। কেননা কালামে পাকে এরশাদ করা হইয়াছে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ। যে রমযানের চাঁদ দর্শন করিবে, তাহাকে অবশ্যই রোযা রাখিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি ভ্রমণাবস্থায় রমযানের চাঁদ দেখিবে, তাহার জন্য রোযা রাখা মুবাহ করা হইয়াছে। কিন্তু এই রিওয়ায়েত বিরল।

আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হাযম স্বীয় কিতাব 'আলমুহাল্লায়' সাহাবা ও তাবেঈনদের এক জামাআতের নিকট হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, উহা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

পক্ষান্তরে, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এই মর্মে তাঁহার সুন্নাত প্রমাণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান মাসে বাহির হন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যখন 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌছেন, তখন তিনি রোযা ছাড়িয়া দেন এবং অন্য লোকদিগকেও রোযা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন। হাদীসটি সহীহাইন সংকলনকগণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত তাবেঈনদের অপর একদল এই দিকে গিয়াছেন যে, ভ্রমণাবস্থায় রোযা ত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (তাহা হইলে তাহারা অন্য সময় কাযা রোযা আদায় করিয়া লইবে)। তবে জমহুর সাহাবাগণের বক্তব্যই হইল শুদ্ধ। তাহাদের মত হইল, রোযা রাখা না রাখা ইহা মুসাফিরের ইচ্ছাধীন, জরুরী নহে। কারণ, সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত রমযান মাসে সফরে বাহির হইতেন। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের মধ্য হইতে কেহ রোযা রাখিতাম এবং কেহ রোযা ছাড়িয়া দিতাম। ইহাতে রোযাদারগণ বেরোযাদারগণের উপর দোষারোপ করিত না। যদি রোযা ত্যাগ করা ওয়াজিব হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে রোযা রাখিতে নিষেধ করা হইত।

পক্ষান্তরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কর্মধারা হইতে যাহা প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই রকম অবস্থায় রোযাদার ছিলেন। যেমন, হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে সহীহাইনে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত রমযান মাসে ভীষণ গরমের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। অত্যধিক গরমের দরুন

আমরা মাথার উপর হাতে রাখিয়া চলিতেছিলাম। এবং আমাদের মধ্যে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আর কেহই রোযা রাখিয়াছিল না।

তৃতীয়ত শাফেঈ (র) সহ উলামাদের এক জামাআতের অভিমত এই যে, সফরকালে রোযা রাখা রোযা না রাখার চাইতে উত্তম। কেননা, হুযুর (সা) সফরের অবস্থায় রোযা রাখিয়াছিলেন। পূর্বে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

একদল বলিয়াছেন যে, রোযা না রাখাই বরং উত্তম। তাঁহারা আয়াতে উল্লিখিত অবকাশকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। উপরন্তু হুযুর (সা) হইতে ইহার প্রমাণও আছে। হুযুর (সা) -কে সফরকালে রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে তিনি বলেন– "যে রোযা ত্যাগ করিয়াছে এবং যে রোযা রাখিয়াছে তজ্জন্য তাহার কোন দোষ হয় নাই।" অপর এক হাদীসেও হুযুর (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগকে আল্লাহ তা'আলা (রোযা না রাখার) যে অবকাশ দান করিয়াছেন, উহা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।"

কেহ বলিয়াছেন যে, রোযা রাখা যদি কষ্টদায়ক হয় তাহা হইলে রোযা না রাখা উত্তম। কারণ, হযরত জাবির (রা) কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যে, তাহার উপর ছায়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হুযুর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার ? লোকেরা বলিল, ইনি রোযা রাখিয়াছেন। হুযুর (সা) বলিলেন, 'সফর কালে রোযা রাখা কোন সৎকর্ম নয়'। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ্য এই যে, যদি কেহ সুন্নাত হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং রোযা না রাখাকে মাকরূহ মনে করে, তবে তাহার জন্য রোযা না রাখা অবশ্যই কর্তব্য হইবে এবং রোযা রাখা হারাম হইয়া যাইবে।

অনুরূপ মুসনাদে ইমাম আহমদ প্রভৃতিতে হযরত ইব্‌ন উমর ও হযরত জাবির (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া অবকাশ গ্রহণ না করে, তাহার গোনাহ আরাফাত পাহাড়ের ন্যায় বিরাট হইবে।

চতুর্থ মাসআলা হইল কাযা রোযা সম্পর্কে। ইহা কি একাধারে রাখা ওয়াজিব অথবা পৃথক পৃথকরূপে রাখা শুদ্ধ হইবে ? এই সম্পর্কে দুই প্রকার অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। এক অভিমত অনুযায়ী একাধারে রোযা রাখাকে ওয়াজিব বলা হইয়াছে। কেননা ফরয রোযা আদায়ের অবিকল অনুকরণ করাকে কাযা বলা হয়। দ্বিতীয় অভিমত হইল, একাধারে কাযা করা ওয়াজিব নয়; বরং যদি ইচ্ছা হয় পৃথক পৃথক ভাবে কাযা করিবে, আর যদি ইচ্ছা হয় একাধারে একটার পর একটা করিয়া কাযা আদায় করিবে। এইটি হইল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুযুর্গদের মাযহাব এবং ইহার উপর বহু দলীল ও প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কেননা একের পর এক এইরূপে একাধারে রোযা রাখা রমযান মাসের রোযাকে রমযান মাসের মধ্যেই যথাযথ ভাবে আদায়ের প্রয়োজনে ওয়াজিব করা হইয়াছে। কিন্তু রমযান মাস চলিয়া যাওয়ার পর যে কয়দিন সে রোযা ভঙ্গ করিয়াছিল, সেই কয়দিনের রোযা কেবল গণনা করিয়া রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (অন্য সময়ের দিনগুলিতে ঐ গণনার রোযাগুলি রাখিতে হইবে)। অতঃপর বলিতেছেন يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ

يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কাজ আসান করিতে চাহেন, কঠিন করিতে চাহেন না।

এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রা) এক হাদীস বর্ণনা করেন ঃ আমার নিকট আবূ সালমা আল খুযাঈ ও আবূ জিলাল, জাদীদ ইব্‌ন জিলাল, আল আদবী হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আল আরাবী হইতে বর্ণনা করেন-"নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, উত্তম ধর্ম হইল উহা সহজ হওয়া। উত্তম ধর্ম হইল উহা সহজ হওয়া।"

ইমাম আহমদ আরও বলেন ঃ আমাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন, তাহাকে ইব্‌ন জিলাল, তাহাকে আমের ইব্‌ন উরওয়া এবং তাহাকে আবূ উরওয়া বর্ণনা করিয়াছেন- একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করিলেন। তাঁহার মাথা হইতে ওযু অথবা গোসলের পানির ফোঁটা পড়িতেছিল। নামায শেষে একদল লোক তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি অমুক কর্ম করিতে অসুবিধা আছে ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন-" আল্লাহর দীন হইল সহজ হওয়া"। তিনবার তিনি এই কথা বলেন।

ইমাম আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আসিম ইব্‌ন হিলাল হইতে মুসলিম ইব্‌ন আবি তামীম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর, তাঁহার নিকট শো'বা ও তাঁহার নিকট আবূ তাইয়্যাহ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (র)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-"হে লোকসকল! তোমরা আসান কর, কঠোরতা করিও না, সান্ত্বনা দান কর, ঘৃণা করিও না।" সহীহাইনে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

সহীহাইনে আরও বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত মুআজ ও হযরত আবূ মুসাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা উভয়ই লোকদিগকে সুসংবাদ দান করিও, ঘৃণা দেখাইও না, সহজ ব্যবহার করিও, কঠোর ব্যবহার করিও না, পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না।"

সুনান ও মুসনাদসমূহে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন بعثت بالحنيفية السمحة। অর্থাৎ আমি এক নিরবিচ্ছিন্ন সহজ ধর্মের সহিত প্রেরিত হইয়াছি।

হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, তাহাকে ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি তালিব, তাহাকে আবদুল ওহাব ইব্‌ন আতা, তাহাকে আবূ মাসঊদ হারিরী আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক হইতে ও তিনি মুহজান ইব্‌ন আদরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- রাসূলুল্লহ (সা) এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখেন ও তাহার প্রতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাল করিয়া দেখিতে থাকেন। অতঃপর বলেন, তোমরা উহাকে সততার সহিত নামায পড়িতে দেখিতেছ ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি মদীনার লোকদের মধ্যে সর্বাধিক নামায আদায়কারী। হুযুর (সা) বলিলেন, ইহা তোমরা তাহাকে শুনাইও না, তাহা হইলে তোমরা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের কাজ সহজ করিতে চাহেন, ইহাদের সহিত কঠোরতা করিতে চাহেন না।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আয়াতের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ তোমাদিগকে অসুস্থাবস্থায়, সফর ও এই ধরনের অসুবিধার সময় রোযা ভঙ্গ করার অবকাশ দান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তোমাদের কাজ সহজ করা। আর তোমাদিগকে কাযা আদায়ের হুকুম দিয়াছেন, উহাও অসম্পূর্ণ দিনগুলি পূর্ণ করার জন্য। ফলে যেন তোমরা ইবাদত-বন্দেগী যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করিতে পার। আল্লাহর এই পথ নির্দেশনার স্মরণে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তাই বলা হইল ঃ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدَاكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছেন তজ্জন্য তোমাদের উচিত আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা। কুরআন পাকে অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের হজ্বের সকল আহকাম প্রতিপালন করিয়া শেষ কর, তখন আল্লাহকে তোমাদের এমনভাবে স্মরণ করা উচিত যেরূপ তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে স্মরণ করিয়া থাক অথবা তদপেক্ষা অধিক। তেমনি অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُو اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ যখন তোমাদের নামায আদায় শেষ হয়, তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহর দান অন্বেষণ কর এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা পরিত্রাণ লাভ করিতে পার।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ-

অনন্তর সূর্যাস্তের পূর্বে এবং সূর্যোদয়ের আগে তোমার প্রভুর গুণ-গানপূর্ণ তাসবীহ পাঠ কর এবং নিশিকালে সিজদার পর তাঁহার তাসবীহ পাঠ কর।

এই কারণেই সুন্নাত হইল এই যে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আল্লাহ তা'আলার হামদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা উচিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায হইতে অবসর গ্রহণ একমাত্র আল্লাহু আকবার বাক্য দ্বারা জানিতাম। আলোচ্য আয়াত হইতে একদল উলামা ঈদুল ফিত্রের নামাযের মধ্যে তাকবীর বলাকে ওয়াজিব বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেমন দাউদ ইব্ন আলী ইস্পাহানী আজ জাহেরী ঈদুল ফিত্রের তাকবীর বলাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। কারণ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ এর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে আদেশসূচক পদ (আমরের সীগা) ব্যবহার করা হইয়াছে। অবশ্য হযরত আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব হইল বিপরীত। তাঁহার মতে ঈদুল ফিত্রের তাকবীর বলা ওয়াজিব নহে, সুন্নত। অন্যরা ইহাকে মুস্তাহাব বলিয়া থাকেন। এতদসম্পর্কিত কতিপয় মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যার মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাকে তাঁহার ইবাদত করার হুকুম প্রদান করিয়াছেন, তখন তোমরা তাঁহার যাবতীয় ফরয কার্য সম্পন্ন কর, সকল হারাম কার্য ত্যাগ কর এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমানা লংঘন না করিয়া সংযমশীল হও। তাহা হইলে তোমরা তাঁহার কৃতজ্ঞ বান্দাগণের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

(١٨٦) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ○

**১৮৬. "যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, (তখন তুমি বলিয়া দাও) আমি খুবই সন্নিকটে আছি। যে কোন আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, তখন আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া থাকি। সুতরাং তাহাদের উচিত আমার কথায় সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখা। হয়ত তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হইবে।"**

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ আমাকে আমার পিতা তাহাকে ইয়াহয়া ইব্‌ন মুগীরা জারীর হইতে, তিনি ইবাদহ ইব্‌ন আবূ বুরয়া হইতে, তিনি সখতিয়ানী হইতে, তিনি সালত ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হাইদাতুল কুশায়ারী হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে ও তাহার পিতা তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন-জনৈক আরব হুযুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রভু কি আমাদের নিকটে আছেন, না দূরে আছেন ? যদি নিকটে থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত গোপনে কথা বলিব। আর যদি দূরে থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিব। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা)-চুপ হইয়া রহিলেন। তখনই নাযিল হইল ঃ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ অর্থাৎ যখন আমি লোকদিগকে আমার নিকট প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিয়াছি, তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিলে আমি উহা কবুল করিব।

ইব্‌ন জারীর মুহাম্মদ ইব্‌ন হামীদ আর রাযী হইতে ও তিনি জারীর হইতে হাদীসটি রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইব্‌ন মারদুবিয়া ও আবূ শাইখ আল ইস্পাহানী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হামীদ হইতে ও তিনি জারীর হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাজ্জাক বলিয়াছেন যে, জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান আউফ হইতে ও তিনি হযরত হাসান হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসান বলিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের প্রভু কোথায় ? তখন মহিমান্বিত প্রভু এই আয়াত অবতীর্ণ করেন اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ। হযরত ইব্‌ন জুবায়র হযরত আতা (রা) হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, যখন وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে বলিতেছেন যে, তোমরা আমারই নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করিব) আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ সময় দোয়া করিব তাহা যদি আমরা জানিতে পারিতাম ? অতঃপর وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ বলেনঃ আবদুল ওহাব ইব্ন আবদুল মজীদ সাকাফী ও খালিদ আলহাযা আবূ উছমান নাহদী হইতে ও তিনি আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন- আমরা হুযুর আকরাম (সা)-এর সহিত এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমরা যে কোন উঁচু স্থানে উঠিবার সময় এবং প্রত্যেক উপত্যকায় অবতরণের সময় উচ্চস্বরে তাকবীর বলিতে থাকিতাম। হুযুর আকরাম (সা) আমাদের নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা স্বীয় আত্মার প্রতি দয়া কর, তোমরা কোন বধির ও দূরবর্তীকে ডাকিতেছ না। তোমরা যাহাকে ডাকিতেছ তিনি তো অত্যধিক শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। তিনি তোমাদের যে কোন ব্যক্তির বাহনের গর্দান হইতেও অতি নিকটবর্তী রহিয়াছেন। হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস! তোমাকে কি জান্নাতের চাবির কথা বলিব ? "লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" হইল জান্নাতের চাবি।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহীহাইনেও উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যরাও আবূ উছমান নাহদী হইতে (যাহার নাম হইল আবদুর রহমান ইব্ন আলী) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ আমাকে সুলায়মান ইব্ন দাউদ, তাহাকে শু'বা ও তাহাকে কাতাদাহ হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন يَقُوْلُ اَللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِىْ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমার প্রতি আমার বান্দা যেরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে আমিও তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকি।

ইমাম আহমদ (র) আরও বলেনঃ আমাকে আলী ইব্ন ইস্হাক, তাহাকে আবদুল্লাহ, তাহাকে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির, তাহাকে ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ করীমা বিন্ত ইব্ন খুশখাশ আল মুনীয়া ও তাহাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন- আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا مَعَ عَبْدِىْ مَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তাহার ওষ্ঠদ্বয় যখন নড়াচড়া করে, তখন আমি তাহার সহিত থাকি।

আমি বলিতেছি ঃ ইহা আল্লাহ তা'আলার কালামে পাকের অনুরূপ হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

"যাহারা খোদাভীরু ও সৎলোক তাহাদের সহিত আল্লাহ রহিয়াছেন।" তেমনি তিনি হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে বলিতেছেন ঃ

اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى–

"আমি তোমাদের উভয়ের সহিত থাকিয়া শুনিয়া থাকি ও দেখিয়া থাকি।"

ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা বৃথা যাইতে দেন না আর তিনি সেই প্রার্থনা হইতে অনবহিত থাকেন এমনও নহে; বরং তিনি সকল প্রার্থনা শ্রবণকারী।

এখানে দু'আর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং উহা যে আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃথা যায় না, এই ওয়াদাও করা হইয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে ইয়াযীদ,

তাহাকে কোন এক ব্যক্তি, তাহাকে আবূ উছমান আন নাহদী ও তাহাকে হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন যে, হুযুর (সা) বলেন- আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন বান্দা যখন দুই হস্ত সম্প্রসারিত করিয়া কোন কিছু কামনা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শূন্য হাতে ফিরাইয়া দিতে লজ্জাবোধ করেন।

ইয়াযীদ বলেন ঃ আমার নিকট লোকেরা উক্ত ব্যক্তির নাম জাফর ইব্‌ন মায়মুন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। আবূ দাউদ তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজায় জাফর ইব্‌ন মায়মুনের নিকট হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান গরীব বলিয়াছেন। আরও অনেকেই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে মারফূ হাদীস বলেন নাই। শায়েখ হাফিজ আবুল হাজ্জাজ আলমুযী (র) তাঁহার আতরাফে উহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং আবূ হাম্মাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবি যবরকান ইহার অনুসরণে সুলায়মান তায়মী হইতে ও তিনি আবূ উছমান নাহদী হইতে অনুরূপ এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরও বলেনঃ আবূ আমের আলী ইব্‌ন আবিল মুতাওয়াক্কিল আন নাজীর আবূ সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন-যদি কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন দু'আ করে, যাহাতে গোনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক কর্তনের কিছু না থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তিন অবস্থার মধ্য হইতে একটি অবশ্যই দান করিয়া থাকেন। হয় সংগে সংগেই তাহার দু'আ কবুল করা হইয়া থাকে, অথবা পরকালের জন্য উহা সংরক্ষিত রাখা হয়, কিংবা উহা দ্বারা কোন বান্দার মুসীবত অথবা এই ধরনের বিপদ-আপদ দূরীভূত করিয়া থাকেন। এতদশ্রবণে সকলে আরয করিল-ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আমরা অধিক পরিমাণে দু'আ করিব। হুযুর (সা) বলেন ঃ তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও অধিক পরিমাণে দান করিবেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে ইসহাক ইব্‌ন মনসুর আল কাওসাজ, তাহাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ, তাহাকে ছাওবান তাহার পিতা হইতে, তিনি মাকহুল হইতে ও তিনি জুবায়ের ইব্‌ন নফীর হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত তাহাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-পৃথিবীর বুকে অবস্থানকারী যে কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট দু'আ করিলে আল্লাহ তা'আলা উহা কবুল করিয়া থাকেন এবং যে যাহা চায় তাহাকে সাথে সাথে উহা দান করা হইয়া থাকে অথবা যদি কোন পাপমূলক বা আত্মীয়তা ছিন্নের দু'আ না করে তো উক্ত দু'আর বদৌলতে তাহার কোন বালা-মুসিবত দূর হইয়া যায়। আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাবিত ও ইব্‌ন ছাওবান হইতে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ফরিয়াবী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারেমী ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আজহারের গোলাম আবূ উবায়েদ, ইব্‌ন শিহাব ও ইমাম মালিক বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ তাহার দু'আর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করিবে, তাহার দু'আ কবুল হইবে। তাড়াহুড়া হইল এইরূপ বলা যে, আমি তো দু'আ করিলাম, কিন্তু আমার দু'আ কবুল হইল না।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইমাম মালিকের সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারীর ভাষ্যে বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ তা'আলা প্রতিদানে তাহাকে জান্নাত দান করেন।'

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ ইদ্রীস খাওশানী, ইয়াযীদ, মুআবিয়া ইব্ন সালেহ, রবীআ, ইব্ন ওহাব, আবূ তাহির ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যদি কোন বান্দা কোন পাপ অভিলাষ চরিতার্থের কিংবা আত্মীয়তা ছিন্নের প্রার্থনা না জানায় এবং প্রার্থনার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করেন। লোকেরা প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়ার অর্থ কি ? তিনি জবাব দিলেন-কাহারও এইরূপ বলা যে, নিশ্চয় দু'আ করিয়াছি, নিঃসন্দেহে দু'আ করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দু'আ কবুল হইল না। এই বলিয়া দু'আ করা ছাড়িয়া দেওয়া।

হযরত আনাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কাতাদাহ, আবূ হিলাল, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন- যতক্ষণ বান্দা তাড়াহুড়া না করিবে, ততক্ষণ মংগলে থাকিবে। লোকেরা প্রশ্ন করিল, তাড়াহুড়া কাহাকে বলে ? তিনি জবাব দিলেন, কাহারও এইরূপ বলা যে, আমি আল্লাহকে ডাকিলাম, কিন্তু তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন না।

হযরত আনাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া ইব্ন যুবায়ের, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কুসায়েত, আবূ সখর, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইমাম আবূ জাফর তাবারী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কোন বান্দা যখন কিছু প্রার্থনা করে এবং যদি সে তাড়াহুড়া না করে কিংবা ধৈর্যহীন না হয়, তাহা হইলে হয় যথাসত্বর দুনিয়ায় তাহাকে তাহা দেওয়া হয়, অন্যথায় পরকালের জন্য তাহা সংরক্ষিত রাখা হয়। উরওয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-হে আম্মা! তাড়াহুড়া ও ধৈর্যহীন হওয়ার অর্থ কি ? তিনি জবাব দিলেন-কাহারও এইরূপ বলা যে, প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কিছুই দেওয়া হইল না। ডাকিলাম, কিন্তু সাড়া পাইলাম না।

ইব্ন কুসায়েত বলেনঃ আমি সাঈদ ইব্ন যুবায়েরকেও হযরত আয়েশা (রা)-এর অনুরূপ বলিতে শুনিয়াছি।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর হইতে যথাক্রমে আবূ আবদুর রহমান আল খাওলানী, বকর ইব্ন আমর, ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

অন্তররাজির একটি হইতে অপরটি অধিকতর সংরক্ষণ তৎপর (ব্যস্ত)। তাই হে মানব! আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনার সময়ে নিশ্চিত কবুলের বিশ্বাস লইয়া প্রার্থনা করিবে। কারণ, তিনি কখনও উদাসীনের অমনোযোগী প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না।

ইব্ন আবি নাফে ইব্ন মা'দীকারেব হইতে পর্যায়ক্রমে ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, ইসহাক ইব্ন আইয়ুব ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবি নাফে' ইব্ন মা'দীকারেব বলেন ঃ আমি ও হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম। রাসূল (সা) তখন বলিলেন-হে পরোয়ারদেগার! আয়েশার এই প্রশ্নের উত্তর কি দিব ? তক্ষুণি হযরত জিব্রাঈল (আ) অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন-আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম প্রদান করিয়া জানাইতেছেন যে, উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হইল এই, যদি কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি পবিত্র অন্তরে সৎ নিয়তে আমাকে ডাকে, তাহা

হইলে আমি তাহার ডাকে সাড়া দেই ও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। হাদীসটি সূত্র বিচারে 'হাসান গরীব শ্রেণীভুক্ত।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে যথাক্রমে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ, আল কালবী ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন ঃ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলেন-"হে আল্লাহ! আমি দু'আর জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। তাই তোমার উপর কবুলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলাম। আমি হাযির হইয়াছি, আমি হাযির হইয়াছি, হে লাশরীক আল্লাহ! আমি উপস্থিত হইয়াছি। যত সব প্রশংসা, নি'আমত ও বাদশাহী একমাত্র তোমার। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তুমি কাহাকেও জন্ম দাও নাই এবং তোমাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। তাই কেহই তোমার সমকক্ষ নহে। আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষ্য সত্য, বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, কিয়ামতের দিনের আগমন সন্দেহাতীত সত্য এবং কবরবাসীগণের পুনরুত্থানও সত্য।"

হযরত আনাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল হাসান, সালেহ আল মুযযী, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া আল কিতঈ, আল-হাসান ইব্ন ইয়াহয়া আল-ইযদী ও হাফিয আবু বকর আল বাযযার বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন-আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার কাজ হইল, তুমি একমাত্র আমারই ইবাদত করিবে এবং আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। আমার কাজ হইল তোমার প্রতি কাজের বিনিময় দান এবং কোন কাজই বৃথা যাইতে না দেয়া। আর তোমার ও আমার যৌথ কাজ হইল তোমার দু'আ করা ও আমার কবুল করা।

দু'আর এই আয়াত রোযার আহকাম বর্ণনার মাঝে নাযিল করিয়া আল্লাহ তা'আলা মূলত রোযার মাসে বিশেষত প্রতিদিন ইফতারীর সময় বেশি বেশি দু'আ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। যেমন ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পুত্র মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পুত্র শুআয়েব, তাহার পুত্র আবূ মুহাম্মদ মালেকী ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি-"রোযাদারের ইফতারের সময়ের দু'আ কবুল হয়। তাই হে আবদুল্লাহ! যখন ইফতার করিবে, স্ত্রী ও সন্তানদিগকে একত্রে ডাকিয়া দু'আ করিবে। সেমতে তিনি ইফতারের সময়ে সকলকে একত্র করিয়া দু'আ করিতেন।"

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ তাঁহার সুনানে বর্ণনা করেন যে, আমাকে হিশাম ইব্ন আম্মার, তাহাকে ওলীদ ইব্ন মুসলিম, তাহাকে ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ আল মাদানী, তাহাকে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা ও তাহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

"রোযাদারের ইফতারের সময়ের দু'আ কবূল হয় এবং উহা প্রত্যাখ্যান করা হয় না।"

উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা বলেন- আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে ইফতারের সময়ে এই দু'আ পড়িতে শুনিয়াছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ اَنْ تَغْفِرَلِىْ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার সেই রহমত চাই যাহা সকল কিছুর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। আর তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

মুসনাদে আহমদ, সুনানে তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজায় বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

"তিন ব্যক্তির দু'আ কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ, রোযাদারের ইফতারকালীন দু'আ ও মযলুমের দু'আ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মযলুমের দু'আকে সব কিছুর উর্ধ্বে ঠাঁই দিবেন এবং উহার আগমনের জন্য আকাশের সকল দুয়ার খুলিয়া দিবেন। অতঃপর বলিবেন-আমার মর্যাদার কসম! বিলম্বে হইলও আজ আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিব।"

(١٨٧) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৮৭. "সিয়ামের রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হইল। তাহারা তোমাদের ভূষণ ও তোমরা তাহাদের ভূষণ। তোমরা যে নিজেদের ব্যাপারে খিয়ানত করিতেছিলে তাহা আল্লাহ পরিজ্ঞাত। তাই তোমাদের তাওবা কবূল করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। এখন হইতে স্ত্রী গমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা সন্ধান কর। আর প্রত্যুষের কালো রেখা বিলুপ্ত হইয়া সাদা রেখা না দেখা দেওয়া পর্যন্ত পানাহার কর। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গে যাইও না। এই হইল খোদাপ্রদত্ত সীমারেখা। তাই ইহার পাশেও ঘেঁষিও না। এইভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁহার বাণীগুলি স্পষ্টভাবেই বিবৃত করেন যেন তাহারা বাঁচিয়া চলে।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে রোযাদারগণকে বিশেষ সুযোগ দান করা হইয়াছে। ইসলামের প্রথমাবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ ছিল, এই আয়াতে তাহা বৈধ করা হইয়াছে। ইসলামের প্রথম যুগে ইফতারের পর ইশার নামায পর্যন্ত শুধু পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল। যদি কেহ ইহার পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িত কিংবা ইশার নামায পড়িয়া ফেলিত, তাহা হইলে পরবর্তী রাত্রি না আসা পর্যন্ত তাহার জন্য পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হইয়া যাইত।

ফলে তাহার পক্ষে উহা খুবই কষ্টকর হতই। এই কারণে উক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং রোযাদারগণকে সুযোগ দান করা হয়।

رَفَثُ শব্দটি এখানে স্ত্রী সংগম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), আতা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, তাউস, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ, উমর ইব্‌ন দীনার, হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, যিহাক, ইব্‌রাহীম নাখঈ, সুদ্দী, আতা খোরাসানী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন ঃ

هُنَّ سَكَنٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ سَكَنٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শান্তিস্বরূপ ও তোমরা তাহাদের জন্য শান্তিস্বরূপ। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রবী ইব্‌ন আনাস বলেনঃ هن لحاف لكم وانتم لحاف لهن তাহারা তোমাদের জন্য লেপ স্বরূপ ও তোমরা তাহাদের জন্য লেপ স্বরূপ।

এই সকল ব্যাখ্যার সারকথা হইল এই যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়কে একসংগে অহরহ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হয় এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে জীবন কাটাইতে হয়। পরন্তু একই শয্যায় তাহাদিগকে শয়ন করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের জন্য রোযা যেন কষ্টকর ও পীড়াদায়ক না হয়, তার জন্য রমযানের রাতে স্ত্রীসহবাস বৈধ করা হইয়াছে।

এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে রাবী আইয়ুবের হাদীসে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। আবূ ইসহাক, বারাআ ইব্‌ন আযিব হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাবৃন্দের অবস্থা এই ছিল যে, তাঁহাদের কেহ যদি রোযা রাখিতেন এবং ইফতারের পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে রাত্রে জাগার পর আর পানাহার করিতেন না। ফলে তাহার জন্য সেই রাত্রিসহ পূর্ণ একটি দিন অতিবাহিত করার পর পাহানার বৈধ হইত। কয়েস ইব্‌ন সুরাকা আনসারী একদিন রোযা রাখিলেন। তিনি সারাদিন ক্ষেতে কাজ করার পর ইফতারের সময় আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন-তোমার নিকট কিছু খাবার আছে কি ? সে জবাব দিল, না। তবে তোমার জন্য কোথাও হইতে কিছু খাবার জোগাড় করিয়া আনিতেছি। কয়েস ইব্‌ন সুরাকা সারাদিন পরিশ্রমের ফলে প্রবল ঘুম পাওয়ায় তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাহার স্ত্রী খাবার নিয়া আসিয়া দেখিল যে, তিনি ঘুমাইতেছেন। তখন সে বলিল, আফসোস, তুমি ঘুমাইয়া পড়িলে ? অতঃপর না খাইয়া পরদিন রোযা থাকায় বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়েন। রাসূল (সা)-এর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহার ফলে সকলেই আনন্দিত হইল।

ইমাম বুখারী আবূ ইসহাকের সূত্রে হযরত বারাআ (রা) হইতে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয় ঃ রমযানের রোযার আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম সারা রমযান মাসে কখনও স্ত্রীগমন করিতেন না। কিন্তু কোন কোন সাহাবা ঘটনাচক্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে খিয়ানত করিতেছিলে।অনন্তর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ রমযান মাসে মুসলমানগণ যখন ইশার নামায সম্পন্ন করিত, তাহার পর হইতে পরবর্তী মাগরিব পর্যন্ত তাহাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রীসংগম হারাম হইয়া যাইত। তথাপি তাহাদের কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে রমযান মাসে উহার ব্যতিক্রম কার্য ঘটিয়া যায়। তাহাদের ভিতর হযরত উমর (রা)-ও ছিলেন। ফলে একদল লোক নবী করীম (সা)-এর দরবারে এই অভিযোগ উত্থাপন করে। তখন আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দানের এই আয়াত নাযিল করেন।

হযরত আওফা মূসা ইব্ন উকবা হইতে, তিনি কুরায়েব হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

মুসলমানগণ সিয়ামের এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগে রাত্রিকালে পানাহার ও স্ত্রীগমন করিত। কিন্তু যখন ঘুমাইয়া পড়িত, তখন হইতে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহারা পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করিত না। এতদসত্ত্বেও একদিন আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, উমর ইব্ন খাত্তাব ঘুম হইতে জাগিয়া স্ত্রীগমন করিয়াছেন। ইত্যবসরে তিনি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হইয়া আরয করিলেন- 'আমি আমার কৃতকার্যের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নিকট অভিযোগ করিতে আসিয়াছি।' রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন-তুমি কি করিয়াছ ? তিনি জবাব দিলেন-'আমি রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করিয়াও ঘুম হইতে জাগিয়া স্ত্রীগমন করিয়াছি।' রাসূল (সা) বলিলেন- ইহা তোমার জন্য শোভনীয় কাজ হয় নাই। অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আতা ইব্ন রুবাহ, কয়েস ইব্ন সা'দ ও সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া বর্ণনা করেন ঃ

এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগে রমযানে মুসলমানগণ ইশার নামায শেষ করার পর নিদ্রা গেলে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রী সংগম হারাম হইয়া যাইত। অতঃপর উমর ইব্ন খাত্তাব ইশার নামাযের পর স্ত্রী সংগম করেন এবং সুরাকা ইব্ন কয়েস আনসারী মাগরিবের নামাযের পর নিদ্রা কাতর হইয়া ঘুমাইয়া পড়েন এবং রাসূল (সা)-এর ইশার নামায পড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন থাকেন। অতঃপর ইশার নামায পড়িয়া তিনি পানাহার করেন। পর দিন সকালে আসিয়া তাহারা রাসূল (সা)-এর খিদমতে এই সকল অবস্থা ব্যক্ত করেন। তখনই নাযিল হইল ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ..... ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

বস্তুত ইহা আল্লাহ তা'আলার বিরাট করুণা ও অনুগ্রহ বৈ নহে।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হইতে যথাক্রমে হেসীন ইব্ন আবদুর রহমান ও হিশাম বর্ণনা করেন ঃ

"একদিন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিগত রাত্রিতে আমি আমার স্ত্রীর কাছে সেই অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলাম, যাহা একটি পুরুষ নারীর

কাছে করিয়া থাকে। আমার স্ত্রী জানাইল, সে নিদ্রা গিয়াছিল। আমি উহাকে তাহার বাহানা ভাবিয়া তাহার সহিত সহবাস করিয়াছি।' তখনই তাহার উপলক্ষে এই আয়াত নাযিল হইলঃ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ ..... ইব্‌ন আবূ লায়লা হইতে শু'বা ও আমর ইব্‌ন শু'বা পর্যায়ক্রমে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। কা'ব ইব্‌ন আবদুল মালেক হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব বনু সালমার গোলাম মূসা ইব্‌ন জুবায়ের, আবূ লাহীআ, ইব্‌নুল মুবারক সুয়ায়েদ, মুছান্না ও আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

"রমযান মাসে লোকদের অবস্থা এই ছিল যে, যদি কেহ রোযা রাখিয়া রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িত তাহা হইলে উহার পর হইতে তাহার জন্য পরবর্তী ইফতার পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হইত। এক রাত্রে উমর ইব্‌ন খাত্তাব রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার হইতে দেরীতে ঘরে ফিরেন। তখন তাহার স্ত্রী ঘুমাইতেছিলেন। তিনি তাহার কাছে কামনা চরিতার্থের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে তাহার স্ত্রী বলিলেন, আমি তো নিদ্রা গিয়াছিলাম। তিনি উহা অবিশ্বাস করিলেন এবং তাহার সহিত সহবাস করিলেন। কা'ব ইব্‌ন মালেক বলেন-প্রত্যূষেই উমর ইব্‌ন খাত্তাব রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হন এবং তাঁহাকে এই অবস্থা বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ অর্থাৎ তোমরা যে নিজ ব্যাপারে খিয়ানত করিতেছিলে, তাহা আল্লাহ তা'আলা জানিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তাওবা কবূল করিয়াছিলেন তাই এখন হইতে তোমরা স্ত্রীগমন কর।

অনুরূপভাবে মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, কাতাদাহ প্রমুখ হযরত উমর (রা) ও সুরাকা ইব্‌ন কয়েস আনসারীর ঘটনাকে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহর রহম, অনুগ্রহ ও ভালবাসা স্বরূপ রমযানের সারা রাত্র স্ত্রী সহবাস করা, আহার করা ও পান করাকে আল্লাহ তা'আলা মুবাহ করিয়া দিয়াছেন।

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, উহা অন্বেষণ কর) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, আনাস, কাজী শুরাইহ, মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আতা, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, হাকাম ইব্‌ন উতবা, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, হাসান বসরী, যিহাক, ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ সাহাবা ও তাবেঈন বলেনঃ ইহার অর্থ 'সন্তান'।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ এর অর্থ 'সহবাস' করিয়াছেন। উমর ইব্‌ন মালেক আল বুকরী আবূ জাওযা হইতে ও তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ এর অর্থ লাইলাতুল কদর করিয়াছেন। ইব্‌ন আবি হাতিম ও ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক বলেনঃ মুআম্মার আমাকে সংবাদ দান করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলিয়াছেনঃ وَابْتَغُوْا الرُّخْصَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ يَقُوْلُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা সেই অবকাশের অনুসন্ধান কর যাহা তোমাদের জন্য লিখিত হইয়া গেল। কেহ বলিয়াছেন ঃ "যাহা কিছু তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে উহার অনুসন্ধান কর।"

আবদুর রাযযাক আরও বলেনঃ ইব্‌ন উয়াইনা উমর ইব্‌ন দীনার হইতে ও তিনি আতা ইব্‌ন আবি রুবাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ আয়াত আমরা কিভাবে তিলাওয়াত করি ? তিনি বলিলেন, যেভাবে ইচ্ছা তিলাওয়াত করিতে পার। কারণ, তিলাওয়াত করাই শ্রেয়। ইব্‌ন জারীর আয়াতটিকে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রের জন্য ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

"অর্থাৎ যতক্ষণ না ভোরের কালো রেখা হইতে সাদা রেখা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আহার কর, পান কর, ইহার পর রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।"

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের দ্বারা রোযাদার ব্যক্তির জন্য রাত্রির অন্ধকার হইতে প্রত্যূষের আভা রাত্রির যে কোন অংশে উদ্ভাসিত হইয়া উঠা পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস সহ আহার করা ও পান করা মুবাহ করিয়াছেন। ইহাকেই কালো সুতা হইতে সাদা সুতা উদ্ভাসিত হওয়া বলা হইয়াছে। এবং এই অর্থ পরিগ্রহণে যে সন্দেহের কারণ দেখা দিতে পারিত আয়াতে উল্লিখিত 'মিনাল ফাজরে।' (অর্থাৎ প্রত্যূষের আভা) দ্বারা উহা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বুখারী বর্ণনা করেন ঃ আমার নিকট ইব্‌ন আবি মরিয়ম, তাহার নিকট আবূ গাস্‌সাল মুহাম্মদ ইব্‌ন মাতরাফ, তাহার নিকট সহল ইব্‌ন সা'দ হইতে আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, সহল ইব্‌ন সা'দ বলিয়াছেন-যখন وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ। নাযিল হয়, তখন مِنَ الْفَجْرِ। নাযিল হয় নাই। ফলে যখন লোকেরা রোযা রাখিত, তখন তাহাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি তাহাদের পদদ্বয়ে কাল সুতা ও সাদা সুতা বাঁধিয়া লইত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত সুতাদ্বয়ের কাল ও সাদা রঙ স্পষ্টরূপে দেখা না যাইত, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পানাহার করিতে থাকিত। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ। আয়াতাংশ নাযিল করেন। অতঃপর সকলে জানিতে পারিল যে, ইহার অর্থ হইল রাত্রি ও দিন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে হিশাম, তাহাকে হেসীন শা'বী হইতে ও তিনি আদী ইব্‌ন হাতিম হইতে বর্ণনা করেন-যখন এই আয়াত নাযিল হয়, তখন আমি কাল ও সাদা দুইটি সুতা লইয়া উহা আমার বালিশের নিচে রাখিয়া দিলাম। আমার নিকট যখন কাল হইতে সাদার পার্থক্য পরিষ্কার হইয়া উঠিল, তখন আমি পানাহার বন্ধ করিলাম। সকাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে গমন করিলাম এবং যাহা করিয়াছি উহা সকলই ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ان وسادك لعريض انما ذلك بياض النهار من سواد الليل। অর্থাৎ 'তোমার বালিশ তো বিরাট লম্বা হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য হইল, রাত্রির অন্ধকার হইতে দিনের আলো পরিস্ফুট হইয়া উঠা।'এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আলী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রাসূল (সা) কর্তৃক বর্ণিত 'তোমার বালিশ বিরাট লম্বা' এই কথার মর্ম এই যে, যদি কাল সুতা ও সাদা সুতা বালিশের নিম্নে ঠাঁই পায়, তাহা

হইলে উহার নিম্নে দিনের আলো ও রাত্রির আঁধারের স্থান সংকুলান হইয়া গিয়াছে। অতএব উক্ত বালিশের পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক হইবে।

সহীহ্ বুখারীতে আদী ইব্ন হাতিম হইতে পর্যায়ক্রমে শা'বী, হেসীন, আবূ আওয়ানা ও মূসা ইব্ন ইসমাঈল বর্ণনা করেনঃ আমি একটি সাদা সুতা ও একটি কাল সুতা ধারণ করিতাম। কোন কোন রাত্র এমন হইত যে সাদা ও কাল ভালভাবে দেখা যাইত না। এক রাত্রে এইরূপ হইল। যখন সকাল হইল তখন হুযুর (সা)-কে গিয়া বলিলাম- আমার বালিশের নিচে কাল সুতা ও সাদা সুতা রাখিয়া দিয়াছি। হুযুর (সা) তাহা শুনিয়া বলিলেন-যদি তোমার বালিশের নিচে সাদা সুতা ও কাল সুতার স্থান সংকুলান হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো তোমার বালিশ নিশ্চয় বিরাট লম্বা হইবে।

কোন কোন রিওয়ায়েতে লম্বা গর্দানও আসিয়াছে। কেহ আবার লম্বা গর্দানের দ্বারা স্মৃতিশক্তি কম হওয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই অর্থ ঠিক নহে। বরং ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, যদি তাহার বালিশ লম্বা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার গর্দানও লম্বা হইবে। বুখারী শরীফের রিওয়ায়েতেও ইহার এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কুতায়বা ও জারীর মাতরাফ হইতে, তিনি শা'বী হইতে ও শা'বী হযরত আদী ইব্ন হাতিম হইতে বর্ণনা করেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সাদা সুতা ও কাল সুতা কি ? উহা প্রকৃতই কি দুই প্রকার সুতা ? হুযুর (সা) বলিলেন-তুমি যদি দুই প্রকার সুতা দেখিয়া থাক, তবে নিশ্চয় লম্বা গর্দানওয়ালা সাজিয়াছ। তারপর বলেন-না; বরং উহা হইল রাত্রির অন্ধকার ও দিনের আলো। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করাকে সিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় সেহরী খাওয়া যে মুস্তাহাব উহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কেননা ইহা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহ এবং ইহা গ্রহণ করা ও প্রিয় হওয়া উচিত। এই কারণেও প্রিয় হওয়া উচিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সেহরী খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী হাদীসেও বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

تسحروا فان فى السحور بركة অর্থাৎ তোমরা সেহরী খাও, কেননা সেহরীর মধ্যে বরকত নিহিত রহিয়াছে। মুসলিম শরীফে হযরত উমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- "আমাদের এবং আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হইল সেহরী খাওয়া।" ইমাম আহমদ বলেনঃ ইসহাক ইব্ন ঈসা ওরফে ইব্ন তাব্বা আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে, তিনি আতা ইব্ন ও তিনি আবূ সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- সেহরী খাওয়া বড় বরকতের কাজ। উহা পরিহার করিও না। অন্তত এক ঢোক পানি হইলেও পান করিও। কেননা আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতারা সেহরী ভক্ষণকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করিয়া থাকেন। অনুরূপ সেহরী খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদায়ক আরও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি এক ঢোক পানি পান করাকেও আহারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া সেহরী খাওয়াকে মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই মর্মে

হযরত আনাস ইব্ন মালেক কর্তৃক যায়েদ ইব্ন ছাবিত হইতে এক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসে উল্লিখিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাহরী খাইতাম এবং তার পরেই নামাযের জন্য চলিয়া আসিতাম। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, আমি হযরত যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আযান এবং সাহরীর মাঝখানে কতটুকু সময় থাকিত ? তিনি বলেন, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময় থাকিত।

ইমাম আহমদ মূসা ইব্ন দাউদ ইব্ন লাহীয়া হইতে, তিনি সালিম ইব্ন গায়লান হইতে, তিনি সুলায়মান ইব্ন আবি উছমান হইতে, তিনি ইবনুল হামিদ হইতে ও তিনি হযরত আবূ যর (রা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত শীঘ্র করিয়া ইফতার করিবে এবং বিলম্বে সাহরী খাইবে ততদিন মঙ্গলের মধ্যে থাকিবে।" এইরূপ হাদীস এই মর্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহরী খাওয়াকে রাসূলুল্লাহ (সা) বরকতময় খাদ্য নাম রাখিয়াছেন।

ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইব্ন মাজাহ প্রমুখ হাম্মাদ ইব্ন সালমা হইতে, তিনি আসিম ইব্ন বাহদালাহ হইতে, তিনি যায়েদ ইব্ন জাইশ হইতে এবং তিনি হযরত হুযায়ফা হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত এমন সময় সাহরী খাইয়াছি যে, তখন দিন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সূর্য উদিত হইয়াছিল না।" অবশ্য অত্র হাদীসের অন্যতম রাবী আসিম ইব্ন আবূ নাজওয়াদ ইহা একাই বর্ণনা করেন। ইমাম নাসায়ী ইহা দ্বারা দিবাভাগের প্রারম্ভ বুঝাইয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে বলেন ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْا هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ.

অর্থাৎ যখন ঐ সকল স্ত্রী নিজ নিজ সময়ে পৌঁছিয়া যাইবে অর্থাৎ যখন কোন ইদ্দতকাল শেষ হইয়া যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিবে, তখন হয় ভদ্রোচিত নিয়মে তাহাকে রাখিয়া দিবে অথবা উত্তমরূপে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করাইয়া দিবে। তদ্রূপ অত্র হাদীসের ক্ষেত্রেও এই উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে যে, তাহারা সাহরী খাইতেন, কিন্তু সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকিত না। এমনকি কেহ ধারণা করিত যে, সকাল হইয়া গিয়াছে এবং কাহারও আবার এই ধারণার উদয় হইত না। পূর্ববর্তী সাহাবাগণের অধিকাংশ সাহাবা হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা বলিয়াছেন-সুবহে সাদিকের একেবারে নিকটবর্তী সময় আমরা সাহরী খাইতাম। এই ধরনের বর্ণনা হযরত আবূ বকর, উমর, আলী, ইব্ন মাসউদ, হুযায়ফা, আবূ হুরায়রা, ইব্ন উমর, ইব্ন আব্বাস, যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) প্রমুখ সম্মানিত সাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাবেঈনদের এক বিরাট জামাআত হইতেও সুবহে সাদিকের উদয় হওয়ার নিকটবর্তী সময় সাহরী খাওয়া সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, আবূ মাজলাজ, ইব্রাহীম নাখঈ, আবূদ্দোহা, আবূ ওয়ায়েল প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। তাঁহারা শিষ্য হইলেন হযরত ইব্ন মাসউদ, আতা, হাসান, হাকাম ইব্ন উয়াইনা, উরওয়া ইব্ন যুবায়ের, আবূ শা'ছা জাবির ইব্ন যায়েদ প্রমুখ বুযুর্গের। আ'মাশ ও জাবির ইব্ন রাশেদও এই মত পোষণ করেন। আমি কিতাবুস সিয়ামিল মুফরাদে ইহাদের সকল সূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে কোন কোন ব্যক্তির বরাত দিয়া সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সাহরী খাওয়াকে জায়িয বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেরূপ সূর্যাস্তের পর ইফতার করা জায়িয হইয়া থাকে। কিন্তু আমি বলিব, আমার যতদূর বিশ্বাস, এই উক্তি কোন বিদ্বান ব্যক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কেননা কুরআনের অকাট্য প্রমাণ ইহার বিরোধিতায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন, কুরআনে বলা হইয়াছে- "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না প্রত্যূষের কাল সুতা হইতে সাদা সুতা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে এক হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলালের আযান যেন তোমাদিগকে স্াহরী হইতে বিরত না রাখে। কারণ সে রাত্রি বাকী থাকিতে আযান দিয়া থাকে। সুতরাং তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মে মাকতুমের আযান না শুনিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করিতে থাকিবে। কারণ সে যতক্ষণ না সুবহে সাদিক হয়, ততক্ষণ আযান দেয় না।'

ইমাম আহমদ বলেন ঃ মূসা ইব্‌ন দাউদ মুহাম্মদ ইব্‌ন জাবির হইতে, তিনি কয়েস ইব্‌ন তাল্‌ক হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আকাশের প্রান্তে যে দীর্ঘ বিলম্বিত আলো দেখা যায় উহা সকাল নহে, বরং আকাশের কিনারায় যে লাল আভা ছড়াইয়া পড়ে, উহা হইল সকাল। ইমাম তিরমিযী (র)-ও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযীর ভাষা হইল "তোমরা পানাহার করিতে থাকিবে। প্রথমে প্রত্যূষের যে আলো উপরের দিকে ওঠে, উহা দেখিয়া পানাহার বন্ধ করিও না, বরং যতক্ষণ লাল রেখা না দেখা যায়, ততক্ষণ পানাহার করিতে থাকিবে।" ইব্‌ন জারীর বলেনঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী হইতে, তিনি হযরত শু'বা হইতে, তিনি কুশায়েরের এক শাইখ হইতে এবং তিনি সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-"যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক উদ্ভাসিত না হয়, ততক্ষণ যেন বিলালের আযান আর আকাশের শুভ্রতা তোমাদিগকে ধোঁকায় না ফেলে।"

ইব্‌ন জারীর আরও বলেন ঃ সওয়াদ ইব্‌ন হানযালা শু'বা হইতেও তিনি হযরত সা'মুরা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলালের আযান এবং দীর্ঘায়িত সকাল যেন তোমাদিগকে সাহরী হইতে বিরত না রাখে; বরং সকাল তখন হয় যখন আকাশের কিনারায় কিনারায় শুভ্রতা ছড়াইয়া পড়ে। অন্য এক সূত্রেও হাদীসটি হযরত সামুরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আমাকে ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলীয়া, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাওদা আল কুশাইরী হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি সামুরা ইব্‌ন জুনদুব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বিলালের আযান এবং প্রাথমিক শুভ্রতা যেন তোমাদিগকে ধোঁকায় না ফেলে। প্রাথমিক শুভ্রতা অর্থাৎ সুবহে কাযিব বা সকালের প্রারম্ভ। ইহাই পরে সুবহে সাদিকে বিস্তার লাভ ঘটে।

মুসলিম শরীফেও অনুরূপ হাদীস যুহায়ের ইব্‌ন জারব হইতে ও তিনি ইসমাঈল হইব্‌ন ইব্‌রাহীম ওরফে ইব্‌ন আলীয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইব্‌ন হামীদ ও ইবনুল মোবারক সুলায়মান তায়মী হইতে, তিনি আবূ উছমান নাহদী হইতে ও তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলালের আযান শুনিয়া অথবা বিলালের আহ্বানে তোমরা কেহ সাহরী খাওয়া বর্জন করিও না। কেননা বিলাল রাত্রি থাকিতে আযান দিয়া থাকে। অথবা ইহা বলিয়া থাকিবেন যে, নিদ্রা হইতে জাগ্রত করার জন্য এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য বিলাল রাত্রি থাকিতে আযান দিয়া থাকে। এই ভাবে হওয়াকে ফজর বলা হয় না, ঐভাবে না হওয়া পর্যন্ত।" অর্থাৎ আকাশের ঊর্ধ্ব দিকে সাদা রেখা ফজর নয়, বরং আকাশের কিনারায় প্রশস্তভাবে ছড়াইয়া পড়া শুভ্রতা হইতেছে ফজর।

তায়মী হইতে এই ধরনের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি হাসান ইব্‌ন জুবায়ের হইতে, তিনি ইব্‌রাহীম হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আবূ উসামা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবি যি'ব হইতে, তিনি হারিছ ইব্‌ন আবুদর রহমান হইতে ও তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাওবান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ফজর দুই প্রকারের। এক তো শৃগালের লেজের মত। উহা দ্বারা রোযাদারের উপর কোন বস্তু হারাম হয় না। বরং ফজর হইল যাহা ছড়াইয়া যায় আকাশের কিনারায়। তখন ফজরের নামায পড়া বৈধ হয় আর রোযাদারের আহার করা হারাম হইয়া যায়"। (হাদীসে মুরসাল)

আবদুর রাযযাক বলেন ঃ ইব্‌ন জুবায়ের আতা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি, ফজর দুইটি। যে শুভ্রতা নিচের দিক হইতে উপরের দিকে উঠিয়া যায়, উহার সহিত নামাযের বৈধতা এবং রোযার অবৈধতার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু যে ফজর পাহাড়ের চূড়াকে আলোকিত করিয়া দেয়, উহাই পানাহারকে হারাম করিয়া দেয়। আতা আরও বলেন, শুভ্রতা যখন আকাশে উদ্ভাসিত হয় এবং উহা লম্বা হইয়া আকাশের উপরের দিকে উঠিতে থাকে, উহা দ্বারা না রোযাদারের পানাহার নিষিদ্ধ হইয়া যায়, না নামাযের সময় বুঝা যায়, না হজ্ব বাতিল হয়। কিন্তু যখন উহা পাহাড়ের চূড়ায় পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেয়, তখন রোযাদারের পানাহার হারাম হইয়া যায় এবং হজ্ব নষ্ট হইয়া যায়! হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও আতার নিকট হইতে উহার সূত্র শুদ্ধ এবং পূর্ববর্তীগণের মধ্য হইতে একাধিক ব্যক্তি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

## মাসআলা

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু রোযাদারদের জন্য সুবহে সাদিক পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস ও পানাহারের শেষ সময় নির্ধারণ করিয়াছেন, তাই প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি সকাল বেলা অপবিত্র অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করিলে গোসল করিয়া রোযা পূর্ণ করিবে। উহাতে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না। চার ইমামসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উলামার মাযহাব ইহাই। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, রাসূল (সা) অপবিত্র অবস্থায় সকালে শয্যা ত্যাগ করিতেন। তাঁহার এই অপবিত্রতা সহবাস জনিত ছিল, স্বপ্নদোষ ঘটিত নহে। তারপর তিনি গোসল করিয়া রোযা পূর্ণ করিতেন। হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর হাদীসে ইহাও বর্ণিত আছে যে, তজ্জন্য রাসূল (সা) না রোযা ভংগ করিতেন, না কাযা করিতেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ "এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজর নামাযের সময় হইয়া যায়। এমতাবস্থায় আমি রোযা রাখিব কি ? তিনি জবাব দিলেন, আমারও অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজরের সময় হইয়া যায়। তারপরও আমি রোযা রাখি। সে বলিল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার তুল্য নহি। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অগ্র- পশ্চাতের সকল পাপ মাফ করিয়া দিয়াছেন। রাসূল (সা) বলিলেন – আল্লাহর কসম! আমি তো মনে করি, আমি তোমাদের সকলের চাইতে আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করিয়া চলি। পরন্তু পরহেযগারী সম্পর্কে আমিই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।"

ইমাম আহমদ তাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাযযাক মুআম্মার হইতে, তিনি হাম্মাম হইতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে বর্ণনা করেনঃ

রাসূল (সা) বলেন- "তোমাদের কাহারও অপবিত্র থাকা অবস্থায় যদি ফজরের নামায শুরু হইয়া যায়, তাহা হইলে সে যেন সেই দিন রোযা না রাখে।"

এই হাদীসটির সূত্রও উত্তম এবং শায়খাইনের শর্তও ইহাতে পূর্ণ হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ফযল ইব্ন আব্বাস হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। সুনানে নাসায়ীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উসামা ইব্ন যায়েদ হইতে ও তিনি ফজল ইব্ন আব্বাস হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। মারফূ হাদীসরূপে ইহা বর্ণিত হয়। অবশ্য একদল আলিম বলেন, হাদীসটি মারফূ নহে। যাঁহারা এই হাদীসের অনুসারী তাঁহারা হইলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা), সালিম, আতা, হিশাম ইব্ন উরওয়া, হাসান বসরী প্রমুখ।

পক্ষান্তরে একদল আলিম এই দুই মতের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন যে, অপবিত্র হইয়া নিদ্রিত থাকা অবস্থায় যদি সকাল হইয়া যায়, তাহা হইলে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত সালমা (রা)-এর হাদীসের মর্ম ইহাই। কিন্তু যদি সে ইচ্ছা করিয়াই গোসল না করিয়া সকাল পর্যন্ত কাটায় তাহা হইলে তাহার রোযা হইবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের মর্ম তাহাই। উরওয়া, তাউস ও হাসান বসরীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

অপর একদল আলিম ফরয রোযা ও নফল রোযার ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যদি ফরয রোযা হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ণ করিবে এবং পরে কাযা করিয়া লইবে। পক্ষান্তরে নফল রোযা হইলে কোন ক্ষতি নাই। ইব্রাহীম নাখঈ হইতে মানসূর ও তাঁহার নিকট হইতে সুফিয়ান ছাওরী এইরূপ বর্ণনা করেন। হাসান বসরী হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

একদল আলিম বলেন, হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত সালমা (রা)-এর হাদীস দ্বারা মানসূখ (রহিত) হইয়াছে। অবশ্য তাঁহাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে সঠিক কোন প্রমাণ মিলে না। ইব্ন হায্ম বলেন, কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি আবূ হুরায়রার হাদীসটিকে রহিত করিয়াছে। ইহা অনেক দূরের কিয়াস। কারণ, এই আয়াত যে উক্ত হাদীসের পরে অবতীর্ণ হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু বাহ্যত ইহার সময়কাল উহার বিপরীত প্রমাণ দেয়।

কেহ আবার বলেন, হযরত আবূ হুরায়রার (রা) হাদীসের তাৎপর্য হইল রোযা অপূর্ণ হওয়া, বাতিল হওয়া নহে। অর্থাৎ রোযা হইবে বটে, কিন্তু পূর্ণাংগ হইবে না। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীস হইতে ইহার সিদ্ধতা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ইহাই সঠিক মাযহাব। অন্যান্য ব্যাখ্যা হইতে এই ব্যাখ্যাটি উত্তম ও সুন্দর। এই ব্যাখ্যা উভয় রিওয়ায়েতের ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ অর্থাৎ অতঃপর রাত্রি আসা পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা চাই। শরীআতের বিধান ইহাই। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছ যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا فقد افطر الصائم

অর্থাৎ যখন এক দিকে রাত্রি আগমন করে ও অন্যদিকে দিবস অতিক্রান্ত হয়, তখন রোযাদারের ইফতার হইয়া যায়।

হযরত ইব্‌ন সা'দ সায়েদী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

অর্থাৎ যতদিন মানুষ জলদি ইফতার করিবে, ততদিন তাহারা কল্যাণ পাইতে থাকিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম, আওযাঈ ও কুর্রা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইমাম যুহরী হইতে, তিনি আবূ সালমা হইতে ও তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ يقول الله عز وجل ان احب عبادى الى اعجلهم فطرا। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা সে, তাড়াতাড়ি ইফতার করে যে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি আওযাঈ হইতে ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, হাদীসটি হাসান গরীব।

ইমাম আহমদ আরও বলেন ঃ আমার কাছে আফ্ফান ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াদ বর্ণনা করেন যে, আমরা ইয়াদ ইব্‌ন লকীত ও তিনি বশীর ইব্‌ন খাসাসিয়ার স্ত্রীর নিকট হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমি ইফতার না করিয়া দুটি রোযা মিলাইয়া রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় আমার স্বামী বশীর আমাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূল (সা) এই রূপ রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, উহা খ্রিস্টানদের কাজ। তাই আল্লাহ তা'আলা যেভাবে রোযা রাখিতে বলিয়াছেন, তুমি সে ভাবেই রোযা রাখ। আর আল্লাহর নির্দেশ হইল রাত্রি পর্যন্ত রোযা রাখা। সুতরাং রাত্রি হওয়া মাত্র ইফতার কর।

এইভাবে আরও বহু হাদীসে রোযার সহিত রোযা মিলাইয়া রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইফতারবিহীনভাবে ক্রমাগত রোযা রাখাকে 'সওমে বিসাল' বলে। ইমাম আহমদ এই সম্পর্কে বলেন ঃ আমাকে আবদুর রাযযাক, তাঁহাকে মুআম্মার, তাঁহাকে যুহরী, তাঁহাকে আবূ সালমা ও তাঁহাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই বর্ণনা শুনান যে, রাসূল (সা) বলেন। لا تواصلوا অর্থাৎ

এক রোযার সহিত অন্য রোযা মিলাইও না। প্রশ্ন করা হইল – আপনি কেন মিলাইয়া রোযা রাখেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ – فانى لست مثلكم انى ابيت يطعمنى ويسقيى

অর্থাৎ আমি তোমাদের মত নহি। আমি রাত্রি অতিবাহিত করি এইভাবে যে, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে পানাহার করান। তথাপি কিছু লোক মিলাইয়া রোযা রাখা অব্যাহত রাখিল। তখন হুযুর (সা) একাধারে দুই রাত্রি রোযা রাখিলেন। ইত্যবসরে ঈদের চাঁদ দেখা দিল। হুযুর (সা) বলিলেন– যদি চাঁদ আরও পরে দেখা দিত তাহা হইলে আমি একাধারে আরও রোযা রাখিতাম। ইহা দ্বারা তিনি সওমে বিসালে অন্যান্যের অপারগতার প্রতি ইংগিত প্রদান করেন।

বুখারী ও মুসলিমে ইমাম যুহরীর অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রা), ইব্‌ন উমর (রা) ও আনাস (রা) হইতেও সওমে বিসাল নিষিদ্ধ করার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মতের উপর রহমতস্বরূপ সওমে বিসাল নিষিদ্ধ করিয়াছেন। লোকেরা প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন মিলিত রোযা রাখিতেছেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন– আমি তোমাদের মতো নহি। আমার প্রভু আমাকে রাত্রিতে পানাহার করাইয়া থাকেন।

ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, উম্মতদের জন্য মিলিত রোযা রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহাও প্রমাণিত হইল যে, মিলিত রোযা রাখা একমাত্র হুযুর (সা)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার বিশেষ শক্তি ছিল এবং আল্লাহর তরফ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করা হইত। প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্ত পানাহার প্রকৃত পানাহার ছিল না। তিনি প্রকৃতই যদি আল্লাহর তরফ হইতে প্রাপ্ত বস্তু পানাহার করিতেন, তাহা হইলে ইহাকে কখনও রোযা বলা ঠিক হইত না। বরং ইহা তাহার আত্মিক আহার ছিল। যেমন, আরবের কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

لها احاديث من ذكراك تشغلها. عن الشراب وتلهيها عن الزاد

অর্থাৎ প্রেমিকার কথা ও স্মৃতি তোমাকে পানাহার ভুলাইয়া রাখে।

অবশ্য যদি কেহ দ্বিতীয় দিনের সাহরী পর্যন্ত পানাহার হইতে বিরত থাকিতে চায়, তবে ইহা তাহার জন্য জায়িয হইবে। যেমন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر অর্থাৎ এক রোযার সহিত অপর রোযা মিলাইয়া রাখিও না; একান্তই যদি কাহারও মিলাইয়া রোযা রাখার ইচ্ছা হয়, তবে সাহরী পর্যন্ত যেন রাখে। লোকেরা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো মিলিত রোযা রাখেন । রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন– আমি তোমাদের মত নহি। রাত্রি যাপনকালেই আমাকে আহার প্রদানকারী আহার করাইয়া থাকেন ও পানকারী পান করাইয়া থাকেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফেও এই রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আমাকে আবূ কুরাইব, তাঁহাকে আবূ নঈম, তাঁহাকে আবূ ইসরাইল আল-উনসী আবূ বকর ইব্‌ন হাফস হইতে, তিনি হাতিব ইব্‌ন আবূ বুলতার (উম্মে ওয়ালাদ) মাতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহরী খাইতেছিলেন। সেই সময় উক্ত মহিলা সাহাবী ঐদিক দিয়া যাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে আহার করার জন্য আমন্ত্রণ

জানাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি রোযাদার । রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করিলেন, তুমি কিভাবে রোযা রাখিয়া থাক ? তিনি উহার বর্ণনা দান করিলেন। অতঃপর হুযুর (সা) বলিলেন– মুহাম্মদের (সা) সন্তানদের মিলিত রোযা এক সাহরী হইতে দ্বিতীয় সাহরী পর্যন্ত। তোমরা উহা হইতে কোথায় রহিয়াছ ? ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবদুর রাযযাক ও ইসরাইল আবদুল আ'লা হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আলী হইতে ও তিনি হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) এক সাহরী হইতে অপর সাহরী পর্যন্ত মিলাইয়া রোযা রাখিতেন।

ইমাম ইব্ন জারীর আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়ের ও অন্যান্য পূর্বসূরির নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা পর পর কয়েকদিন ধরিয়া বিনা ইফতারীতে ক্রমাগত রোযা রাখিতেন । তাঁহাদের এই রোযা সম্পর্কে অনেকেই বলিয়াছেন যে, ইহা তাঁহারা আত্মিক সংযম সাধনার জন্য করিতেন, ইবাদত হিসাবে নহে। আল্লাহই ভাল জানেন। ইহা হইতে পারে যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিষেধাজ্ঞাকে উম্মতের উপর তাঁহার করুণা ও অনুগ্রহ হিসাবে মনে করিতেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসেও তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়ের, তৎপুত্র আমের ও অন্যান্য যাহারা সওমে বিসাল রাখিতেন, তাহারা ইহাতে কষ্ট পাইতেন না, বরং শক্তি লাভ করিতেন। তাঁহাদের সম্পর্কে ইহাও বর্ণিত আছে যে তাহারা রোযা শেষে তিক্ত কিছু দিয়া ইফতারী করিতেন, যেন পেটে জ্বালা সৃষ্টি না করে। ইব্ন জুবায়র (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধারে সাতদিন রোযা রাখিতেন এবং দিবা-রাত্রিতে কখনও কিছু খাইতেন না। অথচ সপ্তম দিবসে তাহাকে সকলের চাইতে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান দেখা যাইত।

আবুল আলিয়া বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দিবসের রোযা ফরয করিয়াছেন। অতঃপর যখন রাত্রির আগমন ঘটে, তখন যাহার ইচ্ছা আহার করুক আর যাহার ইচ্ছা না করুক।

وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ অর্থাৎ তোমরা মসজিদে ই'তিকাফে থাকার সময়ে স্ত্রীসংসর্গে যাইও না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে কিংবা অন্য সময়ে মসজিদে ই'তিকাফরত রহিয়াছে, তাহার জন্য এই আয়াতে ই'তিফাকের অবস্থায় স্ত্রীসহবাস হারাম করা হইয়াছে।

যিহাক বলেন ঃ ইহার পূর্বে লোকেরা ই'তিকাফের সময়ের ভিতর মসজিদ হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীগমন করিত। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং উহা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মুজাহিদ ও কাতাদাহসহ অনেকেই এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, মুজাহিদ, আতা, হাসান, কাতাদাহ, যিহাক, সুদ্দী, রবী ইব্ন আনাস ও মাকাতিল প্রমুখ হাদীসবেত্তা বর্ণনা করেন যে, ই'তিকাফকারী স্ত্রীর নিকটবর্তী হইবে না। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত হইল এই যে, ই'তিফকারী যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে ই'তিকাফরত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য স্ত্রীগমন হারাম থাকিবে। যদি কোন অত্যাবশ্যকীয় কাজে তাহার গৃহে গমন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অত্যাবশকীয় কাজটি করিতে যতটুকু সময় দরকার ঠিক ততটুকু সময়ই সে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবে। যেমন প্রস্রাব-পায়খানা করা কিংবা আহার করা। ইহা ব্যতীত স্ত্রীকে চুম্বন করা, জড়াইয়া ধরা কিংবা অন্য কোন কিছু করা বৈধ

হইবে না। এমন কি রোগী দেখার জন্যও ঘরে যাওয়া জায়িয নহে। অবশ্য পথ চলাকালে রোগীর দেখা পাইলে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করা জায়িয আছে। ই'তিকাফ অধ্যায়ে এই ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে কোন্ কোন্ ব্যাপারে ইমামদের মতৈক্য রহিয়াছে এবং কোন্ কোন্ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে তাহাও আলোচিত হইয়াছে। 'কিতাবুস সিয়ামের' শেষভাগে উহা স্বতন্ত্রভাবে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। কুরআন করীমে যেহেতু রোযার বর্ণনার পর ই'তিকাফের বর্ণনা আসিয়াছে, তাই ইসলামী শাস্ত্রবিদগণও তাহাদের গ্রন্থে রোযার বর্ণনা শেষে ই'তিকাফের বর্ণনা ঠাঁই দিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা রোযার সাথে ই'তিকাফের উল্লেখ করার মাধ্যমে এই ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন যে, ই'তিকাফ রোযার অবস্থায় হইতে হইবে এবং রমযান মাসের শেষভাগে হইতে হইবে। স্বয়ং রাসূল (সা) এর সুন্নাতও তাহাই ছিল। তিনি রমযান মাসের শেষ দিকে ই'তিকাফ করিতেন। এমন কি এই সুন্নাত তিনি আমরণ অনুসরণ করেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর উম্মাহাতুল মুমিনীগণও সেই ভাবে ই'তিকাফ করিয়া গিয়াছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্ব-স্ব সংকলনে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হইতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সফিয়া বিন্তে হাই (রা) ই'তিকাফের সময়ে রাসূল (সা)-এর সহিত মসজিদে সাক্ষাত করিতেন এবং আবশ্যকীয় কথাবার্তা সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। একবার রাসূল (সা) রাত্রিকালে হযরত সফিয়া (রা)-কে গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার সাথে গমন করেন। কারণ, তাহার গৃহ মসজিদে নববী হইতে দূরে মদীনার প্রান্তদেশে উসামা ইব্ন যায়দের গৃহের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দুইজন আনসার তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাহাদিগকে দেখিয়া দ্রুত সরিয়া যাইতেছিল। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয় যে, রাসূল (সা)-কে সস্ত্রীক দেখিয়া তাহারা লজ্জায় গা ঢাকা দিয়াছিল। তখন রাসূল (সা) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– তোমাদের রাসূলের সঙ্গিণী হইলেন সফিয়া বিনতে হাই। অর্থাৎ রাসূল (সা) তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সহিত যে স্ত্রীলোকটি রহিয়াছেন তিনি তাঁহার স্ত্রী বৈ নহেন। তখন তাহারা বলিয়া উঠিল– সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইহাতে আমাদের কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ?) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন– শয়তান আদম সন্তানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের মত প্রবাহিত হইয়া থাকে। আমি এই ভয় করি যে, পরে শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন ভুল ধারণার উদ্রেক না ঘটায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, শয়তান যেন তোমাদের অন্তরে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি না করে।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ এই ঘটনার মাধ্যমে রাসূল (সা) উম্মতগণকে এই শিক্ষা প্রদান করেন যে, অপরাধের স্থান হইতে সকলের বাঁচিয়া থাকা উচিত। মূলত উক্ত আনসারদ্বয়ের রাসূল (সা) সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না।

مُبَاشَرَةٌ শব্দ দ্বারা এখানে সংগম ও উহার আনুষঙ্গিক কার্যসমূহ যথা চুম্বন, জড়াজড়ি কিংবা অনুরূপ অন্য কোন কার্য বুঝানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্ত্রীর নিকট হইতে কোন কিছু লেন-দেন করায় আপত্তির কিছুই নাই। সহীহ্'দ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে,

"রাসূল (সা) ই'তিকাফরত অবস্থায় আমার দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া দিতেন এবং তাঁহার মাথা মুবারক আঁচড়াইয়া দিতাম। অথচ আমি ঋতুবতী থাকিতাম।"

রাসূল (সা) একমাত্র মানবিক তথা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া কখনও গৃহে প্রবেশ করিতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি ই'তিকাফরত অবস্থায় গমনাগমন পথে রোগীদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতাম। تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ এই হইল আমার দেওয়া সীমারেখা। অর্থাৎ আমি যাহা কিছু বর্ণনা করিলাম ও যাহা কিছু বিধি- নিষেধ জ্ঞাত করিলাম, ইহাই আমার নির্ধারিত সীমানা । সাবধান! ইহা অতিক্রম করা তো দূরের কথা উহার কাছেও ঘেঁষিও না।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে যিহাক ও মাকাতিল বলেন ঃ এখানে ইহার অর্থ হইল, ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীসংগম হইতে দূরে থাকা।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ উক্ত সীমা হইল চারটি। এই বলিয়া তিনি أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ হইতে ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন ঃ আমার পিতা ও তাহার অন্যান্য মাশায়েখ ইহাই বলিতেন এবং আমাদিগকে এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শোনাইতেন।

كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ অর্থাৎ যে ভাবে আমি সিয়ামের আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি, তেমনি অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান আমি আমার রাসূলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্যে বর্ণনা করিয়া থাকি।

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে সকল মানুষ সংযত জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে এবং তাহারা পৃথিবীতে সঠিক জীবন যাপনের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যেন সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهِ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"সেই আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় বান্দার উপর বাণী অবতরণ করেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে পৌঁছাইবার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সদয় ও করুণাময়।"

(١٨٨) وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১৮৮. "আর তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করিও না এবং বিচারকগণকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিয়া প্রতিপক্ষের সম্পদ হস্তগত করিও না। অথচ তোমরা উহা অবগত রহিয়াছ।"

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়া দুর্বল প্রতিপক্ষের সম্পদ বিচারককে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিয়া কুক্ষিগত করে তাহার কার্যধারা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

মুজাহিদ, সাইদ ইব্‌ন জুবায়ির, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ্, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, , আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম প্রমুখও বলেন ঃ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তুমিই আত্মসাৎকারী তাহা জানা সত্ত্বেও তুমি বিচারে জিতিয়া তাহা অর্জনের চেষ্টা করিও না।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন– "আমিও তো মানুষ। আমার নিকট মানুষ মোকদ্দমা লইয়া আসে। হয়ত একজনের চাইতে অপরজন বিচক্ষণ যুক্তিবাদী । আমি তাহার যুক্তি প্রমাণে হয়ত প্রতারিত হইয়া তাহার পক্ষে রায় দিতে পারি। এভাবে আমি যদি এক মুসলমানকে অপরের প্রাপ্য প্রদান করি, উহা হইবে একটি আগুনের টুকরা। সে এখন উহা গ্রহণ করিতে পারে অথবা বর্জন করিতে পারে।"

আলোচ্য আয়াত ও এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিচারকের রায় দ্বারা কোন বস্তুর আসল হুকুমের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। তাই যাহা হারাম তাহা বিচারকের রায়ে হালাল হয় না। তেমনি যাহা হালাল তাহাও হারাম হয়না। কারণ, বিচারকের বিচারের রায় তো প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। উহা যথাযথ না-ও হইতে পারে। তথাপি বিচারক ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু বিচারককে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিয়া অসত্যকে যে ব্যক্তি সত্যে পরিণত করার প্রয়াসী হইবে, তাহার ঘাড়েই পাপের বোঝা চাপানো হইবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–তোমাদের দাবি অসত্য জানিয়াও লোকদের স্বত্ব আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা মামলা সাজাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইও না।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদাহ্ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! জানিয়া রাখ, বিচারকের বিচারক্রমে তোমার জন্য হারাম বস্তু হালাল হইবে না আর অসত্যও সত্যে পরিণত হইবে না। বিচারক নিজ সীমিত বিবেক-বুদ্ধি ও বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং বিচারকের রায় যদি প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য বাতিল হইয়া যায় না। পরন্তু মহাবিচারকের দরবারে উক্ত মোকদ্দমা বহাল থাকে এবং হাশরের ময়দানে মহা বিচার দিবসে মহাবিচারক অসত্যের উপরে সত্যের বিজয় দান করিবেন। সেই বিচারে দুনিয়ার সকল ত্রুটিযুক্ত বিচার ত্রুটিমুক্ত ও উত্তম হইয়া দেখা দিবে।

(١٨٩) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

**১৮৯. "তাহারা তোমার নিকট নব চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে। তুমি বল, ইহা মানুষের সময় জানার ও হজ্বের মাস নির্ণয়ের জন্য। তোমাদের গৃহের পশ্চৎদ্বার দিয়া প্রবেশ করায় কোন পুণ্য নাই, বরং খোদাভীরু হওয়া পুণ্যের কাজ। তোমরা গৃহের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ কর ও আল্লাহকে ভয় কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।"**

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে একদল লোক নব চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। চাঁদ দ্বারা লেন-দেনের সময়কাল

জ্ঞাত হওয়া যায়, নারীদের ঋতুর সময়কাল জানা যায়, তেমনি হজ্বের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল হওয়া যায়।

আবূ জা'ফর রবী ইব্ন আনাস হইতে ও তিনি আবুল আলিয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, একদল লোক রাসূল (সা)-এর কাছে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চাঁদ কেন সৃষ্টি করা হইয়াছে? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

মুসলমানদের রোযা শেষ করার জন্য, নারীদের ইদ্দতকাল গণনার জন্য ও ঋণগ্রস্তদের ঋণের সময়সীমা জানার জন্য আল্লাহ তা'আলা চাঁদ সৃষ্টি করেন বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন। এই দলে রহিয়াছেন আতা, যিহাক, কাতাদাহ, সুদ্দী ও রবী ইব্ন আনাস। ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে, আবদুল আযীয ইব্ন আবূ রাওয়াদ ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন– আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষের সময় নির্ধারণের জন্য। তাই তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ ও চাঁদ দেখিয়া রোযা শেষ কর। আর যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহা হইলে ত্রিশদিন পূর্ণ কর।

হাকেমও তাঁহার মুস্তাদরাকে ইব্ন আবূ রাওয়াদ হইতে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন। তিনি ইব্ন আবূ রাওয়াদকে বিশ্বস্ত, আবিদ, মুজতাহিদ ও শরীফ বংশজাত বর্ণনাকারী বলিয়া অভিহিত করেন এবং হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করেন। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয় নাই।

মুহাম্মদ ইব্ন জাবির কয়েস ইব্ন তাল্ক হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা চাঁদ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যখন তোমরা চাঁদ দেখিতে পাইবে তখন রোযা রাখিবে এবং যখন পরবর্তী চাঁদ দেখিবে তখন রোযা বর্জন করিবে। কিন্তু যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহা হইলে ত্রিশদিন পূর্ণ করিবে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا অর্থাৎ পিছনের দুয়ার দিয়া ঘরে ঢোকার ভিতর কোন প্রকার কল্যাণ নাই, বরং খোদাভীরুতার ভিতর মংগল নিহিত রহিয়াছে। তাই তোমরা সামনের দুয়ার দিয়া ঘরে যাতায়াত কর।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ হযরত বারাআ (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ ইসহাক, ইসরাঈল ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা বর্ণনা করেন যে, জাহেলী যুগের মানুষ যখন হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধিত, তখন পশ্চাৎদ্বার দিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিত। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত বারাআ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইসহাক, শু'বা ও আবূ দাউদ তায়ালেসীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ " আনসারদের ভিতর প্রথা ছিল যে, তাহারা সফর হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সম্মুখদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতনা। তাহাদের এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত জাবির (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ সুফিয়ান ও আ'মাশ বর্ণনা করেন ঃ কুরায়শরা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য নিজেদিগকে 'হুমুস' বলিয়া দাবি করিত এবং ইহ্‌রাম অবস্থায় তাহারা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু আনসারসহ আরবের অন্যান্য গোত্র ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। একদিন আমরা রাসূল (সা)-এর সহিত এক বাগানে বসা ছিলাম। সেখান হইতে রাসূল (সা) উহার সদর দরজা দিয়া বাহির হন। তাঁহার সহিত কুতবা ইব্‌ন আমের আনসারীও বাহির হন। তখন একদল লোক আরয করিল- হে আল্লাহর রাসূল! কুতবা ইব্‌ন আমের একজন ব্যবসায়ী হইয়াও আপনার সহিত একই দরজা দিয়া বাহির হইয়াছে। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কেন তাহা করিয়াছ? সে জবাব দিল, আপনাকে যাহা করিতে দেখিয়াছি আমিও তাহাই করিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি তো হুমুসের অধিকারী। তখন সে বলিল, আমি তো আপনার দীনের অনুসারী। ইত্যবসরে এই আয়াত নাযিল হইল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আওফী ও ইব্‌ন আবূ হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করেন। মুজাহিদ, যুহরী, কাতাদাহ, ইব্‌রাহীম নাখঈ, সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাস হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জাহেলী যুগে বেশ কিছু গোত্রের ভিতর এই প্রথা চালু ছিল যে, তাহারা সফরের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়ার পর কোন কারণে সফর স্থগিত হইলে সদর দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিত না; বরং পিছনের দিক দিয়া দেয়াল টপকাইয়া ঢুকিত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া উহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন ঃ বেশ কিছু লোক ই'তিকাফের অবস্থায়ও সদর দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিত না। উহা হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখার জন্য এই আয়াত নাযিল হয়।

আতা ইব্‌ন রুবাহ বলেন ঃ মদীনাবাসীগণ ঈদের দিন যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত, পশ্চাৎদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিত এবং ইহাকে বেশ পুণ্যের কাজ ভাবিত। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়া জানাইয়া দিলেন—পশ্চাৎদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশে কোন পুণ্য নাই; বরং আল্লাহকে ভয় করিয়া চলায় পুণ্য রহিয়াছে। আর তাহাতে তোমরা পরিত্রাণ লাভ করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব বিধি-নিষেধ জারি করিয়াছেন, তাহা হুবহু পালন করিয়া চল, যেন শেষ বিচারে তোমরা সুফল লাভ করিতে পার।

(١٩٠) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○

(١٩١) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ○

(১৯২) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

(১৯৩) وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯০. "তোমাদের বিরুদ্ধে যাহারা লড়াই করে তোমরাও তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর (নির্দেশিত) পথে লড়াই কর এবং বাড়াবাড়ি করিও না। আল্লাহ্ সীমালজ্ঘনকারীকে পসন্দ করেন না।

১৯১. তাহাদিগকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাহারা যেভাবে তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে, তোমরাও সেভাবে তাহাদিগকে বহিষ্কার কর। হত্যাকার্য হইতেও ফিতনা-ফাসাদ জঘন্য। মসজিদুল হারামের আওতায় তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও না। যদি তাহারা তোমাদের সহিত লড়াই বাধায় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর। কাফিরদের ইহাই সমুচিত প্রতিফল।

১৯২. যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও সদয়।

১৯৩. তাহাদের সহিত ততক্ষণ লড়াই চালাইয়া যাও যতক্ষণ ফিতনা-ফাসাদ-নির্মূল হইয়া আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। অতঃপর যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে একমাত্র যালিম ছাড়া তাহাদের কাহারও উপর হস্তক্ষেপ করিও না।"

তাফসীর ঃ আবুল আলিয়া হইতে যথাক্রমে রবী ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করেন ঃ যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত এই প্রথম আয়াতটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা) শুধু আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের নীতি অনুসরণ করিতে থাকেন এবং যাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইত, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। সূরা বারাআত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে।

যায়িদ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ (মুশরিকগণকে যেখানে পাও হত্যা কর) আয়াত আসার পর এই আয়াত 'মানসূখ' হয়।

অবশ্য এই অভিমতটি বিচার সাপেক্ষ। কারণ, اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ আয়াতে মুসলমানদিগকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। তাহা এই জন্য যে, তাহারা ইসলাম ও উহার পতাকাবাহীগণকে নির্মূল করিতে চাহিয়াছিল। তাই বলা হইল, তাহারা যেভাবে তোমাদিগকে উৎখাত করিতে চাহিয়াছিল, তোমরাও তাহাদিগকে সেইভাবে উৎখাতের জন্য সংগ্রাম কর। তেমনি অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً.

অর্থাৎ মুশরিকরা যেরূপ সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তোমরাও তদ্রূপ তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হও। আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে যেখানেই পাও, হত্যা কর এবং তোমাদিগকে যেখান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহাদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত কর। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে, তোমরা যথাবিহিত

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মানসিক ও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ কর, যেন যে কোন ধরনের আঘাতের জবাবে যথাযোগ্য প্রত্যাঘাত হানিতে পার।

(١٩٤) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

**১৯৪. নিষিদ্ধ মাসের জবাব নিষিদ্ধ মাসে। যাহার পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তাহার অবমাননা সকলের জন্য সমান। অতঃপর যে ব্যক্তি তোমাদের উপর যুলুম করিবে, তোমরাও সমপরিমাণে যুলুমের জবাব দিবে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীগণের সংগে আছেন।**

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, কাতাদাহ, মাকসাম, রবী' ইব্‌ন আনাস, আতা ও ইকরামা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম ষষ্ঠ হিজরীতে যখন উমরা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন পথিমধ্যে মুশরিকগণ কর্তৃক বায়তুল্লাহ পৌঁছিতে এবং প্রবেশ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তাহারা তাঁহাকে তাঁহার সহচরবৃন্দসহ অবরোধ করিয়া রাখে। সেই মাসটি ছিল জ্বিল্‌কাদ আর উহা হইল شَهْرٌ حَرَامٌ (নিষিদ্ধ মাস)। অবশেষে এই শর্তের উপর মুশরিকদের সাথে সন্ধি হয় যে, এইবারে মুসলমানরা ফিরিয়া যাইবে ও আগামী বছর উমরা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন— اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে কাফিরদের এই অন্যায়ের সমতুল্য জবাব দানের অনুমতি প্রদান প্রসংগে বলেনঃ নিষিদ্ধ মাসের অবমাননার জবাবে নিষিদ্ধ মাসকে অবমাননা করা যাইবে। কারণ, শাহরে হারামকে মর্যাদা দানের দায়িত্ব উভয় দলের সমান।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়ের, লাইছ ইব্‌ন সাঈদ, ইসহাক ইব্‌ন ঈসা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করিতেন না। অবশ্য যদি নিষিদ্ধ মাসসমূহে মুসলমানদের সহিত কাফিরগণ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে তিনিও যুদ্ধ করিতেন। অন্যথায় কখনও যদি যুদ্ধ করিতে করিতে নিষিদ্ধ মাস উপস্থিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে তিনি উহা চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখিতেন। হাদীসটি সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণিত।

হুদায়বিয়ার তাঁবুতে অবস্থানরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল যে, হযরত উছমানকে মুশরিকরা হত্যা করিয়াছে, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বার্তা লইয়া মক্কায় গিয়াছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার চৌদ্দশত সাহাবীকে নিয়া একটি বৃক্ষের তলায় মুশরিকদের সংগে জিহাদ করার বাইআত গ্রহণ করেন। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যে, উছমান (রা)-কে হত্যা করা হয় নাই, তখন তিনি উহা স্থগিত রাখেন এবং সন্ধি ও শান্তি বিধানের ব্যাপারে অগ্রসর হন। ফলে পরবর্তীতে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছিল।

অনুরূপভাবে 'হাওয়াযিন' গোত্রের সাথে সংঘটিত হুনাইনের যুদ্ধে যখন তিনি সাফল্য লাভ করেন, তখন মুশরিকরা তায়েফে গিয়া দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে অবরোধ করেন। সহীহদ্বয়ে হযরত আ'মাশ (রা)-এর বর্ণনা মতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ স্থায়ী হয়। অবশেষে বেশ কিছু সাহাবীর শাহাদাতের পর উহা অবিজিত রাখিয়া অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার দিকে রওয়ানা হন। তখন জু'রানা নামক স্থান হইতে তিনি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। এখানেই তিনি যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য বণ্টন করেন। উল্লেখ্য যে, ইহা সংঘটিত হইয়াছিল অষ্টম হিজরীর জিল্‌কাদ মাসে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ যাহারা তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে তোমরাও তাহাদের উপর সেই পরিমাণ অত্যাচার কর। এই আয়াতাংশে এমনকি মুশরিকদের ব্যাপারেও ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখার নির্দেশ রহিয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ অর্থাৎ তাহারা যদি তোমাদিকে তাড়া করে তাহা হইলে তোমরাও তাহাদিগকে ততটুকুই তাড়া কর যতটুকু তোমাদিগকে করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আবারও বলিতেছেন ঃ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا অর্থাৎ অন্যায়ের বিনিময় অন্যায় দ্বারা ততটুকুই নিবে যতটুকু সে করিয়াছিল।

হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন ঃ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ। এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয় যেখানে মুসলমানদের কোন মর্যাদা বা সম্মান ছিল না। অতঃপর এই আয়াতটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু ইব্‌ন জারীর (রা) এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন —এই আয়াতটি 'মাদানী' এবং ইহা উমরা পালনোত্তর কালে নাযিল হইয়াছিল। মুজাহিদও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রহিয়াছেন)। এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে আল্লাহকে ভয় করার ও তাঁহার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়া এই সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন যে, ইহ ও পরকালে আল্লাহর মদদ ও সাহায্য মুত্তাকীদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে।

(١٩٥) وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

**১৯৫.** আর আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর ও নিজেরা নিজদিগকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিও না। আর ইহসান কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইহসানকারীগণকে ভাল বাসেন।

**তাফসীর ঃ** হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়িল, সুলায়মান, শু'বা, নযর, যিহাক ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ। (আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর ও স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করিও না এবং হিত সাধন করিতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ হিত সাধনকারীদেরকে ভালবাসেন) এই আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয়কারীদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। এই হাদীসটি অন্য এক রিওয়ায়েতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ ও ইব্ন আবূ হাতিম উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করেন। তাহা ছাড়া ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ, ইকরামা, সা'আদ ইব্ন যুবায়ের, আতা, যিহাক, হাসান, কাতাদাহ ও সুদ্দী অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আসলাম আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব ও লাইস ইব্ন সা'আদ বর্ণনা করেন যে, আসলাম আবূ ইমরান বলেন ঃ মুহাজিরগণের মধ্য ইহতে এক ব্যক্তি কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ হামলা চালায় এবং তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুসৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। আমাদের সঙ্গে আবূ আইয়ূব আনসারীও (রা) ছিলেন। তখন কতকগুলো লোক পরস্পরে বলাবলি করিতেছিল, দেখ! এই ব্যক্তি নিজকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) এই কথা শুনিয়া বলিলেন—এই আয়াতের সঠিক অর্থ আমরাই ভাল জানি। এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্যে ছিলাম। তাঁহার সাথে জিহাদেও অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং সদাসর্বদা তাঁহার কাছেই থাকিয়াছি। সর্বদা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছি। অবশেষে ইসলাম বিজয়ীবেশে প্রকাশিত হয় এবং মুসলমানরা জয় লাভ করে। তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্রিত হইয়া এক সৌজন্য বৈঠকে পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তাঁহার নবী (সা)-এর সাহচর্যের বরকতে আমাদেরকে সম্মানিত করিয়াছেন। এখন আল্লাহর ফযলে ইসলাম বিস্তার লাভ করিয়াছে। মুসলমানরা বিজয়ী হইয়াছে এবং যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটিয়াছে। এতদিন ধরিয়া আমরা আমাদের জায়া-জননী আর সন্তান-সন্ততিদের খবরাখবর লইতে পারি নাই। ধন-দৌলত, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার পরিচর্যা করিতে পারি নাই। সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়—

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থাৎ জিহাদ ত্যাগ করিয়া ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইল নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার শামিল।

ইয়াযিদ ইব্ন আবূ হাবীব হইতে আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, হামিদ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে, ইব্ন আবূ, হাতিম, ইব্ন জারীর, ইব্ন মারদুবিয়াহ, হাফিয আবূ ইয়া'লা তাহার মুসনাদে, ইব্ন হাব্বান তাহার সহীহ হাদীস সংকলনে ও হাকেম তাঁহার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ

'সুবহানাল্লাহ ! লোকটি তো নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে।' ইহা শুনিয়া আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন ঃ হে লোকসকল ! তোমরা এই আয়াতটিকে অন্যায়ভাবে অপাত্রে ব্যবহার করিতেছ। এই আয়াতটি আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল। আমরা

পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম, এখন আল্লাহ তাঁহার দীনকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং ইহার সহযোগীও বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুতরাং এখন আমরা যদি আমাদের ধন-সম্পদ রক্ষণ ও বর্ধনের কাজে অগ্রসর হই, তাহাতে কি অসুবিধা রহিয়াছে? তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হইল।

আবূ ইসহাক শা'বী হইতে আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ বর্ণনা করেন ঃ হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি একাকী শত্রুসারির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ি আর এই কারণে যদি আমি নিহত হই, তাহা হইলে কি এই আয়াত অনুসারে আমি নিজের জীবনের নিজে ধ্বংসকারী হিসাবে পরিগণিত হইব? তিনি বলেন—না, না। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে বলিয়াছেন, فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ আর উক্ত আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়্যাও ইহা বর্ণনা করেন আর হাকাম সনদসহ ইহা আবূ ইসহাক হইতে হাদীসে ইসরাঈল রূপে তাহার মুসতাদরাকে উদ্ধৃত করেন। তিনি আরও বলেন যে, শায়খাইনের হাদীস সংকলনের শর্তের দৃষ্টিতে এইটিও সহীহ হিসাবে গণ্য। অবশ্য তাঁহারা কেহই তাহাদের সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

বারাআ (রা) হইতে ইসহাক ও ইসহাক হইতে কায়েস বিন রাবী' এবং তিরমিযীর অন্য একটি বর্ণনায় রহিয়াছে যে, মানুষের পাপের উপর পাপ কাজ করিয়া যাওয়া এবং তাওবা না করাই হইতেছে নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাহাকে আবূ সালেহ, তাহাকে লাইছ, তাহাকে আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন মুসাফির, তাহাকে ইব্ন শিহাব, তাহাকে আবূ বকর ইব্ন নুমাইর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম বলেন যে, আবদুর রহমান আসওয়াদ ইব্ন আবদে ইয়াগুছ বলেন ঃ মুসলমানগণ যখন দামেস্ক অবরোধ করেন, তখন ইযদিশাওয়া নামক গোত্রের এক ব্যক্তি বীরবিক্রমে শত্রুদের মাঝে ঢুকিয়া যায় এবং তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ইহাতে মুসলমানগণ তাহাকে ভর্ৎসনা করে এবং তাহারা এই লোকটির ব্যাপারে আমর ইব্ন আসের নিকট অভিযোগ পেশ করে। হযরত আমর (রা) তাহাকে ডাকিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (স্বহস্তে নিজের ধ্বংস ডাকিও না)।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব পর্যায়ের।

আসলাম আবূ ইমরান হইতে আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আসলাম আবূ ইমরান বলেন ঃ আমাদের কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে মিসরীয়দের অধিনায়ক ছিলেন হযরত উতবা ইব্ন আমের এবং সিরীয়দের অধিনায়ক ছিলেন হযরত ইয়াযিদ ইব্ন ফুযালাহ ইব্ন উবাইদ। রোমক বাহিনী হইতেও বিশাল এক বাহিনী মদীনা হইতে সমরাভিযানে বাহির হইল। অতঃপর আমরা যথাস্থানে পৌঁছিয়া যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হইলাম। মুসলিম বাহিনীর এক ব্যক্তি একটি রোমক বাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া বসিল। এমন কি সে তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অতঃপর আবার আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিলে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া এই বলিয়া চিৎকার জুড়িল ঃ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।)

এই আয়াত প্রসংগে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়ের ও আতা ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন ঃ যুদ্ধে এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করার মানে জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা নয়, বরং আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় না করাই হইতেছে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া। উহার তাৎপর্য এই যে, সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকিয়া নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

যিহাক ইব্ন আবূ জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, দাউদ ও হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ বর্ণনা করেন, আনসারগণ নিজেদের ধনমাল আল্লাহ তা'আলার পথে সাদকাহ দিতে ও খরচ করিতে থাকেন। কিন্তু এক বৎসর দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় তাহারা আল্লাহর পথে মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ আয়াতটি নাযিল হয়।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ এর মর্মার্থ হইতেছে বখিলী। এই আয়াত সম্পর্কে নুমান ইব্ন বশীর হইতে সিমাক ইব্ন হারব বলেন ঃ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ অর্থাৎ পাপীদের আল্লাহর দয়া হইতে নিরাশ হওয়াই হইতেছে ধ্বংস হওয়া। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহার পরেই বলেন ঃ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্ন মারদুবিয়ার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা উবায়দুল্লাহ সালমানী, হাসান, ইব্ন সিরীন ও ইব্ন কুলাবাহও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ নুমান ইব্ন বশীরের অনুরূপ। বস্তুত পাপকার্য সম্পাদনের পর ক্ষমাপ্রাপ্তি হইতে নিরাশ হইয়া পুনরায় পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হইতেছে স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংস করা। অর্থাৎ উপর্যুপরি পাপের কারণে সে ধ্বংস হইয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ اِلَى التَّهْلُكَةِ এর অর্থ হইল আল্লাহর আযাব। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আলকারযী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাখার ইব্ন ওহাব, ইউনুস, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আল কারযী وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ আয়াতাংশের ব্যাখায় বলেন ঃ আখিরাতের সম্বলের মধ্যে দান করাই উত্তম সম্বল বিধায় লোকজন সর্বস্ব আল্লাহর পথে দান করিয়া দিত এবং হাতে এক কপর্দকও রাখিত না। ফলে তাহারা বিপদে পতিত হইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

উপরোক্ত সনদের নিম্নতম সূত্রে ইব্ন ওহাব, যায়েদ ইব্ন আসলাম ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়ায এই আয়াত প্রসংগে বর্ণনা করেন ঃ লোকজনকে রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠাইতেন। কিন্তু তাহারা সংগে করিয়া খাদ্যদ্রব্য নিত না। ফলে তাহারা ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িত অথবা অন্যের ঘাড়ে বোঝা হইয়া দাঁড়াইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে নিজেদের খাদ্য-পণ্য হইতে ব্যয় করার দির্দেশ দেন এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতে নিষেধ করেন। কারণ ক্ষুধায়, পিপাসায় এবং মরুভূমির তপ্ত বালুকায় হাটিয়া তাহারা মারা যাইত।

وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ হিতসাধন করিতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ হিতসাধনকারীগণকে ভালবাসেন। এই আয়াতাংশের ভাবার্থ হইতেছে আল্লাহর পথে খরচ করা এবং আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য লাভের প্রতিটি মত ও পথের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। বিশেষ করিয়া শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধের জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং যাহাতে শত্রুদের অপেক্ষা মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টা করা। বস্তুত সক্ষমগণের ইহা হইতে বিরত থাকার অর্থ নিজেকে নিজে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। মূলত হিতসাধন করা হইতেছে উচ্চ পর্যায়ের আনুগত্য। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ হিতসাধন করিতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ হিতসাধনকারীদেকে ভালবাসেন।

(١٩٦) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ ٞ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۟

**১৯৬. অনন্তর তোমরা হজ্ব ও উমরা পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য সহজসাধ্য কুরবানী কর। আর যতক্ষণ কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌঁছে ততক্ষণ তোমরা মাথা মুণ্ডন করিও না। তারপর তোমাদের যাহারা অসুস্থ ও মস্তকে ব্যাধিগ্রস্ত, তাহাদের জন্য ফিদিয়া হইল রোযা অথবা সাদকা কিংবা কুরবানী। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যদি কেহ হজ্ব ও উমরার মাঝে তামাত্তু' কর, তাহা হইলে সহজসাধ্য কুরবানী কর। তারপর যে ব্যক্তি উহা না পাইবে, সে হজ্বের মধ্যে তিনদিন রোযা রাখিবে এবং সাতটি রাখিবে যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে। এই হইল পূর্ণ দশটি। ইহা মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা বহির্ভূতদের জন্য। আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা।**

তাফসীর ঃ ইহার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা রোযার বর্ণনার পর জিহাদের বর্ণনা করিয়াছেন। এখন তিনি এই আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ও উমরা পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান ও তাহার নিয়মাবলী বর্ণনা করিতেছেন। আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যাইতেছে যে, হজ্ব ও উমরা শুরু করার পর ইহার প্রত্যেক বিষয় পূর্ণ করা আবশ্যকীয়। যদিও আল্লাহ তা'আলা পরেই বলিতেছেন, فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা বায়তুল্লায় পৌঁছিতে বা হজ্বব্রত সম্পাদন করিতে বাধাপ্রাপ্ত হও। আলিমগণও এই ব্যাপারে এক মত যে, হজ্জ বা উমরা ব্রত আরম্ভ করিবার পর তাহা পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। যদিও উমরা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। উহা আমি দলীল-প্রমাণসহ 'কিতাবুল আহকামে' পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন সালমা, আমর ইব্ন মুররা ও শায়বা বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আয়াতাংশে হজ্ব পূর্ণ করার অর্থ হইল, নিজ নিজ বাড়ি হইতে ইহরাম বাঁধা। এইভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, তাউস ও সুফিয়ান ছাওরী উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এইগুলি পূর্ণ করার অর্থ হইল, নিজ নিজ বাড়ি হইতে ইহরাম বাঁধা এবং হজ্ব ও উমরা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকা। তাহা ছাড়া মীকাত (যেই স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিতে হয়)-এ পৌঁছিয়া উচ্চস্বরে 'তালবিয়াহ' পাঠ করা। পক্ষান্তরে যদি কখনো মক্কার নিকটে পৌঁছিয়া বল, (এই সুযোগে) হজ্ব বা উমরা করিয়া লওয়া হউক, তাহা হইলে এইভাবেও হজ্ব ও উমরা আদায় হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু পূর্ণভাবে আদায় হইবে না। বস্তুত পূর্ণ হজ্ব বা উমরা হইল কেবল হজ্ব বা উমরার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হওয়া।

মকহুল বলেন, হজ্ব ও উমরা পূর্ণ করার অর্থ হইল, উহা মীকাত হইতে আরম্ভ করা। যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, তিনি আমাকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উমর (রা)-এর উক্তি সম্পর্কে অবহিত করাইয়া বলেন, وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এখানে পূর্ণ করার অর্থ হইল, (হজ্ব ও উমরা) পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করা এবং হজ্বের মাসে উমরা আদায় না করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলি নির্দিষ্ট। ইব্ন আ'ওন হইতে হিশাম বলেন, আমি কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ থেকে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেনঃ হজ্বের মাসসমূহে উমরা পালন করিলে তাহা অসম্পূর্ণ হয়। (এই কথা বলার পর) তিনি জিজ্ঞাসিত হন যে, হারাম মাসসমূহে উমরা করার বিধান কি ? উত্তরে তিনি বলেন, পূর্বের লোকগণ ইহাকে তো পূর্ণই মনে করিতেন। কাতাদাহ ইব্ন দুআ'মাহ হইতেও উপরোক্ত রূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উক্তিটির উপরে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। কারণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) চারটি উমরা করেন এবং চারটিই তিনি জিলকাদ মাসে সম্পাদন করেন। প্রথমটি হইল 'উমরাতুল হুদায়বিয়া' ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসে। দ্বিতীয়টি হইল 'উমরাতুল কাযা' সপ্তম হিজরীর জিলকাদ মাসে। তৃতীয়টি হইল উমরাতুল জু'রানা অষ্টম হিজরীর জিলকাদ মাসে। চতুর্থটি হইল বিদায় হজ্বের সাথে একই ইহরামে সম্পাদিত। আর ইহা ছিল দশম হিজরীর জিলকাদ মাসে। এই চারটি উমরা ব্যতীত হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আর কোন উমরা করেন নাই। তবে তিনি উম্মে হানীকে বলিয়াছিলেন, عمرة فى رمضان تعدل حجة معى অর্থাৎ রমযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ্ব করার সমান (ছওয়াব)। এই কথা তিনি তাহাকে এই জন্যেই বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে হজ্ব করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যানবাহনের সমস্যার কারণে তিনি তাহাকে সঙ্গে নিতে পারেন নাই। সহীহ বুখারী শরীফে এই ঘটনাটি পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে সাইদ ইব্ন যুবায়র (রা) পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, ইহা উম্মে হানীর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুদ্দী বলেন وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আয়াতাংশের অর্থ হইল তোমরা হজ্ব ও উমরা কায়েম কর। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা

করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থ হইল যে ব্যক্তি হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধে, তাহার উহা পূর্ণ না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অনুচিত। আর হজ্ব পূর্ণ হয় কুরবানীর দিন। অর্থাৎ যখন যামরাতুল আকাবায় পাথর মারা হয়, বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা হয় এবং যখন সাফা-মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়ান হয়, তখন হজ্ব 'পূর্ণ' হইয়া যায়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ ও যারারাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হজ্ব হইল আ'রাফার নাম এবং উমরা হইল তাওয়াফের নাম। আলকামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম ও আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াত সম্বন্ধে তিনি বলেন وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থ তোমরা হজ্জ ও উমরাকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর। সুতরাং উমরার সময় বায়তুল্লার তাওয়াফ হইয়া গেলেই উমরা পূর্ণ হইয়া যাইবে। অবশ্য ইহা আবদুল্লাহর কিরাআতের ভিত্তিতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা।

ইব্রাহীম বলেনঃ আমি এই সম্বন্ধে হযরত সাইদ ইব্ন যুবায়ের (র)-এর সঙ্গে আলোচনা করিলে তিনি বলেন-'হযরত ইব্ন আব্বাসের (রা) কিরাআতও (পঠন পদ্ধতি) ইহাই ছিল।' হযরত আলকামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম, আ'মাশ ও সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, আলকামা বলেন-'হজ্জ ও উমরাকে তোমরা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর।' এইভাবে ছাওরী (র) ধারাবাহিকভাবে মানসূর ও ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম এইভাবে পড়িতেন ঃ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ অর্থাৎ 'হজ্ব ও উমরাকে তোমরা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর।'

শা'বীর পঠনে اَلْعُمْرَةُ শব্দে পেশ দেওয়া রহিয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, উমরা ওয়াজিব নহে। তবে তাহার থেকে এই ব্যাপারে পূর্বানুরূপ বর্ণনাও উল্লিখিত হইয়াছে।

হযরত আনাস (রা) সহ সাহাবাদের একটি দল হইতে বহু হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্ব ও উমরা উভয়টিকে একই ইহরামে একত্রিত করিয়াছেন। সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সাহাবীগণকে বলিয়াছেন, যাহার নিকট কুরবানীর জন্তু রহিয়াছে সে যেন হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধে। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্বের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

উপরোক্ত আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিম (র) একটি গরীব হাদীস উদ্ধৃত করেন। হাদীসটি আলী ইব্ন হুসাইন হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ হারবী, গাচ্ছান হারবী, ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান, আতা ও আফওয়ান ইব্ন উমাইয়াহ বর্ণনা করেন। আলী ইব্ন হুসাইন বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জাফরান মাখিয়া আসাতে তাহার থেকে সুগন্ধি আসিতেছিল। লোকটি জুব্বা পরিহিত ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার ব্যাপারে ইহরামের নির্দেশ কি? বর্ণনাকারী হুসাইন বলেন ঃ তখনই وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ -এই আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, জাফরানযুক্ত বস্ত্র খুলিয়া ফেল,

শরীরকে যথাযথভাবে ঘর্ষণ করিয়া ধৌত কর এবং হজ্বের বেলায় যাহা তুমি করিয়া থাক, উমরার বেলাও তাহাই কর।

ইয়া'লা ইব্ন উমাইয়া হইতে সহীহ্দ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি যদি জুব্বা পরিধান করিয়া এবং সুগন্ধি মাখিয়া উমরা করার ইচ্ছা করে, তাহার ব্যাপারে কি হুকুম হইবে? প্রশ্ন শুনিয়া হুযুর (সা) নিশ্চুপ থাকেন। অতঃপর ওহী আসে এবং হুযুর (সা) মাথা উঁচু করিয়া বলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকারী বলেন, এই যে, আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর হুযুর (সা) বলেন, জুব্বা খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং যে স্থানে সুগন্ধি মাখা হইয়াছে ঐ স্থানটুকু ধৌত করিতে হইবে। অতঃপর যেভাবে হজ্ব পালন করিয়াছ অনুরূপ উমরাও পালন করিবে। উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটিতে শরীর যথাযথভাবে ঘর্ষণ করিয়া ধৌত করার কথা উল্লেখ নাই এবং ইহাও বলা হয় নাই যে, এইজন্য বা এই সময় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। আরও উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী হইলেন ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া নহে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর বলা হইতেছে فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ অর্থাৎ 'তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে যাহা সহজপ্রাপ্য তাহাই উৎসর্গ কর।' তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন, এই আয়াতাংশটি ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কা যাইতে বাধা দিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে পূর্ণ আল-ফাতাহ সূরাটিও নাযিল হয়। আর সাহাবীগণ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেখানেই তাহাদের কুরবানীর জন্তুগুলি যবেহ করিয়াছিলেন। তথায় সত্তরটি উট যবেহ করা হয়, মাথা কামান হয় এবং ইহরাম ভেঙ্গে ফেলা হয়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ শুনিয়া সাহাবীগণ প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করিতেছিলেন। কেননা তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, হয়ত এই অপ্রত্যাশিত নির্দেশ রহিতকারী কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের দোটানাভাব দেখিয়া বাহিরে আসিয়া নিজেই মস্তক মুণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হন। ফলে তাঁহার দেখাদেখি সকলেই অগ্রসর হইয়া মাথা মুণ্ডন করেন। অবশ্য কতেক মাথা মুণ্ডন করেন এবং কতেক চুল ছাঁটিয়া ফেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাহারা চুল ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের জন্যও দু'আ করুন। কিন্তু তিনি পুনরায় মুণ্ডনকারীদের জন্য দু'আ করেন। তৃতীয়বার তিনি চুল ছোটকারীদের জন্যে দু'আ করেন। তাঁহারা এক একটি উষ্ট্রে সাতজন করিয়া অংশীদার ছিলেন। সাহাবীরা সংখ্যায় ছিলেন মোট চৌদ্দশতজন। হারম-এর বাহিরে তাঁহারা অবস্থান নিয়াছিলেন। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা হারম-এর সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। আলিমদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, যাহারা শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবে কেবল তাহাদের জন্য কি এই নির্দেশ, না যাহারা রোগের কারণে ইহা করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, তাহাদের জন্যও এই অনুমতি রহিয়াছে? এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

প্রথমত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইয়াযিদ আলমুকিররী ও আবূ হাতিম এবং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন তাউসের পিতা ও ইব্ন তাউস এবং অন্য সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

ইব্ন নাজীহ্ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কেবল শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য ইহার অবকাশ নাই। কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে অথবা পা ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা খোঁড়া হইয়া গেলেও তাহার জন্য এই অনুমতি নাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, فَاِذَا اَمِنْتُمْ অর্থাৎ 'যখন তোমরা নিরাপদ থাক।' সেক্ষেত্রে কেবল শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হইলেই নিরাপত্তাহীনতা হয়। অতএব যে কোন অসুবিধা ঘটিলেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না। ইব্ন উমর (রা) তাউস, জুহরী ও যায়দ ইব্ন আসলামও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মত ঃ শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হওয়া বা শত্রুর কবলে পতিত হওয়া এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হওয়া বা রোগাক্রান্ত হওয়া অথবা পথ হারাইয়া আশংকাজনক অবস্থায় পতিত হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুমতি রহিয়াছে।

হাজ্জাজ ইব্ন আমর আনসারী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে একরামা, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, হাজ্জাজ ইব্ন সাওয়াফ, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তির হাত পা ভাংগিয়া যায় বা রুগ্ন হইয়া পড়ে অথবা খোঁড়া হইয়া যায়, সে ব্যক্তি হালাল হইয়া যায় (অর্থাৎ তাহার ইহরাম ভাংগিয়া যায়) এবং তাহার উপর পুনর্বার হজ্ব বর্তায়। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইব্ন আমর আনসারী (র) বলেন, আমি এই হাদীসটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তাহারা বলেন, হাদীসটি সত্য। সুনানে আরবায়ায় ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর হইতে ঊর্ধ্বতন সনদেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজার বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, খোঁড়া হইয়া গেলে অথবা পা ভাংগিয়া গেলে অথবা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এই সকল অবস্থায়ও উক্ত অনুমতি রহিয়াছে।

হাজ্জাজ ইব্ন আবূ উছমান সাওয়াফ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আলীয়া, হাসান ইব্ন আরাফাহ ও আবূ হাতিম অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসঊদ (রা), ইব্ন যুবায়ের, আলকামা সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, উরওয়াহ ইব্ন যুবায়র, মুজাহিদ, নাখঈ, আতা, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন, শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত হইলে, রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে অথবা হাত-পা ভাংগিয়া গেলেও উক্ত অনুমতি রহিয়াছে। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টের ওজর একই ধরনের।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বুখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাসূল (সা) জাবাগাতা বিন্ত যুবাইর ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের বাড়ি তাশরীফ নেন। তখন জাবাগাতা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্ব করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকি। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি হজ্বে চলিয়া যাও এবং এই শর্তের উপর নিয়াত কর যে, তোমার ইহরাম ভাংগার স্থান হইবে সেটিই, যেখানে তুমি রোগের কারণে থামিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়াই একদল আলিম বলেন, হজ্বের মধ্যে শর্ত করা জায়িয। ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস শাফেঈ (র) বলেন, যদি এই হাদীসটি সহীহ্ হইয়া থাকে তাহা হইলে এই

অভিমতটিও সঠিক। তবে ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য হাদীসের হাফিযগণ বলেন যে, এই হাদীসটি সহীহ্। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ অর্থাৎ যাহা সহজপ্রাপ্য তাহাই উৎসর্গ কর। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদের পিতা, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইমাম মালিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ অর্থাৎ বকরী (কুরবানী করা)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, উষ্ট্র-উষ্ট্রী, বলদ-গাভী, ছাগ-ছাগী এবং ভেড়া-ভেড়ী এই আট প্রকারের মধ্যে হইতে সাধ্যানুসারে কুরবানী করা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাবীব ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন ঃ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ অর্থ হইল বকরী (কুরবানী করা)! আতা, মুজাহিদ, তাউস, আবুল আলীয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন, আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম, শা'বী, নাখঈ, হাসান, কাতাদাহ, যিহাক, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) এবং অন্যান্য মুফাসসিরে অভিমতও এইরূপ। ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবও ইহাই।

হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, ইয়াহ্য়া ইব্‌ন সাঈদ, আবূ খালিদ আহমার, আবূ সাঈদ আশআজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন-সহজপ্রাপ্য হিসাবে উট-গরু ব্যতীত অন্য কিছু তো দেখিতেছি না। সালিম, কাসিম, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ও সাঈদ ইব্‌ন যুবায়রও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছিঃ হুদায়বিয়ার ঘটনাই সম্ভবত তাহাদের দলীল হইবে। কেননা, ঐ সময় ছাগ-ছাগী যবাই করা হইয়াছিল বলিয়া কোন সাহাবী থেকেই বর্ণিত হয় নাই, তাহারা শুধু গরু ও উটই কুরবানী করিয়াছিলেন। সহীহ্দ্বয়ে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন-(হুদায়বিয়ায়) আমাদিগকে একটা গরু বা উটে সাতজন করিয়া শরীক হইতে আদেশ করা হইয়াছিল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউসের পিতা, তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আপন সামর্থ্যানুযায়ী জন্তু যবেহ করিবে। অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন যে, যদি ধনী হয় তবে কুরবানী দিবে, ইহার চাইতে কম সামর্থ্যবান হইলে গরু দিবে এবং ইহার চাইতে কম সামর্থ্যবান হইলে ছাগল কুরবানী করিবে।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ অর্থাৎ স্বল্প মূল্যের জীব কুরবানী দিবে। জমহুরের বক্তব্যই তাহাদের দলীল অর্থাৎ ছাগ-ছাগী দেওয়াই যথেষ্ট। কেননা কুরআনের মধ্যে সহজলভ্যতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তবে জন্তুটি এমন হইতে হইবে যাহা যবেহ করিলে কুরবানী বলা যাইতে পারে। আর উহা হইল উট, গরু ও ছাগল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতৃব্য পুত্র মুফাসসিরে কুরআন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যও ইহার সমর্থনে রহিয়াছে। হযরত আয়েশা (র) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে

বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার ছাগল দ্বারা কুরবানী করিয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ (যে পর্যন্ত কুরবানীর জন্তু তাহার স্বস্থানে না পৌঁছে সেই পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করিও না) এই আয়াতাংশের সংযোগ হইল وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ -এর সংগে এবং فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ -এর সংগে নয়। অর্থাৎ ইব্ন জারীর যাহা ধারণা করিয়াছিলেন তাহা নয়। ইব্ন জারীর এইখানে ভুল করিয়াছেন। কেননা হুদায়বিয়ায় রাসূল (সা) ও তাঁহার সংগীগণকে যখন হারম শরীফে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করা হয়, তখন তাহারা সকলেই হারমের বাহিরেই মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কুরবানী করেন। কিন্তু নিরাপদাবস্থায় হারমে পৌঁছার পর মাথা মুণ্ডন জায়িয নাই। حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ অর্থাৎ যতক্ষণ না কুরবানীর প্রাণী যবেহ স্থানে পৌঁছিয়া যায় এবং হাজীগণ তাহাদের হজ্ব ও উমরার যাবতীয় কার্য হইতে অবকাশ লাভ করেন। অথবা ইফরাদ বা তামাত্তু হজ্বকারী যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের অন্যান্য যাবতীয় কাজ হইতে অবকাশ লাভ করিবে। যেমন হাফসাহ (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সকলে তো উমরার ইহরাম থেকে হালাল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আপনি যে এখনও হালাল হন নাই ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন-আমি আমার মাথা আঠাযুক্ত করিয়াছি এবং আমার কুরবানীর প্রাণীর গলায় চিহ্ন ঝুলাইয়া দিয়াছি। সুতরাং যে পর্যন্ত না উহা যবেহ করার স্থানে যায় সে পর্যন্ত আমি ইহরাম ভাংগিব না।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ অর্থাৎ 'কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় অথবা তাহার মস্তক ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে রোযা কিংবা সদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তাহার বিনিময় করিবে।'

আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কাল হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন ইস্পাহানী, শু'বা, আদম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কাল বলেন ঃ আমি একদা এই মসজিদে (অর্থাৎ কুফার মসজিদে) কা'ব ইব্ন আ'জরার পাশে বসিয়াছিলাম। তখন আমি তাহাকে রোযার ফিদিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূল (সা)-এর নিকট নিয়া যাওয়া হয়। তখন আমার মুখের উপর উকুন হাঁটিতেছিল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'তোমার অবস্থা যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাহা তো আমি ধারণাও করি নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন, তোমার একটি বকরী যবেহ করার সামর্থ্য আছে কি ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন,তবে তুমি মস্তক মুণ্ডন কর এবং তিনটি রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকিনকে অর্ধ সা' (প্রায় সোয়া ছটাক) করিয়া খাদ্য দান কর।' অতঃপর রাবী বলেন, এই (আলোচ্য) আয়াতটি আমাকে উপলক্ষ করিয়া নাযিল হইয়াছে। তবে ইহার নির্দেশ সাধারণভাবে প্রত্যেক ওযরগ্রস্তের জন্যই প্রযোজ্য।

কা'ব ইব্ন আজরাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ, আইয়ূব, ইসমাইল ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন আজরাহ বলেন ঃ একদা আমি

উনুনে পাতিল চড়াইয়া আগুন জ্বালাইতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট আগমন করেন। তখন তিনি আমাকে বলেন, ঐগুলি কি তোমাকে কষ্ট দেয় না ? আমি বলিলাম, হাঁ! অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, মাথা মুণ্ডাইয়া ফেল, তিনটি রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকিনকে খাওয়াও কিংবা একটি বকরী সদকা কর। আয়ূব বলেন, এই সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নাই।

কা'ব ইব্ন আজরাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ আবূ বাশার, হিশাম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন আজরাহ বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে হুদায়বিয়ায় ছিলাম। আমরা ইহরামের অবস্থায় ছিলাম। অথচ মুশরিকরা আমাদের মক্কায় প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছিল। তখন আমার মাথায় বড় বড় চুল ছিল ও তাহাতে অত্যধিক উকুন হওয়াতে উহা আমার মুখের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিত। এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পার্শ্ব দিয়া গমন করেন এবং আমার এই অবস্থা দেখিয়া বলেন, তোমাকে কি উকুনে কষ্ট দিতেছে না ? অতঃপর তিনি আমাকে মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলিতে বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِّنْ رَاْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ অর্থাৎ কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় অথবা তাহার মস্তক ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে রোযা অথবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদিয়া আদায় করিবে।

আবূ বাশার (র) ওরফে জা'ফর ইব্ন ইয়াস হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও উছমান এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিকাম ও শু'বা এবং কা'ব ইব্ন আজরাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, দাউদ ও শু'বাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য আর একটি সূত্রে কা'ব ইব্ন আজরাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ, হামীদ ইব্ন কয়েস ও ইমাম মালিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্বাস ইব্ন সালেহ ও সাইদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন কা'ব ইব্ন আজরাহ্ বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী কা'ব ইব্ন আজরাহ্ হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বকরী যবেহ করিয়াছিলেন। ইব্ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উমর ইব্ন কায়েসের হাদীসেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে হাদীসটির বর্ণনা সূত্র খুবই যঈফ। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আতা বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নুসুক হইল বকরী কুরবানী করা আর রোযা হইল তিনটি এবং এক ফারক পরিমাণ খাদ্য ছয় ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। আলী, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, আতা, সুদ্দী ও রবী ইব্ন আনাসও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কা'ব ইব্ন আজরাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ, আবদুল করীম ইব্ন মালিক জারী, মালিক ইব্ন আনাস, আবদুল্লাহ ইব্ন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন আজরাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে তাহার মাথার উকুনগুলি অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে তাহার মাথা মুড়াইয়া ফেলিতে আদেশ করেন এবং বলেন যে, তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকীন ব্যক্তির প্রত্যেককে দুই মুদ্দ বা এক সের করিয়া খাদ্য দান কর অথবা একটি বকরী যবেহ কর। আর ইহা হইল উহার বিনিময় স্বরূপ।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও লাইছ ইব্‌ন আবী সালীম বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যে স্থানে أَوْ (আও) শব্দ দিয়া একাধিক পন্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার বা স্বাধীনতা থাকে। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেনঃ মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, তাউস, হাসান, হামিদ আ'রাজ, ইব্‌রাহীম নাখঈ এবং যিহাক হইতেও এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইমাম চতুষ্টয় এবং সাধারণ আলিমগণের মাযহাবও ইহা। এই স্থানে ইহার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে যে, হয় রোযা রাখিবে, না হয় এক ফরক পরিমাণ সদকা করিবে। আর এক ফরক হইল তিন সা'। তাই ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে আধা সা' করিয়া সদকা করিবে। আর ইহা হইল দুই 'মুদ্দ' বা একসের পরিমাণ। অথবা একটি বকরী যবেহ করিবে এবং উহা দরিদ্রদের মধ্যে সাদকা করিয়া দিবে। ইহাই হইল উহার বিনিময় স্বরূপ। কুরআনের মাধ্যমেই এই বিষয়ে ইচ্ছা বা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে আর ইচ্ছা বা স্বাধীনতা মানে সহজসাধ্যতা । অতএব ইহা হইল রোযা রাখা, সাদকা দেওয়া বা যবেহ করার যে কোন একটিকে গ্রহণ করা। অবশ্য কা'ব ইব্‌ন আজরাহ্‌কে রাসূল (সা) যখন বলিয়াছিলেন, তখন তিনি উত্তমকে রাখিয়া এইভাবে বলিয়াছিলেন যে, বকরী যবেহ কর অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য দান কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ। তবে ছোট হইলেও প্রত্যেকটি সৎ কাজই নিজ স্থানে আপন মহিমায় মহিমান্বিত। সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্যে।

আ'মাশ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ, আবূ কুরায়েব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ বলেন ঃ ইব্‌রাহীম সাঈদ ইব্‌ন যুবায়রকে আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহা দ্বারা খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাই যদি তাহার কাছে খাদ্য থাকে তবে উহা বিক্রি করিয়া একটি ছাগল ক্রয় করিবে। নতুবা রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ছাগলের মূল্য নির্ণয় করিয়া নিবে এবং তাহা দিয়া খাদ্য খরিদ করিবে। অতঃপর তাহা সাদকা করিয়া দিবে। অথবা অর্ধ সা'-এর পরিবর্তে একটা করিয়া রোযা রাখিবে।

হাসান (রা) হতে ধারাবাহিকভাবে আশ'আছ, মাআজ, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাআজ, ইব্‌ন আবী ইমরান ও ইবন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যদি কোন লোকের মাথায় রোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে সে মাথা মুড়াইয়া ফেলিবে। অতঃপর নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি দ্বারা ফিদিয়া আদায় করিবে।

১। দশ দিন রোযা রাখিবে। ২। অথবা দশজন মিসকীনকে দুই মাকুক পরিমাণ খাদ্য সাদকা দিবে। অর্থাৎ এক মাকুক খেজুর এবং এক মাকুক গম। ৩। অথবা একটি বকরী কুরবানী করিবে। ইকরামা ও হাসান হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলেন ঃ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল দশজন মিসকীন খাওয়ানো।

তবে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, আলকামা, হাসান বসরী ও ইকরামা হইতে উদ্ধৃত বর্ণনা দুইটি গরীব পর্যায়ের এবং ইহার সত্যতার ব্যাপারেও সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা কা'ব ইব্‌ন আজরাহ

হইতে মারফূ' হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার জন্য ছয়টি নয়, তিনটি রোযা রাখিতে হইবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াইতে হইবে অথবা বকরী যবেহ করিতে হইবে। অবশ্য ইহার যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রহিয়াছে। কুরআনের ভাষ্য দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। এই বিধান ইহরামের অবস্থায় শিকারীর জন্য প্রযোজ্য। কুরআনেও তাহা বলা হইয়াছে এবং ফকীহগণের ইহার উপর ইজমা হইয়াছে। তবে উপরোক্ত মতের উপর কতিপয় ফকীহ একমত নহেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাউস হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, তাউস বলেনঃ কুরবানী ও সাদকাহ মক্কাতেই করিতে হইবে। তবে রোযা যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখিতে পারিবে। মুজাহিদ, আতা ও হাসান বসরীও এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হিশাম বলেন, আমাকে আতা হইতে হাজ্জাহ ও আবদুল মালিক প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা বলিয়াছেন, কুরবানী মক্কাতেই করিতে হইবে। আর খানা খাওয়ানো অথবা রোযা রাখা যে কোন স্থানেই চলিবে। ইব্ন জাফরের (র) গোলাম আবূ আসমা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন খালিদ, ইয়াকূব, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ ও হাশিম বর্ণনা করেন যে, আবূ আসমা বলেন ঃ একবার হযরত উসমান ইব্ন আফফান (র) হজ্জে বাহির হন। তাহার সঙ্গে ছিলেন হযরত আলী (রা) ও হযরত হুসাইন (রা)। আবূ আসমা বলেন, আমি ছিলাম ইব্ন জাফরের সঙ্গে। আমরা পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিতে পাই। তাহার উষ্ট্রীটি তাহার শিয়রে বাঁধা ছিল। আবূ আসমা বলেন, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলাম, হে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি! তিনি ঘুম হইতে উঠিলে দেখিলাম যে, তিনি আলীর পুত্র হুসাইন। অতঃপর তাহাকে ইব্ন জাফর সঙ্গী করেন। অবশেষে আমরা 'সাকীয়া' নামক স্থানে পৌঁছি। পরে আলী (রা) এবং তাঁহার সাথে আসমা বিনতে উমায়েসও আমাদের সহিত মিলিত হন। তথায় হুসাইন (রা) অসুস্থ হইয়া পড়িলে আমরা সেখানে বিশ দিন অবস্থান করি। আবূ আসমা বলেন, একদিন আলী (রা) হুসাইন (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার স্বাস্থ্য এখন কেমন ? তখন হুসাইন (রা) হাত দ্বারা তাঁহার মাথায় প্রতি ইঙ্গিত করেন। হযরত আলী (রা) তাহাকে মাথা মুণ্ডাইতে বলেন। ইহার পর উষ্ট্রী যবেহ করেন।

এখানে যদি তাঁহার এই উট কুরবানী ইহরাম ভাংগিয়া হালাল হওয়ার জন্য হইয়া থাকে তবে তাহা ভাল কথা। আর যদি ইহা ফিদিয়ার জন্য হইয়া থাকে তবে ইহা স্পষ্ট কথা যে, এই কুরবানী মক্কার বাহিরে হইয়াছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ 'অতঃপর তোমরা যখন শান্তিতে থাক, তখন যে ব্যক্তি হজ্জের সহিত উমরার ফল ভোগ কামনা করে, তখন যাহা সহজপ্রাপ্য তাহাই উৎসর্গ করিবে।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জে তামাত্তু করিবে, তাহারও কুরবানী করিতে হইবে। সে হজ্জ ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধিয়া থাকুক অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া উহার কার্যাবলী সম্পন্ন করার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধুক। ফকীহগণের নিকট ইহা বিশেষ তামাত্তু বলিয়া পরিচিত। আর তামাত্তুয়ে আম বা সাধারণ তামাত্তু বলিতে উভয়টিকে বুঝায়। কোন কোন হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তামাত্তু করিয়াছিলেন। তবে অন্য রিওয়ায়েতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি হজ্জে কিরান

করিয়াছিলেন। তাই বুঝা যায় যে, তামাত্তুয়ে আম উভয়টিকেই বুঝায়। কারণ তাঁহার নিকট কুরবানীর জন্তু ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ। অর্থাৎ জন্তুর মধ্যে যেইটির সামর্থ্য থাকে তাহা কুরবানী করা। আর ইহার নিম্নতম পর্যায় হইল বকরী কুরবানী করা। তবে গরু কুরবানী করাই ভাল। কেননা নবী (সা) তাঁহার পত্নীদের পক্ষ হইতে গরু কুরবানী দিয়াছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর ও আওযাঈ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার পত্নীদের পক্ষ হইতে গরু কুরবানী করিয়াছিলেন। আর সেই হজ্ব ছিল তামাত্তু। ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়াহ। তামাত্তু শরীআতসম্মত হওয়ার ইহাই দলীল। যেমন ইমরান ইব্‌ন হাসান (র) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ 'কুরআনে তামাত্তুর আয়াত সন্নিবেশিত হইয়াছে আর আমরা হুযুরের (সা) সংগে হজ্বে তামাত্তু করিয়াছি। অবশ্যই পরবর্তীতে ইহা হারাম করার কোন আয়াত নাযিল হয় নাই এবং হুযুর (সা) নিজেও ইহা করিতে নিষেধ করেন নাই। এই অবস্থায়ই হুযুরের (সা) ইন্তিকাল হইয়া যায়। অথথ লোকগণ নিজেদের মতানুসারে ইহা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেক কিছু বলিতেছে।' বুখারী (র) বলেন, এই ইঙ্গিতবহ কথা কয়টি হযরত উমর (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। মুহাদ্দিসগণের মতে ইমাম বুখারীর এই অভিমত সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কেননা হযরত উমর (রা) জনগণকে হজ্বে তামাত্তু করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন, আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কিতাবকে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে উহার মধ্যেই হজ্ব ও উমরাকে পৃথক পৃথকভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ রহিয়াছে। যথা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা হজ্ব ও উমরাকে আল্লাহর জন্যে পূর্ণ কর।' তবে এই কথাও সত্য যে, হযরত উমর (রা)-এর এই বাধা দান করা হারাম হিসাবে ছিল না। বরং তিনি এইজন্য নিষেধ করিতেন যে, যেন মানুষ বেশি করিয়া হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করিতে আসে। বস্তুত ইহাই ছিল তাঁহার নিষেধ করার মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَهِ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ অর্থাৎ তবে কেহ যদি তাহা না পায়, তবে হজ্বের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হও তখন সাত দিন, এই পূর্ণ দশদিন রোযা রাখিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরবানী করিতে অক্ষম থাকিবে, সে হজ্বের সময় তিনটি রোযা রাখিবে। অর্থাৎ হজ্বের দিনগুলির মধ্যে।

আলিমগণ বলেনঃ এই রোযাগুলি দশ তারিখের আরাফার দিনের পূর্বে রাখাই উত্তম। আতা (র)-ও ইহা বলিয়াছেন অথবা ইহরাম বাঁধার পরেই এই রোযাগুলি রাখিবে। ইহা বলিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ। কেননা আয়াতে فِى الْحَجِّ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ হজ্বের মধ্যে। আবার কেহ কেহ এই রোযাগুলি শাওয়ালের প্রথম দিকেও রাখা জায়িয বলিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন তাউস, মুজাহিদ, প্রমুখ ব্যক্তি। শা'বী বলেন, এই রোযাগুলি আরাফার দিন এবং তাহার পূর্বের দুই দিন মিলাইয়াও রাখা জায়িয। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, সুদ্দী, আতা, তাউস,

হিকাম, হাসান, হাম্মাদ, ইব্‌রাহীম, আবূ জাফর বাকের, রবী' ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তোমরা যদি কুরবানীর জন্তু সংগ্রহ করিতে অপারগ থাক, তাহা হইলে আরাফার দিনের পূর্বে তিনটি রোযা রাখিবে। যদি তৃতীয় রোযাটি আরাফার দিনে উপস্থিত হইয়া যায় তবে উহা স্থগিত রাখিবে। সাতটি বাড়ি ফিরিয়া পূর্ণ করিবে। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাররাহ ও আবূ ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, 'তারবিয়ার' দিনের পূর্বে একটি রোযা রাখিবে। আর 'তারবিয়াহ' বলা হয় আরাফার দিনকে। আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ও জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, যদি কেহ এই রোযাগুলি কুরবানীর পূর্বে না রাখে অথবা যদি কিছু কুরবানীর পূর্বে রাখে এবং কিছু বাকি থাকিয়া যায়, তবে কি বাকি রোযাগুলি কুরবানীর দিনগুলিতে রাখা জায়িয হইবে ? এই ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ইমাম শাফেঈর পূর্বের মত হইল যে, ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা জায়িয। সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন উমর (রা) ও আয়েশা (রা) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, কুরবানীর দিনগুলিতে একমাত্র সেই ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করিবে না, যাহার কুরবানীর জন্তু নাই। আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী ও মালিক এবং ইব্‌ন উমর (রা) হইতে সালিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্যক্তিদ্বয় হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেনঃ যে ব্যক্তি হজ্বের দিনগুলিতে ঐ তিনটি রোযা ছাড়িয়া দিবে সে উহা ঈদের দিনগুলিতে পালন করিবে। এইভাবে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, হাসান বসরী ও ইকরামা প্রমুখ হইতে উবাইদ ইব্‌ন উমাইর ও লাইছ বর্ণনা করেন যে, তাহারা বলিয়াছিলেন فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ। আয়াতাংশ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ হজ্বের দিনগুলির মধ্যে কুরবানীর দিনগুলিও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ইমাম শাফেঈর নতুন অভিমত হইল যে, কুরবানীর দিনগুলিতে রোযা রাখা জায়িয নহে। মুসলিম শরীফে কুতায়বাতুল হায্‌লী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কুরবানীর দিনগুলি হইল খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তা'আলার যিকির করার দিন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ অর্থাৎ হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সাতটি রোযা রাখিবে। এই ব্যাপারেও দুইটি মত রহিয়াছে। একটি হইল যখন তাহারা স্বীয় সওয়ারীর দিকে চলিবে। তাই মুজাহিদ (র) বলেন, তবে ইচ্ছা করিলে বাড়ি ফিরিবার সময় পথেও এই রোযাগুলি রাখিতে পারিবে। আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহও (র) ইহা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় মত হইল এই, যখন নিজ আবাসস্থলে পৌঁছিয়া যাইবে। সালিম (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ছাওরী (র) বর্ণনা করেন যে, সালিম (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমরের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন যে, যখন (হজ্ব থেকে) পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আবূ আলীয়া, মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ, যুহরী ও রবী' ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইহার উপর ইমামগণেরও ঐকমত্য রহিয়াছে।

ইব্ন উমর (রা) হইতে এক দীর্ঘ হাদীসে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন শিহাব, আকীল, লাইছ, ইয়াহয়া ইব্ন বুকাইর ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বিদায় হজ্জে 'তামাত্তু' করিয়াছিলেন। কুরবানীর জন্তু তাঁহার সাথে ছিল এবং 'জুলহুলায়ফায়' উহা কুরবানী করেন। তিনি প্রথমে উমরা ও পরে হজ্ব করেন এবং লোকজনও তাঁহার সাথে সাথে হজ্জে তামাত্তু করেন। অনেকে সঙ্গে করিয়া কুরবানীর জন্তু নিয়াছিলেন এবং উহা কুরবানী দেন। কিন্তু কয়েকজন সাথে করিয়া কুরবানীর জন্তু নিয়াছিলেন না। অতঃপর রাসূল (সা) মক্কায় পৌঁছিয়া ঘোষণা করেন যে, যাহাদের নিকট কুরবানীর জন্তু রহিয়াছে, তাহারা হজ্ব শেষ না করা পর্যন্ত ইহরামের অবস্থায়ই থাকিবে। আর যাহাদের নিকট কুরবানীর জন্তু নাই, তাহারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়া সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াইবার পর ইহরাম ভাংগিবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলিবে অথবা ছাটিয়া ফেলিবে। তারপর হজ্বের ইহরাম বাঁধিবে। আর যাহারা কুরবানী দিতে অক্ষম থাকিবে, তাহারা হজ্বের মধ্যে তিনটি রোযা রাখিবে এবং সাতটি রোযা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়া যাইয়া রাখিবে। এইভাবে তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ও যুহরীও সালিমের পিতা হইতে সালিমের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন। যুহরী হইতে ঊর্ধ্বতন সনদে সহীহদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

পরিশেষে বলা হইয়াছে ঃ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ অর্থাৎ এই পূর্ণ দশ দিন। কেহ কেহ বলেন, (কুরআনের) এই বাক্যাংশটি কেবল তাকিদের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন আরবগণ বলেন, رَئَيْتُ بِعَيْنِىْ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, سَمِعْتُ بِاُذُنِىْ আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, كَتَبْتُ بِيَدِىْ আমি স্বহস্তে লিখিয়াছি ইত্যাদি।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَلاَ طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ না কোন পাখী যাহা তাহার দুই পাখার সাহায্যে উড়িয়া থাকে। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ তুমি তোমার ডান হাত দ্বারা লিখিও না। অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, وَوَعَدْنَا مُوْسٰى ثَلاَثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍفَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً অর্থাৎ আমি মূসার (আ) সাথে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করিয়াছি এবং আরো দশ দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়াছি। অতঃপর তাহার প্রভুর নির্দিষ্ট চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হইল।

কেহ কেহ বলিয়াছেন كَامِلَةٌ অর্থ হইল পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণকরণ। ইব্ন জারীর এই অর্থ পসন্দ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, كَامِلَةٌ অর্থ হইল কুরবানীর সম্পূরক কোন বিষয়। হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবাদ ইব্ন রশিদ ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহা হইল কুরবানীর পরিবর্তে করণীয় বিষয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذَالِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। অর্থাৎ এই নির্দেশ সেই সকল লোকদের জন্য, যাহাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামে অবস্থানকারী নয়। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ শরী'আতের ব্যাখ্যাতাগণ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ইখতিলাফ করিয়াছেন। অবশ্য পরে ইজমা হইয়াছে যে, হারমবাসীরা তামাত্তু করিতে পারিবে না। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই নির্দেশ হারমবাসীদের জন্যই নির্দিষ্ট, অন্যরা ইহার মধ্যে গণ্য নয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ছাওরী, আবদুর রাহমান ও ইব্‌ন বাশার বর্ণনা করেন যে, আব্বাস (রা) বলেন, উহারা হইল মক্কাবাসী। এইভাবে ছাওরী (র) হইতে ইব্‌ন মুবারকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কাতাদাহসহ একটি দল বলেন, আমাদেরকে বলা হইয়াছে যে, একদা ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন-হে মক্কাবাসীরা! তোমাদের জন্য তামাত্তু নহে। ইহা বিদেশীদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে এবং তোমাদের জন্য অবৈধ করা হইয়াছে। কেননা তোমাদেরকে মক্কায় পৌঁছিতে অল্প হাটিতে হয়। অথবা তিনি ইহা বলেন, তোমাদের এবং হারমের মধ্যে মাত্র একটি গ্রামই পার্থক্য। তাই অল্পদূর গিয়াই তোমরা ইহরাম বাঁধিয়া থাক।

তাউস (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক (র) বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ তামাত্তু অন্যদের জন্য, মক্কাবাসীদের জন্য নহে। অর্থাৎ যে মক্কাবাসী নয় সে তামাত্তু করিতে পারিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন-'এই নির্দেশ তাহাদের জন্যে, যাহাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারমের বাসিন্দা নহে।'

আবদুর রাযযাক (র) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাসের সূত্রেও আমি তাউসের অনুরূপ রিওয়ায়েত জানিতে পারিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, উহা হইল হারমবাসী এবং যাহারা মীকাতসমূহের মধ্যে বসবাস করে। আতা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন, যাহারা মীকাতসমূহের কাছাকাছির অধিবাসী হইবে, তাহারাও মক্কাবাসীদের অনুরূপ তামাত্তু করিতে পারিবে না।

মাকহুল (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক বলেন যে, ذَالِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মকহুল (র) বলেন ঃ যাহারা মীকাতের নিকটবর্তী অধিবাসী হইবে, তাহাদের জন্য তামাত্তু জায়িয নহে।

আতা (র) হইতে ইব্‌ন জারীজ বলেন ঃ এই নির্দেশ তাহাদের জন্য, যাহাদের পরিবার পরিজন মসজিদে হারামে অবস্থানকারী না হয়। তাই আরাফা, মুযদালিফা, উরনাহ ও রজী'র অধিবাসীরাও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যুহরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ যাহারা মক্কা হইতে একদিনের পথ দূরে থাকিবে অথবা ইহার চাইতেও কম দূরের হইবে, তাহারা হজ্বে তামাত্তু করিতে পারিবে। যুহরী (র) হইতে অন্য একটি রিওয়ায়েতে

বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা হইতে এক কি দুই দিন পথের দূরের অধিবাসী হইলে সে তামাত্তু করিতে পারিবে।

এই ব্যাপারে ইব্ন জারীর ইমাম শাফেঈর (র) মায্হাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার মত হইল এই যে, হারমের অধিবাসী অথবা মক্কা হইতে যাহারা এতটুকু দূরে রহিয়াছে যেখানে গেলে তাহাদের জন্য কসর জায়িয হয় না তাহাদের সকলের জন্য এই নির্দেশ। কেননা তাহাদিগকে মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইহার বাহিরে যে স্থানে মক্কাবাসীরা গেলে মুসাফির হইবে, সেখানের অধিবাসীদের জন্য তামাত্তু করা জায়িয হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় কর।' অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশাবলী মানিয়া চল এবং নিষেধাবলী পরিহার কর।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ জানিয়া রাখ যে, তিনি তাঁহার অবাধ্যদিগকে কঠিন শাস্তি দিয়া থাকেন।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁহার নির্দেশ অমান্য করে এবং তিনি যে সকল নিষেধের ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছেন সেইগুলিকে অনুসরণ করে।

(١٩٧) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ؗ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ ○

**১৯৭. "হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট মাস রহিয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি উহাতে হজ্ব অপরিহার্য করিল, তাহার জন্য ইহরাম অবস্থায় নারী গমন, পাপ কার্য ও ঝগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ। আর তোমরা যে সকল ভাল কাজ কর, তিনি তাহা জানেন। এবং পাথেয় সংগ্রহ কর, নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় তাকওয়া। হে জ্ঞানীবৃন্দ! আমাকেই শুধু ভয় কর।"**

তাফসীর ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আরবীবিদগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 'হজ্ব হইল ঐ মাসগুলিতে, যাহা বিদিত ও নির্দিষ্ট। সুতরাং ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, হজ্বের মাসগুলিতে ইহরাম বাঁধা অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধা অপেক্ষা উত্তম এবং বেশি পূর্ণতাপ্রদানকারী। তবে অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধিলে তাহাও শুদ্ধ হইবে।'

ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ, ইমাম ইব্রাহীম নাখঈ, ইমাম ছাওরী ও ইমাম লাইছ ইব্ন সা'আদ (র) বলেন যে, বছরের যেকোন মাসে ইহরাম বাঁধা যাইতে পারে। তাহাদের দলীল হইল এই আয়াতটি يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ হে নবী! তাহারা আপনাকে নব চন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, এইগুলি হইতেছে মানুষের উপকারার্থে এবং হজ্বের জন্য সময় নিরূপক।' যেহেতু কুরআনে হজ্ব এবং উমরা উভয়টিকেই نُسُكٌ বলা হইয়াছে আর উমরার ইহরাম প্রত্যেক মাসেই বাঁধা যায়, তাই হজ্বের ইহরামও প্রত্যেক মাসে বাঁধা যাইবে।

অন্যদিকে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ হজ্বের ইহ্‌রাম হজ্বের মাসগুলিতেই বাঁধিতে হইবে। অন্য মাসে হজ্বের ইহরাম বাঁধিলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাসগুলির পূর্বে বা পরে ইহরাম বাঁধিলে উহা কার্যকরী হইবে না; বরং বাতিল হইয়া যাইবে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, অন্যান্য মাসে উমরার ইহরাম বাঁধা যাইবে কি ? ইহার জবাবে তাহার দুইটি উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম উক্তি হইল, হজ্বের মাসসমূহ ব্যতীত ইহরাম শুদ্ধ নয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও জাবির (রা) হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদের হইতেই আতা, তাউস, মুজাহিদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের দলীল হইল, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ। অর্থাৎ হজ্বের মাসসমূহ নির্দিষ্ট অর্থাৎ এই আয়াতাংশের উহ্য বিষয়টি নির্দিষ্ট । আরবী ব্যাকরণবিদগণের অভিমত তাই। অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলি নির্দিষ্ট। সমগ্র বছরের মাসগুলি হইতে এই মাসগুলিকে নির্বাচিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে, হজ্বের মাসগুলির পূর্বে ইহরাম বাঁধিলে উহা জায়িয হইবে না। কারণ, নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কেহ নামায পড়িলে উহা আদায় হয় না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, উমর ইব্‌ন আতা, ইব্‌ন জারীজ, মুসলিম ইব্‌ন খালিদ ও ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির হজ্বের মাসগুলি ব্যতীত অন্য মাসে ইহরাম বাঁধা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন- اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ। অর্থাৎ হজ্বের মাসসমূহ নির্দিষ্ট।

ইব্‌ন জারীজ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আ'ওয়ার, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন মালিক সাওসী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হামিক ইব্‌ন উতায়বা এবং হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত (র) হইতে দুইটি সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হজ্বের মাসগুলি ব্যতীত হজ্বের ইহরাম না বাঁধাটাই সুন্নাত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হাকাম, শু'বা, আবূ কালিদ আহমার, আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন খুযাইমাহ স্বীয় সহীহ্ হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হজ্বের মাসসমূহ ব্যতীত হজ্বের ইহরাম বাঁধিবে না। কেননা হজ্বের সুন্নাত হইতেছে হজ্বের মাসসমূহে ইহরাম বাঁধা। ইহার সনদ সহীহ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা সাহাবীদের সুন্নত। তবে ইহাও পরস্পর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় গ্রহণীয় বলিয়া অধিকাংশের ধারণা। কেননা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত এই রিওয়ায়েতটি কোন দিক দিয়াই দুর্বল নয়। ইহা যদি তাহার নিজস্ব অভিমতও হইয়া থাকে, তাহা হইলেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন কারণ নাই। কারণ, তিনি ছিলেন সর্বসম্মতভাবেই স্বীকৃত মুফাস্‌সিরে কুরআন বা কুরআনের ভাষ্যকার। উল্লেখ্য যে, অন্যসূত্রে এই সম্পর্কীয় মারফূ হাদীসেও উহা বর্ণিত হইয়াছে। নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, আবূ যুবায়ের, সুফিয়ান, আবূ হুযায়ফা, হাসান ইব্‌ন মুছান্না, নাফে, আবদুল বাকী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ কাহারো হজ্বের মাসসমূহ ব্যতীত অন্য মাসে হজ্বের ইহরাম বাঁধা উচিত নয়। ইহার সনদসমূহ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত। আবূ যুবায়র (র) হইতে ইব্‌ন

জারীজের সূত্রে বায়হাকী ও শাফেঈ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যুবাইর (র) বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) জিজ্ঞাসিত হন যে, হজ্বের মাসগুলির পূর্বে ইহরাম বাঁধা যায় কি? তিনি উত্তরে বলেন, না। হাদীসটি মাওকুফ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে মারফূ সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

এখন অবশিষ্ট থাকে সাহাবীদের মাযহাব নির্ধারণ। তবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, হজ্বের মাসসমূহ ব্যতীত অন্য মাসে ইহরাম না বাঁধাই হইল সুন্নত। আল্লাহ তা'আলা বলেন اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ অর্থাৎ হজ্বের মাসসমূহ নির্দিষ্ট। বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ উহা হইল শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহজ্বের দশদিন। এই উক্তিটি ইব্‌ন জারীর (র) হইতে পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার, ওরাকা, আবূ নাঈম ও আহমদ ইব্‌ন হাজিম ইব্‌ন আবূ জাগারাহ বর্ণনা করেন যে, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, উহা শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহজ্বের দশদিন। ইহার বর্ণনাসূত্রটি সহীহ। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, উবায়দুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর, হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আফফান ও আসিম হইতে হাকাম তাহার মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বুখারী ও মুসলিমের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা) হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা), আতা, তাউস, মুজাহিদ, ইব্‌রাহীম নাখঈ, ইব্‌ন সিরীন, মাকহুল, কাতাদাহ, যিহাক ইব্‌ন মাযাহিম, রবী ইব্‌ন আনাস ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) প্রমুখ হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে। আর ইমাম শাফেঈ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম আবূ ছুর (র) প্রমুখের মাযহাবও ইহাই। ইব্‌ন জারীরও ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, اَشْهُرٌ শব্দটি বহুবচন হইলেও ইহার ব্যবহার দুই মাস বা তৃতীয় মাসের কিয়দংশের উপর হইতে পারে। যেমন আরবী ভাষাভাষীরা বলেন, رايته العام - رايته اليوم অর্থাৎ আমি এক বছর বা একদিন তাহাকে দেখিয়াছি। অবশ্য তাহাকে সারা বৎসর ধরিয়া বা সারাদিন ধরিয়া দেখা হয় নাই। বস্তুত, দেখার সময় অল্পই হইয়া থাকে। কিন্তু বলার সময় এইভাবেই বলা হইয়া থাকে। তাই এখানেও তৃতীয় মাস এই নিয়মে উল্লেখ করা হইয়াছে। কুরআনেও বলা হইয়াছে, যে فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করিয়া দুই দিনে সম্পন্ন করে তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। অথচ সেই তাড়াহুড়া দেড় দিনের হইয়া থাকে। কিন্তু দিন গণনায় পূর্ণ দুই দিনই ধরা হইয়াছে। অবশ্য ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) ও ইমাম শাফেঈর (র) পূর্বের অভিমত ছিল যে, উহা শাওয়াল, জিলকাদ ও পূর্ণ জিলহাজ্জ মাস। ইব্‌ন উমর (র) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাজির, শরীফ, আবূ আহমদ, আহমদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, (উহা হইল) শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ।

ইব্‌ন জারীজ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেন যে, ইব্‌ন জারীজ (র) বলেন ঃ

আমি নাফেকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম যে, আপনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে হজ্বের মাসসমূহের ব্যাপারে কিছু শুনিয়াছেন কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহাজ্জকে হজ্বের মাস বলিতেন। ইব্‌ন শিহাব, আতা ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহও এইরূপ বলিয়াছেন। ইব্‌ন জারীজ (র) হইতে ইহার ঊর্ধ্বতন সনদও সহীহ। তাউস, মুজাহিদ, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, রবী ইব্‌ন আনাস এবং কাতাদাহও এইরূপ বলিয়াছেন। অবশ্য এই বিষয়ে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হাদীসটি দুর্বল বলিয়া গণ্য। কেননা হাদীসটি হাফিয ইব্‌ন মারদুবিয়া (রা) হাসীন ইব্‌ন মাখারিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর হাসীন ইব্‌নে মাখারিকের উপর কৃত্রিম হাদীস বর্ণনা করার অপবাদ রহিয়াছে। আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাওশাব ইব্‌ন শাহর (রা) ও ইউসুফ ইব্‌ন উবাইদ বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٍ شَوَّالُ ذُوْالْقَعْدَةِ وَذُوْالْحَجَّةِ। অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলির নির্দিষ্ট ও সুবিদিত আর উহা হইলে শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ। এই হাদীসটি মারফূ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মূলত ইহা মারফূ নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

**ফায়েদা ঃ** ইমাম মালিকের (র) মাযহাব হইল যে, (হজ্ব হইল) জিলহাজ্ব মাসের শেষ পর্যন্ত। কেননা উহা কেবল হজ্বের জন্যেই নির্দিষ্ট। আর জিলহাজ্জের বাকি কয়দিনের মধ্যে উমরা করাও মাকরূহ। যদিও কুরবানীর রাতের পরে আর হজ্ব শুদ্ধ নয়।

তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস ইব্‌ন মুসলিম, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, আহমদ ইব্‌ন সুনান ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বর্ণনা করেন, যে তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) বলেন ঃ আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, হজ্বের মাসগুলি নির্দিষ্ট। আর ইহার মধ্যে কোন উমরা নাই। ইহার সনদ বিশুদ্ধ। ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন ঃ শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ হইল হজ্বের মাস। এই মাসগুলি উমরার জন্য নয়। ইহা কেবল হজ্বের জন্যই নির্দিষ্ট আর হজ্ব পর্ব মিনার দিন অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই শেষ হইয়া যায়। মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (রা) বলেন ঃ এমন কোন আলিম নাই, যিনি হজ্বের মাসগুলি ব্যতীত অন্য মাসে উমরা করাকে এই মাসগুলির মধ্যে উমরা করা অপেক্ষা উত্তম মনে করিতে দ্বিধা করিয়া থাকেন। ইব্‌ন আউন (র) বলেন ঃ আমি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদকে হজ্বের মাসগুলিতে উমরা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, মুসলিম মনীষীগণ ইহাকে যথাযথ হজ্ব বলিয়া মনে করিতেন না।

আমি ইব্‌ন কাছির বলিতেছিঃ হযরত উমর (রা) ও হযরত উছমান (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা হজ্বের মাসগুলি ছাড়া অন্য মাসে উমরা করাকেই পসন্দ করিতেন এবং হজ্বের মাসগুলিতে উমরা করিতে নিষেধ করিতেন। আল্লাহই ভাল জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে

হজ্বের সংকল্প করে অর্থাৎ হজ্বের ইহরাম বাঁধে। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধিয়া তা পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সবাই এই ব্যাপারে একমত যে, এই স্থলে ফরয বলার উদ্দেশ্য হইতেছে ওয়াজিব প্রমাণ ও গুরুত্বারোপ করণ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ আয়াতাংশ দ্বারা হজ্ব অথবা উমরার ইহরাম বন্ধনকারীদেরকে বুঝান হইয়াছে। আতা (র) বলেন ঃ এখানে فَرَضَ (ফরয) এর অর্থ হইল ইহরাম। ইব্রাহীম (র) ও যিহাক (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর ইব্ন আতা, ও ইব্ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ এর মর্মার্থ হইল ইহরাম বাঁধিয়া লাব্বাইক পাঠ করার পর কোন স্থানে থামিয়া না যাওয়া।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ, হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত ইব্ন যুবায়র, হযরত মুজাহিদ, হযরত আতা, হযরত ইব্রাহীম নাখঈ, হযরত ইকরামা, হযরত যিহাক, হযরত কাতাদাহ, হযরত সুফিয়ান ছাওরী, হযরত যুহরী ও হযরত মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে। তাউস ও কাসিম বলেন ঃ এখানে 'ফরয' এর অর্থ হইল 'তালবিয়াহ' পাঠ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَا رَفَثَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্ব অথবা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিবে, সে স্ত্রী সহবাস হইতে বিরত থাকিবে। অর্থাৎ তখন স্ত্রী গমন না করা। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ অর্থাৎ রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী গমন হালাল করা হইয়াছে।

এইভাবে ইহরাম বাঁধিয়া চুম্বন করা এবং যৌন মিলনে উদ্বুদ্ধকারী যে কোন কাজও হারাম। স্ত্রীদের সঙ্গে প্রেমালাপ করাও হারাম। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, ইউনুস ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ الرَّفَثُ হইল স্ত্রী মিলন ঘটা। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরে পরস্পরের বোধগম্য করিয়া যৌনমূলক কোন কথা বলাও রাফাছের অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাখার (র) ও ইব্ন ওহাব (র) ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আলীয়া বিয়াহী, রিজাল, কাতাদাহ, শুবা, মুহাম্মদ ইব্ন জাফর, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) যৌনমূলক একটি পংক্তি আবৃত্তি করিতেছিলেন। অথচ তখন তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। পংক্তিটি এই ঃ

وهن يمشين بنا هميسا. ان تصدق الطير ننسك لميسا

আবূ আলীয়া বলেন, তখনই আমি তাহাকে বলিলাম-আপনি 'রাফাছ'মূলক কথা বলিতেছেন, অথচ আপনি ইহরামের অবস্থায় আছেন। উত্তরে তিনি বলেন-স্ত্রীদের সামনে এই ধরনের কথা

বলিলে رَفَثُ (রাফাছ) হইয়া থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আলীয়া, ইব্‌ন হুসাইন, যিয়াদ এবং আ'মাশও এইরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে হযরত আবূ হুসাইন ইব্‌ন কায়েস হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্‌ন হুসাইন, আউফ, ইব্‌ন আবূ আদী মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশার ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুসাইন ইব্‌ন কায়েস বলেন ঃ হজ্বে যাত্রা কালে আমি ইব্‌ন আব্বাসের সফরসঙ্গী ছিলাম, কিন্তু সামান্য অগ্রবর্তী হইয়া চলিতেছিলাম। আমরা ইহরাম বাঁধিয়া নিবার পরে হযরত ইব্‌ন আব্বাস উটের পার্শ্ব ঘেঁষিয়া মনের আবেগে বলিতেছিলেন ঃ

وهن يمشين بنا هميسا. ان تصدق الطير ننسك لميسا

অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি رَفَثُ (যৌন কবিতা পাঠ) করিতেছেন; অথচ আপনি তো ইহরাম বাঁধিয়া নিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলেনঃ মহিলাদের মধ্যে এইভাবে বলা হইলে রাফাছ হইত।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন তাউস তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ উহার মর্মার্থ হইল যৌন সম্পর্কীয় আলোচনা থেকে বিরত থাকা। আরবরা উহা এই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহা হইল رَفَثُ এর নিম্নতম স্তর।

আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ বলেন ঃ رَفَثُ অর্থ হইল স্ত্রী সহবাস আর যৌনতায় সুড়সুড়ি দেয় এমন অশ্লীল বাক্যসমূহ। আমর ইব্‌নে দীনার (র)-ও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। আতা (র) বলেন ঃ ইহরামের অবস্থায় আরবগণ যে সবল শব্দ ব্যবহার করিতে অপসন্দ করেন, তাহাই হইল রাফাছ। তাউস (র) বলেন ঃ রাফাছ হইল স্ত্রীকে বলা যে, ইহরাম গেলেই তোমার সংগে সহবাস করিব। আবুল আলীয়াও (র) অনুরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ رَفَثُ (রাফাছ) হইল স্ত্রীদের সংগে মাখামাখি করা, চুম্বন দেওয়া ও আলিঙ্গন করা এবং যে সব অশ্লীল বাক্য দ্বারা যৌন মিলনের আবেদন প্রকাশ পায় তাহা বলা ইত্যাদি। অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ رَفَثُ অর্থ হইল মহিলাদের সংগে মাখামাখি করা। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরামা, মুজাহিদ ও আতা হইতে আবুল আলীয়া, মাকহুল, আতা খোরাসানী, আতা ইব্‌ন ইয়াসার, আতিয়াহ, ইব্‌রাহীম নাখঈ, রবী', যুহরী, সাদী, মালিক ইব্‌ন আনাস, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, আবদুল করীম প্রমুখগণের বর্ণিত উক্তিও উপরোল্লিখিত রূপ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلاَفُسُوْقَ ইব্‌ন আব্বাস হইতে মাকসাম এবং জনৈক ব্যক্তি রিওয়ায়েত করেন যে, فُسُوْقَ (ফুসুক)- এর অর্থ হইল পাপ করা। 'আতা, মুজাহিদ, তাউস, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, হাসান, কাতাদাহ, ইব্‌রাহীম নাখঈ, যুহরী, রবী' ইব্‌ন আনাস, আতা ইব্‌ন ইয়াসার, আতা খোরাসানী, মাকাতিল

ইব্ন হাইয়ান ও ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে' ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন : اَلْفُسُوْقُ অর্থ শিকার জাতীয় কোন পাপ কার্য সংঘটিত হওয়া। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে' ইউনুস ও ইব্ন ওহাব বর্ণনা করেন : اَلْفُسُوْقُ অর্থ হারমে বসিয়া কোন পাপ করা। অপর একদল বলেন : اَلْفُسُوْقُ বলিতে গালমন্দ করা বুঝায়। ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন উমর (রা), ইব্ন যুবায়র (রা), মুজাহিদ, সুদ্দী, ইব্রাহীম নাখঈ ও হাসান এই মত পোষণ করেন। তাঁহাদের দলীল হইল সহীহ সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস :

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ, আবূ ওয়াএল, যুবায়দ, সুফিয়ান ছাওরী ও হিবর, আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন :

سباب المسلم فسوق و قتاله كفر অর্থাৎ মুসলমানকে গালি দেয়া ফিস্ক ও তাহাকে হত্যা করা কুফর। আবদুর রহমান তাহার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে এবং সা'দ হইতে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ ও আবূ ইসহাক উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন : এখানে اَلْفُسُوْقُ অর্থ দেব-দেবীর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَوْفِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ.

অর্থাৎ অথবা যাহা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হইয়াছে তাহা ফিসক।

অন্য একদল বলেন : এখানে اَلْفُسُوْقُ-এর তাৎপর্য এই যে, সাধারণত যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করার পাপ মূলত সমান। কিন্তু নিষিদ্ধ মাসসমূহে নিষিদ্ধ কাজ করার পাপ অত্যধিক। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ.

অর্থাৎ তন্মধ্যে নিষিদ্ধ চারটি। ইহাই স্থায়ী জীবন বিধান। সেই মাসসমূহে অত্যাচার ও আত্মপীড়ন করিও না।

নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহে যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহিতার ইচ্ছা করিবে তাহাকে আমি কষ্টদায়ক শাস্তি দিব। ইব্ন জারীর বলেন: এখানে 'ফিসক'-এর ভাবার্থ হইতেছে সেই সমস্ত কাজ যাহা ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন, শিকার করা, মস্তক মুণ্ডন করা ও নখ কাটা ইত্যাদি।

ইব্ন উমর (রা) হইতে পূর্বেও এই ধরনের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। আমার ধারণা মতে ইহাই হইল উত্তম ব্যাখ্যা। আল্লাহই ভাল জানেন।

সহীহ মুসলিম ও বুখারী শরীফের এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবূ হাযিম (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করিবে, সে যেন 'রাফাছ' এবং ফিস্ক না করে। তাহা হইলে সে এমনই নিষ্পাপ হইবে যেমন সে তাহার জন্মের দিন নিষ্পাপ ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ অর্থাৎ 'হজ্জের মধ্যে কলহ করিও না।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দুইটি দল দুইভাবে করিয়াছেন।

প্রথমোক্ত দল বলেন ঃ তোমরা হজ্জের সময়ের ও উহার রোকনসমূহের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই ইহার স্পষ্ট ও পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে পারস্পরিক ঝগড়াঝাটি অবাঞ্ছনীয়।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ উদ্ধৃত করেন যে, وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ হজ্জের মাসকে ভুলিয়া না যাওয়া, উহাতে কম-বেশি ও পূর্ব-পর না করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা উহার প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পূর্বের মুশরিকদের কীর্তিকাণ্ড উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহারা হজ্জের রোকনগুলির মধ্যে বেশকম করিত এবং সময়ের ব্যাপারে আগ-পিছ করিত। অথচ সঠিকভাবে উহা আদায় করা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি দায়িত্ব ছিল।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল আযীয ইব্ন রফী' ও ছাওরী বর্ণনা করে যে, وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ আল্লাহ পাক হজ্জের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ফলে এই ব্যাপারে কম-বেশি ও পূর্ব-পর করা চলিবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হাজ্জাজ, হিশাম ও সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অর্থাৎ হজ্জের কাজে মুনাফিক ও রিয়াকারের ভূমিকা গ্রহণ করা। আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব বর্ণনা করেন যে, মালিক (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল 'হজ্জের সময় কলহ করা'। আল্লাহই ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, হজ্জের সময় কুরাইশরা হারামের মাসে 'মাশআরে হারাম' মুযদালিফায় অবস্থান করিত এবং আরবের বাকি লোকজন আরাফায় অবস্থান করিত। আর তাঁহারা পরস্পরের ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হইয়া একে অপরকে বলিত, আমরা সঠিক পথের উপর আছি। অন্যদল বলিত-না, আমরাই সঠিক পথের উপর আছি। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ইব্ন ওহাব বর্ণনা করেন ঃ তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিত। আর এই নিয়া তাহাদের মধ্যে ঝগড়া হইত এবং প্রত্যেকের দাবি ছিল, আমরাই ইব্রাহীম (আ)-কে অনুসরণ করিতেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে হজ্জের রোকনসমূহ এবং বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানের স্থানসমূহ জানাইয়া দিলে এই বিবাদের চির অবসান হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাখার ও ইব্ন ওহাব বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব বলেন ঃ হজ্জের সময় কুরাইশরা যখন মিনায় জমায়েত হইত, তখন তাহারা অন্যদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিত, আমাদের হজ্জ তোমাদের হজ্জের তুলনায় পূর্ণ এবং অধিক পুণ্যময়। অন্যরা আবার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিত, আমাদের হজ্জ তোমাদের হজ্জের চাইতে পূর্ণ ও অধিক পুণ্যময়।

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির ইব্ন হাবীব ও হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ উহার অর্থ হজ্জের মধ্যে কলহ করা। যেমন তাহাদের কেহ কেহ বলিত, হজ্জ আগামী কাল হইবে এবং কেহ কেহ বলিত, আজ হজ্জ হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ সারকথা হইল এই যে, হজ্বের বিধান নাযিল হওয়ার পরে পূর্বের সকল বিবাদ-কলহের অবসান ঘটিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন। দ্বিতীয় দল বলেন ঃ এই স্থানে جِدَالَ -এর অর্থ হইল যে কোন ঝগড়া-কলহ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আহওয়াস, আবূ ইসহাক, শরীক, ইসহাক আবদুল হামীদ ইব্‌ন হাসসান ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ এই আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ একে অন্যকে গালি দিত, ফলে ঝগড়াঝাটি হইত।

উপরোক্ত সনদের ঊর্ধ্বতন অংশ তামীমী হইতে আবূ ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস جِدَالَ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন ঃ হজ্বের পথে লোক তাঁহার সংগীকে গালি-গালাজ করিত, ফলে ঝগড়া বাধিত।

আবূ আলীয়া, আতা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, ইকরামা, জাবির ইব্‌ন যায়েদ, আতা খোরাসানী, মাকহুল, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, আমের ইব্‌ন দীনার, যিহাক, রবী ইব্‌ন আনাস, ইব্‌রাহীম নাখঈ, আতা ইব্‌ন ইয়াসার, হাসান, কাতাদাহ এবং যুহরীও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ 'হজ্বের মধ্যে কলহ করিতে পারিবে না' কথার অর্থ হইল যে, হজ্বের মধ্যে একে অন্যকে গালাগালি করার ফলে ঝগড়া বাধিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (এই আয়াত দ্বারা) উহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) বলেন ঃ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ -এর মর্মার্থ হইল, ঝগড়া-কলহের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে' ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ -এর মর্মার্থ হইল, পারস্পরিক ঝগড়া এবং গালাগালি করা। এইভাবে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, ইউনুস ও ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হজ্বের মধ্যে কলহ করার অর্থ হইল, পরস্পরে গালমন্দ ও বিবাদ বিসংবাদ করা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্‌রাহীম, হাসান, আবূ যুবায়র ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ এর اَلْجِدَالَ অর্থ রাগ, গোস্বা। অর্থাৎ কোন মুসলমান ব্যক্তির উপরে গোস্বা হওয়া বা রাগতস্বরে গর্জন করে কথা বলা। তবে কাহারও নিজ দাসের প্রতি শাসন-গর্জন করা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য তাহাকে মারিতে পারিবে না।

এই প্রসংগে আমার কথা হইল যে, যদি মনিব তাহার দাসকে এমতাবস্থায় মারে, তাহাতে কোন অসুবিধা নাই। মুসনাদে ইমাম আহমদের নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতটি ইহার দলীল। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যুবায়র, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র, ইয়াহয়া ইব্‌ন ইবাদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইদ্রীস ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে হজ্বের সফরে ছিলাম এবং আরয নামক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলাম। হযরত আয়েশা (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে বসিয়াছিলেন এবং আমি আমার পিতা হযরত আবূ বকরের (রা) নিকট বসা ছিলাম। হযরত আবূ বকর (রা) ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের আসবাবপত্র হযরত আবূ বকর (রা) এর একটি গোলামের কাছে ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সে আসিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সংগে উট না দেখিয়া হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করেন, উট কোথায় ? সে বলিল, গত রাতে উটটি হারাইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) (রাগতস্বরে) তাহাকে বলিলেন, একটি মাত্র উট তাহাও দেখিয়া রাখিতে পারিলে না, হারাইয়া ফেলিলে ? এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে প্রহার করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মুচকি হাসিয়া বলিলেন ঃ " তোমরা দেখ, তিনি ইহরামের অবস্থায় কি কাজ করিতেছেন ?" এই হাদীসটি ইব্ন ইসহাকের রিওয়ায়েতে আবূ দাউদ (র) এবং ইব্ন মাজাহ্ (র) ও বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই প্রহার ছিল হজ্ব শেষ হইবার পর। অবশ্য লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর "দেখ, তিনি ইহরামের অবস্থায় কি করিতেছেন" এই কথার মধ্যে ইহরামের অবস্থায় গোলামকে মারার অস্বীকৃতিসূচক সূক্ষ্ম ইংগিত রহিয়াছে। কেননা অস্পষ্ট হইলেও হাদীস দ্বারা এই কথা বুঝা যাইতেছে যে, তাহাকে না মারাই উত্তম ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ, মূসা ইব্ন উবাইদার ভাই, মূসা ইব্ন উবাইদা ও উবাইদুল্লাহ ইব্ন মূসার বরাতে ইমাম আবদ ইব্ন হুমায়দ তাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন– জাবির ইব্ন উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

من قضى نسكه وسلم المسلون من لسا نه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় হজ্ব সম্পন্ন করিল যে, কোন মুসলমান তাহার মুখের দ্বারা এবং হাতের দ্বারা কষ্ট পাইল না, তাহার পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ হইয়া গেল।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ অর্থাৎ তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তাহা অবগত আছেন।

উপরে যেহেতু অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাই এই আয়াতে পুণ্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন প্রতিটি সৎকাজের পুণ্য প্রদান করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থাৎ "তোমরা হজ্বের সময়ে নিজেদের সাথে পাথেয় নিয়া যাও। মূলত উৎকৃষ্টতম পাথেয় হইতেছে তাকওয়া।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ কিছু লোক হজ্বের জন্য বাহির হইয়া যাইত, কিন্তু পথের জন্য কোন আহার বা খাদ্য সামগ্রী তাহারা সংগে করিয়া নিত না। ফলে তাহারা লোকজনের কাছে গিয়া বলিত–আমরা হজ্ব করিতে আসিয়াছি, এখন তোমরা কি আমাদিগকে খাওয়াইবে না ? তাই আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী সংগে করিয়া খাদ্য লইয়া যাইবে।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমের ইব্‌ন দীনার, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকিররী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইকরামা বলেন ঃ লোকগণ পাথেয় ছাড়াই হজ্বের জন্য বাহির হইয়া পড়িত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

ওয়ারাকা হইতে বর্ণিত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যথা, ইমাম বুখারী শাবাবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্‌ন বাশারের মাধ্যমে ওয়ারাকার সূত্রে উহা বর্ণনা করেন।

আবূ মাসউদ আহমদ ইব্‌ন ফুরাত রাযীর সূত্রে আবূ দাউদ নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমের ইব্‌ন দীনার, ওয়ারাকা, শাবাবাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ মাখযূমী ও মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইয়ামানবাসীরা হজ্বে যাওয়ার সময় সাথে করিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য নিত না এবং তাহারা বলিত, আমরা মুতাওয়াক্কিল। অর্থাৎ আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসাকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আয়াতের এই অংশটি নাযিল করেন।

উপরোল্লিখিত বর্ণনাটি শাবাবাহ হইতে আব্দ ইব্‌ন হুমায়েদ স্বীয় তাফসীরে এবং ইব্‌ন হাব্বান তাহার সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, আমের ইব্‌ন আবদুল গাফফার ইব্‌ন মারদুবিয়া এবং ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ যখন তাহারা ইহরাম বাঁধিত তখন তাহাদের কাছে যে পাথেয় থাকিত তাহা তাহারা ফেলিয়া দিত এবং পুনরায় নতুন করিয়া পাথেয় সংগ্রহের প্রয়াস পাইত। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى এই আয়াতটি নাযিল হয়। আর তাহাদের তদ্রূপ করিতে নিষেধ করিয়া বলা হয় যে, তাহারা যেন আটা, ছাতু, রুটি ইত্যাদি খাদ্য পাথেয় হিসাবে সংরক্ষণ করে।

ইব্‌ন যুবায়ের, আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, ইকরামা, শা'বী, নাখঈ, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আতা খোরাসানী, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন ঃ খাদ্যের জন্য আটা, ছাতু ও রুটি পাথেয়রূপে গ্রহণ কর। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওকাহ ও সুফিয়ানের সূত্রে ওয়াকী' ইব্‌ন জাররাহ স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন, وَتَزَوَّدُوْا অর্থাৎ ছাতু জাতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইব্‌ন আবূ নাজীহ, ইবরাহীম মক্কী ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ সম্মানিত ভদ্রজনরা সফরে যেন উত্তম খাদ্য বহন করেন। আবূ রায়হান হইতে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা উপরোক্ত বর্ণনার সাথে আরেকটু বাড়াইয়া বলেনঃ ইব্‌ন উমর তাহার সাথীদের প্রতি উদারভাবে খরচ করার তাকিদ দিতেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থাৎ নিশ্চয়, তাকওয়াই হইল উত্তম পাথেয়।

উল্লেখ্য যে, ইহার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা وَتَزَوَّدُوْا বলিয়া পার্থিব পাথেয় সঞ্চয়ের কথা বলিয়াছেন। এখন এই আয়াতাংশের দ্বারা অপর্থিব বা পারলৌকিক জগতের পাথেয় সঞ্চয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করিতেছেন। আর তাহা হইল, ' তাকওয়া অবলম্বন করা'। যেমন অন্যস্থানে আল্লাহ বলেন ঃ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ অর্থাৎ 'খোদাভীরুতার পোশাকই হইতেছে উত্তম'। এখানে বাহ্যিক পোশাকের কথা উল্লেখ পূর্বক আত্মিক পোশাকের কথা বর্ণনা করিতেছেন। আর তাহা হইল আল্লাহর কাছে বিনয়ী, নম্র, অনুগত এবং ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া থাকা। তিনি এই কথাও বলেন যে, আত্মিক পোশাক দৈহিক পোশাক হইতে বহুগুণে শ্রেয় ও উত্তম ফলদায়ক।

এই আয়াতের মর্মার্থে আতা খুরাসানী বলেন ঃ فَانَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ তাকওয়াই হইল আখিরাতের পাথেয়। নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ, কায়েস, ইসমাইল, মারওয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, আবদান ও হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পাথেয় সংগ্রহ করিবে তাহা আখিরাতে তাহার উপকারে আসিবে।' মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ وَتَزَوَّدُوْا এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন দরিদ্র এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া হুজুর (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে তো কিছু নাই, আমি কোথা হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিব ?' উত্তরে রাসূল (সা) বলেন– এতটুকু তো রহিয়াছে যে, তোমাকে কাহারও কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। বস্তুত উত্তম পাথেয় হইতেছে তাকওয়া। হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاتَّقُوْنِ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ 'হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।' অর্থাৎ হে জ্ঞানী ও সুধীমণ্ডলী! তোমরা আমার নাফরমানদের জন্য নির্ধারিত লাঞ্ছনা ও আযাবকে ভয় কর।

(১৯৮) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

**১৯৮. "তোমাদের প্রভুর প্রদত্ত অবদান খুঁজিয়া লওয়ায় তোমাদের কোন পাপ নাই। অতঃপর যখন তোমরা (তাওয়াফের জন্য) আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন 'মাশআরে হারামের' নিকট আল্লাহর যিকরে নিমগ্ন থাকিও এবং যেভাবে তোমাদিগকে শিখানো হইয়াছে সেভাবে তাহা করিও। যদিও তোমরা ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে বিভ্রান্ত ছিলে।"**

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন উআয়না, মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে উক্কায, মুজিন্না ও জুল মাজায নামে তিনটি বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হজ্জের সময় সাহাবীগণ

সেই বাজারগুলিতে ব্যবসা করা পাপ বলিয়া ধারণা করিতেন। ইহার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া জানাইয়া দেন যে لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিলে তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। অর্থাৎ হজ্বের মৌসুমে সেইসব স্থানগুলিতে ব্যবসা করা কোন দোষের কাজ নয়। আবদুর রাযযাক, সাঈদ ইব্ন মানসুর এবং সুফিয়ান ইব্ন উআয়না হইতেও উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একদলের মতে ঘটনাটি এই যে, ইসলামের বিজয়ের পর অনেকে ব্যবসা করার ইচ্ছা করিলে তাঁহারা হুযূর (সা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন।

অনুরূপভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার ও জারীজ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ জাহিলী যুগে লোকজন উক্কায, মুজিন্না ও জুল মাজায নামক বাজারগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। কিন্তু ইসলামের বিজয়ের পর মুসলমানগণ কাফির মুশরিকদের সেই বাজারগুলিতে ব্যবসা করিতে ইতস্তত বোধ করিতে লাগিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইয়াযিদ ইব্ন আবূ যিয়াদ ও আবূ দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুসলমানগণ হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা- বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় হইতে বিরত থাকিত এবং তাহারা বলিত, এই সময়টা আল্লাহর যিকরের সময়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিলে তাহা তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হাজ্জাজ, হিশাম ইব্রাহীম, ইয়াকুব ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিলে তাহা তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নয়। অর্থাৎ হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা করা কোন পাপ বা অপরাধের কাজ নয়। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ও তালহা ইব্ন আমর, খাযরামী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস আয়াতটি এইভাবে পড়িতেন لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ فِى مَوَاسِمِ الْحَجِّ। অর্থাৎ হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য করা কোন অপরাধ নয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উআয়না ও আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ বলেন ঃ আমি আয়াতটি ইব্ন যুবায়রকে এইভাবে পড়িতে শুনিয়াছি ঃ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ فِى مَوَاسِمِ الْحَجِّ। অর্থাৎ হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় করা অপরাধ বা দোষের নয়।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, ইকরামা, মনসুর ইব্ন মু'তামার, কাতাদাহ, ইব্রাহীম নাখঈ ও রবী' ইব্ন আনাস প্রমুখও উহা উপরোক্তভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবূ উমামাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা, শাবাবা ইব্ন সাওয়ার, হাসান ইব্ন আরাফা ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ আমি শুনিয়াছি, ইব্ন উমর জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন লোক যদি হজ্ব করার সাথে ব্যবসাও উদ্দেশ্য করে, তাহার ব্যাপারে নির্দেশ কি ? তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শোনান– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ

হাদীসটি মাওকুফ পর্যায়ের হইলেও শক্তিশালী। অবশ্য কেহ কেহ ইহা মারফূ সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ উমামাহ তাইমী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্ন আমের ফাকীমী, আসবাত ও আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ উমামা তাইমী বলেন ঃ আমি ইব্ন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমরা হজ্বে জন্তু ভাড়া দিয়া থাকি ; তাহাতে আমাদের হজ্ব হইবে কি ? তিনি উত্তরে বলেন, তোমরা কি বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব কর না তোমরা কি আরাফায় অবস্থান করা না ? শয়তানকে কি তোমরা পাথর মার না ? তোমরা কি মস্তক মুন্ডাও না ? আমি বলিলাম, হাঁ এইগুলি তো আমরা করি। অতঃপর ইব্ন উমর (রা) বলেন–

এই প্রশ্নই এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-কে করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। ইতিমধ্যে জিব্রাইল (আ) এই আয়াতটি নিয়া আগমন করেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ অতঃপর হুযূর (সা) লোকটিকে ডাকিয়া বলেন, তুমি হাজী। অর্থাৎ তোমার হজ্ব হইয়া গিয়াছে।

বনূ তামীমের জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আলা ইব্ন মুসাইয়াব, ছাওরী ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, হে আবদুল্লাহ! আমরা হজ্বের সময় সাওয়ারী ভাড়া দেওয়ার কারবার করি। সেহেতু আমাদের ধারণা যে, আমাদের হজ্ব শুদ্ধ হয় না। তদুত্তরে তিনি বলেন– তোমরা কি ইহরাম বাঁধ না যেভাবে বাঁধা হইয়া থাকে ? তোমরা কি তাওয়াফ কর না যেভাবে তাওয়াফ করা হইয়া থাকে ? যেভাবে পাথর নিক্ষেপ করা হয় সেভাবে কি তোমরা পাথর নিক্ষেপ কর না ? আমরা উত্তরে বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমাদের হজ্ব হইয়া যায়। অতঃপর ইব্ন উমর বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়া তোমরা আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহাই করিলে এই আয়াতটি নাযিল হয়।– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ আবদুর রাযযাক হইতে আবদ ইব্ন হুমায়েদও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছন। উপরোক্ত হাদীসটি মারফূ সূত্রে ছাওরী হইতে আবূ হুযায়ফাও উপরোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইহা ব্যতীত অন্য সনদেও হাদীসটি 'মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ উমামা তাইমী হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'লা ইব্ন মুসাইয়াব, ইবাদ ইব্ন আওয়াম, হাসান ইব্ন উরাফাহ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা তাইমী বলেন ঃ আমি

ইব্‌ন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, অনেক লোক হজ্বের সময় সাওয়ারী ভাড়া দেওয়ার কাজ করে। ইহা করাতে তাহারা ভাবিয়া থাকে যে, তাঁহাদের হজ্ব বুঝি হয় না। এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? উত্তরে তিনি বলেন, তবে তাহারা কি ইহরাম বাঁধে না ? তাওয়াফ করে না ? কুরবানী করে না ? আমি বলিলাম, হাঁ, ইহা তাহারা যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকে! তিনি বলেন, তাহা হইলে তাহাদের হজ্বও হইয়া যায়। অতঃপর তিনি বলিলেন, জনৈক ব্যক্তি হুযুর (সা)-কে হুবহু এই প্রশ্নই করিয়াছিল যাহা তুমি আমাকে করিলে। ইত্যবসরে এই আয়াতটি নাযিল হয় لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ অতঃপর রাসূল (সা) সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া ইহা শোনান এবং বলেন– তোমরা হাজী।

আ'লা ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে শরীফুলক্বারী, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ ও মাসউদ ইব্‌ন সা'দও অনুরূপভাবে হাদীসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন।

আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন উমর আল ফাকীমী, আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মদ, তালীক ইব্‌ন মুহাম্মদ ওয়াসেতী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা তাইমী বলেনঃ আমি ইব্‌ন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন কোন লোক হজ্বের সময় সাওয়ারীর জন্তু ভাড়া দেওয়ার কাজ করে তাহাদের হজ্ব হইবে কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন, তাহারা কি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে না ? আরাফায় অবস্থান করে না ? পাথর নিক্ষেপ করে না ? তাহারা কি মাথা মুণ্ডায় না ? আমি বলিলাম, হাঁ। ইহার পর তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-কে এই রকম প্রশ্ন করিলে তিনি কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। তখন জিব্‌রাঈলের (আ) মাধ্যমে এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ.

অতঃপর নবী করীম (সা) বলেন - তোমাদের হজ্ব পূর্ণ হইয়াছে।

উমর (রা)-এর গোলাম আবূ সালেহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাজির, গুনদুর, আবূ আহমাদ, আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ সালেহ বলেন ঃ আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা কি হজ্বের দিনেও ব্যবসা করিতেন ? তিনি উত্তরে বলেন– উহা ছাড়া ব্যবসার মৌসুমই বা কোনটা ছিল ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ অর্থাৎ "অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তিত হও তখন পবিত্র স্মৃতি-স্থানের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর।"

উল্লেখ্য, এই স্থানে عَرَفَاتٍ শব্দটি منصرف হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদিও ইহার মধ্যে غير منصرف এর পূর্ণ দুইটি লক্ষণই বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ علميت এবং تانيث উহা এই জন্যে مُؤَنَّثٌ যে عرفات শব্দটি প্রকৃতপক্ষে বহুবচন। যেমন مُسلِمَاتٍ ও مؤمنات

তবে غير منصرف কে منصرف হিসাবে ব্যবহার করার কারণ হইল এই যে عرفات বলিয়া এখানে নির্দিষ্ট একটি স্থানকে বুঝানো হইয়াছে। মূলত এই জন্যেই منصرف হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) -এর অভিমত ইহাই। আরাফাত সেই স্থানকে বলা হয় যেখানে অবস্থান করা হজ্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার আদ দুয়েলী হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, বুকাইর, ছাওরী ও ইমাম আহমদ এবং সুনান সংকলকগণ সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার আদ দুয়েলী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)- কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি তিনবার বলিলেন– 'হজ্ব হইতেছে আরাফাত।' অতঃপর তিনি বলেন– "যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই আরাফায় পৌঁছিয়া গেল সে হজ্ব প্রাপ্ত হইল এবং মিনার জন্যে হইতেছে তিনদিন। তথাপি যে ব্যক্তি দুইদিনে তাড়াতাড়ি করিল তাহারও কোন পাপ নাই এবং বিলম্ব করিলে তাহারও কোন পাপ নাই।"

আরাফায় অবস্থান হইল নয়ই জিলহজ্ব সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া যাওয়া হইতে শুরু করিয়া দশই জিলহজ্ব ফজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা নবী করীম (সা) বিদায় হজ্বের সময় যুহরের নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এইখানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "আমার নিকট হইতে তোমরা হজ্বের নিয়মাবলী শিখিয়া নাও।"

হাদীসে বলা হইয়াছে, 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই আরাফায় পৌঁছিল সে হজ্ব পাইল।' ইহাই ইমাম মালিক (র), ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফেঈ (র)-এর মায্হাব।

ইমাম আহমদ বলেন, আরাফার প্রথম দিন হইতে অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জের শুরু হইতেই হইতেছে আরাফায় অবস্থানের সময়। নিম্নোক্ত হাদীসটি তাঁহার দলীল ঃ

উরওয়া ইব্‌ন মাদরাস ইব্‌ন হারিছাহ ইব্‌ন লামতায়ী হইতে শা'বী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুযদালিফায় নামাযের জন্যে অগ্রসর হন, তখন একজন লোক রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 'তায়' পাহাড় হইতে আসিয়াছি। আমার আরোহণের পশুটি ক্লান্ত হইয়া পড়ায় বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। আল্লাহর শপথ! অবশ্য আমি প্রত্যেক পাহাড়ের টিলায়ই অবস্থান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার হজ্ব হইয়াছে কি ?' তদুত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন- ' যে ব্যক্তি এইখানে আমাদের এই নামাযে পৌঁছিয়া যাইবে এবং প্রস্থান পর্যন্ত আমাদের সংগে অবস্থান করিবে, আর রাতেই হউক বা দিনেই হউক, সে যদি ইহার পূর্বে আরাফায় অবস্থান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার হজ্ব পূর্ণ হইয়া যাইবে।' অর্থাৎ ফরয পালনের গুরুদায়িত্ব হইতে সে অবকাশ লাভ করিবে। হাদীসটি উদ্ধৃত করেন ইমাম আহমদ ও সুনান সংকলকবৃন্দ। ইমাম তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

**আরাফার নামকরণ প্রসংগ**

আ'লী ইব্‌ন আবূ তালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মুসাইয়াব, জারীজ ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে হযরত ইব্‌রাহীম (রা)-এর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে হজ্ব করাইয়াছেন। তাঁহারা আরাফাতে

পৌঁছিলে জিব্‌রাঈল (আ) ইব্‌রাহীম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি (এই স্থানটি ) চিনিতে পারিয়াছেন কি ? হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন, হাঁ, চিনিতে পারিয়াছি। কেননা, পূর্বেও আমি এখানে আসিয়াছিলাম। এই জন্যেই এই স্থানকে ' আরাফাত' নামকরণ করা হইয়াছে।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে আ'তা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ও ইব্‌ন মুবারক বর্ণনা করেন যে, আতা বলেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আ) হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে হজ্বের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি দেখাইয়া দিতেছিলেন। অতঃপর আরাফায় পৌঁছিয়া জিব্‌রাঈল (আ) হযরত ইব্‌রাহীমকে জিজ্ঞাসা করেন, স্থানটি চিনিতে পারিয়াছেন ? ইব্‌রাহিম (আ) বলেন, হাঁ চিনিতে পারিয়াছি। এই কারণে আরাফাতকে আরাফাত বলিয়া নামকরণ করা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইব্‌ন উমর (রা) ও আবূ মুজাল্লাযও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাহা ছাড়া আরফাতকে 'মাশআরুল হারাম','মাশআরুল আকসা' এবং 'ইলাল'ও বলা হয়। উহাকে জাবালুর রহমতও বলা হয়। আবূ তালিব তাহার গীতিকবিতায় 'মাশআরুল আকসা 'ও 'ইলাল' নাম ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

وبا المشعر الاقصى اذا قصدواله     الا ل الى تلك الشراج القوابل

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সালমাহ, ইব্‌ন ওয়াহরাম, যামআ' ইব্‌ন সালেহ, আবূ আমের, হাম্মাদ ইব্‌নে হাসান ইব্‌ন উআইনা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জাহিলী যুগের লোকেরাও আরাফায় অবস্থান করিত। কিন্তু রৌদ্র যখন মাথার পাগড়ির মত পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করিত, তখন তাহারা সেখান হইতে চলিয়া যাইত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যাস্তের পর সেখান হইতে প্রস্থান করেন।

অবশ্য যামা'আ ইব্‌ন সালেহ হইতে ইব্‌ন মারদুবিয়ার বর্ণিত হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, অতঃপর তিনি মুযদালিফায় পৌঁছিয়া তাঁবু খাটান এবং অতি প্রত্যূষে রাতের আঁধারের সহিত সকালের আবছা আলোর মিলনক্ষণে তিনি ফজরের নামায পড়েন এবং ফজরের শেষভাগে সেখান হইতে যাত্রা করেন।

হাদীসবিশারদগণের নিকট এই হাদীসটির সূত্র পরম্পরা 'আহসান' হিসাবে গণ্য।

হযরত মুসাইয়াব ইব্‌ন মাখরামা হইতে ধরাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়েস ও ইব্‌ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাখারামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফার ময়দানে আল্লাহর প্রশংসার পর আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দান করেন। উহাতে তিনি বলেন ঃ 'আম্মাবাদ' (তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, যে কোন বয়ানের প্রথমে আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মাবাদ' বলা) নিশ্চয়ই আজকের দিনেই আকবরী হজ্ব। মুশরিক ও প্রতিমাপূজকরা সূর্যাস্তের আগেই এখান হইতে প্রস্থান করিত। সে সময় মানুষের মাথার পাগড়ির ন্যায় পর্বত শিখরে রৌদ্র কিরণ বিরাজ করিত। কিন্তু আমরা সূর্যাস্তের পর এখান হইতে বিদায় নিব। আর 'মাশআরে হারাম' হইতে তাহারা সূর্যোদয়ের পর রওয়ানা করিত। তখনও রোদও এতটুকু উপরে উঠিত যে, উহা পর্বতের চুড়ায় মানুষের মাথার পাগড়ির মত প্রকাশ পাইত। কিন্তু আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই সেখান হইতে যাত্রা করিব। কেননা আমাদের পদ্ধতি মুশরিকদের পদ্ধতির উল্টা। ইব্‌ন মারদুবিয়া ও হাকেম (স্বীয় মুসতাদরাকে) অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা হাদীসটি

ইব্‌ন জারীজ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল ওয়ারিছ ইব্‌ন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুবারক আয়েশীর সূত্রে বর্ণনা করেন। হাকেম (র) হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের (র) শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য তাহারা উহা উদ্ধৃত করেন নাই। ইহা দ্বারা ইহাও সাব্যস্ত হইলো যে, হযরত মুসাইয়াব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইহা শুনিয়াছেন এবং সেই লোকদের কথা সঠিক নয়, যাহারা বলেন যে, হযরত মুসাইয়াব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিকট ইহা শুনেন নাই।

হযরত মারূর ইব্‌ন সুয়ায়েদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্‌ন রিজা যুবায়দী, শু'বা ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, হযরত মারূর (রা) বলেন ঃ আমি হযরত উমর (রা)-কে আরাফাত হইতে ফিরিতে দেখিয়াছি। সেই দৃশ্য আজও আমার সামনে ভাসিতেছে। তিনি স্বীয় উষ্ট্রের উপর আসীন ছিলেন এবং বলিতেছিলেন– 'আমরা প্রত্যাবর্তনকে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল পাইয়াছি।'

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বিদায় হজ্বের বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেন। যখন সূর্য লুপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ হলুদবর্ণ প্রকাশ পায়, তখন তিনি নিজের সাওয়ারীর উপর হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)-কে পিছনে বসাইয়া নেন এবং তিনি উষ্ট্রের লাগাম টানিয়া ধরেন যাহাতে উষ্ট্রের মাথা গদির নিকটে আসিয়া যায়। অতঃপর ডান হাতের ইশারায় চলন্ত অবস্থায় জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– হে জনমণ্ডলী! তোমরা ধীরে ধীরে আরামের সহিত পথ চল'। আর যখনই কোন পাহাড়ের সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি লাগাম কিছুটা ঢিল দিতেন, যাহাতে পশুটি সহজে উপরে উঠিতে পারে। অতঃপর মুযদালিফায় পৌঁছিয়া তিনি এক আযান ও দুই ইকামতের মাধ্যমে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। তবে মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময় কোন সুন্নত নামায পড়েন নাই। ইহার পরে তিনি শুইয়া পড়েন। সুবহে সাদিক প্রকাশিত হইলে আযান ও ইকামতের মাধ্যমে ফজরের নামায আদায় করেন। তাহার পর 'কাসওয়া' নামক উটনীতে আরোহণ করিয়া মাশআরে হারামে আসেন এবং কিবলামুখী হইয়া দু'আ করেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা আল্লাল্লাহু যিকিরের দ্বারা আল্লাহর একত্ব বর্ণনা করিতে থাকেন। তারপর তিনি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমাইয়া পড়েন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই এখান হইতে রওয়ানা হন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উসামা ইব্‌ন যায়দ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উসামা (রা)কে প্রশ্ন করা হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) এই স্থান হইতে যাওয়ার সময় কেমন গতিতে পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন– তিনি মধ্যম গতিতে সাওয়ারী চালনা করিয়াছিলেন। তবে রাস্তা প্রশস্ত দেখিলে কিছুটা দ্রুতগতিতেও চালাইতেন।

الْعَنَق। অর্থ প্রশস্ত পথ এবং النص। অর্থ অতি প্রশস্ত পথ।

সুফিয়ান ইব্‌ন উআয়না হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন বিনতে শা'ফী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইব্‌ন উআয়না فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ। আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ ইহা হইল দুই নামাযকে একত্রিত করা।

আমর ইব্‌ন মায়মুন হইতে আবূ ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন মায়মুন বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরকে মাশআরিল হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নীরব

থাকেন। যাত্রীদল মুযদালিফায় অবতরণ করিলে তিনি বলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? এই স্থানই হইতেছে 'মাশআরে হারাম।' হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ মুযদালিফার সমস্ত জায়গাই 'মাশআরে হারামের' অন্তর্ভুক্ত।' ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে মাফে, হাজ্জাজ ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন ঃ এই পাহাড় এবং ইহার আশপাশের স্থান হইল মাশআরে হারাম।

ইব্‌রাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম বলেন ঃ ইব্‌ন উমর কুবা নামক স্থানে লোকজনকে ভিড় করিতে দেখিয়া বলেন, 'লোকগুলো এক জায়গায় ভিড় করিয়াছে কেন? এখানকার সব জায়গাই তো মাশআরুল হারাম।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, ইকরামা, মুজাহিদ, সুদ্দী, রবী ইব্‌ন আনাস, হাসান এবং কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানই মাশআরে হারাম।

ইব্‌ন জারীজ বলেন ঃ আমি আতা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মুযদালিফা কোথায়? উত্তরে তিনি বলিলেন,'আরাফা হইতে রওয়ানা হইয়া তাহার দুই প্রান্ত অতিক্রম করিয়া গেলেই মুযদালিফা আরম্ভ হইয়া যায়। মুহাসসার নামক উপত্যকা ইহার শেষ সীমা। ইহার মধ্যবর্তী যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করা যায়। তবে আমি 'কুবায়' থামিয়া যাওয়াই পসন্দ করি যাহাতে লোক চলাচলের পথের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ اَلْمَشَاعِرُ (মাশাইর) বলা হয় স্মৃতিচিহ্ন বা নিদর্শনগুলিকে। মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাকে 'মাশআরে হারাম' বলা হয়। এই স্থানে অবস্থান করা হজ্জের বিশেষ একটি রোকন। ইহা পালন না করিলে হজ্ব শুদ্ধ হয় না।

পূর্ববর্তী মনীষীগণের একটি দল এবং ইমাম শাফেঈর কোন কোন বিশিষ্ট সহচর যেমন, কাফফাল ও ইব্‌ন খুযায়মার ধারণাও এইরূপ। কেননা হযরত উরওয়া ইব্‌ন মাযরাস হইতে এই অর্থেরই একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম শাফেঈ (রা) ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি কেহ এই স্থানে অবস্থান না করে তাহার একটি কুরবানী করিতে হইবে। অবশ্য তাঁহার দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে ইহা মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য এবং ইহা বর্জন করিলে কোন কুরবানী করিতে হইবে না। এই প্রসংগে ইহাই তাঁহার চূড়ান্ত মত। এই পর্যন্ত আমরা তিনটি মত উদ্ধৃত করিয়াছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া এই সম্পর্কীয় আলোচনা এইখানেই শেষ করা সমীচীন মনে করিতেছি। আল্লাহই ভালো জানেন।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ছাওরী ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন যে, আরাফার সমগ্র প্রান্তরই অবস্থানস্থল। আর আরাফা হইতে উঠো এবং মুহাসসার ব্যতীত মুযদালিফার প্রত্যেক প্রান্তরই অবস্থানস্থল। হাদীসটি 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত।

নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবায়র ইব্‌ন মুতইম, সুলায়মান ইব্‌ন মুসা, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয, আবূ মুগীরা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ 'সমস্ত আরাফাই অবস্থানের স্থান এবং আরাফা হইতে প্রস্থান কর। মুযদালিফার সমস্ত জায়গাই অবস্থানের জায়গা এবং ওয়াদীয়ে মুহাস্‌সার হইতে প্রস্থান কর। আর মক্কার প্রত্যেকটি অলি-গলিই কুরবানীর স্থান এবং আইয়্যামে তাশরিকের দিনগুলি হইতেছে কুরবানীর কয়েকদিন।' কিন্তু এই হাদীসটি মুনকাতে সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। কেননা সুলায়মান ইব্‌ন মূসা আশদাক জুবায়র ইব্‌ন মুতইমকে জীবিত পান নাই।

সুলায়মান হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ও সুআয়দ ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং ওলীদ ইব্‌ন মুসলিমও ইহা বর্ণনা করেন। অতঃপর মুতইম হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবায়র ইব্‌ন মুতইম, ওলীদ এবং নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবায়র, নাফে ইব্‌ন জুবায়র ও সুয়াইদ অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে যেরূপ নির্দেশ দিয়াছেন তদ্রূপ তাঁহাকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদিগকে হজ্জের বিষয়ে হেদায়েত নির্দেশ প্রদান ও সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। হিদায়েত ছিল ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিলেন- وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الضَّالِّيْنَ এবং যদিও তোমরা ইহার পূর্বে বিভ্রান্তগণের অন্তর্গত ছিলে। অর্থাৎ হজ্জের মাসায়েল সম্পর্কে কুরআন অবতরণ ও রাসূল (সা)-এর আগমনের পূর্বে তোমরা ভ্রান্তির মধ্যে ছিলে।

(١٩٩) ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

**১৯৯. অতঃপর মানুষ যেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হইতে (তাওয়াফের জন্য) প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তিগফার করিতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অশেষ দয়ালু।**

তাফসীর ঃ ثُمَّ শব্দটি এখানে خبر -এর উপর خبر -এর সংযোগ স্থাপনের জন্য আসিয়াছে, যেন শৃংখলা বজায় থাকে। অর্থাৎ আরাফায় অবস্থানকারীগণকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন এখান হইতে মুযদালিফায় গিয়া 'মাশআরে হারাম'-এর নিকট আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিতে থাকে। আরও বলা হইতেছে যে, তাহারা সমস্ত লোকের সঙ্গে আরাফাতে অবস্থান করিবে, যেমন পূর্ববর্তীগণ অবস্থান করিত। তবে মুশরিক কুরায়শরা যেমন করিত তেমন নয়। কেননা তাহারা হারাম শরীফের সীমা হইতে বাহিরে যাইত না। তাহারা হারাম শরীফের শেষ সীমানায় অবস্থান করিত এবং বলিত–'আমরা আল্লাহর দলের এবং তাঁহারই শহরের নেতা ও তাঁহারই ঘরের খাদেম'।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, মুহাম্মদ ইব্ন হাযিম, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কুরায়শ ও তাহাদের মতানুসারীরা মুযদালিফায় অবস্থান করিত এবং নিজেদেরকে 'হুমুস' নামে অভিহিত করিত। আর অবশিষ্ট সমস্ত আরবরা আরাফায় অবস্থান করিত। অতঃপর ইসলাম আসিয়া নবী (সা)-কে আরাফায় অবস্থান করিতে এবং আরাফা হইতেই প্রস্থান করিতে নির্দেশ দান করে। এইজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ যে স্থান হইতে লোকজন প্রত্যাবর্তন করিত।

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, 'আতা, কাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখও অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন এবং ইমাম ও আলিমগণের ইহার উপর ইজমা রহিয়াছে বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জুবায়র ইব্ন মুতইম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র, ইব্ন মুতইম, মুজাহিদ, আমর, সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, জুবায়র ইব্ন মুতইম বলেনঃ "আমার উটটি আরাফায় হারাইয়া যায়। খুঁজিতে বাহির হইলে তথায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবস্থানরত দেখিতে পাই। আমি তাহাকে বলিলাম–ইহা কেমন কথা যে, আপনি 'হুমুস' হইয়া হারাম শরীফের বাহিরে অবস্থান করিয়াছেন!' হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কুরাইব, মূসা ইব্ন উকবা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الافاضة শব্দের ভাবার্থ হইতেছে প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা হইতে মিনায় যাওয়া'। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন জারীর (রা) যিহাক ইব্ন মাযাহিম হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা ইব্রাহীম (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার মর্মার্থ হইতেছে 'ইমাম বা নেতা'। ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন, যদি ইহার বিপরীত ইজমা হওয়ার প্রমাণ না থাকিত তাহা হইলে এই উক্তিটিরই প্রাধান্য হইত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (অনন্তর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়) অর্থাৎ এখানে আল্লাহর নিকট অত্যধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিতেছেন। অবশ্য এই নির্দেশ সাধারণত ইবাদতের পরে কার্যকর হইয়া থাকে।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরয নামায সমাপ্ত করিবার পর তিনবার 'ইস্তিগফার' করিতেন।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'তিনি তেত্রিশবার করিয়া 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর' পড়ার নির্দেশ দিতেন'।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মিরদাস সালমী (রা) হইতে ইস্তিগফার সম্পর্কিত একটি হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফার দিন উম্মতের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিয়াছেন।'

ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আরাফার বরকতের উসিলা করিয়া তিনি উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।' বুখারী হইতে শাদ্দাদ ইব্ন তাউসের বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– বান্দার জন্যে শ্রেষ্ঠ দু'আ এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرلِىْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ.

(হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি আপনার দাস। আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর রহিয়াছি। আমি যে অন্যায় করিয়াছি তাহা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। আমার প্রতি আপনার যে নি'আমত রহিয়াছে তাহাও আমি স্বীকার করিতেছি এবং আমার পাপকেও আমি স্বীকার করিতেছি! সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত ক্ষমা করিবার অন্য কেহ নাই।)

যে ব্যক্তি এই দু'আটি রাত্রে পড়িবে এবং সে যদি সেই রাত্রেই মারা যায় তাহা হইলে সে অবশ্যই বেহেশতী হইবে। আর যে ব্যক্তি ইহা দিনে পড়িবে এবং সে যদি সেই দিনে মারা যায় তাহা হইলে সে অবশ্যই জান্নাতবাসী হইবে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন একটি দু'আ শিখাইয়া দিন, যাহা আমি নামাযে পাঠ করিব।" তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– আপনি বলুন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ, "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার জীবনের উপর বড়ই অত্যাচার করিয়াছি এবং আপনি ছাড়া কেহই ক্ষমা করার নাই। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার হইতে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল এবং করুণার আধার।"

এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কীয় বহু হাদীস রহিয়াছে।

(٢٠٠) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

(٢٠١) وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

(٢٠٢) أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ○

২০০. অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের 'মানাসিক' পূর্ণ করিলে, তখন তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে স্মরণ করার মতই কিংবা তাহারও বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যে সকল লোক বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে পৃথিবীতেই দাও, তাহাদের জন্য পরকালে কোন পাওনা নাই।

২০১. আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্য দাও এবং পরকালের স্বাচ্ছন্দ্য দাও আর আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও,

২০২. তাহাদের জন্য তাহাদের উপার্জিত পাওনা রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

তাফসীর ঃ এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা হজ্ব সমাপনের পর খুব বেশি করিয়া আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ দিতেছেন। অবশ্য كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَكُمْ আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্কে মনীষীগণ মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আতা হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উহার অর্থ হইল, 'শিশুর যেমন তাহার পিতা-মাতা থাকে, অনুরূপ'। অর্থাৎ শিশুরা যেমন তাহাদের পিতা-মাতাকে সদাসর্বদা স্মরণ করে, তোমরাও হজ্ব সমাগমের পর আল্লাহ তা'আলাকে তদ্রূপ স্মরণ কর।

যিহাক রবী' ইব্‌ন আনাস ও ইব্‌ন জারীর আওফীর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয়ঃ হজ্বের সময় একত্রে বসিয়া পরস্পরে বলাবলি করিত যে, আমার পিতা একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের নেক কাজ করিয়া দিতেন। তিনি মানুষের দিয়াত (শোণিত মূল্য) আদায় করিয়া দিতেন, ইত্যাকার কথা তাহারা বলিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া আদেশ দান করেন যে, فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا অর্থাৎ তোমরা যেইরূপে তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করিতে, তদ্রূপ আল্লাহকে স্মরণ কর। বরং তদপেক্ষা আরও বেশি বেশি স্মরণ কর।

ইব্‌ন আবূ হাতিম এবং আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে সুদ্দীও উহা বর্ণনা করেন। তেমনি আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ তাঁহার একমতে অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র এক বর্ণনায় উহা উদ্ধৃত করেন। আর মুজাহিদ, সুদ্দী, আতা খুরাসানী, রবী' ইব্‌ন আনাস, হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যানও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন। একটি জামাত থেকে ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

মোটকথা হইল, খুব বেশি বেশি করিয়া আল্লাহর যিকির করিতে হইবে। এই জন্যেই تَمِيْز বা প্রভেদের উপর ভিত্তি করিয়া اَوْ اَشَدَّ এর 'খবর' দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যেভাবে তোমরা তোমাদের বড়দের জন্যে গৌরব বোধ করিয়া থাক, সেইভাবেই আল্লাহকে সগৌরবে স্মরণ কর। বরং তাহার চাইতেও জোরালোভাবে স্মরণ কর।

اَوْ দ্বারা এখানে خبر -এর সাদৃশ্য নিরূপণ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَهِيَ كَا الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةً

فَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

(উল্লেখ্য যে, اَوْ اَدْنٰى এবং اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةِ – اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً اَوْ يَزِيْدُوْنَ এর মধ্যে خبر এর উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্যে اَوْ ব্যবহৃত হইয়াছে)

অবশ্য এই সকল স্থানের কোথাও اَوْ শব্দটি কখনই সন্দেহের জন্যে ব্যবহৃত হয় নাই। বরং যাহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহারই বিশ্লেষণের জন্যে। অর্থাৎ উক্ত যিকির পূর্বকৃত যিকিরের চাইতেও বেশী হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ আল্লাহর যিকির বেশী বেশী করত তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে থাক। কেননা ইহা হইতেছে প্রার্থনা কবূলের সময়। সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোকের অমঙ্গল কামনা করা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহর নিকট শুধু দুনিয়া লাভের জন্যেই প্রার্থনা জানাইয়া থাকে এবং আখেরাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ অর্থাৎ আর মানবদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছে, যাহারা বলিয়া থাকে– হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালে দান করুন। এবং তাহাদের জন্যে পরকালে কোনই অংশ নাই। অর্থাৎ আখিরাতে তাহাদের লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা ছাড়া পাওয়ার আর কিছুই নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বর্ণনা করেন ঃ আরবের বিভিন্ন বংশের লোকজন হারামে অবস্থান করিয়া প্রার্থনা করিত, হে আল্লাহ! এই বৎসর আমাদের চাহিদা অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ কর, ভাল ফসল দান কর এবং দান কর সুসন্তান। কিন্তু তাহারা প্রতিপালকের নিকট আখিরাত বিষয়ক কোন প্রার্থনা করিত না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকেই উদ্দেশ্য করিয়া এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

অর্থাৎ মানব সমাজের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যাহারা বলিয়া থাকে–হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন, এবং তাহাদের জন্য পরকালে কোনই অংশ নাই।

ইহার পরের আয়াতেই মু'মিনদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহর কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকে– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যাণ দান করুন আর দোযখের আগুন হইতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ অর্থাৎ তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহাদের জন্যে তাহারই অংশ রহিয়াছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

আলোচিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা গেল, তাহাদের প্রার্থনা উভয় জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষামূলক ছিল বলিয়াই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন ঃ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ উল্লেখ্য যে, তাহাদের এই প্রার্থনায় ইহকালের কল্যাণ ও উন্নতি এবং পরকালের মঙ্গল-কল্যাণ উভয়ই একত্রিত হইয়াছে। কেননা ইহকালীন কল্যাণ বলিতে নিরাপত্তা, সুস্থ পরিবেশ, প্রশস্ত বাড়ী, সুন্দরী রমণী, অঢেল খাদ্য-খাবার, বিদ্যা, নেক আমল, সম্মান-প্রতিপত্তি ও অন্যান্য সেই সকল প্রশংসনীয় গুণাবলী বুঝায় যাহাতে ব্যাখ্যাতার বর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে বৈপরিত্য না ঘটে। কেননা দুনিয়ায়ও যাহা কল্যাণকর তাহা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর আখিরাতের মঙ্গলের মধ্যে সর্বোত্তম পর্যায় হইল বেহেশতে প্রবেশ করা এবং তাহার পথের ঘাঁটিসমূহ নিরাপদে অতিক্রান্ত হওয়া, হিসাব সহজ হওয়া এবং যাহা কিছু আখিরাতের ব্যাপারে কল্যাণার্থক তাহা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

আর দোযখের আগুন হইতে মুক্তি চাওয়ার অর্থ দোযখ হইতে মুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে পাপ ও হারামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও সন্দেহমূলক কাজ এবং সুস্পষ্ট হারামসমূহ হইতে আল্লাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

কাসিম আবূ আবদুর রহমান বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরময় জিহবা এবং ধৈর্যশীল দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের সমগ্র মঙ্গল পাইয়া দোযখের কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

তাই এই প্রার্থনাটি অতি গুরুত্বের সঙ্গে বুখারী (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল আযীয, আবদুল ওয়ারিছ, মুআম্মার ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন– اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়ার কল্যাণ দাও এবং আখিরাতের সার্বিক কল্যাণসমূহ এবং জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও।

আবদুল আযীয ইব্ন সুহাইব হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্ন ইব্রাহীম ও আহমদ বর্ণনা করেন, আবদুল আযীয ইব্ন সুহাইব বলেন ঃ হযরত কাতাদাহ (রা) হযরত আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী (সা) কোন্ দু'আটি বেশী করিয়া পড়িতেন? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি পড়িতেন ঃ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ। তাই হযরত আনাস (রা) যখন কোন দু'আ পড়িতেন এবং যখন কোন দু'আ করিতেন তখন তিনি এই দু'আটি পড়িতেন। হাদীসটি মুসলিম (র) বর্ণনা করেন।

আবদুস সালাম ইব্ন শাদ্দাদ অর্থাৎ আবূ তালুত হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাঈম, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ তালুত বলেন ঃ আমি আনাস ইব্ন মালিকের

নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাহাকে ছাবিত বলেন ঃ আপনার ভাইটির আকাঙ্ক্ষা যে আপনি তাহার জন্যে দু'আ করিবেন। তখন তিনি বলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ। অতঃপর কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর যখন তিনি চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি তাহাকে আবার বলিলেন, হে আবূ হামযাহ! তোমার ভাই উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাই বিদায়ের কালে তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আবারও দু'আ কর। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি তোমার জন্য এই সকল একত্রিত বিষয় কি খণ্ড খণ্ড করিতে চাহিতেছ ? কেননা এই দু'আটির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ ও জাহান্নামের অগ্নি হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা সমবেত করিয়া দিয়াছেন। মোটকথা, সকল রকম কল্যাণের প্রার্থনাই ইহার ভিতর উপস্থিত রহিয়াছে।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হুমাইদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আ'দী ও আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একজন রোগাক্রান্ত অসুস্থ মুসলমানকে পরিদর্শন করিতে যাইয়া দেখেন যে, রোগীটি একেবারে হাড্ডিসার হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করিয়াছ ? অথবা তুমি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করিয়াছিলে কি? সে বলিল, হ্যাঁ! আমি এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম– হে আল্লাহ! আপনি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দিবেন সেই শাস্তি আমাকে দুনিয়াতে ভোগ করাইয়া দিন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলেন, সুবহানাল্লাহ! কাহারও কি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে? এখন তুমি رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ এই দু'আটি পড়। অতঃপর রুগ্ন ব্যক্তি তখন থেকে এই দোআটি পড়িতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাকে আরোগ্য দান করেন। ইব্‌ন আবূ আদীর রিওয়ায়েতে ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাইব হইতে ধারাবাহিকভাবে উবাইদ, সাইব-এর গোলাম ইয়াহিয়া ইব্‌ন উবাইদ, ইব্‌ন জারিজ, সাঈদ ইব্‌ন সালিম কদ্দাহ ও ইমাম শাফেঈ (র) বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাইব নবী (সা)-কে রুকনে বনী জামাহ ও রুকনে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলিতে শুনিয়াছেন– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ। ইব্‌ন জারীজ হইতে ছাওরী এবং হুযুর (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে হাদীসটির বর্ণনাসূত্র দুর্বল বলিয়া মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হরমুয, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, আহমদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুসাব্বির, আবদুল বাকি ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– যখনই আমি রুকনের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছি তখনই আমি ফেরেশতাদিগকে আমীন বলিতে শুনিয়াছি। তাই তোমরা যখনই

সেখান দিয়া যাইবে, তখনই পড়িবে– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম বিত্তীন, আ'মাশ, জারীর, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুস সালাম, আবূ যাকারিয়া আম্বরী ও হাকাম তাহার মুসতাদরাক সংকলনে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাসের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলেন যে, আমি একটি যাত্রী দলের সেবা কার্যে এই শর্তের উপর নিযুক্ত হইয়াছি যে, তাহারা আমাকে তাহাদের সাওয়ারীর উপর উঠাইয়া নিবে এবং হজ্বের সময় হজ্ব করার অবকাশ থাকিবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য দিনে আমি তাহাদের খিদমত করিব। ইহাতে কি আমার হজ্ব হইবে ? ইহার বদলে কোন প্রতিদান কি আমি আল্লাহ্র নিকট পাইব ? তদুত্তরে তিনি বলেন, তুমি তো সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে اُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا অর্থাৎ তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহাদের জন্য তাহারই অংশ রহিয়াছে। হাকাম বলেন, হাদীসটি সহীহ্দ্বয়ের শর্তে সহীহ্ বটে, কিন্তু উহাতে হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই।

(২০৩) وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

**২০৩. আর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে (আইয়ামে তাশরীকে) আল্লাহ্র যিকর কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দুই দিনেই উহা সম্পন্ন করে তাহার কোন পাপ নাই এবং যে ব্যক্তি দুই দিন উহাতে বিলম্ব ঘটায় তাহারও কোন পাপ নাই। (এই অবকাশ) মুত্তাকীর জন্যে। অনন্তর আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় তাহার নিকট সমাবিষ্ট হইবে।**

**তাফসীর ঃ** ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'আইয়ামি মা'দুদা' হইল তাশরীক অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ। আর আইয়ামি মালুমাহ হইল আইয়ামি আশারা অর্থাৎ – জিলহজ্জ মাসের দশদিন।

ইকরামা (রা) বলেন ঃ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থাৎ কুরবানীর তিন দিন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলা।

উক্বাহ ইব্ন আমের হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী, মূসা ইব্ন আলী, ওয়াকী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, উকবাহ ইব্ন আমের বলেন ঃ হুযুর (সা) বলিয়াছেন– আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনগুলি ইহরামওয়ালাদের জন্যে ঈদের দিন। সেই দিনগুলি হইল পানাহার করার দিন। ইমাম আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

নাবীসাতুল হাযলী হইতে ধারাবাহিকাভাবে আবূ মালীহ, খালিদ, হিশাম ও আহমদ বর্ণনা করেন যে, নাবীসাতুল হাযলী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন– আইয়ামি তাশরীক হইতেছে খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

জুবায়র ইব্‌ন মুতইম হইতে এই হাদীসটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আরাফার সমস্ত জায়গাই হইতেছে অবস্থানের জায়গা এবং আইয়ামি তাশরীকের প্রতিটি দিনই হইল কুরবানীর দিন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ামার দুইলী হইতে পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, মিনার দিন হইতেছে তিন দিন। তবে কেহ যদি দুই দিনের মধ্যে (তড়িঘড়ি করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে) তাহাতে কোন পাপ নাই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দুইদিন বিলম্ব করিয়াও প্রত্যাবর্তন করে তাহাতেও কোন পাপ নাই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমাহ, আমর ইব্‌ন আবূ সালমা, হিশাম, খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম, ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন যে, তাশরীকের দিনগুলি হইতেছে পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, ইব্‌ন শিহাব, সালিহ, রওহ ও খালিদ ইব্‌ন আসলাম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযায়ফাকে মিনায় গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহা বলিতে আদেশ দেন যে, তোমরা কেহ এই দিনগুলিতে রোযা রাখিও না। কেননা এই দিনগুলি হইতেছে পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।

যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্‌ন হুসাইন, হিশাম ও ইয়াকুব বর্ণনা করেনঃ হুযুর (সা) কুরবানীর দিনে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযায়ফাকে উচ্চস্বরে ইহা বলিতে আদেশ করেন– 'এই দিনগুলি হইল পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন। কিন্তু যাহার উপর কুরবানীর পরিবর্তে রোযা রহিয়াছে তাহার জন্য ইহা হইল অতিরিক্ত পুণ্য।' হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আমর ইব্‌ন দীনার হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর দিনে বাশার ইব্‌ন সুহাইয়াকে (উচ্চস্বরে) এই কথা জানাইয়া দিতে বলেন যে, এই দিনগুলি হইতেছে পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন আবূ লাইলা ও হাশিম বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর দিনগুলিতে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– وهى ايام اكل وشرب وذكر الله। অর্থাৎ ইহা হইল পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।

মাসউদ ইব্‌ন হাকাম আয্‌ যারকীর মাতা হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসউদ ইব্‌ন হাকাম যারকী, হাকীম ইব্‌ন হাকীম, ইসহাক ও মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, মাসউদ ইব্‌ন হাকাম যারকীর মাতা বলেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাদা গাধাটার উপর আরোহণ করিয়া 'শু'বে আনসার'-এ দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেছিলেন–হে লোকসকল! এই দিনগুলি রোযা রাখিবার জন্যে নয়। এইগুলি হইল পানাহার ও আল্লাহর ইবাদত করার দিন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মাকসাম বর্ণনা করেন যে, اَلاَيَّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ এর অর্থ হইল اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলি। আর কুরবানীর জন্তু যবেহ করার দিন এবং উহার পরবর্তী দিনকে আইয়ামে তাশরীক বলে।

ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন যুবায়র, আবূ মূসা, আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ মুলাইকা, ইব্‌রাহীম নাখঈ, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, যুহরী, রবী ইব্‌ন আনাস, যিহাক, মাকাতিল ইব্‌ন হইয়ান, আতা খুরাসানী, মালিক ইব্‌ন আনাস প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ উহা হইল তিন দিন-'কুরবানীর দিন (অর্থাৎ ১০ তারিখ) এবং উহার পরবর্তী দুইদিন। অবশ্য তোমার যেদিন ইচ্ছা সেদিন কুরবানী করিতে পারিবে। তবে প্রথম দিনেই (কুরবানী করা) উত্তম।' তবে তাহার প্রথম উক্তিটিই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর কুরআনের আয়াত দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ দুই দিনের মধ্যে তড়িঘড়ি বা দুইদিনের চেয়ে বিলম্ব উভয়ই ক্ষমার্হ। কাজেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈদের পর তিন দিন হওয়াও যুক্তিযুক্ত। আর ইহা আল্লাহ তা'আলার এই কথারই পরিপোষক وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করার সময় হইতেছে কোরবানীর পশু যবেহ করার সময়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই ব্যাপারে ঈমাম শা'ফিঈ (র)-এর মাযহাবই প্রাধান্য পায়। আর তাহার ভাষ্য হইল যে, কুরবানীর সময় হইতেছে ঈদের দিন হইতে নিয়া আইয়ামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত।

আয়াতে উল্লিখিত اَلذِّكْرُ শব্দটিও ইহার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অবশ্য উহা নামাযের শেষের নির্দিষ্ট যিকিরগুলিও হইতে পারে এবং সাধারণভাবে আল্লাহর যিকিরও হইতে পারে। ইহার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উক্তি হইল যে, উহার সময় হইল আরাফার দিনের সকাল হইতে নিয়া আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনের আসরের নামায পর্যন্ত। এই ব্যাপারে দারে কুতনী একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মারফূ হওয়া সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার তাঁবুর মধ্যে তাকবীর পাঠ করিতেন এবং তাঁহার তাকবীর ধ্বনি শুনিয়া বাজারে অবস্থানকারীরাও তাকবীর পাঠ করিত। ফলে মিনা প্রান্তর তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত। এই প্রেক্ষিতে ইহার ভাবার্থ ইহাও হইতে পারে যে, শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর যিকির করা। তবে তাহা হইবে আইয়ামে তাশরীকের প্রত্যেক দিনেই।

আবূ দাউদ প্রভৃতি সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে যে, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ায় দৌড়ান এবং শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি সকলই আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার মানসে পালনীয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হজ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় তাওয়াফের উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন মহাদেশের লোকসকলের এই ভূমি ছাড়িয়া নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার প্রাক্কালে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং বিশ্বাস রাখিও যে, তোমাদেরকে তাঁহারই সামনে একত্রিত হইতে হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَهُوَ الَّذِى ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ। অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। আব'ব তাঁহারই সম্মুখে তোমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে।

(٢٠٤) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

(٢٠٥) وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

(٢٠٦) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

(٢٠٧) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ○

২০৪. "অনন্তর এক ধরনের লোক পার্থিব কথাবার্তায় তোমাকে মুগ্ধ করিবে; সে আল্লাহকে তাহার অন্তরের সাক্ষী বানায়; মূলত সে ভীষণ ফাসাদী।

২০৫. অতঃপর যখন সে ফিরিয়া যায়, ভূপৃষ্ঠে ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস পায় এবং উহার ফসল ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করে। আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ পছন্দ করেন না।

২০৬. আর যখন তাহাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তাহার সম্ভ্রমবোধ তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। তাহার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট আর বড়ই নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা।

২০৭. আবার এক ধরনের লোক আল্লাহর রাজি-খুশির জন্য নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছে, আর আল্লাহ বান্দার ক্ষেত্রে বড়ই করুণাময়।"

তাফসীর ঃ সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই আয়াত আখনাস ইব্‌ন শরীক ছাকাফী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া মুসলমানী জাহির করিত, কিন্তু মনে-প্রাণে ছিল একজন কট্টর ইসলাম বিরোধী।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা সেই মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যাহারা হযরত খুবাইব (রা) ও তাহার সঙ্গীদেরকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে বাজী নামক স্থানে শহীদ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই মুনাফিকদের নিন্দা এবং খুবাইব ও তাহার সঙ্গীদের প্রশংসা করিয়া এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ কোন কোন লোক এই রকম আছে যাহারা আল্লাহর পরিতুষ্টি সাধনের জন্যে আত্মাহুতি দান করেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ আয়াতগুলি সাধারণভাবে মুনাফিকদের নিন্দা এবং মু'মিনদের প্রশংসা হিসাবে নাযিল হইয়াছে। কাতাদা, মুজাহিদ, রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখের বক্তব্য ইহাই এবং ইহাই সঠিক।

হযরত নাওফ বাক্কালী হইতে ধারাবাহিকভাবে কুরতুবী, সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল, খালিদ ইব্ন ইয়াযিদ, লাইছ ইব্ন সাআদ, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে পারদর্শী হযরত নাওফ বাক্কালী বলেন ঃ আমি এই উম্মতের একদল লোকের গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত গ্রন্থের মধ্যে পাইয়াছি। তাহারা প্রতারণা করিয়া দুনিয়া কামাই করে। আর তাহাদের কথা মধুর হইতেও মিষ্টি, কিন্তু তাহাদের অন্তর নিমের চেয়েও তিক্ত। উপরন্তু মানুষকে দেখানোর জন্যে তাহারা ছাগলের চামড়া পরিধান করে, কিন্তু তাহাদের অন্তর নেকড়ের চেয়েও হিংস্র। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আমার সামনে সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং আমার সাথে প্রতারণা করিয়া থাকে। আমার সত্তার কসম! আমি তাহার উপর এমন পরীক্ষা পাঠাইব যে, সহিষ্ণু লোকেরাও হতভম্ব হইয়া পড়িবে'।

কুরতুবী (র) বলেন– আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়া মুনাফিকদের সম্পর্কে এই আয়াতটি পাইলাম ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ। অর্থাৎ মানব সমাজের মধ্যে এমনও লোক আছে, যাহার পার্থিব ব্যাপারের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করিয়া তোলে, আর সে নিজের সততা সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী করে, কিন্তু সে বড়ই কুটিল ব্যক্তি।

আবূ মাশআর নাজীহ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মাশআর বর্ণনা করেন যে, আবূ মাশআর নাজীহ বলেন ঃ 'আমি সাঈদ মুকবেরীকে মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব-এর সঙ্গে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। আলোচনাকালে সাঈদ মুকবেরী বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া বলিতে থাকেন যে, কতকগুলি লোকের কথা মধুর চাইতেও মিষ্টি, কিন্তু তাহাদের অন্তর নিমের চাইতেও তিক্ত। আর তাহারা লোক দেখানোর জন্যে প্রকাশ্যে ছাগলের চামড়া পরিধান করে। মূলত তাহারা দীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

على تجترئون وبى تغترون وعزتى لابعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران

অর্থাৎ তাহারা আমার উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং আমার সঙ্গে প্রতারণা করে। আমার সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাহাদের উপর এমন কষ্টদায়ক ও অসহ্য আযাব অবতীর্ণ করিব যাহা দেখিয়া সহিষ্ণু ব্যক্তিরাও হতভম্ব হইয়া যাইবে। অতঃপর মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব বলেন – ইহা তো কুরআন শরীফেও রহিয়াছে। সাঈদ বলিলেন, কুরআনের কোন স্থানে ইহা রহিয়াছে ? অতঃপর (কা'ব) এই আয়াতটি পাঠ করেন وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ইহা শুনিয়া সাঈদ বলিলেন-আপনি জানেন কি এই আয়াতগুলি কোন সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে ? উত্তরে কা'ব বলেন, প্রথমে এই আয়াতগুলি কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই নাযিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন উহা সার্বজনীন হিসাবে প্রযোজ্য।' এই বর্ণনাটি সম্পর্কে কারযী (র) বলেন, ইহা হাসান-সহীহ।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ

উক্ত আয়াতটিকে ইব্ন মুহাইসীন يُشْهِدُ اللّٰهَ এর اليَاءِ এ যবর এবং اَللّٰهُ এর ه এ পেশ দিয়া পড়িয়াছেন। তখন عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ অর্থ দাঁড়ায় 'তাহারা যতই মিষ্টি কথা বলুক না কেন

তাহাদের অন্তরের নোংরামী সম্পর্কে আল্লাহ খুবই ভালো জানেন।' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

اِذَا جَاۤئَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ.

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ!) যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তখন তাহারা বলে–নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাহারই রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।' অবশ্য জমহুর (অধিকাংশ ইমাম বা আলিম) ' এর গঠনে الياء। পেশ এবং اللّٰهُ। এর এ যবর রহিয়াছে। তখন وَيَشْهَدُ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِىْ অর্থ হইবে 'তাহারা লোক-দেখানো মুসলমানী প্রকাশ করে কিন্তু তাহাদের মনের কুফরী ও মুনাফিকীও আল্লাহর নিকট প্রকাশমান। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিয়াছে বটে, কিন্তু আল্লাহ হইতে গোপন করিতে পারিবে না। আর ইহাই ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন যুবায়র, ইকরামা, মুহম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল যে, 'মানুষের সামনে তাহারা ইসলাম প্রকাশ করে এবং আল্লাহর শপথ করিয়া বলে যে, তাহারা মুখে যাহা বলিতেছে তাহাদের অন্তরেও তাহাই রহিয়াছে।' ইহাই আয়াতের সঠিক অর্থ। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম ইহাই বলিয়াছেন এবং ইব্ন জারীরও এই অর্থই পছন্দ করিয়াছেন। আর ইব্ন আব্বাসও এই অর্থকে সমর্থন করিয়াছেন এবং মুজাহিদ হইতেও অনুরূপ অর্থ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

الد। এর অভিধানিক অর্থ হইল لاعوج। অর্থাৎ অত্যধিক বক্র। যথা وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا। অর্থাৎ 'ইহার দ্বারা তুমি বাঁকা জাতিকে ভয় প্রদর্শন কর।' আর মুনাফিকরাও এইভাবে সাক্ষী দিতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, সত্য হইতে দূরে থাকে, সরল ও সঠিক পথ ছাড়িয়া দিয়া মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং গালি দিয়া থাকে।

সহীহ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ 'মুনাফিকদের আলামত তিনটি। যথা– কথা বলিলে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করিলে তাহা ভঙ্গ করে ও ঝগড়া করিলে গালি দেয়।'

মারফূ সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মুলাইকা, ইব্ন জারীজ, সুফিয়ান ও কুবাই বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি ঘৃণ্য ঐ ব্যক্তি, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

অন্য আর একটি সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মুলাইকা, ইব্ন জারীজ, সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)

বলেনঃ নবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি অতি ঘৃণ্য, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

মুআম্মার হইতে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন ঃ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আয়েশা (রা) ইব্‌ন আবূ মুলাইকা ও ইব্‌ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم অর্থাৎ– 'আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি অতি অপছন্দনীয়, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ। অর্থাৎ 'যখন সে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন সে পৃথিবীতে প্রধাবিত হইয়া অশান্তি উৎপাদন এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তু ধ্বংস করে। আর আল্লাহ অশান্তি ভালবাসেন না।' অর্থাৎ তাহারা অতি বক্র ও কর্কশভাষী এবং তাহাদের কার্যাবলীও অতি জঘন্য। আর তাহাদের কাজ তাহাদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা মিথ্যাবাদী ও অসৎ আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী। অর্থাৎ তাহারা অতি বক্রভাষী ও কুস্বভাবের অধিকারী এবং তাহাদের কথা ও কার্যে সর্বক্ষণই গরমিল। তাহারা মিথ্যাবাদী, অসৎ আকীদা বিশ্বাস পোষণকারী এবং অতি জঘন্য কাজ সংঘটনকারী।

এখানে السعى। এর অর্থ হইল 'ইচ্ছা করা'। যেমন ফিরআউনের কথা উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى. فَحَشَرَ فَنَادٰى. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الاَعْلٰى. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى.

"অতঃপর সে সতর্কতানুসরণের অভিলাষী হইল! অনন্তর সকলকে সমবেত করিয়া ঘোষণা দিল। বলিল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক। পরিণামে আল্লাহ তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিদর্শন করিলেন। নিশ্চয়ই উহাতে খোদাভীরুর জন্য উপদেশ রহিয়াছে।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থ– 'হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও।' অর্থাৎ ইচ্ছা বা সংকল্প করিয়া উহার দিকে অগ্রসর হও। কেননা অংগের দ্বারা নামাযের দিকে দৌড়াইয়া যাওয়া সম্পর্কে নবী (সা)-এর নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 'তোমরা যখন নামাযের দিকে আস তখন তোমরা দৌড়াইয়া আসিও না, বরং তোমরা যখন নামাযের দিকে আসিবে তখন স্থির ও শান্তভাবে আসিও।'

মোটকথা, কাপুরুষ মুনাফিকদের কাজ হইতেছে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্য ধ্বংস করা। আর এই দুইটি কাজে খাদ্যশস্য এবং জন্তু-জানোয়ারের বংশ বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটে। অথচ ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া মানুষ নিজেদের জীবন নির্বাহ করে।

মুজাহিদ বলেন ঃ যখন তাহারা পৃথিবীর উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেন। ফলে শস্য ও জীব-জানোয়ারের ক্ষতি সাধিত হয়। তাই আল্লাহ বলেন ঃ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ পছন্দ করেন না। কিংবা আল্লাহ তা'আলা এই (ফাসাদ) বিশেষণটি পছন্দ করেন না এবং যাহার দ্বারা ইহা প্রকাশিত হয় তাহাকেও পছন্দ করেন না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

অর্থাৎ 'যখন তাহাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন প্রতিপত্তির অহমিকা তাহাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করিয়া দেয়।' অর্থাৎ যখন এমন পাপিষ্ঠকে তাহার কীর্তিকাণ্ড উল্লেখ করিয়া উপদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, কথা ও কাজের গরমিল পরিত্যাগ কর এবং সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, তখন তাহারা তাহাদের পাপকার্যের উল্লেখ করায় আরও বেশি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং বিরোধিতার উত্তেজনায় পাপ কার্যে আরও বেশি লিপ্ত হইয়া পড়ে!

আলোচ্য আয়াতটির সহিত সংগতিপূর্ণ আর একটি আয়াত ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمُنْكَرَ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অর্থাৎ যখন তাহাদের সামনে আমার প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ পাঠ করা হয় তখন তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া থাকিবে এবং মনে হইবে, পাঠকদের উপর তাহারা লাফাইয়া পড়িবে। জানিয়া রাখ, কাফিরদের জন্যে আমার নির্দেশ হইতেছে দোযখাগ্নি এবং তাহা হইল অত্যন্ত জঘন্য স্থান।'

তেমনি আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে ঃ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ অর্থাৎ 'অতএব জাহান্নাম তাহার জন্যে যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই উহা নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল।' অর্থাৎ তাহাদের কর্মের ফল হিসাবে ইহাই উপযুক্ত!

অতএব আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'কোন লোক এইরূপ আছে যে, আল্লাহর পরিতুষ্টি সাধনের জন্যে আত্মাহুতি দান করে।' মুনাফিকদের হীন চরিত্রের বর্ণনা দেওয়ার পর এখানে মু'মিনদের প্রশংসামূলক আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আনাস, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, আবূ উসমান নাহদী, ইকরামা ও একদল আলিম বলেন ঃ এই আয়াতটি হযরত সুহাইব ইব্‌ন সিনান রুমী (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় হিজরত করার ইচ্ছা করিলে মক্কার কাফিররা তাহাকে বলিয়াছিল, আমরা তোমাকে মাল-সম্পদ নিয়া মদীনায় যাইতে দিব না। মালপত্র ছাড়িয়া গেলে যাইতে পার। অতঃপর তিনি তাহার সমস্ত মাল পৃথক করিয়া কাফিরদের হাতে তুলিয়া দিয়া মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন। তাই তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অপর দিকে মদীনায় হযরত উমর (রা) ও সাহাবাদের (রা) বিরাট একটি দল তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে 'হুররা'-এর উপকণ্ঠ পর্যন্ত আগাইয়া আসেন এবং তাহাকে মুবারকবাদ জানাইয়া বলেন, আপনি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া প্রতি উত্তরে তিনিও বলিলেন, আপনাদের ব্যবসায়ও যেন আল্লাহ্ আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলেন, আমাকে এই খোশ আমদেদ জানানোর কারণ কি ? তাঁহারা বলিলেন, আপনার সম্পর্কে আল্লাহ্ এই (আলোচ্য) আয়াতটি অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাহাকে দেখিয়া বলিলেন ঃ সুহাইব বড় লাভজনক ব্যবসা করিয়াছে।

হযরত সুহাইব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উসমান নাইম, আউফ, জা'ফর ইব্ন সুলাইমান যাব্বী, সুলাইমান ইব্ন দাউদ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বিসতাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত সুহাইব (রা) বলেন ঃ আমি যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া নবী (সা)-এর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করিলাম, তখন কুরাইশরা আমাকে বলিল ঃ হে সুহাইব! তুমি যখন মক্কায় আগমন করিয়াছিলে, তখন তোমার কাছে কোন মাল-সম্পদ ছিল না। অথচ তুমি এখন মালামালসহ চলিয়া যাইতেছ। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও এমন হইতে দিব না। অতঃপর আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তবে তোমরা কি চাও, আমি সব মাল তোমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া যাই ? তাহারা বলিল-হ্যাঁ। অতএব আমি আমার সমস্ত মাল-সম্পদ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিলাম এবং মদীনার পথে যাত্রা করিয়া নবী (সা)-এর নিকট পৌছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া দুইবার বলিলেন– সুহাইব, লাভজনক কাজ করিয়াছে, সুহাইব, লাভজনক কাজ করিয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন সাঈদ ও হাম্মাদ ইব্ন সামলা বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব বলেন ঃ সুহাইব (রা) হুযুর (সা)-এর মতো মদীনাভিমুখে হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের একদল লোক তাহার পিছু নিলে তিনি সওয়ারী হইতে নামিয়া তুন হইতে তীর বাহির করিয়া বলিলেন ঃ হে মক্কাবাসী! আমার তীর চালনা সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে। আমার একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না এবং আমার তুনের তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে বিদীর্ণ করিয়া যাইব। ইহার পর চালাইব তরবারী। মোটকথা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাতে কোন অস্ত্র থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মুকাবিলা করিয়া যাইব। ইহার পরে তোমরা আমার সাথে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করিতে পারিবে। অথবা তোমরা যদি চাও তাহা হইলে আমি আমার সমুদয় সম্পদ তোমাদিগকে দিয়া দিতেছি। অতঃপর আমি মদীনায় গিয়া হুযুর (সা)-এর নিকট পৌছিলে তিনি বলিলেন ঃ 'ব্যবসায়ে বড় লাভ করিয়াছ।' সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব বলেন– এই আয়াতটি তাহারই সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ.

অবশ্য অধিকাংশের মত হইল যে, এই আয়াতটি আল্লাহর পথের প্রতিটি মুজাহিদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদদের উদ্দেশ্যেই ইহা নাযিল হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের বিনিময়ে মু'মিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া নিয়াছেন। তাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আর তাহারা হত্যা করে এবং নিহতও হয়। আল্লাহর এই সত্য অঙ্গীকার তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক সত্য অঙ্গীকারকারী আর কে হইতে পারে? হে ঈমানদারগণ! তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ে এবং আদান-প্রদানে সন্তুষ্ট হইয়া যাও, আর ইহাই হইল বড় কৃতকার্যতা।

হযরত হিশাম ইব্ন আমের (রা) যখন কাফিরদের দুইটি ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন এবং একাকীই তাহাদের উপর আক্রমণ চালান, তখন কতক লোকে তাহার এই আক্রমণকে শরীআত বিরোধী মনে করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবী ইহার প্রতিবাদ করেন এবং তাহারা وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

(٢٠٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

(٢٠٩) فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

**২০৮. "হে ঈমানদারগণ! ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।**

**২০৯. যদি তোমরা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পাইয়াও বিচ্যুত হও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ জবরদস্ত কুশলী।"**

**তাফসীর** ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দা ও তাহার নবী (সা)-এর সত্যতা স্বীকারকারীদেরকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন সাধ্যানুযায়ী শরীআতের প্রতিটি আদেশকে মান্য করে এবং যে সকল বিষয়ের প্রতি আল্লাহর নিষেধ রহিয়াছে তাহা হইতে বিরত থাকে।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আওফী, মুজাহিদ, তাউস, যিহাক, ইকরামা, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ বলেন ঃ اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল, 'ইসলাম'। অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস হইতে যিহাক, আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ আর মর্মার্থ হইল 'আনুগত্য'। কাতাদা বলেন ঃ উহার মর্মার্থ হইল 'সততা'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ كَافَّةً ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ আবুল আলীয়া, ইকরামা, রবী' ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যান ও মুজাহিদ (র) كَافَّةً এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইসলামের প্রতিটি নেক বিষয়ের এবং নেক কাজের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা ও স্তরের উপর আমল করা।

হযরত ইকরামা (রা)-এর অভিমত হইল যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) আসাদ ইব্‌ন উবাইদ ও ছা'লাবা প্রমুখ যখন ইহুদী ধর্ম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাওরাতের নির্দেশিত শনিবারের উৎসব পালন এবং রাত্রি বেলায় তাওরাতের উপর আমল করার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে) তাহাদিগকে ইসলামের নিদর্শনসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববর্তী কিতাবের আমল ছাড়িয়া দিয়া ইসলামের উপর পুরাপুরি আমল করার তাগিদ দেন। অবশ্য এই স্থলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালামের নাম উল্লেখের ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তাঁহার শনিবারের উৎসবের অনুমতি চাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ ধর্মজ্ঞ ও ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ মুসলমান। উপরন্তু তিনি পূর্ব কিতাবগুলির কোন্ কোন্ নির্দেশ বাতিল ঘোষিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে সে সব ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সচেতন।

কোন কোন তাফসীরকার كَافَّةً শব্দটিকে الدَّاخِلُ এর 'হাল' বলিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা সবাই ইসলামের মধ্যে পুরঃ প্রবেশ কর।' অবশ্য প্রথম উক্তিটিই অধিকতর সঠিক। কেননা সেখানে ঈমানের প্রতিটি স্তর ও শরীআতের প্রতিটি নির্দেশের উপর সাধ্যানুযায়ী আমল করার অর্থ করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আউন, ইসমাঈল ইব্‌ন যাকারিয়া, হাইছাম ইব্‌ন ইয়ামান, আহমদ ইব্‌ন সাবাহ, আলী ইব্‌ন হুসাইন ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ আহলে কিতাবগণ ইসলাম গ্রহণের পরেও তাওরাতে অবতীর্ণ কতকগুলি নির্দেশ মানিয়া চলিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً অর্থাৎ তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরাপুরিভাবে প্রবেশ কর। তোমরা পরিপূর্ণভাবে দীনে মুহাম্মদীর প্রতিটি বিধান প্রতিপালন কর এবং উহার কোন একটি আমলও পরিত্যাগ করিও না। আর তোমাদের জন্য তাওরাত এবং তাওরাতের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে উহার উপর বিশ্বাস বা ঈমান রাখাই যথেষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলিতেছেন ঃ وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং শয়তান যে সকল বিষয় পালনের আদেশ করে তাহা হইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা সে অসৎ ও অন্যায়েরই নির্দেশ দিয়া থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করার কথা বলে এবং তাহার দলের ইচ্ছা ইহাই যে, তোমরা দোযখবাসী হইয়া যাও। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের পরিশেষে সতর্কতা স্বরূপ ঘোষণা করিতেছেন اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। মাতরাফ (র) বলেন ঃ আল্লাহর বান্দাকে শয়তান নিজের বান্দা বানাইতে চায়।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ অর্থাৎ 'তোমাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি সমাগত হওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও।' আর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার পরেও যদি তোমরা সত্য হইতে সরিয়া পড় তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী। অর্থাৎ শেষবিচার বা প্রতিদানের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত। আর তাঁহার নিকট হইতে কাহারও পলায়ন করার সাধ্য নাই; তাঁহার উপর কেহ প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না; উপরন্তু তিনি তাঁহার নির্দেশ কার্যকরী করা, রহিত করা এবং শিথিল করার ব্যাপারে সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ।

তাই আবুল আলীয়া, কাতাদা ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ তিনি প্রতিদানের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং নির্দেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে সুদক্ষ ও মহাপ্রাজ্ঞ। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ তিনি কাফিরদের উপরে প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যাপারে মহা পরাক্রমশালী এবং তাহাদের ওযর ও প্রমাণ খণ্ডন করার ব্যাপারে অশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী।

(٢١٠) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۟

**২১০. "তাহারা কি শুধু এই অপেক্ষাই করিতেছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছত্রছায়ায় ফেরেশতাগণকে লইয়া হাযির হইবেন? অথচ সব ব্যাপারই মীমাংসিত রহিয়াছে। আল্লাহর কাছেই সকল কাজ প্রত্যাবর্তিত হইবে।"**

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন ঃ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ অর্থাৎ তাহারা কি শুধু এই অপেক্ষাই করিতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘদলের ছত্রতলে ফেরেশতাগণকে সঙ্গে নিয়া আসিবেন ? অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হইল পূর্ববর্তী সকলের জন্যে বিচার বা রায় প্রাপ্তির দিন। সবাই নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল পাইবে। সেদিন পুণ্যবান পাইবে উৎকৃষ্ট পরিণাম এবং পাপিষ্ঠ পাইবে নিকৃষ্ট পরিণাম।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ সমস্ত কার্যের নিষ্পত্তি হইয়া রহিয়াছে এবং আল্লাহরই নিকট সমস্ত কার্য প্রত্যাবর্তিত হইবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَلاَّ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجِيْئَ يَوْمَئِذٍ
بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى.

অর্থাৎ যেদিন পৃথিবী টুকরা টুকরা হইয়া মিশিয়া যাইবে এবং স্বয়ং তোমার প্রতিপালক উপস্থিত থাকিবেন, ফেরেশতাগণ দাঁড়াইয়া যাইবে এবং জাহান্নামকেও সামনে প্রকাশিত করা হইবে; সেই দিন এই সব লোক শিক্ষা লাভ করিবে বটে; কিন্তু তাহাতে আর কি উপকার হইবে ?

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ

অর্থাৎ 'তাহারা কি এই অপেক্ষা করিতেছে যে, তাহাদের নিকট ফেরেশতারা আসিবেন বা স্বয়ং প্রভুই উপস্থিত হইবেন কিংবা তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে কতকগুলি নিদর্শন প্রকাশিত হইবে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) 'শিংগা' সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীসে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

যখন মানুষ দীর্ঘকাল অবস্থানের পর ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আল্লাহর নিকট সুপারিশের জন্য আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেক নবীর নিকট আবেদন জানাইবে। কিন্তু সবাই অপারগতা প্রকাশ করিবেন। অবশেষে তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিবেন–আমি প্রস্তুত রহিয়াছি এবং আমিই উহার অধিকারী। কার্যত তিনিও ঘাবড়াইয়া যাইবেন এবং আল্লাহর আরশের নিচে সিজদায় পড়িবেন। তিনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবেন যেন তিনি দ্রুত বান্দাদের ফয়সালার কার্যে প্রবৃত্ত হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সুপারিশ কবূল করিবেন এবং তিনি মেঘমালার ছত্রছায়া'য় সমাগত হইবেন। প্রথমে দুনিয়ার আকাশ ফাটিয়া যাইবে এবং সেখানকার সমস্ত ফেরেশতা উপস্থিত হইবেন। এই ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় হইতে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ফাটিয়া তথাকার সকল ফেরেশতাগণ আসিয়া যাইবেন। আল্লাহর আরশবাহী ফেরেশতারা আরশ লইয়া অবতরণ করিবেন। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু মেঘমালার ছত্রতলে অবতীর্ণ হইবেন এবং সমস্ত ফেরেশতা তাসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকিবেন। তাঁহারা বলিতে থাকিবেন ঃ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْجَبَرُوْتِ
سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ سُبْحَانَ الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلاَئِقَ وَلاَ يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ
قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْاَعْلٰى سُبْحَانَ ذِى
السُّلْطَانِ وَالْعَظْمَةِ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ اَبَدًا اَبَدًا

অর্থঃ পবিত্রতা তাঁহারই যিনি সকল রাজ্য ও ফেরেশতামণ্ডলীর অধিপতি। শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তির অধিকারীর পবিত্রতা। পবিত্রতা তাহারই, যিনি অমর ও চিরঞ্জীব। পবিত্রতা সেই মহান সত্তার, যিনি সকল সৃষ্টি মারেন এবং নিজে মরেন না। তিনিই সর্বাধিক যিকির ও পবিত্রতার অধিকারী। ফেরেশতাকুল ও আত্মাসমূহের অধিপতির পবিত্রতা। আমাদের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সত্তার পবিত্রতা। রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীর পবিত্রতা। তাঁহার পবিত্রতাই চিরন্তন ও সর্বকালের।

হাদীসটি মশহুর এবং ইহার একজন বর্ণনাকারী ব্যতীত সকলেই 'ছিকাহ' অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। অবশ্য হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যামূলক বহু হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে হাদীসগুলির মধ্যে দুর্বলতাও রহিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সেইগুলির মধ্য হইতে একটি হইল এই ঃ নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মাসউদ, মাসরুক, আবূ উবায়দুল্লাহ ইব্ন মাইসারাহ ও মিনহাল ইব্ন আমর বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট একটি সময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকদিগকে একত্রিত করিবেন। আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া বিচারের অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মেঘদলের ছত্রছায়ায় আরশ হইতে কুরসীতে অবতরণ করিবেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল জলীল কায়সী, মুতামার ইব্ন সালীমা, আবূ বকর ইব্ন আতা ইব্ন মুকাদ্দাস, আবূ যরাআ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে সময় তিনি অবতরণ করিবেন সেই সময় তাঁহার এবং সৃষ্ট জীবের মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা থাকিবে। সেই পর্দাগুলি হইবে আলো, অন্ধকার ও পানির। আর পানি অন্ধকারের মধ্যে এমন শব্দ করিবে যাহার ফলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিবে।

ওলীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন ওযীর দামেশকী, ইব্ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ওলীদ বলেন ঃ আমি যুবায়র ইব্ন মুহাম্মদকে هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ মেঘপুঞ্জের ছায়াতল 'ইয়াকুত' দ্বারা সজ্জিত থাকিবে এবং তাহা হইবে মুক্তা ও পান্না বিশিষ্ট। মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, উহা সাধারণ কোন মেঘ নয়; বরং উহা হইল সেই মেঘপুঞ্জ, যাহা তীহ উপত্যকায় বনী ইসরাঈলের মাথার উপরে বিরাজিত ছিল।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্ন আনাস ও আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করেন যে, আবুল আলীয়া هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ফেরেশতাগণ মেঘদলের ছায়াতলে আসিবেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাহাতে ইচ্ছা তাহাতেই আসিবেন।

Contents



কোন কোন পঠনে هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ ও রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা কি এই অপেক্ষায়ই রহিয়াছে যে, আল্লাহ তাহাদের নিকট আসিবেন এবং ফেরেশতারাও মেঘমালার ছায়াতলে আসিবে ? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلاَئِكَةُ تَنْزِيْلاً অর্থাৎ সেইদিন আকাশ মেঘসহ ফাটিয়া যাইবে এবং ফেরেশতাগণ দলে দলে অবতরণ করিবেন।

(২১১) سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(২১২) زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

**২১১. "বনী ইসরাঈলগণকে জিজ্ঞাসা কর-তোমাদিগকে কতকগুলি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেওয়া হইয়াছিল ? আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নি'আমত পাইয়াও বদলাইয়া ফেলে, তাহার পরিণতিতে নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"**

**২১২. "কাফিরদের জন্য পার্থিব জীবন চাকচিক্যময় করা হইয়াছে। ফলে তাহারা মু'মিনগণকে উপহাস করিতেছে। অথচ কিয়ামতের দিনে মুত্তাকীদের মর্যাদাই উপরে থাকিবে। আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমেয় রুযী দান করেন।"**

**তাফসীর ঃ** আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ঘটনার প্রতি সাবধানী ইংগিত প্রদানপূর্বক বলিতেছেন যে, আমি মূসাকে বহু স্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ দান করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে হাতের ঔজ্জ্বল্য, লাঠি, সমুদ্র দ্বিখণ্ডন, পাথর প্রক্ষালন, কঠিন গরমের সময়ে মেঘের ছায়া দান এবং মান্না ও সালওয়া ইত্যাদি উল্লেখ্য। এই নিদর্শন সকল আমার কর্তৃত্ব এবং অপরিসীম ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করিয়াছে। পরন্তু ইহার দ্বারা মূসার নবূওয়তীরও সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও বনী ইসরাঈলের অনেক লোক আমার দেওয়া নি'আমতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা ঈমান ত্যাগ করিয়া কুফরী গ্রহণ করিয়াছে। মোটকথা, তাহারা এতকিছুর পরেও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَائَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ যে কেহ তাহার নিকট আল্লাহর নি'আমত আসার পর তাহা পরিবর্তন করিয়া ফেলে, তবে জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরায়শ কাফিরদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ . جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

অর্থাৎ "তুমি কি ঐ লোকদিগকে দেখ নাই যাহারা আল্লাহর নি'আমতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের নিবাসে নিক্ষেপ করিয়াছে ?"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের পার্থিব ভোগ-লিপ্সার আলোচনা করিয়া বলেন, তাহারা উহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। এমনকি উহাতেই তাহারা প্রশান্তি পাইয়াছে এবং সম্পদ পুঞ্জিভূত করিয়া উহা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করা হইতে বিরত থাকিতেছে। পক্ষান্তরে যে সকল মু'মিন এই নশ্বর জগত হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ বিলাইয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে উহারা উপহাস করিয়া থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবান সেই মু'মিনরাই। কিয়ামতের দিন মু'মিনদের মর্যাদা দেখিয়া কাফিরদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে। সেদিন নিজেদের দুর্ভাগ্য ও মু'মিনদের সৌভাগ্য লক্ষ্য করিয়া তাহারা অনুধাবন করিতে পারিবে যে, কাহারা উচ্চ পদস্থ এবং কাহারা নিম্ন প্রদস্থ।

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতেই অসংখ্য, অপরিমিত ও অঢেল সম্পদ দান করেন। হাদীস শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ابن ادم انفق انفق عليك অর্থাৎ 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার পথে ব্যয় কর আর আমি তোমাকে দিব।'

নবী (সা)-ও বলিয়াছেন ঃ 'হে বিলাল! তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে থাক এবং আরশের অধিকারী হইতে সংকীর্ণতার আশংকা করিও না।' কুরআন মজীদের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْئٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু খরচ করিবে আল্লাহ পাক তাহার প্রতিদান দিবেন। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ প্রতিদিন সকালে আকাশ হইতে দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন বলিতে থাকেন–'হে আল্লাহ! আপনার পথে ব্যয়কারীকে আপনি বরকত দান করুন। অপরজন বলিতে থাকেন-'হে আল্লাহ! কৃপণের মাল ধ্বংস করিয়া দিন।'

অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "বনী আদম আমার মাল আমার মাল বলিয়া থাকে। অথচ তোমার মাল তো সেইগুলিই যাহা তুমি খাইয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছ। যে কাপড় তুমি পরিধান করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছ এবং যাহা তুমি (আল্লাহর পথে) দান করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য সবকিছুই তুমি ছাড়িয়া বিদায় হইবে এবং মানুষের জন্য রাখিয়া যাইবে।"

নবী (সা) হইতে মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, নবী (সা) বলেন ঃ الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لاعقل له অর্থাৎ দুনিয়া তাহারই ঘর যাহার কোন ঘর নাই এবং দুনিয়া তাহারই মাল যাহার কোন মাল নাই। আর দুনিয়া ঐ ব্যক্তি সংগ্রহ করে যাহার কোন বিবেক নাই।

(২১৩) كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ وَمَا

اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۖ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ○

২১৩. "মানব জাতি ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীগণকে পাঠাইলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সত্যবাহী কিতাব পাঠাইলেন যেন তদ্বারা মানুষ তাহাদের পারস্পরিক বিরোধের বিষয়গুলি মীমাংসা করিয়া লয়। এইরূপ সুস্পষ্ট দলীল পাইয়া তাহাদের একদল উহার বিরোধী হইল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিরোধের ক্ষেত্রে নিজ মর্জী মোতাবেক ঈমানদারগণকে পথ প্রদর্শন করিলেন। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন সরল পথ দেখান।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদা, হুমাম, আবূ দাউদ, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ হযরত নূহ (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে দশটি যুগের পার্থক্য ছিল এবং এই দীর্ঘকালের সকল লোকগণই সঠিক শরীআতের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা (তাহাদের মধ্যে) সুসংবাদবাহক এবং সতর্ককারী রূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পঠনের রূপ হইল এই ঃ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا অবশ্য মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ধারাবাহিকভাবে বিনদার ও হাকেম (স্বীয় মুস্তাদ্রাকে) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার বলেন ঃ হাদীসটির বর্ণনাসূত্র সহীহ। তবে সহীহদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই। অনুরূপভাবে উবাই ইব্ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আলীয়া ও আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করেন ঃ উবাই ইব্ন কা'বও আয়াতটি كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ এই রূপে পড়িতেন।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন ঃ কাতাদা এই আয়াতটির এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ 'তাহারা সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন।' فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّنَ অর্থাৎ অতঃপর প্রথম নূহ (আ)-কে প্রেরণ করেন। মুজাহিদও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রথমোক্ত ব্যক্তব্যের অনুরূপ বলেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'তাহারা সকলেই কাফির ছিল। فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ। অর্থাৎ অতঃপর তিনি সুসংবাদবাহক এবং ভীতি প্রদর্শক রূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন।'

অবশ্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রথম উক্তিটিই অর্থগতভাবে এবং বর্ণনাসূত্রের সত্যতার ভিত্তিতে অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা, প্রথমে সকল মানুষ আদম (আ)-এর মতাদর্শের

অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাহারা দেবদেবীর পূজা-অর্চনা শুরু করিলে আল্লাহ তাহাদের প্রতি হযরত নূহ (আ)-কে প্রেরণ করেন। তাই বলা যায় যে, মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে নবী হিসাবে হযরত নূহ (আ)-ই প্রথম প্রেরিত মহা পুরুষ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. অর্থাৎ তাহাদের আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ ছিল, যাহা দ্বারা জনগণের প্রতিটি সমস্যা ও মতভেদের মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ প্রমাণাদির পরেও শুধুমাত্র পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ বশত তাহারা সেই কিতাব নিয়ে মতভেদ ঘটাইয়া বসিল। অর্থাৎ প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং মতভেদের মীমাংসা সম্পর্কীয় বিধান প্রাপ্তির পরেও তাঁহারা শুধুমাত্র পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও গোঁড়ামির ফলে (একমত হইতে পারে নাই)। فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে সুপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং তাঁহারা মতবিরোধের চক্র হইতে বাহির হইয়া সরল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, সুলায়মান, আ'মাশ, মুআম্মার ও আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ নবী (সা) বলেন যে, আমাদের দুনিয়ায় আগমন হিসাবে আমরা সবার শেষে, কিন্তু আমরা কিয়ামতের দিন বেহেশতে প্রবেশক হিসাবে সবার প্রথম হইব। আহলে কিতাবগণকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদিগকে পরে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা সত্যের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করায় আল্লাহ আমাদিগকে হেদায়েত দান করেন। আর এই দিনটি নিয়াও তাহারা মতভেদ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ আমাদিগকে এই ব্যাপারে হেদায়েত দান করেন। আর লোক সকল এই ব্যাপারেও আমাদের পরবর্তী রহিয়া যায়। কেননা কাল (শনিবার) হইল ইয়াহূদীদের (জুমআ) এবং তাহার পরদিন হইল নাসারাদের (জুমআ)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্‌ন তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক এবং অন্য আর একটি সূত্রে যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম ও ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আসলাম فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জুমআর ব্যাপারেও তাহারা মতবিরোধ করিলে শনিবার ইয়াহূদীগণ এবং রবিবার খ্রিস্টানগণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীগণই সঠিক দিন হিসাবে শুক্রবার প্রাপ্ত হন। তাহারা কিবলার ব্যাপারেও ইখতিলাফ করিয়াছিল। অতঃপর খ্রিস্টানরা পূর্ব দিকে এবং ইয়াহূদীরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসাবে পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীগণই সঠিক কিবলা প্রাপ্ত হইল। তাহারা নামাযের ব্যাপারেও মতভেদ করিয়া পরে কেহ সিজদা ছাড়া রুকু দ্বারা, কেহ রুকু ছাড়া সিজদা দ্বারা, কেহ নামাযের মধ্যে কথা বলিয়া, আবার কেহ হাটিয়া হাটিয়াও নামায পড়িত। অতঃপর মুসলমানরাই প্রকৃত নামায প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। রোযার ব্যাপারেও তাহারা মতানৈক্য করিয়াছিল। কেহ কেহ দিনের কিয়দংশে রোযা রাখে, আবার কেহ

কেহ নির্দিষ্ট কোন খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া রোযা রাখে। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীগণই সুপথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ব্যাপারে মতপার্থক্য করিয়া খ্রিস্টানরা বলিত যে, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন এবং ইয়াহুদীরা বলিত যে, তিনি ইয়াহুদী ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মুসলমান। সুতরাং এই বিষয়েও আমরাই বিশুদ্ধ জ্ঞান পাইয়াছি। হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারেও মতভেদ করিয়া ইয়াহুদীরা তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছিল এবং তাহার মাতাকে জঘন্যতম অপবাদে কলংকিত করার অপচেষ্টা করিয়াছিল। আর খ্রীষ্টানরা তাঁহাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল। অথচ উম্মতে মুহাম্মদীগণই কেবল তাঁহাকে রুহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সত্য পথের ধারক হইয়াছে।

রবী' ইব্ন আনাস فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ -এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত লোক সাধারণত তাওহীদবাদী ছিল। তাহারা আল্লাহরই ইবাদত করিত, আল্লাহর সাথে শরীক করা হইতে বিরত থাকিত, নামায পড়িত ও যাকাত দিত। অতঃপর মধ্যভাগেই তাহাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে শেষ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা মতানৈক্যের নিগড় হইতে মুক্তি দিয়া প্রথম দলের ন্যায় সত্য-সরল পথে নিয়া আসেন। আর এই উম্মতগণই অন্যান্য উম্মতের উপরে অর্থাৎ হযরত নূহ (আ)-এর কাওম, হযরত হূদ (আ)-এর কাওম, হযরত সালেহ (আ)-এর কাওম, হযরত শুয়াইব (আ)-এর কাওম, এমন কি আলে ফিরআউনের উপরেও তাহারা সাক্ষী হইবে। কেননা অন্যান্য উম্মতগণ তাহাদের নবীর বিরুদ্ধে তাহাদের কাছে দীনের দাওয়াত না পৌছানোর মিথ্যা অভিযোগ করিবে। আর মুসলমানরাই সত্যের পক্ষ ধরিয়া নবীগণ দাওয়াত পৌছাইয়াছেন বলিয়া সাক্ষী দিবেন।

হযরত উবাই ইব্ন কা'বের পঠিত আয়াত এইরূপ ঃ لِيَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ। অর্থাৎ যেন তাহারা কিয়ামতের দিন জনগণের উপর সাক্ষী হয়, আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।' আবুল আলীয়া বলেন ঃ এই আয়াতটিতে সন্দেহ, ভ্রান্তি এবং বিবাদ হইতে মুক্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর বলেন ঃ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ (এই হেদায়েত) আল্লাহ তা'আলার ইলম এবং তাঁহার পথ প্রদর্শনের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হইয়াছে। وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ। অর্থাৎ সত্য-সরল পথের দিকে তিনি তাঁহারই প্রজ্ঞা এবং সত্যতার চূড়ান্ত নিদর্শনসমূহ দ্বারা পথ দেখান।

সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে যখন নামাযের জন্য উঠিতেন, তখন তিনি বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اَخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍمُسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! হে জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রভু! হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত বস্তুর জ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের পারস্পরিক মতভেদের মীমাংসা করিয়া থাকেন। অতঃপর আমার প্রার্থনা হইল যে, যে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে যাহা সঠিক আমাকে আপনি সেই পথেই পরিচালিত করুন। বস্তুত আপনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সরল পথ দেখান।'

এই বিষয়ে হুযূর (সা) হইতে আর একটি দু'আ নকল করা হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ وَلاَ تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيْنَا فَنَضِلُّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! যাহা সত্য তাহা আমাদিগকে সত্যরূপে অবলোকন করান এবং অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপেই আমাদিগকে পরিদৃষ্ট করান এবং তাহা হইতে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আর আমাদের প্রতি সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করিবেন না, যাহাতে আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। পরন্তু হে আল্লাহ! আমাদিগকে সৎ ও খোদাভীরু লোকদের ইমাম বানাইয়া দিন।'

(٢١٤) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۝

**২১৪. "তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, এমনিই বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে না? তাহাদের উপর কঠিনতম দুঃখ-কষ্ট ও আঘাত আসিয়াছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁহার ঈমানদার সংগীরা জিৎকার জুড়িয়াছিল-কোথায় আল্লাহর মদদ? জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর মদদ খুবই সন্নিকটে।"**

**তাফসীর** ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ অর্থাৎ তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলিয়া যাইবে তোমাদিগকে নিরীক্ষণ, নির্বাচন ও পরীক্ষার পূর্বে ? যেমন পূর্ববর্তী উম্মতগণও আশা করিয়াছিল ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ অর্থাৎ 'অথচ তোমরা এখনও সেই লোকদের অবস্থা অতিক্রম কর নাই, যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে। তাহাদের উপর আসিয়াছিল বিপদ ও কষ্ট। আর তাহা হইল রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও দুর্ভাগ্য-দুর্ঘটনা।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত আবুল আলীয়া, হযরত মুজাহিদ, হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হযরত মুররাতুল হামদানী, হযরত হাসান, হযরত কাতাদা, হযরত যিহাক, হযরত রবী', হযরত সুদ্দী ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ اَلْبَأْسَاءُ। অর্থ দারিদ্র্য। اَلضَّرَّاءُ। অর্থ ব্যাধি। وَزُلْزِلُوْا। অর্থাৎ তাহাদিগকে শত্রুদের ভয় কঠিনভাবে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল আর তাহারা হইয়াছিল পরীক্ষার কষ্টিপাথরে কঠিনভাবে পরীক্ষিত।

খাব্বাব ইব্‌ন আরাছ (রা) হইতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করিতেছেন না ? (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন–"তোমাদের পূর্ববর্তীগণও তাওহীদবাদী ব্যক্তি ছিল, যাহাদের মস্তকোপরি করাত রাখিয়া পা পর্যন্ত ফাড়িয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহারা তাওহীদের বিশ্বাস এবং দীনের অনুসরণ হইতে বিন্দুমাত্রও সরিয়া পড়েন নাই। আর কাহার কাহারও লোহার চিরুনী দিয়া দেহের গোশ্‌ত আঁচড়াইয়া হাড্ডি হইতে আলগ করা হইয়াছিল, কিন্তু তবুও তাহারা আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করেন নাই। অতঃপর বলেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের এই দীনকে আল্লাহ পরিপূর্ণ করিবেনই। তখন যে কোন অশ্বারোহী 'সানআ' হইতে 'হাযরা মাউত' পর্যন্ত আল্লাহর ভয় ব্যতীত নির্ভয়ে পদচারণা করিতে পারিবে। তবে কাহারও এই ভয় আসা অন্য কথা যে, হয়তো তাহার বকরীর উপর বাঘে আক্রমণ করিবে। কিন্তু (আমি শংকিত) তোমরা ত্বরিত বিজয় চাহিতেছ।"

তাই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

الٓمّٓ. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

অর্থাৎ "লোকেরা কি মনে করিয়াছে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি এই কথা বলিলেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ? অবশ্য আমি তাহাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদীদিগকে জানিয়া নিবেন এবং যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদিগকেও জানিয়া নিবেন।"

এই ভাবেই আল্লাহ খন্দকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামগণের পরীক্ষা নিয়াছিলেন। তাই তিনি সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا. وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا.

অর্থাৎ 'যখন কাফিররা তোমাদের উপরের দিক হইতে এবং নিচের দিক হইতে হামলা করিয়াছিল আর যখন ভয়ে-বিস্ময়ে তোমাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হইয়াছিল, এবং তোমাদের

প্রাণসমূহ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা করিতেছিলে; বস্তুত সেখানে মু'মিনদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল কঠিন পরীক্ষায় আর যখন মুনাফিকরা এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহারা বলিতেছিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল তো আমাদিগকে কেবল প্রবঞ্চনামূলক ওয়াদা দিয়াছেন।"

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে তোমাদের কোন যুদ্ধ হইয়াছে কি ? আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন-হাঁ। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ? তিনি বলিলেন-কখনও আমরা বিজয়ী হইয়াছি, কখনও তাহারা বিজয়ী হইয়াছে। অতঃপর হিরাক্লিয়াস বলেন-এইভাবেই নবীগণ পরীক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন এবং পরিণামে বিজয় তাহাদেরই হইয়া থাকে।'

مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ তাহাদের পদ্ধতিতে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ

فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ

অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিধরগণকে ধ্বংস করিয়াছি এবং অতীতের লোকদের মত তাহারাও গত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে শিহরিত হইতে হইয়াছে যাহাতে আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে পর্যন্ত এ কথা বলিতে হইয়াছে যে, কখন আসিবে আল্লাহর সাহায্য! অর্থাৎ তাহারা শত্রুদের কবল হইতে মুক্তির জন্য এবং কঠিন সংকটময় পরিস্থিতি হইতে অতি সত্বর মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাইত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ অর্থাৎ জানিয়া রাখ, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলিতেছেন ঃ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ অনন্তর মুশকিলের সাথে অবশ্যই আসান রহিয়াছে; নিশ্চয় মুশকিলের পরেই আসান রহিয়াছে। মোটকথা, যখনই কোন কঠোরতা দেখা দেয়, তখনই সাহায্যও অগ্রসর হইয়া আসে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।'

আবূ রযীনের এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, বান্দা যখন নিরাশ হইয়া যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হইয়া বলেন -আমার সাহায্য তো আসিয়াই যাইতেছে, অথচ তাহারা নিরাশ হইতেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ব্যস্ততার জন্য কৌতুক অনুভব করেন। কেননা, তিনি তো জানেনই যে, তাহাদের বিপদ হইতে মুক্তি অত্যাসন্ন।

(٢١٥) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২১৫. "তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহারা কিভাবে কি খরচ করিবে ? বল, তোমরা উত্তম সম্পদ যাহা কিছু খরচ করিবে তাহা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও রাহাগীর-মুসাফিরের জন্য করিবে। তোমরা ভাল যাহা কিছুই কর না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাহা সুপরিজ্ঞাত।"

তাফসীর ঃ মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ এই আয়াতটি হইতেছে নফল দান সম্পর্কীয়। সুদ্দী বলেন ঃ যাকাতের বিধান সম্পর্কীয় আয়াত এই আয়াতটিকে রহিত করিয়া দিয়াছে। তবে এই কথাটিকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না-ইহার ব্যাপারে আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। আয়াতটির ভাবার্থ হইল এই যে, হে নবী! মানুষ তোমাকে অর্থ ব্যয় করার পদ্ধতি ও পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ (র) বলেন যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জিজ্ঞাসার জাবাবে বলেন ঃ

قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ। অর্থাৎ "(হে নবী)! (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তাহা হইবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অনাথ, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য।" অর্থাৎ তোমরা এই পদ্ধতিতে ব্যয় কর।

হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, 'তোমরা তোমাদের মাতা, পিতা ভগ্নী, ভ্রাতা ও নিকটতম আত্মীয়দিগকে দান কর।'

মায়মুন ইব্ন মিহরান (রা) এই হাদীস বর্ণনা করত আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ 'এইগুলিই হইতেছে দান করার পাত্র। ঢোল-তবলা কিংবা ছবি ক্রয় এবং দেয়ালে কাপড় মোড়ানো, এইগুলি ব্যয় করার পাত্র নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা যে সকল সৎকর্ম কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত। তোমাদের দ্বারা যে সকল সৎকর্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে আল্লাহ তা'আলা সে সকল সম্পর্কে অবগত আছেন এবং অতি সত্ত্বরই তোমাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিবেন। আর তিনি বিন্দু পরিমাণও অন্যায় করেন না।

(٢١٦) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

২১৬. "তোমাদের জন্য জিহাদ ফরয করা হইল, যদিও উহা তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক। আর হয়ত কোন বস্তু তোমরা অপ্রীতিকর মনে কর, অথচ উহা তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ; এবং এমনও হইতে পারে, যে বস্তু তোমরা পসন্দ কর তাহা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। মূলত আল্লাহই (তাহা) জানেন এবং তোমরা (তাহা) জান না।"

**তাফসীর ঃ** এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরয করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তাহারা যেন ইসলামের দুশমনদের ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারে। ইমাম যুহরী (র) বলেন ঃ রণাংগণের সৈনিক কিংবা গৃহবাসী নাগরিক প্রত্যেকের জন্য জিহাদ ফরয। গৃহবাসী নাগরিকদেরও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখনই কোনরূপ সাহায্য চাওয়া হইবে, সাহায্য করিবে। যেমন, যখন পানি সরবরাহের প্রয়োজন হইবে পানি সরবরাহ করিবে এবং যখন ময়দানে যাওয়ার ডাক আসিবে, তখন ময়দানে অবতীর্ণ হইবে। অবশ্য যদি তাহার গৃহে অবস্থান অপরিহার্য না হয়।

আমি বলিতেছি ঃ এই কারণেই বিশুদ্ধ হাদীসে দেখিতে পাই–

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحِدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহাদ না করিয়া এবং নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত না রাখিয়া মারা গেল সে জাহেলের মৃত্যু বরণ করিল। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) ঘোষণা করেন-মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রশ্ন নাই। এখন বাকি রইল জিহাদ ও জিহাদের সংকল্প। যখনই তোমাদিগকে ময়দানে ডাকা হইবে, তখনই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কাছে ইহা খুবই কঠিন ও কষ্টকর। তাহা এই যে, তোমরা কেহ নিহত হইবে, কেহ আহত হইবে, কেহবা সফরের দুর্ভোগ সহ্য করিবে এবং শত্রুর মোকাবেলা করিতে গিয়া ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ এই যুদ্ধের ফলে আল্লাহর সাহায্য লাভ ও শত্রুর উপরে বিজয় অর্জিত হইবে এবং তাহাদের শহর, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ অর্থাৎ ইহা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেহ হয়ত কোন জিনিস ভাল মনে করে, অথচ উহাতে কোন কল্যাণ থাকে না। যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ঘরে বসিয়া থাকা হয়ত কেহ ভাল মনে করে। অথচ ইহার ফলে তাহার শত্রু তাহার দেশ ও প্রশাসন দখল করিয়া থাকে।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কোন ব্যাপারের পরিণতি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তাই তিনি তোমাদের ইহ ও পরকালে কল্যাণকর ও অকল্যাণকর সকল কিছুই তোমদিগকে জানাইয়া দিলেন। তাঁহার সেই হেদায়েত অনুসরণ কর ও তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চল। তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাইবে।

(٢١٧) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۚ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۚ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٢١٨) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২১৭. "তোমাকে হারাম মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে। তুমি বল, উহাতে যুদ্ধ করা বড় রকমের অন্যায়। তবে আল্লাহর নিকট উহার চাইতেও বড় অন্যায় হইল আল্লাহর পথ হইতে বিরত রাখা, মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেওয়া এবং উহা হইতে উহার বাসিন্দাদের বহিষ্কার করা। হত্যার চাইতেও ফিতনা বড়। তাহারা সাধ্যমত ততদিন তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখিবে যতদিন তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিচ্যুত না করিতে পারিবে। আর তোমাদের যাহারা দীন হইতে ফিরিয়া গেল, অতঃপর সেই কুফরী অবস্থায় মারা গেল, তাহারা তাহাদের ইহ-পরকালের সকল ভাল কাজ বরবাদ করিল, তাহারা জাহান্নামের সহচর হইল, সেখানেই তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে।

২১৮. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আর যাহারা হিজরত করিল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিল, তাহারাই আল্লাহর রহমতের আশা রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ আবুস সাওয়ার আল-হাযরামী, সালমান, মুতামার ইব্ন সালমান, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আল মাকদামী ও আমার পিতা আমাকে এই বর্ণনা শোনান যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ উবায়দা ইব্নুল জাররাহর নেতৃত্বে একদলকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি যখন সদলবলে অগ্রসর হন, তখন বিশেষ কারণে তাহার স্থলে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশকে অভিযানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আর তাহার কাছে একটি পত্র পাঠাইয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যেন অমুক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত পত্রটি পাঠ করা না হয়। তিনি আরও জানান, তুমি তোমার সহচরদের কাহাকেও অভিযানে থাকিতে বাধ্য করিবে না। অতঃপর যথাস্থানে পৌঁছিয়া তিনি পত্র পাঠ করেন। তখন বলেন, আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশ অবশ্য পাল্য। অতঃপর তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর পূর্বক প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে সকলকে রাসূল (সা)-এর অভিপ্রায় জানাইলেন এবং পত্র পাঠ করিয়া শোনাইলেন। সেমতে মাত্র এক ব্যক্তি অভিযান হইতে বিরত থাকিল ও অপর

সকলেই অগ্রসর হইল! অতঃপর তাহারা ইব্‌নুল হাযরামীকে আক্রমণ ও হত্যা করিল। অথচ তাহারা জানিত না যে, উহা কি রজব মাস, না জামাদিউস্‌সানি ? ফলে মুশরিকরা মুসলমানগণকে বলিতে লাগিল ঃ তোমরা হারাম মাসে হত্যাকার্য সংঘটিত করিয়াছ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সেই প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ –

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুররা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সালেহ, আবূ মালেক ও সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) সাত জনের একটি দলকে এক যুদ্ধ অভিযানে প্রেরণ করেন। উহার নেতৃত্ব দেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ আল-আসাদী। উক্ত দলে ছিলেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবিআ, সা'দ ইব্‌ন আবী উক্কাস, উতবা ইব্‌ন গাযোয়ান আস সালমী (বনূ নওফেলের বন্ধু), সোহায়েল ইব্‌ন বায়যা, আমের ইব্‌ন ফাহীরা এবং ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইয়ারবূঈ (উমর ইব্‌নুল খাত্তাবের বন্ধু)। রাসূল (সা) ইব্‌ন জাহাশকে একটি পত্র দেন এবং বাতনে নাখলায় না পৌঁছে তা পাঠ করিতে নিষেধ করেন। তিনি তাহার দলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন–যদি তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে সকলে অগ্রসর হও, অন্যথায় বিরত হও। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিলাম মাত্র। আমি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে চলিলাম। অতঃপর তিনি সা'দ ইব্‌ন আবি উক্কাস ও উতবা ইব্‌ন গাযোয়ানের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বাতনে নাখলায় পৌঁছিলেন। তাঁহারা হাকাম ইব্‌ন কায়সান ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরার সম্মুখীন হইলেন। ফলে সংঘর্ষ দেখা দিল। ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আমরকে হত্যা করিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহর (সা) উক্ত সাহাবাগণ উত্তম গনীমত লাভ করিলেন। যখন তাহারা গনীমত ও কয়েদীগণকে লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মক্কায় মুশরিকগণ বলিতে লাগিল-মুহাম্মদ নিজেকে আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী বলিয়া মনে করে। অথচ হারামের মাসে যুদ্ধ করাকে সে হালাল করিয়াছে এবং আমাদের সাথীকে রজব মাসে হত্যা করিয়াছে। উহার জবাবে মুসলমানরা বলিতেছিল, আমরা তাহাকে জামাদিউছ ছানীতে হত্যা করিয়াছি। মূলত তাহারা জামাদিউছ ছানীর শেষ দিন গত রজবের রাত্রির প্রারম্ভে হত্যা করিয়াছিল। এই বিতর্কের সমাধানের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ –

অর্থাৎ হাঁ, উহা বৈধ নহে ঠিকই; তবে হে মুশরিক দল! তোমরা হারামের মাসে হত্যাকার্যের চাইতেও অবৈধ কাজ করিতেছ আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করিয়া, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণকে দীনের কাজে বাধা দিয়া এবং মসজিদুল হারামের বাসিন্দা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সহচরগণকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিয়া।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ মুশরিকরা নিষিদ্ধ মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেয় ও তাঁহাকে বিরত রাখে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীর জন্য পরবর্তী বছর হইতে নিষিদ্ধ মাসকে উন্মুক্ত করিয়া দেন। ফলে মুশরিকগণ

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই বলিয়া দোষারোপ করিতে লাগিল যে, তিনি নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড বৈধ করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ-

অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও তাঁহার সহিত কুফরী করা এবং মসজিদুল হারামের বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড হইতেও বড় অপরাধ। তাহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ক্ষুদ্র অভিযান প্রেরণ করেন। তাহারা আমর ইব্নুল হাযরামীকে তায়েফ হইতে অগ্রসর হইতে দেখিলেন। সময়টি ছিল জমাদিউছ ছানীর শেষ রাত ও রজবের প্রথম রাত। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবাগণ উহাকে জমাদিউছ ছানীর রাত্রি মনে করায় তাহাদেরই একজন তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করিল। মুশরিকরা এই জন্যে তাহাদিগকে অপবাদ দিতে লাগিল। তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবারা যাহা করিয়াছেন তাহা হইতে বড় অপরাধ হইল মসজিদুল হারামের বাসিন্দাগণকে উহা হইতে বহিষ্কার করা ও আল্লাহর সহিত শরীক করা।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও আবূ সাঈদ আল বাক্কালও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয়, উক্ত আয়াত আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের অভিযান ও আমর ইব্নুল হাযরামীর হত্যা প্রসংগে নাযিল হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার আল মাদানী (র) হইতে পর্যায়ক্রমে যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাকায়ী ও আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম (সীরাত প্রণেতা) ইব্ন ইসহাকের সীরাতের উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশকে রজব মাসে এক অভিযানে পাঠান। তাঁহার সহিত আটজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন এবং কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। তাহার সংগে একখানা পত্রও প্রদান করেন। নির্দেশ দেন যেন তাহা দুই দিনের সফর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পড়া হয়। সেমতে দুই দিনের সফর শেষে উহা পাঠ করা হয় এবং পত্রের নির্দেশানুযায়ী কাজ করা হয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের সংগীরা মুহাজির ছিলেন। বনূ আবদে শামস ইব্ন আবদে মানাফের আবূ হুযায়ফা উতবা ইব্ন রবীআ ইব্ন আবদে শামস ইব্ন আবদে মানাফ তাহাদের অন্যতম। তাহা ছাড়া তাহাদের মিত্রবর্গের অন্যতম ছিলেন অভিযানের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ। তেমনি ছিলেন উক্কাশা ইব্ন মুহসিন। বনু আসাদ ইব্ন খুযায়মারও একজন ছিলেন। তাহাদের অন্যতম মিত্র ছিলেন বনু নওফেল ইব্ন আবদে মানাফের উতবা গাযোয়ান ইব্ন জাবির। সা'দ ইব্ন আবি উক্কাস ছিলেন বনু যুহরা ইব্ন কিলাবের লোক। বনু কা'বেরও ছিলেন আদী ইব্ন আমের ইব্ন রবীআ। বনু তামীমের ছিলেন ওয়াকিদ ইব্ন আবদে মান্নাফ ইব্ন

আরস ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন য়্যারবু। বনু সা'দ ইব্‌ন লায়েছের ছিলেন খালিদ ইবনুল বুকায়ের। বনু হারিছ ইব্‌ন ফাহারের ছিলেন সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা। যথাসময়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ পত্রটি পাঠ করেন। উহাতে দেখিতে পান, তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ রহিয়াছে এবং সেখানে এক কুরায়শ কাফেলার জন্য ওঁৎ পাতিয়া অপেক্ষা করার কথা বলা হইয়াছে। পরন্তু পরবর্তী খবরাখবর মদীনায় পৌঁছানোর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পত্র পাঠের পর আবুদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ বলেন ঃ আমার কাজ নির্দেশ শোনা ও মানা। অতঃপর তিনি তাহার সংগীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– আমাকে রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়াছেন নাখলায় গিয়া কুরায়শদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া অপেক্ষা করিতে ও তাহাদের খবরাখবর মদীনায় পৌঁছাইতে। পরন্তু তিনি আমাকে এই অভিযানে কাহাকেও অংশগ্রহণে বাধ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই তোমাদের যাহারা শাহাদত পিপাসু তাহারা অগ্রসর হও, আর যে ব্যক্তি তাহা পসন্দ কর না সে ফিরিয়া যাও। আমার কথা হইতেছে, আমি রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অনুসারে আগাইয়া চলিব। এই বলিয়া তিনি যাত্রা করিলেন এবং তাহার সংগীরাও সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিলেন।

অতঃপর যখন তাহারা নাজরান পৌঁছিলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন আবী উক্কাস ও উতবা ইব্‌ন গাযোয়ানের উট হারাইয়া ভিন্ন পথে চলিয়া গেল। তাহাদের সন্ধান পাইয়া অবশিষ্ট সংগীগণকে লইয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ অগ্রসর হইলেন এবং নাখলায় পৌঁছিলেন। সেই পথে তেল ও চর্বিজাত দ্রব্যসহ ব্যবসায়ের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য লইয়া কুরায়শদের একটি দল অতিক্রম করিতেছিল। তাহাদের অন্যতম ছিল আমর ইবনুল হাযরামী। হাযরামীর আসল নাম হইল আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবাদ। তাহা ছাড়া সেই দলে ছিল উছমান ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইবনুল মুগীরা, তাহার ভাই নওফেল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হিশাম ইবনুল মুগীরার গোলাম হাকাম ইব্‌ন কায়সান।

তাহাদিগকে দেখামাত্র মুসলমানগণ তাহাদের গতিরোধ করিল এবং উক্কাশা ইব্‌ন মুহসিন তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণের জন্য অগ্রসর হইল। তাহাকে দেখিয়া বলিল, হে আম্মার। কুরায়শদের পক্ষ হইতে তোমাদের ভয়ের কারণ নাই। অতঃপর তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিল। উহা ছিল রজবের শেষ দিন। পরামর্শ শেষে তাহারা বলাবলি করিল– আল্লাহর কসম! এখন যদি তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তাহারা হারাম মাসের আওতায় চলিয়া যাইবে এবং তখন হত্যা করিলে অবশ্যই নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করা হইবে। এই কথার পর তাহারা কিছুটা দ্বিধান্বিত হইল। অতঃপর সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে হামলা করিল এবং যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করিল এবং উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সানকে বন্দী করিল। তাহাদের ব্যবসায়ের বিপুল পণ্যসামগ্রীও হস্তগত করিল। আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করিল ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ তামিমী। পরিশেষে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ বন্দী ও গনীমত লইয়া মদীনায় রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের কোন কোন বংশধর বলেন– আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ তাহার সংগীগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহর (সা) প্রাপ্য। সেমতে গনীমতের খুমুস আলাদা করা হয়। ইহা

আল্লাহ তা'আলার খুমুস ফরয করার পূর্বের ঘটনা। খুমুস বাদে অবশিষ্ট সম্পদ তিনি সংগীদের ভিতর বন্টন করেন।

ইব্ন ইসহাক আরও বলেন ঃ তাহারা যখন রাসূল (সা)-এর সামনে হাযির হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– নিষিদ্ধ মাসে তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে কোন বস্তু বাধ্য করিল ? অতঃপর তিনি উক্ত গনীমত ও কয়েদী গ্রহণে বিরত হইলেন। ফলে অভিযাত্রীগণ অত্যন্ত অসহায় বোধ করিল এবং ভাবিল তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছে। তাহাদের মুসলিম ভাইয়েরাও তাহাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে লাগিল। অপরদিকে কুরায়শরা বলিতে লাগিল- মুহাম্মদ ও তাহার সংগীরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে বৈধ করিয়াছে, উহাতে রক্তপাত ঘটাইয়াছে, সম্পদ লুট করিয়াছে ও লোকজনকে বন্দী কয়িয়াছে। এই অপবাদ হইতে বাঁচার জন্য মুসলমানদের কেহ কেহ বলিত, উক্ত ঘটনা শা'বান মাসে ঘটিয়াছে। ইয়াহুদীরাও এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অপবাদ দিতে লাগিল এবং হাযরামী গোত্রকে ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিল। মুসলমানদের জন্য ইহা এক কঠিন বিব্রতকর অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের উপর এই আয়াত নাযিল করেনঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ الخ অর্থাৎ আজ যদি তোমরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড চালাইয়া থাক তো তাহারা ইতিপূর্বে তোমাদিগকে আল্লাহর পথে চলিতে বাধা প্রদান করিয়াছে ও আল্লাহর সহিত কুফরী করিয়াছে। এমনকি তোমরা মসজিদুল হারামের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তোমাদিগকে উহা হইতে বহিষ্কার করিয়াছে। এইগুলি তো আল্লাহর কাছে নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড হইতেও বড় পাপ। আর ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চাইতেও জঘন্য কাজ। এই ফিতনার মাধ্যমে কাফিররা মু'মিনগণকে কুফরীর পথে ফিরাইয়া নিতে প্রয়াস পাইত। আল্লাহ্র কাছে ইহা হত্যাকার্য হইতেও বড় অপরাধ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَيَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا। অর্থাৎ তাহারা সাধ্য থাকিলে তোমাদের সহিত লড়াই চালাইয়া যাইবে যতক্ষণ না তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে ফিরাইতে পারে। মূলত ইহা তো সর্বাধিক জঘন্য কাজ। অথচ এই কাজে তাহারা সর্বদা লাগিয়া রহিয়াছে এবং উহা হইতে তওবা করিয়া বিরত হইতেছে না।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করিয়া মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ মাসের প্রতিবন্ধকতা দূর করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েদী বুঝিয়া নিলেন। ইত্যবসরে কুরায়শগণ ইছমান ইব্ন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইব্ন কায়সানের মুক্তিপণের পাওনা পাঠাইয়া দিল। কিন্তু রাসূল (সা) ঘোষণা করিলেন- সা'দ ইব্ন আবি উক্কাস ও উতবা ইব্ন গাযোয়ানকে না পাওয়া পর্যন্ত মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না। যদি তোমরা আমাদের সেই দুই সহচরকে হত্যা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের এই দুইজনকে আমরা হত্যা করিব।' অতঃপর সা'দ ও উতবাকে হাযির করা হয়। ফলে রাসূল (সা) তাহাদের দুইজনকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু তন্মধ্য হইতে হাকাম ইব্ন কায়সান ইসলাম গ্রহণ করিয়া ভাল মুসলমান হইয়া

গেল এবং বীরে মাউনায় শাহাদত বরণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে অবস্থান করিল। অথচ উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ মুক্তি পাইয়া মক্কায় ফিরিয়া গেল এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ ও তাহার সংগীদের উপর হইতে যখন উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পরিস্থিতির অপনোদন ঘটিল তখন তাঁহারা উক্ত কার্যের পুণ্য লাভের ব্যাপারে উৎসাহিত হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল– হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আমরা জিহাদ করিয়াছি এবং মুজাহিদের মর্যাদা ও পুণ্য হাসিল করিয়াছি ? ইহার জবাবে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ "নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে, তাহারাই আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে উচ্চ আশার অধিকারী করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ উক্ত মর্মে এই ব্যাপারে কয়েকটি হাদীসই বর্ণিত হইয়াছে। উরওয়া হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান ও ইমাম যুহরী এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র হইতে যথাক্রমে ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইউনুস ইব্‌ন বুকায়ের প্রায় একই মর্মে বর্ণনা প্রদান করেন। যুহরী হইতে মূসা ইব্‌ন উকবাও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের হইতে যথাক্রমে যুহরী ও শুআয়েব ইব্‌ন আবূ হাকামও তদ্রূপ বর্ণনা করেন।

উহাতে বলা হয়ঃ মুসলমান ও মুশরিকদের ভিতর লড়াইয়ে প্রথম নিহত ব্যক্তি হইল আমর ইবনুল হাযরামী। এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে একদল কুরায়শ মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে হাযির হইয়া প্রশ্ন করিল– আপনি কি নির্দিষ্ট মাসগুলিতে হত্যাকাণ্ড বৈধ করিয়াছেন ? তদুত্তরে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী তাহার দালায়েলুন নুবুয়া কিতাবে এই ঘটনা হইতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন ঃ

ইব্‌ন ইসহাক হইতে পর্যায়ক্রমে যিয়াদ ও ইব্‌ন হিশাম বলেন– আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের পরিবারের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি তাহার সংগীদের ভিতরে চার-পঞ্চমাংশ 'ফায়' বন্টন করেন এবং এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য আলাদা করিয়া রাখেন। ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন – এই গনীমত ছিল মুসলমানদের প্রাপ্ত প্রথম গনীমত ও আমর ইবনুল হাযরামী মুসলমানদের হাতে প্রথম নিহত ব্যক্তি এবং উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সান মুসলমানদের হাতে সর্বপ্রথম বন্দী হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের জিহাদ সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং কাহারও মতে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ কুরায়শদের প্রতিবাদ ও অপবাদের জবাব দেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ এইভাবে জবাব দেন ঃ

تعدون قتلا فی الحرام عظیمة – واعظم منه لویری الرشد راشد

صدودکم عما یقول محمد – وکفر به واللّه راء وشا هد

واخراجکم من مسجد اللّه اهله – لئلا یری للّه فی البیت ساجد

فانا وان عیرتمونا بقتله – وارجف بالاسلام با غ وحاسد

سقینا من ابن الحضرمی رماحنا – بنخلة لما اوقد الحرب واقد

دما وابن عبد اللّه عثمان بیننا – ینازعه غل من القید عائد

অর্থ ঃ তোমরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ডকে বড় অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ। উহা হইতে বড় অপরাধ হইল হেদায়েতকারীর হেদায়েতের পথ হইতে দূরে থাকা। মুহাম্মদ (সা)-এর কথার বিরুদ্ধে তোমাদের বাধা সৃষ্টি ও তাহাকে অস্বীকার করা আরও অপরাধ। আল্লাহই তাহার সাক্ষী। আর তোমাদের মসজিদুল হারামের বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা যেন আল্লাহ সেখানে তাহাতে সিজদা দানের লোক না দেখেন, সেটা আরও জঘন্য কাজ। অতঃপর আমরকে হত্যার ব্যাপারে তোমরা আমাদিগকে দোষারোপ করিতেছে ? অথচ সে ইসলামের ভয়ংকর বিরোধী, হিংসুক ও নিন্দুক ছিল। তাই আমরা আমাদের তীরের পিপাসা ইবনুল হাযরামীর রক্ত দিয়া নিবারণ করিয়াছি। আর তাহা নাখলা প্রান্তরে ঘটিয়াছে যখন ওয়াকিদ যুদ্ধের অনল প্রজ্বলিত করিল। তাহার রক্ত প্রান্তর রঞ্জিত করিল এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন উছমানকে হাতকড়া দিয়া বন্দী করিল।

(২১৯) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ڛ قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

(২২০) فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২১৯. "তাহারা কি তোমাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে? বল, উভয়ের ভিতরে বড় পাপ রহিয়াছে, আবার মানুষের জন্য কিছু কল্যাণও রহিয়াছে। আর উভয়ের মধ্যকার পাপ উহার কল্যাণ হইতে অনেক বড়।"

"আবার তোমাকে কি তাহারা প্রশ্ন করিতেছে যে, তাহারা কি পরিমাণে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবে? বল, প্রয়োজনাতিরিক্ত সবটুকু। এইভাবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা কর দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ব্যাপারেই।

২২০. "আর তোমাদের ইয়াতীম প্রসংগে তাহারা প্রশ্ন করিতেছে। বল, তাহাদের মংগলের জন্য কাজ করা উত্তম। যদি তাহাদিগকে তোমাদের সহিত মিলাইয়া নাও, তাহা হইলে তাহারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা কে কল্যাণকামী আর কে অকল্যাণকামী তাহা জানেন। আর যদি আল্লাহ চাহিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই কষ্টকর বিধান দিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মহাপ্রতাপান্বিত ও অশেষ কুশলী।"

তাফসীর ঃ হযরত উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মাইসারা, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, খালফ ইব্ন ওয়ালিদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেনঃ যখন শরাব হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হইল, তখন উমর (রা) প্রার্থনা করিলেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাখ্যাটি আমাদিগকে পুরোপুরি বর্ণনা করুন। ফলে সূরা বাকারার এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ

তখন উমর (রা)-কে ডাকিয়া ইহা শোনান হইল। তিনি আবারও প্রার্থনা করিলেন– হে আল্লাহ! আমাদিগকে শরাবের ব্যাপারে আরও সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করুন। অতঃপর সূরা নিসার এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যাইও না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতের সময়ে ঘোষণা দিতেন, কোন নেশাগ্রস্ত যেন কোনমতে সালাতে অংশ না নেয়। উমর (রা)-কে ডাকিয়া এই আয়াত শোনানোর পর তিনি আবারও প্রার্থনা করিলেন– হে আল্লাহ! আমাদিগকে শরাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত বর্ণনা প্রদান করুন। কিন্তু যখন আয়াতের এই অংশে পৌছিলেন ঃ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ অতঃপর তোমরা কি থামিবে না ? অমনি উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন– আমরা থামিয়াছি, আমরা থামিয়াছি।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী ইসরাঈল ও আবূ ইসহাকের সূত্রে এরূপ বর্ণনাই উদ্ধৃত করেন। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়া উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আমর ইব্ন শুরাহবীল আল হামদানী আল কুফী ওরফে মাইসারা আবূ ইসহাক ও ছাওরীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। আবু মাইসারা ভিন্ন উমর (রা) হইতে এই বর্ণনা আর কেহ শোনান নাই। আবূ যুরআ বলেন – আবূ মাইসারা উমর (রা) হইতে কোন বর্ণনা শোনেন নাই। আল্লাহ ভাল জানেন। আলী ইবনুল মাদানী বলেন– এই সূত্রটি নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ। ইমাম তিরমিযীও বর্ণনাটিকে শুদ্ধ বলিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিমের বর্ণনায় 'আমরা থামিয়াছি, আমরা থামিয়াছি' এর সহিত 'নিশ্চিয় উহা সম্পদ ও জ্ঞান বিলুপ্ত করে' বক্তব্যটি যুক্ত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে উক্ত হাদীস ইমাম আহমদের বর্ণনায় শীঘ্রই আবার আসিতেছে। উহা সূরা মায়েদার নিম্ন আয়াত প্রসংগে বর্ণিত হইবে ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

اَلْخَمْرُ। এর তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলেনঃ জ্ঞান আচ্ছাদন বা বিলুপ্তকারী যে কোন বস্তুই 'খামর'। আর اَلْمَيْسِرُ। অর্থ জুয়া। এইগুলির আরও বিশ্লেষণ সূরা মায়িদায় আসিতেছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ এ اِثْمُهُمَا। বলিতে দীনের দৃষ্টিতে উভয়ের পাপের কথা বুঝানো হইয়াছে এবং فِيْهِمَا বলিতে উভয়ের পার্থিব কল্যাণের কথা বুঝানো হইয়াছে। যথা শারীরিক সবলতা, খাদ্যদ্রব্য হজম হওয়া, পায়খানা পরিষ্কার হওয়া, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশকে সতেজ করা ও বিশেষ ধরনের তীব্র স্বাদ অনুভব করা। যেমন হাসসান বিন ছাবিতের জাহেলী যুগের কবিতায় দেখিতে পাই ঃ

ونشربها فتركنا ملوكا – واسدا لاينهنها اللقاء–

তেমনি উহার বেচাকেনায় আর্থিক লাভ হয়। জুয়া খেলিয়া অনেকে লাভবান হইয়া সংসার পরিচালনা করে। কিন্তু এইসব লাভের চাইতে উহার জ্ঞানগত ও দীনি ক্ষতি অনেক বেশী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ উভয়ের উপকার হইতে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। যদিও এই আয়াত শরাব জুয়াকে হারাম করার ভূমিকার মত বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি ইহাতেই হারাম হওয়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইজন্যই হযরত উমর (রা) এই আয়াত শুনিয়া প্রার্থনা করিলেন- হে আল্লাহ! আমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিন। ফলে সূরা মায়িদায় সুস্পষ্টভাবে হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। যেমন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَ الْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ – اِنَّمَا يُرِيْدُالشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ। নিঃসন্দেহ শরাব, জুয়া, দেবতার জন্য উৎসর্গিত জীব ও ভাগ্য নির্ধারণী তীর জঘন্য বস্তু, এইগুলি শয়তানের কাজ। তাই উহা হইতে বাঁচিয়া থাক, হয়ত তোমরা কল্যাণ পাইবে। অবশ্যই শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের ভিতর শত্রুতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে ও তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হইতে বিরত রাখিতে চায়। তবুও কি তোমরা ক্ষান্ত হইবে না ?" ইনশাআল্লাহ সূরা মায়িদায় এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আরও আলোচনা করা হইবে। ইব্ন উমর, শা'বী, মুজাহিদ, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেনঃ সূরা বাকারার এই আয়াতটি শরাব সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সূরা নিসার আয়াতটি নাযিল হয়। অবশেষে সূরা মায়িদায় শরাব হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

এই আয়াতটির শেষ অক্ষর পেশ ও জবর দিয়া পঠিত হইয়াছে। উভয়ই শুদ্ধ ও কাছাকাছি অর্থবোধক! ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেনঃ আমাদিগকে আমার পিতা, তাহাদিগকে মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল, তাহাদিগকে আবান ও তাহাদিগকে ইয়াহিয়া এই বর্ণনা শোনান যে, তিনি জানিতে পাইয়াছেন, মাআজ ইব্‌ন জাবাল ও ছালাবা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে আসিয়া বলিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের সম্পদের দুশ্চিন্তায় পরিবারবর্গসহ বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে মাকসাম ও হাকাম বর্ণনা করেন ঃ اَلْعَفْوَ শব্দের তাৎপর্য হইল পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের পর উদ্বৃত্ত যাহা থাকে তাহা। ইব্‌ন উমর, মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, হাসান, কাতাদা, কাসেম, সালেম আতা খোরাসানী ও রবী ইব্‌ন আনাস সহ অনেকেই قُلِ الْعَفْوَ এর অর্থ করিয়াছেন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ। তাউস উহার অর্থ করিয়াছেন সর্ব কিছু হইতে কিছু অংশ। রবী ইব্‌ন আনাস বলেনঃ ইহা হইল সম্পদের উত্তম ও পবিত্র অংশ। এই সকল অর্থের সারকথা হইল উদ্বৃত্ত সম্পদ।

আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়েদ 'আফওয়া'র তাফসীরে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন যে, আল-হাসান হইতে যথাক্রমে আওফ ও হাওজাতুল খলীফা বলেনঃ যাহা কষ্টকর না হয় এবং যদি মানুষের ভিতর তাহার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইব্‌ন জারীরের এক বর্ণনায় ইহার সমর্থন মিলে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল মুকবেরী, ইব্‌ন আজলান, আবূ আসিম, আলী ইব্‌ন মুসলিম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেনঃ "এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি দীনার আছে। রাসূল (সা) বলিলেন, উহা নিজের জন্য খরচ কর। সে বলিল-আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে! রাসূল (সা) বলিলেন-উহা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। সে বলিল, আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। রাসূল (সা) বলিলেন– উহা তোমার ছেলের জন্য খরচ কর। সে বলিল-আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। রাসূল (সা) বলিলেন, এখন তুমিই বিবেচনা কর।

উক্ত হাদীস সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত জাবির (রা) হইতেও মুসলিমে অপর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হয় ঃ রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে বলেন, নিজেকে দিয়ে শুরু কর। অতঃপর স্ত্রীকে দাও। অতঃপর যদি থাকে তো পরিবারবর্গকে দাও। তারপর যদি থাকে তো আত্মীয়-স্বজনকে দাও এবং এইভাবে অগ্রসর হও।

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেনঃ উত্তম সদকা হইল ধনাঢ্য অবস্থায় দান আর উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম এবং তোমার আপনজন হইতে দান শুরু কর।" অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "হে আদম সন্তান! যদি তুমি তোমার বাড়তি সম্পদ খরচ কর, তাহাই উত্তম আর যদি জমাইয়া রাখ, তাহা ক্ষতিকর। তোমার পর্যাপ্ত খরচের জন্য তুমি নিন্দিত হইবে না।"

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, যাকাতের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এই আয়াত মানসূখ হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও আলী ইব্‌ন তালহা উক্ত বর্ণনা প্রদান করেন। আতা খোরাসানী ও সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা শোনান। পক্ষান্তরে মুজাহিদ সহ অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেন– যাকাতের আয়াত এই আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে আসিয়াছে। এই আয়াতের অস্পষ্ট বক্তব্য উহাতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই মতটিই প্রাধান্য পাইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ، فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ এই বিধান কয়টি যেভাবে সুস্পষ্টরূপে বুঝানো হইল, এই ভাবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁহার সকল বিধি-নিষেধ, আশ্বাস, হুঁশিয়ারী ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যেন তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত নিয়া চিন্তাভাবনা করিতে পার। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন– فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ দুনিয়ার ধ্বংস ও নশ্বরতা এবং আখিরাতের সৌভাগ্য ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে।

সাএক তামিমী হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ উসামা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আত তানাফেসী, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সাএক তামিমী বলেনঃ আমি আল হাসানের সহিত দেখা করিলাম। তিনি সূরা বাকারার এই আয়াতটি পড়িলেন ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ، فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অতঃপর বলিলেন আল্লাহর কসম। যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়া চিন্তা করিয়াছে, সে অবশ্যই জানিতে পাইয়াছে যে দুনিয়া একটি পরীক্ষাগার ও ইহা ধ্বংসশীল। তেমনি যে ব্যক্তি আখিরাত নিয়া চিন্তা করিয়াছে, সে অবশ্যই জানিতে পাইয়াছে যে, আখিরাত ফলাফল লাভের স্থান ও উহা স্থায়ী নিবাস।

কাতাদা ও ইব্‌ন জারীজ প্রমুখ এই আয়াত সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। কাতাদা হইতে যথাক্রমে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সে অবশ্যই দুনিয়ার উপর আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবে। কাতাদা হইতে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে– ইহার ফলে দুনিয়ার উপর আখিরাতের প্রভাবের প্রাধান্য দেখা দিবে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى. قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ.

এই আয়াত প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, আতা ইবনুস সাএব, জারীর, সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, যখন وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ও اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا এই আয়াত দুইটি নাযিল হইল, তখন ইয়াতীমরা আলাদা হইয়া গেল এবং তাহাদের পানাহারও পৃথকভাবে চলিতে লাগিল। ফলে অভিভাবকরা দায়মুক্তভাবে শুধু বাড়তি কিছু থাকিলে তাহাদিগকে দিত। তাহারা

উহা খাবার যোগ্য হইলে খাইত, অন্যথায় ফেলিয়া দিত। এই অবস্থায় ইয়াতীমদের খুবই দুঃখ-কষ্ট দেখা দিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা বর্ণনা করিল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتْمٰى. قُلْ اِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় তাহারা ইয়াতীমগণকে আবার তাহাদের খানাপিনায় শরীক করিয়া একই সংসারভুক্ত করিলেন। আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন মারদুবিয়া ও হাকেম তাঁহার মুস্তাদরাকে আতা ইব্ন সাএবের সূত্রে এই বর্ণনাই উদ্ধৃত করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহাও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সালেহ, আবূ মালেক ও সুদ্দী অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরও বহু বিশেষজ্ঞ এই অভিমত পেশ করেন। যেমন মুজাহিদ, আতা, শা'বী, ইব্ন আবূ লায়লা, কাতাদা প্রমুখ পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিগণ।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম, হাম্মাদ, আদ দাস্তওয়ায়ী প্রণেতা হিশাম ও ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার নিকট ইয়াতীমদের সম্পদ আলাদা থাকিবে আর আমি তাহাদিগকে আমার খানাপিনায় শরীক করিব, ইহা আমি অবশ্যই অপসন্দ করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন قُلْ اِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ অর্থাৎ তাহাদের সব কিছু আলাদা রাখা।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের খানাপিনায় শরীক রাখ তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ, তাহারা তো তোমাদের দীনের ভাই। وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ অর্থাৎ কাহার অন্তরে গোলমাল সৃষ্টির অভিলাষ রহিয়াছে আর কাহার অন্তরে মংগল কামনা রহিয়াছে তাহা আল্লাহ তা'আলা জানেন। وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে কষ্টদায়ক বিধান দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে সুযোগ দিয়াছেন ও সংকীর্ণতার স্থলে প্রশস্ততা দান করিয়াছেন। তাই তোমাদিগকে ইয়াতীমের একান্নবর্তী হওয়ার পথ উন্মুক্ত করিলেন। ইহা তোমাদের জন্য সহজতর হইল। وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অর্থাৎ ইয়াতীমের সম্পদ হইতে ভোগ করা তোমাদের দরিদ্র ব্যক্তির জন্য সীমিত পরিমাণে বৈধ করা হইল এই শর্তে যে, কোন সক্ষম ব্যক্তি উহা পরিশোধের জামিন হইবে। কিংবা আশ্রয়দাতা হিসাবে তাহা ভোগ করিবে। ইনশা আল্লাহ সূরা নিসায় শীঘ্রই এই ব্যাপারে আবার আলোচিত হইবে।

(٢٢١) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

**২২১. "আর তোমরা কোন মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না এবং অবশ্যই ঈমানদার দাসী মুশরিক নারী হইতে উত্তম; যদিও সে তোমাদিগকে বিমুগ্ধ করে। তেমনি কোন মুশরিক পুরুষকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিও না। এবং অবশ্যই ঈমানদার দাস বিমুগ্ধকারী মুশরিক পুরুষ হইতে উত্তম। তাহারা জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে জান্নাত ও ক্ষমা লাভের দিকে আহ্বান জানান। আর তিনি তাঁহার বিধানসমূহ খোলাখুলি বর্ণনা করেন, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা মু'মিন ও মু'মিনাদের জন্য প্রতিমাপূজক মুশরিকদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হারাম করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাপক অর্থে আহলে কিতাবদের মধ্যকার মুশরিকগণসহ সকল মুশরিকের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য নিম্ন আয়াত দ্বারা আহলে কিতাবের নারী বিবাহ করা বৈধ রাখা হইয়াছে ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ.

অর্থাৎ আর তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের স্ত্রীগণকে তোমরা যথারীতি মহরানা দিয়া বিবাহ করিতে পার, অবৈধ সম্পর্ক কায়েম করিতে পার না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বলেন ঃ

وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

(আর মুশরিক নারীদের ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করিও না) আয়াতাংশ দ্বারা আহলে কিতাবের নারীদের উহার আওতা বহির্ভূত করা হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, মাকহুল, আল হাসান, যিহাক, যায়েদ ইব্ন আসলাম, রবী ইব্ন আনাস প্রমুখও এই মতের প্রবক্তা। একদল বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা শুধুমাত্র মূর্তিপূজক মুশরিকদের বুঝানো হইয়াছে, আহলে কিতাবদের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। মূলত প্রথম মতটিই উত্তম।

শাহর ইব্ন হাওশাব হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরাম ফাযারী, আদম ইব্ন আবূ ইয়াস আসকালানী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, শাহর ইব্ন হাওশাব বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন–রাসূলুল্লাহ (সা) মু'মিনা ও মুহাজিরা মহিলা ব্যতীত কয়েক প্রকারের মহিলাদের বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারিণীদেরকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত কুফরী কাজ মিলাইয়াছে তাহার আমল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

'তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) একজন ইয়াহুদী মহিলা এবং হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান একজন খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করায় হযরত উমর (রা) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহাদিগকে চাবুক মারিতে উদ্যত হন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ই বলিলেন, আমরা উহাদিগকে তালাক দিয়া দিব,

আপনি রাগান্বিত হইবেন না। উমর (রা) বলিলেন, তালাক দেওয়া যদি হালাল হইবে তাহা হইলে বিবাহও হালাল হওয়া উচিত ছিল।

আমি তাহাদিগকে তোমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নিব এবং অত্যন্ত অপমানের সহিত তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিব। হাদীসটি গরীব এবং উমর (রা) হইতে উহার বর্ণনাসূত্র আরও গরীব। হযরত আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ করার বৈধতার উপর ইজমা হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, উমর (রা) ইহা পছন্দ করেন নাই। কেননা, ইহার ফলে লোক মুসলিম নারীগণের প্রতি অনাগ্রহী হইয়া যাইবে। অথবা তাঁহার ইহা ভাল না লাগার অন্য কোন কারণ ছিল।

শাকীক হইতে ধারাবাহিকভাবে সিলাত ইব্ন বাহরাম, ইব্ন ইদ্রীস ও আবূ কুরাইব বর্ণনা করেন যে, শাকীক বলেন ঃ 'হযরত হুযায়ফা (রা) ইয়াহুদী মহিলা বিবাহ করিলে হযরত উমর (রা) চিঠির মাধ্যমে তাহাকে বলেন যে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিন। অতঃপর হযরত হুযায়ফা (রা) হযরত উমর (রা)-কে লিখেন যে, আমি উহাকে ছাড়িয়া দিব, কিন্তু কেন আপনি ইহা হারাম মনে করেন ? উত্তরে উমর (রা) বলেন– আমি হারাম মনে করি না। তবে আমার ভয় হয়, কেন তোমরা মুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করিতেছ না!' এই বর্ণনাটির সূত্র সহীহ।

সিলাত হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল এবং খাল্লালও অনুরূপ বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্ন ওহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ, সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার, আবদুর রহমান মাসরুকী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন ওহাব বলেন ঃ উমর (রা) বলিয়াছেন– মুসলমান পুরুষ খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু মুসলমান মহিলার সহিত খ্রিস্টান পুরুষের বিবাহ হইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, পূর্বের রিওয়ায়েত অপেক্ষা এইটি অধিক বিশুদ্ধ।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, আশআছ ইব্ন সাওয়ার, ইসহাক আযরাকী ও তামীম ইব্ন মুনতাসার বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, 'আমরা আহলে কিতাবদের নারীদিগকে বিবাহ করিতে পারি; কিন্তু আমাদের নারীদেরকে আহলে কিতাবরা বিবাহ করিতে পারিবে না।' ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ এই হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে কিছুটা দুর্বলতা থাকিলেও ইহার উপরেই উম্মতের ইজমা হইয়াছে। ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মায়মুন ইব্ন মাহরান, জা'ফর ইব্ন বারকান, ওয়াকী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আহমাসী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন উমর (রা) আহলে কিতাবকে বিবাহ করা অপছন্দ করিয়া যুক্তি হিসাবে এই আয়াতটি পেশ করেন– وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ অর্থাৎ তোমরা মুশরিক নারীদিগকে বিবাহ করিও না যতক্ষণ না তাহারা ঈমান গ্রহণ করে।

মুশরিকদের প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) ইব্ন উমরের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ কোন মহিলা যদি বলে, ঈসা (আ) তাহার রব (প্রতিপালক) তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা কোন বড় শিরক আছে কিনা আমার জানা নাই। সালেহ ইব্ন আহমাদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আলী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন হারূন ও আবূ বকর খাল্লাল হাম্বলী বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-কে وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ 'ইহার দ্বারা আরবের সেই সকল মুশরিক মহিলাদেরকে বুঝানো হইয়াছে যাহারা মূর্তি পূজা করিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, অর্থাৎ অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম; যদিও তাহাদিগকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে।

সুদ্দী (র) বলেনঃ কুরআনের এই বাক্যটি আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার কালো একটি দাসী ছিলো। একদা ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি তাহাকে একটি চড় বসাইয়া দেন। অতঃপর তিনি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাকে জিজ্ঞাসা করেন–সে (আদর্শিকভাবে) কোন ধারণার অনুসারীন্? তিনি বলিলেন–সে রোযা রাখে, নামায পড়ে, ভালভাবে ওযু করে এবং এই কথার সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর হুযুর (সা) বলিলেন–হে আবদুল্লাহ! তবে সে তো মুসলমান। তখন তিনি বলিলেন, যিনি আপনাকে সত্যের উপর প্রেরণ করিয়াছেন তাহার শপথ, আমি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব এবং আমি তাহাকে বিবাহ করিব। অতঃপর তিনি তাহার দাসীকে বিবাহ করায় অনেক মুসলমানের সমালোচনার শিকার হন। কেননা তাহাদের ইচ্ছা ছিল, তাহারা মুশরিকদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে যাহাতে বংশীয় সম্প্রীতি বজায় থাকে। অতঃপর কুরআনের وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ এবং وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكُمْ এই বাক্য দুইটি নাযিল হয়। অর্থাৎ আযাদ মুশরিকা মহিলা হইতে মুসলমান দাসী বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবে আযাদ মুশরিক পুরুষ হইতে মুসলমান দাস বহুগুণে উত্তম।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ, আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ আফরিকী, জাফর ইব্ন আওন ও আবূ হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ "নারীদের শুধু সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াই তাহাদিগকে বিবাহ করিও না। হইতে পারে যে, তাহাদের সৌন্দর্য তাহাদের মধ্যে অহংকার উৎপাদন করিবে। আর নারীদেরকে কেবল সম্পদশালী দেখিয়াই বিবাহ করিও না। হয়ত তাহাকে তাহার সম্পদ অবাধ্য করিয়া তুলিবে। তাই বিবাহ করিলে ধর্মপরায়ণতা দেখিয়া বিবাহ কর। বস্তুত কালো কুৎসিৎ দাসীও যদি ধর্মপরায়ণা হয় তবে সে উহাদের হইতে অনেক উত্তম।" এই হাদীসটির রাবীদের মধ্যে আফ্রিকীই দুর্বল।

সহীহদ্বয়ে হযরত আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) বলেন ঃ তোমরা চারটি বিষয় দেখিয়া নারীদের বিবাহ কর—সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য এবং ধর্মপরায়ণতা। তবে তোমরা ধর্মপরায়ণ মেয়েই অনুসন্ধান কর (অর্থাৎ গ্রহণ কর)। ইমাম মুসলিম (র) জাবিরের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য একটি হাদীসে ইব্ন উমারের সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ দুনিয়া একটি সম্পদ বিশেষ। আর দুনিয়ার সম্পদ সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হইতেছে নেককার সতী নারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا (তোমরা মুশরিক নারীদিগকে বিবাহ করিও না যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনয়ন করে) অর্থাৎ মুশরিক পুরুষদের সহিত মুসলমান নারীদের বিবাহ দিও না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ অর্থাৎ কাফির মহিলারা মুসলমান পুরুষদের জন্য বৈধ নয় এবং মুসলমান পুরুষেরা কাফির মহিলাদের জন্য বৈধ নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ (একজন মুসলমান ক্রীতদাস একজন মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভালো, যদিও তোমরা তাহাদের দেখিয়া মোহিত হও...) অর্থাৎ মু'মিন পুরুষ যদি কাফ্রী ক্রীতদাসও হয় তবুও সে স্বাধীন কাফির হইতে অনেক উত্তম। কারণ اُولٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ। (তাহারা দোযখের দিকে আহ্বান করে) অর্থাৎ তাহাদের সহিত বসবাস ও মেলামেশা করিলে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা জন্মে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য সৃষ্টি হয়। আর ইহার পরিণাম হইতেছে নির্ঘাত জাহান্নাম। অন্যদিকে وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهِ, (আর আল্লাহ নিজের অভিপ্রায়ে আহবান জানান জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি) অর্থাৎ তাহার প্রদত্ত শরীআতের আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে। وَيُبَيِّنُ اٰيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ তিনি মানুষকে নিজের হুকুম আহকাম বাতলাইয়া দেন যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

(٢٢٢) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۗءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

(٢٢٣) نِسَاۗؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۡ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২২২. "আর তোমাকে হায়েযগ্রস্তা নারী সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে। বল, উহা অপবিত্র। তাই হায়েয অবস্থায় নারী হইতে দূরে থাক। আর যতক্ষণ তাহারা পবিত্র না হয় ততক্ষণ তাহাদের কাছে যাইও না। অতঃপর যখন তাহারা পবিত্র হয়,তখন আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাহাদের সহিত মিলিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীকেও ভালবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্র। তাই তোমাদের কৃষিক্ষেত্রে গমন কর যেভাবে তোমাদের ইচ্ছা হয়। আর নিজেদের পরিত্রাণের জন্য নেক আমল পেশ করিতে থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয় তোমরা তাহার সম্মুখীন হইবে। আর মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ।"

তাফসীর ঃ আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ 'ইয়াহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের সাথে খাইতে দিত না এবং তাহারা এক ঘরেও ঘুমাইত না। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে উহার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটির শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ অর্থাৎ "তোমার কাছে হায়েযগ্রস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে? তুমি বলিয়া দাও, উহা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন হইতে বিরত থাকে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের নিকটবর্তী হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা পবিত্র হইয়া যায়।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তাহাদের সঙ্গে সহবাস ব্যতীত সব কিছুই জায়েয।' এই কথা শুনিয়া ইয়াহুদীরা বলিল– এই লোকটার কাজই হইল আমাদের বিরুদ্ধতা করা। ইহার পর হযরত উসায়িদ ইব্ন হুযায়ের এবং হযরত ইবাদ ইব্ন বাশার (রা) হুযুর (সা)-কে ইয়াহুদীদের বক্তব্য বর্ণনাপূর্বক আরয করেন-হে আল্লাহর রাসূল! আমাদিগকে তাহা হইলে সহবাস করারও অনুমতি দিন। এই কথা শুনিয়া হুযুর (সা)-এর চেহারা মোবারক পরিবর্তিত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া তাহারা ধারণা করেন যে, তিনি তাহাদের উপর রাগান্বিত হইয়াছেন। তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেলে এক ব্যক্তি হাদিয়া স্বরূপ কিছু দুধ নিয়া আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের পিছনে লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে ডাকেন এবং তাহাদিগকে দুধ পান করান। ইহার পর তাহারা বুঝিতে পারেন যে, হুযুর (সা)-এর রাগ প্রশমিত হইয়াছে। এই হাদীসটি ইব্ন মুসিলম (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ ইব্ন সালমাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ (তাই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন হইতে বিরত থাক) অর্থাৎ সহবাস করিও না। যেমন, হুযূর (সা) বলিয়াছেন, 'সহবাস ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুই জায়িয।' তাই অধিকাংশ আলিম বলিয়াছেন যে, 'সহবাস করা বৈধ নয় বটে, তবে স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ করা বৈধ।'

নবী (সা)-এর কোন একজন স্ত্রী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আইয়ুব, হাম্মাদ, মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সা)-এর কোন স্ত্রী বলেন ঃ হুযূর (সা) তাহার সহধর্মিণীদের সহিত তাহাদের হায়েয অবস্থায় যদি মেলামেশা বা আলাপ-আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তাহারা তাহাদের গুপ্তস্থান (অতিরিক্ত) কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লইতেন।

আম্মার ইব্ন গারাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ওরফে ইব্ন যিয়াদ, আবদুল্লাহ ওরফে ইব্ন উমার ইব্ন গানিম, শা'বী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আম্মার ইব্ন গারবের ফুফু হযরত আয়েশা (রা)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ ঋতুবতী অবস্থায় যদি তোমাদের আলাদাভাবে শোয়ার ব্যবস্থা না থাকে এবং একই বিছানায় যদি শুইতে হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপারে তোমাকে হুযূর (সা)-এরই কোন ঘটনা নকল করিয়া শোনাইতেছি! একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়িতে আসিয়াই তাহার নামায়ের স্থানে চলিয়া যান। আবূ দাউদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়িতে আসিয়াই তাহার নামাযের জায়গায় চলিয়া যান এবং নামাযে লিপ্ত হন। তিনি নামাযে অনেক বিলম্ব করিলে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। কিন্তু তিনি খুব

শীত অনুভব করিলে আমাকে (ডাকিয়া) কাছে আসিতে বলেন। আমি বলিলাম, আমি ঋতুবতী। (তবুও) তিনি আমাকে আমার উরুর উপর হইতে কাপড় সরাইতে বলেন। আমি উরুর উপর হইতে কাপড় সরাইয়া ফেলিলে তিনি আমার উরুর উপর তাহার কাঁধ ও গন্ডদেশ রাখিয়া শুইয়া পড়েন। আমিও তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়ি। ফলে শীত বিদূরিত হইয়া কিছুটা গরম অনুভব করিলে তিনি ঘুমাইয়া যান।

কাত্তাব আবূ কুলাবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ূব, আবদুল ওহাব, ইব্‌ন বাশার ও আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ কুলাবাহ বলেন ঃ একদা হযরত মাসরূক (রা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, নবী (সা) ও তাহার পরিবারগণের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেন এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন-আমি আপনার নিকট একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে লজ্জা হইতেছে। তিনি বলিলেন, (লজ্জা কিসের) আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে। (সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে পার।) অতঃপর তিনি বলিলেন, ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ লজ্জাস্থান (অর্থাৎ সহবাস) ব্যতীত সবকিছুই জায়িয।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে মারওয়ান আসফার, উআইনা ইব্‌ন উবায়দুর রহমান ইব্‌ন জাওশন, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী'র হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদা' বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (রা) বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত স্বামীর কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত— এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন–সহবাস ব্যতীত সবকিছুই জায়িয। ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান, ইকরামা (র) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মায়মূন ইব্‌ন মিহরান, হাজ্জাজ, ইব্‌ন আবূ যায়দা, আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মায়মুন বলেন ঃ আমি তাহাকে (ঋতুবতী মহিলাকে) পাজামার উপরিভাগ দিয়া ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন–এই ব্যাপারে আমার অভিমত হইল যে, উহার সহিত মেলামেশা করা জায়েয এবং উহার সহিত নির্ভয়ে একই থালায় খাওয়া যাইবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন– আমার ঋতুবতী অবস্থায় হুযূর (সা) গোসলের সময় আমাকে তাহার মাথা ধৌত করিয়া দিতে বলিতেন। আমার ঐ অবস্থায় তিনি আমার ক্রোড়ে হেলান দিয়া কুরআন তিলাওয়াত করিতেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন– হায়েযের অবস্থায় আমি হাড় চুষিয়া তাহাকে দিলে তিনিও ঐখানেই মুখ দিয়া চুষিতেন। আমি পানি পান করিয়া তাহাকে দিলে তিনি আমার পান করার স্থানেই মুখ লাগাইয়া পান করিতেন।

খালাসান আল হিজরী হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির ইব্‌ন সাবিহ, ইয়াহিয়া, মুসাদ্দাদ ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, খালাসান হিজরী (র) বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন– আমার হায়েযের অবস্থায় আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই বিছানায় শয়ন করিতাম। আর তাহার কাপড়ের কোন জায়গা খারাপ হইয়া গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানটুকুই

ধুইয়া ফেলিতেন। কিন্তু পরিধেয় পাল্টাইতেন না এবং ঐ কাপড়েই নামায পড়িতেন। তেমনি শরীরের কোন জায়গায় কিছু লাগিয়া গেলেও ঐ জায়গাটুকুই ধুইয়া ফেলিতেন।

তবে অপর একটি রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উম্মে যারাহ, আবূ ইয়ামান, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি ঋতুবতী হইলে (হুযুর (সা)-এর বিছানা হইতে নামিয়া নিচে মাদুরের উপর চলিয়া আসিতাম। আর আমি ইহা হইতে পবিত্র না হইলে হুযূর (সা) আমার নিকটে আসিতেন না।

উল্লেখ্য যে, এই বর্ণনাটির আবেদন সিদ্ধান্তমূলক নয়; বরং ইহা নিছক সতর্কতামূলক বলিয়া বিবেচ্য। সারকথা হইল, ইহা নিষিদ্ধতার জন্যে নহে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি (ঋতুবতী স্ত্রীদের গুপ্তস্থানে) কাপড় মোড়ান অবস্থায় তাহাদের সহিত সহবাস করিতেন।

সহীহ্দ্বয়ে মাইমূনা বিনতে হারিছ হিলালিয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) ঋতুবতী কোন স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা করিলে তাহাকে গুপ্ত স্থানে কাপড় বাঁধিয়া নেয়ার নির্দেশ দিতেন। ইহা হইল বুখারীর ভাষা। সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা)-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন সা'আদ আনসী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন হাকীম ও আবদুল আলার সূত্রে ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সা'আদ আনসারী বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় তাহার সঙ্গে আমার কোন কিছু বৈধ হইবে কি ? উত্তরে তিনি বলেন– পাজামার উপর দিয়া সব কিছুই জায়েয।

মুআজ ইব্ন জাবাল হইতে আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, মুআজ ইব্ন জাবাল বলেন ঃ আমি হুযূর (সা)-কে প্রশ্ন করিলাম-আমার স্ত্রীর হায়েযের অবস্থায় তাহার সহিত কোন কিছু করা জায়েয হইবে কি ? তিনি বলিলেন– কাপড়ের উপর দিয়া সব কিছুই জায়িয রহিয়াছে। তবে ইহা হইতে বিরত থাকা উত্তম।

ইহাই ছিল পূর্বে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা) এর রিওয়ায়েতের তাৎপর্য এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা) ও শুরাইহ (র) এর উক্তিও ইহাই। আর এই হাদীসটি এবং এই ধরনের অন্য হাদীসগুলি তাহাদের দলীল, যাহারা কাপড় বা পাজামার উপর দিয়া হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীর সহিত মেলামেশা করা জায়েয মনে করেন। ইমাম শাফেঈ (র) এর দুইটি উক্তির মধ্যে ইহাও একটি এবং অধিকাংশ ইরাকী আলিমদের মত হইল সতর্কতামূলকভাবে দূরে থাকা। তাহাদের বক্তব্য হইল এই— যে সকল জিনিস হারামের দিকে আকর্ষণ করে তাহাও হারাম। কেননা, উহা সেই কাজের দিকে আকৃষ্ট করে যাহা আল্লাহ হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। আর ঋতুর সময় স্ত্রীর সহিত রতিমিলন হারাম হওয়ার উপর সকল আলিমই একমত। কেননা ইহা জঘন্যতম অপরাধ এবং যে ব্যক্তি ইহা করিবে সে নিশ্চয়ই পাপে লিপ্ত হইবে। সুতরাং তাহার উচিত হইবে আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়া এবং তওবা করা।

ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিলে তাহাকে কাফফারা দিতে হইবে কিনা, এই বিষয়ে আলিমদের মধ্যে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। প্রথমটি হইল, তাহাকে কাফফারা দিতে হইবে। কেননা, ইমাম আহমাদ ও সুনানসমূহের সংকলকগণ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার হায়েযওয়ালী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে, সে যেন এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সদকা করিয়া দেয়।

তিরমিযী (র)-এর বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, রক্ত যদি লাল হয় তাহা হইলে এক দীনার এবং হলুদ রঙের হইলে অর্ধ দীনার। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হায়েয অবস্থায় সহবাস করিলে হুযুর (সা) এক দীনার সাদকা করার নির্দেশ দিতেন এবং স্ত্রীর হায়েয বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গোসল করে নাই; এই অবস্থায় সহবাস করিলে অর্ধ দীনার সাদকা করিতে বলিতেন।

দ্বিতীয় উক্তি হইল যে, কাফফারা দিতে হইবে না; বরং আল্লাহর নিকট তাওবা করাই যথেষ্ট। জমহুরের মত ইহাই এবং ইমাম শাফেঈ (র)-এর শেষ এবং চূড়ান্ত মতও ইহা। মূলত ইহাই সহীহ। কেননা তাহাদের দৃষ্টিতে উপরোক্ত হাদীসটি মারফূ নয়। অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে পরম্পর সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। অবশ্য পূর্বে এই হাদীসগুলি মারফূ সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে মাওকুফ বলিয়াই অধিকাংশ হাদীসবিশারদের মত। মূলত এই কথাই সহীহ্।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ অর্থাৎ তাহাদের নিকট যাইও না, যতক্ষণ না তাহারা পবিত্র হয়। ইহার উপরের বাক্যে বলা হইয়াছে— فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ অর্থাৎ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগণ হইতে পৃথক থাক। এই আয়াতাংশটি আসিয়াছে উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা স্বরূপ। অর্থাৎ ইহার দ্বারা ঋতুবতী মহিলাগণের ঋতু চলা অবস্থায় তাহাদের সহিত সহবাস করা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সার কথা হইল, তাহাদের ঋতুস্রাব চলিয়া গেলে হালাল হইয়া যাইবে।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ

আর তোমার কাছে তাহারা হায়েযগ্রস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তাহাদিগকে বলিয়া দাও, এটাই অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন হইতে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের নিকটবর্তী হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা পবিত্র হইয়া যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন তাহাদের কাছে গমন কর—'এখানে পবিত্রতার অর্থ হইল, উহার নিকটে যাওয়া বৈধ।' এই প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) ও মায়মুনা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের মধ্যে যখন কেহ ঋতুবতী হইতেন, তখন তিনি কাপড় বাঁধিয়া নিতেন এবং নবী (সা)-এর সংগে এক চাদরে শুইয়া যাইতেন। এই কথার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, নিকটে যাওয়া হইতে নিষেধ করার অর্থ হইল সহবাস হইতে বিরত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন : فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ (তাহারা যখন পবিত্র হইয়া যায়, তখন তাহাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তোমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন) অর্থাৎ তাহারা গোসল করিবার পর তাহাদের সহিত সহবাস কর। ইব্ন হাযম (রা) বলেনঃ হায়েয হইতে পবিত্র হইবার পর তাহাদের সংগে সঙ্গম করা ওয়াজিব। তাহার দলীল হইল فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ এই আয়াতটি। তবে এই আয়াতটি তাহার মতের শক্তিশালী দলীল নয়। কেননা, ইহা অবৈধতা অপসারিত হওয়ার ঘোষণা মাত্র। তবে এই ব্যাপারে উসুলে ফিকাহ বিশারদগণের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ওয়াজিব বটে, তবে সাধারণ পর্যায়ের অর্থাৎ সাধারণভাবে করণীয়। ইব্ন হাযমের দলীলটিই তাহারা ইব্ন হাযমের বিরুদ্ধে পেশ করিয়াছেন।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই নির্দেশটি শুধু অনুমতিসূচক। কেননা, নির্দেশের পূর্বে নিষিদ্ধতা ঘোষণা হইয়াছে বিধায় ইহার ওয়াজিব হওয়া রহিত হইয়া ইহা সাধারণ করণীয় হিসাবে পালনীয় হইবে। কিন্তু এই কথাটি বিবেচনাসাপেক্ষ।

তবে উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল যে, পূর্বে নিষিদ্ধ এবং পরে নির্দেশ আরোপিত হইলে উহা স্বীয় মূলের উপরই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ উহা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যেমন ছিল, এখন তেমনই থাকিবে। নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যদি ওয়াজিব থাকিয়া থাকে, তবে এখনও ওয়াজিব থাকিবে ; যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ। অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হইয়া গেলে তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা কর। তেমনি যদি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বৈধ বা মুবাহ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে নিষিদ্ধতা অপসারিত হইয়া উহা মুবাহই থাকিয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا। অর্থাৎ ইহরাম ভাঙিয়া দিলে তোমরা শিকার কর। অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন : فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ। অর্থাৎ নামায আদায় করিবার পর তোমরা যমীনে ছড়াইয়া পড়। এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি উদ্ধৃত করা হইল। ইমাম গাজ্জালী (র) প্রমুখও ইহাই বলিয়াছেন। উপরন্তু পরবর্তী কালের ইমাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণও এই মত পসন্দ করিয়াছেন। আর ইহাই সহীহ।

এই ব্যাপারে প্রায় সকল আলিমই একমত যে, হায়েয বন্ধ হইয়া গেলে পানি দ্বারা গোসল না করা পর্যন্ত সহবাস করা যাইবে না। তবে গোসল করায় অসুবিধা বা আশংকা থাকিলে তায়াম্মুম করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন : হায়েযের শেষ সময়কাল অর্থাৎ দশদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে গোসল না করিলেও কেবল হায়েয বন্ধ হইয়া গেলেই সহবাস করা যাইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ حَتّٰى يَطْهُرْنَ এর দ্বারা বুঝান হইয়াছে রক্ত বন্ধ হওয়া এবং فَاِذَا تَطَهَّرْنَ এর দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, (উহার পর) পানি দ্বারা গোসল করিয়া পবিত্র হওয়া। মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও লায়েছ ইব্ন সাউদ প্রমুখও অনুরূপ বলিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ। (যেভাবে আল্লাহ তোমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন) অর্থাৎ সংগমস্থল দিয়া।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ (তাহার সংগে সহবাস কর যে স্থান দিয়া আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি দান করিয়াছেন) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ অর্থাৎ স্ত্রীলিংগ দিয়া এবং ইহা ব্যতীত অন্যস্থান নয়। অন্যস্থান দিয়া করিলে তাহা হইবে সীমা লংঘনের শামিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুহাহিদ (র) ও ইকরামা (র) مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ অর্থাৎ শিশু জন্ম নেওয়ার স্থান দিয়া। উল্লেখ্য যে, ইহার দ্বারা পায়খানার রাস্তা দিয়া রমণ করা হারাম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইনশা আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে অতি সত্বরই বিস্তারিত বর্ণনা আসিতেছে। আবূ রাযীন, ইকরামা (র) ও যিহাক (র) প্রমুখ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ অর্থাৎ পবিত্রাবস্থায় যে পথে সংগম বৈধ, হায়েয হইতে পবিত্র হইলে সেই পথে সংগম করিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন : اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ (আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন) অর্থাৎ পাপ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী এবং হায়েযের অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হইতে দূরে অবস্থানকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন। আর وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (পবিত্রতা অবলম্বন-কারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ) অর্থাৎ বিপথে নোংরামী করা এবং হায়েযের অবস্থায় সংগম করা হইতে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, ক্ষেত্রটি হইল সন্তান প্রসবের স্থান। فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اِنّٰى شِئْتُمْ (তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের শস্যক্ষেত্র ব্যবহার কর) অর্থাৎ সম্মুখ করিয়া অথবা পিছন করিয়া যেভাবে সংগম করিতে চাও কর। মোটকথা নিয়ম পদ্ধতি ভিন্ন হইলেও স্থান একই। বিভিন্ন হাদীসে ইহাই প্রমাণিত হয়।

ইব্‌ন মুনকাদির হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মুনকাদির বলেনঃ আমি হযরত জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন– ইয়াহুদীরা বলিত যে, পিছন দিয়া সংগম করায় স্ত্রী গর্ভবতী হইলে সে সন্তান টেরা হয়। এই প্রেক্ষাপটে نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ আয়াতাংশটি নাযিল হয়। হযরত সুফিয়ান ছাওরীর (র) সূত্রে হযরত মুসলিম (রা) ও হযরত আবূ দাউদ (রা)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ, ছাওরী, ইব্‌ন জারীজ ও মালিক ইব্‌ন আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ তাহাদিগকে বলিয়াছেনঃ ইয়াহুদীরা মুসলমানদিগকে বলিত, পিছন দিক দিয়া সহবাস করায় যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে সেই সন্তান টেরা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উত্তরে نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্‌ন জারীজ একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : "পিছন দিয়া ও সম্মুখ দিয়া যে দিক দিয়া ইচ্ছা মিলিতে পারিবে। কিন্তু স্থান হইবে যৌনদ্বার।"

বাহায ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দাতুল কুশায়রী তাহার পিতা ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার দাদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের স্ত্রীর কাছে কিরূপে আসিব ? উত্তরে তিনি বলেন– তাহারা তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ। তাহাদিগকে যেভাবে যে দিক দিয়া ইচ্ছা হয় ব্যবহার কর। তবে তাহাদের মুখের উপরে মারিও না, গালমন্দ করিও না এবং ক্রোধবশত তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া অন্য ঘরে যাইও না। হাদীসটি ইমাম আহমদ ও সুনান সংকলকগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানাশ, আমের ইব্‌ন ইয়াহয়া, ইয়াযিদ ইব্‌ন আবূ হাবীব, ইব্‌ন লাহীআ, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ হুমায়ের গোত্রের এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পরে বলেন যে, আমার সাথে আমার স্ত্রীদের ভাল ভাব রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে যে বিধানাবলী রহিয়াছে তাহা আমাকে জানাইয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ আয়াতাংশটি নাযিল করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাাহিকভাবে হানাশ, আমির ইব্‌ন ইয়াহয়া মাগাফিরী, হাসান ইব্‌ন ছাওবান, রুশদাইন, ইয়াহয়া ইব্‌ন গাইলান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কয়েকজন আনসার হুযুর (সা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, যে পদ্ধতিতেই কর না কেন 'যৌন' দ্বার দিয়াই সংগম করিতে হইবে।

আবূ সাইদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, হিশাম ইব্‌ন সাআদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফে, ইয়াকুব ইব্‌ন নাফে, ইয়াকুব ইব্‌ন কাসিব, আহমদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মূসা ও আবূ জাফর তাহাবী স্বীয় মুশকিলুল হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর সংগে উল্টা দিক হইতে সংগম করার ফলে মানুষ তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ আয়াতটি নাযিল করেন।

অন্য একটি হাদীসে ইয়াকুব হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ও ইব্‌ন জারীর এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্‌ন শুরাইহ ও হাফিয আবূ ইয়ালা মুসালী অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন খায়ছাম, ওহাইব, আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবিত বলেন ঃ

আমি হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম যে, আমি আপনার নিকট একটা বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। তিনি বলিলেন– হে ভ্রাতুষ্পুত্র! লজ্জা করিও না, যাহা জিজ্ঞাসা করার জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর আমি বলিলাম, পিছন হইতে স্ত্রীদের ব্যবহার করা যায় কি ? তিনি বলিলেন –হযরত উম্মে সালমা আমাকে বলিয়াছেন যে, আনসারগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে উল্টা করিয়া শোয়াইয়া দিতেন। ইহাতে ইয়াহুদীগণ বলিতেন যে, এইভাবে সহবাস করিলে সন্তান

টেরা হয়। অতঃপর মুহাজিরগণ মদীনায় আনসার মহিলাগণকে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে উল্টা করিয়া সংগম করিতে চাহিলে এক মহিলা অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন যে, হুযুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি ইহা করিতে পারিব না। অতঃপর মহিলাটি হুযুর (সা)-এর দরবারে গেলে হযরত উম্মে সালমা তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলেন, হুযুর (সা) এখনই আসিয়া পড়িবেন। কিন্তু হুযুর (সা) আসিলে তাহাকে উহা শরমে জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া সে চলিয়া গেল। তখন উম্মে সালমা (রা) হুযুর (সা)-কে উহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আনসার মহিলাটিকে ডাক। তাহাকে ডাকিয়া আনিলে হুযুর (সা) তাহাকে نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পড়িয়া শোনান এবং বলেন, তবে সংগম করার স্থান একটিই। আবূ খায়ছাম হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, ইব্ন মাহদী, বিন্দার, তিরমিযী এবং হাসানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ একটি রিওয়ায়েত উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ ইব্ন মাহিক, ইব্ন খায়ছাম, আবূ হানীফা ও হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) বলেন –জনৈকা মহিলা তাহাকে বলেন যে, 'আমার স্বামী আমার সহিত সম্মুখে এবং পশ্চাতে উভয়ভাবেই সংগম করে; কিন্তু ইহা আমার ভাল লাগে না।' অতঃপর হাফসা (রা) হুযুর (সা)-কে ইহা জানাইলে তিনি বলেন– স্থান একটি; পদ্ধতি ভিন্ন হওয়াতে কোন দোষ নাই।

অন্য আর একটি হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, জা'ফর, ইয়াকুব ওরফে আলকামা, হাসান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) হুযুর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে ধ্বংস করিয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন– রাত্রে আমি আমার সওয়ারী উল্টা করিয়াছি। কিন্তু হুযুর (সা) কোন উত্তর দিলেন না। তখনই আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-এর প্রতি নাযিল করেন ঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ অতঃপর রাসূল (সা) বলেন– তুমি সম্মুখ পশ্চাতে দুইটি দিক হইতেই আসিতে পার, উভয়টিরই তোমার অধিকার রহিয়াছে; কিন্তু হায়েযের অবস্থায় আসিও না, পায়খানার রাস্তায় আসিও না। ইহা তিরমিযী (র) ও আবদ ইব্ন হুমাইদ হইতে হাসান ইব্ন মূসা আশিয়াবের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান গরীব বলিয়াছেন।

আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়েদ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সাআদ, আবদুল্লাহ ইব্ন নাফে, হারিছ ইব্ন শুরাইহ ও হাফিয আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তাহার স্ত্রীর সহিত পশ্চাত দিক হইতে সহবাস করিলে লোকজন সমালোচনা করিতে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে পশ্চাত দিক হইতে সহবাস করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنَّى شِئْتُمْ আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আব্বান ইব্‌ন সালিহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, মুহাম্মদ ওরফে ইব্‌ন সালমা, আবদুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহয়া, আবূ আসবাগ ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন – (তাহাকে যেন আল্লাহ মাফ করেন; কেননা তিনি সন্দেহে পতিত হইয়াছিলেন) আনসারগণ পূর্বে মূর্তিপূজক ছিলেন এবং ইয়াহুদীরা ছিল 'আহলে কিতাব'। ইয়াহুদীরা বিদ্যা-জ্ঞানে আনসারদের চাইতে উপরে ছিল। উপরন্তু ইয়াহুদীদের কিতাবের উপরও বিশ্বাস ছিল। আহলে কিতাবরা স্ত্রীদের সংগে একই পদ্ধতিতে সংগম করিত। ফলে আনসারগণও তাহাদের প্রাধান্যে প্রভাবিত হইয়া একই পদ্ধতিতে স্ত্রীদের সহিত সংগম করিত। কিন্তু কুরাইশগণ তাহাদের স্ত্রীদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্মুখ ও পশ্চাত দিক দিয়া সংগম করিয়া বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করিত। পরবর্তীতে মুহাজিরগণ মদীনায় আসার পর একজন মুহাজির একজন আনসার মহিলাকে বিবাহ করিয়া বিভিন্ন ভাবে সহবাস করিতে চাহিলে সে অস্বীকৃতি জানায় এবং মহিলাটি শেষ পর্যন্ত বলিয়া দেয় যে, যদি এক পদ্ধতিতে করিতে পার তাহা হইলে কর, নতুবা সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। এই কথাটা ক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌছে। অতঃপর এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ আয়াতাংশটি নাযিল করেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের পিছন-সামনে উভয় পার্শদিয়াই ব্যবহার করা যাইবে, কিন্তু সংগম স্থান হইবে একটিই। অর্থাৎ সন্তান প্রসবের স্থান।

আবূ দাউদ এই হাদীসটিকে পূর্বে বর্ণিত সকল রিওয়ায়েত হইতে তুলনামূলকভাবে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাহা ছাড়া উম্মে সালমা (রা)-এর রিওয়ায়েতটিরও এই রিওয়ায়েতের বিষয়ের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এইটিকেও বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্বান ইব্‌ন সালিহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বান (রা)-এর নিকট কুরআনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছি এবং প্রতিটি আয়াতে থামিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও আনুসঙ্গিকতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তখন ধারাবাহিকভাবে نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছিলে তিনি (ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ) বলেন– মক্কার লোকেরা পূর্ব হইতেই তাহাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্নরূপে সহবাস করিয়া হরেক স্বাদ গ্রহণ করিত। অতঃপর তিনি পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়েতটিরই অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ ইব্‌ন উমরকে আল্লাহ মাফ করুন। কেননা তিনি সন্দেহে পতিত হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি এই সম্বন্ধে বুখারীর রিওয়ায়েতটির বর্ণনার প্রতি ইংগিত দেন। তাহা এই ঃ

নাফে হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আওন, নযর ইব্‌ন শুমাইল ও ইসহাক বর্ণনা করেন যে, নাফে' বলেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা) কুরআন শরীফ পড়িলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাহারও সহিত কথা বলিতেন না। কিন্তু একদিন আলোচ্য আয়াতটি পাঠকালীন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, জান কি, ইহা কোন্ ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছিল? আমি বলিলাম– না, জানি না। তিনি বলিলেন, ইহা উক্ত ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত:পর তিনি তিলাওয়াত চালাইতে থাকেন। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, আইয়ুব, আবদুস সামাদের পিতা ও

আবদুস সামাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّى شِئْتُمْ এই আয়াতাংশ প্রসংগে বলেনঃ ইহা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি বুখারীর উদ্ধৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আওন, ইব্‌ন অলীয়া, ইয়াকুব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, নাফে বলেনঃ আমি একদিন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পড়িতে থাকিলে ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে বলেন– তুমি কি জান, ইহা কোন্ ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি বলেন– ইহা স্ত্রীদের পশ্চাত দিয়া সহবাস করা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে,' আইয়ূব, আবদুল ওয়ারিছ, আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ ও আবূ কুলাবাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّى شِئْتُمْ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেনঃ 'পেছন দিক দিয়া সহবাস করা।' ইব্‌ন উমার (রা) হইতে অন্য একটি রিওয়ায়েতে ধারাবাহিকভাবে নাফে' ও মালেকও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার বর্ণনাসূত্র সহীহ নয়।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ উআইস, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম ও ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে পেছন হইতে সহবাস করিলে মহিলাটি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّى شِئْتُمْ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম, দাউদ ইব্‌ন কাইস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফে'ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী হাদীসটিও নাসায়ীর পূর্বের বর্ণনার সমর্থক আর উহা হইল ঃ পিছন দিক হইতে সামনের নির্দিষ্ট স্থানেই সহবাস করা।

ইব্‌ন উমরের গোলাম নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযির, কা'ব ইব্‌ন আলকামা, ফযল ইব্‌ন ফুযালাহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান তাবীল, সাঈদ ইব্‌ন ঈসা, আলী ইব্‌ন উছমান নুকাইলী ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, আবূ নাযিল বলেন ঃ 'নাফে'কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কি এই কথা বলিয়া বেড়ান যে, হযরত ইব্‌ন উমর (র) গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা জায়িয বলিয়াছেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন– লোকে আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। তবে এই ব্যাপারে ইব্‌ন উমরের অভিমতটিও তোমরা শোন। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) একদা কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন এবং আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। তিনি যখন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন তিনি আমাকে বলেন– এই আয়াতটি কি বিধান সম্বলিত তাহা কি তুমি জান ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি বলেন– কুরাইশরা তাহাদের স্ত্রীদের সাথে স্বাধীনভাবে বহু পদ্ধতিতে সহবাস করিত। তাই তাঁহারা মদীনায় যাইয়া আনসার মহিলাদেরকে বিবাহ করিয়াও ঐরূপ করিতে চাহিলে তাহারা ইহা অপছন্দ করিল। আনসার নারীরা ইয়াহুদীদের রীতি গ্রহণ করিল। তাঁহারা একমাত্র সম্মুখ দিয়াই সহবাস করিত। তাই আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّى

شِئْتُمْ এই আয়াতটি নাযিল করিয়া এই সম্পর্কিত বিধান জানাইয়া দেন। ইহার সনদও সহীহ্।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েত কা'ব ইব্ন আলকামা, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াশ, মুফাযযাল ইব্ন ফুযালাহ, যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহয়া, কাতিব উমরী, হুসাইন ইব্ন ইসহাক, তিবরানী ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন আলকামা বলেন ঃ ইব্ন উমর হইতে পূর্বে বর্ণিত উক্তির বিপরীত উক্তিও বর্ণিত হইয়াছে। এই মতের অনুসারী মদীনার এক বিশেষ ফিকাহবিশারদ দল রহিয়াছেন। কিতাবুসসির-এ কেহ কেহ এই মতটি একক ইমাম মালিক (র)-এর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে অনেকে ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ইহা কিভাবে হইতে পারে? কেননা যদিও বেশ কিছু সহীহ হাদীসে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি অনেক হাদীসে এই ব্যাপারে কঠোর সাবধানবাণী ঘোষিত হইয়াছে।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, সুহাইল ইব্ন আবূ সালিহ, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াশ ও হাসান ইব্ন আরাফাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা লজ্জাবোধ করিতে পার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্যকথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিও না। খুযায়মা ইব্ন ছাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দ ইব্ন শাদ্দাদ, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ও ইমাম মালিক বর্ণনা করেন যে, খুযায়মা ইব্ন ছাবিত বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) পুরুষদেরকে স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে খুযায়মা ইব্ন ছাবিত খাতামী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ আকিকী, উবায়দুল্লাহ ইব্ন হুসাইন আলাবী, ইয়াযীদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন উসামা ইব্ন হাদ, ইয়াকুবের পিতা, ইয়াকুব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, খুযায়মা ইব্ন ছাবিত খাতামী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা লজ্জাবোধ কর, কিন্তু আল্লাহ কোন ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। তাই তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিও না।

অবশ্য নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহও এই হাদীসটি খুযায়মা ইব্ন ছাবিতের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহার সূত্রধারার ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে। অপর একটি রিওয়ায়েত ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাব কুরাইব, মুখরিমা ইব্ন সুলায়মান, যিহাক ইব্ন উছমান, আবূ খালিদ আহযাব, আবূ সাঈদ, নাসায়ী এবং আবূ ঈসা তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– পুরুষের সংগে পুরুষে সমকাম করিলে এবং পুরুষ স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিলে তাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না।

তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ হাদীস সংকলনেও উপরোক্ত হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন হাযম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। কিন্তু যিহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকী ও হান্নাদের রিওয়ায়েতে নাসায়ী ইহাকে মাওকুফ বলিয়াছেন।

তাউস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন তাউস, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও আব্দ বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাসকে স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া

সহবাস করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে কুফরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? বর্ণনাটি সহীহ। মুআম্মার হইতে ইব্‌ন মুবারকের সূত্রে নাসায়ীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাকাম ও আব্দ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইকরামা (রা) বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলেন যে, আমি আমার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করি। কেননা আমি শুনিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ তাই আমি ধারণা করিয়া নিয়াছি উহাও হালাল। এতদশ্রবণে তিনি বলেন– সর্বনাশ! فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ এর অর্থ হইল যে, দাঁড়াইয়া, বসিয়া, সম্মুখ দিয়া, পশ্চাত দিয়া সহবাস করা যাইবে, কিন্তু যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হইবে না।

আমর ইব্‌ন শুআয়বের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, আমর ইব্‌ন শুআয়েব, কাতাদা, হাম্মাম, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর মলদ্বার দিয়া সংগম করিবে, সে লুতের কওমের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ বলেনঃ আমাকে হাম্মামের বরাতে হাদাবাহ বর্ণনা করেন যে, মলদ্বার দিয়া স্ত্রী সহবাসকারী সম্পর্কে কাতাদাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, আমর ইব্‌ন শুআয়েব তাহার পিতা হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে এই বর্ণনা শোনান -নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, উহা ছোট লাওয়াতাত (সমকামিতা)।

আবূ দারদা হইতে ধারাবাহিকভাবে উকবাজ ইব্‌ন বিসাজ ও কাতাদা বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ এই কাজ একমাত্র কাফিরই করে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আইয়ুব, কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসটি অধিকতর সহীহ। আল্লাহই ভাল জানেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআয়েব, আমর ইব্‌ন শুআয়েব, হুমাইদ আরাজ, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন ও আব্দে ইব্‌ন হুমাইদও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান হাবলী, আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আনআম, ইব্‌ন লায়লা, কুতায়বা, জাফর ফারিয়াবী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত প্রকারের লোকের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাইবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও (মাফ) করিবেন না; বরং তাহাদিগকে বলিবেন, যাও দোযখীদের সাথে দোযখে প্রবেশ কর। তাহারা হইল (১) ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বা সমকামীদ্বয়। (২) হস্তমৈথুনকারী। (৩) চতুষ্পদ জন্তুর সহিত সংগমকারী। (৪) স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সংগমকারী। (৫) স্ত্রী ও স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকারী। (৬) প্রতিবেশীর মহিলাদের সংগে ব্যভিচারকারী। (৭) প্রতিবেশীকে এমন ভাবে পীড়নকারী যে, শেষ পর্যন্ত সে তাহাকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু এই হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইব্‌ন লায়লা ও তাহার শায়েখ উভয়ই 'দুর্বল বর্ণনাকারী।'

তবে অন্য একটি হাদীসে আলী ইব্ন আবূ তালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইব্ন সালাম, ঈসা ইব্ন হাত্তান, আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন তালিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন না। ইমাম আহমদ (র) ইহা আবূ মুআবিয়ার (রা) সূত্রে এবং আবূ ঈসা তিরমিযী (রা) আবূ মুআবিয়া হইতে আসিম আহওয়ালের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইহাতে কিছু বেশিও উল্লিখিত হইয়াছে। এই বর্ণনাটি হাসান বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অবশ্য যাহারা এই হাদীসটি আলী ইব্ন আবূ তালিবের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের চেয়ে ইমাম আহমাদের মতন যাহারা আলী ইব্ন তালিকের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের বর্ণনাই সহীহ।

অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্ন মুখাল্লাক, সুহাইল ইব্ন আবূ সালেহ, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন-'যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করে তাহার প্রতি আল্লাহ করুণার দৃষ্টিতে তাকান না।'

একটি মারফূ রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্ন মুখাল্লাদ, সুহাইল, ওহাইব, আফফান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাসকারীর প্রতি আল্লাহ করুণার দৃষ্টিতে তাকান না। তারিক সুহাইল-এর সূত্রে ইব্ন মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্ন মুখাল্লাদ, সুহাইল ইব্ন আবূ সালেহ, ওয়াকী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তাহার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করে।'

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, আলী ইব্ন আবদুর রহমান ও মুসলিম ইব্ন খালিদ যানজী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তাহার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করে। তবে ইহার বর্ণনাকারী মুসলিম ইব্ন খালিদের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

অন্য একটি বর্ণনায় আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তামীমাহ হুজাইমী, হাকাম, আছরাম, হাম্মাদ ইব্ন সালিমাহ ও সুনানের সংকলকগণ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সহবাস করিবে অথবা স্ত্রীর সাথে গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করিবে অথবা জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করিবে, সে নিশ্চিতভাবে মুহাম্মদের উপর যাহা আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সহিত কুফরী করিল। তিরমিযী (র) বলেন, বুখারী (র) ইহাকে 'যঈফ' বলিয়াছেন। আবূ তামীমাহ হইতে হাকাম তিরমিযীর বর্ণনা সম্পর্কে বলেন যে, এই স্থানে বর্ণনার সূত্র পরম্পরা রক্ষিত হয় নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, যুহরী, সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয, আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ সানাআনী, সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান, উছমান ইব্ন

আবদুল্লাহ ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে যথাযথ লজ্জাবনত হও। তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিও না।' একমাত্র নাসায়ী হাদীসটি এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

হামযা ইব্‌ন মুহাম্মদ আল কিনানী আল্‌ হাফিয বলেন ঃ যুহরী, আবূ সালমা ও আবূ সাঈদের বর্ণনার দ্বারা এই হাদীসটি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হইয়াছে। এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী আবদুল মালেক যদি সাঈদ হইতে এই হাদীস শুনিয়াও থাকেন, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই তাহার স্মৃতি বিভ্রাটের কালে শুনিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী আবূ সালমা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনিও অনুরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিতে বলেন। তবে তিনি সরসারি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে নবী করীম (সা)-এর হাদীস শুনিয়াছেন কিনা তাহা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

অবশ্য এই হাদীসের ভাল সমালোচনাও রহিয়াছে। আবদুল মালেকের স্মৃতিবিভ্রাটের ব্যাপারটি একমাত্র হামযা তাহার পিতা আল কিনানী হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কেহ ইহা বলেন নাই। অবশ্য আল কিনানী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তবে দুহায়েম, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন হাব্বান তাহার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইব্‌ন হাব্বান বলেন–তাহার কোন বর্ণনা দলীল হিসাবে পেশ করা বৈধ নহে। আল্লাহ ভালো জানেন।

কিন্তু সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয হইতে যায়েদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন উবায়েদও উপরোক্ত হাদীসটি আবূ সালমা হইতে ভিন্ন দুই সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ইহার তুলনায় অধিক সহীহ কোন হাদীসই নাই। অন্য একটি বর্ণনায় আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, লায়েছ ইব্‌ন আবূ সালিম মাহদী, সুফিয়ান ছাওরী, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, ইসহাক ইব্‌ন মনসূর ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া পুরুষদের সহবাস করা কুফরী। উপরোক্ত সূত্রে আবদুর রহমান হইতে বিন্দার বর্ণনা করেন যে, 'স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা হইল কুফরী। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও ছাওরীর সূত্রে মওকুফ রিওয়ায়েতে ইমাম নাসায়ীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য আর একটি মওকুফ রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও আলী ইব্‌ন নাদীমার সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, লায়েছ ও বকর ইব্‌ন খুনাইছ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি স্ত্রীদের বা পুরুষদের গুহ্যদ্বারে সংগম করিল, সে কুফরী করিল।' উল্লেখ্য যে, হাদীসটি মাওকূফ হওয়াই অধিকতর সত্য এবং ইহার বর্ণনাকারী বকর ইব্‌ন খুনাইছকে রাবী হিসাবে অনেক ইমামই দুর্বল বলিয়াছেন। আর তাহার এই দুর্বলতার দরুন ইহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে তাউস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন তাউস, যামআহ ইব্‌ন সালিহ, ওয়াকী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান বলখী এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হাদ হইতে আমর ইব্‌ন দীনার বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলিতে লজ্জা করেন না। আর তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করিও না।' উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন হাদ, তাউস, ইব্‌ন তাউস, যা'মাহ

ইব্‌ন সালেহ, উছমান ইব্‌ন ইয়ামান, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকুব তালিকানী ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিও না।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাদ লায়ছী হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, আমর ইব্‌ন দীনার, যা'মাআ ইব্‌ন সালেহ, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাকীম ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাদ লায়ছী বলেন ঃ 'উমর (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহর (নিষেধাবলী লংঘনের) ব্যাপারে তোমরা লজ্জিত হও। কিন্তু আল্লাহ হক কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করিও না।' এই রিওয়ায়েতটিকে মওকুফ বলাই অধিকতর সহীহ।

ইয়াযীদ ইব্‌ন তালাক অথবা তালাক ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইব্‌ন সালাম, ঈসা ইব্‌ন হাত্তান, আসিম আহওয়াল, শু'বা, মুআয ইব্‌ন মুআয, গুন্দর ও ইমাম আহমদও উপরোক্তরূপে বর্ণনা করেন। শু'বা হইতেও একাধিক ব্যক্তি উহা বর্ণনা করেন। তেমনি তালাক ইব্‌ন আলী কিংবা আলী ইব্‌ন তালাক হইতে যথাক্রমে মুসলিম ইব্‌ন সালাম, ঈসা ইব্‌ন হাত্তান, আসিম আল আহওয়াল, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকও অনুরূপা বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অপর একটি হাদীসে আবূ বকর আছরাম স্বীয় সুনানে ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কাকা' ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন কাকা, উনাইস ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ মুসলিম জারামী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, 'স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা হারাম।' ইব্‌ন মাসউদ হইতে মওকুফ রিওয়ায়েতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কাকা, ছিকা রাবী আবূ আবদুল্লাহ শুকরী উরফে সালমা ইব্‌ন তামাম, শু'বা, সুফিয়ান ছাওরী এবং ইসমাইল ইব্‌ন আলীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাটিই অধিকতর সঠিক।

অপর একটি সূত্রে আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উবায়দাহ, যায়েদ ইব্‌ন রফী', মুহাম্মদ ইব্‌ন হামযা, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া সায়রী, আবূ আবদুল্লাহ মুহামিলী ও ইব্‌ন আদী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মলদ্বার দিয়া সহবাস করিও না।

তবে ইহার রাবীদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন হামযা আল জাযরী এবং তাঁহার শায়েখের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন রহিয়াছে এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব, বাররা ইব্‌ন আযিব, উকবাহ ইব্‌ন আমির ও আবূ যর-এর নিকট হইতে তাহাদের সনদেও সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। তাই তাহাদের সূত্রে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাইবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

আবূ জাওরীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে মুতামার, সিলত ইব্‌ন বাহরাম ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, আবূ জাওরীয়া বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আলী (রা)-কে স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, পিছনে করিলে আল্লাহ পিছনে ফেলিয়া রাখিবেন। (অতঃপর বলেন) কেন, তুমি কি এই ব্যাপারে আল্লাহর কথা শোন নাই ? (লুতকে লক্ষ্য করিয়া) আল্লাহ বলিয়াছিলেন, 'তোমরা এমন নির্লজ্জতার কাজ করিয়াছ, যাহা তোমাদের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের কেহই কখনও করে নাই।'

পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়েতে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা), হযরত আবূ দারদা (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) প্রমুখ ইহাকে হারাম

বলিয়াছেন। ইহাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমরও (রা) ইহাকে হারাম বলিতেন।

সাঈদ ইব্ন ইয়াসার আবূ হাব্বাব হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্ন ইয়াকূব, লায়েছ, আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ ও আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ দারেমী স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন ইয়াসার আবূ হাব্বাব বলেন ঃ আমি ইব্ন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম– দাসীদের সহিত কি আমি 'তামহীয' করিতে পারি ? তিনি প্রশ্ন করিলেন– 'তামহীয' কি জিনিস ? আমি বলিলাম-মলদ্বারে সংগম। তিনি অবাক কণ্ঠে বলিলেন– কোন মুসলমান কি ইহা করে ?

ইব্ন ওহাব ও কুতায়বা লায়েছ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ। আর উহা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই উদ্ধৃতিও একটি স্পষ্ট দলীল। সুতরাং এই বিষয়ে বিভিন্ন অশুদ্ধ রিওয়ায়েত দ্বারা ইব্ন উমরের উপর যে অপবাদ লাগানো হইয়াছে, তাহা এইসব মজবুত রিওয়ায়েত দ্বারা বাতিল হইয়াছে।

মালিক ইব্ন আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম, আবূ যায়েদ আহমাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবূ উমর, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকীম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ মালিক ইব্ন আনাসকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে আবূ আবদুল্লাহ! লোকজন বলে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ বলিয়াছেন যে, আবূ আবদুল্লাহ মিথ্যা বলিয়াছে কিংবা কুফরী করিয়াছে। উত্তরে তিনি বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, ইব্ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ এবং ইয়াযীদ ইব্ন রূমানও নাফে' (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহাকে আবার বলা হইল যে, আবূ হাব্বাব সাঈদ ইব্ন ইয়াসার হইতে হারিছ ইব্ন ইয়াকুব বলেন যে, তিনি ইব্ন উমর (রা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি দাসী ক্রয় করিতেছি, আমি কি তাহার সহিত তামহীয করিব ? তিনি প্রশ্ন করিলেন– 'তামহীয' কি বস্তু? জবাবে বলা হইল– মলদ্বারে সংগম। ইব্ন উমর বলেন ঃ হায় হায়! কোন মুসলমান এই কাজ করে ? তখন মালিক ইব্ন আনাস বলেন ঃ আমি সাক্ষী যে, ইব্ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাব্বাব ও রবীআ' আমাকে নাফে'র অনুরূপ বর্ণনা শুনাইয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আসবাগ ইব্ন ফারাজ আল ফকীহ, রবী ইব্ন কাসিম বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিলাম যে, সাঈদ ইব্ন ইয়াকূব ও মিসরের লায়েছ ইব্ন সা'দ আমাকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন ইয়াসার (র) বলেন–আমি ইব্ন উমরকে (রা) বলিয়াছিলাম যে, আমরা দাসী ক্রয় করিতেছি। আমি কি তাহার সহিত তামহীয করিব ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–'তামহীয' কি বস্তু ? জবাবে বলিলাম-আমরা তাহাদের গুহ্যদ্বার ব্যবহার করিব। তিনি বলিলেন–হায় হায়। কোন মুসলমান কি এই কাজ করে ?

অতঃপর মালিক (র) আমাকে বলেন ঃ আমাকে রবীআ (র) সাঈদ ইয়াসার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ইব্ন উমরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, উহাতে কোন

দোষ নাই। নাসায়ী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমানের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করাকে ইব্‌ন উমর কোন দোষ বা পাপ মনে করিতেন না। অবশ্য মালিক হইতে মুআম্মার ইব্‌ন ঈসা ইহাকে হারাম বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইসরাইল ইব্‌ন রওহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্‌ন হুসাইন ও আবূ বকর ইব্‌ন যিয়াদ নিশাপুরী বর্ণনা করেন যে, ইসরাইল ইব্‌ন রওহ বলেন ঃ আমি মালিক ইব্‌ন আনাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা সম্পর্কে আপনার কি মত ? তিনি বলেন, 'তুমি ত আরব। বল, কেহ কি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বীজ বপন করে? তাই তোমরা যোনী ব্যতীত অন্য স্থানে সংগম করিও না'। আমি বলিলাম, হে আবূ আবদুল্লাহ! লোক ত আপনার মত সম্পর্কে অন্য কথা বলে! অতঃপর তিনি বলেন, তাহারা মিথ্যা বলে, তাহারা আমার উপর অপবাদ দিয়াছে।' এই রিওয়ায়েতটি দ্বারা ইমাম মালিকের নিকট উহা হারাম প্রমাণিত হইল।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও তাহাদের সহচরবৃন্দদের মতও ইহাই। অর্থাৎ সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, আবূ সালমা, ইকরামা, তাউস, আতা, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর, মুজাহিদ ইব্‌ন যুবাইর ও হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ কঠোরভাবে ইহা নিষেধ করেন এবং পূর্ববর্তীগণের জমহুর উলামা ইহা করাকে কুফরী বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। মদীনার কোন কোন ফকীহ যথা ইমাম মালিক (র) হইতেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে এই বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে।

অবশ্য তাহাবী (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম হইতে আসবাগ ইব্‌ন ফারাজের রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা দীনের দৃষ্টিতে হালালের ব্যাপারে সন্দেহ করে এমন ব্যক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর তিনি نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ এই আয়াতাংশটি পড়িয়া বলেন, ইহা হইতে স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে ?

হাকেম (র) দারে কুতনী (র) ও খতীব বাগদাদী (র) ইমাম মালিক (র)-এর সূত্রে ইচ্ছাধীনভাবে যে কোন স্থান দিয়া সহবাস বৈধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বর্ণনাসূত্র অত্যন্ত দুর্বল। হাফিয আবূ আবদুল্লাহ যাহাবী ইহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাহাবী (র) বলেন ঃ আমাদিগকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকীম বলিয়াছেন যে, তিনি শাফেঈকে (র) বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন– হুযূর (সা) হইতে ইহার হালাল এবং হারামের ব্যাপারে বিশুদ্ধভাবে কিছুই বর্ণিত হয় নাই। তবে যুক্তিতে ইহা হালাল বলিয়াই সাব্যস্ত হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকীম হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আব্বাস আসিম, আবূ সাঈদ সায়রাফী ও আবূ বকর খতীব বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকীম বলেন ঃ আমি শাফেঈ (র)-কে অনুরূপ বলিতে শুনিয়াছি অর্থাৎ তিনি ইহা বলিয়াছেন।

কিন্তু আবূ নসর সাব্বাগ বলেন যে, রবী' আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেন যে, ইব্‌ন আবদুল হাকীম মিথ্যা বলিয়াছে। শাফেঈ (র) তাহার ছয়টি কিতাবের প্রতিটিতে উহা হারাম

বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ (নিজেদের জন্য তোমরা আগেই কিছু পাঠাইয়া দাও) অর্থাৎ নিষিদ্ধ হারাম বিষয় হইতে বিরত থাকিয়া সৎকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, (আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তাহার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ করিতেই হইবে) অর্থাৎ তিনি তখন তোমাদের সার্বিক আমলের হিসাব নিবেন।

তিনি আরও বলেন ঃ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দান কর) অর্থাৎ আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত যেই ব্যাপারে তিনি শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে দূরে অবস্থানকারীগণকে।

আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াকিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর, হুসাইন, কাসিম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন ঃ আমি وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, (ইহার ভাবার্থ হইল) সহবাসের প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ বলা।

সহীহ বুখারীর অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা কেহ স্ত্রী সহবাস করার ইচ্ছা করিলে পূর্বেই ইহা পড়িবে– بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا অতঃপর বলেন ঃ যদি উক্ত সহবাসের দ্বারা শুক্র ভ্রূণে পৌঁছে, তাহাতে যে সন্তান হইবে শয়তান কখনও উহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

(٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢٢٥) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

২২৪. "আর তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহকে ঢাল বানাইও না। যদি তোমরা পবিত্র হও, পরহেয কর ও মানুষের ভিতরে আপোসের কাজ কর (তবে তাহা উত্তম)। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

২২৫. "আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করিবেন না। তবে তোমাদের অন্তরের উপার্জনের জন্য পাকড়াও করিবেন। আর আল্লাহ অশেষ ক্ষমাশীল ও অসীম ধৈর্যশীল।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তোমরা নেক কাজ পরিত্যাগ এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করিতে আমার নাম নিয়া কসম করিও না।

তেমনি অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا أُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوْا وَالْيَصْفَحُوْا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ.

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাহারা মর্যাদা ও সচ্ছলতার অধিকারী তাহারা যেন আত্মীয়দেরকে, দরিদ্রদেরকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে না দেওয়ার শপথ না করে; তাহারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করার অভ্যাস করে! আর তোমরা কি ইহা ভালবাস না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন ? তাই এইরূপ দীর্ঘ সময়ের শপথকারীর জন্য কাফফারা দিয়া কসম ভাংগিয়া ফেলা উচিত।

বুখারীর রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাম ইব্ন মাম্বাহ, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও ইসহাক ইব্ন ইব্রাহিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে আগমন করিয়াছি বটে; কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরাই সর্বাগ্রে গমন করিব।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি কসম করিয়া আল্লাহ্র নির্ধারিত কাফফারা আদায় না করিয়া উহা দীর্ঘায়িত করে, সে মহাপাপী। মুসলিমের রিওয়ায়েতে আবদুর রাযযাক ও মুহাম্মদ ইব্ন রাফে' হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বর্ণনা সূত্রে ইমাম আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, মুআবিয়া ইব্ন সালাম, ইয়াহয়া ইব্ন সালেহ, ইসহাক ইব্ন মানসুর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি কসম দীর্ঘায়িত করিবে এবং উহা ভাংগিয়া কাফফারা আদায় করিবে না, সে মস্তবড় পাপে লিপ্ত থাকিবে। অর্থাৎ উহা বড় পাপ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হযরত আলী' ইব্ন তালহা وَلاَ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা ইহাকে কসমের বস্তুতে পরিণত করিও না যে, ভাল কাজ করিব না; বরং উক্ত কসমের কাফফারা দিয়া ভাল কাজ করার শপথ গ্রহণ কর।

মাসরুক, শা'বী, ইব্রাহীম নাখঈ, মুজাহিদ, তাউস, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতা, ইকরামা, মাকহুল, যুহরী, হাসান, কাতাদা, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, রবী ইব্ন আনাস, যিহাক, আতা খোরাসানী ও সুদ্দী প্রমুখও আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আর জমহুরের বক্তব্যও ইহার সমর্থনে রহিয়াছে। সহীহদ্বয়ের রিওয়ায়েতে আবূ মূসা আশআরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আল্লাহর কসম! যদি আমি কোন শপথ করি এবং তাহা ভাংগিয়া দেওয়াতে মঙ্গল বুঝিতে পারি, তবে আমি অবশ্যই তাহা ভাংগিয়া দিব এবং তাহার কাফফারা আদায় করিব।"

সহীহ্‌দ্বয়ের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুর রহমান ইব্‌ন সামূরা (রা)-কে বলিয়াছেন–"হে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা! নেতৃত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না। কেননা তোমার না চাওয়াতে তাহা যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। আর তাহা যদি তুমি চাহিয়া নাও, তাহা হইলে তোমাকেই তাহা সমর্পণ করা হইবে। তেমনি যদি তুমি কোন শপথ কর এবং তাহার বিপক্ষে যদি মঙ্গল দেখিতে পাও, তবে স্বীয় শপথের কাফফারা আদায় করিয়া সেই কাজটি সম্পন্ন করিয়া নাও।"

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "কোন ব্যক্তি শপথ করিবার পর যদি তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহা হইলে কসম ভংগ করিয়া কাফফারা আদায় করত সেই কাজটি করা উচিত।"

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, আমর ইব্‌ন শুআইব, খলীফা ইব্‌ন খায়্যাত, বনী হাশিমের গোলাম আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর শপথ করিবার পর যদি সে উহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহা হইলে শপথ ছাড়িয়া দেওয়াই হইতেছে উহার কাফফারা।"

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, আমর ইব্‌ন শুআইব ও আবূ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আখনাসের সূত্রে আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–সেই জিনিস বা বিষয়ে মানত ও কসম নাই। যাহা মানুষের অধিকারের বাহিরে। যেমন অধিকার নাই আল্লাহর অবাধ্য কাজের এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করার। আর কেহ কোন বিষয়ের উপর কসম করিবার পর উহার চাইতে অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে যদি মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহা হইলে কসম ভংগ করাই হইল কাফফারা।" ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ কসম সম্পর্কিত প্রতিটি সহীহ হাদীসেই রহিয়াছে যে, 'কসমের কাফফারা দিবে।'

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমারাহ, হারিছা ইব্‌ন মুহাম্মদ, আলী ইব্‌ন মাসহার, আলী ইব্‌ন সাঈদ কিন্দী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ও কোন পাপ সিদ্ধির জন্য শপথ করে, সেই শপথ ভংগ করিয়া তাহার উহা হইতে প্রত্যাবর্তন করাই উচিত।" তবে এই হাদীসটি যঈফ। কেননা ইহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে 'হারিছা' হইল আবূ রিজাল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের পুত্র। এই ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিটি হাদীসই পরিত্যাজ্য। উপরন্তু এই হাদীসটি সর্বসম্মতভাবেই দুর্বল বলিয়া স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, মাসরূক, ইব্‌ন জারীর, শা'বী প্রমুখ বলিয়াছেন যে, 'পাপের ব্যাপারে কোন কসম নাই, উহার জন্য কোন কাফফারাও নাই।'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ অনিচ্ছা বশত অভ্যাসগতভাবে মুখ দিয়া গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যহীনভাবে কসম উচ্চারিত হইলে তাহার জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে ধরিবেন না এবং দোষীও করিবে না। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হুমাইদ

ইব্‌ন আবদুর রহমান ও যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ 'কোন ব্যক্তি 'লাত' ও উযযার নামে কসম নিয়া ফেলিলে সে যেন তৎক্ষণাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িয়া নেয়।'

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশটি সেই লোকদের উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, যাহারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তখনও জাহেলী যুগের শপথ বাক্যগুলি তাহাদের মুখে মুখেই ছিল। তাই তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, যদি অভ্যাসগতভাবে তাহাদের মুখ দিয়া এইরূপ শিরকমূলক শব্দ বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে যেন তাহারা তৎক্ষণাৎই কলিমা তাওহীদ পাঠ করিয়া নেয়। তাহা হইলে উহার কাফফারা হইয়া যাইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ যেসব শপথ মনের সংকল্প অনুসারে করা হয়, সেইগুলি আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ধরিবেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ অর্থাৎ যে কসম বা শপথ সম্পর্কে তোমরা সংকল্প করিয়াছ।

'অর্থহীন' শপথ ও কসমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের উপর আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌রাহীম অর্থাৎ সায়িগ, হাইয়ান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদা শামী ও আবূ দাউদ 'অনর্থক কসম' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–অনর্থক কসম মানুষ ঘরোয়াভাবে কথায় কথায় করিয়া থাকে। যেমন, না, আল্লাহর কসম উহা দিব না। তবে অন্য একটি মওকুফ রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌রাহীম সায়িগ ও দাউদ ইব্‌ন ফুরাতের সূত্রে আবূ দাউদ অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আয়েশা (রা) হইতে মাওকূফ রিওয়ায়েতে আতা, মালিক ইব্‌ন মাগলুল, আবদুল মালিক ও যুহরীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ হযরত আয়েশা (রা) হইতে মাওকূফ রিওয়ায়েতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন আবূ লাইলা ও ইব্‌ন জারীজও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া ও আবূ মুআবিয়া, আবাদাহ, ওরাকী, হান্নান ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ (তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে ধরিবেন না) আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ 'না, আল্লাহর কসম, হাঁ, আল্লাহর কসম, এইরূপ বলা।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, ইব্‌ন ইসহাক, সালমা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইদ এবং আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, যুহরী, ইব্‌ন ইসহাক, সালমা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইদ এবং আরো একটি সূত্রে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন আবূ নাজীহ, ইব্‌ন ইসহাক, সালমা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইদও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী, মু'আম্মার ও আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ এই

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ লোক যদি সাধারণত কথায় কথায় বলিয়া ফেলে যে, 'আল্লাহর কসম, হাঁ–আল্লাহর কসম, না-খবরদার, আল্লাহর কসম'–ইহা কসম হইবে না।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া-হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, আবাদাহ অর্থাৎ ইব্‌ন সুলায়মান, হারুন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ لاَيُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল, 'না, আল্লাহর কসম, হাঁ, আল্লাহর কসম, এইরূপ বলা।'

উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসওয়াদ ইব্‌ন লাহিয়া, আবূ সালেহ ও আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন যে, 'হাসি-তামাসার সাথে যদি বলা হয়, 'না, আল্লাহর কসম' তাহা হইলে ইহার জন্য কোন কাফফারা নাই। তবে মনের সংকল্পের সাথে কসম করিয়া উহার উল্টা করিলে কাফফারা দিতে হয়।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), শা'বী, ইকরামা, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, আবূ সালেহ, যিহাক প্রমুখ হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহাদের দুইটি উক্তির একটি ইহার অনুরূপ।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, ইব্‌ন শিহাব এবং নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারী হইতে ইব্‌ন ওহাব ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলী বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) لاَيُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কেহ যদি কোন কাজের সঠিকতার উপর ভরসা করিয়া শপথ গ্রহণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি উহা তদ্রূপ না হয়, তাহা হইলে সেই শপথ করাটা পূর্বের পর্যায়ে হইবে (অর্থাৎ শপথ না করিলে যাহা হয় তাহাই)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, মুজাহিদ ও ইব্‌রাহীম নাখঈ প্রমুখের দুইটি উক্তির একটিও ইহার অনুরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইকরামা, হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত, সুদ্দী, মাকহুল, মুকাতিল, তাউস, কাতাদা, রবী' ইব্‌ন আনাস, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ ও রবীআ' প্রমুখের বর্ণনাও উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ এবং আমার মতও ইহাই।

হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ আরাবী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাইমুন মুরুসী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসা জারশী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একদা কোন এক দলের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা তীরবাজী করিতেছিল। হুযুর (সা)-এর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। তীরবাজদের এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে বলিতেছিল, 'আল্লাহর কসম, আমার তীর নিশানায় পৌঁছিবে। কখনও বলিতেছিল, আল্লাহর কসম, আমার তীরের নিশানা ব্যর্থ হইবে'। অতঃপর হুযুর (সা)-এর সঙ্গী লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল। 'লোকটিত কসম ভাংগিয়া ফেলিল'। হুযুর (সা) তাহাকে বলেন, এই তীর নিক্ষেপের শপথ বেহুদা শপথ। তাই ইহার কোন কাফফারা নাই এবং ইহার জন্য কোন শাস্তিও হইবে না। হাদীসটি অত্যন্ত হাসান ও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ, জাবির, শায়বান, আদাম ও ইসাম ইব্‌ন রাওয়াদ বর্ণনা করেন যে, বেহুদা শপথ হইল, না, 'আল্লাহর কসম কিংবা হ্যাঁ,

আল্লাহর কসম বলা। তেমনি সে যদি কোন বিষয় নিজের দৃষ্টিতে সঠিক মনে করে, অথচ বাস্তবে তাহা না হয়।'

অন্যান্য বর্ণনা

ইব্‌রাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, হিশাম ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম বলেন ঃ (বেহুদা শপথের অর্থ হইল) কোন জিনিসের উপর কসম করিয়া উহা ভুলিয়া যাওয়া। যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ (উহার অর্থ হইল), কেহ কাহাকে শপথ করিয়া ইহা বলা যে, তুমি যদি উহা কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করিয়া দিবেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, আতা, খালিদ, মুসাদ্দাম ইব্‌ন খালিদ, আলী ইব্‌ন হুসাইন ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'বেহুদা শপথ হইল রাগের অবস্থায় শপথ করা।' অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবূ বাশার, সাঈদ ইব্‌ন বাশীর, আবূ জামাহির ও আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'অনর্থক শপথ হইল, আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা নিজের জন্যে হারাম করার শপথ করা। তাই ইহাতে কোন কাফফারা নাই।' সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্‌ন শুআয়েব, হাবীব আল মুআল্লিম, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল ও আবূ দাউদ 'রাগের সময় কসম করা' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব বলেন ঃ আনসার দুই ভাইয়ের মধ্যে মীরাছের সম্পদের ঝগড়া থাকায় এক ভাই অন্য ভাইকে উহা ভাগ করিয়া দিতে বলিলে দ্বিতীয় ভাই (রাগত স্বরে) বলিল, তুমি যদি ইহার ভাগ চাও, তাহা হইলে আমি সবই কা'বা ঘরে দান করিয়া দিব। ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলেন—কা'বা শরীফ তোমার অর্থের মুখাপেক্ষী নয়। তুমি তোমার শপথ ভাংগ এবং তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আপোস কর। অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন—আল্লাহর অস্বীকৃত পথে নজর করার, আত্মীয়তা ছিন্ন করার এবং অধিকার বহির্ভূত জিনিসের উপর কসম করার মূল্য হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ (তোমরা স্থির সংকল্পের সাথে যে শপথ করিবে তাহার জন্যে তোমাদিগকে ধরা হইবে)। অর্থাৎ উহা মিথ্যা জানা সত্ত্বেও যদি তুমি শপথ কর, তবুও এই জন্যে আল্লাহ পাক তোমাকে পাকড়াও করিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন— وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ অর্থাৎ তোমাদের কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদিগকে ধরিবেন। অবশেষে তিনি বলেন ঃ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(٢٢٦) لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٢٢٧) وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

**২২৬. "যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের সহিত ঈলা (রতি বিরতির শপথ) করে, তাহাদের নির্ধারিত শপথ হইল চারি মাস। অতঃপর যদি তাহারা মিলিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অশেষ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।**

**২২৭. আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"**

তাফসীর ঃ যদি কোন ব্যক্তি কিছুদিন পর্যন্ত তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করার শপথ গ্রহণ করে, তাহা হইলে এইরূপ শপথকে ঈলা বলা হয়। তবে এই বিচ্ছেদের সময় চার মাসের কম যদি হয়, তাহা হইলে সময় গত হওয়ার অপেক্ষা করিবে এবং স্ত্রীও ধৈর্য ধারণ করিবে। অতঃপর সহবাস করিবে। চার মাসের ভিতরে স্ত্রী মিলনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে না। সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার একমাসের ঈলার জন্য শপথ করিয়াছিলেন এবং ঊনত্রিশ দিনের পর বলেন, ঊনত্রিশ দিনেও মাস হইয়া থাকে।

এই ব্যাপারে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে সময় চার মাসের অধিক হইয়া গেলে স্বামীর নিকট স্ত্রীর এই আবেদন জানাইবার অধিকার থাকিবে যে, হয় সে মিলিত হইবে, না হয় তালাক দিবে। অতঃপর প্রয়োজনে বিচারক স্বামীকে এই দুইটির একটি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে যেন মহিলার দুর্ভোগ পোহাইতে না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِلَّذِيْنَ يُوْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ অর্থাৎ 'যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করিবে না বলিয়া কসম করে।' ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, 'ঈলা কেবল স্ত্রীদের জন্যে নির্দিষ্ট এবং দাসীদের বেলায় নয়। আর ইহাই হইল জমহুর উলামার মাযহাব।

تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ (তাহাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রহিয়াছে।) অর্থাৎ স্বামীর শপথের মুহূর্ত হইতে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাহাকে বাধ্য করা হইবে, হয় সে স্ত্রী গ্রহণ করিবে নতুবা তালাক দিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِنْ فَاءُوْا (অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া আসে)। অর্থাৎ তাহারা যদি আগের অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হয়। এখানে ফিরিয়া আসার দ্বারা সহবাস করার কথা বুঝা যাইতেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের ও ইব্‌ন জারীর (র) প্রমুখ এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।) অর্থাৎ তাহারা যদি পুনরায় মিলিত হয়, তখন স্বামীর পক্ষ হইতে শপথকালীন সময়ে স্ত্রীর যে কষ্ট হইয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইহা সেই সকল ইমামের জন্যে দলীল যাহারা বলেন যে, শপথকারী চার মাস 'ঈলা' করার পর পুনরায় মিলিত হইলে তাহার কাফফারা দিতে হইবে না। ইমাম শাফেঈর 'পূর্বের মতও ছিল এইরূপ। ইহার সমর্থনে সেই হাদীসও রহিয়াছে যাহা পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা ও আমর ইব্‌ন শুআইব বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে 'কোন ব্যক্তি শপথ করার পর উহা ভাংগিয়া দেওয়ার মধ্যে যদি মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহা হইল শপথ ভাংগিয়া ফেলিবে। আর ইহাই শপথের কাফফারা।'

তবে ইমাম আহমদ (র), আবূ দাউদ (র), তিরমিযী (র) ও জমহুর উলামা এবং ইমাম শাফেঈর (র) পরবর্তী সিদ্ধান্ত হইল যে, সাধারণত কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হওয়ার কারণে প্রত্যেক শপথ ভংগকারীর উপর উহার কাফফারাও ওয়াজিব। ইহা পূর্বের উল্লিখিত সহীহ্ হাদীসসমূহেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ অর্থাৎ চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি তালাক দেওয়ার সংকল্প করে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'ঈলার' পর চার মাস অতিক্রান্ত হইলেই তালাক পতিত হয় না। পরবর্তী যুগের জমহুরের মতও ইহাই।

তবে অন্য একটি দল বলেন যে, চার মাস অতিবাহিত হইলে তালাক পতিত হইবে। আর ইহা সহীহ সনদে হযরত উমর (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা) ও হযরত যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) প্রমুখের সূত্রে ইব্ন সিরীন, মাসরূক, কাসিম, সালিম, হাসান, শুরাইহিল কারী, কুবাসা ইব্ন যুআইব, আতা, আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, সুলায়মান ইব্ন তারখান তামিলী, ইব্রাহিম নাখঈ, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এইভাবে চারমাস অতিবাহিত হইলে 'তালাক রজঈ' পতিত হইবে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম, মাকহুল, রবীআ' যুহরী ও মারওয়ান ইব্ন হিকাম প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাতে 'তালাকে বাইন' পতিত হইবে। ইহার প্রবক্তা হইলেন হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা) ও হযরত যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা)। তাহাদের সূত্রে আতা, মাসরূক, ইকরামা, হাসান, ইব্ন সিরীন, মুহাম্মদ ইব্ন হানীফা, ইব্রাহীম, কুবাইসা ইব্ন যুআইব, আবূ হানীফা, ছাওরী ও হাসান ইব্ন সালেহ প্রমুখ ইহা বর্ণনা করেন। চার মাস অতীত হইয়া গেলে তালাক পতিত হইবে বলিয়া যাহারা বলিয়াছেন, ইদ্দত পালন তাহারা ওয়াজিব বলিয়াছেন।

কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ শাছা (রা) বর্ণনা করেন যে, যদি চার মাসের মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটির তিনটি হায়েয শেষ হইয়া থাকে, তবে তাহার ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতও ইহা। তবে পরবর্তী জমহুর উলামার মত হইল যে, সময় (চার মাস) অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামীকে আবেদন জানানো হইবে যাহাতে সে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং কেবল সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেই তালাক পতিত হইবে না।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে'ও মালেক বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করিলেই তালাক পতিত হয় না। চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হয় তাহাকে তালাক দিবে, নতুবা তাহারা পুনঃ মিলিত হইবে। হাদীসটি বুখারী (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও শাফেঈ বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার বলেন ঃ আমি কম পক্ষে দশজন

সাহাবী (রা) হইতে জানিয়াছি যে, তাহারা সকলেই বলেন, সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঈলাকারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ উক্ত সাহাবাদের ন্যূনতম সংখ্যা হইল তের।

হযরত আলী (রা) হইতে ইমাম শাফেঈ (র) বর্ণনা করেন যে, 'ঈলা'কারী অপেক্ষা করিবে। অতঃপর বলেন, আমাদের বক্তব্যের দলীল এই যে, উমর (রা) ইব্‌ন উমর (রা) আয়েশা (রা), উছমান (রা) ও যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) সহ দশজনের অধিক সাহাবার একটি দল হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে আবূ সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সুহাইল ইব্‌ন আবূ সালেহ, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর, ইয়াহয়া ইব্‌ন আইউব, ইব্‌ন আবূ মরিয়াম; ইব্‌ন জারীর ও ইমাম শাফেঈ বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন, আমি এগার জন সাহাবীকে স্ত্রীদের সহিত 'ঈলা' করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলেই বলেন, চার মাস অতিবাহিত হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত ইহাতে কিছুই হয় না। উহা অতিবাহিত হওয়ার পরে ইচ্ছা করিলে মিলিত হইবে, না হয় তালাক দিবে। ইহা সুহাইলের (রা) সূত্রেও দারে কুতনী (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইহা হযরত উমর (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবূ দারদা (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা), হযরত ইব্‌ন উমর (রা) ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখের সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র), মুজাহিদ, তাউস, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাআব ও কাসিম বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাই ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ও তাহাদের সাথীদের মাযহাব। ইব্‌ন জারীরও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে লাইছ, ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়া, আবূ উবাইদ, আবূ ছাওর ও দাউদ প্রমুখ বলেন, যদি চার মাসের পরে তালাক না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে তালাক দিতে বাধ্য করা হইবে। তবুও যদি না দেয়, তাহা হইলে বিচারক বা হাকিম নিজ ক্ষমতাবলে তালাক দিয়া দিবেন। তবে এই তালাক তালাকে রজঈ। আর তালাকে রজঈ অবস্থায় ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে স্বামীর ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার থাকিবে।

কিন্তু ইমাম মালিক (র) বলেন, ইদ্দতের মধ্যে সহবাস না করিলে স্ত্রীকে ফিরাইয়া নেওয়া জায়েয নয়। তবে এই উক্তিটি অত্যন্ত দুর্বল।

ফকীহগণ 'ঈলা' চার মাস দীর্ঘ হওয়ার সপক্ষে সাধারণত একটি ঘটনা বলিয়া থাকেন। উহা আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার হইতে ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস স্বীয় সংকলিত মুআত্তায়ও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এইঃ

একদা হযরত উমর (রা) রাত্রে বাহির হইলে এক মহিলার কণ্ঠ শুনিতে পান। সে বলিতেছিল ঃ

تطاول هذا الليل واسود جانبه - وارقنى ان لا خليل الاعبه

فوالله لو لا الله انى اراقبه - لحرك من هذا السرير جوانبه

অর্থাৎ হায়! এই সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-কাল রাত্রে স্বামী আমার সংগে শায়িত নাই। তিনি থাকিলে চলিত রঙ-তামাশা, হইত কত উপভোগ।

আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর ভয় আমার না থাকিত, তাহা হইলে এই রাত্রে আমার খাটের পায়া অবশ্যই কাঁপিত।

উমর (রা) তাহার কন্যা হাফসাকে (রা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে কতদিন ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারে? তিনি উত্তরে চার মাস অথবা ছয় মাস বলিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলেন– তাহা হইলে আমি এখন হইতে কোন সৈন্যকেই একাধারে ইহার অধিক সময় রাখিব না।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম সাএব ইব্ন যুবায়ের হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন যে, জনৈক সাহাবী (রা) আমাকে বলিয়াছেন, আমি উমর (রা) সম্পর্কীয় সে ঘটনাটি এখনও আদৌ ভুলি নাই। তাহা হইল যে, তিনিই প্রথম মদীনার অলিতে গলিতে ঘুরিতেন। একদা এমনই রাত্রে তিনি শুনিতে পান, একটি আরব মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মধ্যে বসিয়া গাহিতে ছিলেন ঃ

تطاول هذا الليل وازور جانبه - وارقنى ان لا ضجيع الاعبه

الاعبه طورا وطورا كانما - بدا قمر فى ظلمة الليل حاجبه

يسربه من كان يلهو بقربه - لطيف الحشا لا يحتويه اقاربه

فوالله لو لا الله لا شيء غيره - لنقض من هذا السريرجوانبه

ولكنى اخشى رقيبًا موكلا - بانفاسنا لا يفتر الدهر كانبه

مخافة ربى والحياء يصدنى - واكرام بعلى ان تنال مراكبه

রজনী দীর্ঘ হয়, পাশে নেই বিছানার সাথী– ভোগ উপভোগে আজ কাটাবার নিদ্রাহীন রাতি। রাতের মেঘের ফাঁকে চাঁদের যে লুকোচুরি খেলা– সেভাবেই বারবার চালাতাম সুখরতি লীলা। খেলার সাথীর সাথে সুনিবিড় জড়াজড়ি মাঝে— হারিয়ে যেতাম কভু ডুবিতাম বিনোদন কাজে। খোদার শপথ! যদি না জাগিত খোদাভীতি প্রাণে– আমার পালঙ্ক বটে কম্পমান হত প্রতিক্ষণে। সতত এ ভয় হৃদে স্রষ্টা তো দেখেন সৃষ্টিকুল –প্রতিটি নিশ্বাস লেখা যুগের পাতায় নির্ভুল। খোদাভীতি লোকলজ্জা বাধা দেয় সে কাজে আমায়— পতির মর্যাদা হৃদে দিন কাটে মিলিত আশায়।

(২২৮) وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২২৮. "আর তালাক প্রাপ্তারা যেন তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এবং তাহাদের গর্ভে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ নহে, যদি তাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়। ইহার ভিতর তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনার বেশি অধিকার তাহাদের স্বামীদের, যদি তাহারা সংশোধনকামী হয়। তাহাদের জন্য ন্যায়সংগত প্রাপ্য অন্যান্যের অনুরূপ হইবে। তাহাদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ এখানে মিলনের পরে তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন তালাকের পর তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদের অপেক্ষায় রাখে। অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তির পর তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়াই আল্লাহর বিধান। ইহার পর ইচ্ছা করিলে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে চার ইমামই ইহা হইতে দাসীদের পৃথক রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দাসীকে দুই হায়েয অপেক্ষা করিতে হইবে। কেননা দাসীরা আযাদ মহিলাদের অর্ধেক অধিকার রাখে। তাই ইদ্দতও তাহাদিগকে অর্ধেক পালন করিতে হইবে। কিন্তু তিন হায়েযকে সমান অর্ধেক ভাগ করা যায় না বিধায় তাহাদিগকে দুই হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কাসিম, মাজাহির ইব্‌ন আসলাম মাখযূমী আল মাদানী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, দাসীদের তালাক দুইটি এবং ইদ্দতও দুই হায়েয পর্যন্ত। এই বর্ণনাটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী মাজাহির অত্যন্ত দুর্বল রাবী। হাফিজ দারে কুতনী (র) বলেন, আসল কথা হইল যে, ইহা কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদের নিজস্ব উক্তি।

অবশ্য উক্ত হাদীস ইব্‌ন মাজাহ (র) ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে আতিয়া আওফী হইতে মারফূ হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। তার এই বর্ণনাটি সম্পর্কেও ইমাম দারে কুতনী বলেন–ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এর নিজস্ব উক্তি।

এ কথা সর্বসম্মত যে, এই মাসআলায় সাহাবীদের কোন মতদ্বৈততা ছিল না। কেবল পরবর্তী কোন এক মনীষী বলিয়াছেন, দাসী ও আযাদ মহিলাদের ইদ্দাতের মুদ্দত সমান। কেননা আয়াতটির ভাষ্যে সাধারণভাবে উভয়ই উক্ত হইয়াছে। মূলত ইহাই স্বাভাবিক। দাসী ও আযাদ মহিলা প্রকৃতিগতভাবে এই ব্যাপারে সমান। এই মতের প্রবক্তা হইলেন ইব্‌ন সিরীন (র)। তাহার সূত্রে শায়েখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইহা বর্ণনা করেন। কোন কোন আহলে জাহেরের মত ইহাই। তবে এই মতটিকে যঈফ বলা হইয়াছে।

মুহাজির হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পুত্র আমর, ইসমাইল ইব্‌ন আইয়াশ, আবূ আয়মান, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মুহাজির বলেন ঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান আনছারী বলেন যে, হুযূর (সা)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে তালাক দেওয়া হইত, কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য কোন ইদ্দত ছিল না। অতঃপর আমি (আসমা) তালাকপ্রাপ্তা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা ইদ্দত সম্পর্কিত এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

اَلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ

অবশ্য এই বর্ণনাটি দুর্বল।

উল্লেখ্য যে, قُرُوْءٍ শব্দের অর্থ নিয়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে বরাবরই মতভেদ চলিয়া আসিয়াছে। ইহার দুইটি অর্থ করা হইয়াছে। একটি হইল طُهْرٌ অর্থাৎ পবিত্রতা।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া, ইব্‌ন শিহাব ও ইমাম মালিক স্বীয় মুআত্তায় বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী হাফসা বিনতে আবদুর রহমানকে তিন তুহুর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী হায়েয শুরু হওয়ার প্রাক্কালে স্বামী পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। উরওয়ার (রা) পরবর্তী বর্ণনায় 'হযরত আয়েশার (রা) দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী' বলা হইয়াছে।

হযরত উমর (রা) ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, লোকজন তাহাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন– আল্লাহর কিতাব বলিতেছে, ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ অর্থাৎ তিনবার পবিত্রতা অর্জন পর্যন্ত।

হযরত আয়েশা (রা) লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন قُرُوْءٍ শব্দের অর্থ কি তোমরা জান? জানিয়া রাখ, কুরু অর্থ তুহুর (পবিত্রতা)।

ইমাম মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমানকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন-আমি এমন কোন ফকীহ দেখি নাই, যিনি হযরত আয়েশার (রা) অভিমত গ্রহণ করেন নাই।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে ও মালিক বর্ণনা করেন ঃ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিবার পর স্ত্রীর তৃতীয় হায়েয শুরু হইলেই সে স্বামী হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে এবং স্বামীও স্ত্রী হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। ইমাম মালিক (র) বলেন–আমাদের মাযহাব ইহাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত, সালেম, কাসিম, উরওয়া, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান, আব্বাস ইব্‌ন উছমান, কাতাদা, যুহরী এবং অন্যান্য সাতজন ফকীহ হইতেও অনুরূপ অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম মালিকের (র) মায্‌হাব ইহাই। আবূ ছাওর হইতে ইমাম আবূ দাউদও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইহতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

তাহাদের দলীল হইল এই আয়াতাংশ ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ তাহাদিগকে পবিত্রতার মধ্যে তালাক দাও। তাহারা বলেন, যে তুহুরে তালাক দেওয়া হইবে উহাও গণ্য করা হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কুরু অর্থ তুহুর। তাই বলা হইয়াছে যে, পবিত্রতার দ্বারা ইদ্দতের পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং তৃতীয় হায়েয শুরু হইলে স্বামীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইবে। হায়েযের ন্যূনতম মুদ্দাত হইল দুই দিন বা তিন দিন অথবা দুই দিন ও তৃতীয় দিনের কিছু অংশ।

আবূ উবায়দা প্রমুখ এই ব্যাপারে দলীল হিসাবে আ'শার নিম্ন পংক্তি দুইটি উদ্ধৃত করেন ঃ

ففى كل عام انت جاشم غزوة – تشد لاقصاها عزيم عزائكا

مورثة مالا وفى الاصل رفعة – لما ضاع فيها من قروء نسائكا

এখানে কবি তৎকালীন আমীরদের একজনের রণক্ষেত্রে বীরত্বের প্রশংসা করিতে গিয়া তাহার স্ত্রীর পবিত্র অবস্থা বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণনা করেন।

قُرُوْءٌ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইল হায়েয। তাই তিন হায়েয পূর্ণ না হইলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হইবে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন–যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল করিয়া পবিত্র না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইদ্দত বাকী থাকিবে। আর হায়েযের ন্যূনতম মুদ্দত হইল তিন দিন। তাই তালাকপ্রাপ্তা নারীর পূর্ণ ইদ্দতের মুদ্দত অন্যূন তেত্রিশ দিন ও তদূর্ধ্ব কিছু সময়।

আলকামা হইতে পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম, মনসূর ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, আলকামা বলেন ঃ আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক মহিলা আসিয়া তাহাকে বলিল, আমার স্বামী আমাকে এক কিংবা দুই তালাক দেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট এমন সময়ে আসেন যখন আমি কাপড় ছাড়িয়া দরজা বন্ধ করিতেছিলাম (অর্থাৎ তৃতীয় হায়েয হইতে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে গোসলের প্রস্তুতি নিতেছিলাম)। ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া উমর (রা) বলেন– আমার তো ধারণা রজাআত (পতিগ্রহণ) হইয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ বলিলেন–আমারও ধারণা তাহাই।

কুরূ শব্দের হায়েয অর্থ গ্রহণের প্রবক্তা হইলেন আবূ বকর, উমর, আলী, আবূ দারদা, উবাদা ইব্‌ন সামিত, আনাস ইব্‌ন মালিক, ইব্‌ন মাসউদ, সাআদ, উবাই ইব্‌ন কা'ব, আবূ মূসা আশআরী, ইব্‌ন আব্বাস, মাসউদ, মুসাইয়াব, আলকামা, আসওয়াদ, ইবরাহীম, আতা, তাউস, সাঈদ, ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন, হাসান, কাতাদাহ, শা'বী, রবী, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, সুদ্দী, মাকহুল, যিহাক, আতা খোরাসানী প্রমুখ সাহাবা ও তাবেঈন রাজিয়াল্লাহু আনহুম। ইমাম আবূ হানীফা ও তাহার সহচরগণের মাযহাবও ইহাই।

অধিকতর বিশুদ্ধ এক রিওয়ায়েতে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল হইতে আছরাম বর্ণনা করেন–রাসূল (সা)-এর বড় বড় সাহাবী বলিয়াছেন, কুরূ অর্থ হায়েয। ছাওরী, আওযাঈ, ইব্‌ন আবূ লায়লা, ইব্‌ন শিবরিমা, হাসান ইব্‌ন সালেহ ইব্‌ন হাই, আবূ উবায়দা, ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়া প্রমুখের মায্‌হাব ইহাই।

এই মতের সমর্থনে আবূ দাউদ ও নাসায়ীর এক বর্ণনা রহিয়াছে। ফাতিমা বিনতে জায়েশ হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া ইব্‌ন জুবায়ের ও মাঞ্জার ইব্‌ন মুগীরা বর্ণনা করেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, কুরূর দিনগুলিতে তুমি নামায বন্ধ রাখিও।' ইহা দ্বারা সম্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরূ অর্থ হায়েয।

অবশ্য উক্ত হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী মাঞ্জার অপরিচিত ব্যক্তি। রাবী হিসাবে কোন প্রসিদ্ধি নাই। তবে ইব্‌ন হাব্বান তাহাকে ছিকা রাবী বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন– আরবী পরিভাষায় কোন জিনিসের নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত আসা-যাওয়াকে কুরূ (قُرُوْءٌ) বলা হয়।

এই আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, এই শব্দটির অর্থ দুইটিই হইতে পারে। কোন কোন উসূল বিশারদও ইহাই বলিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

আসমায়ী বলেন, 'কুরূ' অর্থ হইল সময়। তবে আবূ আমর ইব্ন আলা বলেন, আরবীভাষীরা হায়েযকেও 'কুরূ' বলে, পবিত্রতাকেও 'কুরূ' বলে। আবার কখনও উভয়কেই 'কুরূ' বলে। শায়েখ আবূ উমার ইব্ন আবদুল বার বলেন ঃ আ'লিম এবং ফিকাহশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই যে 'কুরূ' হায়েয এবং পবিত্রতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে মতভেদ হইয়াছে এই (আলোচ্য) আয়াতের অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে। অর্থাৎ ইহার দুইটি অর্থ থাকার কারণে দুইটি দল ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ (তাহাদের জরায়ুতে যাহা রহিয়াছে তাহা গোপন করা বৈধ নয়।) অর্থাৎ তাহারা গর্ভবতী, না ঋতুস্রাবী (তাহা জানাইয়া দিবে)। এই ভাবার্থ করিয়াছেন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা), মুজাহিদ, শা'বী, হাকাম ইব্ন উআইনাহ, রবী ইব্ন আনাস ও যিহাক প্রমুখ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অর্থাৎ যদি তাহাদের আল্লাহর উপর ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস থাকে। ইহার দ্বারা ইদ্দত পালনকারী মহিলাদেরকে অসত্য বলার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। তবে ইহার দ্বারা আর এক কথা বুঝা যাইতেছে যে, এ ব্যাপারে তাহাদের কথাই বিশ্বাস্য। কেননা, ইহা এমন একটি ব্যাপার যাহা অন্য কারো জানার অবকাশ নাই। আর ইহার সত্য-মিথ্যা প্রমাণের জন্য বাহ্যিক কোন প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। উপরন্তু তাহাদেরকে ইহা হইতেও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন ইদ্দত হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হওয়ার জন্য হায়েয না হওয়া সত্ত্বেও হায়েয হইয়া গিয়াছে না বলে। কিংবা ইদ্দতকে বাড়াইয়া দেওয়ার জন্যে হায়েয হওয়া সত্ত্বেও যেন তাহারা হায়েয হয় নাই না বলে। অর্থাৎ তাহারা যেন কোন ব্যাপারেই বাড়াইয়া বা কমাইয়া না বলে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا (আর যদি সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া নিবার অধিকার তাহাদের স্বামীর রহিয়াছে) অর্থাৎ তালাকপ্রদত্তা স্ত্রীকে তাহার ইদ্দতের মধ্যেই প্রত্যাবর্তিত করা উত্তম, যদি তাহাকে ফিরাইয়া নিবার মধ্যে তাহার সংশোধন ও কল্যাণের মনোভাব থাকে। আর ইহাই হইল রজঈ তালাকের বিধান।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তালাকে বাইনের বিধান কি ? উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি নাযিলের সময় 'তালাকে বাইন' বলিতে কিছু ছিল না। বরং সে সময় শত তালাক দিলেও 'তালাকে রজঈ-ই' থাকিত। কারণ এই আয়াতে সংক্ষেপে সাধারণ তালাকপ্রাপ্তার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তীতে তালাকের বিভিন্ন রূপ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সেখানে তিন তালাককে বাইন তালাক বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এই মাসআলায় অসূলশাস্ত্রবিদদের মতানৈক্য রহিয়াছে। সাধারণ তালাক ও বিশেষ তালাকের কোন্‌টি এই আয়াতের উদ্দেশ্য, তাহা বিতর্কিত ব্যাপার। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রহিয়াছে, তেমনিভাবে নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীদের অধিকার রহিয়াছে পুরুষদের উপর)। অর্থাৎ স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর অধিকার রহিয়াছে, যেমনিভাবে পুরুষদের উপর স্ত্রীদের অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং একে অপরের সুবিধা ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। যথা মুসলিম (র) জাবিরের (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুর (সা) তাঁহার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিয়াছেন– তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহর আমানত হিসাবে পাইয়াছ। আর আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাহাদের গুপ্তাংগ তোমাদের জন্য হালাল হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু তাহারা বিছানায় এমন কাহাকেও আহবান করিবে না যাহা তোমরা অপসন্দ কর। যদি এমন কার্য তাহারা করিয়া বসে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে প্রহার কর। কিন্তু এমন স্থানে প্রহার করিও না যাহা প্রাকাশ্যে দেখা যায় এবং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদিগকে খাওয়াও এবং পরাও।

একটি হাদীসে মুআবিয়া ইব্ন হাইদাতাল কুশাইরীর দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার পিতা মুআবিয়া ইব্ন হাইদাতাল কুশাইরী ও বাহায ইব্ন হাকীম বর্ণনা করেন যে, মুআবিয়া ইব্ন হাইদাতাল কুশাইরীর দাদা জিজ্ঞাসা করেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের স্ত্রীদের আমাদের উপর কি অধিকার রহিয়াছে ?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "যখন তুমি খাইবে তাহাকেও খাওয়াইবে, যখন তুমি পরিবে তাহাকেও পরাইবে। আর তাহাকে তাহার মুখাবয়বের উপর প্রহার করিবে না, তাহাকে গালি দিবে না এবং তাহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া তাহাকে অন্য ঘরে রাখিবে না, বরং নিজের ঘরেই রাখিবে।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, বশীর ইব্ন সুলায়মান ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার পত্নীকে আমি নিজের হাতে সুন্দর করিয়া মনের মত সাজাইয়া দেই যেভাবে সে আমাকে খুশী রাখার উদ্দেশ্যে নিজেকে সুন্দর সাজে সাজাইয়া থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ। অর্থাৎ পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রহিয়াছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর অধিকার রহিয়াছে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে)। অর্থাৎ নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে দৈহিক, চারিত্রিক, শ্রেণীগত, শরীয়াতের প্রতিপালন, ব্যয় বহন, সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ, বিধিনিষেধ এবং ইহ ও পরকালের সামাজিক মর্যাদাগত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন বিধায় পুরুষরা হইল নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। তাহা এজন্য যে, তাহারা তাহাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করিয়া

থাকে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (আল্লাহ হইলেন পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অবাধ্যদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে মহাপরাক্রমশালী এবং তাহার নির্দেশ, বিধান ও কুদরতের ব্যাপারে মহা বিজ্ঞ।

(٢٢٩) اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

(٢٣٠) فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

২২৯. "রজঈ তালাক দুইবার। অতঃপর হয় তাহাকে যথারীতি গ্রহণ করিবে, অন্যথায় ন্যায়ভাবে বিদায় দিবে। আর (বিদায় দিলে) তাহাদিগকে তোমাদের প্রদত্ত বস্তু হইতে কোন কিছু রাখিয়া দেওয়া হালাল হইবে না। হ্যাঁ, যদি তোমরা (স্বামী স্ত্রী) আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা কায়েম রাখিতে না পারার আশংকা কর (তাহা ভিন্ন কথা)। তাই যদি তোমরা ভয় কর যে, আল্লাহর সীমারেখা তোমরা রক্ষা করিবে না, তখন তোমাদের জন্য তাহাদিগকে (স্ত্রীদের) প্রদত্ত বস্তু গ্রহণে পাপ নাই। ইহাই খোদাদত্ত গণ্ডী, তাই তাহা অতিক্রম করিও না। আর যাহারা খোদাদত্ত গণ্ডী অতিক্রম করে তাহারাই যালিম।

২৩০. অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে অন্য স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করা পর্যন্ত সে তাহার জন্য হালাল হইবে না। তারপর সে (পরবর্তী স্বামী) যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে আল্লাহর সীমারেখায় থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে করিলে তাহাদের বিবাহে কোন পাপ নাই। এই হইল আল্লাহর বিধিনিষেধের গণ্ডী। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন।"

তাফসীরে ঃ এই আয়াতটিতে একটি বিশেষ বিষয়ের পুনরালোচনা করা হইয়াছে। ইসলামপূর্বকালে স্বামী স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়াও আবার তাহারা স্ত্রীদেরকে তাহাদের ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণ করিত। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হইত। কিন্তু আল্লাহ ইহার সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়া বলেন—তাহারা প্রথম অথবা দ্বিতীয় তালাকের মধ্যে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু তৃতীয় তালাকের পর উহাদিগকে ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার রহিত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ তালাক হইল দুইবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখিবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করিবে। আবূ দাউদ (র) স্বীয় সুনানে باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث অনুচ্ছেদে এই ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইয়াযীদ নাহবী, আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদের পিতা, আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ ও আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ মারূযী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ (তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন হায়েয পর্যন্ত আত্মসংবরণ করিয়া থাকিবে এবং আল্লাহ তাহাদের গর্ভে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাহাদের গোপন করা জায়েয হইবে না) এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পড়িয়া বলেন ঃ স্বামী তাহার তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণের অধিকার রাখে। কিন্তু যদি তিন তালাক দিয়া ফেলে তবে আর পুনঃ গ্রহণ করা চলিবে না। অতঃপর বলেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (তালাক দুইবার) অর্থাৎ দুই তালাক পর্যন্ত পুনঃগ্রহণ চলে। ইহা নাসায়ী (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে আলী ইব্ন হুসাইন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

হিশাম ইব্ন উরওয়ার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবাদাহ অর্থাৎ ইব্ন সুলায়মান, হারুন ইব্ন ইসহাক ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হিশাম ইব্ন উরওয়ার পিতা বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলেন যে, আমি তোমাকে কখনও ছাড়িয়া দিব না এবং রাখিবও না। ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোক বলিলেন, ইহা কিরূপে ? উত্তরে স্বামী বলিলেন, তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরাইয়া আনিব। আবার তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই ফিরাইয়া আনিব। এইভাবে করিতে থাকিব। ইহার পর স্ত্রীলোকটি আসিয়া হুযুর (সা)-কে এই ঘটনা শোনান।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ। অর্থাৎ তালাকে 'রজঈ' হইল দুই তালাক পর্যন্ত।

এইভাবে ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীরে জারীর ইব্ন হুমাইদ ও ইব্ন ইদ্রীসের সূত্রে এবং আবূ ইব্ন হুমাইদ স্বীয় তাফসীরে জাফর ইব্ন আওয়েনের সূত্রে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা ও হিশাম হইতে বর্ণনা করেন যে, হিশামের পিতা বলেন ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে স্বামীরা স্ত্রীদেরকে যত ইচ্ছা তত তালাক দিত এবং ইদ্দত চলাকালীন তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিত। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে জনৈক আনসার তাহার স্ত্রীকে রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিল যে, আমি তোমাকে একেবারে ছাড়িয়াও দিব না এবং রাখিবও না। ইহা শুনিয়া মহিলা বলেন, ইহা কিভাবে ? উত্তরে উক্ত আনসার বলেন, তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার পূর্বে আবার ফিরাইয়া আনিব। আবারো তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তোমাকে ফিরাইয়া আনিব। এইভাবে করিতে থাকিব। ইহার পর মহিলাটি হুযুর (সা)-এর নিকট গিয়া ইহা বলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ। তালাক দুইবার। তিনি

আরও বলেন যে, ইহার পর লোকজন তালাকের ব্যাপারে সতর্ক হইয়া চলিতে থাকে এবং অসংযমীগণ সংযমী হইয়া যায়। আর ইহার দ্বারা তাহাদের বাড়তি অধিকারটুকু রহিত হইয়া যায়।

তিরমিযী (র) উপরোক্ত রাবীর সূত্রে ধারাবাহিকভাবে ইয়ালা ইব্ন শুআইব ও কুতায়বা হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হিশামের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন ইদ্রীস ও আবূ কুরাইবের বর্ণনায় ইহা মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই অধিকতর শুদ্ধমত যে, ইহার বর্ণনা সূত্র মুরসাল। হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে উপরোক্ত সূত্রে ইয়ালা ইব্ন শুআইব হইতে ইয়াকূব ইব্ন হুমাইদ ইব্ন কাছীরের মাধ্যমেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহার সনদসমূহও সম্পূর্ণ সহীহ।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, সালমা ইব্ন ফযল, মুহাম্মদ ইব্ন হুমাইদ, ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেনঃ (পূর্বে) তালাকের জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল না। স্বামীরা তাহাদের স্ত্রীদেরকে যখন তখন তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে আবার ফিরাইয়া নিয়া আসিত। তবে একদা জনৈক আনসারের সাথে তাহার স্ত্রীর বচসা হয় যাহা সাধারণত এক স্থানে থাকিলে হইয়া থাকে। তখন স্বামী এক পর্যায়ে গিয়া স্ত্রীকে বলিল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রাখিবও না এবং ছাড়িয়াও দিব না। অতঃপর সে স্ত্রীকে তালাক দিল এবং স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাওয়ার আগে তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। এই ভাবে সে একাধিকবার করার পর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ (তালাক রজঈ হইল দুইবার পর্যন্ত–তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখিবে অর্থবা সহৃদয়তার সঙ্গে পরিত্যাগ করিবে) অর্থাৎ ইহার দ্বারা একত্রে তিন তালাক প্রদান করার পর তাহাকে অন্যত্র বিবাহ না দিয়া ফিরাইয়া আনার অবকাশ রহিত হইয়া যায়। কাতাদা ইহা মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী, ইব্ন যায়েদ এবং ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করেন। তিনি ইহাকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলিয়াও অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

অতঃপর হয় নিয়মানুযাযী রাখিবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে পরিত্যাগ করিবে) অর্থাৎ এক তালাক বা দুই তালাক প্রদানের পর স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনঃ গ্রহণের অধিকার স্বামীর রহিয়াছে। আর তাহাকে পুনঃগ্রহণের উদ্দেশ্য হইবে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং তাহাকে অনুগ্রহ করা। আর যদি বাইন তালাক দিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইদ্দত পূর্ণ করিতে দাও এবং সহৃদয়তার সঙ্গে তাহাকে বর্জন কর যাহাতে সে পুনঃ বিবাহের যোগ্য থাকিয়া যায়। আর তাহার অধিকার হরণ এবং ক্ষতি সাধন করিও না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ স্ত্রীকে দুই তালাক দিবার পর তৃতীয় তালাক দিতে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। অর্থাৎ তাহাকে

নিয়মানুযায়ী রাখিলে তাহার সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখিবে, নতুবা সহৃদয়তার সাথে বর্জন করিবে। কখনও তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। আবূ রযীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্ন সামী', সুফিয়ান ছাওরী, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ রযীন (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হুযুরের (সা) নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ এই আয়াতের মধ্যে তিন তালাকের বর্ণনা কোথায় রহিয়াছে? উত্তরে হুযুর (সা) বলেন ঃ اَلتَّسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ (সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করিবে) আয়াতাংশে রহিয়াছে তৃতীয় তালাকের কথা।

আব্দ ইব্ন হুমাইদ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তিনি ইসমাইল ইব্ন সামী' হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ও ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাকিমের রিওয়ায়েতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ রযীন আসাদী (রা) বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আপনি কি এই اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ (তালাক দুইবার) আয়াতাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? ইহাতে তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ (সহৃদয়তার সাথে পরিত্যাগ কর) ইহা হইল তৃতীয় তালাক।

ইমাম আহমদ (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন রযীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্ন সামী', আবূ মুআবিয়া, ইসমাইল ইব্ন যাকারিয়া, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ ও সাঈদ ইব্ন মানসূরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে আবূ রযীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্ন সামী', কাইস ইব্ন রবী ও ইব্ন মারদুবিয়া, ইহা মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মারদুবিয়া নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস ইব্ন মালিক, ইসমাইল ইব্ন সামী' ও আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদের সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর একটি রিওয়ায়েতে এইভাবে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, হাম্মাদ ইব্ন সালমা ইব্ন আয়েশা, আবদুল্লাহ ইব্ন জারীর ইব্ন জিবিল্লাহ, আহমদ ইব্ন ইয়াহিয়া ও আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদুর রহীম বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া এক ব্যক্তি বলিল-হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আল্লাহ তা'আলা তো দুই তালাকের কথা বলিয়াছেন। অতএব তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায়? উত্তরে হুযূর (সা) বলেন ঃ اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ। অর্থাৎ তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখিবে, না হয় সহৃদয়তার সাথে বর্জন করিবে (ইহাই তৃতীয় তালাক)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا, (আর নিজের দেওয়া সম্পদ তাহাদের নিকট হইতে ফিরাইয়া নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নহে)। অর্থাৎ (তৃতীয় তালাক দিয়া স্ত্রীকে মুক্ত করার সময়) তাহাদের প্রতি চাপ ও সমস্যা সৃষ্টি করিয়া তোমাদের দেওয়া উপহার ও মহরানার কিছু অংশ তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে এভাবে সংকটময় অবস্থায় নিক্ষেপ করিও না যে, তোমরা তাহাদিগকে প্রদত্ত বস্তু হইতে কিছু গ্রহণ করিবে। তবে স্ত্রী যদি আনন্দ চিত্তে কিছু দিয়া স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তাহা হইলে উহা দোষের নহে। তেমনি আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا অর্থাৎ যদি তাহারা খুশি মনে তোমাদের জন্যে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা ইহা তৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করিতে পার।

মোটকথা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যদি মনে ব্যথা থাকে আর স্বামী যদি স্ত্রীর হক আদায় না করে, এইরূপ অবস্থায় যদি স্বামীর দেয়া বস্তু হইতে তাহাকে কিছু প্রদান করিয়া স্ত্রী তালাক আদায় করে, তখন সেই বিনিময় গ্রহণ করা দোষের নয়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ

অর্থাৎ তাহাদের নিকট হইতে নিজের দেয়া সম্পদের কিছু ফিরাইয়া নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই এই ব্যাপারে ভয় করে যে, তাহারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখিতে পারিবে না, আর সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়া অব্যাহতি নিয়া নেয়, তবে ইহাতে কাহারও কোন পাপ নাই।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রী যদি স্বামীর কোন অপরাধ ব্যতীতই তাহার নিকট হইতে অব্যাহতি চায় তবে উহাতে পাপ রহিয়াছে। এই প্রসংগে ইব্ন জারীরের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। ইব্ন জারীর বলেন ঃ রাসূল (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ছাওবান, জনৈক বর্ণনাকারী, আবূ কুলাবা, আইয়ুব ইব্ন আলিয়া, ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম, আবদুল ওহাব ও ইব্ন বাশার আমাকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- 'স্বামীর বিনা অপরাধে স্ত্রী যদি তাহার কাছে তালাক প্রার্থনা করে তাহা হইলে জান্নাতের ঘ্রাণও তাহার নসীব হইবে না।'

উপরোক্ত সূত্র হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল ওহাব ইব্ন আবদুল মজীদ ছাকাফী, বিন্দার এবং তিরমিযী (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহার বর্ণনাসূত্রকে হাসান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ছাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসমা, আবূ কুলাবা ও আইয়ুবও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আইয়ুব হইতে অন্য একটি সনদেও কেহ কেহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা 'মারফূ' নয়।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে ছাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উসামা, আবূ কুলাবা, আইয়ুব, হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত ছাওবান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন— 'যে স্ত্রী বিনা কারণে তাহার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে, তাহার জন্য বেহেশতের সুগন্ধিও হারাম।' অনুরূপভাবে আবূ দাউদ ইব্ন মাজাহ ও ইব্ন জারীরের গ্রন্থে উপরোক্ত সূত্রে হাম্মাদের হাদীসেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একটি সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম ছাওবান, লাইছ ইব্‌ন আবূ ইদ্রীস, মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মান, ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'যে স্ত্রী বিনা কারণে তাহার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে, তাহার জন্যে বেহেশতের সুগন্ধিও হারাম।' তিনি আরও বলেন, 'এইরূপ অব্যাহতি প্রার্থিনী বিশ্বাসঘাতিনী।'

ছাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইদ্রীস, আবূ সুরাআ', খাত্তাব, লাইছ ওরফে ইব্‌ন আবূ সালেম, দাউদ ইব্‌ন আলীয়া, মাযাহিম ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন আলিয়া, আবূ কুরাইব এবং তিরমিযী ও ইব্‌ন জারীর উভয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত ছাওবান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন— 'বিবাহ বন্ধন হইতে স্বামীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থিনী স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী।' তিরমিযী (র) বলেন, এই রিওয়ায়েতটি 'গরীব'। আর ইহার সনদসমূহও শক্তিশালী নয়।

তবে অন্য একটি হাদীসে ধারাবাহিকভাবে উকবা ইব্‌ন আমের, ছাবিত ইব্‌ন ইয়াযীদ, হাসান, আশআছ ইব্‌ন সাওয়ার, কাইস ইব্‌ন রবী, হাফস ইব্‌ন বাশার, আইয়ুব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমের বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন— 'নিশ্চয়ই বিবাহ বন্ধন হইতে স্বামীর নিকট বিচ্ছেদ প্রার্থিনীরা বিশ্বাসঘাতিনী'। এই বর্ণনাটিও গরীব। আবার কেহ কেহ যঈফও বলিয়াছেন।

অপর একটি হাদীসে নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা, হাসান, আইয়ুব, ওহাইব, আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ বিবাহ বন্ধন হইতে স্বামীর নিকট বিচ্ছেদ প্রার্থিনী মহিলারা বিশ্বাসঘাতিনী।

অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, আম্মারা ইব্‌ন ছাওবান, জাফর ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন ছাওবান, আবূ আসিম, বকর ইব্‌ন খলফ, আবূ বাশার ও ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, 'যে স্ত্রী বিনা কারণে তাহার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করিবে সে বেহেশতের সুগন্ধও পাইবে না। অথচ বেহেশতের সুগন্ধ চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হইতেও আসিয়া থাকে।' পূর্বসূরি আলিমগণের বিশেষ একটি দল এবং উত্তরসূরি ইমামগণের অভিমত হইল যে, 'খোলা' তালাক বৈধ হইবে না। তবে যদি স্ত্রীর পক্ষ হইতে ক্রমাগত অবাধ্যতা ও দুষ্টামি প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন স্বামীর জন্যে অব্যাহতি বা 'খোলা' প্রদান করা জায়িয রহিয়াছে।

তাঁহারা দলীল হিসাবে এই আয়াতটি পেশ করিয়াছেন ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ নিজের দেওয়া সম্পদ তাহাদের নিকট হইতে কিছু ফিরাইয়া নেওয়া তোমাদের জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই এই ব্যাপারে ভয় করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ রাখিতে পারিবে না, সেক্ষেত্রে জায়েয। অতঃপর তাঁহারা বলেন, এই অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় 'খোলা' বৈধ নয়। কেহ অন্য কিছু বলিলে তাহাকে দলীল পেশ করিতে হইবে। মূলত অন্য কোন দলীলের অস্তিত্ব নাই।

এই মতের সমর্থকগণ হইলেন ইব্ন আব্বাস, তাউস, ইব্রাহীম, আ্তা, হাসান ও জমহুর উলামা। ইমাম মালিক ও আওযাঈ বলিয়াছেন যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বাধ্য করিয়া কিছু গ্রহণ করে এবং উহা প্রদান যদি স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামীর জন্য উহা ফিরাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। সেক্ষেত্রে তালাকে রজঈ সম্পন্ন হইবে।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ মতানৈক্যের সময় যদি গ্রহণ করা বৈধ হয়, তাহা হইলে মতৈক্যের সময় গ্রহণ করাতেও অসুবিধার কিছু থাকিতে পারে না।

ইমাম শাফেঈ (র) আরও বলেন ঃ মতানৈক্যের সময় যদি কিছু গ্রহণ করা জায়েয হয়, তাহা হইলে মতৈক্যের সময় গ্রহণ করা জায়েয় হইবে। ইহা তাহার সহচরবৃন্দেরও অভিমত।

শায়খ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার স্বীয় কিতাব 'আল ইসতিযকার'-এ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ মুযনী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার অভিমত হইল 'খোলা'র হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দলীল হইল এই আয়াতটি ঃ

وَاِنْ اٰتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

অর্থাৎ তোমরা যদি তাহাদের কাহাকে ধনভাণ্ডারও দিয়া থাক, তথাপি তাহা হইতে তোমরা কিছুই গ্রহণ করিও না। তবে ইব্ন জারীর বলেন ঃ এই যুক্তিটি দুর্বল এবং পরিত্যাজ্য।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এই আয়াতটি ছাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শিমাস ও তাঁহার স্ত্রী হাবীবা বিনতে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। আমরা এখন এই সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস বিভিন্ন বর্ণনার শাব্দিক মতভেদ সহ উদ্ধৃত করিব।

ছাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শিমাসের স্ত্রী হাবীবা বিনতে সহল আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ যরাবাহ ও ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদের সূত্রে ইমাম মালিক স্বীয় মুআত্তায় বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) অন্ধকার থাকিতে ফজরের নামায পড়িতে বাহির হইলে দরজার নিকট হাবীবা বিনতে সহলকে দাঁড়ান দেখেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি ? তিনি বলিলেন, আমি হাবীবা বিনতে সহল। অতঃপর হুযুর (সা) বলিলেন, কেন তুমি আসিয়াছ ? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমি থাকিতে পারি না অথবা ছাবিত ইব্ন কাইস আমার স্বামী থাকিতে পারে না।' ইতিমধ্যে তাহার স্বামী ছাবিত ইব্ন কাইস আসিয়া পড়িলে তাহাকে রাসূল (সা) বলিলেন, হাবীবা বিনতে সহল তোমার সম্পর্কে আমাকে যাহা বলিল, হয়ত তাহা তোমাকেও বলিয়াছে। ইহা শুনিয়া হাবীবা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা সবই আমার সংরক্ষণে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ছাবিত! তুমি ইহার নিকট হইতে এগুলি গ্রহণ কর। অতঃপর ছাবিত হাবীবার নিকট হইতে তাহার দানকৃত বস্তুগুলি গ্রহণ করিলে হাবীবা তাহার পিত্রালয়ে গমন করেন।

মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য রিওয়ায়েতে মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে কা'নাবা ও আবূ দাউদ এবং মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন কাসিম, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিমা ও নাসায়ী উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিক- ভাবে উমারা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর, আবূ আ'মের হাদ্‌সী, আবূ আমর, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুআম্মার, ইব্‌ন জারীর ও আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ

হাবীবা বিনতে সহল (রা) ছাবিত ইব্‌ন কাইস ইব্‌ন শিমাসের (রা) স্ত্রী ছিলেন। একদা স্বামী তাঁহাকে প্রহার করিলে তাঁহার শরীরের কোন অংশ ভাংগিয়া যায়। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযাগ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন— তুমি স্ত্রী হইতে কিছু মাল গ্রহণ করিয়া তাহাকে পৃথক করিয়া দাও। ছাবিত বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা কি ঠিক হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ পূর্ণ দুরস্ত রহিয়াছে। ছাবিত বলিলেন, তাহাকে আমি দুইটি বাগান দিয়াছিলাম যাহা এখন তাহার অধিকারে রহিয়াছে। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, তুমি বাগান দুইটা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পৃথক করিয়া দাও। পরিশেষে তাহাই হইল। হযরত ইব্‌ন জারীর (র) এবং আবূ আমের সাদূসী অর্থাৎ সাঈদ ইব্‌ন সালিমা ইব্‌ন আবূ হিশামও হুবহু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় একটি হাদীসে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, খালিদ, আবদুল ওহাব ছাকাফী, আজহার ইব্‌ন জামীল ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ছাবিত ইব্‌ন কাইস ইব্‌ন শিমাসের স্ত্রী নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া (তাঁহার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করিয়া) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাঁহার চরিত্র এবং ধর্মের ব্যাপারে অভিযোগ করিতেছি না। তবে আমি ইসলামের মধ্যে কুফরকে অপসন্দ করি। রাসূলূল্লাহ (সা) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি তাহাকে বাগান দিয়া দিতে পারিবে ? মহিলা বলিলেন, জ্বী পারিব! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার স্বামীকে বলিলেন, তুমি তাহার নিকট হইতে বাগান গ্রহণ কর এবং উহার বিনিময়ে তাহাকে তালাক প্রদান কর।

আজহার ইব্‌ন জামালের সনদে ইমাম নাসায়ী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, খালিদ অর্থাৎ ইব্‌ন মিহরান আলহাযা, খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ তাহাবী, ইসহাক ওয়াসেতী ও বুখারী (র)-ও এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী (র) অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা ও আইয়ুবের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, '(উক্ত মহিলা) বলিলেন, এই ব্যাপারে আমি এখন ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।' ইহা একমাত্র বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ ও সুলায়মান ইব্‌ন হারব বর্ণনা করেন যে, উক্ত মহিলার নাম ছিল জামীলা (রা)। আরও কেহ কেহ ইহা বলিয়াছেন। তবে প্রসিদ্ধ মত হইল যে, তাঁহার নাম ছিল হাবীবা (রা)। পূর্বের বর্ণনাগুলিতেও এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদাহ, সাঈদ, আবদুল আলা, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমার কাওয়ারীরী, আবুল কাসিম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আযীয বাগবী, আবূ ইউসুফ, ইয়াকুব ইব্‌ন ইউসুফ তাব্বাখ ও ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাত্তা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জামিলা বিনতে সুলুল (রা) নবীর (সা) নিকট আসিয়া বলিলেন— আল্লাহ্‌র শপথ! ছাবিত ইব্‌ন কাইসের উপর তাহার ধর্মাচরণ ও চরিত্রের ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু আমি

ইসলামের মধ্যে কুফরের সংমিশ্রণ পসন্দ করি না। এবং আমি এখন এই ব্যাপারে ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ইহার পর নবী (সা) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি তাহাকে বাগান দিয়া দিবে? মহিলা বলিলেন, জ্বী হাঁ, দিব। অতঃপর নবী (সা) তাহার স্বামীকে বলিলেন, যাহা দিয়াছিলে তাহা ছাড়া বেশি নিও না।

আবদুল আলা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মারওয়ান, মুসা ইব্‌ন হারূন ও ইব্‌ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আজহার ইব্‌ন মারওয়ানের সনদে ইব্‌ন মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সূত্রটি উত্তম ও শক্তিশালী।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন রুবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হুসাইন ইব্‌ন ওয়াকিদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন ওয়াযিহ, ইব্‌ন হুমাইদ ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ জামীলা বিনতে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সুলুল (রা) ছাবিত ইব্‌ন কাইসের (রা) স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে অপসন্দ করিলে নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলেন— হে জামীলা! ছাবিতের কোন কাজটি তোমার খারাপ লাগে? জামীলা (রা) বলিলেন, তাহার ধর্ম বিষয়ক এবং চারিত্রিক কোন বিষয়ই আমার নিকট অপসন্দনীয় নয়। তবে তাহার অসুন্দর ও কুৎসিৎ অবয়বই আমার নিকট অপসন্দনীয়। ইহার পর রাসূল (সা) মহিলাকে বলিলেন—তাহাকে বাগানটি ফিরাইয়া দিতে রাজী আছ? তিনি বলিলেন, জ্বী, রাজী আছি। অতঃপর বাগান ফিরাইয়া দেওয়ার মাধ্যমে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জারীর, ফুযাইল, মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ আবূ জরীর (র) ইকরামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আসলে ইসলামে খোলা'র কোন অস্তিত্ব আছে কি? উত্তরে ইকরামা (রা) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বরিয়াছেন-ইসলামে প্রথম খোলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইর বোনের ব্যাপারে। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাথা আর আমার স্বামীর মাথা আর কোন জিনিস কখনও একত্রিত করিতে পারিবেন না। কেননা, কয়েক জন লোকের সঙ্গে আমার স্বামী আসিতেছিল। দৈবাৎ তখন আমি তাঁবুর পর্দা উঠাইয়া দেখিতে পাই যে, তাহাদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা কালো, খাট ও কুৎসিত। তাঁহার স্বামী ইহা শুনিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাহাকে আমার সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও অতি ফলনী একটি বাগান দিয়াছিলাম। সে যদি আমাকে তাহা ফিরাইয়া দেয় তাহা হইলে আমিও তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব। ইহার পর হুযুর (সা) মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপারে তুমি কি বল? তিনি বলিলেন, আমি রাজী। যদি ইহার চাইতে বেশী চায় তাহা হইলেও রাজী আছি। অতঃপর তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

আমর ইব্‌ন শুআয়েবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, আমর ইব্‌ন শুয়ায়েব, হাজ্জাজ, আবূ খালিদ আহমার, আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন মাজাহ্ বর্ণনা করে যে, আমর ইব্‌ন শুআয়েবের দাদা বলেন ঃ হাবীবা বিন্‌তে সহল (রা) ছাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শিমাসের (রা) স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ছাবিত (রা) ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি। তাই হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করিয়া বলেন, আল্লাহর কসম! আমার যদি আল্লাহর ভয় না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমার নিকট গমন করিলেই তাহার মুখে থুথু মারিয়া দিতাম।

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- তোমাকে দেওয়া তাহার বাগান তুমি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে রাজী আছে ? তিনি উত্তরে বলিলেন, হাঁ রাজি আছি। তিনি বাগানটি তাহাকে ফিরাইয়া দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।

তবে এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, খোলা'র ব্যাপারে স্বামীর স্ত্রীকে প্রদত্ত বস্তু হইতে বেশি নেওয়া জায়েয আছে কিনা? জমহুর বলিয়াছেন যে, জায়েয আছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইহা সাধারণভাবেই বলিয়াছেন যে, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ অর্থাৎ স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়া অব্যাহতি নিয়া নেয় তাহা হইলে ইহাতে উভয়ের কোন পাপ নাই।

কাছীরের গোলাম ইব্ন সামুরা হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব, ইব্ন আলীয়া, ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সামুরা বলেন ঃ হযরত উমর (রা) এর নিকট এক মহিলা আসিয়া তাহার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করিলে তিনি মহিলাকে পূঁতিগন্ধময় একটা প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখার নির্দেশ দেন। পরে মহিলাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কেমন ছিলে ? উত্তরে মহিলা বলেন, আমি তাহার নিকট কখনও আরাম পাই নাই। দীর্ঘদিন পর এই একটি রাতই আমি আরামে কাটাইয়াছি।

উমর (রা) ইহা শুনিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, তাহাকে তাহার অলংকারের বিনিময়ে হইলেও অব্যাহতি দাও। ইব্ন সামুরার গোলাম কাছীর হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তাহাকে তিন দিন পর্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা ও সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা উমরের (রা) নিকট তাহার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করিলে উমর (র) তাহাকে একটি পূঁতিগন্ধময় কুঠরীতে বন্দী করিয়া রাখেন। অতঃপর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া সকাল হইলে উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি অতিবাহিতের স্থানটা কেমন লাগিল ? উত্তরে তিনি বলিলেন, এই রাত্রির চাইতে অধিক আরামের রাত্রি তাহার সংগে আমার একটিও অতিবাহিত হয় নাই। অতঃপর উমর (রা) তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, তাহার কাছ হইতে এক গুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হইলেও তাহাকে অব্যাহতি দান কর।

বুখারী (র) বলেন ঃ উছমান (রা) চুলের গুচ্ছ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিসের বিনিময়ে খোলা জায়েয বলিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আকীল হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, তাঁহাকে রবী' বিনতে মুয়াউয়াজ ইব্ন আ'ফরা বলিয়াছেন যে, আমার স্বামী বাড়িতে থাকিলেও আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না। আর বিদেশে থাকিলে তো সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত থাকিতাম। একদিন তাহার সাথে আমার ঝগড়া হইলে আমি তাহাকে বলিলাম, আপনার দেয়া আমার নিকট যাহা রহিয়াছে তাহার সবকিছুর বিনিময়ে হইলেও আপনি আমাকে 'খোলা' দান করুন। তিনি বলিলেন, হাঁ, ঠিক আছে। আমি বলিলাম, ঠিক হইলে

তাহাই হুউক। অতঃপর এই ঘটনাটি আমার চাচা মুআয ইব্ন আ'ফরা (রা) হযরত উছমানের (রা) কর্ণগোচর করিলে তিনি বলেন, চুলের গুচ্ছ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিসের বিনিময়ে 'খোলা' করিতে পারিবে।

মোটকথা, অল্প-বেশি তুচ্ছ-মূল্যবান যাহা কিছু তাহার কাছে আছে সব কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবে একমাত্র চুলের বেনী ব্যতীত।

ইব্ন উমর (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, নাখঈ, কুবাইসা, ইব্ন জুবায়ের, হাসান ইব্ন সালেহ ও উছমান বাত্তী প্রমুখেরও এই অভিমত। ইমাম মালিক, লায়েস, ইমাম শাফেঈ ও আবূ ছাওরের মাযহাব ইহাই। জারীরও এই মত পসন্দ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফার (র) সহচরবৃন্দের অভিমত হইল এই যে, স্ত্রীর দোষে যদি 'খোলা' হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহার প্রদত্ত সকল সম্পদই গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে উহার অতিরিক্ত নেওয়া বৈধ নহে। হাঁ, যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কিছু দেয় তাহা নেওয়া জায়েয। পক্ষান্তরে স্বামীর দোষে যদি খোলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী কিছুই ফেরত পাইবে না। হাঁ, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় কিছু দেয়, তাহা স্বামীর জন্য নেওয়া বৈধ।

ইমাম আহমদ (রা), আবূ উবায়েদ ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া প্রমুখ বলেনঃ যে কোন অবস্থায় স্বামীর প্রদত্ত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ নহে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, আতা, উমর ইব্ন শুআয়েব, যুহরী, তাউস, হাসান, শা'বী, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান ও রবী ইব্ন আনাস প্রমুখও উপরোক্ত মত পোষণ করেন।

মুআম্মার ও হাকাম বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ খোলা গ্রহণকরিণী মহিলা হইতে তাহাকে প্রদত্ত বস্তুর চাইতে অধিক কিছু গ্রহণ করিও না। ইমাম আওযাঈ বলেনঃ বিচারকগণ স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীর প্রদত্ত বস্তুর অধিক কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ মনে করেন না।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ উপরোক্ত অভিমত পোষণকরীদের দলীল হইল পূর্বোক্ত সেই হাদীসটি, যাহাতে ছাবিত ইব্ন কায়েস ও তাহার স্ত্রী হাবীবার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ছাবিত ইব্ন কায়েসকে নির্দেশ দিলেন- 'তুমি স্ত্রীর নিকট হইতে বাগানটির অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করিও না।'

আতা হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন জারীর, সুফিয়ান, কুবায়সা ও আব্দ ইব্ন হুমায়েদ বর্ণনা করেন যে, আতা বলেন ঃ রাসূল (সা) খোলা গ্রহণকারিণীর নিকট হইতে স্বামী কর্তৃক তাহার প্রদত্ত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা অপসন্দ করিতেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের একাংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা স্বরূপ আসিয়াছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ অর্থাৎ স্বামী বিবাহের চুক্তি মোতাবেক স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছিল তাহা যদি স্ত্রী খোলার জন্য ফেরত দেয়, তাহা গ্রহণ করিলে কাহারও কোন পাপ হইবে না। মূলত ইহা হইল আয়াতের পূর্ববর্তী অংশের ব্যাখ্যা। উহাতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তাকে তোমাদের দেওয়া সম্পদ হইতে কোন কিছু ফেরত নিও না। তবে হাঁ, যদি তোমরা উভয়ে এই আশংকায় খোলা তালাক গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইল فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক ফেরত দেয়া বস্তু স্বামী গ্রহণ করিলে উভয়ের কাহারও কোন পাপ হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থাৎ এই হইল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। তাই ইহা অতিক্রম করিও না। আর যাহারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করিবে, তাহারাই যালিম।

**বিশেষ অনুচ্ছেদ**

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ আমাদের সহচরদের ভিতরে খোলা তালাকের ব্যাপারে ব্যাপক মতানৈক্য রহিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাউস, আমর ইব্ন দীনার ও সুফিয়ানের মাধ্যমে আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী হইতে খোলা তালাক গ্রহণ করে, তাহা হইলে উভয়ে ইচ্ছা করিলে পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে। তাঁহার দলীল হইল আলোচ্য আয়াতের এই অংশটি ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ....... اَنْ يَّتَرَاجَعَا

ইকরামা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আমর, সুফিয়ান ও ইমাম শাফেঈ (র) বলেন যে, ইকরামা (রা) বলেন ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে যদি সম্পদকে সম্পৃক্ত করা হয় তাহা হইল তালাক হইবে না। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাউস, আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও ইমাম শাফেঈ (র) বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ ইব্ন ওয়াক্কাস হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন-কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর খোলা তালাক গ্রহণ করে, তাহা হইলে কি তাহাদের পুনঃবিবাহ হইতে পারিবে ? তদুত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-হাঁ পারিবে।

কারণ খোলা তালাক মূলত তালাক নহে। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের প্রথমাংশে ও শেষাংশে তালাকের কথাই বলিয়াছেন, আর মাঝখানে শুধু খোলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, খোলা তালাক মূলত তালাকের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই বলিয়া তিনি তিলাওয়াত করেন اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ (তালাক দুইবার হইতে পারিবে। অতঃপর হয় তাহাকে নিয়ম মাফিক রাখিবে, অন্যথায় সহৃদয়তার সহিত বর্জন করিবে।) অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ (তারপরও যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার জন্য হালাল হইবে না)।

অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ খোলা মূলত তালাক নয়, বরং উহা বিবাহকে বাতিল করিয়া থাকে। হযরত উছমান (রা) ও ইব্ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাউস ও ইকরামার অভিমতও তাহাই। তাহাদের সূত্রে আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া, আবূ ছাওর, দাউদ ইব্ন আলী জাহেরী প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম শাফেঈর (রা) পূর্ব অভিমতও ইহাই ছিল। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই মতেরই পরিপোষক।

খোলার ব্যাপারে দ্বিতীয় মত হইল এই যে, যদি খোলা দ্বারা একাধিক তালাকের নিয়াত করে তাহা হইলে বাইন তালাক হইবে। উম্মে বকর আসলামিয়া হইতে পর্যায়ক্রমে জমহানের পিতা, জমহান, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া ও মালিক বর্ণনা করেন যে, উম্মে বকর আসলামিয়া বলেনঃ আমার স্বামী হইতে খোলা গ্রহণ করার পর এই ব্যাপার নিয়া আমি হযরত উছমান (রা) এর নিকট গেলে তিনি বলেন-ইহার দ্বারা তালাক হইয়া গিয়াছে। যদি নির্দিষ্ট কোন তালাকের সংখ্যা বলিয়া থাক তাহা হইলে তাহাই কার্যকরী হইবে।

অবশ্য উক্ত বর্ণনার অন্যতম বর্ণনাকারী জমহান অপরিচিত ব্যক্তি। তাই আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বর্ণনাটিকে যঈফ বলিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

উমর (রা), আলী (রা) ইব্‌ন মাসউদ (রা), ইব্‌ন উমর (রা) প্রমুখের সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, হাসান আতা, শুরায়েহ, শা'বী ইবরাহীম এবং জাবির ইব্‌ন যায়েদেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সহচরবৃন্দ, ছাওরী, আওযাঈ, আবূ উছমান বাত্তী ও ইমাম শাফেঈ (র)-এর পরবর্তী মত ইহাই। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতের তাৎপর্য হইল এই যে, খোলা গ্রহণকারী যদি এক তালাকের নিয়াত করে, এক তালাক হইবে। দুই তালাকের নিয়াত করিলে দুই তালাক হইবে এবং তিন তালাকের নিয়াত করিলে তিন তালাক হইবে। আর যদি সে কিছু না বলে তাহা হইল এক তালাক বাইন হইবে। ইমাম শাফেঈ (র)-এর একটি অভিমত হইল এই যে, যদি খোলার সময়ে তালাক শব্দ ব্যবহৃত না হয় কিংবা এই ধরনের কিছু প্রমাণিতও না হয়, তাহা হইলে তালাকই হইবে না।

### মাসআলা

ইমাম মালিক (র), ইমাম আবূ হানীফা (রা), ইমাম শাফেঈ (রা), ইমাম আহমদ (র) ও ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়া (র) প্রমুখ ইমামের অভিমত হইল এই যে, খোলাপ্রাপ্তা মহিলা যদি ঋতুবতী হয় তাহা হইলে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার মতই তাহার ইদ্দত হইল তিন হায়েয।

উমর (রা), আলী (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদেরই সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, উরওয়া, মালিক, আবূ সালমা, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, ইব্‌ন শিহাব, হাসান, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, আবূ ইয়ায, খাল্লাস ইব্‌ন উমর, কাতাদা, সুফিয়ান ছাওরী, আওযাঈ, লায়েছ ইব্‌ন সাআদ, আবুল আবীদ প্রমুখও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশের অভিমত ইহাই। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, যেহেতু খোলাও এক প্রকারের তালাক, তাই উহার ইদ্দতও তালাকের ইদ্দতের অনুরূপ।

খোলার ইদ্দত সম্পর্কিত দ্বিতীয় মত হইল এই যে, উহার ইদ্দত মাত্র এক ঋতু। ইহাতেই তাহার ভ্রূণ পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন শায়বা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেনঃ রবীআ তাহার স্বামীর নিকট হইতে খোলা করিয়া তাহার চাচা উছমান (রা)-এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে মাত্র এক ঋতু ইদ্দত পালন করিতে বলেন। কিন্তু ইব্‌ন উমর (রা) খোলার জন্য তিনি ঋতু ইদ্দত পালন করিতে বলিলেন। তবে তিনি সাথে সাথে এই কথাও বলিলেন যে, উসমান (রা) আমাদের চাইতে অধিক উত্তম ও অধিক জ্ঞানী ছিলেন। অবশ্য এক বর্ণনায় ইব্‌ন উমর (রা)-ও এক হায়েয

ইদ্দতের কথা বলিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে, উবায়দুল্লাহ ও ইবাদাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ খোলার ইদ্দত মাত্র এক হায়েয।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাউস, লায়েছ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুহারিবী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ উহার ইদ্দত হইল তিন হায়েয। ইকরামা ও আব্বান ইব্‌ন উসমানের অভিমতও এক হায়েযের অনুকূলে। যাঁহারা এক হায়েয ইদ্দতের পক্ষপাতী, তাহারা বলেন, খোলা দ্বারা বিবাহ নষ্ট হয়, উহা তালাক নহে। তাহাদের দলীল হইল ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবূ দাউদের উদ্ধৃত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আমর ইব্‌ন মুসলিম, মুআম্মার, হিশাম ইব্‌ন ইউসুফ, আলী ইব্‌ন ইয়াহয়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হুযুর (সা)-এর যমানায় ছাবিত ইব্‌ন কায়েসের স্ত্রী তাহার নিকট হইতে খোলা করিলে হুযুর (সা) তাহাকে এক হায়েয ইদ্দত পালন করিতে বলিয়াছিলেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের। অবশ্য ইকরামা হইতে পর্যায়ক্রমে আমর ইব্‌ন মুসলিম মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকের সনদে ইহা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

রবীআ্ বিনতে মুআওয়াজ ইব্‌ন আফরা হইতে পর্যায়ক্রমে সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, আলে তালহার গোলাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, সুফিয়ান, ফযল ইব্‌ন মূসা, মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, রবীআ বিনতে মুআওয়াজ বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় খোলা করিলে তিনি আমার অথবা আমার স্বামীর নিকট আমাকে এক হায়েয ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন ঃ ইহা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল (সা) তাহাকে এক হায়েয পর্যন্ত ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেন।

রবীআ বিনতে মুআওয়াজ ইহতে ভিন্ন সূত্রে পর্যায়ক্রমে ইবাদা ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন ইবাদা ইব্‌ন সামিত, ইব্‌ন ইসহাকদ, ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহী ইব্‌ন সা'দ, আলী ইব্‌ন সালমা নিশাপুরী ও ইমাম ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, রবীআ ইব্‌ন মুআওয়াজ বলেনঃ আমি আমার খোলা সম্পন্ন করার পর হযরত উছমান (রা)-এর নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-আমার ইদ্দত কিরূপ হইবে ? তিনি বলিলেন, উহার ইদ্দত নাই। তবে যদি খোলা গ্রহণের পূর্বক্ষণে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া থাক, তাহা হইলে একটি ঋতু আসা পর্যন্ত তাহার নিকট অবস্থান কর। অবশ্য মরিয়াম মুগনিয়ার খোলার ব্যাপারে তিনি হুযুর (সা)-এর নির্দেশেরই অনুরসরণ করিয়াছিলেন।

রবীআ বিনতে মুআওয়াজ হইতে ক্রমাগত মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, ইব্‌ন ছাওবান, আবূ সালমা, আবুল আসওয়াদ ও ইব্‌ন লাহিয়া বর্ণনা করেন যে, রবীআ বিনতে মুঅওয়াজ বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি যে, ছবিতে ইব্‌ন কায়েসের স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত খোলা করিলে হুযুর (সা) তাহাকে এক হায়েয ইদ্দত পালন করিতে নির্দেশ দেন।

### মাসআলা

জমহুর উলামা ও ইমাম চতুষ্টয়ের মতে খোলা গ্রহণকারিণী স্ত্রীকে তাহার স্বামী রাজি খুশি

না করিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। কেননা সে সম্পদ দিয়া নিজকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া নিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফী, মাহান হানাফী, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও ইমাম যুহরী প্রমুখ বলেন ঃ স্বামী তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিলে তাহার সম্মতি ছাড়াই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। আবূ ছাওরও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে সুফিয়ান ছাওরী বলেন ঃ খোলার মধ্যে তালাকের কোন উল্লেখ যদি না থাকে তাহা হইলে উহাকে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ মনে করিতে হইবে। সুতরাং এই অবস্থায় ফিরাইয়া নেওয়ার কোন অধিকারই থাকে না। তবে যদি তালাকের উল্লেখ থাকে তাহা হইলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরাইয়া নিতে পারিবে। দাউদ ইব্ন আলী জাহেরীও ইহা বলিয়াছেন।

অবশ্য সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে সম্মত থাকিলে ইদ্দতের মধ্যে তাহারা পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হইতে পারিবে। কেবলমাত্র শায়েখ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার এক দলের বরাতে বলেন ঃ ইদ্দতের মধ্যে যেমন স্ত্রী কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না, তেমনি তাহার স্বামীও তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। অবশ্য এই অভিমতটি একান্তই বিরল ও বর্জনীয়।

## মাসআলা

খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীলোককে আবার তালাক দেওয়া যায় কি ? এই ব্যাপারে তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

(এক) ইদ্দতের মধ্যে আর কোন তালাক কার্যকর হইবে না। কারণ, সে এখন স্বামীর অধিকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন যুবায়ের (রা), ইকরামা, জাবির ইব্ন যায়েদ, হাসান বসরী, ইমাম শাফেঈ, ইমাম ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া ও আবূ ছওর প্রমুখ এই মত পোষণ করেন।

(দুই) ইমাম মালিক (র) বলেন; খোলার পর নিশ্চুপ না থাকিয়া যদি সংগে সংগে তালাক দেয় তাহা হইলে তালাক কার্যকর হইবে। পরে দিলে হইবে না। ইব্ন আবদুল বার বলেন ঃ এই মতটি উসমান (রা)-এর বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(তিন) খোলাপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের মধ্যে যখনই তালাক দিবে তখনই কার্যকর হইবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র), তাহার সহচরবৃন্দ, ছাওরী ও আওযাঈ এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহা ছাড়া সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, শুরায়হ, তাউস, ইবরাহীম, যুহরী, হাকাম, হিকাম ও হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মানও এই মত সমর্থন করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) ও আবূ দারদা (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ইব্ন আবদুল বার বলেন ঃ উপরোক্ত অভিমতটি যে তাহাদের নিকট হইতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সুপ্রমাণিত নহে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থাৎ এই বিধানসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাই তোমরা উহা অতিক্রম করিও না। যাহারা উহা অতিক্রম করিবে তাহারা

অবশ্যই যালিম।

হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য রহিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে- 'আল্লাহ তা'আলা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, অতএব উহা অতিক্রম করিও না। তিনি নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ফরয করিয়াছেন, অতএব উহা বিনষ্ট করিওনা। তিনি নিকৃষ্ট ও গর্হিত কাজগুলি হারাম করিয়াছেন, উহার অবমাননা করিও না আর যেসব বিষয়ে তিনি মেহেরবানি করিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন, সেইগুলির ব্যাপারে তোমরা প্রশ্ন তুলিও না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ভুল-ত্রুটি হইতে পূর্ণ পবিত্র।'

একই কথায় তিন তালাক দেওয়া হারাম-এই মতের প্রবক্তারা আলোচ্য আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইহা ইমাম মালিক (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের মাযহাব। তাহাদের নিকট একটি করিয়া তালাক দেওয়া সুন্নত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ। অর্থাৎ তালাক দুইবার। আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন -'এই হইল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। কাজেই তোমরা ইহা অতিক্রম করিও না। বস্তুত যাহরা আল্লাহর দেওয়া গণ্ডী অতিক্রম করে তাহারাই যালিম।'

সুনানে নাসায়ীতে উদ্ধৃত মাহমুদ ইব্‌ন লবীদের বর্ণনাটি এই অতিমতকে অধিকতর জোরদার করিয়াছে। মাহমুদ ইব্‌ন লবীদ হইতে পর্যায়ক্রমে মাখরামা ইব্‌ন বুকায়ের, বুকায়ের, ইব্‌ন ওহাব ও সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ বর্ণনা করেন যে, মাহমুদ ইব্‌ন লবীদ বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি একই সংগে তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। এই খবর রাসূল (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন-আমি বর্তমান থাকিতেই তোমরা আল্লাহর কিতাব লইয়া খেলা শুরু করিয়াছে ? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে- হে আল্লাহর রাসূল ? আমি কি তাহাকে হত্যা করিব না ? অবশ্য এই বর্ণনাটির সূত্র পরম্পরায় ছেদ রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে দুই তালাক দিবার পর তৃতীয় তালাক দেয়, তখন তাহার জন্য সেই স্ত্রী ব্যবহার করা হারাম হইয়া যায়। হাঁ, যদি তাহাকে অন্য কেহ বিবাহ করিয়া তালাক দেয় তাহা হইলে তাহাকে পুনর্বিবাহ করা হালাল হইবে। কিন্তু বিবাহ ছাড়া যদি সে কোন পুরুষের সংগলাভ করে কিংবা কাহারও দাসী হয়, তাহা হইলেও সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে না। কেননা, উহাতে তাহার জন্য স্বামী গ্রহণ করার শর্ত পূরণ হয় না। তেমনি যদি সে যথারীতি দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সহিত তাহার সহবাস না হয়, তাহা হইলেও সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে না।

কেননা তখন দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয় না।

অবশ্য হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের মধ্যে খ্যাত আছে যে, তিনি বলেন ঃ বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামী সহবাস না করিয়া তালাক দিলেও সে তাহার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইয়া যাইবে। তবে এই বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার তাঁহার 'ইসতিকার নামক কিতাবে এই সংশয় তুলিয়া ধরিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন উমর (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, মালেক ইব্‌ন আবদুল্লাহ, সালিম ইব্‌ন রাযীন, আলকামা ইব্‌ন মারসাদ, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর, ইব্‌ন বাশার ও আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয় এবং সেই মহিলা যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা হয় তখন কি তাহার পূর্ব স্বামী তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে ? নবী করীম (সা) উত্তর দিলেন-পারিবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামীর সহিত তাহার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়।"

উল্লেখ্য যে, এই বর্ণনাটিও সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের এবং বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ইব্‌ন জারীর। ইমাম আহমদও বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। বর্ণনাটি এইরূপ -নবী করীম (সা) হইতে ইব্‌ন উমর, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, সালেম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর, সালেম ইব্‌ন রযীন, আলকামা ইব্‌ন মারসাদ, শু'বা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর বর্ণনা করেন ঃ "নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর উক্ত মহিলা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল। কিন্তু সহবাসের পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে তালাক দিল। এমতাবস্থায় কি প্রথম স্বামী তাহাকে পুনঃ বিবাহ করিতে পারিবে ? রাসূল (সা) জবাব দিলেন, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করিবে ততক্ষণ পারিবে না।"

ইমাম নাসায়ী আমর ইব্‌ন খালফী আল-ফাল্লাস হইতে ও ইমাম ইব্‌ন মাজা মুহম্মদ ইব্‌ন বাশশার বিন্দার হইতে এবং উভয়ে শু'বা হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর গুন্দরের সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন উমর (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের উপরোক্ত বর্ণনাটি মারফূ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার যে মন্তব্য ও বর্ণনা প্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দুর্বল ও স্ববিরোধী। তাই তাহার বর্ণিত শক্তিশালী হাদীসের মোকাবেলায় তাহার ব্যক্তিগত দলীলবিহীন উক্তির কি মূল্য থাকিতে পারে ? আল্লাহই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন উমর (রা) হইতে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেন ঃ

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে রযীন ইব্‌ন সুলায়মান আনসারী, আলকামা ইব্‌ন মারছাদ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

"নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ায় সে অন্যত্র বিবাহ বসে। কিন্তু স্বামী তাহার সহিত দরজা বন্ধ করিয়া ও পর্দা ঝুলাইয়া একান্তে সহবাস করার পূর্বেই তালাকপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে কি ? রাসূল (সা) জবাব দিলেন- না, যতক্ষণ না সে যৌন স্বাদ গ্রহণ করিবে।"

অপর এক হাদীসে আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ হানায়ী, মুহাম্মদ ইব্‌ন দীনার, আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর অন্য এক জনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু সে তাহার সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই

তাহাকে তালাক দেয়। এই অবস্থায় সেই মহিলাকে তাহার পূর্ব স্বামী বিবাহ করিতে পারিবে কি ? রাসূল (সা) তদুত্তরে বলিলেন-না, যতক্ষণ না তাহার দ্বিতীয় স্বামী তাহার মধুর স্বাদ গ্রহণ করিবে ও সে তাহার দ্বিতীয় স্বামীর মধুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন দীনার হইতে পর্যায়ক্রমে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আনমাতী ও ইমাম ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ বর্ণানা করেন।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইব্‌ন আবূ ফুরাত বলেন-উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন সান্দাল আবূ বকর ইযদী (পরবর্তীকালে তায়ী ও বসরী বলিয়া পরিচিত) সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কেহ তাহাকে দুর্বল এবং কেহ আবার তাহাকে সবল ও উত্তম বর্ণনাকারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তবে আবূ দাউদ (র) বলেন-মৃত্যুর প্রাক্কালে লোকটি বিকারগ্রস্ত হইয়াছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অপর এক হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হারিছ গিফারী, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর শায়বান, তাহার পিতা, উবায়েদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস আসকালানী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"রাসূল (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর যদি সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় স্বামী যদি সহবাসের পূর্বেই তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে কি তাহাকে প্রথম স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে ? হুযুর (সা) বলেন-না, যতক্ষণ না একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।" অপর এক রিওয়ায়েতে শায়বান অর্থাৎ ইব্‌ন আবদুর রহমানও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম বর্ণনাকারী আবুল হারিছ অপ্রসিদ্ধ।

অপর এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়কমে কাসিম, আবদুল্লাহ, ইয়াহিয়া ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

"আমি রাসূল (সা)-কে এই প্রশ্ন করিলাম যে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ায় তাহার স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু সহবাসের পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে তালাক দেয়। সে অবস্থায় প্রথম স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিতে পরিবে কি ? তদুত্তরে রাসূল (সা) বলেন-না, যতক্ষণ না সে প্রথম স্বামীর মত দ্বিতীয় স্বামীরও যৌন স্বাদ গ্রহণ করিবে।"

ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী (র) প্রমুখও হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কাসিম ইব্‌ন আবূ জুবায়ের ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর আল উমরীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

অপর এক সূত্রে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসওয়াদ (র), ইব্‌রাহীম, আ'মাশ এবং আবূ মুআবিয়া হইতে আবূ হালিম রিফায়ী, সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ইসমাঈল হিবারী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

"রাসূল (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেওযায় সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী তাহার সহিত সহবাস করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দেয়। এমতাবস্থায় সে কি তাহার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে ? রাসূল (সা) উত্তর দিলেন-ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার দ্বিতীয় স্বামীর সহিত যৌন সম্পর্ক আদান প্রদান না করিবে।"

নাসায়ী (র) আবূ কুরায়েব হইতে ও আবূ দাউদ (র) মুসাদ্দাদ হইতে এবং তাহারা উভয়ে আবূ মুআবিয়া হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

সহীহ্ মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) মুসাদ্দাদ হইতে এবং তাহারা উভয়ে আবু মুআবিয়া হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় যহরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হিশামের পিতা, হিশাম, আবূ উসামা ও মুহাম্মদ ইব্ন আলা আল হামদানী বলেনঃ

"জনৈক মহিলাকে কোন এক পুরুষ বিবাহ করিয়া পরে তালাক দেওয়ায় সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পূর্বেই তাহাকে তালাক দেয়। তখন রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাস করা হয় যে, সেই মহিলা পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে কি ? তদুত্তরে তিনি বলেন-না যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তাহার যৌন স্বাদ গ্রহণ করিবে (ততক্ষণ প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হইবে না।)

ইমাম মুসলিম (র) বলেনঃ উক্ত হাদীস আবূ বকর ইব্ন শায়বা, আবূ ফুযায়েল, আবূ কুরায়েব ও আবূ মুআবিয়া প্রমুখ শুধু হিশামের সূত্রেই বর্ণনা। করেন ইমাম বুখারীও উহা হিশাম হইতে আবূ মুআবিয়া মুহাম্মদ ইব্ন হালিমের সূত্রে বর্ণনা করেন।

অবশ্য ইমাম মুসলিম উহা ভিন্ন দুইটি সূত্রেও আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর ইমাম ইব্ন জারীর মারফূ সূত্রে হযরত আয়েশা (রা হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকের সনদে উহা বর্ণনা করেন। এই সনদটি অতি উত্তম। ইব্ন জারীর অপর এক সনদে রাসূল (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে হযরত আয়েশা (রা), মুহাম্মদের মাতা আমীনা ও আলী ইব্ন যায়েদ ইব্ন জাদআদের সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারীর বর্ণিত হাদীসের বিভিন্ন মতের সংক্ষিপ্ত সার এইঃ নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে হযরত আয়েশা (রা, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইয়াহয়া, আমর ইব্ন আলী ও ইমাম বুখারী এবং আয়েশা (রা) হইতে উরওয়া, হিশাম, আব্বাস, উছমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন-রাফাআতুল কারযী বিবাহ করার পর স্ত্রীকে তালাক দেন। উক্ত স্ত্রীলোকটি (দ্বিতীয় স্বামী সম্পর্কে) রাসূল (সা)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, সে আমার যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম এবং সে এই ব্যাপারে কাপড়ের আঁচল হইতে অধিক নহে, তাই পূর্ব স্বামীর কাছে যাইতে চাই। উত্তরে রাসূল (সা) বলেন, তাহা হইবে না, যতক্ষণ না সে তোমার ও তুমি তাহার যৌন স্বাদ গ্রহণ কর।"

একমাত্র ইমাম বুখারীই এই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অপর এক সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া, যুহরী, মুআম্মার, আবদুল আলা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেনঃ

"একদা রাফআতুল কারযীর স্ত্রী নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসেন। তখন আমি এবং আবূ বকর (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে বলিল-রিফাআত আমাকে তালাক দিয়াছে এবং আমি আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়েরের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তাহার অবস্থা হইল কাপড়ের আঁচলের মত। এই বলিয়া সে রাসূল (সা)-এর সামনে ওড়নার আঁচল নাড়াইয়া দেখাইল। খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্নুল আস্ দুয়ারে দাঁড়ানো ছিল। তাহাকে না বলিয়াই মহিলা

ভিতরে গিয়াছিল। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন–হে আবূ বকর! মহিলাটি রাসূল (সা)-এর সামনে যাহা করিতেছে তাহাতে আপনি বাধা দিতেছেন না কেন ? রাসূল (সা) ইহা শুনিয়া শুধুমাত্র মুচকি হাসি হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন–মনে হয় তুমি রিফাআর কাছে ফিরিয়া যাইতে চাও। তাহা হইবে না, যতক্ষণ না সে তোমার ও তুমি তাহার যৌন-স্বাদ গ্রহণ করিবে।

ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকের, ইমাম মুসলিম আবদুর রাযযাকের ও ইমাম নাসায়ী ইয়াযীদ ইব্ন জারীজের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবদুর রাযযাকের সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ 'রিফাআহ তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছিল'।

এই সনদে আরও একদল উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ সুফিয়ান ইব্ন উআ ইনার সূত্রে, বুখারী উকাইলের সূত্রে ও মুসলিম ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে উহা বর্ণনা করেন। নাসায়ী উহা বর্ণনা করেন আইয়ুব ইব্ন মূসা হইতে। সালেহ ইব্ন আবুল আখযার বলেন–তাহারা সকলেই হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া ও যুহরীর সূত্রে উহা বর্ণনা করেন।

যুবায়ের ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের ও মুসাওয়ার ইব্ন রাফাআতা আল কারযী হইতে ইমাম মালিক বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় রাফাআতা ইব্ন সুমওয়াল তামীমা বিন্ত ওয়াহাবকে তিন তালাক দেন। অতঃপর তাহাকে আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়র বিবাহ করেন। কিন্তু উক্ত মহিলা অভিযোগ করেন যে, সে তাহার সহিত সহবাস করিতে অক্ষম। তাই উভয়কে যেন রাসূল (সা) আলাদা করিয়া দেন। তখন রাফাআতা ইব্ন সুমওয়াল তাহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু সে তাহার প্রথম স্বামী ছিল, তাই রাসূল (সা) তাহাদের বিবাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া বলেন— সে তোমার জন্য হালাল হইবে না, যতক্ষণ না তুমি আবদুর রহমানের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিবে।"

ইমাম মালিক হইতে মুআত্তা সংকলকগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই বর্ণনাসূত্রে ছেদ রহিয়াছে। আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে যুবায়ের ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের রাফাআহ, মালিক, আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব ও ইব্রাহীম ইব্ন তাহমানও পরম্পরা সূত্রে ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

### পরিচ্ছেদ

মোটকথা, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার অর্থ হইতেছে স্ত্রীর সহিত তাহার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ও স্ত্রীকে স্থায়ীভাবে রাখার উদ্দেশ্য থাকা। পূর্ব স্বামীর পুনর্বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার ইহাই হইল পূর্বশর্ত। ইমাম মালিক (র) এক্ষেত্রে বৈধ পন্থায় যৌন সম্পর্ককে শর্ত করিয়াছেন। তাই ইহরামের অবস্থায়, রোযার অবস্থায়, ইতিকাফের অবস্থায়, হায়েয নিফাসের অবস্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিলে ইহা দ্বারা সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে না। তেমনি যদি দ্বিতীয় স্বামী অমুসলিম হয়, তাহা হইলে এই বিবাহ দ্বারা কোন মুসলিম স্বামীর জন্য হালাল হইবে না। কেননা মুসলিম নারীর সহিত কাফিরের বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য।

শায়েখ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার ইমাম হাসান বসরীয় উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ স্ত্রীর সহিত দ্বিতীয় স্বামীর যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বীর্যপাত অপরিহার্য শর্ত। তাহার দলীল হইল রাসূলের (সা) এই বাণী-'যতক্ষণ না তোমরা একে অপরের যৌন স্বাদ গ্রহণ করিবে'।

এখানে উল্লেখ্য যে, হাসান বসরী (র)-এর বর্ণিত হাদীসের দ্বারা যদি পুরুষের বীর্যপাত শর্ত হয় তাহা হইলে নারীর বীর্যপাত শর্ত হওয়া বুঝায়। মূলত উপরোক্ত হাদীসসমূহের عُسَيْلَةٌ শব্দটির অর্থ বীর্য নহে। কেননা ইমাম আহমদ (র) ও নাসায়ী (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন-সাবধান! আসীলাতা অর্থ হইল সহবাস।

আরও উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিবাহের উদ্দেশ্যই যদি হয় প্রথম বিবাহ হালাল করা, তাহা হইলে সেই বিবাহ নিন্দনীয় ও অভিশপ্ত। তাই জমহুর ইমামদের অভিমত হইল এই যে, এরূপ উদ্দেশ্য সুস্পষ্টত প্রকাশ পাইলে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

উক্ত অভিমত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

**প্রথম হাদীস**

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হুযায়েল, আবূ কায়েস, সুফিয়ান, ফযল ইব্ন হাকীম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ উলকী প্রদানকারিণী ও উলকী গ্রহণকারিণী, কেশ বিন্যাশকারিণী ও কেশ বিন্যাশ গ্রহণকারিণী, হিলা গ্রহণকারী ও হিলা গ্রহণকারিণী এবং সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতাদের উপর রাসূল (সা) অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন'।

উপরোক্ত সনদে এই হাদীস ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ীও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। তিনি আরও বলেন- আহলে ইল্ম ইমামগণ এই হাদীসের উপর আমল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন হযরত উমর (রা), উছমান (রা), ইব্ন উমর (রা) প্রমুখ। তাবেঈন ও ফকীহগণের মাযহাব ইহাই। আলী (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখের অভিমতও ইহাই।

অপর এক সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল ওয়াকিল, আবদুল করীম, যাকারিয়া ইব্ন আদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

'যে ব্যক্তি হিলা করে এবং যাহার জন্য হিলা করে তাহারা উভয়ই অভিশপ্ত'।

ইব্ন মাসউদ (রা) অপর এক সূত্রে পর্যায়ক্রমে হারিছ আল আওয়ার, আবদুল্লাহ ইব্ন মুর্রা, আ'মাশ, ইমাম নাসায়ী ও আহমদ বর্ণনা করেন ঃ 'সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা এবং জ্ঞাতসারে সুদের লেখক ও সাক্ষ্যদাতা অভিশপ্ত। তেমনি কেশ বিন্যাসকারিণী ও কেশ বিন্যাস গ্রহণকারিণী, যাকাত অস্বীকারক ও যাকাত গ্রহণে আতিশয্যকারী, হিজরতের পরে ইসলাম বর্জনকারী এবং হিলা গ্রহণকারীরা সকলেই কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল (সা) কর্তৃক অভিশপ্ত থাকিবে।

**দ্বিতীয় হাদীস**

হযরত আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হারিছ, শা'বী, জাবির, সুফিয়ান, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

'সুদ দাতা ও গ্রহীতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক, সৌন্দর্যের জন্য চিত্রাংকনকারী ও উহা গ্রহণকারী, সাদকা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারীর প্রতি রাসূল (সা) অভিসম্পাত করিয়াছেন। তেমনি তিনি মাতম করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।'

হযরত আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হারিছ, শা'বী, ইব্ন ইয়াযীদ ওরফে জাবির, শু'বা ও গুন্দুরও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, হুসায়েন ইব্ন আবদুর রহমান, মুখালিদ ইব্ন সাঈদ ও শা'বী (র) হইতে ইব্ন আওনও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও শা'বীর উদ্ধৃত হাদীসেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

অপর এক হাদীসে আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হারিছ, আবূ ইসহাক, ইসমাঈল, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ও আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

'সুদ দাতা ও গ্রহীতা, সুদের লেখক ও সাক্ষ্যদাতা, হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারীর উপর রাসূল (সা) লা'নত করিয়াছেন'।

### তৃতীয় হাদীস

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে শা'বী, মুজালিদ, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ আল আয়সী, আশআস ও আবু সাঈদ আশাজ এবং আলী (রা) হইতে হারিছ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ও হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত দান করিয়াছেন।'

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ এই হাদীসের সনদ শক্তিশালী নহে। কারণ মুজালিদ নামক বর্ণনাকারী খুবই দুর্বল এবং সে আলিম নহে। এই হাদীসটি আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে জাবির, শা'বী, মুজাহিদ ও ইব্ন নুমায়েরের নির্ভরযোগ্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে ইব্ন নুমায়রের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করা হইয়াছে। তবে প্রথম হাদীসটি সূত্র বিচারে বিশুদ্ধতম হিসাবে সুপরিচিত।

### চতুর্থ হাদীস

উকবা ইব্ন আমের (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মাসআব মাযরাহ ওরফে ইব্ন আহান, লায়েছ ইব্ন সা'আদ,উছমান ইব্ন সারেহ মিসরী, ইয়াহ্য়া ইব্ন উছমান ও আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়াযীদ ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

'একদা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করেন– আমি তোমাদিগকে ধার করা ষাঁড় সম্পর্কে বলিব কি ? সকলেই সমস্বরে জবাব দিল–হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বলিলেন–উহা হইল হিলাকারী। কেননা আল্লাহ তা'আলা হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।'

অবশ্য এই হাদীসটি একমাত্র ইব্ন মাজাই বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে অন্যরা ইহার বর্ণনায় উছমানের উপস্থিতির কারণে ইহা সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছেন।

তবে আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি– উছমান একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। কারণ, ইমাম বুখারী তাহার সহীহ সংকলনে উছমানের বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে অনেকেই তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। লায়েছ, আবূ সালেহ, আবদুল্লাহ ইব্ন সালেহ, আল আব্বাস

ওরফে ইব্ন ফরীদ ও জাফর সুরিয়ানীও তাহার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা তাহাদের কালে তিনি নিখুঁত বর্ণনাকারী হিসাবে বিবেচিত হইতেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

**পঞ্চম হাদীস**

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, সালমা ইব্ন ওহরান, যামাআ ইব্ন সালেহ, আবূ আমের, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন।'

অন্য এক সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্ন হেসীন, ইব্রাহীম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবূ হানীফা, ইব্ন আবূ মরিয়াম ও দামেস্কের খতীব হাফিয ইমাম আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব আল জাওবানী আস্ সাদী (র) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) হিলার বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন–না, ইহা কোন বিবাহই নহে। ইহা একটি খেলামাত্র। ইহা কুরআন নিয়া খেলা করা। যথার্থ বিবাহ (উভয়ের) আগ্রহের সহিত সম্পন্ন হইবে এবং একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।

আমর ইব্ন দীনার হইতে পর্যায়ক্রমে মূসা ইব্ন আবূ ফোরাত, হুমায়েদ ইব্ন আবদুর রহমান ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বার বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদীস উপরোক্ত বর্ণনাত্রয়কে অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছে। তাই যে কোন মুরসাল হাদীসের তুলনায় ইহা অনেক শক্তিশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

**ষষ্ঠ হাদীস**

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উছমান ইব্ন মুহাম্মদ মুকবেরী, ইব্ন জা'ফর ওরফে আবদুল্লাহ, আবূ আমের ও আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি লা'নত বর্ষণ করিয়াছেন।'

আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর কুরায়শীর সূত্রে আবূ বকর আবূ শায়বা ও জাওজানী আল বায়হাকীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র), আলী ইব্ন মাদানী ও ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন প্রমুখ উহার সূত্রকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উছমান ইব্ন মুহাম্মদ আল আখনাসীর সূত্রে ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ সংকলনেও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাঈদ আল মুকবেরীর বরাতে ইব্ন মুঈন এই বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন। ইমাম বুখারীও এই ব্যাপারে একমত।

**সপ্তম হাদীস**

নাফে' হইতে পর্যায়ক্রমে উমর ইব্ন নাফে, আবূ ইয়ামান মুহাম্মদ ইব্ন মাতরাফ আল মাদানী, সাঈদ ইব্ন আবূ মরিয়াম, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সুনআনী, আবুল আব্বাস ও ইমাম হাকেম (স্বীয় মুস্তাদারকে) বর্ণনা করেন ঃ

'জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে জিজ্ঞাসা করেন – এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর তাহার ভাই এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বিবাহ করে যে, সে যেন তাহার ভাইর জন্য হালাল হইয়া যায়। ইহাতে কি সে তাহার ভাইয়ের জন্য হালাল হইবে ? তিনি জবাব দিলেন– না, আমরা নবীর (সা) যুগে ইহাকে ব্যভিচার বলিয়া গণ্য করিতাম। বিবাহ তো

উহাকেই বলে যাহাতে পরস্পরের প্রতি আগ্রহ থাকে। এই বর্ণনাটির সূত্র বিশুদ্ধ। অবশ্য সহীহ্‌দ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফে এবং ছাওরীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, হাদীসটি মাওকুফ পর্যায়ের হইলেও উহার ভিতর নবী (সা)-এর সময়কার বর্ণনা উল্লেখ থাকায় উহা মারফূ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কুবায়সা ইব্‌ন জাবির, মুসাইয়াব ইব্‌ন রাফে, আ'মাশ, আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা জাওজানী, হারব আল কিরমানী ও আবূ বকর আছরাম বর্ণনা করেন ঃ

উমর (রা) বলেন– যদি কেহ হিলা করে বা করায় উভয়কেই আমি ব্যভিচারের শাস্তি দিব অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিব।

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতে পর্যায়ক্রমে বুকায়ের ইব্‌ন আশাজ, ইব্‌ন লাহিআ ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন ঃ

'এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে এই জন্য বিবাহ করে যে, সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইয়া যায়। এই খবর হযরত উমরের (রা) নিকট পৌঁছিলে তৎক্ষণাৎ তিনি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।'

হযরত আলী (রা), হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ طَلَّقَهَا অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী যদি সহবাসের পর তালাক দেয়। فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا অর্থাৎ তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের পুনর্বিবাহে কোন পাপ নাই। إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ অর্থাৎ যদি তাহারা আল্লাহর হুকুম বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে বলিয়া মনে করে। শেষ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ যদি প্রতারণামূলক না হইয়া থাকে। وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ অর্থাৎ ইহাই শরীআতের নির্দেশ ও আল্লাহর বিধান। يُبَيِّنُهَا অর্থাৎ ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়। لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ যাহারা উপলব্ধি করে তাহাদের জন্য।

কোন লোক যদি তাহার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় আর তাহার স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্য স্বামীর যথারীতি সহবাস গ্রহণ করিয়া তালাকপ্রাপ্তা হয় এবং পুনরায় তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কয় তালাকের অধিকারী হইবে ? ইমামগণের মধ্যে এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের মাযহাব এই যে, সে কেবল বাকি এক বা দুই তালাকের অধিকারী হইবে। সাহাবাদের বিশেষ একটি দলের অভিমত ইহাই। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাহার অনুসারিগণের অভিমত হইল এই যে, সে ব্যক্তি নতুনভাবে তিন তালাকের অধিকারী হইবে। তাহাদের যুক্তি হইল যে, দ্বিতীয় স্বামীর তালাক প্রদানের পর প্রথম স্বামী তাহাকে বিবাহ করার সাথে সাথে যখন দ্বিতীয় স্বামীর তিন তালাকের অধিকার রহিত হইয়া যায়, তখন প্রথম স্বামীর নতুনভাবে তিন তালাকের অধিকারী হইতে অসুবিধা কোথায় ?

(٢٣١) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

**২৩১. "যখন তোমরা স্ত্রী তালাক দাও, তখন তাহাদের ইদ্দত পূর্ণ হইয়া আসিলে তাহাদিগকে যথারীতি ফিরাইয়া আন, নয় তো সদ্ভাবের সহিত বিদায় দাও। আর তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ঝুলাইয়া রাখিও না। যে ব্যক্তি তাহা করিবে সে নিজেরই ক্ষতি করিবে। আল্লাহর বাণী লইয়া তোমরা তামাশা করিও না। এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। বিশেষত তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও হিকমতের কথা যদ্দারা তোমরা উপদেশ প্রাপ্ত হও। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ অবশ্যই সকল কিছু জানেন।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে পুরুষদের প্রতি ইহা একটি বিশেষ নির্দেশ। অর্থাৎ কোন পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর তাহাকে ফিরাইয়া নেওয়ার অবকাশ থাকে, তাহা হইলে ইদ্দত শেষ হইতে চলিলে তাহাকে ফিরাইয়া নিবে। অর্থাৎ যতটুকু সময় বাকি থাকিতে ফিরাইয়া নিবার অবকাশ থাকে। অতঃপর যদি তাহাকে ফিরাইয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে নিয়মানুগভাবে উহা সম্পন্ন করিবে। অর্থাৎ সাক্ষী রাখিবে এবং সদ্ভাবে বসবাস করার নিয়াত করিবে। অথবা ইদ্দত শেষ হইলে সদ্ভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য ও শত্রুতা না করিয়া উত্তম পন্থায় বিদায় করিয়া দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا (এবং তোমরা তাহাদিগকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রাখিও না)।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, মাসরূক, হাসান, কাতাদা, যিহাক, রবী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন ঃ জাহেলি যুগের লোকেরা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তাহার ইদ্দত শেষ হবার পূর্ব সময়ে তাহাকে জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে বার বার ফিরাইয়া আনিত, যাহাতে সে অন্যের সাথে বিবাহ বসিতে না পারে। অতঃপর তাহাদিগকে আবার তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হবার মুহূর্তে আবার তালাক দিত, যাহাতে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। ফলে তাহারা অসহনীয় জীবন যাপনে বাধ্য হইত। তাই করুণাময় মহান আল্লাহ এই ব্যাপারে ঘোষণা করেন যে, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ অর্থাৎ যাহারা এইরূপ করিবে নিশ্চয়ই তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিবে। অর্থাৎ এইরূপ করিলে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না।

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান, আবুল আ'লা আল-আওদায়ী, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুস সালাম ইব্ন হাযর, ইসহাক ইব্ন মানসুর, আবূ কুরাইব ও ইব্ন জারীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) একবার আশআরী গোত্রের উপর অসন্তুষ্ট হন। ইহা শুনিয়া আবূ মূসা আশআরী (রা) রাসূলুল্লাহর নিকট আসিয়া আশআরীদের প্রতি তাহার অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, তারা বলে যে, আমি তালাক দিয়াছি এবং ফিরাইয়া নিয়াছি। বস্তুত এইগুলো তালাক নয়, বরং তালাক ইদ্দতের পূর্বে দিতে হয়।

ইয়াযীদ ইব্ন আবদুর রহমান ওরফে আবূ খালিদ দাল্লাল হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার সনদের ব্যাপারে সন্দেহ করা হইতেছে।

মাসরূক (র) বলেন ঃ তাহারা বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দিত। স্ত্রীকে বারংবার তালাক দিত এবং ফিরাইয়া নিত যেন স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। ইহাতে স্ত্রীরা ভীষণ অসুবিধায় পড়িত এবং অভিশপ্তময় জীবন যাপনে বাধ্য হইত।

হাসান, কাতাদা, আতা আল-খোরাসানী, রবী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ তাহারা স্ত্রীকে বলিত যে, তোমাকে বিবাহ করিলাম ও আযাদ করিয়া দিলাম। ইহা বলিয়া আবার বলিত যে, উহা হাস্যচ্ছলে বলিয়াছিলাম। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না। এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে হুযুর (সা) বলেন ঃ হাসি-তামাশা করিয়া তালাক দিলেও উহা পতিত হইবে।

হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুবারক ইব্ন ফুযালাহ, আদম, ইসাম ইব্ন বাওয়াদ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ লোকেরা তালাক দিত কিংবা আযাদ করিত। আবার তাহারা বিবাহ করিত আর বলিত, আমি তামাশা করিয়া ইহা বলিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল করেন ঃ وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ আল্লাহ কঠোরভাবে বলেন- তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, লায়েছ, সুফিয়ান, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহয়া, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল সামসার, আবূ আহমদ আস্ সাইরাফী, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে হাস্যচ্ছলে তালাক দিত, মূলত বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা তালাক দিত না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ হাস্যরস করিয়া বলিলেও উহাতে তালাক পতিত হইবে।

হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুবারক ইব্ন ফুযালাহ, আদম, ইমাম ইব্ন রাওয়াদ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ লোকগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিত, অথচ তাহারা বলিত যে, আমরা তামাশা করিয়াছি। আযাদ করিয়া দিত, অথচ বলিত রসিকতা করিয়াছি। তাহারা বিবাহ করিত এবং বলিত যে, আমরা তামাশা

করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তালাক দেওয়া, গোলাম আযাদ করা, বিবাহ করা এবং বিবাহ করান, তাহা অন্তরের সাথে হউক বা তামাশা করিয়া হউক– যে কোনভাবে হইলেই উহা কার্যকর হইয়া যাইবে।

হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্ন আরকাম, যুহরী এবং ইব্ন জারীরও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি মুরসাল।

আবূ দারদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, আমর ইব্ন উবাইদ ও ইব্ন মারদুবিয়াও, মাওকুফ সূত্র উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইসমাঈল ইব্ন সালমা, আবূ মুআ'বিয়া, ইয়াহয়া, ইব্ন আবদুল হামীদ, ইয়াকুব ইব্ন আবূ ইয়াকুব ও আহমদ ইব্ন হাসান বর্ণনা করেন যে, ইবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে লোকগণ একে অপরকে বলিত যে, তোমার বোন বিবাহ করিলাম! কিন্তু পরে তাহারা বলিত, উহা তামাশা করিয়া বলিয়াছিলাম। তাহারা আরো বলিত, তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম। কিন্তু পরে তাহারা বলিত যে, উহা তামাশা করিয়া বলিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই প্রেক্ষিতে ঘোষণা করেন ঃ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তালাক, আযাদ এবং বিবাহের ব্যাপারে তিনবার গ্রহণ বা বর্জনের কথা রসিকতা করিয়া বলুক অথবা শান্তভাবে বলুক, উহা কার্যকর হইয়া যাইবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মাহিক, আতা ও আবদুর রহমান ইব্ন হাবীব, ইব্ন আদরাক, ইব্ন মাজা (র), তিরমিযী (র) ও আবূ দাউদ (র) এই মশহুর হাদীসটি বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তিনটি বিষয় রহিয়াছে যাহা মনের ইচ্ছার সাথে হউক বা হাস্য-রহস্যে হউক, যে কোনভাবে হইলেই উহা কার্যকর হইয়া যাইবে। ঐ তিনটি হইল বিবাহ, তালাক ও রাজাআত। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ (আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যাহা তোমাদের উপর রহিয়াছে) অর্থাৎ তিনি তোমাদের হেদায়েতের জন্য রাসূল পাঠাইয়াছেন এবং তাহার নির্দেশসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ (এবং তাহাও স্মরণ কর যে, কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হইয়াছে)। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথ। يَعِظُكُمْ بِهٖ (যাহার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়) অর্থাৎ তাহার মাধ্যমে তোমাদিগকে সত্যের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে এবং মিথ্যা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, আর হারাম কাজের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। وَاتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় কর) অর্থাৎ তোমরা যে কাজ কর বরং যে কাজ হইতে বিরত থাক সব কাজেই আল্লাহকে ভয় কর। وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে

জ্ঞানবান)। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তোমার প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কোন কাজই গোপন নহে। আর ইহার ভিত্তিতেই তোমাদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে।

(٢٣٢) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

২৩২. "আর যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও, অতঃপর যখন তাহারা ইদ্দত পূর্ণ করিবে, তখন যদি তাহারা পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ বসে উভয়ের ইচ্ছানুসারে ন্যায়ভাবে, তাহাতে তাহাদিগকে বাধা দিও না। তোমাদের ভিতরে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তাহাদের জন্য এই উপদেশ প্রদত্ত হইল। ইহাতে রহিয়াছে তোমাদের পবিত্রতা ও অনাবিলতা। আর আল্লাহ তাহা জানেন এবং তোমরা জান না।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) সূত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটির বিষয়বস্তু হইল এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পালন শেষ হইয়া গেলে তাহারা ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে বা রাজাআ'ত করিতে পারে। অবশ্য অনেক সময় অভিভাবকগণ ইহাতে বাধা দান করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে এই ব্যাপারে বাধা দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাসের (রা) সূত্রে আওফীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসরুক, ইব্‌রাহীম নাখঈ, যুহরী ও যিহাক বলেন ঃ উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যেই ইহা নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের ভিত্তিতে তাহারা বলিতেছেন যে, মহিলাগণ নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করার অধিকারী নয় এবং মহিলাদের বিবাহের অভিভাবক অপরিহার্য। এই আয়াতটি ইহার দলীল।

তিরমিযী (র) এবং ইব্‌ন জারীরও (র) এই আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইহা বলিয়াছেন। হাদীসেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, এক মহিলা অন্য মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না এবং সে নিজেও নিজের বিবাহ সম্পাদন করিতে পারে না। সেই মহিলারা ব্যভিচারী যাহারা নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করে।

অন্য হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, সুস্থ অভিভাবক এবং দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। এই বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রহিয়াছে। তবে উহা তাফসীরের বিষয়বস্তু নহে। তাই আমি উহা আমার 'কিতাবুল আহকাম' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বুখারী (র) স্বীয় বুখারী শরীফে বলেন ঃ এই আয়াতটি মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার মুযনী এবং তাহার বোনের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইবাদ ইব্‌ন রাশিদ, আবূ আমের ইকদী ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ বর্ণনা করেন যে, মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ আমার নিকট আমার বোনের বিবাহের প্রস্তাব আসিলে আমি তাহার বিবাহ দিয়া দেই।

মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান বসরী, ইউনুস, ইব্‌রাহীম ও বুখারী (র) এবং হাসান হইতে ইউনুস, আবদুল ওয়ারিছ ও আবূ মা'মার এবং ইব্‌রাহীম ও বুখারী (র) উভয় রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেন ঃ মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসারের বোনকে তাহার স্বামী তালাক দিয়া পরিত্যাগ করে। পরে তাহার ইদ্দত শেষ হইলে পূর্বের স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মা'কাল তাহা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ অর্থাৎ অতঃপর তাহাদিগকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিবাহ করিতে বাধা দান করিও না।

মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে 'হাসান' সূত্রে বিভিন্ন রাবী এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ইব্‌ন মারদুবিয়া, ইব্‌ন জারীর, ইব্‌ন আবূ হাতিম, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে তিরমিযী (র) একটি সহীহ সূত্রে এইভাবে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা)-এর যুগে মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) তাহার বোনকে একজন মুসলমানের নিকট বিবাহ দেয়। পরবর্তীতে স্বামী তাহাকে তালাক দেয় এবং ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ না করায় সে ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নেয়। কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ থাকায় স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া আবার তালাক দিয়াছিলেন। তাই আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি পুনরায় তোমার সাথে আমার বোনকে বিবাহ দিব না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মিলনের বৈধতা ঘোষণা ও উহার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ হইতে وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ পর্যন্ত দীর্ঘ আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ 'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়া দাও এবং তারপর তাহারা নির্ধরিত ইদ্দত পূর্ণ করিয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে পূর্ব স্বামীদের সাথে বিবাহ বসিতে বাধা দান করিও না। এই উপদেশ তাহাকেই দেওয়া হইতেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর ইহা আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। মা'কাল (রা) ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনিলাম এবং মানিয়া নিলাম। অতঃপর তিনি তাহার ভগ্নিপতিকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি আসিলে তাহার সঙ্গে পুনরায় বোনের বিবাহ দেন। ইব্‌ন মারদুবিয়া আর একটু বাড়াইয়া বলেন যে, ইহার পর তিনি তাহার কসমের কাফফারাও আদায় করেন।

ইব্‌ন জারীজের সূত্রে ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ (মা'কালের বোন) জামিল বিনতে ইয়াসারের (রা) স্বামী হইল আবুল বাদাহ (রা)। তবে আবূ ইসহাক সাবীঈর সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, তাহার বোনের নাম ছিল ফাতিমা বিনতে ইয়াসার। পূর্ববর্তী আলিম ও মুসলমানগণ বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার ও তাহার বোন সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। পক্ষান্তরে সুদ্দী (র) বলেন ঃ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) তাহার চাচাতো বোন সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। অবশ্য প্রথমটিই অধিকতর সঠিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (এই উপদেশ তাহাকেই দেওয়া হইতেছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে)। অর্থাৎ ইহাতে পুরুষ ও মহিলাদের যাহারা স্বাধীনভাবে পছন্দমত বিবাহ করিতে চায়, তাহাদের অভিভাবকগণকে তাহাদের স্বাধীন মতামত ও পছন্দের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন।

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ অর্থাৎ হে লোকসকল! এই উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যাহারা আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর বিধানের উপর ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করিতেছে, পরকালের আযাবের ভয়ে সন্ত্রস্ত রহিয়াছে এবং পরিণামফলের আশা-নিরাশায় যাহারা ভীত-প্রকম্পিত।

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ (ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা)। অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাপারে তাদের পছন্দ মত বিবাহে অভিভাবকদের বাধা না দিয়া এই বিষয়ে শরীআতের অনুসরণ করা এবং নিজকে আল্লাহর বিধানের নিকটে সমর্পণ করা উচিত। কেননা, ইহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে পরিশুদ্ধতা এবং আত্মিক পবিত্রতা। وَاللّٰهُ يَعْلَمُ (আল্লাহ জানেন)। অর্থাৎ আদেশ-নিষেধের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন। وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (তোমরা জান না)। অর্থাৎ কোন্ কাজে মঙ্গল এবং কোন্ কাজে অমঙ্গল তাহা তোমরা জান না, তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

(٢٣٣) وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৩৩. "আর জননীরা পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে, যদি কেহ স্তন্যদানের মুদ্দত পূর্ণ করিতে চাহে। আর সন্তান পালনের জন্য জনক রীতিমত জননীর ভাত-কাপড় যোগাইবে। কাহাকেও সাধ্যাতীত চাপ দেওয়া যাইবে না। সন্তানের জন্য না জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে, না জনককে। ওয়ারিছদের বেলায়ও এই নিয়ম। তারপর যদি তোমরা আপোসে স্তন্য পান ছাড়াইতে চাও, তাহাতে উভয়ের কোন পাপ হইবে না। যদি তোমরা সন্তানকে ধাত্রীমাতার স্তন্য পান করাইতে চাও, তাহাতেও তোমাদের দোষ নাই, যদি তোমরা জননীর পাওনা সার্বিকভাবে আদায় কর। আর আল্লাহকে ভয় কর। এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ দেখেন।"

**তাফসীর ঃ** এখানে আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর জননীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, শিশুদেরকে দুধ পান করানোর পূর্ণ সময় হইতেছে দুই বছর। ইহার পরে দুধ পান করাইলে তাহা ধর্তব্য হইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ অর্থাৎ যদি দুধ পানের পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করিতে চায়।

অধিকাংশ ইমামের অভিমত হইল যে, দুই বছরের মধ্যে দুধ পান করিলে দুধ-ভাই বা দুধ-বোন হওয়া সাব্যস্ত হইবে। আর যদি ইহা হইতে বয়স অধিক হইয়া যায়, তাহা হইলে দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তিরমিযীর একটি অধ্যায়ের শিরোনামে লেখা হইয়াছে– 'কেবল দুই বছর বয়সের পূর্বে দুধ পান করিলে দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।'

উম্মে সালমা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ফাতিমা বিনতে মানযার, হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবূ আওয়ানা ও কুতায়বা বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, পেট পুরিয়া দুধ পান করিলেই কেবল দুধ-সম্পর্ক কায়েম হয় না। উহা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হইতে হইবে। হাদীসটি হাসান ও সহীহ পর্যায়ের।

বিজ্ঞ সাহাবাগণের অধিকাংশের আমলও ইহার উপরে যে, দুই বছরের মধ্যে স্তন্যপান করিলে দুধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ণ দুই বছর অতিক্রান্ত হইবার পর স্তন্যপান করিলে কোন সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হইবে না।

উল্লেখ্য যে, ফাতিমা বিনতে মানযার ইব্ন যুবাইর ইব্নুল আওয়াম হইল হিশাম ইব্ন উরওয়ার স্ত্রী।

আমি বলিতেছি, এই হাদীসটি একমাত্র তিরমিযীই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস বর্ণনা শর্তের উপরে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসের এই বাক্যটির الا ماكان فى الثدى। অর্থ হইল, স্তন্য পানের সময় হইল দুই বছর বয়সের মধ্যে।

বাররা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আদী ইব্ন ছাবিত, ওয়াকী, গুনদুর ও আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, বাররা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ নবীপুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর সময় নবী (সা) বলিয়াছিলেন, আমার পুত্র স্তন্যপানের সময় মারা গিয়াছে। নিশ্চয় তাহাকে স্তন্য দানের জন্য বেহেশতে (কেহ) নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

শু'বা ইতে ইমাম বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হুযুর (সা) ইহাই বলিয়াছিলেন। কেননা তাহার পুত্র ইব্রাহীমের (রা) মৃত্যু কালে বয়স ছিল মাত্র এক বছর দশ মাস।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'স্তন্যপানের সময়সীমা দুই বছর মাত্র।' দারে কুতনীর একটি রিওয়ায়েতও ইহার সহায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও হাইছাম ইব্ন জামীল বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, স্তন্যপান দ্বারা হুরমাত প্রমাণ হইব না, যদি না তাহা দুই বছরের মধ্যে হয়।

উল্লেখ্য যে, এই রিওয়ায়েতটি হাইছাম ইব্ন জামীল ব্যতীত অন্য কেহ ইব্ন উআইনা হইতে বর্ণনা করেন নাই। বস্তুত, তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং হাদীসের হাফিয।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি ঃ মারফূ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইমাম মালিক স্বীয় মুআত্তায়ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও ছাওরীও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এই বাক্যটি বেশি সংযুক্ত রহিয়াছে যে, 'দুই বছর পূর্তি হওয়ার পর স্তন্যপান করিলে উহা দ্বারা কিছুই প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠিত হইবে না।' এই রিওয়ায়েতটি বিশুদ্ধতম।

জাকির (রা) হইতে আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ স্তন্য পানের নির্ধারিত সময়ের পর স্তন্যপান করিলে দুধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বয়োপ্রাপ্তির পরে ইয়াতীমের হুকুম অবশিষ্ট থাকে না।

সারকথা হইল, এই সব কিছু প্রমাণ করে যে, স্তন্য ত্যাগ করার সময় হইতেছে দুই বছরের মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ স্তন্য ত্যাগ করা এবং গর্ভ বহন করার মোট সময় হইতেছে ত্রিশ মাস।

উল্লেখ্য যে, আলী (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা), জাবির (রা), আবু হুরায়রা (রা), ইব্‌ন উমর (রা), উম্মে সালমা (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা), আ'তা ও জমহুরের মত হইল যে, দুই বছরের পরে স্তন্য পান দ্বারা হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইসহাক, ছাওরী, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মাযহাবও ইহা।

তবে ইমাম মালিক (র) হইতে একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, উহার সময়সীমা হইল দুই বছর দুই মাস। তাহার নিকট হইতে অন্য আর একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, উহার সময়সীমা হইল দুই বছর তিন মাস।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ উহার সময়সীমা হইল দুই বছর ছয় মাস।

ইমাম যুফার ইব্‌ন হুযাইল (র) বলেন ঃ তিন বছর পর্যন্ত স্তন্যপান করান যাইতে পারে।

আওয়াঈ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ কোন শিশু যদি দুই বছরের পূর্বে দুধ ছাড়িয়া দেয় এবং সে দুই বছর পর অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে, তাহা হইলে উহা দ্বারা 'হুরমাত' প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কেননা এখন উহা শিশুর খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

আওযাঈ (র) হযরত উমর (রা) ও আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুধ পান ত্যাগ করার পর নতুনভাবে দুধ-সম্পর্ক গড়ার পথ বন্ধ হয়। পরে তাহারা যদি দুই বছরের বাকী সময়টা পূর্ণ করিয়া নেয়ার ইচ্ছা করে আর সেই সময়ে যদি অন্য মহিলার স্তন্য পান করায়, তাহা হইলেও দুধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে না। জমহুর ওলামার অভিমতও এইরূপ।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পরে অথবা পূর্বে যখনই দুধ ত্যাগ করুক না কেন, তখন হইতেই দুধ-সম্পর্ক গড়ার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আয়েশা (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, তিনি দুই বছর পরে এমনকি বড়দের দুধ পানকেও হুরমাত বলিয়া মনে করিতেন। আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ এবং লাইছ ইব্‌ন সাআদও (র) ইহা বলিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) যেখানে কোন পুরুষ লোকের যাতায়াত দরকারী মনে করিতেন, সেখানে নির্দেশ দিতেন যে, সেখানকার স্ত্রীলোকেরা যেন তাহাকে দুধ পান করাইয়া নেয়।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য স্ত্রীগণ ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। ইহা কোন কোন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ছিল বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জমহুর ওলামাদের কথাও তাই। তাঁহারা নবী-পত্নীগণের অভিমতকে দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন।

মোটকথা, ইমাম চতুষ্টয়, সপ্ত ফিকাহ বিশারদ, বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম এবং আয়েশা (রা) ব্যতীত নবী-পত্নীগণের অভিমত হইল ইহা। আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীস হইল প্রতিপক্ষের দলীল। উহাতে বলা হয় ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের ভাই কোন্‌টি তাহা বিচার করিয়া লও। কেননা দুধ-সম্পর্ক তখন সাব্যস্ত হয় যখন দুধ ক্ষুধা নিবারণ করিয়া থাকে'। এই সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসআলা وَاُمَّهَاتُكُمُ الَّتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ আলোচনা করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ আর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সন্তানের অধিকারী পিতার উপর হইল সেই সকল স্ত্রীর খোরপোশের দায়িত্ব। অর্থাৎ শিশুর জনকগণ শহর, গ্রাম বা সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী জননীদেরকে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করিবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অতিরিক্ত বা অতি কম না হয় ও নিয়মিতভাবে তলব মতে ব্যবস্থা হইয়া যায়।

যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهَ نَفْسًا اِلاَّ مَا اٰتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا.

অর্থাৎ-সচ্ছল ব্যক্তি তাহার সচ্ছলতা অনুপাতে এবং দরিদ্র ব্যক্তি তাহার দরিদ্রতা অনুপাতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। অতি সত্ত্বর আল্লাহ কাঠিন্যের পর সহজ করিয়া দিবেন।

যিহাক বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তাহার সহিত যদি তাহার শিশু সন্তান থাকে, তাহা হইলে সেই শিশুর দুগ্ধ পানের সময় পর্যন্ত শিশুর মায়ের খরচ বহন করা তাহার পিতার উপর ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَاتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا (আর মাতাকে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না) অর্থাৎ শিশুকে তাহার মায়ের নিকট লালন-পালনের উদ্দেশ্যে দেওয়া যাইবে। আর ইহা তাহার কর্তব্যও বটে। কিন্তু তাহার প্রতি চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না। তাই দুধ পান শেষ হইয়া গেলে পিতা তাহাকে নিজ দায়িত্বে নিয়া নিবে। অন্য দিকে পিতাকেও এই ব্যাপারে অসংগত কারণে বিপদে ফেলা জায়েয হইবে না এবং এই ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি করাও সঙ্গত হইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ (এবং যাহার সন্তান তাহাকেও তাহার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না)।

অর্থাৎ শিশুর পিতা মাতাকে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মুজাহিদ, কাতাদা, যিহাক, যুহরী, সুদ্দী, ছাওরী ও ইব্ন যায়েদ প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ অর্থাৎ আর উত্তরাধিকারীদের উপরও এই দায়িত্ব। উত্তরাধিকারীরা যেন শিশুর মাতাকে সংকটে পতিত না করেন। মুজাহিদ, শা'বী ও যিহাক বলেন যে, জমহুর ওলামা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ শিশুর উত্তরাধিকারীদের উচিত তাহার মায়ের জন্য তাহার পিতা যে পরিমাণ খোরপোশ এবং যে রকম বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিল তেমন ব্যবস্থা করা। তাহারা যেন অযথা সংকটে পতিত না হয়। ইব্ন জারীরও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

হানাফী এবং হাম্বলীগণের মধ্যে একদল বলেন যে, এই ব্যাপারে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমে খোরপোশের দায়িত্ব বহন করা ওয়াজিব।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিমত একটি মারফূ হাদীসে সামুরা (রা) হইতে হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন। উহা এই ঃ যে ব্যক্তি তাহার রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তির দায়িত্ব লইবে, সেই ব্যক্তি মুক্ত হইয়া যাইবে। এই হাদীসটিও তাহারা দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**

দুই বছর পরে শিশুকে দুধপান করানো শিশুর জন্যে ক্ষতিকর। তাহা দৈহিক হোক বা মানসিক হোক। আলকামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম, আ'মাশ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ আলকামা (রা) জনৈক স্ত্রী লোককে দেখেন যে, সে তাহার দুই বছরের চাইতে বড় শিশুকে দুধ পান করাইতেছে। তখন তিনি তাহাকে দুধ পান করাইতে নিষেধ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

(তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দুই বছরের মধ্যেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াইয়া দিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নেই)। অর্থাৎ পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে যদি দুই বছরের পূর্বেই দুধ ছাড়াইয়া দেয় এবং তাহাতে যদি উপকার হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোন পাপ নাই। তবে যদি ইহাতে কোন একজন অসম্মত থাকে তাহা হইলে ইহা ঠিক হইবে না। কেননা ইহাতে শিশুর ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ছাওরী (র) প্রমুখ।

ইহা হইল আল্লাহর নিজ বান্দাদের প্রতি পরম করুণা যে, তিনি বাপ-মাকে এমন কাজ হইতে বিরত রাখিলেন যাহা শিশুর ধ্বংসের কারণ হয় এবং তাহাদিগকে এমন কাজ করার নির্দেশ দিলেন যাহাতে একদিকে শিশুকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইল, অপর দিকে বাপ-মার পক্ষেও তাহা হিতকর হইল।

সূরা তালাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَّاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرٰى

অর্থাৎ যদি স্ত্রীগণ তোমাদের শিশুদিগকে দুধপান করায় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবে এবং এই ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখিবে এবং তোমরা উভয়ে যদি সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হও, তাহা হইলে অন্যের দ্বারা দুধ পান করাইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

(আর যদি তোমরা কোন স্ত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদিগকে দুধ খাওয়াইতে চাও, তাহা হইলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়া দাও, তাহাতে কোন পাপ নাই।) অর্থাৎ পিতা-মাতা উভয়ে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অথবা স্ত্রীর কোন অসুবিধার কারণে যদি ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করায় তাহা হইলে উহাতে কাহারো পাপ হইবে না। আর যদি জনক-জননী পরস্পর সম্মত হইয়া কোন ওজর বশত অন্য কাহারো দ্বারা দুধ পান করাতে শুরু করে এবং পূর্বের পারিশ্রমিক যদি পূর্ণভাবে জননীকে প্রদান করে, তাহা হইলে কোন পাপ নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় কর)। অর্থাৎ প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (জানিয়া রাখ, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্বন্ধে ভাল করিয়াই জানেন)। অর্থাৎ তাহার নিকট তোমাদের কোন অবস্থা এবং কোন কথাই গোপন নহে।

(٢٣٤) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

**২৩৪. "আর যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে মৃত্যু বরণ করে ও স্ত্রীগণকে রাখিয়া যায়, সেই স্ত্রীগণ যেন চারি মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে। অতঃপর যখন তাহাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়, তখন তাহারা নিজেদের ব্যাপারে প্রথামতে যাহা করে তাহাতে কোন পাপ নাই। আর আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন।"**

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সকল স্ত্রীদের স্বামী মৃত্যু বরণ করিয়াছে তাহাদিগকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য ইহা সহবাসকৃতা এবং সহবাসপূর্ব উভয়ের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য। এই ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। সহবাসপূর্ব স্ত্রীদের বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। ইমাম আহমাদ, আহলে সুনান ও ইমাম তিরমিযী সহীহ সূত্রের এক হাদীসে বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি লোক বিবাহ করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়ার পূর্বেই সে মারা যায়। তাহার জন্য কোন মহরও ধার্য ছিল না। এই স্ত্রীলোকটির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হইবে ? তাহারা কয়েকবার তাহার নিকট যাতায়াত করার পর তিনি বলেন, ইহার সিদ্ধান্ত আমি আমার নিজস্ব মতানুসারে দিতেছি। যদি ঠিক হয় তাহা হইলে মনে করিবে ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে হইয়াছে।

আর যদি ভুল হয় তাহা হইলে মনে করিবে যে, ইহা আমার এবং শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং রাসূল ইহা হইতে পবিত্র। (শোন!) সেই স্ত্রীকে পূর্ণ মহর দিতে হইবে। তবে ইহা তাহার স্বামীর আর্থিক অবস্থার উপর বিবেচ্য। ইহাতে কোন রকমের কম-বেশি করা বৈধ হইবে না। পরন্তু তাহাকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে এবং সে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হইবে। ইহা শুনিয়া মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার আল আশজাঈ (রা) উঠিয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারু বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কেও এই ফয়সালা দান করিতেন শুনিয়াছি। ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ অত্যন্ত খুশি হন।

অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আশজা'র বহু লোক দাঁড়াইয়া বলেন– আমরা সাক্ষী দিতেছি যে, হুযুর (সা) বারু বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন।

তবে স্বামীর মৃত্যুর সময় গর্ভবতী স্ত্রীর জন্য এই হুকুম নয়। কেননা তাহার ইদ্দত হইল সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত । কারণ কুরআন পাকে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ গর্ভবতীদের ইদ্দত হইতেছে তাহাদের সন্তান প্রসব করণ পর্যন্ত।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, গর্ভবতীর ইদ্দত হইতেছে সন্তান প্রসব করার পরে আরও চার মাস দশ দিন। তাই সবচাইতে দীর্ঘ ও বিলম্বিত ইদ্দত হইতেছে গর্ভবতীদের ইদ্দত। এই বর্ণনাটি বেশ উত্তম এবং শক্তিশালীও বটে।

তবে হাদীস বা সুন্নত দ্বারা অন্যরূপ প্রমাণিত হয়। সহীহদ্বয়ের বিভিন্ন সূত্রে সাবী'আতাল আসলামীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবী'আতাল আসলামী (রা) তাহার স্বামী সা'দ ইব্‌ন খাওলার মৃত্যুকালে গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার মৃত্যুর একরাত পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। অতঃপর তিনি নিফাস হইতে পবিত্র হইয়া ভাল পোশাক পরিধান করিলে আবুস সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক (রা) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন– সুন্দর পোশাক পরিয়াছ যে, বিবাহ বসিতে চাও নাকি ? আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হইলে তুমি বিবাহ বসিতে পার না। সাবীআ (রা) বলেন, আমাকে ইহা বলার পর আমি ভালো কাপড় চোপড় খুলিয়া রাখিয়া সন্ধ্যায় রাসূল (সা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপারে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন– সন্তান প্রসবের পরই তুমি ইদ্দত হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছ। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করিলে বিবাহ বসিতে পার।

আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার (রা) বলেন ঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও সাবীআ (রা)-এর হাদীসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ যখন এই হাদীসটি তাঁহার উক্তির মোকাবেলায় দলীল হিসাবে পেশ করা হয়, তখন তিনি ইহা মানিয়া নেন। আহলে ইমামগণ বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) শিষ্যগণ সাবীআ'র (রা) হাদীস দ্বারা ফতওয়া প্রদান করিতেন।

উল্লেখ্য যে, আযাদ মহিলাগণ হইতে দাসীরা পৃথক। কেননা তাহাদের ইদ্দত হইতেছে আযাদ মহিলাদের অর্ধেক, অর্থাৎ দুই মাস পাঁচ দিন। ইহাই জমহুরের মত। দাসীদের শাস্তি যেমন আযাদদের অর্ধেক, তেমনি ইদ্দতও তাহাদের অর্ধেক।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) সহ বহু আলিম এবং আহলে জাহেরদের অনেক বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আযাদ এবং দাসীদের ইদ্দতকাল সমান। কেননা, ইদ্দত হইল একটি হুকুম বিশেষ আর এই হুকুম সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসাবে সকলের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও আবুল আলীয়া প্রমুখ বলেন ঃ এই ক্ষেত্রে ইদ্দতকাল দীর্ঘ রাখার রহস্য হইল এই যে, স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহা হইলে এই দীর্ঘ চার মাসের মধ্যে উহা অবশ্যই প্রকাশিত হইবে।

সহীহদ্বয়সহ বিভিন্ন হাদীস সংকলনে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'প্রত্যেক মানবই চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের ভ্রূণে বীর্যের আকারে থাকে। তারপর জমাট রক্ত হইয়া চল্লিশ দিন থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিণ্ড আকারে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা পাঠাইয়া দিয়া তাহার মধ্যে আত্মা ফুকিয়া দেন। এই তিন চল্লিশে মোট চার মাস হইল। আর সাবধানতার জন্য অতিরিক্ত দশদিন রাখা হইয়াছে। কেননা কখনও কখনও মাসের মধ্যে দিন কম বেশি হইয়া থাকে। আত্মা ফুঁকিয়া দিলে সন্তানের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে থাকে। ফলে গর্ভ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আল্লাহই ভালো জানেন।

কাতাদা হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবকে প্রশ্ন করিলাম যে, এই অতিরিক্ত দশ দিন রাখার হেতু কি ? তিনি বলেন, এই সময় রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া হয়।

রবী ইব্ন আনাস বলেন ঃ আমি আবুল আলীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, চার মাসের সংগে দশ দিনকে যুক্ত করা হইয়াছে কেন ? তিনি বলেন, এই সময়ের মধ্যে আত্মা ফুঁকিয়া দেওয়া হয়। ইব্ন জারীরও এই রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই বিষয়ে ইমাম আহমাদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এ ব্যাপারে আযাদ মহিলা এবং দাসীদের ইদ্দত এক। কেননা দাসীদেরও আযাদ মহিলাদের মত একই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে হয় এবং তাহারা আমাদের মতই অংকশায়িনী হয়।

আমর ইব্ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কুবায়সা ইব্ন আইউব, রাজা ইব্ন হায়াত, কাতাদা, সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া, ইয়াযীদ ইব্ন হারুন ও ইমাম আহমাদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন আস (রা) বলেন ঃ তোমরা আমাদের সম্মুখে নবীর (সা) সুন্নতের মিশ্রণ করিও না। দাসীর মনিব মারা গেলেও তাহার ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন।

গুন্দুর হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ দাউদ, আবুল আলা ও ইব্ন মুছান্না অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আমর ইব্ন আস (রা) হইতে ধরাবাহিকভাবে কুবাইসা, রজা ইব্ন হায়াত, মাতার আল ওরাক, সাইদ ইব্ন আবূ উরওয়া, রবী, আলী ইব্ন মুহাম্মদ ও ইব্ন মাজা (র)-ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে ইমাম আহমাদ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি এই হাদীসটি অস্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী কুবাইসা আমর ইব্ন আস হইতে শোনেন নাই।

পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবাইর, হাসান ইব্ন সীরীন, আবূ হাসান, যুহরী ও উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রা) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

কাতাদা ও তাউস বলেন ঃ দাসীর মনিব মারা গেলে তাহাকে দুই মাস পাঁচ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

আবূ হানীফা ও তাহার শিষ্যগণ এবং ছাওরী ও হাসান ইব্ন হাই বলেনঃ তাহাকে তিন ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। আলী (রা) ইব্ন মাসউদ (রা), আতা ও ইব্রাহীম নাখঈও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদের (রা) একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রহিয়াছে যে তাহার ইদ্দত হইল এক হায়েয মাত্র।

ইব্ন উমর (রা) শা'বি, মাকহুল, লাইছ, আবূ উবাইদ, আবূ ছাওয়া এবং জমহুরের মাযহাবও ইহা। লাইছ (রা) বলেন ঃ যদি ঋতুর অবস্থায় কোন দাসীর মনিবের মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সেই ঋতু শেষ হইলেই তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে।

মালিক (রা) বলেন ঃ যদি তাহার ঋতু না আসে, তাহলে তাহার ইদ্দতকাল হইল তিন মাস। ইমাম শাফেঈ (র) সহ জমহুর ওলামা বলেন ঃ আমাদের নিকট তাহার উদ্দতকাল এক মাস তিন দিনই বেশি পসন্দনীয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِى اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

(তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করিবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন পাপ নাই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রহিয়াছে)। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মৃত স্বামীর জন্য ইদ্দতকালে শোক করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। সহীহ্দ্বয়ে উম্মে হাবীবা (রা) ও যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহার পক্ষে কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশি বিলাপ করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করিবে।

সহীহ্দ্বয়ে উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল - হে আল্লাহর রাসূল! আমার মায়ের স্বামী মারা গিয়াছে। তাহার চক্ষুদ্বয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। তাই আমি তাহার চোখে সুরমা লাগাইয়া দিব কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, না। এইভাবে মহিলা পুনরাবৃত্তি করিয়া দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলে হুযুর (সা) একই উত্তর দেন। অতঃপর বলেন, ইহা তো মাত্র চার মাস দশ দিন। জাহেলী যুগে তো তোমরা বছরের পর বছর ধরিয়া অপেক্ষা করিতে।

যয়নাব বিনতে উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ পূর্বে কোন মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করিলে তাহাকে কুড়েঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইত এবং নিকৃষ্টতম কাপড় পরিয়ে দেওয়া হইত। আর কোন সুগন্ধি স্পর্শই করিতে দেওয়া হইত না। এইভাবে দীর্ঘ একটি বছর অতিবাহিত হইয়া যাইত। ইহার পর যখন বাহির হইত তখন তাহার প্রতি উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করা হইতে।

অতঃপর গাধা, ছাগল বা পাখির শরীরের সাথে নিজের শরীরকে ঘর্ষণ করিতে হইত। ইহাতে কোন সময় সে মারাও যাইত।

তবে বহু আলিম বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াতের দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। উহা হইল এই ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ

(আর তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে, তাহাদের স্ত্রীদেরকে ঘর হইতে বাহির না করিয়া এক বছর পর্যন্ত তাহাদের খরচের ব্যাপারে ওসীয়াত করিয়া যাইবে।) ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে আরও কথা রহিয়াছে। শীঘ্রই উহার বিবরণ আসিতেছে।

উল্লেখ্য যে, ইদ্দতের সময় সৌন্দর্য চর্চা করা, সুগন্ধি মাখা এবং এমন কাপড় ও অলংকার ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, যাহাতে পুরুষরা আকৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিধবাদের ইদ্দতের সময়ই কেবল ইহা ওয়াজিব। তালাকে রাজঈর ইদ্দতের সময় ইহা পালন করা ওয়াজিব নয়।

ইহা তালাকে বাইনের সময় পালনীয় বা ওয়াজিব কিনা, সে বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। তবে স্বামী মারা গেলে প্রতিটি ছোট-বড় আযাদ ও দাসীর ইদ্দত পালন করিতে হইবে। সাধারণভাবে আয়াতের অর্থেও ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ইমাম ছাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সংগীগণ বলেন ঃ কাফির মহিলার উপর ইহা ওয়াজিব নহে। এই মতের সমর্থক আশহাব ও ইমাম মালিকের সহচরদের নিকট হইতে ইব্‌ন নাফে দলীল হিসাবে রাসূলের (সা) এই কথাটি পেশ করেন। যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহার জন্যে মৃতের উপর তিন দিনের বেশি বিলাপ করা বৈধ নয়। হাঁ, তবে স্বামীর জন্যে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করিতে হইবে।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইদ্দত পালন একটি ইবাদাত। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র), তাহার সংগীগণ ও ছাওরী (রা) বলেন ঃ নাবালেগার জন্য ইবাদাত নাই বলিয়া ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সাথীগণ দাসীদের বেলায়ও এই নির্দেশ প্রতিপাল্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেননা তাহারা স্বয়ম্ভর নহে। তবে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান ইহা নহে। ফিকাহ বিষয়ক গ্রন্থেই এই সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করা যায়। তাফসীর গ্রন্থে ইহা নিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা সমীচীন নহে। আল্লাহ ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ. অর্থাৎ তাহারা যখন ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নিবে। যিহাক ও রবী ইব্‌ন আনাস (রা) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হইবার পরে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (উহাতে তোমাদের কোন পাপ নাই)। যুহরী (রা) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, সে নিজের ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অভিভাবকদের কোন পাপ হইবে না। فِيْمَا فَعَلْنَ (নীতিসংগত ব্যবস্থা নিলে) অর্থাৎ ইদ্দত পালন সমাপ্ত করিয়া থাকিলে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ওয়াকী (রা) বলেন ঃ স্বামী তালাক দিলে অথবা মারা গেলে ইদ্দত পালনের 'পর নতুন কোন পুরুষকে তাহার সাথে বিবাহে আকৃষ্ট করার জন্য সৌন্দর্য চর্চা করা বৈধ। মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন জারীজ বলেন ঃ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ বিবাহ একটি হালাল এবং পবিত্র কার্জ। হাসান হইতে যুহরী এবং সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○

**২৩৫. "কোন পাপ নাই তোমাদের সেই স্ত্রীদের ইংগিতে বিবাহের পয়গাম দিতে কিংবা অন্তরে বিবাহের ইচ্ছা পোষণে। আল্লাহ জানিয়াছেন যে, তোমরা অবশ্যই যথাশীঘ্র তাহাদিগকে স্মরণ করিবে। তবে তোমরা গোপনে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিও না। হ্যাঁ, বিধিসম্মত কথাবার্তা বলিতে পার। আর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনের সিদ্ধান্ত নিও না। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন, তাই তাহাকে ভয় কর। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীকে তাহার ইদ্দত পালন কালে আকারে ইঙ্গিতে বিবাহের পয়গাম পেশ করাতে কোন দোষ বা পাপ নাই।

তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মনসুর, জুবায়র, শু'বা ও ছাওরী (রা) প্রমুখ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ এই আয়াতের মর্মার্থে বলেনঃ পয়গাম পেশ করা অর্থাৎ এই ভাবে বলা যে, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই এবং আমি এই ধরনের মেয়েকে পসন্দ করি। এক কথায় স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব পেশ করা । অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি চাই যে, আল্লাহ যেন আমাকে পসন্দমত স্বামী মিলাইয়া দেন, এই ধরনের কথা বলা। তবে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন বাক্য বলিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিতে চাই না এবং আমি কোন সতী ও ধর্মভীরু স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে চাই। কোন বাইন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকেও তাহার ইদ্দতের মধ্যে এইরূপ শব্দ বলিয়া পয়গাম দেওয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মনসুর, যায়েদ, তালিক ইব্‌ন গানাম ও বুখারী (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ এইভাবে পয়গাম পেশ করা যে, আমি বিবাহ করিতে চাই, আমার স্ত্রীর প্রয়োজন এবং যদি কোন সতী-সাধ্বী মেয়ে হইত।

মুজাহিদ, তাউস, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইব্রাহীম নাখঈ, শা'বি, হাসান, কাতাদা, যুহরী, ইয়াযীদ ইব্ন কুসাইত, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ প্রমুখ এবং পূর্ববর্তী আলিম মনীষীগণের একটি দল ও কতিপয় ইমাম পয়গাম পেশ সম্বন্ধে বলেন ঃ মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীকে অস্পষ্ট ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া জায়েয রহিয়াছে। বাইন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকেও এইভাবে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ।

ফাতিমা বিনতে কায়েসকে (রা) যখন তাহার স্বামী আবূ আমর ইব্ন হাফস (রা) তৃতীয় তালাক দিয়াছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন– 'তুমি ইব্ন মাকতুমের ঘরে ইদ্দত অতিবাহিত কর। তিনি আরো বলেন যে, তোমার ইদ্দত পালন শেষ হইয়া গেলে আমাকে জানাইবে'। অতঃপর তিনি ইদ্দত হইতে মুক্ত হইলে উসামা ইব্ন যায়দ (রা) তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং উসামার সহিত তাহার বিবাহ হয়।

তবে তালাক রজঈর ইদ্দত চলাকালে স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো জন্যে পয়গাম দেওয়া জায়েয নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ মহিলাদেরকে বিবাহের ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মনে যাহা গোপন রাখিয়াছ।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَايُعْلِنُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য অভিসন্ধী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত রহিয়াছেন। তেমনি অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন। وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ

অর্থাৎ আমি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সবচাইতে বেশী জানি। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ

'আল্লাহ তা'আলা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, তাঁহার বান্দাগণ তাহাদের কাঙ্ক্ষিত নারীদেরকে অন্তরে স্মরণ করিবে।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতাংশের দ্বারা এই বিষয়ে মনের সংকীর্ণতা দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلٰكِنْ لَّاتُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا কিন্তু গোপনভাবে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিও না।

আবূ আজলায, আবূ শা'শা, জাবির ইব্ন যায়েদ, হাসান বসরী, ইব্রাহীম নাখঈ, কাতাদা, যিহাক, রবী ইব্ন আনাস, সুলায়মান তাইমী, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও সুদ্দী (রা) এই আয়াত সম্বন্ধে বলেনঃ ইহার মর্মার্থ হইল, ব্যভিচার । ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর (রা) বর্ণনায়ও এইরূপ মর্মার্থ উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্ন জারীরও (রা) ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা। وَلٰكِنْ لَّاتُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا এই আয়াত সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন ঃ এইভাবে না বলা যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং তুমি অংগীকার কর যে, আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে না ইত্যাদি।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে শা'বি, ইকরামা, আবূ যূহা, যিহাক, যুহরী, মুজাহিদ ও ছাওরী (রা) বলেনঃ মহিলার নিকট হইতে এইভাবে কথা নেওয়া যে, 'তাহাকে ছাড়া সে অন্য কাউকে বিবাহ করিবে না'।

মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ পুরুষ ব্যক্তির মহিলাকে এইভাবে বলা যে, 'তুমি আমাকে ভুলিও না, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।'

কাতাদা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীদের ইদ্দতের সময় তাহাদের নিকট হইতে এইভাবে কথা নেওয়া যে, তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এইভাবে বলিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। তবে বিবাহে আগ্রহ দেখান ও পয়গাম পেশ করা এই নির্দেশের ব্যতিক্রম।

ইব্ন যায়েদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ وَلٰكِنْ لَّاتُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا অর্থাৎ ইদ্দতের সময় গোপনে বিবাহ করিয়া ইদ্দত পরবর্তী সময়ে তাহা প্রকাশ করা।

উল্লেখ্য যে,এই স্থানে উল্লিখিত প্রতিটি উক্তিই আলোচ্য আয়াতাংশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا অর্থাৎ 'শরী'আতের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করিয়া নিবে।'

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, সুদ্দী, ছাওরী ও ইব্ন যায়েদ (রা) বলেন ঃ সাধারণ পয়গাম পেশ করার চাইতে বাড়াবাড়ি না করা। যথা, ইহা বল যে, আমি তোমার প্রতি আসক্ত ইত্যাদি।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেনঃ আমি উবায়দা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا এই আয়াতাংশের অর্থ কি ? তিনি বলেন, মহিলার তাহার অভিভাবকদেরকে বলা যে, আপনারা (আমার বিবাহের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করিবেন না। অর্থাৎ আমাকে না জানাইয়া বিবাহ দিবেন না। ইব্ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ (আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত বিবাহ করার কোন সংকল্প করিবে না)। অর্থাৎ ইদ্দত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, শা'বী, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস, আবূ মালিক, যায়েদ ইব্ন আসলাম, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, যুহরী, আতা খোরাসানী, সুদ্দী, ছাওরী ও যিহাক (র) প্রমুখ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهٗ অর্থাৎ ইদ্দত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। সকল ইমামের এই বিষয়ে ইজমা রহিয়াছে যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ শুদ্ধ নয়।

কোন ব্যক্তি যদি ইদ্দতের মধ্যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং সহবাস হওয়ার পর যদি তাহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রী কি তাহার জন্য চিরকালের মত হারাম হইয়া যায় ? এই বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। জমহুরের অভিমত হইল যে, সে তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে না; বরং তাহার ইদ্দত শেষ হইলে সে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিবে।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ সে চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। তিনি দলীল হিসাবে ইব্ন শিহাব ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ

ইদ্দতের মধ্যে যে মহিলার বিবাহ হয় এবং স্বামীর সহিত যদি তাহার মিলন না ঘটে, তাহা হইলে এইরূপ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য এই মহিলা তাহার পূর্ব স্বামীর

ইদ্দত শেষ করিয়া ফেলিলে তখন এই লোকটিও অন্যান্য লোকের মতই তাহাকে বিবাহের পয়গাম দিতে পারিবে। কিন্তু যদি দুই জনের মধ্যে মিলন ঘটিয়া যায় ও পরে তাহাদেরকে পৃথক করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এই মহিলা তাহার পূর্ব স্বামীর ইদ্দতকাল শেষ করার পর দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালন করিবে। ইহার পর দ্বিতীয় স্বামী আর কখনো তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

যেহেতু সে তাড়াহুড়া করিয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়-সীমার ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করিল না, সেহেতু তাহাকে এই শাস্তি দেওয়া হইল যে, সেই স্ত্রী তাহার জন্যে চিরদিনের তরে হারাম হইয়া গেল। এই মতের মনীষীগণ সকলেই উহার এই কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়।

ইমাম শাফেঈ (র) ইমাম মালিক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম বায়হাকী (রা) বলেন যে, ইমাম মালিকের (র) প্রথম উক্তি অবশ্য ইহাই ছিল। কিন্তু তিনি পরে ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পরবর্তী অভিমত হইল যে, দ্বিতীয় স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিবে। কেননা আলীর (রা) অভিমত হইল যে, তাহাকে বিবাহ করা জায়েয হইবে (অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিবে)।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি যে, হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত এই বিষয়ক হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে ছেদ রহিয়াছে। তবে মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, আশআছ ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং পরবর্তীতে বলিয়াছেন যে, মহরানা আদায় করিয়া ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উহারা পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ (জানিয়া রাখ, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন। অতএব তোমরা তাহাকে ভয় কর।') অর্থাৎ মহিলাদের ব্যাপারে পুরুষের অন্তরে যে চিন্তা বা কামনার সৃষ্টি হয়, উহা হইতে আল্লাহ সাবধান করিয়াছেন। পরন্তু মনকে মন্দ চিন্তা-চেতনা হইতে পবিত্র রাখিয়া উত্তম ও মহৎ ভাবনায় ব্রত রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার রহমত হইতে নিরাশ না হওয়ার কথা বলিয়া ঘোষণা করেন যে, وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ অর্থাৎ আর তোমরা জানিয়া রাখ, আল্লাহ অতি দয়ালু এবং ক্ষমাশীল।

(٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ○

২৩৬. "যে সকল স্ত্রীকে তোমরা স্পর্শ কর নাই কিংবা কোন মহরানা ধার্য কর নাই, তাহাদিগকে যদি তালাক দাও তাহাতে পাপ নাই। আর তাহাদিগকে সচ্ছলরা সচ্ছলতা অনুসারে ও দরিদ্ররা দারিদ্র্য অনুপাতে ন্যায়সংগত সম্পদ দিয়ে দাও। পুণ্যবানদের ইহা বিশেষ দায়িত্ব।"

**তাফসীর ঃ** আল্লাহ তা'আলা বিবাহের পর সহবাসের পূর্বেও স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়িয রাখিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), তাউস ও হাসান বসরী বলেন ঃ আয়াতে উল্লিখিত المس। শব্দটির অর্থ হইল বিবাহ। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া বৈধ। তবে মহর নির্ধারিত না থাকিলেও তাহাকে মনঃকষ্ট না দিয়া খুশি করা মানবিক দায়িত্ব বটে। তাই আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে স্বামীর অবস্থানুপাতে আর্থিক সাহায্য করিতে বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইসমাঈল ইব্‌ন আমীয়া ও সুফীয়ান ছাওরী (রা) বলেনঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দান করার ব্যাপারে সবচাইতে উত্তম হইল পরিচারক দান করা। ইহার চাইতে নিম্নমানের হইল নগদ অর্থ দান করা। সর্বনিম্ন হইল কাপড় দান করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বলেন ঃ স্ত্রী যদি ধনী হয় তাহা হইলে খাদেম বা পরিচালক ইত্যাদি দান করিবে। আর গরীব হইলে তিনখানা কাপড় দান করিবে। শা'বি বলেন ঃ এই বিষয়ে মধ্যম পন্থা হইল জামা, দোপাট্টা, লেপ ও চাদর দেওয়া। শুরাইহ বলেন ঃ পাঁচশত দিরহাম প্রদান করিবে।

আইয়ুব ইব্‌ন সীরীন (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মার ও আবদুর রাযযাক বলেনঃ গোলাম দিবে অথবা খাদ্য দিবে অথবা কাপড় দিবে। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) তাহার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দশ হাজার দীনার বা দিরহাম দিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদের তুলনায় ইহা অতি নগণ্য বটে। ইমাম আবূ হানীফার (রা) অভিমত হইল যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে 'মুতা' লইয়া যদি বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহার বংশের মহিলাদের যে মহর নির্ধারিত রহিয়াছে উহার অর্ধেক প্রদান করিবে।

ইমাম শাফেঈর (র) সর্বশেষ অভিমত হইল যে, মুতআর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য স্বামীকে চাপ দেওয়া যাইবে না। বরং এমন অল্প বস্তু যাহাকে 'মুতা' বলা যায় উহাই যথেষ্ট। আর আমি মনে করি যে, ঐ কাপড়কে 'মুতা' বলা যাইবে যাহাতে নামায আদায় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে তাহার পূর্বের অভিমত হইল যে, মুতার জন্য কোন নির্ধারিত জিনিস আছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে কমপক্ষে ত্রিশ দিরহাম দেওয়াকে আমি ভাল মনে করি। ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

উলামাগণ এই বিষয়ে ইখতেলাফ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কি 'মুতা' দিতে হইবে, না শুধুমাত্র সহবাস করা হয় নাই এইরূপ নারীকেই মুতা দিতে হইবে ? প্রথম দলের অভিমত হইল যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই মুতা প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً.

অর্থাৎ হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীদিগকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি ইহলৌকিক জীবন ও উহার সৌন্দর্য পসন্দ কর তাহা হইলে আস, আমি তোমাদিগকে কিছু আসবাব দিয়া নিয়মানুযায়ী পরিত্যাগ করি।' অবশ্য তাঁহাদের সকলেরই মহরানা নির্ধারিত ছিল এবং তাঁহারা সকলেই ছিলেন সহবাসকৃতা।

ইহা হইল সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, আবুল আলীয়া ও হাসান বসরী প্রমুখের উক্তি। ইমাম শাফেঈরও (রা) অনুরূপ একটি অভিমত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এইটাই তাঁহার সর্বশেষ ও সঠিক অভিমত। আল্লাহ ভাল জানেন।

দ্বিতীয় দল বলেন ঃ তালাকপ্রাপ্তা সহবাসকৃতা স্ত্রীই মুতা প্রাপ্তির একমাত্র উপযুক্ত। যদিও তাহার মহরানা ধার্য থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْ
هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً.

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপনকারিণী নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদিগকে সহবাস করার পূর্বে তালাক প্রদান কর, তখন তোমাদের পক্ষ হইতে তাহাদের কোন ইদ্দত নাই যাহা তাহারা অতিবাহিত করিবে। তাই তোমরা তাহাদিগকে কিছু আসবাবপত্র দিয়া দাও এবং নিয়মানুযায়ী পরিত্যাগ কর।"

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের (র) সূত্রে কাতাদা হইতে শু'বা প্রমুখ বলেন ঃ

সূরা আহযাবের এই আয়াতটি সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। বুখারী (র) সহল ইব্‌ন সাআদ ও আবূ সাঈদ হইতে তাঁহার সহীহ হাদীস সংকলন বুখারী শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উমাইমা বিনতে শারহীল (রা)-কে বিবাহ করেন। তাহাকে বিবাহ করার কালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দেন। কিন্তু তিনি উহা খারাপ মনে করেন। তখন রাসূলাল্লাহ (সা) হযরত উসাইদ (রা)-কে বলেন, "তাহাকে দুইখানা নীল কাপড় দিয়া বিদায় দিয়া দাও।"

তৃতীয় দলের অভিমত হইল যে, সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা মুতা পাইবে যাহার সংগে তাহার স্বামীর সহবাস হয় নাই এবং তাহার মহরও নির্ধারিত হয় নাই। আর যদি মহর নির্ধারিত না থাকে এবং সহবাস হওয়ার পর যদি তালাক প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই মহিলা মহরে 'মিছাল' প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ সেই মহিলার নিকটাত্মীয়াদের বিবাহে যে মহর নির্ধারিত হইয়াছে সেই পরিমাণ পাইবে। অন্যদিকে মহর নির্ধারিত স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করিলে তাহাকে অর্ধেক মহর দিতে হইবে। কিন্তু মহর নির্ধারিত স্ত্রীর সংগে সহবাস হইয়া থাকিলে তাহাকে পূর্ণ মহর দিতে হইবে। আর ইহাই তখন 'মুতার' বিনিময় হিসাবে পরিগণিত হইবে। হাঁ, তবে সেই বিপদগ্রস্তা মহিলার জন্যে মুতা দিতে হইবে যাহার সংগে সহবাস হয় নাই এবং মহরও নির্ধারিত করা হয় নাই, এমতাবস্থায় তালাক দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের ভাষ্যও ইহা। ইব্‌ন উমর (রা) ও মুজাহিদের অভিমতও এইরূপ।

তবে আলিমদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু দেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু যাহাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হইয়াছে এবং মহর ধার্য করা

হয় নাই, তাহাদিগকে অবশ্যই উহা দিতে হইবে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত সূরা আহ্‌যাবের আয়াতটির ভাবার্থও ছিল ইহা।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًابِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.

আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসমর্থদের জন্য তাহাদের সাধ্য অনুযায়ী যে খরচ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা দান করা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, ইহা সেই আলিমগণের দলীল যাহারা প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে কিছু না কিছু দেওয়া উত্তম বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

শা'বী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইব্‌ন আবূ কাইস ওরফে আমর, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ইসহাক, কাছীর ইব্‌ন শিহাব আল কুযাইনী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেনঃ শা'বীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে মুতা' না দিলে কি আল্লাহর নিকট দায়ী থাকিতে হইবে? তদুত্তরে তিনি এই আয়াত পড়েন عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ অতঃপর বলেন, আল্লাহর কসম! আমি কাহাকেও এই অপরাধে শাস্তি প্রদান করিতে দেখি নাই। আল্লাহর কসম, ইহা যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইত, তাহা হইলে বিচারকগণ এই ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিগণকে বন্দী করিয়া অবশ্যই শাস্তি দিতেন!

(٢٣٧) وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

**২৩৭. "আর যদি তোমরা স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহাদের মহর নির্ধারিত করিয়া থাক, তাহা হইলে অর্ধেক মহর আদায় করিবে। তবে হাঁ, যদি স্ত্রী ক্ষমা করিয়া দেয় কিংবা স্বামী পূর্ণ মহর আদায় করে (তাহাতে দোষ নাই)। আর স্বামী পূর্ণ মহর দিলে তাহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটতর হইবে। তোমরা পরস্পরের উপকার ভুলিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যাহা কর তাহা দেখেন।"**

তাফসীর ঃ এই পবিত্র আয়াতটি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্বের আয়াতে মুতার জন্য যাহাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে কেবল তাহারাই মুতার উপযুক্ত প্রাপক। কেননা, এই আয়াতটিতে তাহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সহবাস পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা ও মহর নির্ধারিত মহিলা নির্ধারিত মহরের অর্ধেক প্রাপ্ত হইবে। যদি অর্ধেক মহর ছাড়া মুতা ওয়াজিব

হইত তাহা হইলে অবশ্যই উহা বর্ণনা করা হইত। কেননা দুইটি আয়াতে এই বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া অর্ধ মহরের উপর আলিমদের ইজমা হইয়াছে। কিন্তু তিন জন আলিম বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থানের পর সহবাস প্রমাণিত না হইলেও পূর্ণ মহর দিতে হইবে। ইমাম শাফেঈর (র) পূর্বের মতও ছিল এইরূপ। খুলাফায়ে রাশিদাও এইরূপ নির্দেশ দিতেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, লাইছ ইব্ন আবূ সালীম, ইব্ন জারীর, মুসলিম ইব্ন খালিদ ও শাফেঈ (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি বিবাহ করা স্ত্রীর সহিত সহাবস্থান করিয়াছে, কিন্তু তাহার সাথে সহবাস করে নাই, এমতাবস্থায় তাহাকে তালাক দিলে সে কেবল অর্ধ মহর পাইবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

অর্থাৎ 'যদি মহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়া দাও, তাহা হইলে যে মহর সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহার অর্ধেক দিতে হইবে।' শাফেঈ (র) বলেন, আমাদের অভিমত স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

বায়হাকী (র) বলেন ঃ এই রিওয়ায়েতের একজন বর্ণনাকারী লাইছ ইব্ন আবুল সালিমের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে এই রিওয়ায়েতটি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তালহার (র) সূত্রেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করিয়া দেন। অর্থাৎ নারীরা যদি স্বেচ্ছায় মহর মাফ করিয়া দেয় তাহা হইলে স্বামী দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও সুদ্দী (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সায়্যিবা (কুমারিত্ব হারা) মহিলা যদি স্বামীকে মহর মাফ করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহা কার্যকর হইবে। ইহা ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিমের অভিমত।

শুরাইহ, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, ইকরামা, মুজাহিদ শা'বী, হাসান, নাফে, কাতাদা, জাবির ইব্ন যায়িদ, আতা খোরাসানী, যিহাক, যুহরী, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, ইব্ন সীরীন, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কারযী এই ব্যাপারে মতান্তর প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, اِلَّا اَنْ يَّعْفُوْنَ। এর অর্থ হইল, স্ত্রীকে স্বামীর মাফ করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ পুরুষ তাহার অর্ধেক অংশসহ পূর্ণ মহরই যদি দিয়া দেয় তবে তাহার এই অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য এই উক্তিটি অত্যন্ত বিরল উক্তি। কেননা ইহা অন্য আর কেহই বর্ণনা করেন নাই বা বলেন নাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অর্থাৎ কিংবা বিবাহের বন্ধন যাহার অধিকারে সে যদি ক্ষমা করিয়া দেয় তাহা স্বতন্ত্র কথা।'

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন শুআ'ইবের দাদা, তাহার পিতা, আমর ইব্ন শুআ'ইব, ইব্ন লাহিয়া ও ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ 'বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হইল স্বামী।' আবদুল্লাহ্ ইব্ন লাহিয়ার হাদীসে ইব্ন মারদুবিয়াও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আমর ইব্ন শুআ'ইব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন লাহিয়া ও ইব্ন জারীরও রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদ এইভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, আমর ইব্ন শুআইবের দাদা ও দাদার পিতা হইতে আমর ইব্ন শুআইব বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন আসিম ওরফে ঈসা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ হাতিম ওরফে জাবির, আবূ দাঊদ, ইউনুস ইব্ন হাবীব ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আসিম বলেনঃ শুরাইহকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ আমি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বিবাহ বন্ধনের অধিকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, বিবাহ বন্ধনের অধিকারী কি স্ত্রীর অভিভাবকগণ ? আলী (রা) বলেন- 'না, বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হইল স্বামী।' একাধিক রিওয়ায়েতে ইব্ন আব্বাস (রা), জুবাইর ইব্ন মুতইম ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব এবং শুরাইহর এক অভিমতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, শা'বী ইকরামা, নাফে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, যিহাক, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আলকারযী, জাবির ইব্ন যায়েদ, আবূ মাজলায, রবী ইব্ন আনাস, ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া, মাকহুল ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হইল স্বামী।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি– ইমাম শাফেঈর (র) নতুন অভিমতও ইহা। ইমাম আবূ হানীফা (রা) ও তাঁহার সাথীগণ, ছাওরী, ইব্ন শিবরিমাহ ও আওযাঈর মাযহাবও ইহা এবং ইব্ন জারীর ও এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন।

মূলত বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হইল স্বামী। কেননা বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রাখা, ভাংগিয়া দেওয়া, আলাদা করিয়া দেওয়া ইত্যাদি ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী স্বামী। অথচ অভিভাবক যেমন অভিভাবকত্বের অধীন ব্যক্তির সম্পত্তি কাহাকেও দান করিতে পারে না, তেমনি কাহারও স্ত্রী মহর মাফ করিয়া দিতে পারে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, হাম্মাদ ইব্ন মুসলিম, ইব্ন আবূ মরিয়াম ও আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আয়াতে বর্ণিত বিবাহ বন্ধনের অধিকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন ঃ ইহার অধিকারী হইল স্ত্রীর ভাই, বাপ এবং সে সকল ব্যক্তি যাহাদের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হয় না। আলকামা, হাসান, আ'তা তাউস, যুহরী, রবীআ', যায়েদ ইব্ন আসলাম, ইব্রাহীম নাখঈ ও ইকরামা এবং মুহাম্মদের দুইটি উক্তির একটি হইল যে, স্ত্রীর অভিভাবকগণই উহার অধিকারী। ইমাম মালিকের (র) মাযহাব এবং ইমাম শাফেঈর (র) পূর্ব অভিমতও ছিল ইহা। কেননা, মূলত যে অধিকারে সে এখন অধিকারী তাহার অবিভাবকরাই তাহাকে এই অধিকার প্রদান করিয়াছে। তাই এই ব্যাপারে তাহাদের হস্তক্ষেপের অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য তাহার অন্যান্য সম্পদের ব্যাপারে অভিভাবকদের কোন অধিকার নাই।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান, সাঈদ ইব্ন রবী আল রাযী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে মাফ করার অধিকার দিয়াছেন। তাই যে কোন স্ত্রীর জন্যই মাফ করা জায়েয রহিয়াছে। তবে স্ত্রী যদি কার্পণ্য ও সংকীর্ণতার দরুন মাফ করিতে সংকোচ বোধ করে তাহা হইলে তাহার অভিভাবকগণও মাফ করিয়া দিতে পারেন। এই বিষয়ে তাহাদেরও মাফ করার বৈধ অধিকার রহিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, অভিভাবকগণ তখনই অধিকার প্রয়োগ করিবে যখন সে এই বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করিবে। শুরাই হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শা'বী ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেনঃ ইহার অধিকারী হইল স্বামী। এমনকি তিনি শেষে এই কথার উপর মুবাহালা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى অর্থাৎ আর তোমরা যদি ক্ষমা কর, তবে তাহা হইবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী।

ইব্ন জারীর প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা পুরুষ মহিলা উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'তা ইব্ন আবূ রুবাহ, ইব্ন জারীর, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে মাফ করিয়া দিবে সে বেশী পরহেযগারীর নিকটবর্তী হইবে। শা'বি (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মুজাহিদ, নাখঈ, যিহাক, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, রবী ইব্ন আনাস ও ছাওরী (রা) বলেন ঃ উভয়ের মধ্যে উত্তম সে যে নিজের প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবে। অর্থাৎ হয় স্ত্রী তাহার অর্ধেক প্রাপ্য স্বামীকে ছাড়িয়া দিবে অথবা স্বামী স্ত্রীর প্রাপ্য অর্ধেক মহরের পরিবর্তে পূর্ণ মহর দিয়া দিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (তোমরা পরস্পরের উপকারকে ভুলিয়া যাইও না)। অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের কৃতজ্ঞ হও। সাঈদ ইহার এই মর্মার্থ বলিয়াছেন। যিহাক, কাতাদা, সুদ্দী, আবূ ওয়াইল আল মা'রূফ প্রমুখ বলেন ঃ অর্থাৎ একে অপরকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না, বরং কর্মসংস্থান করিয়া দাও।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ, আবদুল্লাহ ইব্ন ওলীদ আর রসাফী, ইউনুস ইব্ন বুকাইর, উকবাহ ইব্নে মুকাররাম, মূসা ইব্ন ইসহাক, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, মানুষের উপর এমন একটি বেদনাময় যুগ আসিবে যে, মু'মিনগণও তাহার হাতের জিনিস দাঁত দিয়া গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ মানুষেরা কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করিবে ও উপকার ভুলিয়া যাইবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 'তোমরা পরস্পপরের অনুগ্রহের কথা ভুলিয়া যাইও না।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ شرار يبا يعون كل مضطر অর্থাৎ "সেই সকল লোক নিকৃষ্টতম যাহারা অপরের অভাব ও অসহায়তার সুযোগে তাহাদের জিনিস -পত্র সস্তা মূল্যে কিনিয়া নেয়।" রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ হঠকারিতা অর্থাৎ অভাবের সময় অভাবীদের নিকট হইতে সস্তা মূল্যে ক্রয় করাকে নিষিদ্ধ করিয়া বলেন– তোমার নিকট কোন ভালো পয়গাম থাকিলে তাহা অন্য ভাইকে পৌঁছাও। তবে অন্যের ধ্বংস তাণ্ডবের অবাঞ্ছিত কাজে অংশ নিও

না। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই সমতুল্য। তাই তাহাকে কষ্ট দিবে না এবং মঙ্গল হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিবে না।।

আবূ হারুন হইতে সুফিয়ান বলেন ঃ

আমি আউন ইব্‌ন আবদুল্লাহকে আল কারযীর মজলিসে দেখিয়াছি। তিনি আমাদিগকে হাদীস বলিতেন এবং তাঁহার আঁসু বহিয়া শশ্রু সিক্ত হইয়া যাইত। আর তিনি বলিতেন –আমি যখন ধনীদের সংগে থাকি তখন মনে বড় দুশ্চিন্তা অনুভব করি। কেননা, তখন যেই দিকেই তাকাই সেই দিকের সবাইকে আমার চাইতে উত্তম পোশাক, দামী সুগন্ধি ও চমৎকার আরোহীতে দেখিতে পাই। তবে গরীবদের মজলিসে বসিলে মনে বড় আনন্দ পাই। অতঃপর তিনি وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ এই আয়াতটি উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ ভিক্ষুক আসিলে তাহাকে কিছু না দিতে পারিলেও অন্তত তাহার মঙ্গলের জন্য দো'আ কর। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সার্বিক কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ তাহার নিকট তোমাদের কোন কাজ ও কোন অবস্থা স্পষ্ট নয় এবং অতি সত্বরই তিনি প্রত্যেককে তাহার আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিবেন।

(٢٣٨) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

(٢٣٩) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۚ فَإِذَآ أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

**২৩৮. "তোমরা নামাযের হিফাযত কর, বিশেষত মধ্যবর্তী নামায। আর আল্লাহর জন্য সবিনয়ে দণ্ডায়মান হও।"**

**২৩৯. "তারপর যদি সন্ত্রস্তাবস্থায় থাক, তাহা হইলে হাটা অবস্থায় কিংবা বাহনে চড়িয়া (নামায পড়)। অতঃপর যখন নিরাপদ হইবে, তখন সেইভাবে আল্লাহর নাম লও যেভাবে তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।"**

তাফসীর ঃ এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা নামাযের নির্ধারিত সময়ের হিফাযত, তাহার সীমাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময়ের প্রথম অংশে নামায আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। সহীহদ্বয়ে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোন্ আমলটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বলেন, সময় মত নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পরে? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পরে? তিনি বলেন, পিতা-মাতার সংগে সদ্ব্যবহার করা। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহকে (সা) আরও জিজ্ঞাসা করিতাম তাহা হইলে তিনি আরো বলিতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাই'আত গ্রহণকারিণীদের মধ্যে অন্যতম উম্মে ফারওয়াহ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্ন গনামের দাদী উম্মে আবীহি দুনিয়া, কাসিম ইব্ন গনাম যে, উম্মে ফারওয়াহ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আমলের বর্ণনা সম্বন্ধে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয় আমল হইল আউয়াল ওয়াকতে নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করা। আবূ দাউদ (র) এবং তিরমিযীও (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (রা) বলেন ঃ এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে উমরী নামক ব্যক্তি আমাদের নিকট অপরিচিত। উপরন্তু হাদীসবেত্তাগণের নিকট তাহার কোন রিওয়ায়েত নির্ভরযোগ্যও নয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে অন্যান্য নামায হইতে মধ্যবর্তী সময়ের নামাযকে অত্যধিক গুরুত্ব ও তাগাদার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তবে মধ্যবর্তী নামায কোন্‌টি, এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ মতভেদ করিয়াছেন। আলী (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম মালিকের (র) মুআত্তার এক বর্ণনা সূত্রে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহা হইল ফজরের নামায।

আবূ রিজা আল আ'তারিদী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'উফ আল আ'রাবী, শরীক, আবদুল ওহাব, ইব্ন আবী আদী, গুন্দুর, ইব্ন আলীয়া ও হাশীম বর্ণনা করেন যে, আবূ রিজা আল আ'তারিদী (র) বলেন ঃ আমি একদা ইব্ন আব্বাসের (রা) পিছনে ফজরের নামায পড়িয়াছিলাম। সেই নামাযে তিনি হাত উঠাইয়া কুনুতও পড়িয়াছিলেন। অতঃপর বলিয়াছিলেন, ইহা সেই মধ্যবর্তী নামায যাহাতে আমাদেরকে কুনুত পড়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খাল্লাস ইব্ন আমর ও আ'উফের হাদীসেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) একদা বসরার মসজিদে ফজরের নামায পড়ার সময় রুকুর পূর্বে কুনুত পড়িয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহাই হইল মধ্যবর্তী নামায, যাহার কথা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কিতাবে বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পড়েন ঃ

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

"সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে বিনয়ের সহিত দাঁড়াও।"

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্ন আনাস, ইব্ন মুবারক ও মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা দামিগানী বর্ণনা করেন যে, আবুল আ'লীয়া বলেন ঃ একদা আমি বসরায় আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকের (র) পিছনে ফজরের নামায পড়ি। তখন আমি আমার পাশের এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মধ্যবর্তী নামায কোন্‌টি ? তিনি বলিলেন, এই নামাযটি।

অন্য একটি সূত্রে আবুল আলীয়া হইতে রবী বর্ণনা করেন যে, আবুল আলীয়া বহু সাহাবীদের সহিত ফজরের নামায পড়েন। নামায শেষ করিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মধ্যবর্তী নামায কোন্‌টি ? তদুত্তরে তাহারা বলেন, যে নামায আপনি কিছু পূর্বে আদায় করিয়াছেন, তাহাই।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন উসামা ও ইব্‌ন বাশার বর্ণনা করেন ঃ ফজরের নামায হইল মধ্যবর্তী নামায। ইব্‌ন উমর (রা), আবূ উমামা, আনাস, আবুল আলীয়া, উবাইদ ইব্‌ন উমাইর, আ'তা, মুজাহিদ, জাবির ইব্‌ন যায়েদ, ইকরামা ও রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখ হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন হাদ হইতে ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ র্বণনা করিয়াছেন। শাফেঈ (র)-ও নিজের পক্ষে এই দলীল পেশ করিয়াছেন। আর তাঁহার নিকট কুনুত হইল ফজরের নামাযের দু'আ।

যাহারা বলেন যে, ফজরের নামাযই হইল মধ্যবর্তী নামায, তাহাদের যুক্তি হইল যে, এই নামাযের মধ্যে কোন অবস্থাতেই কম করা যায় না। উপরন্তু ইহার আগে-পরে চার রাকাআতওয়ালা দুই ওয়াক্ত নামায রহিয়াছে। উহা বিশেষ সময় সংক্ষিপ্তভাবেও আদায় করা যায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ এই মধ্যবর্তী নামায হইল মাগরিবের নামায। তাহাদের যুক্তি হইল যে, ইহার পরে রাত্রে শব্দ করিয়া পড়ার দুইটি ওয়াক্ত রহিয়াছে এবং ইহার পূর্বেও আছে নিঃশব্দে পড়ার দুই ওয়াক্ত নামায।

আবার কেহ বলিয়াছেন ঃ উহা হইল জুহরের নামায। ইব্‌ন মা'বাদ ওরফে যুহরা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আমর ওরফে যবারকান, ইব্‌ন আবূ যুআব ও আবূ দাউদ তায়ালেসী স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মা'বাদ বলেন ঃ আমরা অনেকে যায়েদ ইব্‌ন ছাবিতের (রা) নিকট বসা ছিলাম (অর্থাৎ উক্ত মজলিসে এই বিষয় নিয়া আলোচনা হইতেছিল)। তখন উসামার (রা) নিকট লোক পাঠাইয়া মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন-উহা হইল যুহরের নামায। আর রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা সময়ের প্রথম ভাগে আদায় করিতেন।

যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর, যবারকান, আমর ইব্‌ন আবূ হাকীম, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যুহরের নামায সব সময়ই সময়ের প্রথম ভাগে আদায় করিতেন। আর সাহাবীদের নিকট ইহার চাইতে ভারী কোন নামায ছিল না। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ অর্থাৎ 'তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে আর আল্লাহর সামনে বিনয়ের সাথে দণ্ডায়মান হও।' তিনি আরো বলেন যে, ইহার পূর্বেও দুইটি নামায রহিয়াছে এবং পরেও দুইটি নামায রহিয়াছে। শু'বার সনদে আবূ দাউদ (র) তাহার সুনানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আহমাদ (র) ইহা বলিয়াছেন।

যবারকান হইতে ইব্‌ন আবূ ওহাব বর্ণনা করেন যে, কুরাইশদের একটি মাহফিলের নিকট দিয়া যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) যাইতেছিলেন। তাহারা তাহাকে যাইতে দেখিয়া তাহার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়া মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন-উহা হইল আসরের নামায। পুনরায় দুটি লোক তাহার নিকট এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন-উহা যুহরের নামায। অতঃপর সেই লোক দুইটি হযরত উসামাকে (রা) ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, উহা হইল যুহরের নামায। তিনি আরও বলেন, নবী করীম (সা) বেলা সামান্য হেলিলেই

যুহরের নামায আদায় করিতেন। তাই তাহার পিছনে তখন একটি বা দুইটি সারি হইত। কেননা লোকজন তখন বিশ্রাম নিত এবং ব্যবসায় ব্যস্ত থাকিত। তদুপলক্ষে এই আয়াতটি নাযিল হয়ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন -হয় লোক এই অভ্যাস ত্যাগ করিবে, অন্যথায় ইচ্ছা হয় তাহাদের ঘর-বাড়ি জ্বালাইয়া দিই। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী যবারকানের পরিচয় হইল যে, তিনি আমর ইব্ন উমাইয়া আল যামারীর পুত্র। অথচ তাহাকে সাহাবাদের কেহই চিনেন না। তবে ইহার পূর্ববর্তী উরওয়া ইব্ন যুবাইর ও যুহরা ইব্ন মা'বাদের রিওয়ায়েত দুইটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উমর (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, কাতাদা.হুমাম এবং শু'বা বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হইল যুহরের নামায। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আব্বান ইব্ন উছমানের পিতা, আবদুর রহমান ইব্ন আব্বান, উমর ইব্ন সুলায়মান, শু'বা, আবূ দাউদ তায়ালেসী প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ যুহর হইল মধ্যবর্তী নামায। একটি মারফূ' হাদীসে যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্ন সুলায়মান, শু'বা আবদুস সামাদ, যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ যায়েদা ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন, মধ্যবর্তী নামায হইল যুহরের নামায। ইব্ন উমর (রা), আবূ সাঈদ (রা) ও আয়েশাও (রা) ইহা বলিয়াছেন। উরওয়া ইব্ন যুবাইর ও আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন হাদও এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আবূ হানীফা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইমাম তিরমিযী ও বাগবী (র) বলেন ঃ উহা হইল আসরের নামায। সুবিজ্ঞ সাহাবাগণের অধিকাংশের অভিমতও ইহা । কাযী মাওয়ারদী (র) বলেন ঃ জমহুর তাবিয়ীনদের অভিমতও এইরূপ। হাফিজ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলেন ঃ অধিকাংশ হাদীসবিশারদের উক্তিও এই ধরনের। আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আতীয়া স্বীয় তাফসীরে লিখেন ঃ অধিকাংশ লোকই এইমত পোষণ করেন। হাফিজ আবূ মুহাম্মদ আবদুল মুমিন ইব্ন খলফ দামিয়াতী (র) স্বীয় পুস্তক كشف الغطا فى تبيين الصلاة الوسطى -এ বিভিন্ন যুক্তি-দলীল দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, উহা হইল আসরের নামায।

উমর (রা), আলী (রা) ইব্ন মাসউদ (রা), আবূ আইউব (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা), সুমরা ইব্ন জুন্দুব (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সাঈদ (রা), হাফসা (রা), উম্মে হাবীবা (রা), উম্মে সালমা (রা), ইব্ন উমর (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আয়েশা (রা) প্রমুখ হইতেও সহীহ সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। আর তাহাদের সূত্রে ইব্রাহীম নাখঈ, রযীন, রযীন ইব্ন হুবাইশ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইব্ন সীরীন, হাসান, কাতাদা, যিহাক, কালবী, মাকাতিল ও উবাইদ ইব্ন মারিয়াম প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাযী মাওয়াদী (র) বলেন ঃ ইহাই হইল ইমাম আহমদ (র) এবং শাফেঈর (র) মাযহাব। ইমাম আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদের মাযহাবও ইহা। ইব্ন হাবীব মালেকী (র) এইমত পসন্দ করিয়াছেন।

ইমামগণের দলীল ঃ আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাতীর ইব্ন শাকীল, মুসলিম, আ'মাশ আবূ মু'আবিয়া ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) বলিয়াছিলেন, তাহারা (কাফিররা) আমাদিগকে মধ্যবর্তী আসর নামায হইতে বিরত রাখিয়াছে-আল্লাহ তাহাদের অন্তর ও ঘরগুলিকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিন। অতঃপর হুযুর (সা), ঈসা ইব্ন ইউনুসের (র) হাদীসে আর তাঁহারা উভয়ে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), শাতীর ইব্ন শাকিল ইব্ন হুমাইদ, আবূ যুহা, মুসলিম ইব্ন সাবীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য আর একটি সূত্রে আলী (রা) হইতে ধারারাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন জাযার, হাকাম ইব্ন উমার, শু'বা ও মুসলিমও (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহদ্বয়, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও বিভিন্ন মুসনাদ, সুনান ও সহীহ সংকলকগণ আলী (রা) হইতে উবায়দা সালমানীর দীর্ঘ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী ও নাসায়ী আলী (রা) হইতে হাসান বসরীর সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিরমিযী (র) এই রিওয়ায়েতটি সম্পর্কে বলেন যে, তাহার নিকট হইতে শোনার ব্যাপারটি অপ্রসিদ্ধ।

আবূ যার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী, আহমাদ ইব্ন সিনান ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যার (রা) উবাইদাকে হযরত আলী (রা)-এর নিকট মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে আলী (রা) বলেন ঃ আমি ইহার ভাবার্থে ফজর অথবা আসরকে বুঝিতাম। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি বলেন, তাহারা আমাদিগকে মধ্যবর্তী নামায-আসর থেকে বিরত রাখিয়াছে। হে আল্লাহ! তাহাদের সমাধি, উদর ও ঘর সমূহ তুমি আগুন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও।

ইব্ন মাহদী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে বিন্দার ও ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করেন। আহযাবের হাদীসেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবাগণকে মুশরিকরা সেই দিন অসরের নামায আদায় করিতে দিয়াছিল না।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি বিশাল একদল সাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে একটি বিষয়ের উপর এতগুলো হাদীস উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হইল, মধ্যবর্তী নামায বা সালাতুল উসতা যে আসরের নামায তাহার একটি প্রমাণ্য চিত্র তুলিয়া ধরা। বার্রা ইব্ন আযিব (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) হইতেও মুসলিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদা ও আব্বান বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পড়েন حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। এবং বলেন, ইহার নির্দিষ্ট নাম হইল আসরের নামায।

সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান (রা), কাতাদা, সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও রওহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ উহা হইল আসরের নামায। ইব্ন জা'ফর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। (অতঃপর তিনি ইহা বলিয়াছিলেন।) সামুরা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদা ও সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়ার হাদীসে তিরমিযী (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই

হাদীসটি হাসান এবং সহীহ অর্থাৎ উত্তম ও বিশুদ্ধ । তবে তাঁহার নিকট হইতে অন্য হাদীসও শোনা গিয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, তাইমী, আবদুল ওহাব ইব্ন আতা, আহমদ ইব্ন মুনী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মধ্যবর্তী নামায হইল আসরের নামায।

ভিন্ন সূত্রে অন্য একটি হাদীস কুহাইল ইব্ন খালিদ, ওলীদ ইব্ন মুসলিম, সুলায়মান ইব্ন আহমদ আলজারশী আল ওয়াসেতী, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কুহাইল ইব্ন হারমালা (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) মধ্যবর্তী নামায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন এবং তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিয়া তোমাদের মধ্যে যেভাবে ইখতিল্লাফ সৃষ্টি হইয়াছে, এমনিভাবে আমাদের মধ্যেও একবার ইখতিলাফ হইয়াছিল। 'কিন্তু সেই সময়টায় আমরা হুযুরের (সা) বাসভবনের খুব নিকটবর্তী ছিলাম। আমাদের মধ্যে আবূ হাশিম ইব্ন উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আব্দে শমস (রা) নামক এক বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের জন্য এই বিষয়ের ফয়সালা জানিয়া আসি। ইহা বলিয়া তিনি উঠেন এবং হুযুরের (সা) ঘরে ঢোকার জন্য অনুমতি চান এবং অনুমতি পূর্বক ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর বাহির হইয়া বলেন, তিনি বলিয়াছেন যে, উহা হইল আসরের নামায। অবশ্য এই বর্ণনার সূত্রটি 'গরীব' পর্যায়ের।

ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ দামেস্কী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জুবায়ের মুনীব মুসলিম, আবদুস সালাম, আবূ আহমদ, আহমাদ ইব্ন ইসহাক ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ দামেস্কী (র) বলেনঃ একদা আমি আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন এই নিয়া আলোচনা হইলে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়া ইহা জিজ্ঞাসা কর যে, আপনি মধ্যবর্তী নামায সম্বন্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কি শুনিয়াছেন ? ইহা শুনিয়া সেই মজলিসে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলেন, আমার বাল্যাবস্থায় আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-ও এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পাঠান । আমি তাঁহাকে মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার কনিষ্ঠাংগুলিটি ধরিয়া বলেন, এইটা হইল ফজরের নামায। ইহার পর তাহার পার্শ্বের অংগুলিটি ধরিয়া বলেন, এইটা হইল যুহরের নাম্মায। অতঃপর বৃদ্ধাংগুলিটি ধরিয়া বলেন, এইটা হইল মাগরিবের নামায। ইহার পর তাহার পার্শ্বের আংগুলিটি ধরিয়া বলেন, এইটা হইল ইশার নামায। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বল, কোন অংগুলিটি বাকি রহিয়াছে ? আমি বলিলাম, মধ্যাংগুলিটি বাকি রহিয়াছে। তারপর বলেন, আর কোন্ নামায বাকি রহিয়াছে ? আমি বলিলাম, আসরের নামায। পরিশেষে তিনি বলেন, উহা (মধ্যবর্তী নামায) হইল আসরের নামায।' এই বর্ণনাটিও গরীব ।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আবূ মালিক আল-আশআরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাইহ ইব্ন উবাইদ, আবূ যমযম ইব্ন যরাআহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আশে'র পিতা, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আ'শ, মুহাম্মদ ইব্ন আওফ আত্তায়ী ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশআরী (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মধ্যবর্তী নামায হইল আসরের নামায।' তবে ইহার সনদসমূহ ত্রুটিযুক্ত।

অপর একটি রিওয়ায়েতে আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধরাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াস, হুমাম ইব্‌ন মাওরিক আলআজালী, আমর ইব্‌ন হাব্বান (র) স্বীয় সহীহ হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আসরের নামায হইল মধ্যবর্তী নামায।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মারবাত আল হামদানী, যুবাইদ আলইয়াসী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন মাসরাফের হাদীসে তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মধ্যবর্তী নামায হইল আসরের নামায। 'তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসের রিওয়ায়েতটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহার (র) সূত্রে মুসলিম (র) তাহার সহীহ মুসলিম শরীফেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুসলিমের (র) রিওয়ায়েতের হুবহু শব্দগুলি হইল যে, 'তাহারা আমাদিগকে মধ্যবর্তী নামায আসর হইতে বিরত রাখিয়াছিল।'

এতক্ষণ এই বিষয়ের উপর এত দলীল-প্রমাণ উল্লেখের দ্বারা আমরা এই সম্পর্কিত সংশয় ও প্রশ্ন হইতে মুক্ত ইসলাম। সহীহ হাদীসে সালিমের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ও যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহার আসরের নামায ছুটিয়া গিয়াছে, তাহার যেন সহায়-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ ধ্বংস হইয়া গেল।

অন্য একটি সহীহ হাদীসে বুরায়দা ইব্‌ন হাসান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুজাহির, আবূ কাছীর, আবূ কুরাবা, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর ও আওযাঈ (র) বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা ইব্‌ন হুসাইব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মেঘলা সময় তোমরা আসরের নামায সময়ের প্রথম ভাগে আদায় কর। কেননা যে আসরের নামায তরক করিল তাহার সকল আমলই বিনষ্ট হইয়া গেল।

আবূ নাযরাতুল গিফারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তামীম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুবায়রা, ইব্‌ন লাহীআ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইসহাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ নাযরাতুল গিফারী (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 'গিফার' গোত্রের 'হামিস' নামক উপত্যকায় আসরের নামায পড়ি। তখন তিনি বলেন, এই (আসরের ) নামায তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিত। তাই যে ব্যক্তি এই নামায যথাসময়ে পড়িবে, তাহাকে দ্বিগুণ ছাওয়াব দেওয়া হইবে। আর এই নামাযের পর তারকা না দেখা পর্যন্ত কোন নামায নাই।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুবায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবাইর ইব্‌ন নঈম, লাইছ ও ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি লাইছ হইতে ধারাবাহিকভাবে কুতায়বা এবং মুসলিম ও নাসায়ী উভয়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুবায়রা সাবারী হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবাইর ইব্‌ন নয়ীম আল হাযরামী, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইহসাকও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশার (রা) গোলাম আবূ ইউনুস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কা'কা ইব্‌ন হাকীম যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, মালিক, ইসহাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইউনুস বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) আমাকে কুরআনের একটি একটি করিয়া আয়াত

লিখিতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, যখন এই আয়াতটি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। পর্যন্ত পৌঁছিবে, তখন আমাকে অবহিত করিবে। সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে জানাইলে তিনি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى -এর সঙ্গে وَصَلَاةِ الْعَصْرِ। যোগ করিয়া দেন। আর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ইহাই শুনিয়াছি। ফলে এখন আয়াতটি এইরূপ দাঁড়াইল حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ মালিক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া ও মুসলিম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হিশাম ইব্ন উরওয়ার (র) পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন উরওয়া, হাম্মাদ, হাজ্জাজ, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হিশাম ইব্ন উরওয়ার পিতা বলেনঃ আয়েশা (রা) লিখাইয়াছিলেন حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ। হাসান বসরীর (র) সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি উপরোক্ত রূপেও পড়িয়াছিলেন।

আমর ইব্ন রাফি' (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়িদ ইব্ন আসলাম ও ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন রাফি' (রা) বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী হযরত হাফসার (রা) কুরআনের কপির লেখক ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তুমি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিবে, তখন আমাকে জানাইবে। তাই আমি এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে জানাইলে তিনি وَصَلَاةِ الْعَصْرِ আয়াতাংশটি যোগ করিয়া দেন। অর্থাৎ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ। লেখাইলেন।

আমর ইব্ন নাফে' এবং ইব্ন উমরের (রা) গোলাম নাফে' ও আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন নাফে' অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে এই শব্দগুলিও উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'আমি হুযুর (সা) হইতে এই ভাবে শুনিয়াছিলাম এবং মুখস্থ করিয়াছিলাম।

হযরত হাফসার (রা) সূত্রে অন্য একটি হাদীস সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিক-ভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আল ইযদী, আবূ বাশার, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ হাফসা (রা) জনৈক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের হস্তলিপি কপি তৈরি করার জন্য আদেশ করেন এবং তাহাকে বলেন, যখন তুমি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিবে আমাকে বলিবে। আমি এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে জানাইলে তিনি বলেন, লেখ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

অন্য একটি সূত্রে ধারাবাহিকভাবে নাফে' হইতে উবায়দুল্লাহ, আবদুল ওহাব, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, নাফে' বলেন ঃ আমার মনিব হাফসা (রা) আমাকে তাহার জন্য কুরআন শরীফের একটি হস্তলিপি কপি তৈরীর জন্য আদেশ করেন এবং বলেন, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অগ্রসর হইবে না। কেননা হুযুরকে (সা) আমি এই আয়াতটি যেভাবে পড়িতে শুনিয়াছি

অনুরূপভাবে লিখাইব। অতঃপর এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে অবহিত করিলে তিনি এইভাবে লিখিতে বলেন, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ নাফে' (র) বলেন, আমি কপিটি পড়িয়াছি। উহাতে وَاو শব্দটি সংযুক্ত ছিল।

উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তাহারা উভয়েই ইহা পড়িয়াছেন। উমরের (রা) গোলাম আমর ইব্‌ন রাফি, আবূ সালমা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর, উবায়দা আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উমরের (রা) গোলাম আমর ইব্‌ন রাফি (রা) বলেন ঃ হাফসার (রা) কপিতে আমি পড়িয়াছি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, وَاو অক্ষরটি عَطْف এর জন্য আসিয়া থাকে আর مَعْطُوْف ও مَعْطُوْف عَلَيْه র মধ্যে বিষয়গত তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ صَلَاةِ الْوُسْطٰى এর সংগে صَلَاةِ الْعَصْرِ কে সংযুক্ত করা হইয়াছে। তাই সাধারণত বুঝা যাইতেছে, صَلَاةِ الْوُسْطٰى এক জিনিস এবং صَلَاةِ الْعَصْرِ অন্য জিনিস।

ইহার উত্তর হইল যে, এই সম্পর্কে যতগুলি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে-সবই 'খবরে ওয়াহিদ' একমাত্র আলীর (রা) হাদীসটিই নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধতম। তবে হইতে পারে যে, এখানে وَاو টি অতিরিক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ- وَكَذَالِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ.

অথবা عطف -এর صفات বা বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, عطف এর ذات এর জন্য নয়। যথা, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى وَالَّذِيْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى

এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যথা কবি বলেন ঃ

الى الملك القرم وابن الهمام     وليست الكتيبة فى المزدحم

আবূ দাউদ আল ইয়াদী বলেন ঃ

سلط الموت والمنون عليهم     فلهم فى صدى المقابر هام

আ'দী ইব্‌ন যায়িদ আল ইবাদী বলেন ঃ

فقددت الاديم لراهشيه     فالفى قولها كذبا ومينا

উপরের পংক্তিতে منون ও موت একই মৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে এই পংক্তিটিতেও كذب ও مبين একই মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইলমে নাহুর ইমাম শাইখ সীবুইয়াহ (র) বলিয়াছেন ঃ مررت باخيك وصاحبك বলাও জায়েয। অর্থাৎ এই স্থানেও صاحب ও اخ। দ্বারা একই ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে। আল্লাহ ভাল জানেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলো যদি خبر واحد হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, خبر واحد দ্বারা কুরআনের আয়াতের বিশুদ্ধতা বিচার করা যায় না। কেননা উহার জন্য জরুরী خبر متواتر বা পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত বিশুদ্ধতম নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। উপরন্তু আমীরুল মু'মিনীন উছমানের (রা) সংকলিত কুরআনের কপি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না। আর প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় এমন কোন ব্যক্তি দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় না। সপ্ত কিরাআতের মধ্যেও ইহা নাই। এমন কি নাই অন্য কাহারও পঠন-পাঠনে কোথাও। অধিকন্তু ইমাম মুসলিমের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা এই কিরাআত রহিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বার্রা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক ইব্‌ন উকবা, ফুযাইল ইব্‌ন মারযুক ইয়াহিয়া ইব্‌ন আদম, ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়া ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, বার্রা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاةِ وَصَلَوٰةِ الْعَصْرِ -আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমরা তো হুযুরের সামনে ইহা পড়িতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহা রহিত করিয়া দেন এবং নাযিল করেন যে, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى তখন তাহাকে শাকীকের সাথী যাহির বলেন, ইহা কি আসর ? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন এবং কিভাবে রহিত করিয়াছেন, (হুবহু) উহাই তোমাদিগকে বলিলাম।

শাকীক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসওয়াদ, ছাওরী ও আশজাঈও ইহা বর্ণনা করেন। তবে আমার ধারণা মতে শাকীক (র) মুসলিমের এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আল্লাহই ভাল জানেন।

উল্লেখ্য যে, এই নতুন পঠন নাযিল হওয়া দ্বারা আয়েশা (রা) ও হাফসার (রা) রিওয়ায়েত বা তিলাওয়াত শাব্দিকভাবে রহিত হইয়া গিয়াছে। আর যদি তাহাদের তিলাওয়াতের অর্থ معطوف ও معطوف عليه হিসাবে করা হয়, তাহা হইলে অর্থগত দিক দিয়াও রহিত হইয়াছে। তাহা না হইলে কেবল শব্দগতভাবেই রহিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হইল মাগরিবের নামায। ইহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ খলীলের চাচা, আবূ খলীল, কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন বশীর, আবূ জামাহির ও জামাহির বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হইল মাগরিবের নামায। কুবাইসা ইব্‌ন যুআইব হইতে ইব্‌ন জারীরও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তিনি কাতাদা হইতে ভিন্নমতের হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে যুক্তি হিসাবে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা চার রাকআতওয়ালা নামায ও দুই রাকআতওয়ালা নামাযের মধ্যবর্তী তিন রাকআতওয়ালা নামায। দ্বিতীয়ত ফরয নামায সমূহের

মধ্যে মাগরিবই একমাত্র বেজোড় নামায। উপরন্তু ইহার ফযীলতের বিষয়ে বহু হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেনঃ ইহা হইল ইশার পরের নামায। আলী ইব্ন আহমাদ আলওয়াহিদী তাহার প্রসিদ্ধ তাফসীরেও ইহা পসন্দনীয় হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা হইল অনির্দিষ্টভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যে কোন এক ওয়াক্ত। ইহার নির্দিষ্ট ওয়াক্তের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। যেভাবে কদরের রাতটি কোন বছর, কোন মাস বা রমযানের শেষের দশদিনের কোন রাত্রি, এই বিষয়ে আমাদের নিকট সন্দেহ রহিয়াছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, শুরাইহ আলকারী, ইব্ন উমরের (রা) গোলাম রাফে' (রা) ও রবী ইব্ন কায়ছামও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যায়েদ ইব্ন ছাবিতও (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমামুল হারামাইন আলমুযাইনী (র) তাহার 'নিহায়াহ' নামক কিতাবেও ইহা পসন্দীয় হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সমষ্টিকে মধ্যবর্তী নামায বলা যায়। ইহা ইব্ন উমরের (রা) সূত্রে আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আশ্চর্যের কথা হইল, মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগর এলাকার ইমাম শাইখ আবূ আমর ইব্ন আবদুল বার আল নামরীও (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। হয়ত তিনি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হইতে ইহা শুনিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাহার সমর্থনে কোন আয়াত, হাদীস ও সাহাবাদের উক্তি পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন-উহা হইল ইশা এবং ফজরের নামায।

কেহ কেহ বলিয়াছেন - জামাতের নামায।

কেহ কেহ বলিয়াছেন - জুমআর নামায।

কেহ কেহ বলিয়াছেন- ভয়ের নামায বা সালাতুল খাওফ।

কেহ বলিয়াছেন - ঈদুল ফিতরের নামায।

কেহ বলিয়াছেন -কুরবানীর ঈদের নামায।

কেহ বলিয়াছেন- চাশতের নামায।

কেহ বলিয়াছেন- বিতরের নামায।

অন্যান্য সকলেই এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন -এই বিষয়ে অসংখ্য ব্যক্তি মতবিরোধ করিয়াছেন। অথচ কোন একটিকে আমরা প্রাধান্য দেওয়ার মত যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। কেননা, একটি উক্তির উপরও ইজমা হয় নাই এবং সাহাবীদের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে মতানৈক্য চলিয়া আসিতেছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, ইব্ন মুছান্না, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার এবং ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণের মধ্যেও মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে ইখতিলাফ ছিল। ইহা বলিয়া তিনি হাতের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংগুলিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, শেষের উক্তি-উদ্ধৃতিগুলি সবই দুর্বল। আসল আলোচ্য বিষয় হইল ফজর এবং আসর। অবশ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা আসরের নামাযই বিশেষভাবে প্রমাণিত।

হারমালা ইব্ন ইয়াহয়া লাখমী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাতিম রাযীর (র) পিতা ও ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম রাযী স্বীয় পুস্তক 'কিতাবুশশাফেঈর' মধ্যে বর্ণনা করেন যে, হারমালা ইব্ন ইয়াহয়া লাখমী বলেন ঃ শাফেঈ (র) বলিয়াছেন, আমার যে কোন উক্তির বিরুদ্ধে যদি সহীহ হাদীস পাও, তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসই উত্তম মনে করিবে। কখনও তোমরা আমাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিবে না। ইমাম শাফেঈ (র) হইতে আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র), যাফরানী এবং রবীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শাফেঈ (র) হইতে মূসা আবুল ওয়ালিদ ইব্ন আবূ জারুদ (র) বলেন ঃ যদি আমার অভিমতের বিরুদ্ধে কোন সহীহ হাদীস পাই, তাহা হইলে আমি আমার মত হইতে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তিনি আরও বলিয়াছেন, এখন হইতে এইটি আমার মাযহাব। ইহাই হইল ইমামগণের ইমামত ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ইমামেরই মানসিকতা ছিল এই ধরনের। আল্লাহ তাহাদের প্রতি রাযী থাকুন ও তাঁহাদিগকে রহম করুন। আমীন।

তাই কাযী মাওয়ার্দী বলেন ঃ যদিও 'আল জাদীদ' ইত্যাদিতে ফজর নামাযকে ইমাম শাফেঈর মত বলা হইয়াছে, তথাপি মূলত ইমাম শাফেঈর মাযহাব হইল আসরের নামাযই মধ্যবর্তী নামায। কারণ, সহীহ হাদীসসমূহে ইহার সমর্থন মিলে। মুহাদ্দিসগণের বিশেষ একটি জামাআতেরও মাযহাব ইহা। তবে শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফেঈর মাযহাব হইল এই যে, উহা আসরের নামায। কেননা ইমাম শাফেঈর একটি মাত্র উক্তি রহিয়াছে যে, উহা হইল ফজর। ইহা ব্যতীত তাহার অন্য যে সব অনুসারী বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহার দুইটি মত রহিয়াছে, তাহাদের কথার জবাবে দীর্ঘ আলোচনার স্থান ইহা নহে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ (আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সংগে দাঁড়াও) অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে, সবিনয়ে ও একান্ত দীনহীনভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াও। এই কথা ইহা প্রমাণ করে যে, নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ। বিশেষ করিয়া নিজের স্বার্থেও কথা না বলা উচিত। এই জন্যেই হুযুর (সা) নামাযের মধ্যে ইব্ন মাসউদের সালামের উত্তর দেন নাই। বরং নামায শেষ করিয়া বলেন, 'নামায হইল বিশেষ ও একান্ত আত্মনিমগ্নতার কাজ।'

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুআবিয়া ইব্ন হাকাম সালমী (রা) নামাযের মধ্যে কথা বলিলে রাসূল (সা) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, নামাযের মধ্যে লৌকিক কোন কথা বলিতে নাই। উহাতে কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও আল্লাহর যিকিরই করণীয়।

যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর শায়বানী, হারিছ ইব্ন শুবাইল, ইসমাইল, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন ঃ

লোকজন নামাযের মধ্যে তাহার অন্য সাথীর সংগে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সারিয়া নিত। অতঃপর قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ এই আয়াতটি নাযিল হইলে হুযুর (সা) আমাদিগকে নামাযের মধ্যে নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দেন। ইসমাঈলের সূত্রে ইব্ন মাজা এবং অন্য একটি জামাআতও

ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য হাদীসের আলোকে আলিমগণ এই হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, নামাযে কথা বলা হারাম হইয়াছে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের পূর্বে এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে হুযুর (সা)-কে আমরা নামাযের মধ্যে সালাম দিতাম এবং তিনি নামাযের মধ্যেই উত্তর দিতেন। কিন্তু আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর হুযুর (সা)-কে সালাম দিলাম, অথচ তিনি উত্তর দিলেন না। অতঃপর সালামের উত্তর না পাইয়া আমি পূর্বাপর ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি, না আমার সম্বন্ধে কোন ওহী নাযিল হইল ? অতঃপর নামায শেষ করিয়া হুযুর (সা) সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, আমি নামাযে ছিলাম, তাই তোমার সালামের উত্তর দেই নাই। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ নূতন নির্দেশ দান করিয়াছেন যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলিবে না।

এখন কথা হইল যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং পরে মক্কায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। আর সর্বসম্মতভাবে এই আয়াতটিও নাযিল হইয়াছে মদীনায়।

তাই আলিমগণ উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, 'লোকজন নামাযের মধ্যে অন্যের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলিত' - যায়েদ ইব্‌ন আরকাম ইহা বলিয়া কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হইল, তাহার জ্ঞান মতে 'নামাযের মধ্যে কথা বলা যে হারাম তাহা প্রমাণ করা।'

কেহ কেহ বলেন ঃ এই ঘটনা ঘটিয়াছিল হিজরতের পরে মদীনায়। আর ইহা দুইবার জায়িয হইয়াছিল এবং দুইবার হারাম হইয়াছিল। সাহাবাদের পূর্বোক্ত কথাটিই অধিকতর স্পষ্ট। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসাইয়াব, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া, বাশার ইব্‌ন ওলীদ ও হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমরা নামাযের মধ্যে একে অপরকে সালাম দিতাম। তবে একদা রাসূল (সা)-কে নামাযের অবস্থায় সালাম দিলে তিনি উত্তর দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। তখন আমি ভাবিয়া অস্থির হইতেছিলাম যে, আমার ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হইল নাকি ? অতঃপর নবী (সা) নামায শেষ করিয়া বলিলেন -হে মুসলমান! وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা মতে নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং তোমরা নামাযের অবস্থায় নীরব থাকিবে এবং কথা বলিবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ অতঃপর যদি তোমাদের কাহারো বিপদের ভয় থাকে, তাহা হইলে পথ চলার অবস্থাতেই পড়িয়া নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাইবে,

তখন আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদের শিখানো হইয়াছে। অথচ তোমরা ইতিপূর্বে উহা জানিতে না।

পূর্বাহ্নে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অন্যতম ইবাদাত নামাযকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ এবং উহাকে নিয়মানুযায়ী আদায় করার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে যাহারা বা যে ব্যক্তি উহা যথাযথভাবে ও নিয়মানুযায়ী আদায় করিতে অপারগ থাকিবে, যথা প্রাণভয়ে বা যুদ্ধের সময়ে, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا যদি তোমাদের কাহারও ভয়ের কারণ থাকে, তাহা হইলে পথ চলার অবস্থাতেই উহা পড়িয়া নাও অথবা সওয়ারীর উপরে পড়। অর্থাৎ পদব্রজে অথবা সওয়ারীর উপরে যে কোন অবস্থাতেই নামায পড়িয়া নাও, তাহা কিবলার দিকে মুখ করিয়া হউক বা না-ই হউক।

নাফে' (রা) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা)-কে খাওফ বা ভয়ের নামায এবং উহার কাতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি বলেন, যদি ভয় অত্যধিক রকমের হয়, তাহা হইলে সবাই আপন সম্মুখপানে দাঁড়াইয়া নামাযে ব্রতী হইবে। চাই সওয়ারী কিবলামুখী হউক বা অন্য দিকে ফিরিয়া থাকুক, সেই দিক ফিরিয়াই নামায পড়িবে। নাফে' (রা) বলেন, আমি ইহা ইব্ন উমর (রা) ব্যতীত অন্য কাহাকেও বলিতে শুনি নাই।

বুখারী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উপরোল্লিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন মুসলিম (র)। অন্য একটি সূত্রে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উমর (রা), নাফে', মূসা ইব্ন উকবাহ ও ইব্ন জারীর (র) ইহা অনুরূপভাবে অথবা প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীস ইব্ন উমর (রা) হইতে মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইহা হইতেও যদি অত্যধিক ধরনের ভয় দেখা দেয়, তাহা হইলে সওয়ারী এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি যথা অবস্থাতেই ইংগিতে নামায আদায় করিবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস আল জুহনীর (রা) হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) তাহাকে (আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইসকে) খালিদ ইব্ন সুফিয়ান আল হাযলীকে হত্যা করার জন্য পাঠাইলেন। উক্ত স্থান অনেক মাইলের দূরত্বে ছিল। প্রায় কাছাকাছি পৌঁছিয়া গেলে আসরের ওয়াক্ত হইয়া গেল। তখন নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার আশংকা করিয়া তিনি ইশারায় নামায পড়িয়াছিলেন। ইমাম আহমদ এবং আবূ দাউদ ইহা আরও উত্তম সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বন্দাদের উপর কর্তব্য সহজ করিয়া দিয়াছেন এবং বোঝা হালকা করিয়া দিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, শাবীব ইব্ন বাশার ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সওয়ারী সওয়ারের ওপর এবং পদচারী পথের উপর নামায পড়িবে। হাসান, মুজাহিদ, মাহকুল, সুদ্দী, হাকাম, মালিক, আওযাঈ, ছাওরী ও হাসান ইব্ন সালেহও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহারা এই কথাটুকু বেশি বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'যে দিকে সম্ভব সে দিক ফিরিয়া ইশারায় নামায পড়।'

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়া, মাতরাফ, ইব্ন আলীয়া ওরফে দাউদ, গাসসান ও তাঁহার পিতা বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ (ভয়ের অবস্থায় যদি) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখন যেদিকে ফিরিয়া হউক ইশারায়

নামায আদায় করিয়া লইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا অর্থাৎ পদব্রজের অবস্থায় বা সওয়ারীর অবস্থায় হোক, যে কোনভাবে নামায আদায় করিয়া নিবে। হাসান, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্নে জুবাইর, আতা, আতীয়া , হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদা প্রমুখ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া বলেন ঃ কখন কখন অতিরিক্ত ভয়ের সময় এক রাকআতও পড়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও বুকাইর ইব্ন আখনাস আলকুখী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ রাসূলের (সা) মাধ্যমে নামায ফরয করিয়াছেন মুকীম অবস্থায় চার রাকআত, সফরের অবস্থায় দুই রাকআত এবং ভয়ের সময় এক রাকআত। হাসান বসরী, কাতাদা ও যিহাক প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শু'বা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মাহ্দী, ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, শু'বা বলেন ঃ আমি হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদাকে ভয়ের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সকলে বলেন-এক রাকআত। ছাওরীও তাহাদের নিকট হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াাছেন।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ আল ফকীর, মাসউদী, বাকীয়া ইব্ন ওয়ালিদ, সাঈদ ইব্ন আমর আস্‌সাকুনী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ ভয়ের নামায হইল এক রাকআত। ইব্ন জারীরও ইহা বলিয়াছেন।

বুখারী (র) বুখারী শরীফে 'দুর্গ বিজয়ের সময় ও শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় নামায আদায় করা' শিরোনামে একটি অধ্যায় রাখিয়াছেন। আওযাঈ বলেন ঃ যদি বিজয় লাভ অত্যাসন্ন হইয়া পড়ে আর যদি নামায আদায়ের সুযোগ না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে সুযোগ অনুযায়ী ইশারায় নামায আদায় করিয়া নিবে। যদি এইটুকু সুযোগও না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ অবসান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। ইহার পর যদি নিরাপদ মনে হয়, তাহা হইলে দুই রাকআত পড়িবে, নচেৎ দুই সিজদা দ্বারা এক রাকআত নামায পড়িবে। আর যদি ইহারও সুযোগ না হয়, তাহা হইলে অপেক্ষা করিবে। কেননা শুধু তাকবীর বলা যথেষ্ট নয়। অতঃপর নিরাপদ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে যথাযথভাবে আদায় করিবে। মাকহুলও ইহা বলিয়াছেন। মালিক ইব্ন আনাস্ (রা) বলেন ঃ তাসতার দুর্গের যুদ্ধে আমিও সৈনিক হিসাবে ছিলাম। ফজরের সময় তুমুল লড়াই চলিতেছিল। আমরা নামায পড়ার সুযোগ পাইলাম না। অনেক বেলা হইলে পর নামায পড়িলাম। আমরা আবূ মূসা আশআরীর (রা) দলে ছিলাম। অবশেষে আমাদের বিজয় হয়। অতঃপর আনাস (রা) বলেন, সেই নামাযের বিনিময়ে যদি আমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে সব দেওয়া হয় তাহা হইলেও আমি সন্তুষ্ট নই।

ইহা হইল সহীহ বুখারীর বর্ণনা। বুখারী অন্য আর একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করিয়াছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় সূর্য পূর্ণ অস্তমিত না হওয়ার আগে হুযুর (সা) আসরের নামায পড়ার সুযোগ পান নাই।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সহাবীগণকে বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা কেহই বনী কুরাইযার এলাকায় না পৌঁছিয়া আসরের নামায পড়িবে না। কিন্তু পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেলে অনেকে এই বলিয়া পথিমধ্যে গিয়া নামায আদায় করেন যে, হুযুরের (সা) ওখানে গিয়া নামায পড়িতে বলার উদ্দেশ্য ছিল -জলদি গিয়া ওখানে পৌঁছা। তবে অনেকেই পড়িলেন না। অবশেষে সূর্য অস্তমিত হয় এবং বনী কুরাইযার এলাকায় গিয়া তাহারা আসরের নামায পড়েন। অথচ হুযুর (সা) ইহা জানিতে পারিয়া কোন পক্ষকেই কিছু বলিলেন না। সুতরাং ইহা দ্বারা ইমাম বুখারী (র) যুদ্ধক্ষেত্রে নামাযকে বিলম্ব করা বৈধ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন্। পক্ষান্তরে জমহুর ইহার বিপরীত বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সালাতুল খাওফ বা ভয়ের নামায সম্পর্কে সূরা নিসায় আলোচনা হইয়াছে। আর এই হাদীসের ঘটনা ঘটিয়াছে খন্দকের যুদ্ধের সময়। অথচ নামাযের শরিআতী বিধি-বিধান ইহার পরে নাযিল হইয়াছে। কারণ সূরা নিসা খন্দকের যুদ্ধের পরে নাযিল হইয়াছে। আবূ সাঈদের (রা) হাদীস দ্বারা ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

কিন্তু মাকহুল, আওযাঈ ও বুখারী বলেন ঃ ভয়ের নামাযের বিধি-বিধান এই ঘটনার পরে নাযিল হওয়ার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, যুদ্ধের সময় নামায বিলম্ব করা যাইবে না। কেননা, হযরত উমরের (রা) যুগে তাসতার দুর্গ বিজয়ের সময় নামাযে বিলম্ব করা হয়। অথচ কেহই ইহার প্রতিবাদ করেন নাই।

তাঁহারা আরও বলেন ঃ সালাতুল খাওফের নির্দেশ পরে নাযিল হইয়াছে বলিয়াই নামায বিলম্বকরণ অবৈধ হইতে পারে না। অবশ্য এমন পরিস্থিতির উদ্ভবও খুব কম হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ (অতঃপর তোমরা যখন নিরাপত্তা পাইবে তখন আল্লাহকে স্মরণ কর) অর্থাৎ আল্লাহ নামায পড়িতে যেভাবে নির্দেশ দিয়াছেন অনুরূপভাবে আদায় কর। অন্য কথায় যথাযথভাবে কায়মনোবাক্যে কিয়াম, রুকূ, জিসদা ও কুউদ আদায় কর।

كَمَا عَلَّمَكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (যেভাবে তোমাদেরকে শিখানো হইয়াছে, যাহা তোমরা ইতিপূর্বে জানিতে না)। অর্থাৎ যেমন তোমাদেরকে নিআমত দেওয়া হইয়াছে, ঈমান দান করিয়া হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে আর দুনিয়া ও আখিরাতের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তোমাদেরকে শিখানো হইয়াছে। তাই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং উচিত আমাকে স্মরণ করা। যেমন ভয়ের নামাযের বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا

অর্থাৎ যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন নামায উত্তম রূপে আদায় করিবে। কেননা নামায নির্দিষ্ট সময় আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয।

ভয়ের নামায সম্পর্কিত হাদীসসমূহে সূরা নিসার আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হইবে এবং সেখানে বিশদভাবে ব্যাখ্যার প্রয়াস পাওয়া যাইবে ইনশাআল্লাহ।

(٢٤٠) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

(٢٤١) وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

(٢٤٢) كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৪০. "তোমাদের যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে, তাহাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের খোরপোশ ওসিয়াত করিয়া যাওয়া ও স্ত্রীগণকে ঘর হইতে বহিষ্কার না করা উচিত। অতঃপর যদি তাহারা চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সদ্ভাবে যাহা করিল তাহার জন্য তোমাদের কোন পাপ নাই। আর আল্লাহ্ মহা প্রতাপশালী ও অশেষ কুশলী।

২৪১. আর তালাক প্রাপ্তদের ন্যায়সংগত সম্পদ দান মুত্তাকীদের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব।

২৪২. এভাবেই আল্লাহ্ তাঁহার ওসিয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যেন তোমরা বুঝিতে পাও।" .

**তাফসীর** ঃ অধিকাংশ আলিমের অভিমত হইল যে, এই আয়াতটি ইহার পূর্ববর্তী يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا এই আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবী মুলায়কা, হাবীব, ইয়াযীদ ইব্ন জাবির উমাইয়া ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন যুবাইর বলেনঃ আমি উছমান ইব্ন আফফানকে (র) বলিলাম, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا এই আয়াতটি তো অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। আপনি এই আয়াতটি লিখিবেন না, বাদ রাখিয়া দিন। তদুত্তরে তিনি বলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! যে আয়াতটি আমি যেমন পাইয়াছি বা পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। ইহার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন অধিকার আমার নাই।

কথা হইল যে, ইব্ন জুবাইর হযরত উছমানকে (রা) প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, চার মাসের ইদ্দতের আয়াত দ্বারা যখন এই আয়াতটির হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে, তখন গতানুগতিক-ভাবে ইহাকে রাখার কোন অর্থ হইতে পারে কি ? অথচ হুকুম রহিত হইয়া যাওয়ার পর আয়াত অবশিষ্ট রাখিলে পরবর্তীকালে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উত্তরে উছমান (রা) বলেন, যদিও এই আয়াতটির হুকুম অকার্যকর হইয়াছে, কিন্তু আমি তো কপিতে লেখা পাইয়াছি। তাই পূর্ববর্তী কপির অপরিবর্তনীয় সংস্করণ হিসাবে আমিও লিখিয়া রাখিব।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, উছমান ইব্ন জারীজ, হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ

অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে, তাহাদের স্ত্রীদেরকে ঘর হইতে বাহির না করিয়া এক বছর পর্যন্ত তাহাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়াত করিয়া যাইবে।

পূর্বে এই নির্দেশ ছিল যে, বিধবা স্ত্রী তাহার মৃত স্বামীর সম্পদ হইতে এক বছর খোরপোশ গ্রহণ করিবে এবং তাহার বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু পরবর্তীতে মীরাছের আয়াত দ্বারা ইহা মানসুখ হইয়া গিয়াছে। এখন বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়।

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে ইব্ন যুবাইর, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আতা, খোরাসানী ও রবী ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ বলেন, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হযরত আলীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রথম যুগে মৃত ব্যক্তি স্ত্রী রাখিয়া গেলে তাহাকে মৃত স্বামীর ঘরে এক বছর ইদ্দত পালন করিতে হইত আর স্বামীর সম্পদ হইতে তাহার ব্যয়ভার বহন করা হইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছাড়িয়া যাইবে, সেই স্ত্রীদের কর্তব্য হইল নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখা। ইহা হইল মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীর ইদ্দত। তবে গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত হইল গর্ভপ্রসব করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

অর্থাৎ আর যদি তাহাদের সন্তান না থাকে তাহা হইলে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ স্ত্রী পাইবে। আর যদি সন্তান থাকে তাহা হইলে পাইবে এক-অষ্টমাংশ । এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিধবা স্ত্রীর মীরাছ এবং খোরপোশের কথা বলিয়াছেন।

মুজাহিদ, হাসান, ইকরামা, কাতাদা, যিহাক, রবী' ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটিকে اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا এই আয়াত রহিত করিয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ এই আয়াতটিকে সূরা আহযাবের يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَانَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ এই আয়াতটি দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ মাকাতিল ও কাতাদা হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা বলেন, এই আয়াতটিকে মিরাছের আয়াত আসিয়া রহিত করিয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ, শিবাল, রওহ, ইসহাক ইব্ন মানসুর ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا। অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করে এবং পত্নীগণকে ছাড়িয়া যায়' ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীর জন্য তাহার স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পূরণ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ.

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করে এবং পত্নীগণকে রাখিয়া যায়, তাহারা যেন পত্নীগণকে ঘর হইতে বাহির করিয়া না দেয় আর এক বছর পর্যন্ত তাহাদের খরচের ব্যাপারে ওসীয়ত করিয়া যায়। অতঃপর যদি সেই পত্নীরা স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায় এবং তাহারা যদি নিজেদের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই।'

মুজাহিদ (র) আরো বলেন ঃ এক বছরের মধ্যে চার মাস দশ দিন হইতেছে মূল ইদ্দত। ইহা স্বামীর ঘরে অতিবাহিত করা ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট সাত মাস বিশ দিন স্ত্রী তাহার মৃত স্বামীর বাড়িতেও থাকিতে পারে, না হয় চলিয়া যাইতেও পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিবে না। তবে যদি তাহারা স্বেচ্ছায় চলিয়া যায়, তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই।'

পক্ষান্তরে আতা (র) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন-'ইদ্দত যে শুধু স্বামীর ঘরে পালন করিতে হইবে, অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করিতে পারিবেন না- এই কথা এই আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।'

সুতরাং ইচ্ছা করিলে স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন ও দিন গুযরান করিতে পারিবে। আর ইচ্ছা করিলে অন্য স্থানে ইহা পালন করিতে পারিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ অর্থাৎ তাহারা যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা নেয়, তাহা হইলে উহাতে কোন দোষ নাই।

আতা (র) আরো বলেন ঃ তবে মীরাছের আয়াতটি তাহার ইচ্ছাধীনভাবে অন্ন-সংস্থানের ব্যাপারটিকে রহিত করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ সে যে কোন স্থানে ইদ্দত পালন করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে খোরপোশের যোগান দিতেই হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম বুখারীও মুজাহিদ ও আতার অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি দ্বারা পূর্ণ একটি বৎসর ইদ্দত পালন করার কথা প্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে জমহুর ওলামা এই ব্যাপারে বলেন اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا। অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনের এই আয়াত দ্বারা উহা মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

আসলে ইহার মর্মকথা হইল যে, যদি স্বামীর স্ত্রীকে খোরপোশের ব্যবস্থা করার কোন সংস্থান থাকে, তাহা হইলে স্বামীর বাড়িতেই এক বছর অতিবাহিত করিবে। অন্যথায় অবশ্য পালনীয় ইদ্দত শেষ করিয়া সে অন্যত্রও চলিয়া যাইতে পারিবে। কেননা আল্লাহ

তা'আলা وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের জন্য ওসীয়ত করার জন্য আল্লাহ উপদেশ দান করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেনঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ অর্থাৎ সন্তানদের জন্য ওসীয়ত করার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দান করিতেছেন। তেমনি অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ। অর্থাৎ ইহা হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে ওসীয়ত।

কেহ কেহ বলিয়াছেনঃ وَصِيَّةً শব্দের পূর্বে فَلْتُوْصُوْا لَهُنَّ বাক্য উহ্য থাকিয়া وَصِيَّةً কে যবর দিয়াছে। আবার কেহ কেহ وَصِيَّةٌ শব্দের পূর্বে كُتِبَ عَلَيْكُمْ বাক্য উহ্য রাখিয়া وَصِيَّةٌ কে পেশ দিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) শেষোক্ত মত পসন্দ করিয়াছেন। আর ইহা পূর্বের ব্যাখ্যার বিপরীত অর্থও প্রকাশ করে না। অর্থাৎ স্ত্রীর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন অথবা গর্ভ প্রসবের পর ইচ্ছা হইলে স্বামীর ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিবে। ইহাতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ

অর্থাৎ পত্নী যদি স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায় এবং নিজেদের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করিয়া নেয়, তাহা হইলে উহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। ইমাম আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়া (র) ও শাইখ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বারও (র) এই মতটি পসন্দ করিয়াছেন।

আতা (র) এবং তাঁহার অনুসারিগণ বলেন ঃ মীরাছের আয়াত এই আয়াতটিকে রহিত করিয়াছে। এই কথা দ্বারা যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে, সে যদি চার মাস দশ দিনের পরও থাকার ইচ্ছা করে তাহাও পারিবে, তাহাতে কোন দ্বিমত নাই। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, চার মাস দশ দিনের খোরপোশও তাহাকে দিতে হইবে না অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে সে স্বামীর মৃত্যুর পরই চলিয়া যাইতে পারিবে, তাহা হইলে এই ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে ইমাম শাফেঈর (র) দুইটি অভিমত রহিয়াছে। তিনি বলেন, স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করিবে আর তাহাকে অন্নবস্ত্রও দিতে হইবে। নিম্ন হাদীসটিও উহার দলীল।

আবূ সাঈদ খুদরীর (রা) ভগ্নী ফারীআহ বিনতে মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যয়নাব বিনতে কা'ব ইব্নে আজরা, সাঈদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন কা'ব ইব্ন আজরা ও ইমাম মালিক স্বীয় মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরীর (রা) ভগ্নী ফারীআহ বিনতে মালিক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করেন-আমি কি আমার পিত্রালয়ে যাইব ? কেননা, আমার স্বামী পলাতক গোলাম খুঁজিতে গিয়া কুদুম নামক স্থানে তাহাদিগকে পাইলে তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া পালায়। তাই আমি কি আমার পিত্রালয়ে বনী খাদরায় যাইব? কেননা আমার স্বামী থাকার একটু স্থান এবং খাওয়ার জন্য একটু অন্নও রাখিয়া যায় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন-হাঁ। অতঃপর আমি উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইতে লাগিলে তিনি আমাকে ডাকেন অথবা কাহাকেও দিয়া ডাকিয়া পাঠান। অতঃপর বলেন, তুমি কি বলিয়াছিলে ? তখন আমি আমার স্বামীর অবস্থাসহ পূর্ণ ঘটনাটি পুনর্বার তাঁহাকে বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি এইবার বলিলেন, ইদ্দত কাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমার ঘরেই থাক। তাই আমি ওখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দত অতিবাহিত করি। উছমান (রা) তাঁহার খিলাফতের সময় আমাকে

ডাকিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ণ ঘটনাটি তাহাকে বলি। অতঃপর তিনি এই মোতাবেক সিদ্ধান্ত দিলেন।

ইমাম মালিকের হাদীসের সূত্রে আবূ দাউদ এবং তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করেন। ইমাম নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাজাও (র) সাঈদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ অর্থাৎ উত্তম এবং বিশুদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ 'তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য।' আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন, ইতিপূর্বে অবতীর্ণ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ আয়াতটি সম্পর্কে লোকগণ বলেন, যদি আমরা ভালো মনে করি তাহা হইলে দিব, না হয় না দিব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

বহু সংখ্যক আলিম এই আয়াতটিকে দলীল হিসাবে পেশ করিয়া বলেন ঃ

তালাকপ্রাপ্তা যে কোন নারীকেই 'মুতা' দেওয়া ওয়াজিব। সে সহবাসকৃতা হউক বা না হউক এবং না-ই বা থাকুক তাহার জন্য মোহর নির্দিষ্ট। এইটিই হইল ইমাম শাফেঈর (র) মাযহাব। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এবং পূর্বযুগের মনীষীগণও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরও ইহা পসন্দ করিয়াছেন। আর যাঁহারা বলেন, সাধারণ 'মুতা' দেওয়া ওয়াজিব নয়, তাঁহাদের দলীল হইল এই আয়াত ঃ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْاهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার আগে এবং মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে যদি তালাক দিয়া দাও, তাহা হইলে এমতাবস্থায় তোমার উপর মোহরের দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করিও না। তবে তাহাদিগকে কিছু খরচ দিবে। সামর্থ্যবানদের জন্য তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাহাদের সাধ্যানুযায়ী। অতএব যে খরচ প্রচলিত রহিয়াছে তাহা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।

এই মতের উপর প্রথম দলের উত্তর হইল যে, এই আয়াত দ্বারা ঢালাওভাবে 'মুতা' ওয়াজিব নয় বলা হয় নাই। বরং সমগ্র বিধবা মহিলাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যককে ভিন্ন করিয়া বিশেষভাবে এইখানে বলা হইয়াছে। এইটিই হইল প্রসিদ্ধ মাযহাব। আল্লাহই ভাল জানেন।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ (এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শন বর্ণনা করেন)। অর্থাৎ হালাল, হারাম, ফরয ইত্যাকার আদেশ নিষেধের নির্দিষ্ট সীমাগুলি স্পষ্ট করিয়া বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং কোথাও অস্পষ্টতার ছাপ নাই। لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা ভাবিতে পার এবং বুঝিতে পার।

(٢٤٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

(٢٤٤) وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢٤٥) مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ص وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

**২৪৩. "তুমি কি সেই হাজার হাজার মানুষকে দেখিয়াছ, যাহারা মৃত্যুর ভয়ে তাহাদের শহর-জনপদ ছাড়িয়া গিয়াছিল? অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে বলিলেন, মরিয়া যাও। আবার তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ অবশ্যই মানুষের উপর অনুগ্রহশীল। অথচ অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।**

**২৪৪. আর আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।**

**২৪৫. যে ব্যক্তি আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়, আল্লাহ তাহাকে বহুগুণ বাড়াইয়া দেন। আর আল্লাহই কমান ও বাড়ান এবং তাঁহার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হইবে।"**

**তাফসীর ঃ** ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, তাহারা সংখ্যায় চল্লিশ হাজার ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা সংখ্যায় ছিল আট হাজার। আবূ সালিহ বলেন, তাহারা ছিল নয় হাজার। ওহাব ইব্নে মাম্বাহ এবং আবূ মালিক বলেন, তাহারা সংখ্যায় ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি ছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা 'যাওয়ারদান' গ্রামের অধিবাসী ছিল। সুদ্দী ও আবূ সালিহ বলেন, তাহারা ওয়াসিতের কাছাকাছি যাওয়ারদান নামক কোন স্থানের অধিবাসী ছিল। সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয বলেন, তাহারা 'আযরুআতের' অধিবাসী ছিল। আতা হইতে ইব্ন জারীর বলেন, ইহার কোন বাস্তবতা নাই। এইটা একটা উপমা বা বাগধারা মাত্র। আলী ইব্ন আসিম বলেন, তাহারা ছিল ওয়াসিতের কাছাকাছি কারসাখ অঞ্চলের 'যাওয়ারদান' গ্রামের বাসিন্দা।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মিনহাল ইব্ন আমর আল আসাদী, মাইসারাহ, ইব্ন হাবীব আল হিন্দী, সুফিয়ান ও ওয়াকী' ইব্ন জাররাহ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা চল্লিশ হাজার লোক প্লেগের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া অন্য দেশে পালাইয়া গিয়াছিল। সেখানে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর ভয় ছিল না। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বলেন ঃ مُوْتُوْا অর্থাৎ মরিয়া যাও। তাহারা মরিয়া গেল। ঘটনাক্রমে একজন নবী সেখান দিয়া

যাইতেছিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের পুনর্জীবনের জন্য দু'আ করিলে আল্লাহ তাহাদিগকে পুনর্জীবন দান করেন। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ অর্থাৎ 'তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল ? অথচ তাহারা ছিল হাজার হাজার।

পূর্বের মনীষীগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন শহরের বাসিন্দারা দেশে কঠিন রকমের মহামারী দেখা দেওয়ার ফলে শহর ছাড়িয়া পালাইয়া 'আফীহ' নামক উপত্যকায় যাইয়া অবস্থান নিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি দুইজন ফেরেশ্তা পাঠান। তাহাদের একজন সেই স্থানের নিম্নদেশ হইতে এবং অন্যজন উর্ধ্ব দিক হইতে বিকটভাবে শব্দ করিলে তাহারা সকলে মরিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এই সংবাদ জানিতে পাইল, তখন সেখানে গিয়া এত লোকের দাফন-কাফন করা সহজ নয় বিধায় চারিদিকে দেয়াল দিয়া একটি কূপের মত করিয়া সেখানে তাহাদিগকে সমাহিত করিল। স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের মৃত দেহগুলি পচিয়া গলিয়া নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল এবং হাড়গুলো ছড়াইয়া রহিয়াছিল।

দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের নবী হিযকীল (আ) সেখান দিয়া যাওয়ার পথে সেই বদ্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়গুলি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তিনি তাহাদেরকে জীবিত করার জন্য আবেদন করিলে আল্লাহ তাঁহাকে এই সম্পর্কে অবহিত করান। অতঃপর তাহাকে আল্লাহ তা'আলা এই বলিয়া নির্দেশ করিতে বলিলেন, ايها العظام ان الله يامرك ان تجتمعى (হে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত হইতে আদেশ করিতেছেন)। অতঃপর প্রতিটি অস্থিকাঠামো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জমায়েত হইয়া গেল। তাহার পর এই বলিয়া নির্দেশ করেন যে, ايها العظام ان الله يامرك ان تسكنى لحما وعصبا وجلدا 'হে অস্থিগুলি! আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ-চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।' তাহারা চোখের সামনেই উহা হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিতে আদিষ্ট হইলেন ঃ ايتها الا رواح ان الله يامرك ان ترجع كل روح الى الجسد الذى كانت تعمره অর্থাৎ হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে নিজ নিজ শরীরে ফিরিয়া আসিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা উচ্চারিত হইতেই নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হইয়া দাঁড়াইল এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আর সবাই বলিতে লাগিল ঃ سبحانك لا اله الا انت তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। এই মৃতদের জীবন্তকরণের মধ্যে রহিয়াছে শিক্ষণীয় বিষয়। ইহা একটি দলীলও বটে যে, আল্লাহ তা'আলা এভাবে কিয়ামতের দিন নির্জীব বিক্ষিপ্ত লাশগুলোকে পুনর্জীবিত করিবেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ -আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। অর্থাৎ তিনি মানুষকে বড় বড় নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণাদি প্রদর্শন করাইয়াছেন। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে দীন-দুনিয়ার সমুদয় নিয়ামত দান করা সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহর শোকর করে না।

ইহা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা এবং ইহা কয়েকটি বিষয়ের দলীলও বটে। যেমন, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকরী নয়। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব হইতে ভাগিয়া যাওয়ার কোন স্থান নাই। অবশেষে তাহার দিকেই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। কেননা সেই লোকগুলি জীবন বাঁচাইবার জন্য প্লেগের ভয়ে পালাইয়া যাইয়াও বাঁচিতে পারে নাই, বরং একসঙ্গে সবাইকে এক মুহূর্তের মধ্যে ইহলীলা সাঙ্গ করিতে হইয়াছে।

এই বিষয়ে একটি সহীহ হাদীস আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ ইব্ন নাওফিল, আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন খাত্তাব, যুহরী, ইমাম মালিক, আবদুর রাযযাক ও ইসহাক ইব্ন ঈসা বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে 'সারাগা' নামক স্থানে সেনাবাহিনী প্রধান আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহর (রা) ও তাহার সংগীগণের সাথে সাক্ষাত হয়। তাহারা তাহাকে বলিলেন যে, সিরিয়ায় ভয়াবহ ভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। ইহার পর ইহা নিয়া সেখানে মতদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বিশেষ প্রয়োজনে কোথায় যেন গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে তিনিও উপস্থিত হন এবং বলেন, এই বিষয়ে আমার জানা আছে। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি যে, যদি কোন এলাকায় মহামারী দেখা দেয় এবং তোমরা যদি সেই এলাকায় থাক তাহা হইলে তোমরা সেই এলাকা হইতে অন্য কোথাও যাইবে না। আর যদি তোমরা শোন যে, অমুক এলাকায় মহামারী চলিতেছে, তাহা হইলে তোমরা সেই এলাকায় যাইবে না। ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! অতঃপর তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া যান।

সহীহ্দ্বয়ে যুহরীর হাদীসে অন্য একটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন আমের ইব্ন রবীআ হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, ইব্ন আবূ যিইব, যায়দ আল আ'মী, হাজ্জাজ এবং আহমদ বলেন ঃ সিরিয়ায় অবস্থানের সময় আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) উমর (রা)-কে হুযুরের (সা) হাদীস উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ

"হুযুর (সা) বলিয়াছেন যে, প্লেগ নামক গযব দ্বারা আল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমরা যদি কোথাও প্লেগের কথা শোন তাহা হইলে তথায় প্রবেশ করিবে না। আর যদি তোমাদের স্থানে তাহা দেখা দেয় তাহা হইলে ভাগিয়াও যাইবে না।" তিনি আরও বলেন, অতঃপর উমর (রা) সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসেন। সহীহ্দ্বয়ে যুহরী হইতে ইমাম মালিকের সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন)। অর্থাৎ যেমন মৃত্যুর ভয়ে তাহারা পলায়ন করিয়াও তাকদীরের অমোঘ নিয়ম হইতে রক্ষা পায় নাই, অনুরূপভাবে জিহাদ হইতে পলায়ন করাও বৃথা। কেননা, মৃত্যু পরেও আসিবে না, আগেও আসিবে না-মৃত্যুর সময় নির্ধারিত ও অবধারিত এবং প্রত্যেকের

আহার্যও নির্ধারিতভাবে বন্টনকৃত। ইহাতে কমও হইবে না, বেশিও হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْاَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

অর্থাৎ যাহারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নাই, পরন্তু জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে মানুষের নিকট বলাবলি করে যে, তাহারা যদি আমাদের কথা শুনিত তাহা হইলে তাহারা নিহত হইত না। (হে রাসূল) আপনি তাহাদেরকে বলিয়া দিন যে, যদি মৃত্যু হইতে রেহাই পাওয়া তোমাদের ক্ষমতাধীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজেকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর; যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ اَخَّرْتَنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلاَتُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً. اَيْنَمَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

অর্থাৎ তাহারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর যুদ্ধ কেন ফরয করিয়াছেন, কেন আমাদেরকে সামান্য কিছু দিনের জন্য অবসর দিলেন না ? (হে নবী! আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন) ইহলৌকিক জীবন খুব সামান্য এবং মুত্তাকীদের জন্য পারলৌকিক জীবনই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অত্যাচার করা হইবে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে পাইবেই ! যদি তোমরা সুরক্ষিত গম্বুজেও অবস্থান কর।

জীবনের সায়াহ্নকালে ইসলামের অগ্রসেনানী, ইসলামের দুর্দিনের ঘনঘটার আশ্রয়স্থল, ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় আল্লাহর শানিত তরবারি বলিয়া খ্যাত আবূ সুলায়মান খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) বলেন ঃ

মৃত্যুভীত ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফেরারী পুরুষেরা কোথায় রহিয়াছ, দেখ! আমার শরীরে এতটুকু স্থান অবশিষ্ট নাই, যে স্থান তীর, তরবারী, বর্শা ও বল্লমের আঘাতে বিদীর্ণ হয় নাই। অথচ আমি এখন গাধার মত বিছানার উপর মরিতেছি। অর্থাৎ তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া কেন আমার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হইল না ? হায়! আমি এখন খোয়াড়ের পশুর মত বিছানায় মৃত্যুবরণ করিতেছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দিবে উত্তম করয, অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ -বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।' এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে নুযুলে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ من يقرض

غير عديم ولا ظلوم কে এমন আছ, যে সেই আল্লাহকে ঋণ দান করিবে, যিনি দরিদ্রও নন, অত্যাচারীও নন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিছ, হুমাইদ আল আ'রাজ, খলফ ইব্‌ন খলীফা, হাসান ইব্‌ন আরাফা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ مَنْ ذَاالَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ (এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দিবে উত্তম করয, অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ দাহদা আনসারী (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণ চাহিতেছেন ? রাসূল (সা) বলিলেন, হাঁ, হে আবূ দাহদা! আবূ দাহদা বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনার হাতখানা দিন। নিজের হাতের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত রাখিয়া বলিলেন, আমি আমার ছয়শত খেজুর বৃক্ষ বিশিষ্ট সাজানো বাগানটি আমার সম্মানিত প্রভুকে ঋণ দান করিলাম। এই বলিয়া সেখান হইতে তিনি সরাসরি বাগানে আগমন করিলেন এবং স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, হে উম্মে দাহদা! শুনিয়া রাখ, আমি আমার বাগানটি আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দিয়াছি।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম ও ইব্‌ন মারদুবিয়ার সূত্রে একটি মারফূ হাদীসেও হুবহু এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَرْضًا حَسَنًا উত্তম ঋণ। সলফে সালেহীনদের কেহ কেহ উমরের (রা) সূত্রে قَرْضًا حَسَنًا এর ভাবার্থে বলেনঃ আল্লাহর পথে দান করা। আবার কেহ বলিয়াছেন, সন্তানের জন্য খরচ করা। অন্য একদল বলিয়াছেন, ইহার ভাবার্থ হইল তাসবীহ পড়া এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً অর্থাৎ আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ.

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যাহা হইতে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ করিয়া দান করেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা অতি সত্বরই আসিতেছে!

আবূ উছমান নাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্‌ন যায়দ, মুবারক ইব্‌ন ফাযালাহ, ইয়াযীদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ উছমান নাহদী বলেন ঃ

আমি আবূ হুরায়রার (রা) নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি শুনিয়াছি যে, আপনি নাকি বলেন, এক-একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য পাওয়া যায় ? তদুত্তরে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আল্লাহ তা'আলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে দুই লক্ষ পর্যন্ত পুণ্য দান করেন। হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত এই হাদীসের

একজন বর্ণনাকারী আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জাদআন ইমাম আহমাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু আবূ উছমান নাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়দ আল-জাদআন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উকবাহ আল রিফায়ী, ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুআদ্দাব, আবূ খাল্লাদ সুলায়মান ইব্‌ন খাল্লাদ আল মুআদ্দাব ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ উছমান নাহদী বলেন ঃ

আবূ হুরায়রার (রা) খিদমতে আমার চাইতে বেশি কেহই থাকেন নাই। তিনি হজ্জে রওয়ানা করিয়া গেলে আমি তাঁহার পিছনে পিছনে রওয়ানা করি। বসরায় যাইয়া শুনিতে পাই যে, সেখানে লোকেরা তাঁহার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকেন।' আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আল্লাহর শপথ! আবূ হুরায়রার (রা) সাহচর্যে আমার চাইতে বেশি কেহ থাকে নাই। কিন্তু আমি তো তাঁহার নিকট হইতে এমন হাদীস শুনি নাই। পরিশেষে এই ব্যাপারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা নিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসি। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি হজ্জে চলিয়া যান। আমিও এই ব্যাপারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাই। সেখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! বসরাবাসীরা কিভাবে আপনার উদ্ধৃতি দিয়া ইহা বর্ণনা করিতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ? অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আবূ উছমান। ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

অর্থাৎ এমন কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দিবে উত্তম ঋণ ? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আমার আত্মা যাহার হাতে সেই মহান সত্তা আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে এক লক্ষ হইতে দুই লক্ষ পর্যন্ত পুণ্য দান করেন।

তিরমিযী (র) এই বিষয়ের উপর একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত হাদীসেও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ও আমর ইব্‌ন দীনার বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাজারসমূহের মধ্যে কোন একটি বাজারে প্রবেশ করিবার সময় বলিবে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আল্লাহ তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ পুণ্য লিখিবেন এবং তাহার লক্ষ লক্ষ পাপ মোচন করিয়া দিবেন।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, ঈসা ইব্‌ন মুসাইয়াব, আবূ ইসমাইল মুআদ্দাব, ইসমাঈল ইব্‌ন বিসাম, আবূ যারআহ ও আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ مَثَلُ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাহাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যাহা হইতে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে। আল্লাহ

যাহাকে উচ্ছা ইহা হইতেও বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর আল্লাহ অতি দানশীল ও সর্বজ্ঞ। এই আয়াত নাযিল হওয়া মাত্র রাসূলাল্লাহ (সা) বলেন-হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরো বেশি বাড়াইয়া দিন। অতঃপর নাযিল হইল مَنْ ذَاالَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً (অর্থাৎ এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দিবে উত্তম করয? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।-তখন রাসূল (সা) বলিলেন, হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরো বৃদ্ধি করিয়া দিন। অতঃপর নাযিল হয় اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ। অর্থাৎ নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিতভাবে তাহাদের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

কা'ব আল-আহবার হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, কা'ব আল-আহবারকে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি এক ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি একবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়িবে তাহার জন্য জান্নাতে মণিমুক্তার দশ হাজার কোঠা তৈরী করা হইবে, ইহা কি সত্য ? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে কি তুমি ইহাতে বিস্ময় বোধ করিতেছ ? সে বলিল, হাঁ। তিনি তখন বলেন, ইহাতে বিস্ময় বোধ করার কি আছে ? বরং বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার এবং এতো বেশি হইতে পারে যে, উহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো গণনা করার সাধ্য নাই। অতঃপর তিনি পড়েন مَنْ ذَاالَّذِى يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً এমন কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দিবে উত্তম ঋণ ? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।' নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ হইতে অধিক বা বহুগুণ কোন বিষয় স্বভাবতই মানুষের গণনার সাধ্যের বাহিরে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ "আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং প্রশস্ততা দান করেন।" অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং কার্পণ্য করিও না। কেননা, তিনিই কাহারো রিযিক সংকুচিত বা হ্রাস করেন এবং কাহারো রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন। আর ইহার মধ্যে রহিয়াছে গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

(٢٤٦) اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

**২৪৬. "মূসার পরবর্তী কালের বনী ইসরাঈলের সেই দলটির খবর রাখ কি ? যখন তাহারা তাহাদের নবীকে বলিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ পাঠাও, আমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করিব। তিনি তখন বলিলেন, তোমাদের উপর যদি যুদ্ধ ফরয করা হয় তাহা হইলে কি তোমরা নাফরমানী করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে না ? তাহারা বলিল, আমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করিব না ? অথচ আমাদিগকে সন্তান-সন্ততিসহ আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে। অতঃপর যখন তাহাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইল, তখন তাহাদের মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। আর আল্লাহ যালিমদিগকে ভালভাবেই জানেন।"**

তাফসীর ঃ কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ (এই আয়াতটিতে যে নবীর কথা বর্ণনা করা হইয়াছে) তাঁহার নাম হইল ইউশা ইব্‌ন নুন (আ)। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইউশা ইব্‌নে নুন (আ) অর্থাৎ ইউশা ইব্‌ন নুন ইব্‌ন আফরাইম ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব (আ)।

তবে এই উক্তি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেননা, ইহা মূসা আলাইহিস সালামেরও বহু পরে দাউদ আলাইহিস সালামের যুগের ঘটনা। ঘটনার আলোকে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। মূসা (আ) এবং দাউদের (আ) মধ্যে প্রায় এক হাজার বছরের ব্যবধান। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুদ্দী বলেন ঃ এই নবীর নাম হইল শামউন (আ)।

মুজাহিদ বলেন ঃ এই নবীর নাম হইল শামুয়েল (আ)। ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ তাঁহার নাম হইল শামুয়েল ইব্‌ন বালী ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন তারখাম ইব্‌ন আল ইয়াহাদ ইব্‌ন বাহরায ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন মাজা ইব্‌ন উমরাসা ইব্‌ন উযরিয়া ইব্‌ন সাফীয়াহ ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আবূ ইয়াশিফ ইব্‌ন কারুন ইব্‌ন ইয়াছহার ইব্‌ন কাহিছ ইব্‌ন লাভী ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম খলীল আলাইহিমুস সালাম।

ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) বলেন ঃ

হযরত মূসার (আ) ইন্তিকালের পরেও কিছু দিন বনী ইসরাঈলগণ সত্যদীনের উপরে ছিল। পরবর্তীতে তাহারা অধর্ম, অনাদর্শ এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত হইয়া যায়। তবে তখনও তাহাদের মধ্যে নবীগণের মাধ্যমে তাওরাতের নির্দেশিত পথে সত্য মিথ্যার প্রতি নির্দেশনা অব্যাহত ছিল। প্রচারণা চালু ছিল, কোনটা গর্হিত আর কোনটা পালনীয়। কিন্তু তাহাদের অন্যায় কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের শত্রুদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়া দেন এবং শত্রুপক্ষরা তাহাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করে ও অসংখ্য লোককে বন্দী করিয়া নিয়া যায়। আর বহু শহর তাহারা দখল করিয়া নেয়। তাঁহারা কেহই মোকাবেলা না করাতে অনায়াসে তাহারা দখলদার হইয়াছে।

তাহাদের নিকট তাওরাত এবং মূসা কালিমুল্লাহ (আ) হইতে মিরাছী সূত্রে প্রাপ্ত পূর্বেকার তাবুত বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু তাহাদের অপকর্ম ও জঘন্য পাপের কারণে মহান আল্লাহ এই নিয়ামত ও পবিত্র তাওরাত তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া যান। অবশ্য তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে এই পবিত্র আমানত ধারণ করিয়া রাখিবে। কেননা লাভী নামক ব্যক্তির বংশের মধ্যে পর্যায়ক্রমে নবুওয়াত চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহারা সবাই যুদ্ধসমূহে মারা যায়। তাই নবুয়াতের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তবে সেই বংশে মাত্র একজন গর্ভবতী মহিলা জীবিত ছিল। তাহাকেও ধরিয়া নিয়া বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সে তাহাদের রোষাগ্নি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহ তাহাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন।

বস্তুত সেই মহিলাও আল্লাহর নিকট অব্যাহত দু'আ করিতেছিল, যেন আল্লাহ তাহাকে এমন একটি পুত্র সন্তান দান করেন, যিনি আগামীতে তাহাদের নবুওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন। আল্লাহ তাঁহার দু'আ কবুল করেন। তাঁহার নাম রাখা হয় শামুয়েল। ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার নাম ছিল শামউন ইহারও একই অর্থ। তিনি কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং তাহার বরকতে দেশ শস্য-শ্যামলায় ধন্য হইয়া উঠিল। অতঃপর তাহার নবুওয়াতীর বয়স হইলে আল্লাহ তাহার প্রতি ওহী পাঠান এবং লোকদিগকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে আদেশ করেন।

অবশেষে তিনি বনী ইসরাঈলকে দাওয়াত দিতে লাগিলে তাহারা প্রস্তাব করেন যে, তাহাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করা হউক। তাহা হইলে তাহারা তাহার নেতৃত্বে শত্রুদের মোকাবেলায় জিহাদে অংশ নিবে। আসলে বাদশা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। অথচ তাহারা স্পষ্টভাবে উহা মালুম করিতে পারে নাই। তাই তিনি তাহাদের ব্যাপারে সন্দেহের বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপন করেন যে, তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ নির্ধারিত করিয়া দিলে তাহার অবাধ্যতা করিবে না তো ? জিহাদের নির্দেশ হইলে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এই অভিযোগ তো করিবে না যে, কেন এমন কষ্টকর নির্দেশ দেওয়া হইল ? তাহারা বলিল, আমাদের কি হইয়াছে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিব না ? অথচ আমরা বিতাড়িত হইয়াছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি হইতে। তাহারা আমাদের শহরগুলি ছিনাইয়া নিয়াছে এবং পরিবার-পরিজনকে হত্যা ও বন্দী করিয়াছে।

অতঃপর যখন যুদ্ধের হুকুম হইল, তখন সামান্য কয়েকজন ব্যতীত তাহাদের সবাই ঘুরিয়া দাঁড়াইলো। 'আর আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে ভালো করিয়া জানেন।' অর্থাৎ তাহাদের অধিকাংশ লোক অংগীকার ভংগ করিয়া জিহাদ করিতে যে অস্বীকৃতি জানাইবে, আল্লাহ তাহা ভালো করিয়া জানেন।

(٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৭. "আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ তালূতকে বাদশাহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহারা বলিল, আমাদের উপর কি করিয়া সে রাজ্যাধিপতি হইতে পারে? তাহার চাইতে রাষ্ট্রপতি হবার অধিকার আমাদের বেশি। তাহাকে তো বিত্তশালী করা হয় নাই। নবী বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকেই মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রাচুর্য দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার রাজ্য দান করেন আর আল্লাহ প্রশস্ততা দানকারী ও সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ তাহারা তাহাদের নবীকে তাহাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করিতে বলিলে তিনি তালূতকে তাহাদের জন্য মনোনীত করিলেন। তিনি একজন সৈনিক ছিলেন। তবে তিনি রাজবংশের কোন ব্যক্তি ছিলেন না। কেননা রাজবংশ হইল 'ইয়াহুদা' বংশ। তাই জনসাধারণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তাহা কেমন করিয়া হয় যে, তাহার শাসন চলিবে আমাদের উপর! অর্থাৎ আমাদের উপর তালূতের রাজত্ব কিরূপে হইতে পারে ? 'অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার

ক্ষেত্রে তাহার চাইতে আমাদের অধিকার বেশি। আর সে আর্থিক দিক দিয়াও সচ্ছল নয়।' অর্থাৎ সে দরিদ্র ব্যক্তি, তাহার কোন ধন-সম্পদ নাই। একদল বলিয়াছে ঃ তিনি ভিস্তীওয়ালা ছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছে ঃ তিনি একজন চর্ম পরিশোধক ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইহাই ছিল নবীর আনুগত্যের বিরুদ্ধে তাহাদের স্পষ্টভাবে প্রথম বিরোধিতা।

ইহার জবাবে নবী বলিলেন ঃ

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাহাকে পসন্দ করিয়াছেন।' অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহই ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কেননা এই ব্যাপারে আল্লাহই তোমাদের চাইতে ভাল জানেন। উপরন্তু এই নিয়োগ আমার পক্ষ হইতে হয় নাই যে, আমি পুনর্বিবেচনা করিব। বরং আল্লাহ তোমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতেই আমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়া তাহাকে প্রাচুর্য দান করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের চাইতে জ্ঞান, দেহ সৌষ্ঠব, শক্তি, যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ। তিনি এই সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি। যে কোন রাষ্ট্রপ্রধানের জ্ঞানী, গুণী এবং আত্মিক ও শারীরিক দিক দিয়া পরিপূর্ণ ও শক্তিমান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يُؤْتِى مُلْكَهُ مَنْ يَّشَاءُ 'আল্লাহ তাহাকেই রাজ্য দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা করেন।' অর্থাৎ তিনি হইলেন মহাপ্রজ্ঞাময়, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। কাহার ক্ষমতা আছে তাহার কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করিবে?

তাই তিনি বলেন ঃ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ হইলেন প্রশস্ততা দানকারী এবং সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তাঁহার মুক্ত দানশীলতা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করুণা করেন। আর তিনি সর্বজ্ঞ বিধায় কে রাষ্ট্র পাবার উপযুক্ত আর কে অনুপযুক্ত সে বিষয়ে খুব ভালো করিয়া জানেন।

(٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۟

**২৪৮. "আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, তাহার বাদশাহ হইবার নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের কাছে তাবূত নিয়া হাযির হইবেন। উহাতে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে স্বস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং মূসা ও হারূনের বংশের পরিত্যক্ত সম্পদ রহিয়াছে। ফেরেশতারা উহা বহন করিয়া আনিবে। ইহার ভিতরে অবশ্যই নিদর্শন বিদ্যমান, যদি তোমরা আস্থাবান হও।"**

তাফসীর ঃ নবী তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তালূতের রাজত্বের বরকতের নিদর্শন হিসাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে 'তাবূত' ফিরাইয়া পাইবে। উহা তোমাদের নিকট হইতে হরণ করিয়া নেওয়া হইয়াছিল ঃ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ যাহার মধ্যে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হইতে শান্তি ও বরকতের বস্তু রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ উহার মধ্যে রহিয়াছে সম্মান ও পদমর্যাদা। কাতাদা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মু'আম্মার ও আবদুর রাযযাক বলেন ঃ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ (উহার মধ্যে 'সাকীনা' রহিয়াছে) অর্থাৎ সম্মান রহিয়াছে। রবী (র) বলেন ঃ (উহার মধ্যে রহিয়াছে) রহমত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীজ বলেন ঃ আমি

আতাকে فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ এই আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর এই নিদর্শনসমূহ চিনিতেছ না ? ইহা হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে সকীনা বা প্রশান্তি। হাসান বসরীও ইহা বলিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন, সাকীনা হইল স্বর্ণের একটি খাঞ্চা। উহার মধ্যে রাখিয়া নবীগণের কলবসমূহ ধৌত করা হইত। ইহা আল্লাহ মূসাকে (আ) দান করেন। আর তিনি লাওহে মাহফুয হইতে ওহী হিসাবে যাহা নাযিল হইত তাহা (কপি করিয়া) উহার মধ্যে রাখিতেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক ও সুদ্দীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াস, সালমা ইব্ন কুহাইল ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ 'সাকীনাহ্, মানুষের চেহারা সদৃশ চেহারা ছিল। উপরন্তু উহার মধ্যে হৃদয়ও সঞ্চারিত ছিল।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খালিদ ইব্ন ওয়ারওয়ারা, সাম্মাক, আবুল আহওয়াস, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, শু'বা, আবূ দাউদ, মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ সাকীনা হইল তীব্র বেগময় এক ঝাপসা বাতাসতুল্য। তবে উহার দুইটি মাথা ছিল।

মুজাহিদ বলেন ঃ উহা দুইখানা পাখা এবং একটি লেজ বিশিষ্ট ছিল। ওহাব ইব্ন মুনাব্বাহ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সাকীনা হইল একটি মৃত বিড়ালের মাথা। সেটা যখন তাবূতের মধ্য হইতে শব্দ করিত, তখন সে শব্দকে সাহায্যের আশ্বাস হিসাবে বিশ্বাস করা হইত। ফলে তাহারা অবধারিতভাবে যুদ্ধে বিজয় লাভ করিত।

ওহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে বিকার ইব্ন আবদুল্লাহ ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ওহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (র) বলেন ঃ সাকীনা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি আত্মা বিশেষ। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোন বিষয়ে মতদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইলে উহা তাহার ফয়সালা করিয়া দিত এবং তাহারা কোন গোপন বিষয় জানিতে চাহিলে তাহাও জানাইয়া দিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ তাহাতে থাকবে মুসা, হারূন এবং তাহাদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, হাম্মাদ, আবূ ওলীদ, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ঃ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেনঃ উহা হইল মুসা (আ) এর লাঠি এবং তাহার প্রতি নাযিলকৃত ওহীর পাণ্ডুলিপিসমূহ। তবে কাতাদা, সুদ্দী, রবী ইব্ন আনাস ও ইকরামা আরো একটু স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, উহা হইল তাওরাত শরীফ।

আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ অর্থাৎ উহা হইল মূসা (আ) ও হারূনের (আ) লাঠি এবং উভয়ের ওহীর পাণ্ডুলিপি ও মান্না। আতা ইব্ন সাঈদ (র) বলেনঃ উহা হইল মূসা (আ) ও হারূনের (আ) লাঠি, মূসা (আ) ও হারূনের (আ) কাপড় এবং ওহীর পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ।

আবদুর রাযযাক (র) বলেনঃ আমি ছাওরীকে (র) وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, কেহ কেহ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহা হইল মান্না নামক মধুর চাক এবং ওহীর পাণ্ডুলিপিসমূহ। কেহ কেহ বলিয়াছেন-লাঠি এবং এক জোড়া জুতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ অর্থাৎ উহা বহন করিয়া আনিবেন ফেরেশতারা। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন জারীজ বলেনঃ

ফেরেশতাগণ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্য পথ দিয়া তাবূত বহন করিয়া আনিয়া তালূতের সামনে রাখিবেন। আর লোকজন উহা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। সুদ্দী (র) বলেন, লোকজন সকালে উঠিয়া 'তাবূত' বস্তুটিকে তালূতের ঘরে দেখিতে পাইয়া শামউনের (আ) নবুয়াত এবং তালূতের রাজত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিল।

কোন কোন বুযুর্গ হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাওরী ও আবদুর রাযযাক বলেনঃ ফিরিশতাগণ উহা একটি গাভীর পিঠে করিয়া হাঁকাইয়া নিয়া আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দুইটি গাভীর পিঠে করিয়া হাঁকাইয়া নিয়া আসিয়াছিল।

অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাবূত একটি সিন্দুক সদৃশ বস্তু ছিল। যুদ্ধে জয়ী হইলে মুশরিকরা উহা নিয়া যায় এবং তাহাদের মণ্ডপ ঘরের মধ্যে বড় মূর্তিটির পায়ের নিচে উহা রাখিয়া দেয়। কিন্তু সকালে উঠিয়া দেখে যে, উহা মূর্তিটির মাথার উপরে উঠিয়া রহিয়াছে। তাহারা পুনরায় উহা মূর্তির পায়ের নিচে রাখিয়া দেয়। পরদিন সকালে গিয়া আবারো একই অবস্থায় দেখিতে পায় এবং পুনরায় মূর্তিটিকে উপরে করিয়া দেয়। কিন্তু এইবার সকালে উঠিয়া দেখে যে, মূর্তিটি ভাংগা অবস্থায় একদিকে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, ইহা আল্লাহর লীলা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কেননা এই রকম আর কখনও হয় নাই! অতঃপর তাহারা সেই তাবূতটি তাহাদের শহর হইতে বাহির করিয়া একটি গ্রামে রাখিয়া আসে। সেই গ্রামে মহামারী ছড়াইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া বনী ইসরাঈলের এক বন্দিনী মহিলা গ্রামবাসীকে বলিল, ইহা বনী ইসরাঈলদের নিকট ফিরাইয়া দিয়া না আসিলে মহামারী বন্ধ হইবে না। অতঃপর উহা দুইটা গাভীর পিঠে উঠাইয়া দুইটি লোক হাঁকাইয়া আনিতেছিল।

অনতিদূরে গিয়াই একজন মারা গেল। অতঃপর বনী ইসরাঈলদের শহরের নিকট পৌঁছিয়া গাভী দুইটি রশি ছিড়িয়া দৌড়াইয়া পালাইল। এইভাবে বনী ইসরাঈলগণ উহা পাইয়া উঠাইয়া নিয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন ঃ তাহারা উহা দাউদের (আ) হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। সে উহা লইয়া তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ দুইটি যুবক বাক্সটি বহন করিয়া আনিয়াছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ তাবূতটি ফিলিস্তিনের কোন একটী গ্রামে ছিল। আর সেই গ্রামটির নাম হইল, 'আযদাওয়াহ'।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ (নিশ্চয়ই ইহাতে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে।) অর্থাৎ নবুওয়াতের বিষয়ে তোমাদের নিকট যাহা আসিয়াছে তাহার সত্যতা স্বীকার এবং তালূতের বিষয়ে তোমাদের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা অনুসরণের ভিতরে। اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক) অর্থাৎ আল্লাহ এবং আখিরাতের উপরে।

(٢٤٩) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

**২৪৯. "অতঃপর যখন তালূত সসৈন্য অভিযানে বাহির হইল, তখন সে বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে একটি ঝর্ণা দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। তাই যে ব্যক্তি উহা হইতে (যথেচ্ছা) পান করিবে, সে আমার দলের নহে। আর যে উহা এক অঞ্জলী ব্যতীত পান করিবে না, সে আমার দলভুক্ত হইবে। অতঃপর মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত সবাই (যথেচ্ছা) পান করিল। অতঃপর যখন সে ও তাহার সংগী ঈমানদাররা রওয়ানা হইল, তখন তাহারা বলিল, জালূত ও তাহার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি আজ আমাদের নাই। যাহারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাত লাভের চিন্তা করে, তাহারা বলিল, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিরাট বিরাট দলের উপর আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ী হইয়াছে। আর আল্লাহ অবশ্যই ধৈর্যশীলদের সংগে আছেন।"**

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের বাদশা তালূতের সেই সময়ের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, যখন তিনি তাহার বনী ইসরাঈলের সহযোগী ও অনুসারীদিগকে নিয়া যুদ্ধে রওয়ানা হইয়াছিলেন। সুদ্দীর উক্তি অনুযায়ী উহাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। আল্লাহই ভাল জানেন।

আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন। অর্থাৎ ঝর্ণা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, এই নদীটি জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অর্থাৎ এই ঝর্ণাটি 'নাহরে শরীআহ' নামে পরিচিত। অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে ঃ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ যে উহা হইতে পানি পান করিবে, সে আমার নয়। অর্থাৎ ঝর্ণা হইতে পান করার কারণে আজ আমার সংগী হইতে পারিবে না।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهُ مِنِّىْ اِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه আর যে লোক তাহার স্বাদ গ্রহণ করিল না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক আঁজলা ভরিয়া সামান্য খাইয়া নিবে (তাহার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর নয়)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلاَّ قَلِيْلاً مِّنْهُمْ অতঃপর সামান্য কয়েকজন ব্যতীত সবাই সেই পানি পান করিল। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন জারীজ বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি আঁজলা ভরিয়া পান করিয়াছে, সে যুদ্ধে শরীক হইতে পারিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বেশি পান করিয়াছে, সে যুদ্ধে শরীক হইতে পারে নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক ও সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা ও ইব্ন শুয়াবও উহা বলিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন ঃ মোট আশি হাজার সৈন্য ছিল। তাহাদের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার সৈন্য পানি পান করিয়াছিল। তাই তাহার সাথে যুদ্ধে শরীক হইয়াছিল মাত্র চার হাজার সৈন্য।

বারাআ ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক সাবীঈ, মাসআর ইব্ন কাদ্দাম ও সুফীয়ান ছাওরীর সূত্রে ইব্ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, বারাআ ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ প্রায়ই বলিতেন, বদরের জিহাদে আমাদের সংখ্যা যেমন তিন শত তের জন ছিল, তালূতের সাথীদের সংখ্যাও ততজন ছিল অর্থাৎ যাহারা তাহার সাথে নদী পার হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত কেবল তাহারাই নদী পার হইতে সক্ষম হইয়াছিল যাহারা মু'মিন ছিল।

বুখারীও (র) বারাআ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাকের দাদা, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল ইব্ন ইউনুস ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাজার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বারাআ (রা) অনুরূপ বলিয়াছেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ অতঃপর সে ও তাহার ঈমানদার সংগীরা নদী অতিক্রম করিয়া গেল। তখন তাহারা বলিল, জালূতের ও তাহার সেনাবাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নাই। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের সৈন্যের পরিমাণ বেশি দেখিয়া তাহাদের অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। অথচ তাহাদের মধ্যে যাঁহারা আলিম ছিলেন তাঁহারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, বিজয় লাভ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হইয়া থাকে, ইহা সৈন্যের আধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ কত ক্ষুদ্র দলই বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হইয়াছে আল্লাহর হুকুমে। আর যাহারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ তাহাদের সাথে রহিয়াছেন।

(২৫০) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(২৫১) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(২৫২) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

২৫০. "আর যখন তাহারা জালূত ও তাহার সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল, তাহারা বলিল-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় কর আর আমাদিগকে কাফির সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় সাহায্য কর।

২৫১. অতঃপর তাহারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাহাদিগকে পরাজিত করিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল। আল্লাহ্ তাহাকে রাষ্ট্র ও প্রজ্ঞা দান করিলেন এবং নিজ মর্জি মোতাবেক তাহাকে শিক্ষা দিলেন। যদি আল্লাহ্ মানুষের একদল দিয়ে অপর দলকে শায়েস্তা না করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী বরবাদ হইত। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল।

২৫২. ইহা আল্লাহর এক নিদর্শন, তোমাকে আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিতেছি আর অবশ্যই তুমি অন্যতম রাসূল।"

তাফসীর ঃ যখন মু'মিনদের তথা তালূতের ক্ষুদ্র সেনাদলটি জালূতের বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হইল, তখন তাহারা বলিতে লাগিল- رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا হে প্রতিপালক! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করিয়া দিন।' অর্থাৎ আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে 'ধৈর্য' নাযিল করুন। আর وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا 'আমাদিগকে দৃঢ়পদ রাখুন।' অর্থাৎ শত্রুদের মুকাবিলায় অবিচল থাকা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা এবং দুর্বলতায় মুষড়ে না পড়ার শক্তি দিন। আর وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ আমাদিগকে সাহায্য করুন কাফির জাতির বিরুদ্ধে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ -'অতঃপর তাহারা আল্লাহর হুকুমে জালূতের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিল।' অর্থাৎ মু'মিন সেনারা কাফির জালূত বাহিনীর উপর বিজয়ী হইল। وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ -'এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল।'

ইসরাঈলী রিওয়ায়েতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, দাউদ একটি ঢিল নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। তালূত দাউদের নিকট অংগীকার করিয়াছিলেন, যদি সে জালূতকে হত্যা করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার মেয়ে দাউদের সংগে বিবাহ দিবেন, রাজত্বের অর্ধেক দিবেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তাহাকে সমান অর্ধেক ক্ষমতা দিয়া দিবেন। সেমতে তিনি সকল ওয়াদা পূরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট হন এবং সম্মানিত নবূয়াতও আল্লাহ তাহাকে দান করেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ আর আল্লাহ তাহাকে রাজ্য দান করিলেন– যে রাজ্য তালূতের অধিকারে ছিল। وَالْحِكْمَةَ এবং দান করিলেন প্রজ্ঞা। অর্থাৎ শামুয়েলের পর তাহাকে নবূয়াত দান করিলেন। وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ –আর তাহাকে যাহা চাহিলেন শিখাইলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ। –আল্লাহ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রদমিত না করিতেন, তাহা হইলে গোটা পৃথিবী অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। অর্থাৎ আল্লাহ যদি এক জাতিকে অপর জাতি দ্বারা প্রতিহত না করিতেন। যথা বনী ইসরাঈলের প্রতিপক্ষকে যদি দাউদের বীরত্ব এবং তালূতের সৈন্যবাহিনী দ্বারা প্রতিহত না করা হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। এভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

অর্থাৎ আল্লাহ যদি এইরূপ একদলকে অন্যদলের দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে ইমারত, হাট-বাজার, ইবাদত-বন্দেগী এবং মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহকে বেশি বেশি করিয়া স্মরণ করা হয়, সবই ধ্বংস হইয়া যাইত।

ইব্‌ন উমর (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে উকবা ইব্‌ন আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওকা, হাফস ইব্‌ন সুলায়মান, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ, বনী মুগীরার বংশের আবূ হুমাইদ আল-হামসী এবং ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা একজন নেককার মুসলমানের বদৌলতে তাঁহার আশেপাশের একশত পরিবারকে বিপদাপদ হইতে নিরাপদ রাখেন। ইহা বলিয়া ইব্‌ন উমর (র) এই আয়াতটি পড়েনঃ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ অর্থাৎ 'আল্লাহ যদি একদলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে গোটা পৃথিবী অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।' এই হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ ওরফে ইব্‌ন আত্তার হুমাসী দুর্বল রাবী বিধায় এই হাদীসটিও দুর্বল হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদার, উছমান ইব্ন আবদুর রহমান, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ, আবূ হুমাইদ আল হুমাইসী ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা একজন বুযুর্গ ও নেককার মুসলমানের বদৌলতে তাঁহার সন্তান, তাঁহার সন্তানের সন্তান, পাড়া-প্রতিবেশী ও তাঁহার সমাজকে ততক্ষণ পর্যন্ত আপন হিফাযতে রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে উক্ত এলাকায় বাঁচিয়া থাকে। এই হাদীসটিও অবশ্য পূর্বের হাদীসটির ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল।

ছাওবানের (র) সূত্রে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাসামান, আবূ কুলাবা, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আইয়ুব, যায়দ ইব্ন হাব্বাব, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ, আলী ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (র) এক হাদীসে বলেন ঃ সব সময় তোমাদের মধ্যে এমন সাতজন ব্যক্তি থাকিবেন, যাহাদের কারণে তোমদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য করা হইবে, বৃষ্টি বর্ষণ হইবে এবং আহার দেওয়া হইবে।

অপর একটি রিওয়ায়েতে উবাদা ইব্ন সামিত (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আশআশা সানআনী, আবূ কুলাবা, কাতাদা, আম্বাসাতিল খাওয়াস, উমর আল বাযযার, যায়দ ইব্ন হাব্বান, আবূ মাআয, নাহার ইব্ন মাআয, ইব্ন উছমান, মুহাম্মদ ইব্ন জারীর ইব্ন ইয়াযীদ, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন আবদাল থাকিবে, তাহাদের কারণে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হইবে এবং তোমাদেরকে আহার্য দান করা হইবে। কাতাদা বলেন, আমার মনে হয়, হাসান বসরীও তাহাদের একজন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। অর্থাৎ ইহা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি একদলকে অপর দল দ্বারা প্রদমিত করেন। বান্দাদের জন্য আল্লাহর প্রতিটি কাজই প্রজ্ঞা ও নিদর্শন দ্বারা পরিপূর্ণ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ। –'এইগুলি হইল আল্লাহর নিদর্শন, যাহা আমি তোমাকে যথাযথভাবে শোনাইতেছি। আর তুমি নিশ্চিতই আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।' অর্থাৎ এই আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠাইয়াছি। আর তোমার নবুওয়াতের ব্যাপারে আহলে কিতাবদেরও ভাল করিয়া জানা আছে। কেননা বনী ইসরাঈলকে আমি তোমার সম্পর্কে জানাইয়াছিলাম।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের শেষাংশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেন যে, وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ। হে মুহাম্মদ! তুমি নিশ্চিতই আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে কসম খাইয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই তুমি আমার রাসূল।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# তৃতীয় পারা

(٢٥٣) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ م مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ط وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

২৫৩. "এই সকল রাসূলের আমি একদলের উপর অপর দলের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছি। তাহাদের কাহারও সহিত আল্লাহ (সরাসরি) কথাবার্তা বলিয়াছেন এবং একজনের উপর অন্যজনের মর্যাদা দান করিয়াছেন। আর আমি ঈসা ইব্ন মরিয়মকে বিভিন্ন নিদর্শন দিয়াছি এবং তাহাকে জিব্রীল দ্বারা সাহায্য করিয়াছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে লড়াই বাধিত না। অথচ তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। তাহাদের একদল ঈমান আনিয়াছে ও অন্যদল কুফরী করিয়াছে। আল্লাহ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পর কাটাকাটি করিত না। কিন্তু আল্লাহ যাহা চাহেন তাহাই করেন।"

**তাফসীর** ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কোন রাসূলকে কোন রাসূলের উপর ফযীলত প্রদান করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

অর্থাৎ আমি কোন নবীকে কোন নবীর উপর বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছি এবং দাউদকে 'যাবূর' দান করিয়াছি। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ এই রাসূলগণ–আমি তাহাদের কাহাকে কাহারো উপর মর্যাদা দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহ তো এমন ছিল, যাহার সাথে আল্লাহ কথা বলিয়াছেন।' অর্থাৎ মূসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)। আদম (আ) সম্পর্কেও সহীহ রিওয়ায়েতে আবূ যর (র) হইতে ইব্ন হাব্বান (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ আর কাহারো মর্যাদা উচ্চতর করিয়াছেন। যথা মি'রাজের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) মি'রাজে গমনকা:।। আল্লাহর নিকট নবীগণের মর্যাদানুসারে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন আসমানে দেখিতে পান।

যদি বলা হয়, আলোচ্য আয়াতটি এবং আবূ হুরায়রা (র) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আলোচিতব্য হাদীসটির মধ্যে আপাত বিরোধের নিষ্পত্তি কি? উক্ত হাদীসটি হইল এই যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেন ঃ একজন মুসলমান এবং একজন ইয়াহূদীর মধ্যে নবীগণের পারস্পরিক প্রাধান্যের বিষয়ে বিতর্কের এক পর্যায়ে গিয়ে ইয়াহূদী ব্যক্তি বলেন, আল্লাহর কসম! পৃথিবীর সকল নবীর চাইতে মূসাই (আ) সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা শুনিয়া মুসলমান ব্যক্তি তাহার গালে চড় কষাইয়া দিয়া বলিল, হে খবীছ। মুহাম্মদের (সা) চাইতে কে শ্রেষ্ঠ? অতঃপর ইয়াহূদী লোকটি রাসূলের (সা) নিকট আসিয়া নালিশ করিলে হুযুর (সা) বলেন, আমাকে কোন নবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হইতে বিরত থাক। কেননা কিয়ামতের দিন লোকজন যখন বেকারার হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে, তখন সর্বাগ্রে আমি উঠিয়া সুপারিশের জন্য আল্লাহর আরশের দিকে যাইব। কিন্তু আমি যাইয়া দেখিব মূসা (আ) কঠিন হস্তে আরশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাই কিভাবে বলি যে, তূর পাহাড়ের সেই (ঐতিহাসিক) ঘটনার দ্বারা আমার চাইতেও তিনি প্রাধান্যপ্রাপ্ত হন নাই? তাই তোমরা আমাকে কোন নবীর উপর প্রাধান্য দান করিও না।' অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ لَاتُفَضِّلُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নবীগণের মধ্যে মর্যাদায় পার্থক্য করিও না।'

প্রথম জওয়াব ঃ এই হাদীসটি তিনি বর্ণনা করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করার পূর্বে। তবে এই উক্তিটি ততটা শক্তিশালী নয়। কেননা ইহার বক্তব্যের বিষয়ের উপর সন্দেহ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় জওয়াব ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নিছক ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে বলিয়াছেন।

তৃতীয় জওয়াব ঃ তিনি উপরে উল্লিখিত হাদীসের ঘটনার মত দুই পক্ষের তর্কবিতর্কের সময় এইভাবে প্রাধান্য দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

চতুর্থ জওয়াব ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা দ্বারা গোড়ামি করিয়া এক নবীর উপর অন্য নবীকে মর্যাদা দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

পঞ্চম জওয়াব ঃ কোন নবীকে কোন ব্যক্তির প্রাধান্য দান করার অধিকার নাই। ইহা একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছাধীন। আর ঈমানদারদের কাজ হইল আল্লাহর সিদ্ধান্তকে নত শিরে মানিয়া নেওয়া। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ (এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে বিভিন্ন মু'জিযা দান করিয়াছি) অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, বনী ইসরাঈলদের নিকট যাহাকে পাঠান হইয়াছে তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনি আরও বলেন ঃ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ। (এবং তাহাকে আমি 'রুহুল কুদুস' দ্বারা শক্তি দিয়াছি) অর্থাৎ আল্লাহ তাহাকে জিব্‌রাঈলের (আ) মাধ্যমে সাহায্য করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَاقْتَتَلُوْا.

অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে নবীগণের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পরস্পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইল। অতঃপর তাহাদের কেহ ঈমান আনিল এবং কেহ কাফির হইল। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিত না।

এক কথায় সবকিছুই আল্লাহর ফয়সালা এবং তাকদীরের অমোঘ নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ অর্থাৎ আল্লাহ তাহাই করেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন।

(٢٥٤) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ۭ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

**২৫৪. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে যাহা কিছু রুযী দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর সেই দিন আসার আগেই, যেদিন বেচা-কেনা চলিবে না, কোন বন্ধুত্ব থাকিবে না, কোন সুপারিশ মিলিবে না; আর অবিশ্বাসীরা অবশ্যই যালিম।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন নেক কাজে নিজেদের মাল খরচ করে এবং উহা তাহার প্রতিপালকের নিকট জমা থাকিবে। তাই প্রত্যেকের ইহলৌকিক জীবনে দান-খয়রাত করিয়া যাওয়া উচিত। مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ অর্থাৎ কিয়ামত দিবস উপস্থিত হইবার পূর্বে। لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ যাহাতে না আছে বেচাকেনা, না আছে বন্ধুত্ব কিংবা সুপারিশ। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন নিজেকে বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য কোন লেনদেন চলিবে না। ঢের মাল খরচ করিলেও কোন কাজে আসিবে না। কাজে আসিবে না পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করিলেও। আর কোন উপকারে আসিবে না বন্ধু-বান্ধব কিংবা নিকটাত্মীয় কোন ব্যক্তিও। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ

অর্থাৎ 'যখন শিংগা ফুঁকিবে তখন না কাহারও কোন বংশ পরিচয় থাকিবে আর না একে অপরের ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করিবে।' এমন কি সুপারিশ করারও কেহ থাকিবে না। অর্থাৎ সেইদিন সুপারিশকারীদেরও কোন সুপারিশ কার্যকরী হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ 'আর কাফিররাই প্রকৃত অত্যাচারী।' উল্লেখ্য যে, মুবতাদা (উদ্দেশ্য) সর্বদা খবরের (বিধেয়) উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তাহার চাইতে জঘন্য অত্যাচারী কেহ নয়, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কাফির অবস্থায় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে।

আতা ইব্ন দীনার (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আতা ইব্ন দীনার (র) বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি কাফিরদিগকে অত্যাচারী বলিয়াছেন, কিন্তু অত্যাচারীদিগকে কাফির বলেন নাই।

(٢٥٥) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

**২৫৫. "আল্লাহ–তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থির। তাঁহাকে নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ছাড়া তাঁহার কাছে সুপারিশ করার মত কে আছে? তাঁহার সামনে ও পিছনে যাহা কিছু আছে তাহা সবই তিনি জানেন। তাহারা তাঁহার ইচ্ছার বাহিরে তাঁহার জ্ঞান হইতে কিছুই আয়ত্ত্ব করিতে পারে না। আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল জুড়িয়া তাঁহার আসন পরিব্যাপ্ত। সেই দুইটির সংরক্ষণ তাঁহার জন্য কষ্টকর নহে। আর তিনিই সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠতম।"**

তাফসীর ঃ এই আয়াতটি হইল 'আয়াতুল কুরসী'। ইহার মর্যাদা সব আয়াতের চাইতে উচ্চে। কুরআন শরীফের মধ্যে সবচাইতে ফযীলতের আয়াত সম্পর্কে সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন রিবাহ, আবূ সালীল, সাঈদ আল জারীরী, সুফিয়ান, আবদুর রাজ্জাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, একদা উবাই ইব্ন কা'বকে নবী (সা) জিজ্ঞাসা করেন–কুরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই তাহা বেশী জানেন। হুযুর (সা) আবার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আয়তুল কুরসী। অতঃপর হুযুর (সা) বলেন, হে আবুল মানযার! তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার আত্মা। ইহার একটি জিহবা ও দুইটি ঠোঁট রহিয়াছে যাহা দ্বারা সে আরশের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করে।

অন্য একটি সূত্রে জারীরী (র) হইতে আবদুল আলা ইব্ন আবদুল আলা, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও মুসলিম (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাদের বর্ণনায় 'যেই মহা সত্তার হাতে আমার আত্মা' এই হইতে অতিরিক্ত অংশ উল্লিখিত হয় নাই।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত সম্পর্কে উবাই ইব্ন কা'বের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন কা'ব (র), উবাইদা ইব্ন আবূ লুবাবা, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, আওযাঈ, মাইসারাহ, আহমদ ইব্ন ইবরাহীম দাওরাকী ও হাফিজ আবূ ইয়ালা আল মোসেলী (র) বর্ণনা করেন, যে, উবাই ইব্ন কা'বের (র) পিতা তাহাকে বলেন ঃ আমার খেজুর ভর্তি একটি বস্তা ছিল এবং প্রত্যেকদিন সেইটা আমি পরিদর্শন করিতাম। কিন্তু একদিন কিছুটা খালি দেখিয়া রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, যুবক ধরনের কে একজন আসিল! আমি তাহাকে সালাম দিলাম; সে সালামের উত্তর দিল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি জ্বিন না ইনসান? সে বলিল, আমি জ্বিন। আমি বলিলাম, তোমার হাতটা বাড়াও তো। সে বাড়াইলে আমি তাহার হাতে হাত বুলাই। হাতটা কুকুরের হাতের গঠনের মত এবং কুকুরের লোমও রহিয়াছে। আমি বলিলাম, সকল জ্বিন কি এই ধরনের? সে বলিল, সমগ্র জ্বিনের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। ইহার পর আমি তাহাকে বলিলাম, যে উদ্দেশ্যে তুমি আসিয়াছ উহা তুমি কিভাবে সাহস পাইলে ? সে উত্তরে বলিল, আমি জানি যে, আপনি দানপ্রিয়। তাই ভাবিলাম, সবাই যখন আপনার নিয়ামতের দ্বারা উপকৃত হইতেছে, তাহা হইলে আমি কেন বঞ্চিত হইব ? অবশেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের অনিষ্ট হইতে কোন্ জিনিস রক্ষা করিতে পারে ? সে বলিল, তাহা হইল 'আয়াতুল কুরসী'।

সকালে উঠিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়া রাত্রির ঘটনাটি বলিলে হুযুর (সা) বলেন, দুষ্ট তো ঠিক বলিয়াছে।

হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরকে উবাই ইব্ন কা'বের (রা) দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন উবাই ইব্ন কা'ব (র) হাযরামী ইব্ন লাহিক, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, হরব ইব্ন শাদ্দাদ ও আবূ দাউদ তায়ালুসীর (র) সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম (র) ইহার বর্ণনাসূত্রকে সহীহ্দ্বয়ের শর্ত মোতাবেক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহারা উহা তাহাদের সংকলনে উদ্ধৃত করেন নাই।

অপর একটি সূত্রে আবূ সালীল হইতে ধারাবাহিকভাবে উছমান ইব্ন ইতাব, মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সালীল (র) বলেনঃ নবী (সা)-এর কোন এক সাহাবীর সাথে লোকজন কথা বলিতেছিল। কথা বলিতে বলিতে তিনি ঘরের ছাদের উপর উঠেন। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, বলিতে পার, কুরআন শরীফের কোন্ আয়াতটি সবচাইতে বড় ? তখন জনৈক সাহাবী বলেন, اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (এই আয়াতটি সবচাইতে বড়)। অতঃপর সেই লোকটি বলেন, আমি এই উত্তর দেওয়ার পর হুযুর (সা) আমার কাঁধের উপর হাত রাখেন এবং আমি উহার শীতলতা বুক পর্যন্ত অনুভব করিতেছিলাম। অথবা তিনি বুকে হাত রাখিয়াছিলেন এবং আমি উহার শীতলতা কাঁধ পর্যন্ত অনুভব করিতেছিলাম। অতঃপর হুযুর (সা) বলেন, হে আবূ মানযার! তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

অপর একটি হাদীসে আসকা আল বিকরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আসকার গোলাম উমর ইব্‌ন আতা, ইব্‌ন জারীজ, মুসলিম ইব্‌ন খালিদ, ইয়াকূব ইব্‌ন আবূ ইবাদ আল মক্কী, আবূ ইয়াযীদ আল কারাতিসী ও হাফিজ আবুল কাসিম আত্‌ তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, আসকা বিকরী (র) শুনিয়াছেন যে, একদা নবী (সা) মুহাজিরদের নিকট গেলে এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কুরআনের মধ্যে সবচাইতে বড় আয়াত কোন্‌টি ? নবী (সা) বলেন ঃ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ হইতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

অপর একটি হাদীসে সালমা ইব্‌ন ওয়ার্দান (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিছ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্‌ন ওয়ার্দান বলেন, তাহাকে আনাস ইব্‌ন মালিক (র) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ ? সাহাবী বলিলেন, না, আমার কাছে ধন-সম্পদ কিছুই নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, তোমার নিকট কি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ নাই ? তিনি বলিলেন, জ্বী, আছে। রাসূল (সা) বলেন, ইহা হইল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। ইহার পর বলেন, তোমার নিকট কি قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ নাই ? তিনি বলিলেন, জ্বী, আছে। রাসূল (সা) বলেন, ইহা হইল কুরআন শরীফের এক-চতুর্থাংশ। রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি اِذَا زُلْزِلَتْ নাই ? সাহাবী বলিলেন, জ্বী, আছে। তিনি বলিলেন, ইহা হইল কুরআন শরীফের এক-চতুর্থাংশ। রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ নাই ? সাহাবী বলিলেন, জ্বী, আছে। হুযুর (সা) বলেন, ইহা হইল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। অতঃপর রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি 'আয়াতুল কুরসী' নাই ? সাহাবী বলিলেন, জ্বী, আছে। রাসূল (সা) বলিলেন, ইহাও কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

অপর একটি হাদীসে আবূ যর (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবাইদ ইব্‌ন খাশখাশ, আবূ উমর দামেশকী, মাসউদী, ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর জুনদুব ইব্‌ন জানাদাহ (র) বলেন ঃ

একদা আমি নবীর (সা) নিকট আসিলে তাঁহাকে মসজিদে বসা দেখিতে পাই এবং আমিও গিয়া তাঁহার নিকট বসি। অতঃপর নবী (সা) বলেন-হে আবূ যর! নামায পড়িয়াছ ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, উঠ, নামায আদায় কর। আমি উঠিয়া নামায পড়িয়া আবার গিয়া বসিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তখন বলেন, মানুষ শয়তান হইতে এবং জ্বিন শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষও শয়তান হয় নাকি ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামায সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ? তিনি বলিলেন, ইহা একটি উত্তম বিষয়। তবে যাহার ইচ্ছা বেশি অংশ নিতে পারে এবং যাহার ইচ্ছা কম অংশ নিতে পারে। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আর রোযা ? তিনি বলিলেন, ইহা একটি উত্তম ফরয এবং উহা আল্লাহর নিকট অতিরিক্ত জমা থাকিবে। আমি

বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সাদকা ? তিনি বলিলেন, ইহা বহুগুণ বিনিময় আদায়কারী। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দান সবচাইতে উত্তম ? তিনি বলিলেন, অল্প সংগতি থাকিতে বেশি দেওয়ার সাহস করা এবং দুস্থ মানুষকে গোপনে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে ? তিনি বলিলেন, হযরত আদম (আ)। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি কি নবী ছিলেন ? রাসূল (সা) বলিলেন, হাঁ, তিনি আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী নবী ছিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, তাঁহারা হইলেন তিনশত দশের কিছু বেশি। তবে অন্য সময় রাসূল (সা) বলিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন তিনশত পনের জন। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাযিল হইয়াছে ? রাসূল (সা) বলিলেন, 'আয়াতুল কুরসী। এই হাদীসটি নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ইব্ন আবূ লায়লার ভাই, ইব্ন আবূ লায়লা, সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ূব আনসারী (র) বলেন ঃ আমার একটি খাদ্যভাণ্ডার ছিল এবং সেই ভাণ্ডার হইতে জ্বিন খাদ্য চুরি করিয়া নিয়া যাইত। আমি ইহা টের পাইয়া হুযুর (সা)-এর নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করি। হুযুর (সা) আমাকে শিখাইয়া দেন যে, তুমি যখন উহাকে আসিতে দেখিবে, তখন ইহা পড়িবে ঃ بِاسْمِ اللّٰهِ اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰه -অতঃপর জ্বিন আসিলে আমি উহা পড়িয়া জ্বিনটিকে ধরিয়া ফেলি। জ্বিনটিকে ধরার পরে সে বলিতেছিল যে, আমি আর চুরি করিতে আসিব না। অতঃপর আমি তাহাকে ছাড়িয়া দেই। ইহার পর হুযুর (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বন্দীকে কি করিলে ? আমি বলিলাম, উহাকে ধরিয়াছিলাম। কিন্তু সে বলিল যে, আর আসিবে না। এই কথার উপর তাহাকে মুক্তি দিয়াছি। অতঃপর হুযুর (সা) বলিলেন, (দেখিবে) সে আবার আসিবে। বাস্তবিকই আমি তাহাকে এই ভাবে দুই তিন বার ধরিলাম। কিন্তু সে দ্বিতীয় বার না আসার অংগীকার করিলে তাহাকে আমি ছাড়িয়া দেই। ইহার পর আবার হুযুর (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি বলেন, বন্দীকে কি করিলে ? আমি বলিলাম, আবারও আসিলে তাহাকে বন্দী করিয়াছিলাম। কিন্তু পুনরায় না আসার ওয়াদা করিলে ছাড়িয়া দিয়াছি। হুযুর (সা) এবারও বলিলেন, দেখিবে সে আবার আসিবে। সত্যিই সে আবার আসিলে আমি তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিলে সে বলে, আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে একটি বিষয় শিখাইয়া দিতেছি। অতঃপর তোমার নিকট আর কোন দিন কোন কিছু আসিবে না। তাহা হইল–'আয়াতুল কুরসী'। অতঃপর নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহা বলিলে তিনি বলেন, যদিও সে মিথ্যাবাদী, কিন্তু এই কথাটি সত্যই বলিয়াছে।

আহমদ যুবাইরী (র) হইতে বিন্দারের (র) সূত্রে ইমাম তিরমিযীও 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের। আরবী ভাষায় الغول (গাওল)-এর অর্থ হইলো রাত্রিকালে জ্বিনের আত্মপ্রকাশ।

বুখারী (র) স্বীয় সহীহ্ হাদীস সংকলনে বুখারী শরীফের 'ফাযায়িলুল কুরআন', 'ওয়াকালা' ও 'সিফাতে ইবলীস' অধ্যায়সমূহে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন, আওফ ও উছমান ইব্‌ন হাইছাম আবূ আমর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে রমযানের যাকাতের মালামাল সংরক্ষণের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কিন্তু এক ব্যক্তি আসিয়া উহা হইতে খাদ্য তুলিয়া নিতে থাকিলে আমি তাহাকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলি। অতঃপর তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া যাওয়ার কথা বলিলে সে অনুনয় করিয়া বলিল, আমি অত্যন্ত অভাবী। পরিবার-পরিজন অনাহারে রহিয়াছে। তাই খাদ্যের আমার এত প্রয়োজন যে তাহা অবর্ণনীয়। অতঃপর তাহাকে আমি ছাড়িয়া দেই। কিন্তু সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন, হে আবূ হুরায়রা! রাতের বন্দীকে কি করিলে? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সে আমার নিকট পরিবারের ভীষণ অভাবের অভিযোগ করিলে দয়া-পরবশ হইয়া তাহাকে। মুক্তি দান করি। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা শুনিয়া বলিলেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলিয়াছে, দেখিবে, সে আবার আসিবে। তাই আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বলিয়াছেন যে সে আসিবে, তখন আসিবেই। আমিও টহল দিতে থাকিলাম। সত্যিই সে আসিয়া খাদ্য নিতে থাকিলে আমি তাহাকে পাকড়াও করিলাম। অতঃপর বলিলাম, তোমাকে এইবার অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া যাইব। সে কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, আমার সংসার বড় অভাবের সংসার, আমি অত্যন্ত গরীব, আর আসিব না, আপনি আমাকে মুক্তি দিন। তাই আমি করুণাবশত তাহাকে মুক্তি দান করি।

সকালে রাসূল (সা) আমাকে ডাকিয়া বলেন, হে আবূ হুরায়রা! বন্দীকে কি করিলে? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাকে তাহার অবর্ণনীয় অভাবের কথা বলিলে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে মুক্তি দান করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলিয়াছে। দেখিবে, সে আবার আসিবে। অতঃপর তৃতীয়বার আসিয়াও সে খাদ্য নিতে প্রবৃত্ত হইলে এইবারও তাহাকে বন্দী করিয়া বলিলাম, তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া যাইব। কেননা তিনবার তোমাকে পাকড়াও করিয়াছি, আর প্রত্যেকবার তুমি বলিয়াছ, আর আসিব না। অথচ তুমি ওয়াদা ভংগ করিয়া প্রত্যেক বারই আসিয়াছ (তাই তোমাকে এইবার আর ছাড়িব না)। তখন সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনাকে এমন কতকগুলো বাক্য শিখাইব যাহার দ্বারা আল্লাহ আপনার কল্যাণ সাধন করিবেন। আমি বলিলাম, উহা কি? সে বলিল, যখন আপনি শুইতে যাইবেন, তখন বিছানায় 'আয়াতুল কুরসী' পড়িবেন। অর্থাৎ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّوْمُ এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহা হইলে আল্লাহ আপনার রক্ষক হইবেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকটবর্তী হইতে পারিবে না। ইহার পর তাহাকে আমি মুক্তি দান করি।

অতঃপর সকালে রাসূল (সা) আমাকে ডাকিয়া বলেন, গত রাতের বন্দীকে কি করিলে? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। সে আমাকে উপকারী কতকগুলো বাক্য শিখাইয়া দিলে তাহাকে আমি মুক্তি দান করি। রাসূল (সা) বলিলেন, কি শিখাইয়াছে? আবূ হুরায়রা (রা)

বলিলেন, সে আমাকে বলিয়াছে যে, যখন আপনি বিছানায় শুইতে যাইবেন, তখন 'আয়াতুল কুরসীর' প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবেন; তাহা হইলে আপনি সেই রাত্রিতে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর হিফাযতের বহির্ভূত হইবেন না। আর সকাল পর্যন্ত শয়তানও আপনার নিকটবর্তী হইতে পারিবে না। উপরন্তু সেই রাত্রিতে যাহা কিছু হইবে সবই কল্যাণকর হইবে। পরিশেষে রাসূল (সা) বলিলেন, সে মিথ্যাবাদী হইলেও ইহা সে সত্যই বলিয়াছে। তবে হে আবূ হুরায়রা! জান কি, তুমি এই তিন রাত কাহার সংগে কথা বলিয়াছিলে ? আমি বলিলাম, না। রাসূল (সা) বলিলেন, সে হইল শয়তান। উছমান ইব্ন হাইছামের সূত্রে ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকূব হইতে নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, রাত্রে এবং দিনে এইভাবে সে প্রতিদিন দুইবার করিয়া আসিত।

উপরোক্ত বর্ণনার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুতাওয়াক্কিল নাজী, ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আলআব্দী, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আহমাদ ইব্ন যুহায়ের ইব্ন হারব, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আমরুবীয়া আসসাফার ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেন ঃ

তাহার নিকট সাদকার মালামাল রাখার ঘরের চাবি থাকিত। সেই ঘরের মধ্যে খেজুর রাখা ছিল। কিন্তু একদিন গিয়া দেখেন যে, সেই খেজুর হইতে মুষ্টি ভরিয়া নেওয়ার দাগ রহিয়াছে। অন্য আর একদিন গিয়া দেখেন যে, উহা হইতে মুষ্টি ভরিয়া নেওয়ার চিহ্ন রহিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় দিনও গিয়া সেইভাবে মুষ্টি ভরিয়া নেওয়ার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ইহার পর আবূ হুরায়রা (রা) এই বিষয়ে হুযুর (সা)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন যে, তুমি কি তাহাকে বন্দী করিতে চাও ? তিনি বলিলেন, হাঁ। হুযুর (সা) বলিলেন, তাহা হইলে যখন তুমি দরজা খুলিবে তখন তুমি পড়িবে- سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ مُحَمَّدٌ সেমতে তিনি পরদিন দরজা খুলিবার সময় বলিলেন- سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ مُحَمَّدٌ

অমনি আশ্চর্যজনকভাবে এক ব্যক্তিকে তিনি সামনে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমিই কি এই কাজ কর ? সে বলিল, হাঁ। তবে এই বারের মত আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আর কখনো আসিব না। মূলত আমি ইহা একটি গরীব জ্বিন পরিবারের জন্য নিতেছি। অতএব আমাকে মুক্তি দিন। তাই তাহাকে মুক্তি দিলাম। তবুও সে দ্বিতীয়বার আসিল। ইহার পর তৃতীয় বার আসিলে আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি আর না আসার ওয়াদা করিয়াছিলে, তবু কেন তুমি আসিলে ? তাই তোমাকে নবী (সা)-এর নিকট নিয়া যাইব।

সে বলিল, নবী (সা)-এর নিকট না নিয়া আমাকে যদি ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আপনাকে এমন কতকগুলো বাক্য শিখাইব যাহা পড়িলে ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ কোন জ্বিনই আপনার নিকট আসিতে পারিবে না। ইহার পর সে বলিল, ইহাতে আপনি কি সম্মত আছেন? আমি বলিলাম, হাঁ, উহা কি ? জবাবে সে اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ অর্থাৎ আয়াতুল

কুরসী শেষ করিল। অতঃপর আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম এবং আর আসে নাই। পরিশেষে আবূ হুরায়রা (রা) নবী (সা)-এর নিকট ইহা বলিলে তিনি বলেন, তুমি যাহা জানিয়াছ উহা বস্তব।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল মুতাওয়াক্কিল, ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম, শুআইব ইব্‌ন হারব আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ ও ইমাম নাসায়ীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব বর্ণিত উবাই ইব্‌ন কা'ব (র)-এর বর্ণনাটি নিয়া এই বিষয়ের মোট তিনটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হইল।

**অন্য একটি ঘটনা**

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, আবূ আসিম ছাকাফী, আবূ মুআবিয়া ও আবূ উবাদ তাহার কিতাবুল গরীবে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তির সাথে জ্বিনের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের পর জিনটি সেই ব্যক্তিকে বলিল, আমার সাথে মল্লযুদ্ধ করিবে ? তুমি যদি আমার সাথে মল্লযুদ্ধে বিজয়ী হইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে কুরআনের এমন একটি আয়াত শিখাইয়া দিব, যাহা পড়িয়া তুমি ঘরে প্রবেশ করিলে শয়তান তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অতঃপর মানুষটি জ্বিনটিকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিল। যুদ্ধের পর সেই ব্যক্তি জ্বিনটিকে বলিল যে, তুমি তো দুর্বল ও কাপুরুষ এবং তোমার হাত কুকুরের হাতের মত। তোমরা জ্বিনেরা কি সবাই এই ধরনের, না কেবল তুমি এই ধরনের ? সে বলিল, আমিই জ্বিনের মধ্যে সবার চাইতে শক্তিশালী। দ্বিতীয়বার আবার সে মল্লযুদ্ধের জন্য আহবান করিলে সেইবারও জ্বিনটি পরাজিত হয়। তখন জ্বিনটি বলিল, সেই আয়াতটি হইল 'আয়াতুল কুরসী।' যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় ইহা পড়িবে, তাহার বাড়ি হইতে শয়তান গাধার মত চিৎকার করিতে করিতে পালাইয়া যাইবে।

ইব্‌ন মাসউদ (র) ইহা বর্ণনা করার পর এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই লোকটি কি উমর (রা) ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উমর (রা) ব্যতীত ইহা কাহারও দ্বারা কি সম্ভব! আবূ উবাইদ (রা) বলেন ঃ الضئيل। অর্থ দুর্বল শরীর।

অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরায়রা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, হাকীম ইব্‌ন জুবাইর আসাদী, সুফিয়ান, হুমাইদী, বাশার ইব্‌ন মূসা, আলী ইব্‌ন হাশ্‌শাদ ও আবূ আবদুল্লাহ আর হাকাম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সূরা বাকারার মধ্যে এমন একটি আয়াত রহিয়াছে, যে আয়াতটি সমগ্র কুরআনের নেতা স্বরূপ। উহা পড়িয়া ঘরে প্রবেশ করিলে শয়তান বাহির হইয়া যায়। উহা হইল 'আয়াতুল কুরসী।' অনুরূপভাবে যায়দের সূত্রে হাকীম ইব্‌ন জুবাইর হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ। অন্যদিকে যায়দের হাদীসে তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে পাহাড়ের মত অটল অতি সম্মানিত বড় নেতা থাকে। অনুরূপভাবে কুরআনের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন হইল সূরা বাকারার।

আর ইহার নেতা বা সর্দার হইল একটি আয়াত। উহা হইল 'আয়াতুল কুরসী'। ইমাম তিরমিযী (র) বলেনঃ এই হাদীসটি গরীব এবং অপরিচিত। অবশ্য হাকীম ইব্ন জুবাইর (র)-এর হাদীসটি ইহার ব্যতিক্রম। কিন্তু শু'বা (র) উহাকে যঈফ বলিয়াছেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–আহমাদ (র) ইয়াহ্য়া ইব্ন মুঈন ও কোন কোন ইমামও ইহাকে যঈফ বলিয়াছেন। ইব্ন মাহদী ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। উপরন্তু সাদী বলেন, ইহা একটি মিথ্যা হাদীস।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উমর (রা) ইয়াহয়া ইব্ন ইয়ামার, ইয়াহয়া ইব্ন আকীল, ইয়াহয়া, আবদুল্লাহ ইব্ন কায়সান, ঈসা ইব্ন মূসা গানজার, উমর ইব্ন মুহাম্মদ বুখারী, ঈসা ইব্ন মুহাম্মদ মারুযী, আবদুল বাকী ইব্ন নাফে ও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) একবার শহরতলীর কতগুলো লোককে নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ বলিতে পার, কুরআন শরীফের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত আয়াত কোন্টি? তখন ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার ইহা ভালো জানা আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ হইল কুরআনের সবচাইতে সম্মানিত আয়াত।

অন্য একটি হাদীসে ইস্‌মে আযম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্ন সাকান (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ যিয়াদ, মুহাম্মদ ইব্ন বুকাইর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্ন সাকান (র) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ এবং الٓمّٓ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ এই দুই আয়াতে ইসমে আযম রহিয়াছে। অনুরূপভাবে আবূ দাউদ (র) মুসাদ্দাস হইতে, তিরমিযী (র) আলী ইব্ন খাশরাম হইতে এবং ইব্ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রত্যেকেই আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ যায়দ (র) হইতে ঈসা ইব্ন ইউনুসের সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

উপরোল্লিখিত হাদীসের মর্মরূপে উর্ধ্বতন সূত্রে আবূ ইমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আলা ইব্ন ইয়াযীদ, ওলীদ ইব্ন মুসলিম, হিশাম ইব্ন আম্মার, ইসহাক ইব্ন যায়েদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ইসমাঈল, আবদুল্লাহ ইব্ন নুসাইর ও ইব্ন মারদূবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমামা (র) বলিয়াছেনঃ আল্লাহর ইসমে আযম দ্বারা দু'আ করিলে উহা আল্লাহ কবূল করেন। আর উহা সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও তোয়াহা-এর মধ্যে রহিয়াছে।

দামেস্কের খতীব হিশাম ইব্ন আম্মার (র) বলেনঃ সূরা বাকারার মধ্যে ইসমে আযমের আয়াত হইল اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ও আলে ইমরানের মধ্যে হইল الٓمّٓ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ এবং তোয়াহা-এর মধ্যে হইল وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ এই আয়াতটি

অন্য একটি হাদীসে আবূ ইমামা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইর, হাসান ইব্‌ন বাশার বাতারসূস, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহরায ইব্‌ন ইউনাবির আল আদমী ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমামা (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়িবে তাহাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু বেহেশতে যাইতে বাধা দেয় না।

হাসান ইব্‌ন বাশারের সূত্রে নাসায়ী (র) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহাতে বলা হইয়াছে, দিনে এবং রাত্রে দুইবার পড়িলে। মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইরের সূত্রে ইব্‌ন হাব্বানও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইর ওরফে হামসী (র) ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে সত্যবাদী বর্ণনাকারী। উপরন্তু এই হাদীসের পূর্ণ সনদটিই বুখারীর শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। অবশ্য আলী (র), মুগীরা ইব্‌ন শুবা (র) ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর (র) হাদীসে ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার প্রত্যেকটি সনদই দুর্বল।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুসা আশআরী (র) হাসান, কাতাদা, মুছান্না, আবূ হামযা সিকরী, যিয়াদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইয়াহয়া ইব্‌ন দারসতূইয়া আল মারুযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন যিয়াদ আল মুকিররী ও ইব্‌ন মারুদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-কে ওহী মারফত জানান যে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িবে। কেননা যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ইহা পড়িবে আল্লাহ তাহাকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিরকারী জিহবা, নবীগণের মত পুণ্য ও সিদ্দীকগণের মত কর্ম দান করিবেন। তবে ইহার উপর নবী, সিদ্দীক এবং যে বান্দাকে আল্লাহ ঈমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন অথবা আল্লাহ যাহাকে দীনের পথে শহীদী মর্যাদায় সৌভাগ্যবান করার ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই-ই দৃঢ়পদ থাকিতে পারে। এই হাদীসটি 'মুনকার' পর্যায়ের অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য।

আয়াতুল কুরসী দিনের এবং রাতের প্রথমভাগে পড়িলে আল্লাহ তা'আলা তাহার রক্ষক হইবেন। এই বিষয়ের উপর একটি হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা (রা)। যারারা ইব্‌ন মাসনাব, আবদুর রহমান আল মালিকী, ইব্‌ন আবূ ফিদিয়াক, ইয়াহয়া ইব্‌ন মুগীরা, আবূ সালমা আল মাখযুমী আল মাদাইনী ও আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে حٰمٓ। الْمُؤْمِنُ হইতে إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ। পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আল্লাহর বিশেষ আশ্রয়ে থাকিবে। আর যদি সন্ধ্যায় ইহা পড়ে তাহা হইলে সকাল পর্যন্ত সে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকিবে। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। উপরন্তু কোন কোন আলিম আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মুলাদকী আলমালিকীর (র) স্মরণ শক্তি কমের অভিযোগ করিয়া তাঁহার হাদীস অগ্রহণযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

এই আয়াতের ফযীলতের উপর আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। কিন্তু সেইগুলির সনদ দুর্বল। দ্বিতীয়ত আলোচনা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সেইগুলির উদ্ধৃতি হইতে বিরত রহিলাম। যথা আলী (র)-এর হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্তনে দোষ হইলে উহা পাঠ করিয়া দুই স্তনের মাঝখানে দম করিতে হয়। আর আবূ হুরায়রার (রা) হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা জাফরান দিয়া সাতবার লিখিয়া দিলে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই উভয় রিওয়ায়েতই ইব্ন মারদুবিয়া (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পবিত্র আয়াতটিতে পৃথক পৃথক দশটি অর্থ রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি জীবসমূহের একক ইলাহ বা উপাস্য। اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ চিরঞ্জীব, তাঁহার কোন মৃত্যু হইতে পারে না। কেননা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব তাঁহার উপর নির্ভরশীল। উমর (র) اَلْقَيُّوْمُ কে اَلْقِيَامِ পড়িতেন। ইহার অর্থ দাঁড়ায় সমগ্র সৃষ্টি জীব তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নন। আর তাঁহার হুকুম ব্যতীত সব কিছুই অস্তিত্বহীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ

'তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এইটিও একটি নিদর্শন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তাঁহারই নির্দেশ বলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।'

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ অর্থাৎ কোন অনিষ্টই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি স্বীয় সৃষ্ট জীব হইতে কখনো উদাসীন নহেন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। সুতরাং তিনি মুহূর্তের জন্যও অসতর্ক নহেন। যে যেই অবস্থায় আছে সবই তাঁহার দৃষ্টির গোচরে। তাই কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে নাই। তাঁহার দৃষ্টি হইতে কাহারও গোপন থাকার শক্তি নাই। কেননা তাঁহাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করিতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। لَا تَاْخُذُهٗ -এর শাব্দিক অর্থ হইল তাঁহাকে কাবু করিতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ক্লান্তিহীন ও সর্বদা সজাগ। سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রার চাইতে অধিক শক্তিশালী।

আবূ মূসা (র) হইতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ একদা হুযুর (সা) আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া চারটি কথা বলিলেন। তাহা এই-নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না। আর তাঁহার জন্য নিদ্রা শোভনীয়ও নয়। কেননা তিনি দাঁড়িপাল্লা সমুন্নত করিয়া রাখেন। আর তাঁহার নিকট রাত্রির আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাত্রির পূর্বে পেশ করা হয়। তাঁহার ও সৃষ্টি জগতের মাঝখানে নূর বা আগুনের পর্দা রহিয়াছে। যদি উহা অপসারিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টি গোচরের সব কিছুই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরামা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম ইব্ন আব্বান, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাসের গোলাম ইকরামা لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ

হযরত মূসা (আ) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কি তন্দ্রা যান? তখন আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠাইয়া ফেরেশতাদেরকে জানাইয়া দেন, তাহারা যেন

মূসাকে উপর্যুপরি তিনরাত জাগাইয়া রাখে। তাঁহারা তাহাই করিলেন। তাহাকে পরপর তিনরাত নির্ঘুম রাখিয়া তাঁহার দুই হাতে দুইটা শিশি দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত তন্দ্রাবিভূত হওয়ার কারণে শিশি দুইটি হাত হইতে আলগ হইয়া বারবার পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে তিনি বারবার শক্ত করিয়া ধরেন। এইভাবে কয়েক বারের পর একবার ঘুমের তীব্রতায় অচেতনের মত হেলাইয়া পড়িলে একটা শিশির উপর আর একটা শিশি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। ইহার দ্বারা তাহাকে বুঝানো হইয়াছে যে, হে মূসা! ঘুমের জ্বালায় মাত্র দু'টি শিশি রাখিতে গিয়া তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। তাহা হইলে তন্দ্রায় গিয়া এই পৃথিবী ও আকাশসমূহকে পরিচালনা করা যায় কিভাবে ?

আবদুর রাজ্জাক হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্ন ইয়াহিয়া ও ইব্ন জারীরও উহা উপরোল্লিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা ইসরাঈলী রিওয়ায়েত। কেননা মূসা (আ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী হইয়া আল্লাহর এই বিশেষণ হইতে অজ্ঞাত থাকিবেন ইহা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। উপরন্তু বর্ণনাসূত্রগতভাবেও ইব্ন জারীরের (র) এই রিওয়ায়েতটি সবচাইতে দুর্বল।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারবাহিকভাবে ইকরামা, হাকাম ইব্ন আব্বাস, উমাইয়া ইব্ন শিবিল, হিশাম ইব্ন ইউসুফ, ইসহাক ইব্ন আবূ ইস্রাঈল ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মিম্বারের উপর বসিয়া মূসা (আ)-এর ঘটনা বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, মূসা (আ)-এর মনে প্রশ্ন জাগিল, আল্লাহ কি ঘুমান ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার কাছে ফেরেশতা পাঠাইয়া তিন রাত্রি বিনিদ্র রাখিলেন। ফেরেশতাটি তাহার দুই হাতে দুইটি শিশি দিয়া বলিয়া গেলেন যে, লক্ষ্য রাখিবেন, ইহা যেন পড়িয়া ভাঙ্গিয়া না যায়। কিন্তু তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে হাত দুইখানা একত্রিত হইয়া গেল এবং তিনি অসাবধানতাবশত জাগ্রত হওয়ার প্রাক্কালে একটি শিশির সাথে অন্যটির সংঘর্ষ হইয়া উভয়টি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। হুযুর (সা) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা ঘুমাইতেন তাহা হইলে আসমান এবং যমীন স্থির থাকিত না।"

এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। আর এই কথা স্পষ্ট যে, এই রিওয়ায়েতটিও ইসরাঈলী এবং পরম্পরা সূত্রও অবিচ্ছিন্ন নহে। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, জা'ফর ইব্ন আবূ মুগীরা, আশআশ ইব্ন ইসহাক, আহমদ ইব্ন আবদুর রহমানের দাদা, তাঁহার পিতা, আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান, আহমদ ইব্ন কাসিম ইব্ন আতিয়া ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

"বনী ইসরাঈলরা বলিয়াছিল যে, হে মূসা! তোমার প্রভু কি ঘুমায় ? মূসা (আ) তাহাদিগকে বলেন, 'আল্লাহকে ভয় কর'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, তাহারা তোমাকে তোমার প্রতিপালক নিদ্রা যায় কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাহা হইলে তুমি দুই হাতে দুইটা বোতল নিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। মূসা (আ) তাহাই করিলেন। কিন্তু তিন রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর তাহার কজি দুর্বল হইয়া যায়। এক সময় দুর্বলতায় হাত দুইখানা একত্রিত হইয়া যায়। ফলে রাতের শেষের দিকে অতি দুর্বলতা ও অস্থিরতার কারণে

বোতল দুইটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে বলেন, হে মূসা! যদি আমি ঘুমাইতাম, তাহা হইলে পৃথিবী ও আসমানসমূহও এই কাচের বোতলের মত ধ্বংস হইয়া যাইত।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ক আলোচনা সম্বলিত 'আয়াতুল কুরসী' নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَهُ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ ইহার মর্যাদা হইল যে, সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার দাসত্বে নিয়োজিত, সবই তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, সবই তাঁহার আয়ত্তাধীন এবং সব কিছুর উপর তাহার একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যথা আল্লাহ অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا. لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا. وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.

অর্থাৎ "আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় বস্তুই করুণাময়ের দাসত্বে উপস্থিত রহিয়াছে। অবশ্য তাহাদের সকলকেই তিনি ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং এক এক করিয়া গুনিয়া রাখিয়াছেন। আর সমগ্র সৃষ্ট জীবই একে একে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ অর্থাৎ এমন কে আছে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার সামনে কাহারও সুপারিশ করিতে পারে ?

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوَاتِ لاَتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ يَرْضٰى

অর্থাৎ "আকাশসমূহে বহু ফেরেশতা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সুপারিশ কোন কাজে আসিবে না। তবে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকেও অনুমতি দান করেন তবে তাহা অন্য কথা।"

অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ وَلاَ يَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى অর্থাৎ তাহারা কাহারও জন্যে সুপারিশ করেন না, কিন্তু একমাত্র তাহার জন্য সুপরিশ করেন যাহার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রহিয়াছেন।

ইহার দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব এবং উচ্চতম মর্যাদার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আয়াতে বলা হইয়াছে, তাহার অনুমতি ব্যতীত কাহারও জন্য সুপারিশ করার সাহস কাহার আছে ? যেমন শাফা'আতের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, (রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন) আমি আরশের নিচে গিয়া সিজদায় পড়িয়া থাকিব। আল্লাহ তাহার ইচ্ছা মোতাবেক আমাকে ডাকিবেন আর বলিবেন, মাথা তোল এবং যাহা বলিতে হয় তাহা বল, তোমার আবেদন শোনা হইবে। তুমি সুপারিশ করিলে তাহা গৃহীত হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সুপারিশের জন্য আমাকে সংখ্যা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেষে তাহাদিগকে আমি বেহেশতে নিয়া যাইব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের উক্তি নকল করিয়া বলেন ঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

অর্থাৎ আমরা তোমার প্রভুর নির্দেশ ব্যতীত অবতরণ করিতে পারি না। আমাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সমস্ত জিনিসই তাহার অধিকারে রহিয়াছে এবং তোমার প্রভু ভুল-ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ অর্থাৎ কেহই তাহার জ্ঞানের একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করিতে পারে না। তবে আল্লাহ যাহাকে জানাইবার ইচ্ছা করেন, সে-ই কেবল কিছু জানিতে পারে। ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ তাঁহার জাতিসত্তা এবং গুণাবলী সম্পর্কে কাহাকেও জ্ঞান দান করেন না। তবে যাহাকে জানাবার ইচ্ছা করেন তাহাকে জানান। যেমন তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا অর্থাৎ আর তাহারা তাঁহাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে বেষ্টন করিতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ তাহার সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, জা'ফর ইব্‌ন আবুল মুগীরা, মাতরাফ ইব্‌ন তারীফ, ইব্‌ন ইদ্রীস, আবূ সায়ীদ আশাজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ। এই আয়াত প্রসংগে বলেনঃ ইহার পরিমাপ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও জানা নাই।

মাতরাফ ইব্‌ন তারীফ হইতে হাইছাম ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদ্রীস উভয়ে ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিমের সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, কুরসীর ভাবার্থ হইল, 'দুইটি পা রাখার স্থান।' আবূ মূসা, সুদ্দী, যিহাক ও মুসলিম বিত্তীনও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শুজা ইব্‌ন মুখাল্লাদ (র) স্বীয় তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুসলিম বিত্তীন, আম্মার, যুহরী, সুফীয়ান, আবূ আসিম ও শুজা ইব্‌ন মুখাল্লাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "কুরসী হইল দুইটি পা রাখার স্থান। তবে আরশের পরিধি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন।"

শুজা ইব্‌ন মুখাল্লাদ আলফাল্লাস (র)-এর সূত্রে হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে ভুল রহিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুসলিম বিত্তীন, আম্মার যাহাবী, সুফিয়ান ও ওয়াকী' স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

'কুরসী' বলা হয় দুইটি পা রাখার স্থানকে এবং আরশের পরিধি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির কোন ধারণা নাই।" ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সনদে সুফিয়ান ছাওরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসিম, মুহাম্মদ ইব্ন মাআ'ব, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ মাহবুবী ও হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, সহীহদ্বয়ের শর্তানুযায়ী এই হাদীসটি বিশুদ্ধ। তবে তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দীর পিতা, সুদ্দী, প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী হাকাম ইব্ন যহীর আল ফাযালী ও ইব্ন মারদুবিয়াও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা সহীহ্ নয়।

আবূ মালিক (র) হইতে সুদ্দী বলেন ঃ 'কুরসী' হইল আরশের নিচে অবস্থিত। সুদ্দী (র) বলেন ঃ পৃথিবী ও আকাশসমূহ কুরসীর বলয়ের অভ্যন্তরে এবং কুরসী হইল আরশের সম্মুখে অবস্থিত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক (র) বলেন ঃ সাত আসমান এবং সাত যমীনকে যদি একটি একটি করিয়া আলাদা করা হয়, অতঃপর একটির সাথে আর একটিকে যদি পাশাপাশি মিলাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা কুরসীর তুলনায় এতই ক্ষুদ্র হইবে যেন বিশাল মরু প্রান্তরে উহা একটি বিন্দু মাত্র। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন যায়েদের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন যায়েদ; ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন যায়েদের পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সাতটি আকাশ কুরসীর মধ্যে এভাবে বিরাজমান, যেভাবে একটি থলের মধ্যে সাতটি দিরহাম বিদ্যমান থাকে।

আবূ যর গিফারী (রা) ধারাবাহিকভাবে আবূ ইদ্রীস খাওলানী, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ছাকাফী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ তাইমী, মুহাম্মদ ইব্ন আবু ইউসর আসকালানী, আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাইব মুকিররী, সুলায়মান ইব্ন আহমদ ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর গিফারী (রা) বলেন ঃ নবী (সা)-এর নিকট কুরসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, যেই মহাসত্তার হাতে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! কুরসীর তুলনায় পৃথিবী ও সাত আকাশ যেন দিগন্তহীন মরু প্রান্তরে একটি বৃত্ত মাত্র।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন খলীফা, আবূ ইসহাক, ইস্রাঈল, ইব্ন আবূ বকর, যহীর ও আবূ ইআলা মুসলী (রা) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ

জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করেন ঃ (হে আল্লাহর রাসূল) আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতবাসিনী করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহর শান এত বড় যে, তাহার কুরসী পৃথিবী ও আকাশসমূহকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার মহত্তের ভারে উহা নতুন গদির মতন প্রতি মুহূর্তে চড় চড় করিয়া শব্দ করে।" এই হাদীসটি হাফিল বাযযার (র) তাঁহার প্রসিদ্ধ মুসনাদে, আবূ ইব্ন হুমাইদ ও ইব্ন জারীর তাহাদের তাফসীরে, তিবরানী ও ইব্ন আবূ হাতিম কিতাবুস সুন্নায় এবং আবদুল্লাহ ইব্ন খলীফা হইতে আবূ ইসহাক সাবিঈর সূত্রে হাফিয যিয়া 'কিতাবুল মুখতারে'ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা প্রসিদ্ধ নহে এবং উমর (রা) হইতে ইহা শোনার মধ্যেও সন্দেহ রহিয়াছে।

অবশ্য উমর (রা) হইতে এই হাদীসটি কেহ কেহ মাওকুফ ও মুরসাল সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ উহা হইতে হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াও বলিয়াছেন। তবে সবগুলির মধ্যে আরশের বর্ণনা সম্বলিত জুবাইর ইব্‌ন মুতইমের (র) রিওয়ায়েতটিই সর্বাপেক্ষা দুর্বল। উহা আবূ দাউদ স্বীয় সুনানে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন জাবির প্রমুখ বুরাইদার সনদে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন কুরসীকে ফয়সালার জন্য রাখা হইবে। উল্লেখ্য যে, ইহা এই আয়াতের আলোচ্য বিষয় নয়।

তবে কোন কোন মুসলিম বিজ্ঞানীর ধারণা যে, কুরসী হইল অষ্টম আকাশ, যাহাকে فلك الثوابت। বলা হয়। তাহার উপরেও নবম আকাশ রহিয়াছে, যাহাকে فلك الاثير। বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে اطلس। ও বলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য আলিম ইহার সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) হইতে জুআইবিরের সূত্রে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

আরশই হইল কুরসী। তবে সঠিক কথা হইল যে, কুরসী আরশ নয় এবং আরশ কুরসীর চাইতে বড়। আর ইহাই হাদীস ও দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে ইব্‌ন জারীর (র) উমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন খলীফার হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। কিন্তু আমাদের নিকট এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَيَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا (আর সেইগুলিকে ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন নয়।) অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং ইহার অভ্যন্তরের প্রতিটি সৃষ্টিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার জন্য কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়; বরং ইহা তাহার জন্য খুবই সহজ। আর তিনি সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার নিকট অতি নগণ্য ও তুচ্ছ এবং সকলেই তাঁহার নিকট মুখাপেক্ষী ও দরিদ্র। তিনি ঐশ্বর্যশালী ও অতি প্রশংসিত। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তাঁহাকে হুকুম দিবার কেহ নাই। নাই তাঁহার কার্যের কোন হিসাব গ্রহণকারী! তিনিই সকল বস্তুর উপর একচ্ছত্র ক্ষমতাবান ও সকলের হিসাব আদায়কারী, সকল জিনিসের একমাত্র মালিকানা তাঁহার। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, নাই কোন প্রতিপালক।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ তিনি সমুন্নত মহীয়ান। তেমনি অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ وَهُوَ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ অর্থাৎ তিনি মহীয়ান-গরীয়ান।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি এবং এই ধরনের যত আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে, এই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আলিমগণের অভিমত হইল যে, এই বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা না করিয়া ও প্রলম্বিত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া উহা যেইভাবে আল্লাহ বর্ণনা করিয়াছেন, সেইভাবে উহার প্রতি ঈমান রাখা এবং কোন বস্তুর সাথে উহার পরিমাপ ও তুলনা না করাই ঈমানদারের কাজ। তাহা হইলে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

(٢٥٦) لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

**২৫৬. 'দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই। ভ্রান্ত পথ হইতে অবশ্যই সত্য পথ সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই যে ব্যক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে ও আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিবে, অনন্তর সে মযবুত রশি শক্ত হাতে ধারণ করিল। তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নাই। অর্থাৎ কাহাকেও জোর করিয়া ইসলামে দীক্ষিত করিও না। কেননা ইহা স্পষ্ট এবং ইহার যুক্তি-প্রমাণাদি জ্ঞানগ্রাহী বটে। উপরন্তু ইসলাম কাহাকেও জোর করিয়া তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মুখাপেক্ষী নয়। বরং যাহাকে আল্লাহ ইসলামের প্রতি হেদায়েত দান করিবেন, তাহার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত করিয়া দিবেন। ফলে সে আপনা হইতে ইসলামে প্রবিষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ যাহার সত্যগ্রহের হৃদয় কপাট রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ ও কর্ণ বধির করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে জবরদস্তি করিয়া ইসলামে দাখিল করা হইলেও তাহার কোন ফায়দা হইবে না।

অনেকে বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি আনসারদের একটি গোত্রকে উপলক্ষ করিয়া নাযিল হইয়াছিল। যদিও ইহার নির্দেশ সবার উপর সমানভাবেই প্রযোজ্য। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ বাশার, শু'বা ইব্ন আবূ আ'দী, ইব্ন ইয়াসার ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

বন্ধ্যা স্ত্রীরা সন্তান প্রার্থনা করিয়া বলিত যে, যদি ছেলেমেয়ে হয় তাহা হইলে উহা ইয়াহুদীদের হাতে সমর্পণ করিব। এইভাবে ইয়াহুদীদের বনূ নযীর গোত্রের নিকট অনেক সন্তান জমা হইয়া যায়। অতঃপর মদীনাবাসীরা মুসলমান হইয়া গেলে বনূ নযীরদের নিকট হইতে তাহাদের সন্তানদিগকে আনিয়া মুসলমান করার ইচ্ছা করে। তখন তাহাদিগকে ইহা করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলাও এই আয়াতটি নাযিল করেন যে, দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে।

বিন্দারের সূত্রে নাসায়ী ও আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সূত্রে শু'বা হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শু'বার সূত্রে ইব্ন হাব্বান তাঁহার সহীহ হাদীস সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইব্ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শা'বী ও হাসান বসরী (র) প্রমুখও ইহার অনুরূপ শানে নুযূল বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইকরামা, যায়দ ইব্ন ছাবিত, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ জারশী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতটি নাযিল হওয়া প্রসংগে বলেন ঃ

আনসারদের বনী সালিম ইব্ন আউফ গোত্রে 'হুসাইনী' নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার দুইটি পুত্র ছিল খ্রিস্টান। অবশ্য সেই ব্যক্তি মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে খ্রিস্টানদের নিকট হইতে জোরপূর্বক আনিয়া ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য হুযুর (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। ইব্ন জারীর এবং সুদ্দীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এতটুকু বেশি রহিয়াছে যে, খ্রিস্টানদের একটি যাত্রীদল ব্যবসার জন্য সিরিয়া হইতে কিশমিশ নিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের হাতে দুইটি সন্তান খ্রিস্টান হইয়া যায়। উক্ত যাত্রীদল রওয়ানা হইলে ছেলে দুইটিও তাহাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর তাহাদের পিতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা বর্ণনা করিয়া বলেন, আপনি অনুমতি দান করিলে আমি তাহাদিগকে জোর করিয়া আনিয়া ইসলামে দীক্ষিত করিতাম। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। আসবাক (রা) হইতে ধারবাহিকভাবে আবূ হিলাল, শরীক, আমর ইব্ন আ'উফ, ইব্ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আসবাক (রা) বলেন ঃ

আমি আমার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর দাস হিসাবে নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতেছিলেন। আমিও তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতেছিলাম। তখন তিনি বলেন, 'ইসলামের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই'। তিনি আরও বলেন, হে আসবাক! তুমি ইসলাম গ্রহণ করিলে তোমার অনেক কল্যাণ হইত।

আলিমগণের বৃহৎ একটি দল বলেন, এই আয়াতটি সেই সকল কিতাবীদের বেলায় প্রযোজ্য যাহারা তাহাদের দীন বিলুপ্তির পূর্বে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জিযিয়া দিয়া থাকিত।

অন্য একটি দল বলেন, যুদ্ধের আয়াত দ্বারা এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। তাই এখন সকল সম্প্রদায়কে সত্য-সরল ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। এখন যদি কেহ ইহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় অথবা জিযিয়া দান করিয়া মুসলমানদের অধীনতা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। এই হইল 'ইকরাহ' বা জবরদস্তির আসল অর্থ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُوْلِى بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ–

"অতি সত্বরই তোমাদিগকে ভীষণ শক্তিশালী এক সম্প্রদায়ের দিকে আহ্বান করা হইবে, হয় তোমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হইবে, না হয় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন এবং তাহাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন।"

কুরআনের অন্য স্থানে রহিয়াছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْافِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের আশেপাশের কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাহাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন কর এবং বিশ্বাস রাখিও যে, আল্লাহ খোদাভীরুদের সঙ্গে রহিয়াছেন।"

বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل। -তোমাদের প্রভু সেই লোকদের প্রতি বিস্মিত হন, যাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বেহেশতের দিকে হেঁচড়াইয়া নেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই সকল কাফির যাহাদিগকে বন্দী অবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যুদ্ধের মাঠ হইতে টানিয়া আনা হয়। অতঃপর তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাহাদের আমল ভাল হইয়া যায় আর আত্মা পবিত্রতা লাভ করে। ফলে তাহারা চির জান্নাতী হইয়া যায়।

আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন যে, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। লোকটি বলিল, ইসলাম গ্রহণ করিতে মন চায় না। রাসূল (সা) বলিলেন, যদি মন না-ও চায় তবুও ইসলাম গ্রহণ কর।" হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের এবং সহীহ। অর্থাৎ সহীহ সূত্রে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাত্র তিনজন রাবী দ্বারা এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা এইটা মনে করা উচিত হইবে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বরং ইহার অর্থ হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে দীনের আহ্বান জানাইয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর সে তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, উহা গ্রহণ করিতে তাহার মন চাহে না। উপরন্তু তাহার নিকট ইসলাম অনিষ্টকারী বলে বিবেচ্য। অতঃপর হুযূর (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, যদিও তোমার নিকট খারাপ লাগে, তবুও ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা ইহার দ্বারা আল্লাহ তোমার নিয়্যত ও ইখলাসের মধ্যে উত্তম পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لاَانْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

(যে ব্যক্তি গোমরাহকারী শয়তানকে মানিবে না এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সে ধারণা করিয়া নিয়াছে সুদৃঢ় রজ্জু যাহা ছিন্ন হইবার নহে। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং সবই জানেন।) অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিমা, ভূত-প্রেত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর পূজার প্রতি শয়তানী আহ্বান পরিত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করিয়া এক আল্লাহর উপাসনায় রত হইবে, সে সুদৃঢ় রজ্জু ধারণ করিবে। অর্থাৎ সে তাহার বিশ্বাস ও কর্মকে সুদৃঢ় করিয়াছে এবং সে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার চিরন্তন পথ ও পাথেয়কে।

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন কায়িদুল আবাসী ওরফে হাসসান, আবূ ইসহাক, আবুল আহওয়াস সাল্লাম ইব্ন সলীম, আবূ রুহুল বালাদী ও আবূ কাসিম বাগবী বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ

'জিব্ত' অর্থ যাদু এবং 'তাগুত' অর্থ শয়তান। আর বীরত্ব ও কাপুরুষতা উভয় বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে থাকে। একজন বীর পুরুষ একজন অপরিচিত লোকেরও সাহায্যার্থে জীবন পণ চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে কাপুরুষ নিজের মায়ের বিপদের কালেও দৌড়াইয়া পালায়। ধর্মভীরুতা

মানুষকে উচ্চাসনে সমাসীন করে আর সৎ চরিত্র হইল মানুষের প্রকৃত পরিচয়; হউক সে ইরানী অথবা কিব্তী।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাস্সান ইব্ন কায়িদ আবসী, আবূ ইসহাক, ছাওরী, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ

তাগুতের অর্থ যথার্থই শয়তান। কেননা সেই সমস্ত মন্দ কাজ তাগুত শব্দের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, যেগুলি অজ্ঞতার যুগের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যথা প্রতিমা পূজা, প্রতিমার কাছে অভাব-অভিযোগ পেশ করা এবং বিপদের সময় তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانْفِصَامَ لَهَا সে ধারণা করিয়া নিয়াছে সুদৃঢ় রজ্জু যাহা ছিন্ন হইবার নহে) অর্থাৎ সে দীনের বিষয়গুলিকে সুদৃঢ় রজ্জুর মত আঁকড়িয়া ধরিল যাহা কখনও ছিন্ন হইয়া যাইবার নহে। কেননা ইহা এমন একটি শক্ত ভিত্তির সঙ্গে সংযুক্ত, যাহা ছিড়িয়া যাওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন-ধারণ করিয়াছে এমন মজবূত রজ্জু, যাহা ছিন্ন হইবার নহে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى অর্থ ঈমান।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল ইসলাম।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও যিহাক (র) বলেন ঃ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আনাস ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى এর অর্থ হইল কুরআন।

সালিম ইব্ন আবুল জা'আদ বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব রাখা এবং শত্রুতাও তাহার সন্তুষ্টির জন্য রাখা।

উপরোক্ত প্রতিটি অর্থই সঠিক ও পরস্পর বৈপরীত্যহীন। মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) لاَانْفِصَامَ لَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জান্নাতে প্রবেশ না হওয়া পর্যন্ত ইহা ছিন্ন হইবে না।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانْفِصَامَ لَهَا এই আয়াতটি পড়ার পর বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"

মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস ইব্ন ইবাদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আওফ, ইসহাক ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস ইব্ন ইবাদা (র) বলেন ঃ

একদা আমি মসজিদে (নববীতে) অবস্থান করিতেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করেন, যাহার মুখাবয়বে খোদাভীতির স্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছিল। তিনি হাল্কাভাবে দুই রাকাআত নামায পড়িলেন। লোকজন তাহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল যে, লোকটি বেহেশতী। তিনি বাহির হইয়া গেলে আমিও তাঁহার সাথে সাথে বাহির হইয়া আসিয়া কথাবার্তা বলিতে

থাকি। এক মুহূর্তে আমি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলি, আপনি মসজিদে প্রবেশ করিলে লোকজন আপনাকে দেখিয়া এইরূপ এইরূপ বলিতেছিল। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! কাহারো এই ধরনের কথা বলিতে নাই, যাহা তাহার অজানা। তবে রাসূল (সা)-এর যমানায় আমি একবার একটি স্বপ্ন দেখিয়া উহা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। উহাতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি সবুজ-শ্যামল একটি উদ্যানে বিচরণ করিতেছি। উহার মধ্যস্থলে একটি লৌহ স্তম্ভ দেখিতে পাই। যাহার নিম্নভাগ পৃথিবীর সাথে মিলিত এবং ঊর্ধ্বভাগ আকাশের সাথে সম্পৃক্ত আর তাহার চূড়ায় একটা লৌহকড়া লটকানো রহিয়াছে। আমাকে উহার উপরে উঠিতে বলিলে আমি অপরাগতা জানাই। অতঃপর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আমাকে উঁচু করিয়া ধরিলে আমি সহজেই একেবারে চূড়ায় উঠিয়া যাই এবং সেই কড়াটা ধরিয়া থাকি। লোকটি বলিল, উহা শক্ত করিয়া ধরিয়া থাক। কড়াটি আমি ধরিয়া রহিয়াছি এই অবস্থাতেই আমার ঘুম ভাংগিয়া যায়। অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া স্বপ্ন বলিলে তিনি বলেন, সেই উদ্যান হইল বেহেশতের একটি উদ্যান এবং স্তম্ভটি হইল ইসলামের স্তম্ভ এবং মজবুত কড়াটি ধারণ করিয়া থাকার অর্থ হইল যে, তুমি ইসলামের উপরই মৃত্যু বরণ করিবে। উল্লেখ্য যে, এই স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি হইলেন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)।

তিনি মসজিদে উপস্থিত হইয়া নামায শুরু করিলে তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া যিনি তাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন সেই আবদুল্লাহ ইব্ন আউফের (র) সূত্রে সহীহদ্বয়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছে। তবে ইমাম বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে খারিশা ইব্ন হুর (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসাইয়াব ইব্ন রাফে, আসিম ইব্ন বাহদালা, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, উছমান, হাসানান ইব্ন মূসা এবং ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, খারিশা ইব্ন হুর বলেন ঃ

আমি মদীনায় মসজিদে নববীতে গিয়া বয়োবৃদ্ধ লোকদের মজলিসে বসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ লাঠি ভর দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া লোকজন বলিতে লাগিল যে, তোমরা বেহেশতী মানুষ দেখিয়া নাও। তিনি একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইয়া দুই রাকাআত নামায পড়িলেন। আমি গিয়া তাহার নিকট বলিলাম যে, লোকজন আপনার সম্বন্ধে এইরূপ এইরূপ বলে।

অতঃপর তিনি বলিলেন, বেহেশত আল্লাহর। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উহাতে প্রবেশ করাইবেন। তবে আমি রাসূল (সা)-এর যমানায় একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল, আমার সাথে চল। আমি তাহার সাথে চলিলাম। আমরা গিয়া একটি প্রশস্ত মাঠে উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি বামদিকে হাটিয়া যাইতে থাকিলে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি এই পথের পথিক নও। অতঃপর আমি ডানদিকে চলিতে থাকি। হঠাৎ আমি একটি পাহাড় দেখিতে পাই। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া সেই পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত তুলিয়া নেন। এই পাহাড়ের উপর আমি একটি উঁচু লোহার স্তম্ভ দেখিতে পাই। উহার শীর্ষভাগে ছিল একটি সোনার কড়া! তিনি আমাকে সেই স্তম্ভের উপর তুলিয়া দেন এবং আমি উহা দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া রাখি। তিনি আমাকে বলেন, শক্ত করিয়া ধরিয়াছ তো? আমি বলিলাম, হাঁ। ইহার পর তিনি উহার উপরে সজোরে পদাঘাত করেন। কিন্তু তবুও সেই কড়াটি আমার হাত

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর নিকট গিয়া ইহা বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, এইটি খুবই উত্তম স্বপ্ন। আর সেই মাঠটি হইল হাশরের মাঠ এবং বামদিকের পথটি হইল জাহান্নামীদের পথ। তবে তুমি সেখানকার বাসিন্দা নও এবং ডানদিকের পথটি জান্নাতীদের পথ। স্তম্ভটি হইল শহীদদের স্থান এবং কড়াটি হইতেছে ইসলামের কড়া। মৃত্যু পর্যন্ত উহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাক। অতঃপর তিনি বলেন, আমি পূর্ণ আশাবাদী যে, আমাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ আমাকে জান্নাতবাসী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তি হইলেন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম। আফফানী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমদ ইব্ন সুলায়মান ও নাসায়ীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং মূসা ইব্ন আশীব হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্ন মূসা, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উভয়ে হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে রিওয়ায়েত করিয়াছেন। খারিশা ইবনুল হুর আল কারখী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালমান ইব্ন মাসহার ও আমাশের সূত্রে সহীহ মুসলিমেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

(٢٥٧) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

২৫৭. "আল্লাহ ঈমানদারগণের অভিভাবক; তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে নিয়া আসেন। আর যাহারা কাফির তাহাদের অভিভাবক হইল শয়তান; তাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারে নিয়া যায়। তাহারাই জাহান্নামের বাসিন্দা; তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।"

তাফসীর ঃ এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি কামনা করে, তাহাদিগকে তিনি শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং সন্দেহ, কুফর ও শিরকের অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া সত্যের আলোর দিকে নিয়া আসেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের অভিভাবক হইল শয়তান। তাই তাহারা তাহাদের অজ্ঞতার সুযোগে তাহাদের সামনে কুফর ও শিরককে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করিয়া তুলিয়া ধরে এবং তাহাদিগকে সত্য হইতে ভাগাইয়া নিয়া মিথ্যার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে।

اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থাৎ উহারাই কাফির আর উহারাই অনন্তকাল জাহান্নামে থাকিবে। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটিতে নূর (نُوْرٌ) এক বচনে ব্যবহার করা হইয়াছে; কিন্তু (ظُلُمَات)-কে বহু বচনে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার কারণ হইল যে, নূর অর্থাৎ সত্য পথ একটিই। অন্যদিকে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথ হইল অসংখ্য। আর মিথ্যার প্রতিটি পথ ও শাখা-প্রশাখা বাতিল বলিয়া বিবেচ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থাৎ আমার সত্য পথ একটিই। সুতরাং তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথে চলিও না। তাহা হইলে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। এইভাবে তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ অর্থাৎ তিনিই আলোক ও অন্ধকারসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ। অর্থাৎ ডান দিক হইতে ও বাম দিক হইতে। এই প্রকারের আরো বহু আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, সত্য পথ একটিই। আর বাতিল বা মিথ্যার অসংখ্য পথ ও মত রহিয়াছে।

আইয়ুব ইব্ন খালিদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন উবায়দা, আবদুল আযীয ইব্ন আবূ উছমান, আলী ইব্ন মাইসারা, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব ইব্ন খালিদ বলেন ঃ

কল্যাণাকজ্ক্ষীদেরকে উঠান হইবে অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, পরীক্ষিতদেরকে উঠান হইবে-যাহার আকাঙ্ক্ষা শুধু ঈমান হইবে, তাহার চেহারা আলোয় দীপ্যমান থাকিবে। আর যাহার মনের কামনা হইবে কুফরী, তাহার চেহারা হইবে মলিন ও কুৎসিত। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থাৎ যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক। তাহাদিগকে তিনি বাহির করিয়া আনেন অন্ধকার হইতে আলোর দিকে। আর যাহারা কুফরী করে তাহাদের অভিভাবক হইতেছে শয়তান। তাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারের দিকে বাহির করিয়া আনে। ইহারাই হইল জাহান্নামের অধিবাসী, চিরকাল তাহাদের সেইখানেই থাকিতে হইবে।

(٢٥٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

**২৫৮.** "তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সঙ্গে তাহার প্রতিপালকের ব্যাপারে ঝগড়া করিয়াছে, অথচ তাহাকে আল্লাহ রাজ্য দান করিয়াছিলেন। যখন ইবরাহীম বলিল, আমার প্রভু বাঁচান ও মারেন। সে বলিল, আমিও বাঁচাই এবং মারি। ইবরাহীম বলিল, অনন্তর আল্লাহই সূর্যকে পূর্বদিকে উদিত করেন। তাই তুমি পশ্চিম দিকে

উদিত কর। অতঃপর কাফিরটি চুপ হইয়া গেল। আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

তাফসীর ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সংগে বিতর্ক করিয়াছিল, সে হইল বেবিলনের রাজা নমরুদ ইব্ন কিনআন ইব্ন কাওশ ইব্ন শাম ইব্ন নূহ। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সে হইল নমরূদ ইব্ন ফালিখ ইব্ন আবির ইব্ন শালিখ ইব্ন আরফাখশায্ ইব্ন শাম ইব্ন নূহ। প্রথম অভিমতটি হইলো মুজাহিদ (র) প্রমুখের। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ চার ব্যক্তি পূর্বে হইতে পশ্চিম পর্যন্ত তথা সমকালীন সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিয়াছেন। তাহাদের দুইজন হইল মু'মিন এবং দুইজন হইল কাফির। মু'মিন দুইজন হইলেন হযরত সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) এবং হযরত যুল কারনাইন। আর কাফির দুইজন হইলেন নমরূদ ও বখতে নাসর। আল্লাহই ভাল জানেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ নাই ? فِىْ رَبِّهٖ অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়াছিল ইব্রাহীমের সঙ্গে। সে নিজেকে খোদা বলিয়া দাবি করিয়াছিল। যেমন তাহার পরবর্তীতে ফিরআউন তাহার প্রজাবর্গের নিকট নিজেকে খোদা বলিয়া দাবি করিয়াছিল। তাই সে বলিয়াছিলঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ আমি ব্যতীত তোমাদের দ্বিতীয় খোদা সম্পর্কে আমার জানা নেই। বস্তুত দীর্ঘকাল রাজত্ব করার কারণে তাহার মস্তিষ্কে ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার স্বভাবে অবাধ্যতা, অহংকার এবং আত্মগরিমা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ফলে সে নিজেকে খোদা বলিয়া দাবি করার মত ধৃষ্টতা প্রকাশের দুঃসাহস দেখাইয়াছিল। কেহ কেহ বলেনঃ সে দীর্ঘ চারশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ অর্থাৎ 'আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।' ইব্রাহীম (আ) তাহাকে খোদার প্রতি আহ্বান জানাইলে সে খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার নিকট দলীল তলব করিয়াছিল। অতঃপর ইব্রাহীম (আ) বলিয়াছেন رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ (আমার পালন-কর্তা হইলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান) অর্থাৎ এইটি হইল মহান সৃষ্টি-কর্তার অপরিহার্য প্রমাণ। কেননা, পূর্বে প্রাণীসমূহের কোন অস্তিত্ব ছিল না, অথচ এখন রহিয়াছে। অতঃপর আবার কখনও থাকিবে না, তাই সদা অস্তিত্বময় অংশীদারিত্বহীন মহান রবের ইবাদতের জন্য তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল।

নমরূদ ইহার উত্তরে বলিল ঃ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ অর্থাৎ আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাইয়া থাকি। কাতাদা, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ও সুদ্দী প্রমুখ বলেন, ইহার পর সে দুইজন লোককে ডাকিয়া পাঠান, যাহাদের উপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ জারি করা হইয়াছিল। তারপর সে একজনকে হত্যার নির্দেশ দিয়া হত্যা করায় এবং অন্যজনকে হত্যা না করাইয়া মুক্তি দেয়। তারপর সে-ই এই হত্যা ও মুক্তিকে যথাক্রমে মৃত্যু ঘটান এবং জীবন দান বলিয়া অভিহিত করে। ইহা যে কত অসার ও অবাস্তব প্রমাণ তাহা আল্লাহই সবার চাইতে ভাল জানেন। এই উত্তর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রশ্ন ও দাবির সংগে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। কেননা ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বহীনতা বুঝায় না। অবশ্য নমরূদ ইহা দ্বারা বোকার মত বুঝাইতে চেষ্টা

করিয়াছিল যে, সে-ই জীবন-মৃত্যুর মালিক। কিন্তু তাহার কর্ম দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় নাই। তাই কাণ্ডজ্ঞানহীনদের মত সদম্ভে সে বলিয়াছিল, আমি ব্যতীত তোমাদের যে অন্য কোন খোদা আছে তাহা আমার জানা নাই।

অতঃপর ইব্রাহীম (আ) তাহার গর্ব খর্ব করিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (নিশ্চয়ই আল্লাহ পূর্ব দিক দিয়া সূর্য উদিত করান, এইবার তুমি তাহা পশ্চিম দিক দিয়া উদিত কর!) অর্থাৎ তুমি যখন সৃষ্টি করা ও মৃত্যু দান করার দাবি করিয়াছ, তখন গ্রহরাজি তথা প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর উপরেও তোমার আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এবং থাকা উচিত। অতএব আমার প্রভু সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন আর উহা আমার প্রভুর আদেশ পালন করিয়া নিয়মিত পূর্ব দিকে উদিত হইতেছে। এখন তুমি উহাকে নির্দেশ দাও যে, উহা যেন পশ্চিম গগনে উদিত হয়। এইবার সে হতভম্ব হইয়া অপারগতা জাহির করিল। এমন কি সে ইহার উত্তরে কোন কথাই বলিতে পারিল না। অতঃপর খোদায়ী যুক্তি নমরূদের ভিত্তিহীন যুক্তির উপর পূর্ণরূপে বিজয়ী হইল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ (আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না)। অর্থাৎ তাঁহার এই যুক্তিগুলি কোন কাজের নহে; বরং খুবই হালকা এবং আল্লাহর নিকট অগ্রাহ্য। উপরন্তু তাহার উপর রহিয়াছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং তাহার জন্য রহিয়াছে মর্মবিদারক শাস্তি।

একদল তর্কশাস্ত্র বিশারদ বলেন ঃ

হযরত ইব্রাহীম (আ) প্রথম যুক্তি হইতে দ্বিতীয় যুক্তিটির এই জন্য অবতারণা করিয়াছিলেন যে, প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয় যুক্তিটি খুবই উজ্জ্বল ও দীপ্যমান। উল্লেখ্য যে, মূলত ব্যাপারটি তাহা নয়। বরং প্রথম দলীলটি ছিল দ্বিতীয় দলীলটির ভূমিকা স্বরূপ। তাই উভয়টিই নমরূদের যুক্তির অসারতা প্রমাণে পরস্পরের সহায়ক ছিল। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ

হযরত ইব্রাহীম (আ) অগ্নির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসার পর নমরূদের সাথে তাঁহার বাদানুবাদ হইয়াছিল। ইহার পূর্বে তাঁহার সাথে ইব্রাহীম (আ)-এর কোন সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে এই তর্কটি হয়।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ

খাদ্যভাণ্ডার ছিল নমরূদের হাতে। জনগণ তাহার নিকট হইতে খাদ্য আনিত। ইব্রাহীম (আ)-ও তাহার নিকট খাদ্য আনিতে যান। তখনই এই বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়। ফলে সে তাহাকে খাদ্য দেয় নাই। অবশেষে তিনি খালি হাতে বাহির হইয়া আসেন। তখন তাঁহার গৃহে খাদ্য বলিতে কিছুই ছিল না। বাড়ির নিকটবর্তী হইলে তিনি দুইটি বস্তায় মাটি বোঝাই করিয়া নেন, যাহাতে লোকজন মনে করে যে, তিনি শূন্য হাতে আসেন নাই। বাড়ি পৌঁছিয়া বস্তা দুইটি রাখিয়া তিনি বিশ্রাম নেন এবং ঘুমাইয়া পড়েন। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে তাঁহার স্ত্রী সারা বস্তা

দুইটি খুলিয়া দেখেন যে, উহা উত্তম খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ। উহা হইতে তিনি আহার্য তৈরি করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ) ঘুম হইতে উঠিয়া দেখেন, খাদ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি খাদ্য পাইলে কোথায় ? স্ত্রী উত্তরে বলিলেন- আপনি যে খাদ্য ভর্তি বস্তা দুইটি আনিয়াছিলেন, উহা হইতে কিছু নিয়া খাদ্য তৈরি করিয়াছি। তখন ইব্রাহীম (আ) বুঝিয়া নেন যে, এই রিযিক আল্লাহর তরফের এবং তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ

আল্লাহ তাহার (নমরূদের) নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তাহাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু সে তাহা প্রত্যাখ্যান করে। ফেরেশতা তাহাকে দ্বিতীয়বার আহ্বান করেন। কিন্তু সে এইবারও প্রত্যাখ্যান করে। ফেরেশতা তাহাকে বলিলেন, আচ্ছা, তাহা হইলে তুমি তোমার সেনাবাহিনী প্রস্তুত কর, আমিও আমার সেনাবাহিনী নিয়া আসিতেছি। অতঃপর নমরূদ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়া সূর্যোদয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্ট মশকের দল পাঠাইয়া দেন! এত অধিক সংখ্যক মশক উপস্থিত হয় যে, সূর্য দৃষ্টি হইতে অন্তরাল হইয়া যায়। আল্লাহ তাহার মশক বাহিনীকে নমরূদের সেনাবাহিনীর উপর নিয়োজিত করেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের রক্তমাংস খাইয়া হাড়্ডিসার করিয়া ফেলে। এইভাবে নমরূদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সেখানেই ধ্বংস হইয়া যায়। সেই মশাগুলির একটি নমরূদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া আল্লাহ তাহাকে আযাব দিতে থাকেন। আর দীর্ঘকাল সে এই যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তে হাতুড়ি দিয়া উপর্যুপরি মাথায় আঘাত করিতে থাকিত। অবশেষে এভাবেই সেও ধ্বংস হইয়া যায়।

(٢٥٩) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ
اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

২৫৯. "অথবা সেই ব্যক্তিকে কি দেখিয়াছ, যে লোক একটি জনপদ দিয়া অতিক্রম করিতে গিয়া দেখিল, উহা ওলট-পালট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে বলিল, আল্লাহ কিভাবে এই বিধ্বস্ত জনপদ আবাদ করিবেন? তখন আল্লাহ তাহাকে মৃত করিয়া একশত বছর রাখিলেন। অতঃপর পুনরুজ্জীবিত করিয়া বলিলেন, কতক্ষণ (মৃত) ছিলে? সে বলিল, একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ। তিনি বলিলেন, বরং তুমি একশত বছর (মৃত) ছিলে। এখন দেখ তোমার খাদ্য ও পানীয় কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই। আর তোমার গাধাটি দেখ। আমি তোমাকে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বানাইতে চাই। এবারে দেখ, হাড্ডিগুলি কিভাবে জুড়িয়া ফেলিতেছি ও উহা মাংস চর্মে আবৃত করিতেছি। যখন সে ইহা দেখিল, তখন বলিল, আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

**তাফসীর ঃ** পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি কি সেই লোকটিকে দেখ নাই, যে ইব্রাহীমের (আ) সাথে পালনকর্তার ব্যাপারে বিতর্ক করিয়াছিল? উক্ত ঘটনার সাথে সংযোগ রাখিয়াই এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا অর্থাৎ তুমি কি সেই লোকটিকে দেখ নাই, যে ব্যক্তি এমন এক জনপদ দিয়া যাইতেছিল যাহার বাড়িগুলি ভাংগিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল ?

উল্লিখিত জনপদ দিয়া অতিক্রমকারী ব্যক্তি কে ছিলেন, ইহা লইয়া মতবিরোধ রহিয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাজিয়াহ ইব্ন কাআব, আবূ ইসহাক, ইস্রাঈল, আদম ইব্ন আবূ ইয়াস, ইসাম ইব্ন দাউদ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ সেই ব্যক্তি ছিলেন হযরত ওযায়ের (আ)। নাজিয়াহ হইতে ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর, ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন আব্বাস, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী ও সুলায়মান ইব্ন বুরাইদা প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে এইটিই প্রসিদ্ধ অভিমত।

ওহাব ইব্ন মাম্বাহ ও আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ বলেনঃ সেই ব্যক্তির নাম ছিল 'আরমিয়া ইব্ন হালকিয়াহ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেনঃ আমাকে ওহাব ইব্ন মাম্বাহ বলিয়াছেন যে, ইহাই খিযির (আ)-এর নাম। সালমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্ন মুহাম্মাদ, ইয়াসার আল-জারী ইব্ন আবূ মাতরাফ, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সালমান (রা) বলেন ঃ সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর একশত বৎসর পর আল্লাহ যে ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম হইল হিযকিল ইব্ন রাওয়াব (আ)।

মুজাহিদ ও ইব্ন জারির (র) বলেন ঃ সেই ব্যক্তি ছিলেন বনী ইসরাঈল গোত্রভুক্ত এবং তাহার অধিবাস ছিল প্রসিদ্ধ বায়তুল মুকাদ্দাস।

প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, বখতে নসর বাইতুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন জনপদে তাহার হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালাইবার পর সেই এলাকাটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অতঃপর একদিন সেই ব্যক্তি এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। وَّهِىَ خَاوِيَةٌ অর্থাৎ উক্ত এলাকায় দুঃখ করিবারও কোন লোক অবশিষ্ট ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ عَلٰى عُرُوْشِهَا অর্থাৎ বাড়িঘরের ছাদ ও দেয়ালগুলি ভাংগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি চিন্তান্বিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন- اَنّٰى يُحْيِىْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (কেমন করিয়া আল্লাহ মৃত্যুর পর ইহাকে জীবিত করিবেন?) অর্থাৎ ধ্বংসস্তুপে পরিণত এই জনপদটিকে কি আর কখনও পূর্বের ন্যায় আবাদ করা সম্ভব ? فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ (অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে একশত বৎসর মৃত অবস্থায় রাখিলেন।) এই দিকে তাঁহার মৃত্যুর সত্তর বৎসর পর বনী ইসরাঈলদের দ্বারা সেই জনপদটি পুনর্বার আবাদ হইয়া জনবসতির কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবন দান করার সময়ে প্রথমে তাঁহার চোখ দুইটিকে দৃষ্টি শক্তিদান করেন যাহাতে সে দেখিতে পারে যে, তাহার মৃত শরীরে কিভাবে জীবন সঞ্চালিত করা হয়। এভাবে তাহাকে জীবিত করার পর ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাহাকে

জিজ্ঞাসা করেন ঃ কতকাল এইভাবে ছিল ? তিনি বলিলেন, আমি ছিলাম একদিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম সময়। ইহা বলার কারণ হইল যে, দিনের প্রথম দিকে তাহার জীবন হরণ করা হইয়াছিল আর যখন তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছিল, তখন ছিল দিনের শেষ ভাগ। তিনি জীবিত হইয়া দেখিতেছিলেন যে, সূর্য অস্ত যাইতেছে। তাই তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, হয়ত এই সময়টুকুই আমি মৃত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছি। তিনি ইহা বলার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিলেন ঃ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ অর্থাৎ তাহা নয়, বরং তুমি তো একশত বৎসর ছিলে। এইবার চাহিয়া দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে, সেগুলি নষ্ট হইয়া যায় নাই।

বলা হয় যে, খাদ্য হিসেবে তাহার সাথে ছিল আংগুর, তীন এবং ফলের রস। আর তিনি সেগুলি যেভাবে রাখিয়াছিলেন, অনুরূপ অপরিবর্তনীয়ই পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ ফলের রস নষ্ট হয় নাই, ডুমুর বা তীন টক হয় নাই এবং আংগুর পচিয়া যায় নাই।

অতঃপর আল্লাহ বলিলেন ঃ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ (এইবার তাকাও তোমার গাধাটির দিকে)। অর্থাৎ তোমার চোখের সামনে আমি উহাকে কিভাবে জীবিত করিতেছি তাহা দেখ ঃ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাইতে চাই। ইহা যেন কিয়ামতের পুনরুত্থানের জন্য মজবুত দলীল হইয়া থাকে।

وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا অর্থাৎ হাড়গুলির প্রতি চাহিয়া দেখ, আমি উহা কিভাবে জুড়িয়া দেই! অর্থাৎ তিনি দেখিতে দেখিতে অস্থিগুলি স্ব-স্ব স্থানে সংযুক্ত হইয়া গেল।

যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খারিজা, ইসমাঈল ইব্‌ন হাকীম ও নাফে ইব্‌ন আবূ নাঈমের সনদে হাকেম তাঁহার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) كَيْفَ نُنْشِرُهَا অর্থাৎ ر এর স্থানে ز দিয়া পড়িতেন। মুজাহিদ (রা) বলেন ঃ তিনি نُنْشِرُهَا ও পড়িতেন। ইহার অর্থ হইল, উহাকে জীবিত করিবেন।

ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا (অতঃপর সেইগুলির উপর মাংসের আবরণ পরাইয়া দেই।) সুদ্দী প্রমুখ বলেন, গাধার হাড্ডিগুলি বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক ছড়াইয়াছিল এবং শুভ্রতায় চকচক করিতেছিল। অতঃপর বাতাসের ঝাপটায় বিক্ষিপ্ত অস্থিগুলি একত্রিত হইয়া যথাস্থানে একটার সাথে আর একটি সংযুক্ত হইয়া একটি পূর্ণ কাঠামোরূপে দাঁড়াইল। উহার শরীরে গোশত ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে গাধার শরীরে গোশত, রক্ত, শিরা এবং চামড়া পরাইয়া দেন। তারপর একজন ফেরেশতা পাঠাইয়া উহার নাসারন্ধ্র দিয়া জীবন ফুঁকিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে গাধাটি দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। হযরত উযাইরের (আ) সামনেই আল্লাহর হুকুমে এই সকল কার্য সংঘটিত হইতেছিল। অতঃপর তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (আমি খুবই জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।) অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে এই যুগে আমিই সবার চাইতে বেশি জ্ঞানী। কেননা আমি স্বচক্ষে তাহার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেহ কেহ 'আ'লামু' স্থলে 'এ'লাম' পড়িয়াছেন। উহার অর্থ দাঁড়ায়-তুমি জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সর্বময় ক্ষমতাবান।

(٢٦٠) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی ؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ ؕ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ ۝

**২৬০. "আর যখন ইব্‌রাহীম বলিল, হে আমার প্রতিপালক! মৃতকে কিভাবে তুমি জীবিত কর তাহা আমাকে দেখাও। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি কি তাহা বিশ্বাস কর না? সে বলিল, হাঁ, তবে আমার অন্তরকে আশ্বস্ত করার জন্য। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে চারটি পাখি ধরিয়া উহা টুকরা টুকরা করিয়া পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া ফেল। অতঃপর সেইগুলিকে ডাক। তোমার কাছে উহারা দৌড়াইয়া আসিবে। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা প্রতাপান্বিত।"**

**তাফসীর ঃ** হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর এই প্রশ্ন করার কারণ হইল যে, তিনি নমরূদকে বলিয়াছিলেন, আমার প্রভু জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আল্লাহর এই শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাহার তো বিশ্বাস রহিয়াছেই, কিন্তু ইহা বাস্তবে দর্শন করিয়া তিনি তাহার বিশ্বাস প্রগাঢ়তম করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিলেন ঃ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ। অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও, কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত করিবে। আল্লাহ বলিলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? সে বলিল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখিতে চাই যাহাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করিতে পারি।

এই আয়াত সম্পর্কে বুখারী (র) একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা সাঈদ, ইবন শিহাব, ইউনুস, ইব্‌ন ওহাব ও আহমাদ ইব্‌ন সালিহ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) অপেক্ষা আমরা বেশি সন্দেহ পোষণের দাবি করিতে পারি। কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রভু, আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত করিবে। (আল্লাহ) বলিলেন, তুমি কি (ইহা) বিশ্বাস করনা ? ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি , কিন্তু দেখিতে চাই যাহাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করিতে পারি।"

ওহাব হইতে হারমালা ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কোন ব্যক্তির ইহা ধারণা করার কোন অবকাশ নাই যে, আল্লাহর এই ক্ষমতার ব্যাপারে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কোন সন্দেহ ছিল। বরং ইহা দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর দৃঢ়চেতা ঈমানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত হাদীসটির জবাবে আমি অন্য একটি হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি।[১]

قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ বলিলেন, তাহা হইলে চারটি পাখি ধর। সেইগুলিকে পোষ মানাইয়া নাও।

মুফাসসিরগণ এই ব্যাপারে ইখতিলাফ করিয়াছেন যে, চারটি কি পাখি ছিল ? উল্লেখ্য যে, এইটি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবুও কুরআনে আলোচিত হইয়াছে বিধায় আমরাও খানিক চেষ্টা করিতেছি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, উক্ত পাখি চারটির একটি ছিল কলঙ্গ, একটি ছিল ময়ুর, একটি ছিল মোরগ এবং একটি কবুতর। তাহার নিকট হইতে অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলি ছিল জল কুককুট, সী মোরগের বাচ্চা, মোরগ এবং ময়ুর।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেনঃ উহা ছিল কবুতর, মোরগ, ময়ুর এবং কাক।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, আবূ মালিক, আবুল আসওয়াদ দোইলী, ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ হাসান ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন ঃ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ এর অর্থ হইল কাটিয়া টুকরা টুকরা করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ এর অর্থ হইল সম্মিলিত করা। অর্থাৎ তাহারা একত্রিত বা সম্মিলিত হওয়ার পর উহাদিগকে যবাই কর। অতঃপর উহাদের দেহের এক একটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ

তিনি চারটি পাখি ধরিয়া জবাই করেন এবং উহাদের পালকগুলি আলাদা করিয়া ফেলিয়া

---

১. আল্লামা বাগবী (র) বলেন ঃ

আবূ ইব্‌রাহীম ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল-মুযনী হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযাইমা (র) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে আবূ ইব্‌রাহীম ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহয়া আল-মুযনী (র) বলেন- আল্লাহ যে মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম, এই ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা) এবং ইব্‌রাহীম (আ) উভয়ের কাহারো লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। বরং সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি দিবেন না। আবূ সুলায়মান খাত্তাবী (র) বলেনঃ

'ইব্‌রাহীম (আ) হইতে তাহারা এই সন্দেহ করার বেশী হকদার।' এই কথার দ্বারা তাঁহার ইহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, এই ব্যাপারে তাঁহার সন্দেহ রহিয়াছে আর ইব্‌রাহীম (আ)-এর কোন সন্দেহ ছিল না। বরং ইহা দ্বারা সন্দেহের সঠিক নিরসন করা হইয়াছে। মূলত তাঁহার কথার উদ্দেশ্য হইল যে, আমার তো সন্দেহ নাই-ই, আমার সন্দেহহীনতার চাইতেও ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিসংশয়তা বহু শক্তিশালী। কেননা এই ব্যাপারে তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ আর অবশিষ্ট ছিল না। তবে তিনি এই কথাটি বলিয়াছেন বিনয় প্রকাশের জন্যে। উল্লেখ্য যে, ইহা বলা দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সন্দেহ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এই ব্যাপারে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কেননা বাস্তব জ্ঞান দ্বারা কোন জিনিস বা তাহার শক্তি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। আর অবাস্তব কোন জিনিস দলীল হিসাবেও পেশ করা যায় না। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকজন বলিতেছিলেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এই ব্যাপারে সন্দেহ করিয়াছিলেন। অথচ আমাদের নবী (সা)-এর এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর রাসূল (সা) তাওয়াযুর দৃষ্টিতে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে তাহার চাইতে এই ব্যাপারে উন্নত ও অধিকতম জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত করিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাগ করার পরে সবগুলি মিলাইয়া ফেলেন। অতঃপর বহু অংশে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রাখিয়া দেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সাতটি পাহাড়ের উপর রাখেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

তবে সেইগুলির মাথাসমূহ তাহার হাতের মধ্যে ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে ডাকার নির্দেশ দান করিলে তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি উহাদিগকে ডাকিলেন। অতঃপর দেখিতে পাইলেন যে, যার যার পালক তার তার দেহে সংযোজিত হইয়া যাইতেছে। আর রক্ত মাংস ও অন্যান্য অংগগুলি একই সাথে একত্রে সংযুক্ত হইয়া পূর্ণ পাখিরূপে উড়িয়া তাহার নিকটে আসিল। ফলে তিনি তাহার প্রশ্নের বাস্তব ও যথাযথ উত্তর পাইয়া প্রশান্তি লাভ করেন। পাখিগুলি উড়িয়া তাহার নিকট আসিলে তাহার হাতের মাথাগুলি উহার যথাস্থানে সংযোজন করেন। কারণ, একটির মাথা অন্যটির দেহে সংযোজন করিলে উহা সংযুক্ত হইত না। অবশেষে উহারা সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা পাইলে আল্লাহর নির্দেশে আবার উড়িয়া চলিয়া যায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ জানিয়া রাখ, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। অর্থাৎ তিনি কখনও কোন কাজে ব্যর্থ হন না এবং কেহ তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। আর কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই তিনি তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করেন। কেননা তিনি তাঁহার যে কোন ইচ্ছা সম্পাদনের বেলায় অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং তিনি তাঁহার কথায়, কাজে, আইন প্রণয়নে ও নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে অত্যন্ত বিচক্ষণতার অধিকারী।

(٢٦١) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

**২৬১. "যাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাহাদের উদাহরণ হইল একটি বীজ। উহা সাতটি শীষ জন্ম দেয়। প্রতিটি শীষে একশত দানা হয়। এবং আল্লাহ যাহাকে চাহেন বহুগুণ বাড়াইয়া দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ।"**

**তাফসীর ঃ** এই আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির ছাওয়াব বৃদ্ধি হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যে লোক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার পথে দান করেন। উহার একটি ছাওয়ার বৃদ্ধি পাইয়া দশ হইতে সাতশত পর্যন্ত পৌঁছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে তাহাদের উপমা।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) উহার ব্যাখ্যায় বলেনঃ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালনে যাহারা স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে। মাকহূল (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেনঃ জিহাদের জন্য ঘোড়া লালন-পালন এবং অস্ত্রশস্ত্র কেনা ইত্যাদিতে যাহারা অর্থ ব্যয় করে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও শাবীব ইব্ন বাশার বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যাহারা জিহাদ এবং হজ্ব পালনে অর্থ ব্যয় করে তাহারা এক টাকা ব্যয় করার বিনিময়ে সাতশত টাকা ব্যয় করার ছাওয়াব পাইবে। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ (তাহাদের উপমা হইল একটি বীজ যাহা হইতে সাতটি শীষ জন্মায় আর প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে।)

উল্লেখ্য যে, 'একের বিনিময়ে সাতশত' কথাটির চাইতে এই উপমাটি অতি সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিপূর্ণ। ইহা দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে যে, সৎকাজ সম্পাদনকারীর আমল সেভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যেমন উর্বর যমীনের রোপা-বীজ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, একটি সৎকাজের পুণ্য বর্ধিত হইয়া সাতশত গুণ পর্যন্ত পৌঁছে।

ইয়ায ইব্‌ন গাতীফ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাশার ইব্‌ন আবূ সাইফ জারমী, ইব্‌ন উআইনার গোলাম ওয়াসিল, ইব্‌ন রবী, আবূ খাদ্দাশ ও ইমাম আহমাদ(র) বর্ণনা করেন যে, ইয়ায ইব্‌ন গাতীফ (র) বলেন ঃ

হযরত আবূ উবায়দা (রা) পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইলে আমরা তাহাকে দেখিতে যাই। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাহাকে আবূ উবায়দার (রা) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ, তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। তখন তাঁহার মুখ দেওয়ালের দিকে ফিরানো ছিল। ইহা শুনিয়া তিনি আগত মেহমানদের দিকে ফিরিয়া বলেন-না, আমি রাত্রি কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে কাটাই নাই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন-যে ব্যক্তি একটি পয়সা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সে সাতশত পয়সা ব্যয় করার ছওয়াবের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তি নিজের জন্য ও পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে, সে দশগুণ পুণ্য লাভ করিবে। যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিতে যায়, তাহারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। আর রোযা যতক্ষণ বহাল থাকে ততক্ষণ উহা হইল ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যথায় আক্রান্ত হয়, উহা তাহার পাপসমূহ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। নাসায়ীও (র) একটি পরম্পরা সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য একটি মওকূফ সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর শায়বানী, সুলায়মান, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

জনৈক ব্যক্তি লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী আল্লাহর পথে দান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, লোকটি কিয়ামতের দিন লাগাম বিশিষ্ট সাতশত উষ্ট্রী প্রাপ্ত হইবে। আ'মাশ হইতে সুলায়মানের সূত্রে ইমাম নাসায়ী ও ইমাম মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুসলিম এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী নিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা আল্লাহর রাহে দান করিলাম। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন, তুমি ইহার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন সাতশত উষ্ট্রী লাভ করিবে।

অন্য একটি হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াজ, ইব্রাহীম আলহিজরী, আমর ইব্‌ন মাজামা, আবুল মাঞ্জার আলকিন্দী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বনী আদমকে একটি পুণ্যের বিনিময়ে সাতশত পুণ্য দান করেন। রোযা উহার ব্যতিক্রম। কেননা, আল্লাহ বলিয়াছেন, রোযা আমারই জন্যে রাখা হয়. আর আমিই উহার প্রতিদান প্রদান করিব। রোযাদারদের জন্য দুই খুশি রহিয়াছে- একটি হইল ইফতারের সময় এবং অন্যটি হইল কিয়ামতের দিন। আর রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের চাইতেও বেশি সুগন্ধময়।

অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, আ'মাশ, ওয়াকী ও আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের প্রতিটি পুণ্যের বিনিময় দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পরও যত ইচ্ছা তত বৃদ্ধি করিয়া দেন। তবে একমাত্র রোযা ব্যতীত। কেননা আল্লাহ বলেন, উহা একমাত্র আমার জন্যেই রাখা হয় এবং আমিই উহার প্রতিদান প্রদান করিব। যেহেতু আমার জন্যেই তাহারা পানাহার হইতে বিরত থাকে, তাই রোযাদারের জন্য দুইটি খুশি রহিয়াছে। একটি হইল ইফতারের সময় এবং অন্যটি হইল তাহার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের সময়। আর রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের চাইতেও বেশি সুগন্ধময়।

হারীম ইব্‌ন ওয়াইল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাশার ইব্‌ন আমালিয়া, দাকীন যায়েদা, হুসাইন ইব্‌ন আলী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, হারীম ইব্‌ন ওয়াইল (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি দীনার দান করে আল্লাহ বিনিময়ে তাহাকে উহার সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া পুণ্য দান করেন।

আইয়ূব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব (রা) বলেন ঃ وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ এই আয়াতটি সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, আমার দৃষ্টিতে কুরআনের মধ্যে এই আয়াতটির চাইতে আশাবাদমূলক অন্য কোন আয়াত নাই।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক ব্যক্তি, যায়েদ ইব্‌ন আলী, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আ'মর ইব্‌ন আসের (রা) সহিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) সাক্ষাত হইলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার নিকট কুরআন মজীদের কোন্ আয়াতটি উম্মাতের জন্য বেশি আশা উৎপাদনকারী বলিয়া বিবেচ্য ? আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেনঃ এই আয়াতটি قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا অর্থাৎ "হে আমার পাপী বান্দারা। তোমরা আমার করুণা হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ মোচন করিয়া দিবেন।" অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, আপনার নিকট এই আয়াতটি বেশী আশা উৎপাদনকারী, অথচ আমার নিকট হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই কথাটি সবচাইতে বেশী আশা উৎপাদনকারী رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত করিবে ? তিনি বলিলেন, তুমি

কি বিশ্বাস কর না ? ইব্‌রাহীম বলিলেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখিতে এইজন্য চাই যাহাতে আমি অন্তরে প্রশান্তি লাভ করিতে পারি।"

ইব্‌ন মুনকাদির (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সালমা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, ইব্‌ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) সংগে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আসের (রা) সাক্ষাত হইলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার নিকট কুরআনের কোন্ আয়াতটি বেশি আশাব্যঞ্জক ? তদুত্তরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন আল্লাহ তা'আলার এই কথাটি قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন-আপনার নিকট উহা হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট এই আয়াতটিই সবচাইতে বেশি আশা সঞ্চারক وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى যখন ইব্‌রাহীম বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত করিবে ? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর না ? ইব্‌রাহীম বলিলেন, হাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করি।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হাঁ বাঁচক উত্তরের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আর তিনি যদি ইতস্তত ও চিন্তাভাবনা করিয়া উত্তর দিতেন, তাহা হইলে শয়তানও প্ররোচনার সুযোগ পাইত।

আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ সালমা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাশার ইব্‌ন উমর যাহরানী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ সাদী এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন আহযাম ও হাকেম তাহার মুসতাদরাকেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, সহীহদ্বয়ের শর্তেও এই সনদটি সহীহ। কিন্তু তাঁহারা উহা উদ্ধৃত করেন নাই।

সহল ইবন মু'আযের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সহল ইব্‌ন মু'আয, যিবান ইব্‌ন ফায়িদা, সাঈদ ইব্‌ন আবূ আইয়ুব ও ইয়াহয়া ইব্‌ন আইয়ুব, ইব্‌ন ওয়াহাব, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারা ও আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, সহল ইব্‌ন মু'আযের পিতা বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, নামায, রোযা ও যিকিরের জন্য অর্থ ব্যয় করিলে যে পুণ্য হইবে, উহার প্রতিটি পুণ্যকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে।

ইমরান ইব্‌ন হাসীন (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, খলীল ইব্‌ন আবদুল্লাহ, ইব্‌ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্‌ন হাসীন (রা) বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অর্থ দান করে, সে নিজে জিহাদে শরীক না হইলেও তাহাকে এক টাকার বিনিময়ে সাতশত টাকার ছওয়াব দেওয়া হইবে। আর যদি সে নিজে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এক টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকার ছাওয়াব দান করিবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন বৃদ্ধি করিয়া দেন।' তবে এই হাদীসটি গরীব। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবূ উছমান হিন্দীর (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীস এতটুকু বেশি বর্ণিত হইয়াছে যে, একটি পুণ্যকে বৃদ্ধি করিয়া লক্ষ গুণ পুণ্য দেওয়া হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে কর্জ দিবে আল্লাহ তাহাকে উহার বহুগুণ বিনিময় দান করিবেন।

অন্য একটি হাদীসে ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', ঈসা ইব্ন মুসাইয়াব, মাহমুদ ইব্ন খালিদ দামেশকীর পিতা, মাহমুদ ইব্ন খালিদ দামেশকী, হাসান ইব্ন আলী ইব্ন শাবীর, আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আসাকেরী আলবাযযার ও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তখন নবী (সা) বলিলেন, رَبِّ زِدْ اُمَّتِىْ (হে প্রতিপালক! আমার উম্মাতকে আরো বাড়াইয়া দিন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ مَن ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا তখনও তিনি বলেন ঃ رَبِّ زِدْ اُمَّتِىْ (হে প্রতিপালক! আমার উম্মাতকে আরো বাড়াইয়া দিন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন- اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলদের অসংখ্য পুণ্য দেওয়া হইবে।

ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, ঈসা ইব্ন মুসাইয়াব, আবূ ইসমাঈল আল মুআদ্দাব, আবূ উমর হাফস ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীয মুকিররী ও ওহাজিব ইব্ন আরাকীনের সনদে আবূ হাতিম ও ইব্ন হাব্বানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ (এবং আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন তাহাকে বর্ধিত করিয়া থাকেন)। অর্থাৎ তাহার আমলের ইখলাসের ভিত্তিতে তাহাকে পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (আল্লাহ প্রাচুর্যদাতা ও সর্বজ্ঞ)। অর্থাৎ তাঁহার করুণা ও দানশীলতা অধিকাংশ সৃষ্টির উপরই প্রশস্ত এবং তিনি জানেন, কে কি পরিমাণ পুণ্যলাভের হকদার কিংবা হকদার নয়।

(٢٦٢) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(٢٦٣) قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ○

(٢٦٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬২. "যাহারা আল্লাহর পথে তাহাদের সম্পদ খরচ করে, অতঃপর উহার জন্য কাহাকেও খোঁটা ও কষ্ট দেয় না, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট বিশেষ বিনিময় রহিয়াছে এবং তাহাদের না আছে (পরকালে) ভয় আর না আছে (ইহকালে) দুর্ভাবনা।

২৬৩. "দান করিয়া মনোকষ্ট দেওয়ার চাইতে মিষ্ট ভাষায় মাফ চাওয়াই উত্তম। আর আল্লাহ মহাবিত্তশালী ও অসীম ধৈর্যশীল।"

২৬৪. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া তোমাদের দান নষ্ট করিও না । যাহারা লোক দেখানোর জন্য দান করে আর আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহাদের উপমা হইল একখণ্ড পিচ্ছিল পাথর, যাহাতে ধূলা জমার পর বৃষ্টি উহার সবটুকুই ধুইয়া পাথরকে খালি করিয়া ফেলে। (এভাবে) তাহারা যাহা কিছু জমায় তাহা রাখিতে পারে না। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সেই সকল বান্দাদের প্রশংসা করিতেছেন যাহারা তাহার পথে ব্যয় করে, অথচ তাহারা দান গ্রহীতাদের কাছে অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং তাহারা উহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিদানেরও আশা করে না। এমনকি তাহারা উহাদিগকে কথা ও কাজের দ্বারাও কোন ধরনের কষ্ট দেয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا أَذًى (আর কষ্ট দেয় না) । অর্থাৎ উহাদের নিকট অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিয়া অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করে না। কারণ, ইহা তাহাদের পূর্বের অনুগ্রহকে পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তাহাদের উত্তম প্রতিদানের অংগীকার করিয়াছেন। তাই বলিতেছেন - لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (তাহাদের জন্যে পালনকর্তার নিকট রহিয়াছে উত্তম পুরস্কার) অর্থাৎ তাহাদের পুরস্কার প্রদান আল্লাহর দায়িত্ব এবং সকলের পুরস্কার সমান হইবে না।

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ( তাহাদের কোন আশংকা নাই) অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের কঠিন বিপদের সম্মুখেও তাহারা শংকাহীন থাকিবে এবং وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ (তাহারা চিন্তিতও থাকিবে না)। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিদের বিরোধিতা, বার্ধক্য এবং অর্থসম্পদ ব্যয়ের কোন ব্যাপারে তাহারা বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা চিন্তিত হইবে না। কেননা, তাহারা জানে যে, যাহা করিয়াছে উহা এইসব অসুবিধার চাইতে বহু উত্তম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ (নম্র কথা বলিয়া দেওয়া।) অর্থাৎ মিষ্টি ও নম্র কথা বলিয়া দেওয়া এবং মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দু'আ করা। وَمَغْفِرَةٌ (এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা)। অর্থাৎ ক্ষমা করিয়া দেওয়া এবং বাক্যের ও কর্মের অত্যাচার হইতে বিরত থাকা। خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى সেই দান-খয়রাত হইতে উত্তম, যাহার পরে কষ্ট দেওয়া হয়।

আমর ইব্ন দীনার (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মা'কাল, আবদুল্লাহ ইব্ন ফুযাইল, ইব্ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন দীনার বলেন ঃ

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট নম্র ও মিষ্টি কথা বলার চাইতে আর উত্তম কোন দান নাই। কেননা, তোমরা কি শোন নাই যে, আল্লাহ তা'আলা

বলিয়াছেন ঃ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ নম্র কথা বলিয়া দেওয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা সেই দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যাহার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী (সৃষ্টিকুল হইতে মুখাপেক্ষীহীন ) এবং সহিষ্ণু। অর্থাৎ তিনি ধৈর্যশীল, করুণাময় এবং অপরাধীদের ক্ষমাকারী।

দান-খয়রাত করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধ বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিমে আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খারাশা ইব্ন হুর, সুলায়মান ইব্ন মাসহার, আ'মাশ ও শু'বা (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকের সংগে কথা বলিবেন না এবং তাহাদের প্রতি তাকাইয়াও দেখিবেন না। এমনকি তাহাদিগকে পবিত্রও করিবে না। উপরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেদনাদায়ক কঠিন শাস্তি। প্রথম, যাহারা দান করিয়া প্রকাশ করে। দ্বিতীয়, যাহারা পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোড়ালির নিচে ঝুলাইয়া পরে। তৃতীয়, যাহারা মিথ্যা শপথ করিয়া নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দারদা (রা), আবূ ইদ্রীস, ইউনুস ইব্ন মাইসারা, সুলায়মান, উকবা, হাশীম ইব্ন খারিজা, উছমান ইব্ন মুহাম্মদ দাওরী, আহমদ ইব্ন উছমান ইব্ন ইয়াহয়া ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পিতা-মাতার অবাধ্যতাকারী, অনুগ্রহ প্রকাশকারী, মদ্যপায়ী এবং তাকদীর অবিশ্বাসকারী কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ইউনুস ইব্ন মাইসারার হাদীসে ইব্ন মাজা ও ইমাম আহমাদও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াসার আল আরাজের হাদীসে নাসায়ী, হাকেম, ইব্ন হাব্বান ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের পিতা বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, পিতা-মাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী সন্তান, মদ্যপায়ী ও দান-খয়রাত করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশকারীর প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করিবেন না।

হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, খাসীফ আল জারীর, ইতাব ইব্ন বশীর, মালিক ইব্ন সাআদের চাচা রাওহ ইব্ন ইবাদা, মালিক ইব্ন সাআদ ও নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশকারী কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, খাসীফ, ইতাব, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইসার আল মুসালী ও ইব্ন আবু হাতিম এবং মুজাহিদের সূত্রে আল কারীম ইব্ন মালিক আল-হাওরীর হাদীসে ইমাম নাসায়ী এবং আবূ সাঈদ হইতে মুজাহিদ এবং আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও মুজাহিদ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিয়া ও কষ্ট দিয়া নিজেদের দান-অনুদান বরবাদ করিও না। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিতেছেন যে,

দান-খয়রাত করিয়া তাহা প্রকাশ করিলে বা দান গ্রহীতাকে কষ্ট দিলে সাদকা বাতিল হইয়া যায়। কেননা, ইহা দ্বারা উহার পুণ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ (সেই ব্যক্তির মত যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে) অর্থাৎ দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করা এবং দানগ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়ার তুলনা সেই ব্যক্তির সঙ্গে করা হইয়াছে -যে ব্যক্তি লোক দেখানোর মানসে দান করে আর প্রকাশ্যে বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে দিলাম। মূলত তাহার উদ্দেশ্য থাকে মানুষের প্রশংসা কুড়ানো অথবা তাহাকে লোকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করুক। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব সুখ্যাতি ও যশ লাভের প্রত্যাশী হওয়াই 'রিয়া'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (এবং সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইহা দ্বারা সেই সকল লোককে মুনাফিকদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (কেননা, মু'মিনের দান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত হইতে পারে কি?)

যিহাক (র) বলেন ঃ নিফাকের কারণেই তাহারা দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ অর্থাৎ সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হইল একটি মসৃণ পাথর। صَفْوَانٌ হইল صَفْوَاةٌ এর বহুবচন। তবে এইখানে বহুবচনকে একবচন অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। মূল ধাতু হইল صَفًا অর্থাৎ মসৃণ পাথর। عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ (যাহার উপর কিছু মাটি পড়িয়াছিল, অতঃপর উহার উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইল) অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টি বর্ষণে ধুইয়া সাফ হইয়া গেল। ধূলা মাটি কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। লোক দেখানো দানকারীর দানের পুণ্যও প্রবল বৃষ্টিতে ধুইয়া নেওয়া মসৃণ পাথরের জমা মাটির ন্যায় আমলনামা হইতে পরিষ্কার হইয়া যায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْئٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ। অর্থাৎ তাহারা সেই বস্তুর কোন ছাওয়াব পায় না, যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

(٢٦٥) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৬৫. "যাহারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য ও নিজেদের মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্যে তাহাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের উপমা সেই উঁচু বাগান, যাহাতে বৃষ্টি হইলে ফসল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় আর না হইলেও হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আর আল্লাহ যাহা তোমরা কর তাহা ভালভাবেই দেখেন।"

**তাফসীর ঃ** এই আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মু'মিনদের আলোচনা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন যাহারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রত্যাশায় দান করিয়া থাকে। وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ 'এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে!' অর্থাৎ ইহার উত্তম প্রতিদান প্রাপ্তির ব্যাপারে তাহারা পূর্ণ নিশ্চিত এবং তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে অতিসত্বরই এই অনুদানের প্রতিদান প্রদান করিবেন। যথা সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোযা রাখে এই বিশ্বাসে যে, আল্লাহ ইহা তাহার উপর বিধান করিয়াছেন এবং এই বিশ্বাসে যে, আল্লাহর নিকট ইহার উত্তম প্রতিদান রহিয়াছে।

শা'বী (র) وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ নিজের মনকে সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করানোর জন্যে। ইব্ন যায়েদ, আবূ সালিহ ও কাতাদা এই ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইব্ন জারীরও ইহা গ্রহণ করিয়াছেন ।

মুজাহিদ (র) ও হাসান (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ তাহারা দান-অনুদানের ছওয়াব নষ্ট হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্ক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ তাহাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত অর্থাৎ উঁচু বাগান ।

জমহুর-ওলামা বলেন ঃ সাধারণ যমীন হইতে কিছুটা উঁচু জায়গা। ইব্ন আব্বাস (রা) ও যিহাক (র) একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন, 'যে উঁচু বাগানের মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত হইয়াছ।'

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ رَبْوَةٍ শব্দটি তিনভাবে পঠিত হয়। মদীনা, হিজায ও ইরাকীরা উহার উপর পেশ দিয়া পাঠ করেন এবং সিরিয়া ও কুফাবাসীরা উহার উপর যবর দিয়া পাঠ করেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাই তামীমীর অভিধান স্বীকৃত। তবে উহার নিচে যের দিয়াও পড়া হয় এবং উহাকে আব্বাসের (রা) পঠন বলিয়া ধরা হয়।

اَصَابَهَا وَابِلٌ -যাহাতে বৃষ্টিপাত হয়। অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়া। ইহার পূর্বেও এই শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। فَاٰتَتْ اُكُلَهَا —অতঃপর ফসল দান করে। অর্থাৎ খাদ্যশস্য দান করে। ضِعْفَيْنِ দ্বিগুণ ! অর্থাৎ অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় দ্বিগুণ ফসল দান করে। فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ অর্থাৎ 'যদি এমন বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট।

যিহাক (র) বলেন ঃ উহার ভাবার্থ হইল, সামান্য সামান্য বৃষ্টিপাতেই মাটি নরম হইয়া যায়, তাই প্রবল বৃষ্টির দরকার হয় না। তাই বলা হইয়াছে, যদি প্রবল বৃষ্টি নাও হয়, তবে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। অর্থাৎ জমি উত্তম হওয়ার কারণে একদিন বৃষ্টি হইলেই তাহাতে বহুগুণ ফসল জন্মায়। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের আমল কখনও বিনষ্ট হয় না। উপরন্তু তাহাদের বিশুদ্ধ নিয়্যতের কারণে আল্লাহ তাহাদের আমল কবুল করেন এবং একটি করিলে তাহা বৃদ্ধি করিয়া কয়েকটির ছাওয়াব দেন।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন ।' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তাঁহার বান্দাদের কোন কাজকর্মই গোপন নাই।

(٢٦٦) اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖۚ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

২৬৬. ''তোমাদের কেহ কি ইহা পসন্দ করে যে, তাহার একটি খেজুর ও আংগুরের বাগান আছে, যাহার নিচ দিয়া নহর প্রবহমান, তাহাতে সে সব ধরনের ফলমূল পায়, সে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুর্বল সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে, অতঃপর এক অগ্নিঝড় আসিয়া তাহা জ্বালাইয়া দিল। এই ভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝিতে পার।''

তাফসীর ঃ উবাইদ ইব্ন উমাইর (রা) হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ মুলায়কার সূত্রে এবং অপর এক সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা, ইব্ন জারীজ, ইব্ন ইউসুফ ওরফে হিশাম, ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ও বুখারী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ও উবাইদ ইব্ন উমাইর (রা) বলেন ঃ একদা উমর (রা) সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ সম্বন্ধে আপনারা কিছু জানেন কি ? তারা বলিলেন, আল্লাহই ভাল জানেন। ইহাতে উমর (রা) রাগান্বিত হইয়া বলেন, আপনারা বলেন, জানেন কি জানেন না, তাহা স্পষ্টভাবে বলুন। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই সম্বন্ধে আমার একটি কথা জানা আছে। উমর (রা) তাহাকে বলেন হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমিই বল, নিজেকে তুচ্ছ মনে করিও না। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহা একটি বিষয়ের উদাহরণ বর্ণিত হইয়াছে। উমর (রা) বলেন, বিষয়টি কি ? ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ধনী ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করিত। অতঃপর আল্লাহ তাহাকে পরীক্ষার জন্য শয়তান পাঠান। ফলে সে পাপকার্যে লিপ্ত হইয়া সকল পুণ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাই আয়াতের তাৎপর্য।

অন্য একটি সূত্রেও ইব্ন জারীজ হইতে হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আল আওয়ার, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ যাআফরানী ও বুখারী (র) উহা বর্ণনা করেন। এই সূত্রটিতে একমাত্র বুখারীই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটি এই আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট। উদাহরণটি হইল, একটি লোক প্রথমে আল্লাহর অনুগত থাকিয়া পুণ্য কাজ করিত। পরে তাহার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। অতঃপর তাহার সকল পুণ্য পাপ দ্বারা পরিবর্তন হইয়া যায় এবং পূর্বের সকল আমল পরের আমলের কারণে বাতিল হইয়া যায়। অতঃপর তাহার যখন পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত আমলের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগে, তখন তাহার সময় ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে আর তখন হারানো ধন পাইবার কোন সুযোগ ছিল না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاصَابَهَا اِعْصَارٌ (সে বার্ধক্যে উপনীত হইল এবং বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসিল।) অর্থাৎ তীব্রগতির হাওয়ার প্রবাহ। فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ যাহাতে আগুন রহিয়াছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হইয়া গেল অর্থাৎ সেই বাগানের ফল-ফলাদি এবং বৃক্ষগুলি আগুন ভস্মীভূত করিয়া দিল। এমন পরিস্থিতিতে তাহার কি অবস্থা হইবে ?

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ একটি চমৎকার উপমা উপস্থাপন করিয়াছেন; আর আল্লাহর প্রতিটি উপমা-উৎপ্রেক্ষার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে । অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পড়েন ঃ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ .... فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

অর্থাৎ তোমরা কি কেহ পসন্দ কর যে, তাহার একটি খেজুর ও আংগুরের বাগান হইবে, উহার তলদেশে নহর প্রবাহিত হইবে, উহাতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকিবে,সেও চরম বৃদ্ধ হইবে ও তাহার দুর্বল কতিপয় সন্তান-সন্ততি থাকিবে আর এমতাবস্থায় অগ্নিঝড় আসিয়া তাহার বাগানটি জ্বালাইয়া ফেলিবে ? (তখন তাহার জন্য আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকিবে না )। ঠিক তেমনি কাফিররাও কিয়ামতের দিন পুণ্যহীনতার কারণে শোকতাপ করিয়া ফিরিবে। বৃদ্ধের যেভাবে ক্ষমতা ছিল না নতুন বাগান করার, তেমনি কাফিরদেরও নতুন পুণ্য অর্জনের ক্ষমতা থাকিবে না। বৃদ্ধের যেরূপ সক্ষম আপনজন ছিল না কোন সহায়তা করার, তেমনি কাফিরদেরও কোন সহায়ক থাকিবে না।

হাকেম মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আর মধ্যে বলিতেন - اَللّٰهُمَّ اِجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِضَاءِ عُمْرِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যের সময় ও আয়ু শেষ হইয়া যাওয়ার সময় আমাকে আপনার রুযী হইতে বেশী দান করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। অর্থাৎ এই উপমার অর্থ ও ইহা নাযিল করার কারণ সম্বন্ধে যেন গভীর চিন্তা-ভাবনা কর। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعٰلِمُوْنَ

অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তসমূহ আমি মানবকুলের জন্যেই বর্ণনা করিয়া থাকি এবং আলেমরাই এইগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া থাকে।

(٢٦٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

(٢٦٨) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢٦٩) يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

২৬৭. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জিত ও যমীন হইতে আমার উৎপাদিত উৎকৃষ্ট জিনিস হইতে ব্যয় কর আর উহা হইতে অপবিত্র ও নিকৃষ্ট কিছু ব্যয়ের মনস্থ করিও না। অথচ তোমরা উহা খোলা চোখে কখনো গ্রহণ করিতে না। আর জানিয়া রাখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম প্রশংসিত।"

২৬৮. ''শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও লজ্জাকর কাজ করিতে নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্য দাতা ও সর্বজ্ঞ।''

২৬৯. "তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন আর যাহাকে হিকমত দেয়া হল সে অশেষ কল্যাণ পেল । আর জ্ঞানীরা ছাড়া কেহ উপদেশ নেয় না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিনদিগকে ব্যয় করার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

আর ব্যয় করার অর্থ হইল সাদকা করা। স্বীয় উপার্জন হইতে উত্তম বস্তু ব্যয় করা প্রসংগেই ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ ব্যবসা হইতে তাহার যাহা দেওয়া সহজ হয় তাহা দান কর। আলী (রা) ও সুদ্দী (র) مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ এর ভাবার্থে বলেন ঃ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ভূমি হইতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এখানে পবিত্র বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বস্তু সাদকা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা আল্লাহ হইলেন পবিত্র এবং তিনি উত্তম ও পবিত্র বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার মনস্থ করিও না। কেননা তাহা তোমরা কখনও গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ এমন জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করিও না যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইলে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে না। সেক্ষেত্রে তোমরা সেরূপ জিনিস কিরূপে আল্লাহকে দান কর?

কেহ কেহ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সাদকার জন্য মাল হালাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা হালাল মালই হইল উত্তম ও উৎকৃষ্ট মাল। অর্থাৎ হালাল জিনিস রাখিয়া হারাম জিনিস দান না করা।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মিরাত আল-হামদানী, সাবাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইসহাক, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে সেভাবেই চরিত্র বন্টন করিয়া দিয়াছেন যে ভাবে তোমাদের মধ্যে রুযী বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন এবং যাহাকে ভালবাসেন না

তাহাকেও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। কিন্তু দীন একমাত্র তাহাকেই দান করেন যাহাকে তিনি ভালবাসেন। আর আল্লাহ যাহাকে দীন দান করেন সে তাহার বন্ধু হইয়া যায়। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ, কোন বান্দা তখন পর্যন্ত সত্যিকারের মুসলমান হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার হৃদয় ও জিহ্বা মুসলমান না হইবে এবং সে ততক্ষণ মু'মিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রতিবেশী তাহার উৎপীড়ন হইতে নির্ভয় ও নিরাপদ না হইবে। জনৈক সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! উৎপীড়ন কি ? তিনি বলিলেন, উহা হইল প্রতারণা ও অত্যাচার । যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে আল্লাহ তাহাতে বরকত দান করেন না এবং তাহার দান-খয়রাতও গ্রহণ করেন না। উপরন্তু সে যাহা রাখিয়া যাইবে তাহা তাহার জন্য জাহান্নামেরই পাথেয় হইবে। আর আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা বিদূরিত করেন না; বরং মন্দকে ভাল দ্বারা দূরিভূত করেন এবং অপবিত্রতা কখনও অপবিত্র কিছু দ্বারা বিদূরিত হয় না।

বাররা ইব্‌ন আযিব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আদী ইব্‌ন ছাবিত, সুদ্দী, আসবাত, উমর, হুসাইন ইব্‌ন উমর এবং ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বাররা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন ঃ খেজুরের মৌসুমে আনসাররা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খেজুরের গুচ্ছ আনিয়া মসজিদের স্তম্ভের সাথে লটকানো রশিতে ঝুলাইয়া রাখিতেন। গরীব মুহাজিরগণ ক্ষুধার সময় উহা হইতে খাইতেন। কিন্তু সাদকার গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন একটি লোক একগুচ্ছ কাঁচা ও শুকনা খেজুর আনিয়া উহাতে ঝুলাইয়া রাখিল। অবশ্য সে মনে করিয়াছিল যে, ইহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর তাহার এই কর্মের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের এই আয়াতাংশ নাযিল করেন ঃ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ 'তাহা হইতে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করিতে মনস্থ করিও না। কেননা তাহা তোমরা কখনও গ্রহণ করিবে না। তবে হাঁ, তোমরা চোখ বন্ধ করিয়া নিলে নিতে পার। তিনি আরও বলেন, যদি কাহাকেও কোন উপঢৌকন দিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার যাহা পসন্দ এবং অন্যের পক্ষ হইতে তুমি যে ধরনের উপঢৌকন কামনা কর ও পসন্দ কর, সেই ধরনের উপঢৌকন দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।' বাররা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক গিফারী, ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান ওরফে সুদ্দী, ইসরাঈল, উবাইদুল্লাহ ওরফে ইব্‌ন মূসা আ'বসী, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুর রহমান দারেমী ও তিরমিযী (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি 'হাসান -গরীব ' পর্যায়ের।

সহল ইব্‌ন হানীফ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উমাম ইব্‌ন হানীফ, যুহরী, সুলায়মান, ইব্‌ন কাছীর, আবূ হাতিম এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমামা ইব্‌ন সহল ইব্‌ন হানীফ (র) বলেন ঃ রাসূল (সা) ভাল-মন্দ খেজুরকে একত্রে মিশ্রিত করিয়া দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা অনেক লোক নষ্ট খেজুরের সহিত কিছু ভাল খেজুর মিশ্রিত করিয়া দান করিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাই নাযিল করেন وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ তাহা হইতে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার মনস্থ করিও না।

যুহরী (র) হইতে সুফিয়ান ইব্‌ন হুসাইনের হাদীসে আবূ দাউদ এবং যুহরী (র) হইতে সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর ও আবুল ওয়ালিদ বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ হুযুর (সা) কিছু ভাল ও কিছু মন্দ খেজুর মিশ্রিত করিয়া দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু উমাম (র)

হইতে যুহরী ও আবদুল জলীল ইব্ন হুমাইদ ইয়াসীর সূত্রে নাসায়ীও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল জলীল হইতে ইব্ন ওহাবও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন সাইব, জারীর, ইয়াহয়া ইব্ন মুগীরা, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ। এর ভাবার্থে আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) বলেন যে, মুসলমান কখনও নিকৃষ্ট জিনিস আয় বা অর্জন করিতে পারে না। আর তাহারা কাঁচা শুকনা নষ্ট খেজুর মিশ্রিত করিয়াও দান করিতে পারে না। বস্তুত ইহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসওয়ান, ইব্রাহীম ইব্ন সুলায়মান ওরফে হাম্মাদ, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর খিদমতে একবার গুই সাপের মাংস পেশ করা হইল ; কিন্তু তিনি উহা খাইলেন না এবং অন্যকেও খাইতে বারণ করিলেন না। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তবে ইহা মিসকিনকে খাইতে দিন ? রাসূল (সা) বলিলেন,'যাহা তুমি খাও না তাহা তাহাদেরকেও খাওয়াইও না।' হাম্মাদ ইব্ন সালমা ও আফফান হইতে নিম্নতন সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন- আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তবে ইহা মিসকিনকে দেই? তিনি বলেন , যাহা তুমি খাও না তাহা তুমি তাহাদিগকেও খাওয়াইও না।

বাররা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক, সুদ্দী ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, বাররা (রা) وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির উপর কাহারো দাবি থাকে আর যদি সে তাহাকে যেমন তেমন কোন জিনিস উপহার দেয়, তবে কি সে উহা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবে ? তবে চক্ষু লজ্জায় গ্রহণ করিতে রাজী হওয়া বা গ্রহণ করাটা ভিন্ন কথা। ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি ধার দিয়া থাক আর সে যদি উহা শোধ করার সময় অনুরূপ মাল না দিয়া মন্দ মাল দেয়, তখন নতুন দাম না ধরিয়া উহা গ্রহণ কর কি? অতঃপর তিনি বলেন, তাই আল্লাহ বলিয়াছেন - اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ। অর্থাৎ 'তোমরা নিজেদের জন্য যাহা পসন্দ কর না তাহা আল্লাহর জন্য কিভাবে পসন্দ কর ?' অতএব যে জিনিস উত্তম ও পসন্দনীয় তাহাই আল্লাহর জন্যে দান করিও।

তবে ইব্ন জারীর উহা হইতে একটু বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ 'তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে ব্যয় না করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ 'জানিয়া রাখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসিত। অর্থাৎ আল্লাহ যে তাহার পথে তোমাদিগকে উত্তম ও পসন্দনীয় বস্তু ব্যয় করিতে বলিয়াছেন, ইহাতে মনে করিও না যে, তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী। বস্তুত তাহার বেলায় ধনী-দরিদ্রের কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ "আল্লাহর নিকট তোমাদের কুরবানীর মাংসও পৌঁছে না এবং রক্তও পৌঁছে না— তাঁহার নিকট পৌঁছে একমাত্র তোমাদের 'তাকওয়া'।" তিনি সমস্ত সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ মুকাপেক্ষীহীন। বরং সমস্ত সৃষ্টি তাঁহারই মুখাপেক্ষী। তিনি অত্যন্ত দরাজ হস্ত, তাঁহার করুণা হইতে কেহই বঞ্চিত নয়। তাই যে ব্যক্তি উপার্জিত উত্তম মাল হইতে দান করিবে সে অবশ্যই এই কথা ভাবিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি দরাজ হস্ত ও সহানুভূতিশীল। আর তিনি সত্বরই ইহার দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করিবেন। যাহাকে তুমি তাহার অসাক্ষাতেই ঋণ দান করিয়াছ, তিনি অত্যাচারী নন, বরং তিনি অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। অর্থাৎ তাহার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি নির্দেশ বিধানই প্রশংসিত। আর তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, নাই কোন প্রতিপালক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ 'শয়তান তোমাদিগকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে ক্ষমতা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুপরিজ্ঞাত'।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুর্রা আল হামদানী, আতা ইব্ন সায়িব, আবুল আহওয়াস, হিন্দ ইব্ন সির্রী, আবুয যারাআ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শয়তান বনী আদমের মনে এক রূপ ধারণা জন্মায় এবং ফেরেশতা একরূপ ধারণা জন্মায়। অর্থাৎ শয়তান মন্দ কাজের ও সত্যকে অস্বীকারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং ফেরেশতারা মঙ্গল ও সত্যকে গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। যাহার মনে এই উৎসাহ উদগত হইবে, সে যেন ভাবে যে, ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে হইয়াছে। অতঃপর যেন সে আল্লাহর প্রশংসায় ব্যাপৃত হয়। আর যাহার মনে মন্দভাব উদগত হয়, সে যেন তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট উহার প্ররোচনা হইতে পানাহ চাহিয়া নেয়। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পড়েন ঃ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً অর্থাৎ 'শয়তান তোমাদিগকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে ক্ষমতা ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।'

হিন্দ ইব্ন সিররীর সূত্রে তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) উভয়ে তাহাদের হাদীস সংকলনের 'তাফসীর অধ্যায়ে' এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দ (র) হইতে আবূ ইয়ালার সূত্রে ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ হাদীস সংকলনেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। কেননা আবুল আহওয়াস অর্থাৎ সালাম ইব্ন সালীম খুবই অপরিচিত বর্ণনাকারী। আর এই সূত্রটি ব্যতীত অন্য কোন 'মারফূ' 'সূত্রে ইহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণিত হয় নাই। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াস, আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন নাযলাহ, আতা ইব্ন সায়িব ও মাসআবের সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ইহার ভাবার্থ হইল, শয়তান এই ভয় দেখায় যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করিলে তোমরা দরিদ্র হইয়া যাইবে। وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ অর্থাৎ সে অশ্লীলতার আদেশ দেয়। অর্থাৎ সন্তানাদির ভবিষ্যতের প্রতি আশংকা প্রদর্শন করিয়া তাহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করা হইতে বিরত রাখে। আর পাপ-পংকিলতা, হারাম কার্য এবং সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণের প্রতি আদেশ দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ (আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন)। অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনার মুকাবিলায় আল্লাহ এই ওয়াদা করিয়াছেন। শয়তান তাহাকে দরিদ্র হইয়া যাওয়ার ভয় দেখাইতেছে। তাহার মুকাবিলায় আল্লাহ তাহাকে তাহার সীমাহীন অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞ।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হিকমাতের ভাবার্থে বর্ণনা করেন- অর্থাৎ কুরআনের রহিত-অরহিত, পূর্বাপর, হালাল-হারাম ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা সংবলিত আয়াতগুলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান।

একটি 'মারফূ' সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক ও জুআইবির বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

'হিকমাতের অর্থ হইল, কুরআনের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ উহার তাফসীর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। কেননা ইহার দ্বারা লোক পাপ ও পুণ্যকে পরিষ্কারভাবে জানিতে পারে। মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, যাহাকে হিকমাত দান করা হয়, সে আল্লাহর কথার প্রকৃত ভাবার্থ বুঝিতে পারে।

মুজাহিদ (র) হইতে লাইছ ইব্‌ন সালীম (র) বলেন ঃ

'আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান বা হিকমাত দান করেন'। ইহার অর্থ নবুয়াত দান করা নয়, বরং ফিকাহ ও কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। আবুল আলীয়া (র) বলেন ঃ হিকমাত বলে আল্লাহকে ভয় করাকে। কেননা হিকমাতের মূলকথা হইল আল্লাহকে ভয় করা। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে একটি মারফূ সূত্রে ধারাবাহিকভাবে আবূ আম্মার আসদী, উছমান ইব্‌ন জা'ফর জুহ্‌নী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ হিকমাতের মূল কথা হইল আল্লাহভীরুতা। আবুল আলীয়া (র) এক রিওয়ায়েতে বলেন ঃ হিকমাতের অর্থ হইল, আল্লাহর কিতাব এবং উক্ত কিতাবের ব্যাপারে প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান। ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) বলেন ঃ হিকমাত অর্থ সুন্নাত। মালিক (র) হইতে ইব্‌ন ওহাব বলেন যে, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ হিকমাত অর্থ হইল আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি।

মালিক (র) বলেন ঃ আমার ধারণা মতে হিকমাতের অর্থ হইল আল্লাহর দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। আর আল্লাহ তাহার বিশেষ অনুগ্রহে দীন সম্পর্কে যে সকল আত্মিক জ্ঞান কাহারো হৃদয়ে প্রবিষ্ট করান। অবশ্য লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বহু লোক পার্থিব বিষয়ে খুবই পারদর্শী। অথচ অনেক লোক এই বিষয়ে খুবই দুর্বল। কিন্তু আল্লাহ তাহাদিগকে দীনের গভীর জ্ঞান দিয়া সুশোভিত করিয়া রাখেন। সুদ্দী (র) বলেন ঃ হিকমাত অর্থ নবুয়াত।

তবে জমহুরের কথাই সঠিক যে, ইহা নবুয়াতের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং যে কোন লোকই ইহার অধিকারী হইতে পারে। অবশ্য ইহার উচ্চতর পর্যায় হইল নবুয়াত এবং রিসালাত লাভ করা। তবে তাহাদের অনুসারীদেরকেও আল্লাহ ইহা হইতে বঞ্চিত করেন না। যথা হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, من حفظ القران فقد ادرجت النبوة بين كتفيه غير انه لايوحى اليه অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করিয়াছে, তাহার স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে নবুয়াত চড়িয়া বসিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকট ওহী নাযিল হয় না'।

অবশ্য আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি, ইসমাঈল ইব্ন রাফে ও ওয়াকী ইব্ন জাররাহ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, এইটি আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের (রা) নিজস্ব উক্তি। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ হাকিম ওরফে কাইস, ইব্ন আবূ খালিদ ওরফে ইসমাঈল, ওয়াকী, ইয়াযীদ এবং ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, দুই ব্যক্তির উপর হিংসা করা যায়। এক ব্যক্তি হইল যাহাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়াছেন এবং উহা ন্যায় ও সত্য পথে ব্যয় করার তাওফীক দিয়াছেন। আর সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ হিকমাত বা প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন এবং সে উহা অনুযায়ী বিচার করে ও উহা শিক্ষা দান করে। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে ইব্ন মাজা (র), নাসায়ী (র) এবং সহীহদ্বয়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ 'উপদেশ তাহারাই গ্রহণ করে যাহারা জ্ঞানবান'। অর্থাৎ–ওয়াজ ও উপদেশ তাহাদেরই উপকারে আসে যাহারা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। অর্থাৎ কুরআনের ভাষ্য-বিষয় ও উহার অর্থের প্রতি যাহারা গভীর মনোযোগী।

(٢٧٠) وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

(٢٧١) اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

**২৭০. 'তোমরা যে যেই খাতে খরচ কর আর যেখানে যেভাবে মানত কর, আল্লাহ তাহা সবই জানেন। আর যালিমের জন্যে কোন মদদগার নাই।**

**২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তাহাও ভাল। আর যদি উহা গোপনে কর এবং দরিদ্রদের দাও, তাহা হইলে তাহা তোমাদের জন্য উত্তম। আর উহা তোমাদের কিছু পাপও মোচন করিবে। আর তোমরা যাহা কর তাহার খবর আল্লাহ সর্বাধিক রাখেন।'**

**তাফসীর ঃ** আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, যাহারা দান-খয়রাত ও মানত করে, তাহাদের সকলের কার্য সম্বন্ধে তিনি যথাযথভাবে খবর রাখেন। যে সকল বান্দা তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলে, সৎকার্য সম্পাদনের পর পুণ্যের প্রত্যাশা করে এবং তাহার ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থা

রাখে, তাহাদিগকে তিনি উত্তম প্রতিদান প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা তাহার অনুগত্য অস্বীকার করে, তাহার ওয়াদার উপর আস্থা না রাখে এবং তাহার ইবাদাতের সহিত অন্যকে শরীক করে, তাহাদের জন্য নির্ধারিত রাখিয়াছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নাই।) অর্থাৎ কিয়ামাতের কঠিন শাস্তি হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করার জন্য সেইদিন তাহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ (যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তাহা কতই না ভাল) অর্থাৎ প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করাও ভাল। ইহার পর বলেন ঃ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ (যদি দান-খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়া দাও, তবে তাহা তোমাদের জন্য আরো উত্তম।) ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গোপন দান প্রকাশ্য দান হইতে উত্তম। কেননা, এই অবস্থায় রিয়া বা অহমিকা হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

তবে প্রকাশ্য দানের মধ্যে উপকারিতা হইল যে, উহার দেখাদেখি অন্য লোকও দান-খয়রাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। তাই এই দিক দিয়া উক্ত পন্থাকেও উত্তম বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, প্রকাশ্যে দানকারী উচ্চ শব্দে কুরআন পাঠকারীর ন্যায় আর গোপনে দানকারী নিঃশব্দে কুরআন পাঠকারীর ন্যায়।

তবে কথা হইল যে, এই আয়াত দ্বারা গোপন দানকে উত্তম বলা হইয়াছে। উপরন্তু সহীহ্‌দ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে তাঁহার (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দান করিবেন। সেদিন সেই ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকিবে না। তাহারা হইল ন্যায় বিচারক বাদশাহ, আল্লাহর ইবাদতে যৌবন উৎসর্গকারী যুবক, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বে আবদ্ধ ও শত্রুতায় লিপ্ত ব্যক্তি, মসজিদ পাগল মুসল্লী, নীরবে-নিভৃতে আল্লাহর যিকিরে অশ্রু বিসর্জনকারী, আল্লাহর ভয়ে সুন্দরী ও অভিজাত নারীর অশ্লীল আহ্বান উপেক্ষাকারী এবং এরূপ গোপনে দানকারী, যাহার ডান হাত দান করিলে বাম হাত তাহা জানে না।"

হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), সুলায়মান ইব্‌ন আবূ সুলায়মান, আওয়াম, হাওশাব, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর ইহা দুলিতে থাকে। অতঃপর তিনি পর্বত সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে পুঁতিয়া দেন। ফলে পৃথিবীর কম্পন থামিয়া যায়। (এত শক্ত ও বিরাটাকারের) পাহাড় দেখিয়া ফেরেশতারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভু! পাহাড়ের চেয়েও শক্ত-কঠিন কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, লোহা। তাহারা বলিলেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে লোহা অপেক্ষা কঠিন বস্তু আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আগুন। তাহারা বলিলেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে আগুন অপেক্ষা শক্তিশালী আর কিছু আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ পানি। তাহারা আবারো আরজ করিলেন, হে প্রভু! আপনার

সৃষ্টিসমূহের মধ্যে পানি অপেক্ষা শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ইহা হইতেও শক্তিশালী হইল বাতাস। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে বাতাস হইতেও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, সেই আদম সন্তান যে এত গোপনে দান করে যে, তাহার ডান হাত যাহা দান করে বাম হাত তাহা জানে না।"

আবূ যর (রা) হইতে আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যায়ও আমরা এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছি। উহাতে তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি যে, হে আল্লাহর রাসূল। কোন্ সাদকা সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, দরিদ্রকে গোপনে দান করা অথবা মাল-সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উমামা, কাসিম, আলী ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম আহমাদ (র) উপরোক্ত বর্ণনাটি আরো বাড়াইয়া বলেন। সেখানে বলা হয়, তিনি ইহার পর এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে কতই না উত্তম। আর যদি দান-খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়া দাও, তবে তাহা তোমাদের জন্যে আরো উত্তম। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, গোপন দান দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়।

আমের শা'বী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুসাইন ইব্ন যিয়াদ আল মাহারিবী, ইব্ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্ন আবু হাতিম ঃ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাহার সম্পদের অর্ধেক নিয়া হুযুর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করেন। হুযুর (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন– হে উমর! পরিবারবর্গের জন্য কিছু রাখিয়া আসিয়াছ কি ? তিনি বলেন, তাহাদের জন্য সম্পদের অর্ধেক রাখিয়া আসিয়াছি। আর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার সমস্ত সম্পদ নিয়া হুযুর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইহা প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি ইহা খুব সন্তর্পণে হুযুর (সা)-এর নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। তখন হযরত নবী (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ বকর! পরিবারবর্গের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ ? তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের অঙ্গীকার। তখন হযরত উমর (রা) কাঁদিয়া বলেন, হে আবূ বকর! আমার পিতা-মাতা তোমার কদমে উৎসর্গ হউন। আল্লাহর শপথ! পুণ্যের কাজে আমরা কখনও তোমাকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সব সময় তুমিই অগ্রগামী থাকিলে।

শা'বী (র) বলেন ঃ

এই আয়াতটি যদিও তাহাদের উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহার বিধান সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ দান ফরয হউক বা নফল হউক গোপনে প্রদান করাই উত্তম। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন আবূ তালহার (র) সূত্রে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নফল দানকে প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করার জন্য সত্তর গুণ

ছাওয়াব বেশি রাখিয়াছেন। আর ফরয দান গোপনে প্রদান অপেক্ষা প্রকাশ্যে করার জন্য পঁচিশ গুণ ছাওয়াব বেশি রাখিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ (তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করিয়া দিবেন।) অর্থাৎ সাদকা গোপনে প্রদান করা হইলে তাহার বিনিময়ে তোমাদের পুণ্য বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে এবং এই কারণে তোমাদের পাপও বিদূরিত হইবে। তবে কেহ কেহ وَيُكَفِّرْ কে সাকিনের সহিত পড়েন। তখন শর্তের জবাব فَنِعِمَّاهِىَ এর সহিত সংযুক্ত হইবে। যেমন فَاصَّدَّقَ এর اكون ও اكُنْ

অতএব আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তোমাদের কোন কাজই গোপন নয় এবং ইহার জন্য তিনি তোমাদিগকে প্রতিফল প্রদান করিবেন।

(٢٧٢) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

(٢٧٣) لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ؗ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

(٢٧٤) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

২৭২. 'তোমার উপর তাহাদের হেদায়েতের দায়িত্ব নহে এবং আল্লাহ যাহাকে চাহেন হেদায়েত করেন। আর উত্তম বস্তু হইতে যাহা দান করিবে তাহা তোমাদের নিজেদেরই উপকারার্থে হইবে। আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ছাড়া দান করিও না। এবং তোমরা উত্তম বস্তু হইতে যাহা দান করিবে, তোমাদিগকে তাহা পূরণ করা হইবে ও তোমরা যুলুমের শিকার হইবে না।'

২৭৩. 'যে সব অভাবগ্রস্ত আল্লাহর কাজে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা ভূখণ্ডে বিচরণ করিয়া উপার্জনে সক্ষম হয় না, তাহাদের হাত না পাতার কারণে মূর্খরা তাহাদিগকে ধনী মনে করে। তাহাদের চেহারা দেখিয়া তুমি চিনিতে পাইবে। তাহারা মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিখ মাগে না। অতঃপর তোমরা উত্তম বস্তু হইতে যাহা দান করিবে, তাহা অবশ্যই আল্লাহ অবগত হইবেন।

২৭৪. যাহারা দিবস যামি গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে তাহাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে। তাহাদের পরকালে কোন আশংকা নাই আর ইহকালেও কোন দুশ্চিন্তা নাই।'

**তাফসীর ঃ** ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, জা'ফর ইব্‌ন ইয়াস, আ'মাশ, সুফিয়ান, কারইয়াবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুস সালাম ইব্‌ন আবদুর রহীম ও আবূ আবদুর রহমান নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

মুসলমানগণ তাহাদের মুশরিক আত্মীয়দের সহিত আদান-প্রদান করিতে অপছন্দ করিতেন। অতঃপর তাহারা এই ব্যাপারে হুযুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে উহাদের সহিত লেন-দেন করার অনুমতি প্রদান করেন। এই উপলক্ষে নাযিল হইল ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে সৎপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তাহা নিজ উপকারার্থেই কর। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করিও না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিবে, তাহার পুরাপুরি পুরস্কারই পাইয়া যাইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

সুফিয়ান সাওরী (র)-এর সূত্রে আবূ দাউদ, আবূ আহমদ যুবাইরী, ইব্‌ন মুবারক ও আবূ হুযায়ফাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, জাফর ইব্‌ন আবূ মুগীরা, আ'শআছ ইব্‌ন ইসহাক, আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান দাস্তাকীর পিতামহ, পিতা ও তিনি এবং আহমদ ইব্‌ন কাসিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) কেবলমাত্র মুসলমানদেরই সাদকা দিবার আদেশ করিতেন। অতঃপর لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ এই আয়াতটির শেষ পর্যন্ত নাযিল হওয়ার পর তিনি আদেশ করেন যে, ভিক্ষুক যে কোন ধর্মেরই হউক না কেন তাহাদিগকে সাদকা দেওয়া যাইবে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় আসিতেছে। এই বিষয়ে আসমা বিনতে সাদীকেরও হাদীস রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ 'যে সম্পদ তোমরা ব্যয় করিতেছ, তাহা নিজেদের উপকারার্থেই করিতেছ। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সৎকাজ করিল, সে তাহা নিজের উপকারার্থেই করিল।" কুরআনে এই ধরনের আরও আয়াত রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিও না।"

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

যদিও মু'মিনরা নিজস্ব প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে, তবুও মূলত তাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। আতা খুরাসানী (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

অর্থাৎ যখন তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাহাকেও কিছু দান কর, তখন ইহা দেখার নয় যে, সে কে এবং কি করে। এই অর্থটিই সবচেয়ে সুন্দর।

মোটকথা, যদি কোন দানকারী আল্লাহর উদ্দেশ্যেই দান করে, তখন উহার প্রতিদান প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহর উপরই বর্তায়। তখন তাহার ইহা দেখার নহে যে, সে ভাল কি মন্দ কিংবা উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত। সে যাহাই হউক না কেন তাহার সৎ উদ্দেশ্যের বদৌলতে ইহার প্রতিদান পাইবে। (উপরন্তু যদি সে দোখয়া-শুনিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়াও দান করে, অতঃপর যদি ভুল হইয়া যায়, তবুও তাহার দানের পুণ্য বিনষ্ট হইবে না)।

তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শেষাংশে বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিবে, তাহার পুরস্কার পুরাপুরিভাবে পাইয়া যাইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না'।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'রাজ ও আবূ যিনাদের সূত্রে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি এই পণ করে যে, সে আজ রাতে দান করিবে। অতঃপর সে অর্থ নিয়া বাহির হয়। পরিশেষে সে উহা এক পতিতার হাতে তুলিয়া দেয়। সকালে লোকে সমালোচনা করিতে থাকে যে, পতিতাকে সাদকা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সে আল্লাহর নিকট বলে, হে আল্লাহ! আমার সাদকা তো অপাত্রে পড়িয়াছে। অতঃপর সে আবার প্রতিজ্ঞা করে, আজ রাত্রেও সাদকা করিব। কিন্তু সেই রাত্রিতে এক ধনীর হাতে দেওয়া হয়। সকালে লোকে সমালোচনা করিতে থাকে যে, ধনীকে সাদকা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সে বলে, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসাই আপনার প্রাপ্য, আমার সাদকা তো ধনীর হাতে পড়িয়াছে। অতঃপর সে আবার প্রতিজ্ঞা করে যে, আজ রাত্রেও সাদকা করিবে। তাই রাত্রি হইলে সে সাদকা নিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু উহা একটি চোরের হাতে দেওয়া হয়। পূর্বানুরূপ সকালে লোকজনে সমালোচনা করিতে থাকে যে, চোরকে সাদকা দেওয়া হইয়াছে।। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসাপূর্বক সে তাহার নিকট ফরিয়াদ করে যে, হে আল্লাহ! আমার সাদকাগুলি একাধারে পতিতা, ধনী ও চোরের হাতে পড়িয়াছে। ইহার পর সে স্বপ্নে দেখে যে, কে যেন আসিয়া তাহাকে বলিতেছে, তোমার সবগুলি দানই আল্লাহ কবূল করিয়াছেন। হয়ত পতিতা নারী তোমার দান পাইয়া পতিতা বৃত্তি হইতে বিরত হইবে, ধনী লোকটি ইহার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করিবে, আর হয়ত চোরটিও ইহা পাইয়া চৌর্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (খয়রাত সেই সকল দরিদ্র লোকদের জন্য, যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।) অর্থাৎ খয়রাত সেই সকল দরিদ্র লোকদের জন্য, যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের নির্দেশে মাতৃভূমি ও আত্মীয় স্বজনের মায়া ছিন্ন করিয়াছে এবং মদীনায় অবস্থান নিয়াছে এবং তাহাদের জীবন যাপনের এমন কোন উপায় বা ব্যবস্থা নাই যাহার মাধ্যমে তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের ন্যূনতম সংস্থান হইয়া যায়। কেননা لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ضَرَب বলে পৃথিবীতে সফর বা ভ্রমণ করাকে। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে –

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ

যখন তোমরা ভ্রমণে থাকিবে তখন নামায সংক্ষেপ করিলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেন ঃ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ তিনি জানেন যে, শীঘ্রই তোমাদের একদল রুগ্ন হইবে ও অন্য দল আল্লাহর নিয়ামত সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করিবে এবং অপর একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিবে।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ অজ্ঞ লোকেরা, হাত না পাতার কারণে তাহাদের অভাবমুক্ত মনে করে। অর্থাৎ মূর্খ লোকেরা তাহাদের বাহ্যিক অবস্থা, কথাবার্তা ও পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে করে যে, ইহারা অভাবী নয়, সম্পদশালী।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

সেই ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া দুই-একটি খেজুর, দুই-এক লোকমা রুটি এবং দুই-একদিনের খাদ্য ভিক্ষা করে। বরং সত্যিকারের মিসকীন সেই ব্যক্তি, যাহার এতটুকু পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান নাই, যে কারণে তাহার অন্যের নিকট মুখাপেক্ষী না হইতে হয়। আর সে এমনভাবে চলে যাহাতে লোকে তাহাকে সাদকার উপযুক্ত বলিয়া ধারণা করিতে না পারে। পরন্তু সে লোকের নিকট কখনও ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত করে না। ইব্‌ন মাসউদের (রা) সূত্রে ইমাম আহমদও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ 'তুমি তাহাদিগকে তাহাদের লক্ষণ দ্বারা চিনিবে। অর্থাৎ অভাবের লক্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে চিহ্নিত কর। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ অর্থাৎ তাহাদের মুখাবয়বে যে চিহ্নসমূহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ অর্থাৎ 'তোমরা অবশ্যই তাহাদিগকে তাহাদের ভাবভঙ্গিতে চিনিতে পারিবে।' সুনানের একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তোমরা মু'মিনদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা, তাহারা আল্লাহর নূরের দৃষ্টিতে তাকান।" অতঃপর বর্ণনাকারী এই আয়াত পাঠ করেন اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন রহিয়াছে।

কেননা তাহারা لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا (মানুষের নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়া ভিক্ষা চায় না। অর্থাৎ তাহারা ভিক্ষা মাগিয়া মানুষকে কষ্ট দেয় না ও ত্যক্ত-বিরক্ত করে না। তাহাদের নিকট সামান্য খাদ্যবস্তু থাকা অবস্থায় অন্যের দ্বারে হাত বাড়ায় না। প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে দল ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে না, তাহাদিগকেই পেশাদার ভিক্ষুক বলা হয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন উমাইর, শরীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ নামার, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবী মরিয়াম ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি মিসকীন, যে কখনও অন্যের দ্বারে গিয়া হাত পাতে না। অতঃপর তিনি এই আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا অর্থাৎ তাহারা মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চায় না।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, শরীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ নামার ও ইসমাঈল ইব্‌ন জাফরের হাদীসে ইমাম মুসলিমও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার ওরফে শরীক, ইসমাঈল, আলী ইব্‌ন হাজর ও আবদুর রহমান নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সে মিসকীন নয় যে লোক একটা খেজুর বা দুই এক গ্রাস ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বরং সত্যিকারের সংযমশীল মিসকীন ব্যক্তিরা ভিক্ষার জন্য অন্যের দ্বারে গিয়া কাকুতি-মিনতি করে না। অতঃপর তিনি এই আয়াতাংশ পাঠ করেন لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا। অর্থাৎ 'তাহারা মানুষের নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়া ভিক্ষা চায় না।"

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ ও শু'বার সূত্রে বুখারী (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওলীদ ইব্‌ন আবূ যিব, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহারা দুই-এক গ্রাস খাদ্যের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তাহারা মিসকীন নয়, বরং সত্যিকারের মিসকীন তাহারা, ভিক্ষার জন্য যাহারা মানুষের দ্বারে গিয়া কাকুতি-মিনতি করে না। সালেহ ইব্‌ন সুয়াইদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন মালিক, মু'তামার ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"যাহারা দুই-এক মুষ্টি খাদ্যের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেয়, তাহারা সত্যিকারের অভাবী নয়, (তাহারা পেশাদার ভিক্ষুক)। বরং সত্যিকারের আত্মসংযমশীল অভাবী ব্যক্তিরা চুপচাপ থাকে এবং তাহারা অভাবেও ভিক্ষার জন্য অন্যের নিকট হস্ত প্রসারিত করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا অর্থাৎ তাহারা মানুষের নিকট গিয়া ভিক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি করে না।"

আবদুল হামীদ ইব্‌ন জাফরের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল হামীদ, আবূ বকর হানাফী ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল হামীদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"উম্মে মুযাইন গোত্রের এক ব্যক্তিকে তাহার মাতা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে অন্য লোকেরা যেভাবে চাহিয়া আনে, তুমিও সেভাবে তাঁহার নিকট গিয়া কিছু চাহিয়া আন না কেন? সেমতে সে হুযুর (সা)-এর নিকট কিছু চাহিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু সে গিয়া দেখে যে, তিনি দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ভিক্ষা

প্রার্থনা করা হইতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, আল্লাহও তাহাকে নিবৃত্ত থাকার শক্তি দেন এবং যে মুখাপেক্ষীহীন থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহও তাহাকে মুখাপেক্ষীহীন রাখেন। আর যাহার নিকট পাঁচ 'আওকীয়া' (দুইশত দিরহাম) মূল্যের জিনিস রহিয়াছে, অথচ সে ভিক্ষা করিতেছে, সে অভাবী নয়, সে পেশাদার ভিক্ষুক'। তখন সে মনে মনে বলিল, আমার তো একটি উষ্ট্রী রহিয়াছে ও তাহার মূল্য তো ইহার চেয়ে বেশি হইবে। পরন্তু একটি শাবক উষ্ট্রীও রহিয়াছে। উহার মূল্যও ইহার চেয়ে বেশি। অতঃপর সে তাহার নিকট কিছু চাহিল না এবং চলিয়া আসিল।"

আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ (রা) আম্মারা ইব্ন আরাফা, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ রিজাল, কুতায়বা ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া কিছু চাহিতে বলেন। তাই আমি এই উদ্দেশ্য নিয়া তাহার নিকট গিয়া বসিলাম। তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহও তাহাকে মুখাপেক্ষীহীন রাখেন। আর যে ব্যক্তি ভিক্ষা হইতে বিরত থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাহাকে ভিক্ষার অভিশাপ হইতে মুক্ত রাখেন এবং যে ব্যক্তি মানুষের সাহায্যের প্রত্যাশা করে না, আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ট হইয়া যান। আর এক উকীয়া মূল্যের জিনিস থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, সে পেশাদার ভিক্ষুক।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি ভাবিলাম, আমার 'ইয়াকুতা' নামক উষ্ট্রীর মূল্য তো এক উকিয়ার চেয়ে অনেক বেশী। অতঃপর আমি চলিয়া আসিলাম এবং তাহার নিকট কিছুই চাহিলাম না।"

কুতায়বার সূত্রে নাসায়ী (র) ও আবূ দাউদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ রিজাল (র) হইতে হিশাম ইব্ন আম্মার ও আবূ দাউদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে সামান্য কয়েকটা কথা বেশী বর্ণনা করা হইয়াছে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ, আম্মারা ইব্ন আরাফা, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুর রিজাল ও আবূ জামাহির ইব্ন আবূ হাতীম বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'যাহার নিকট এক উকীয়া পরিমাণ মূল্যের জিনিস থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে পেশাদার ভিক্ষুক।' আর চল্লিশ দিরহামে এক উকীয়া হয়।

বনী আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, ইয়াযীদ ইব্ন আসলাম, সুফিয়ান, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যাহার নিকট এক উকীয়া অথবা সমমূল্যের সম্পদ রহিয়াছে, সে যদি ভিক্ষা করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহে পেশাদার ভিক্ষুক।"

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান, হাকীম ইব্ন জুবাইর, সুফীয়ান, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যাহার নিকট এতটুকু পরিমাণ জিনিস রহিয়াছে যে, তাহার অন্যের নিকট ভিক্ষা চাইতে হয় না, তবুও যদি সে ভিক্ষা চায়, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন

তাহার চেহারায় ডোরা ডোরা দাগ অথবা গভীর ক্ষত দেখা যাইবে। লোকজন বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাহাকে অভাবমুক্ত বলা যাইবে ? তিনি বলিলেন, (যাহার নিকট) পঞ্চাশটি দিরহাম বা উহার সমমূল্যের স্বর্ণ মওজুদ থাকিবে। সুনান চতুষ্টয়েও হাকীম ইব্‌ন জুবাইর আসাদী কুফীর (র) সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে শু'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন হাসান, আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ, আবূ হুসাইন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদের পিতা, আবূ হুসাইন আদবুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হাযরামী ও হাফিয আবুল কাসিম সীরীন বলেন ঃ

কুরাইশের হারিছ নামক এক ব্যক্তি সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। তিনি জানিতে পারেন যে, আবূ যর (রা) অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে আছেন। তাই তিনি তাহাকে তিনশত দীনার পাঠাইয়া দেন। ইহা পাইয়া আবূ যর (রা) বলেন, আবদুল্লাহ কি আমার চেয়ে কোন অভাবগ্রস্ত লোক পাইল না? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনিয়াছি, যাহার নিকট চল্লিশটি দিরহাম থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে সত্যিকারের অভাবী নয়, বরং সে হইল পেশাদার ভিক্ষুক। অথচ আবূ যরের কাছে তো চল্লিশটি দিরহাম, চল্লিশটি বকরী এবং দুইজন পরিচালক রহিয়াছে।' আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ (রা) বলেন ماهن (মাহিন) অর্থ হইল পরিচালক।

আমর ইব্‌ন শুআইবের (র) দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, তিনি, দাউদ ইব্‌ন সবুর, সুফিয়ান, আবদুল জব্বার, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আযাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ

হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির নিকট চল্লিশ দিরহাম মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সে ভিক্ষা করে, সে হইল পেশাদার ভিক্ষুক এবং সে বালুর তুল্য।" ইব্‌ন উআইনা ওরফে সুফিয়ান (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমাদ ইব্‌ন আদম, আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ও ইমাম নাসায়ীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন!

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিবে, তাহা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।) অর্থাৎ ইহার কোন কিছুই তাহার নিকট গোপন নয় এবং অতি সত্ত্বরই তিনি ইহার উত্তম প্রতিদান প্রদান করিবেন। আর কিয়ামতের ভয়াবহ সংকটকালে তিনি তাহাদের সংকটের নিরসন করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ (যাহারা রাত্রে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের জন্যে পুণ্য রহিয়াছে তাহাদের পালন কর্তার নিকট। আর তাহাদের কোন আশংকা নাই এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না) এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল লোকদের প্রশংসা করিয়াছেন, যাহারা দিন-রাত এমনকি প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অসহায় অভাবী লোককে সাহায্যের জন্য হন্যে হইয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। যথা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের বছর সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূল (সা) তাহাকে দেখিতে যান। তবে কোন

রিওয়ায়েতে বিদায় হজ্বের বছর বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। তখন তিনি তাহাকে বলেন, "তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাহা ব্যয় করিবে, তিনি উহার বিনিময়ে তোমার মর্যাদা বাড়াইয়া দিবেন। এমনকি তুমি যদি তোমার স্ত্রী-পরিজনকেও খাওয়াও, তাহা হইলেও তুমি উহার প্রতিদান পাইবে।"

আবূ মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ আনসারী, আদী ইব্‌ন ছাবিত, শু'বা মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর বাহার ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ মাসউদ (রা) বলেন ঃ 'রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, "মুসলমানগণ তাহাদের পরিবার-পরিজনদের জন্যে যাহা ব্যয় করে তাহাও সাদকার মধ্যে গণ্য।" শু'বার (র) হাদীসেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই আল মালেকীর (র) দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, তিনি, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার, মুহাম্মদ ইব্‌ন শুআইব, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান, আবূ যারাআ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহারা তাহাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করে তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّاوَّ عَلاَنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যাহারা রাত্রে এবং দিনে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের জন্য পুণ্য রহিয়াছে তাহাদের পালনকর্তার নিকটে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন শিহাব ও হাবল সানআনী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যাহারা ঘোড়ার পাল আল্লাহ্‌র রাহে দান করে, তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইমামা সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও মাকহুলও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

জুবাইর (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুবাইর, আবদুল ওহাব ইব্‌ন মুজাহিদ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামান, আবূ সাঈদ আশাজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, জুবাইর (র) বলেন ঃ আলী (রা) এর নিকট চারটি দিরহাম ছিল। উহা তিনি একটি দিনে একটি রাত্রে এবং একটি গোপনে ও একটি প্রকাশ্যে দান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّاوَّ عَلاَنِيَةً এই আয়াতটি নাযিল হয়। একটি যঈফ রিওয়ায়েতে আবদুল ওহাব ইব্‌ন মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন জারীরও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন মারদুবিয়া অন্য আর একটি সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইহা আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (তাহাদের জন্যে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রহিয়াছে) অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের মানসে তাহারা যাহা ব্যয় করে, উহার ফসল তাহারা কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত হইবে। আর وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ (তাহাদের কোন আশংকা নাই এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না।) ইহার ব্যাখ্যা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(২৭৫) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৭৫. 'যাহারা সুদ খায়, তাহাদের উত্থান হইবে জ্বিনগ্রস্ত মাতালের মত। তাহা এই জন্য যে, তাহারা বলে, সুদ তো ব্যবসার মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল করিয়াছেন ও সুদ হারাম করিয়াছেন। তারপর যাহার কাছে তাহার প্রভুর তরফ হইতে উপদেশ পৌঁছিয়াছে, তারপর সে বিরত হইয়াছে, তাহার যাহা কিছু অতীত হইয়াছে, তাহার সেই ব্যাপার আল্লাহর বিবেচ্য। আর যাহারা উহার পুনরাবৃত্তি করিল, তাহারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।'

তাফসীর ঃ ইহার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা দানশীল সৎপথে ব্যয়কারী এবং অভাবী প্রতিবেশীদের আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাদকা ও যাকাত প্রদানকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে এখানে সুদখোর ও অসৎ পন্থায় সঞ্চয়কারী পাপীদের কথা বর্ণনা করিতেছেন। যাহারা সুদ খাইবে, কিয়ামতের দিন তাহারা কবর হইতে পাগল ও ভূতগ্রস্তের মত উত্থিত হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ (যাহারা সুদ খায়, তাহারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হইবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট ব্যক্তি) অর্থাৎ তাহারা কিয়ামতে কবর হইতে এইভাবে উঠিবে, যেভাবে মদ্যপায়ী মদ পান করিয়া অজ্ঞান হইয়া উদভ্রান্তের মত ছুটাছুটি করে। বস্তুত শয়তান তাহাকে দাগা দিয়া উহার প্রতি মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সে সেই দিন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "সুদখোররা কিয়ামতের. দিন উদভ্রান্ত ও পাগলের মত উঠিবে"।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আওফ ইব্ন মালিক, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, সুদ্দী, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদা ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান, কাতাদা ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) প্রমুখ বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ এই আয়াতাংশের ভাবার্থ হইল যে, তাহারা কিয়ামতের মাঠে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। মুজাহিদ, যিহাক ও ইব্ন যায়েদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহও ইহা বলিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রা) পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), যামারা ইব্ন হানীফ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ মারিয়ামের (র) হাদীসে ইব্ন আবূ হাতিম

(র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রা) পিতা এই আয়াতটি এভাবে পড়েন اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (অর্থাৎ তাহার গঠনে يَوْمَ الْقِيَامَةِ শব্দ দুইটি বেশি রহিয়াছে)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, রবীআ ইব্‌ন কুলছুমের পিতা, রবীআ ইব্‌ন কুলছুম, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুছান্না ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন সুদখোরদেরকে বলা হইবে যে, তোমরা তোমাদের অস্ত্র নিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। অতঃপর তিনি পড়েন اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ। অর্থাৎ এই অবস্থা হইবে তখন, যখন তাহারা কবর হইতে পুনরুত্থিত হইবে।

আবূ সাঈদের (রা) মি'রাজের হাদীসে এবং সূরা বনী ইসরাঈলের ব্যাখ্যায়ও বর্ণিত হইয়াছে যে, মি'রাজের রাত্রে হুজুর (সা) এমন কতগুলি লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহাদের কবর আযাব চলিতেছিল। আর তাহাদের পেটগুলি এক একটা বড় বড় ঘরের মত ছিল। অতঃপর তিনি তাহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বলা হইল যে, ইহারা হইল সুদখোর।' বায়হাকী (র) ইহা আরো দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সিলত, আলী ইব্‌ন মযয়েদ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, হাসান ইব্‌ন মূসা, আবু বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "মি'রাজের রাত্রে আমি এমন কতগুলি লোকের পার্শ্ব দিয়া আসিয়াছিলাম যাহাদের পেটগুলি এক-একটা বিশাল ঘরের মত ছিল। আর সেই পেটগুলি ছিল সাপে ভরপুর, যাহা বাহির হইতেও দেখা যাইতেছিল। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিব্‌রাঈল! ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, ইহারা হইল সুদখোর।" হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, আফফান এবং ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদে কিছুটা দুর্বলতা রহিয়াছে।

বুখারী শরীফে মি'রাজের হাদীসে সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

"যখন আমি রক্তের মত লাল একটি নদীর তীরে পৌঁছি, তখন হঠাৎ দেখিতে পাই যে, একটি লোক উহার মধ্যে সাঁতার কাটিয়া তীরের দিকে আসিতেছে। অন্য এক ব্যক্তি নদীর তীরে একরাশ পাথরের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তারপর সেই লোকটি সাঁতার কাটিয়া যখন পাথরের নিকট দাঁড়ানো লোকটির নিকট আসিল, তখনই তাহাকে হা করাইয়া তাহার পেটের মধ্যে আস্ত পাথরগুলি পুরিয়া দিতে লাগিল। ইহারা হইল সুদখোর।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْاۤ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا। (তাহাদের এই অবস্থার কারণ এই যে, তাহারা বলিয়াছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ ব্যবসারই মত! অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন)। অর্থাৎ তাহারা সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের মত হালাল মনে করিত!

তাই ইহা বলিয়া তাহারা আল্লাহর এই নির্দেশ ও শরীআতের বিধানের প্রতিবাদ করে। অবশ্য তাহারা যে সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কেয়াস করিয়া বলিয়াছে, তাহা নহে। কেননা, তাহারা পূর্ব হইতেই ইসলামী ক্রয়-বিক্রয় নীতিকে অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। আর যদি তাহারা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কেয়াস করিয়া বলিত, তাহা হইলে তাহারা এইভাবে বলিত যে, 'সুদ ক্রয়-বিক্রয়ের মতই'। এবং তাহারা বলিত না যে, 'ক্রয়-বিক্রয় সুদের মত।' তাহাদের আসল প্রশ্ন হইল যে, একটাকে কেন হারাম করা হইল এবং অপরটিকে কেন হালাল করা হইল? তাই তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে। وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।

তবে এই কথার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, ইহা তাহাদের কথার প্রতিবাদ স্বরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ হালাল-হারামের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আবার তাহার উপরে প্রশ্ন কিসের? সর্বজ্ঞাতা ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করার তোমরা কাহারা? কাহারো তাহার কার্যের বিচার-বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করার অধিকার নাই। প্রত্যেকটি নির্দেশ-বিধানের তত্ত্ব জ্ঞান একমাত্র তাহারই রহিয়াছে। কোন্ জিনিসে উপকারিতা রহিয়াছে এবং কোন্ জিনিসে অপকারিতা রহিয়াছে তাহা একমাত্র তিনিই ভাল জানেন। আর তিনি ক্ষতিকর বিষয়সমূহকে হারাম করিয়াছেন এবং উপকারী বিষয়সমূহকে হালাল করিয়াছেন। বস্তুত স্তন্যদাত্রী মাও তাহার দুগ্ধপায়ী সন্তানের উপর যতটা দয়া ও সহানুভূতিশীল, আল্লাহ তাহার বন্দাদের উপর উহার চেয়েও অধিক দয়া ও সহানুভূতিশীল।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ (অতঃপর যাহার নিকট তাহার পালনকর্তার পক্ষ হইতে উপদেশ আসিয়াছে এবং উপদেশ আসার পর সে উহা করা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা হইলে পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল) অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছে যে, আল্লাহ সুদকে হারাম করিয়াছেন, অতঃপর তখন হইতে সে যদি সুদের ব্যাপারে বিরত থাকে, তাহা হইলে তাহার এই সম্বন্ধীয় পূর্বের সকল পাপ মোচন করিয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন, عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ঃ অর্থাৎ সে পূর্বে যত পাপ করিয়াছে, আল্লাহ উহা সমস্ত ক্ষমা করিয়াছেন। যেমন নবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করিয়াছিলেন وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين واول ربا الخ অর্থাৎ "জাহেলিয়াতের সময়ের সকল সুদ আমার পদদ্বয়ের তলে মথিত ও বাতিল হইয়া গেল। আর সর্বপ্রথম যাহার সুদ বাতিল করিতেছি তাহা হইতেছে ইব্ন আব্বাসের সুদ।" ইহাতে দেখা যায়, জাহেলিয়াতের সময় যত সুদ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তা ফিরাইয়া দিতে তিনি নির্দেশ দান করেন নাই। বরং পূর্বের সকল অন্যায় ক্ষমা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ 'এই নির্দেশ নাযিলের পূর্বে যে সুদ নেওয়া হইয়াছে তাহার মালিক সে নিজেই এবং তাহার তওবা কবূল হইয়াছে। তবে তাহার আন্তরিকতা ও অকপটতার বিষয়টি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।'

সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সুদ্দী বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে সে উহা হইতে যাহা খাইয়াছিল।

উম্মে ইউনুস (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক হামদানী, জারীর ইব্ন হাযিম, ইব্ন ওহাব, আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল হাকাম ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইউনুস (র) বলেন ঃ যায়েদ ইব্ন আরকামের উম্মে ওয়ালাদ উম্মে বাহনা (রা) হযরত আয়েশার (রা) খেদমতে গিয়া বলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি কি যায়েদ ইব্ন আরকামকে চিনেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চিনি। উম্মে বাহনা বলিলেন, আমি যায়েদ ইব্ন আরকামের নিকট হইতে আটশত দিরহামে একটি গোলাম এই শর্তে বিক্রয় করি যে, আতা আসিলে সে টাকা পরিশোধ করিবে। কিন্তু আমার টাকা পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাহার নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে সে সেই গোলামাটি বিক্রি করিতে প্রস্তুত হয়। অতঃপর আমি গোলামাটি ছয়শত দিরহামে ক্রয় করিয়া লই। ইহা শুনিয়া আয়েশা (রা) বলেন, তুমি এবং সে উভয়েই খারাপ কাজ করিয়াছ। তাই যায়েদ ইব্ন আরকামকে বল যে, যদি সে ইহা হইতে তওবা না করে, তাহা হইলে হুযুর (সা)-এর সঙ্গে জিহাদ করায় তাহার যে সাওয়াব হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি বলেন-অতঃপর আমি বলিলাম, তবে আমি যদি উক্ত দুইশত দিরহাম তাহাকে ছাড়িয়া দেই এবং ছয়শত যদি আদায় করি, তাহা হইলে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ (ইহা বৈধ)! ইহার পর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ অর্থাৎ যাহার নিকট তাহার পালনকর্তার পক্ষ হইতে উপদেশ আসিয়াছে এবং উপদেশ আসার পর সে পূর্বের গর্হিত কাজ হইতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা তাহার তাওবা গ্রহণ করিয়াছেন। আর পূর্বে উহা হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহা তাহার। ইহা একটি প্রসিদ্ধ আছার এবং এই আছারটি তাহাদের স্বপক্ষের দলীল, যাহারা মাসআলাতুল উআইনাকে হারাম বলিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে বহু হাদীসও রহিয়াছে, যাহা 'কিতাবুল আহকামে' উদ্ধৃত হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ عَادَ অর্থাৎ সুদের নিষিদ্ধতা তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পরও যদি সে ইহা পরিত্যাগ না করে, তবে তাহার জন্য শাস্তি অবধারিত। এই অবাধ্যতাই তাহার দোযখে জ্বলার জন্য প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ অর্থাৎ তাহারাই দোযখে যাইবে এবং চিরকাল সেখানেই অবস্থান করিবে।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবাইর, আবদুল্লাহ ইব্ন উছমান ইব্ন খাইছাম, আবদুল্লাহ ইব্ন রিজা মক্কী, ইয়াযীদ ইব্ন মুঈন, ইয়াহয়া ইব্ন আবু দাউদ ও আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন ঃ যখন اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ। এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله অর্থাৎ যে ব্যক্তি এখনও মুখাবিরা পরিত্যাগ করিল না, সে যেন আল্লাহ ও তাহার রাসূলের মুকাবিলায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। আবূ খাইছামের (র) সূত্রে হাকাম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে ইহা বর্ণনা রিয়াছেন। ইহা মুসলিমের কঠোর বিচারের মানদণ্ডেও শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। তবে তিনি ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইহা দ্বারা মুখাবিরাকেও হারাম করা হইয়াছে। মুখাবিরা অর্থ হইল, 'বর্গা জমির কতক অংশকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া এক পক্ষকে বলা যে, এই নির্দিষ্ট অংশের উৎপাদিত শস্য আপনার।' অর্থাৎ বর্গা জমির নির্দিষ্ট একাংশের উৎপাদিত ফসল এক পক্ষকে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া।

পক্ষান্তরে মুযাবিনা হইল, একটি খেজুর গাছের খেজুরের বদলে নির্ধারিত পরিমাণ অন্য খেজুর দেওয়া। তেমনি মুহাকিলা হইল, ক্ষেতের অকর্তিত শস্যকে নির্ধারিত পরিমাণ কর্তিত শস্যের বিনিময়ে ক্রয় করা। লেনদেনের এই সকল পদ্ধতিকেও হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে কার্যত সুদের মূলসহ উৎপাটিত হইয়া যায়। ইহা হারাম হওয়ার কারণ হইল যে, লেন-দেনের বিষয় দুইটির একটির পরিমাণ অনির্ধারিত এবং অজানা। তাই ফিকাহ বিশারদগণ বলিয়াছেন, লেন-দেনের মধ্যে পরিমাণ অনির্ধারিত থাকা মূলত সুদেরই নামান্তর। অর্থাৎ যে কাজে বিনিময়ের মধ্যে অসমঞ্জস্যতার সন্দেহ থাকে, সেই সকল বিষয়ই হারাম। সুদের বিষয়টি খুবই জটিল এবং ব্যাপক। শরীআতের উৎস হইতেও এই ব্যাপারে তেমন কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই। তাই এই ব্যাপারে ফিকাহ বিশারদগণের মতামতকেই বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে– যদি মূল সূত্রের পরিপন্থী না হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমি প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর এবং গবেষণা-বিশ্লেষণ করিয়া নতুন কিছু উদ্ভাবন করার অবকাশ দিয়াছি। তবে উহা নির্ধারিত মূলনীতির বিরোধী হইতে পারিবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, সুদের বিষয়টি খুবই জটিল। আলিমগণের অনেকেরই ইহার বিভিন্ন মাসআলার উপর বিভিন্ন প্রশ্ন রহিয়াছে।

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন– বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণের আগেই তিনি আমাদের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া যান। আর তাহা হইল, দাদার উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপার এবং সুদের দুই অবস্থা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সুদ ও পরোক্ষ সুদ। কতগুলি অবস্থা যাহার মধ্যে সুদের গন্ধ পাওয়া যায় তাহাও হারাম। কেননা, যে সকল বিষয় হারামের দিকে আকর্ষণ করে শরীআতের দৃষ্টিতে সেইগুলিও হারাম বলিয়া গণ্য। যেমন সেই সকল বিষয়কেও ওয়াজিব করা হইয়াছে যেগুলি ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণভাবে পালন করা যায় না।

নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "নিশ্চয়ই হালাল এবং হারাম খুবই স্পষ্ট। তবে ইহার মধ্যে কতগুলি বিষয় আছে সন্দেহযুক্ত। তাই যে ব্যক্তি সন্দেহগুলি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারিল, সে সঠিক ইসলামের উপর দৃঢ় থাকিল। আর যে লোক সন্দেহের গ্রাসে নিপতিত হইল সে হারামে লিপ্ত হইল। কোন রাখাল যদি কাহারও রক্ষিত চারণভূমির আশে পাশে পশু চরায়, তাহা হইলে রাখালের যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে যেরূপ উহার মধ্যে পশু ঢুকিতে পারে, এই বিষয়টিও তেমনি।"

হাসান ইব্ন আলী (র) হইতে সুনানে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, "যে জিনিস তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহা পরিত্যাগ কর এবং যে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত তাহা গ্রহণ কর।"

অন্য হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে, যে ব্যাপারে তোমার অন্তরে খটকা বাজে আর যাহা মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং তোমার যে বিষয় সমাজে প্রকাশ হওয়া তুমি পছন্দ কর না, উহা সবই পাপ।'

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তোমার বিবেকের নিকট সিদ্ধান্ত চাও। লোকে যদি ভিন্ন মতও পোষণ করে, তথাপি তুমি তোমার বিবেকের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ কর।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, আসিম ও সাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর যাহা কিছু নাযিল হইয়াছে তাহার মধ্যে সুদের আয়াতটিই শেষ আয়াত। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কুবাইসার সূত্রে বুখারীও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া, ইয়াহয়া ও আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ

উমর (রা) বলিয়াছেন, 'শেষের দিকে যে সকল আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহার মধ্যে সুদের আয়াতটিও একটি।' আর আমরা হুযুর (সা) হইতে সুদ এবং সন্দেহের বিষয়গুলি বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিয়া নিবার আগেই তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সকলকে সুদ এবং সন্দেহের প্রত্যেকটি পথ-পদ্ধতিকে পরিহার করার আহ্বান জানান।'

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযরা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দা ও হাইয়াজ ইব্ন বুস্তামের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন মাজা বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ "উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এক ভাষণে বলেন, আমি তোমাদিগকে এমন কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে নিষেধ বাণী শোনাইব যাহা তোমরা হয়ত সহজেই মানিয়া নিতে পারিবে এবং এমন কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে আদেশ করিব যাহা হয়ত সহজে মানিতে চাহিবে না। কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত হইল সুদের আয়াত এবং হুযুর (সা) মৃত্যুবরণ করিলেন, কিন্তু তিনি এই বিষয় সম্পর্কে আমাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া কিছু বলিয়া যান নাই। অতঃপর তিনি বলেন, যে বিষয়টি তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহা পরিত্যাগ কর এবং যে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত তাহা গ্রহণ কর।" ইব্ন আবূ আদী (র) একটি 'মাওকুফ' সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরাকেও উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসরূক, ইব্রাহীম, যায়েদ, শু'বা ইব্ন আবূ আদী, আমর ইব্ন আলী সাইরাফী ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন যে, সুদের পাপের তিহাত্তরটি স্তর রহিয়াছে। আমর ইব্ন আলী ফাল্লাসের (র) হাদীসে হাকেম (র) স্বীয় মুস্তাদরাকেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাতে এইটুকু বেশি বর্ণিত হইয়াছে যে, (তিনি বলেন) সুদের সর্বনিম্ন স্তর হইল মায়ের সাথে ব্যভিচার করা এবং উহার সর্বোচ্চ স্তর হইল কোন মুসলমানের সম্মান হানি করা। ইহা সহীহদ্বয়ের শর্তেও বিশুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে তাহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ মুকবেরী, আবূ মা'শার আবদুল্লাহ ইব্ন ইদ্রীস আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, সুদের পাপের সত্তরটি স্তর রহিয়াছে। উহার সর্বনিম্ন স্তরের পাপ হইল মায়ের সহিত ব্যভিচার করার সমতুল্য।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, সাঈদ ইব্ন আবূ খাইরা, ইবাদ ইব্ন রশীদ, হুসাইন ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, এমন একটি সময় আসিবে যখন মানুষ ব্যাপকভাবে সুদ খাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল মানুষই কি সুদ খাইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহাদের মধ্যে যে লোক সুদ খাইবে না তাহার গায়েও উহার ধূলা লাগিবে।'

হাসান (র) হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ খাইরার রিওয়ায়েতে ইব্ন মাজা (র) নাসায়ী (র) ও আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত, হারামের এই ধরনের ব্যাপকতা সর্বস্তরের মানুষকে হারামে জড়াইয়া ফেলে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসরূক, মুসলিম ইব্ন সাবীহ, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ "সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া মসজিদের দিকে যান এবং তথায় উপস্থিত সকলকে উহা পড়িয়া শোনান। তখন তিনি মদের ব্যবসা হারাম বলিয়াও ঘোষণা করেন।"

আ'মাশের সূত্রে তিরমিযী (র) সহ একটি দল হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। সুদের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী (র) বর্ণনা করেন– এই উপলক্ষে মদের ব্যবসাও হারাম বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং হযরত আয়েশা (রা) উহা এইভাবে বর্ণনা করেন যে, সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) উহা সকলকে পড়িয়া শোনান। অতঃপর মদের ব্যবসাকেও হারাম বলিয়া ঘোষণা করেন'।

এই হাদীস প্রসঙ্গে ইমামগণের অনেকে বলেন ঃ সুদের মত মোহময় বস্তু যথা মদ এবং ইহার সহায়ক যে কোন ব্যবসাই উহার দ্বারা হারাম করা হইয়াছে।

সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, ইয়াহুদীগণকে আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দান করিয়াছেন। কেননা তাহাদের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহা জ্বালাইয়া বাজারে বিক্রি করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিত। ইতিপূর্বে حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ এর ব্যাখ্যায় আলী (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হিলা' কারীর উপরেও আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাত রহিয়াছে। (অর্থাৎ যাহারা তিন তালাক প্রাপ্তা নারীকে তালাক প্রদানকারী স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে।)

রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ 'সুদ গ্রহণকারী, সুদের সাক্ষ্যদানকারী এবং সুদের লেখকদের উপর আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত দান করিয়াছেন।

অনেকে বলেন ঃ কুরআনের আয়াত দ্বারা তো সুদের সাক্ষ্যদাতা এবং উহার লেখকের কথা বুঝা যায় না। অতএব উহাদিগকে অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত করা অনধিকার চর্চা বই কি ? ইহার

উত্তর হইল যে, আয়াতের শুধু বাহ্যিক অর্থের দিকে তাকাইলে হইবে না, বরং দেখিতে হইবে যে, আয়াতের মূল বক্তব্য বা উদ্দেশ্য কি ? কেননা নিয়ত দ্বারাই কর্মের বিচার করা হয়। যথা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আবরণ ও সম্পদরাজির আলোকে বিচার করেন না, বরং তিনি বিচার করেন তোমাদের হৃদয় ও কর্মের আলোকে।

ইমাম আল্লামা আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়া (র) 'হিলা' খণ্ডনের ব্যাপারে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। উহার পার্শ্ব আলোচনায় তিনি অবৈধ বিষয় সমূহের প্রতিটি মাধ্যমের ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত আলোচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থখানি এই বিষয়ের উপর একটি উত্তম গ্রন্থ।

(٢٧٦) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○

(٢٧٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

**২৭৬. 'আল্লাহ সুদকে ঘাটান ও দানকে বাড়ান। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।'**

**২৭৭. 'নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করিয়াছে আর সালাত কায়েম করিয়াছে ও যাকাত আদায় করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট বিনিময় রহিয়াছে। তাহাদের না আছে কোন ভয়, না আছে কোন দুশ্চিন্তা।'**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তিনি সুদকে বিনাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা বিনষ্ট করিয়াছেন। হয় তাহা তিনি গ্রহীতার হাতেই নষ্ট করিয়াছেন অথবা উহার বরকতসমূহ নষ্ট করিয়াছেন। ফলে উহা কোনই উপকারে আসে না, বরং উহাতে পার্থিব জগতেও কোন সুখ থাকে না। উপরন্তু পরকালের শাস্তিও রহিয়াছে। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

قُلْ لَايَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ

অর্থাৎ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্ময়াভিভূত করে। অন্যত্র তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَيَجْعَلُ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِى جَهَنَّمَ

অর্থাৎ তিনি অপবিত্র ও পংকিলতাপূর্ণ জিনিসকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া নরকে নিক্ষেপ করিবেন। সুদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْ فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রদত্ত সুদ দ্বারা তোমরা তোমাদের সম্পদ যে বৃদ্ধি করিতেছ, তাহা কিন্তু আসলে আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাইতেছে না।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন জারীর (র) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সুদ যদি বেশিও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা কমিয়া যায়।

ইমাম আহমাদ (র) স্বীয় মুসনাদেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী, রকীক ইব্ন রবী, শরীক ও হাজ্জাজ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সুদ যদি বেশিও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ক্রমে কমিয়াই যায়।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্ন উমায়লা ফযারী, রকীব ইব্ন রবী, ইস্রাঈল, ইয়াহয়া ইব্ন আবু যায়েদা, আমর ইব্ন আওন, আব্বাস ইব্ন জা'ফর ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন, যতই অত্যধিক পরিমাণ সুদ সঞ্চয় করিবে, পরিণতিতে তাহা ক্রমে হ্রাসই পাইতে থাকিবে।"

উছমানের (রা) গোলাম ফারূখ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়াহয়া মক্কী, হাইছাম ইব্ন নাফে যাহেরী, বনী হাশিমের গোলাম আবু সাঈদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ফারূখ (র) বলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পথে শস্যদানা ছড়ানো দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, এইগুলি এইখানে কেন? লোকজন বলিল ঃ ইহা বিক্রির জন্য আনা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ ইহাতে বরকত দান করুন। লোকজন বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই মাল উচ্চমূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই পূর্ব হইতে গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি বলেন, এই কাজ কে করিয়াছে? সকলে বলিল, একজন হইল উছমানের গোলাম ফারূখ এবং অন্যজন হইল উমরের অমুক গোলাম। তখন তাহাদের নিকট লোক পাঠান হইল। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, মুসলমানদের খাদ্যে দাম বাড়িয়া যাওয়ার জন্য তোমরা ইহা কেন করিয়াছ? তাহারা উভয়ে বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন, মাল ক্রয়-বিক্রয় করাই আমাদের পেশা। অতঃপর উমর (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চমূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে খাদ্য-শস্য জমা করিয়া রাখে, তাহাকে আল্লাহ দরিদ্র করিয়া দিবেন অথবা তাহাকে কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত করিবে।"

ইহা শুনিয়া ফারূখ বলিলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করিতেছি এবং আপনার নিকট ওয়াদা করিতেছি যে, এই কাজ আর কখনও করিব না। কিন্তু উমরের আযাদকৃত গোলাম বলিল, আমি 'আমার অর্থ দিয়া মাল ক্রয় করি এবং বিক্রয় করি। ইহাতে আবার দোষের কি ? আবূ ইয়াহয়া (র) বলেন, আমি উমরের সেই গোলামকে পরবর্তীতে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অবস্থায় দেখিয়াছি'। ইব্ন মাজা হাইছাম ইব্ন রাফের (র) সনদে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উহা জমা করিয়া রাখে, আল্লাহ তাহাকে দরিদ্র করিবেন অথবা তাহাকে কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রান্ত করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيُرْبِى الصَّدَقْتِ। অর্থাৎ তিনি দান-সাদকাকে বর্ধিত করেন। يُرْبِى এর প্রথম ইয়াকে পেশ ও দ্বিতীয় ইয়াকে সাকিন পড়া হয়। তখন অর্থ দাঁড়ায় অধিক হওয়া ও বর্ধিত হওয়া। কাহারও মতে প্রথম ইয়াকে পেশ এবং দ্বিতীয় ইয়াকে তাশদীদ দ্বারাও পড়া হয়। সেক্ষেত্রে ইহার উৎপত্তি হইল تَرْبِيَةٌ হইতে এবং ইহা প্রতিপালন অর্থ দেয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ, আবূ নাযার, কাছীর, আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার কষ্টার্জিত হালাল খেজুর হইতে একটি খেজুর দান করে, আল্লাহ উহা স্বীয় ডান হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন এবং তিনি উহা পালন করেন। যেভাবে তোমাদের কেহ পশুর বাচ্চা লালন-পালন করিয়া বৃদ্ধি কর, তেমনি আল্লাহও ক্ষুদ্র খেজুরটি পাহাড়ের সমান বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র জিনিস ব্যতীত অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না।" বুখারী (র) স্বীয় বুখারীর 'যাকাত' অধ্যায়েও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহা আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার হইতে খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন বিলালের সনদে 'তাওহীদ' অধ্যায়েও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ হইতে আহমাদ ইব্ন উছমান ইব্ন হাকীমের সূত্রে মুসলিম শরীফেও 'যাকাত অধ্যায়ে' ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তিনি বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সালিহ, সুহাইল, যায়িদ ইব্ন আসলাম এবং মুসলিম ইব্ন আবূ মরিয়ামও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ এই হাদীসটি বুখারী (র) মুসলিম ইব্ন আবু মরিয়ামের সূত্রে এবং যায়েদ ইব্ন আসলামের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মুসলিম (র) উহা ব্যতীত স্বীয় সহীহ হাদীস সংকলনে ইহা যায়েদ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন সাঈদ, আবু ওয়াহাব ও আবু তাহির ইব্ন সাবাহ এবং সুহাইলের সূত্রে ধারাবাহিকভাবে ইয়াকুব ইব্ন আবদুর রহমান, কুতায়বা ও মুসলিম এতদুভয় রিওয়ায়েতেই বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অপর একটি হাদীস হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা), সাঈদ ইব্ন ইয়াসার ইব্ন দীনার, ওয়ারাকা ও বুখারী (র) এবং অন্য সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন ইয়াসার, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, ইব্ন উমর ইয়াশকারী ওরফে ওয়ারাকা, আবূ যিনাদ হাশিম ইব্ন কাসিম, আব্বাস মারুযী, আসিম, হাকিয ও হাফিম আবূ বকর বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বৈধ পন্থায় অর্জিত মাল হইতে একটি খেজুরও আল্লাহর রাহে দান করে, উহা আল্লাহ স্বীয় ডান হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। অতঃপর উহা তিনি সেভাবেই পালন করিয়া বৃদ্ধি করেন যেভাবে কোন ব্যক্তি পশুর বাচ্চা লালন-পালন করিয়া বড় করে।"

সাঈদ মুকবেরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে লাইছ ইব্ন সাআদ ও কুতায়বার সূত্রে নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসলিম (র) এবং নাসায়ী (র) ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী (র) হইতে মালিকের রিওয়ায়েতে এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আজমনের (র) সূত্রে ইয়াহয়া কাত্তান (র)-এই রিওয়ায়েত তিনটি সরাসরি হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন ইয়াসার ও আবূ হাব্বাব মাদানীর (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য একটি সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ইবাদ ইব্‌ন মানসুর, ওয়াকী, আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আওদী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "মহামহিম আল্লাহ তা'আলা দান-সাদকা সাগ্রহে কবুল করেন এবং তিনি উহা স্বীয় ডান হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উহা তোমাদের বকরীর বাচ্চার মত লালন-পালন করিয়া বৃদ্ধি করেন। অথবা তোমরা যেভাবে গাধার বাচ্চা পালন করিয়া বড় কর, আল্লাহও তেমনি তোমাদের সেই দান পালন করিয়া বর্ধিত করেন। আর আল্লাহর রাহে এক লোকমা খাদ্য দানের পুণ্য ওহুদ পাহাড় পরিমাণ বড়।" ইহার সত্যতার প্রমাণ আল্লাহর কিতাবেই রহিয়াছে ঃ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰت অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করিয়া দেন।

তাফসীরে ওয়াকী'র উদ্ধৃতিতে ওয়াকী (র) হইতে ইমাম আহমাদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়াকী (র) হইতে আবূ কুরাইবের (র) সূত্রে তিরমিযীও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের। তবে ইমাম তিরমিযী ইহা ইবাদ ইব্‌ন মানসুরের সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি কাসিম (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযারা, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যুমারা ও ইবাদ ইব্‌ন মানসুর এবং ইব্‌ন মুবারক ও খলফ ইব্‌ন ওয়াকীদের রিওয়ায়েতে ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আইয়ুব, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– "বান্দা যদি তাহার পবিত্র সম্পদ হইতে দান-খয়রাত করে, তবে আল্লাহ উহা কবুল করেন এবং তিনি উহা স্বীয় ডান হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। অতঃপর উহা তিনি বৃদ্ধি করিয়া দেন যেভাবে তোমাদের কেহ বকরী অথবা উটের বাচ্চা লালন-পালন করিয়া বড় করে। তেমনি কেহ এক লোকমা খাদ্য দান করিলে আল্লাহ নিজ হস্তে উহার (ছওয়াব) বৃদ্ধি করিয়া দেন। এত বেশি বাড়ান যে, এক লোকমাকে তিনি ওহুদ পর্বত পরিমাণ বর্ধিত করেন। তাই তোমরা দান-সদকা কর।"

আবদুর রাযযাকের সূত্রে ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রের সনদ যদিও দুর্বল, কিন্তু সহীহ। ইহার উপস্থাপনাও খুবই আকর্ষণীয়! উপরন্তু উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলির সহিত ইহার সাযুজ্য রহিয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ছাবিত, হাম্মাদ, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দানকৃত একটি খেজুর ও এক লোকমা খাদ্যকে সেভাবেই বর্ধিত করিয়া ওহুদ পর্বত পরিমাণ করিয়া দেন, যেভাবে তোমরা বকরী অথবা উটের বাচ্চাকে পালন করিয়া বড় কর।" এই সূত্রে একমাত্র ইমাম আহমাদই (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আয়েশা (রা), আমুরাহ, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ, ইসমাঈলের পিতা, ইসমাঈল, ইয়াহয়া ইব্ন মুআল্লী, ইব্ন মানসূ ও রাযযাক এবং অন্য সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যিহাক ইব্ন উছমান (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) এবং উপরোক্ত সূত্র হইতে আয়েশা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যদি সৎ পন্থায় উপার্জিত বস্তু হইতে দান-খয়রাত করে, তবে তাহা আল্লাহ হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন। অতঃপর উহা তিনি সেভাবে বর্ধিত করিয়া দেন যেভাবে তোমরা বকরী অথবা উষ্ট্রী শাবক লালন-পালন করিয়া বড় কর। আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করেন না।" অতঃপর তিনি বলেন, এই হাদীসটি ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ এবং আবূ উআইস ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (আল্লাহ ভালবাসেন না কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে)।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন অবিশ্বাসী হৃদয়, প্রতিশ্রুতি ভংগকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে। কেননা তাহারা আল্লাহ তা'আলার শরীআত নির্ধারিত হালালের সীমা অমান্য করিয়া অন্যায়ভাবে বিভিন্ন পন্থায় মানুষের সম্পদ লুটিয়া নেয়। তেমনি তাহারা পাপী। কেননা তাহাদেরকে সম্পদ দেওয়া হইয়াছে। তবুও তাহারা আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার করিয়া অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ অপহরণ করে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রশংসা করিয়া বলেন, তাহারা তাহাদের প্রভুর অনুগত ও অন্যান্য সৃষ্টির উপর সহানুভূতিশীল এবং তাহারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দান করে। অতঃপর তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিয়া তিনি বলেন, কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তাহাদের আশংকার কারণ নাই। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ (নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, সৎকাজ করিয়াছে, নামায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যাকাত দান করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের পালনকর্তার নিকট পুরস্কার রহিয়াছে। তাহাদের কোন শংকা নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।)

(٢٧٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(٢٧٩) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

(٢٨٠) وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٢٨١) وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

২৭৮. 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর ও সুদ যাহা বাকি রহিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও।'

২৭৯. অতঃপর যদি তাহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আর যদি তোমরা তাওবা কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রাপ্য তোমাদের আসল টাকা। তোমরা যুলুম করিও না, তোমাদিগকে যুলুম করা হইবে না।

২৮০. যদি সংগতি সম্পন্ন লোক হয়, তাহা হইলে তাহা সহজভাবে দেওয়ার সুযোগ দাও। আর যদি তাহাদিগকে সদকা করিয়া দাও, তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে পাইতে।'

২৮১. সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হইবে। তারপর প্রত্যেককে তাহার অর্জিত আমলের বিনিময় দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে ঠকানো হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাদিগকে নির্দেশ স্বরূপ বলিতেছেন যে, তোমরা তাহার নিষেধাবলী হইতে দূরে থাক-যে সকল বিষয় তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত করে এবং যে সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাক।

তাই আল্লাহ বলিতেছেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ (হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর)। অর্থাৎ তাহাকে ভয় কর এবং প্রতিটি কাজের বেলায় তাহার আদেশ ও নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখ। আর وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا (বকেয়া সুদ পরিত্যাগ কর)। অর্থাৎ এই ভীতি প্রদর্শনের পর তোমরা মানুষের নিকট হইতে তোমাদের লগ্নীর মূল অংক ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিও না। اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক)। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদকে হারাম করিয়া আল্লাহ যে বিধান প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক।"

যায়দ ইব্‌ন আসলাম, ইব্‌ন জারীজ, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ

শাকীক গোত্রের আমর ইব্‌ন উমাইর (রা) এবং বনী মাখযুম গোত্রের মুগীরা (রা) সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা জাহেলিয়াতের সময় ইহাদের মধ্যে সুদের লেনদেন ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর শাকীক গোত্রের লোকটি মুগীরার নিকট সুদ চাহিতে থাকিলে সে বলে যে, ইসলাম গ্রহণের পর আমি উহা আদায় করিতে পারিব না। এই নিয়া তাহাদের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয়। অতঃপর মক্কার ইতাব ইবনে উসাইদ (রা)-কে প্রতিনিধি করিয়া ইহা লিখিয়া হুযুর (সা)-এর নিকট পাঠান হয়। তখন ইহার মীমাংসা স্বরূপ এই আয়াতটি নাযিল হয় এবং রাসূল (সা)-ও ইহা লিখিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেন ঃ

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه.

ফলে আমরসহ সকলে আল্লাহর নিকট ইহার জন্য তওবা করে এবং তাহাদের বকেয়া সুদও পরিত্যাগ করে। সুদের অবৈধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও যাহারা উহা গ্রহণ করিতেছিল, ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে কঠিনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীজ (র) ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ আয়াতাংশে তাহাদিগকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলার অর্থ হইল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা হইতে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, রবীআ ইব্ন কুলছুমের পিতা ও রবীআ ইব্ন কুলছুম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সুদখোরকে বলা হইবে যে, তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। ইহার পর তিনি এই আয়াতটি পড়েন فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه অর্থাৎ 'তোমরা যদি সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাও।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'যে যখন মুসলমানদের ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকিবেন, তাহার কর্তব্য হইল, যাহারা সুদখোর তাহাদিগকে উহা হইতে তওবা করান এবং যাহারা সুদ পরিত্যাগ করে না, তাহাদিগকে উহা পরিত্যাগ করান। তবুও যদি তাহারা উহা হইতে তওবা না করে বা উহা পরিত্যাগ না করে, তবে রাষ্ট্রপ্রধান উহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দিবে।

ইবনে সীরীন ও হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন হাসসান, আবদুল আলা, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার, আলী ইব্ন হুসাইন ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সীরীন ও হাসান (র) বলেন ঃ

আল্লাহর কসম! এই সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহারা সুদখোর, তাহাদিগকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। যদি কোন ন্যায়বান শাসক জনগণকে শাসন করে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্য হইল তাহাদিগকে অস্ত্রের মুখে নিক্ষেপ করা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ

ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্বত্রই তাহাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা বিবৃত হইয়াছে। তাই সকলের উচিত বেচাকেনা বা লেনদেনের বেলায় সুদের সংমিশ্রণ হইতে পবিত্র থাকা। কেননা আল্লাহ তা'আলা উত্তম, পবিত্র ও হালাল বিষয়ের পরিধিকে ব্যাপক করিয়াছেন। অতঃপর যদি ভুখাও থাকিতে হয়, তবুও তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হইও না। ইব্ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সুদখোরদিগকে হত্যা করার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন জারীর (র)।

সুহাইলী (র) বলেন ঃ

এই ব্যাপারেই হযরত আয়েশা (রা) উআইনার মাসআলা প্রসঙ্গে যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, যদি উহা হইতে তওবা না করে তবে তাহার হুযুর (সা)-এর সঙ্গে কৃত মহা মর্যাদাপূর্ণ ও পুণ্যময় জিহাদও বিফলে যাইবে। কেননা জিহাদ হইল আল্লাহর শত্রুদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। অথচ সুদখোর নিজেই আল্লাহর অবাধ্য হইয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه "তোমরা যদি সুদ পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাও।" এই অর্থ অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আয়েশার (রা) সনদে এই অর্থটি খুবই দুর্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُوْنَ (যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন প্রাপ্ত হইবে, কাহারো প্রতি অত্যাচার করা হইবে না।) অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হইবে না! وَلَا تُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ মূলধন যাহা তুমি লগ্নি করিয়াছিলে তাহা অবশ্যই পাইবে। আর বেশি গ্রহণ করিয়া তুমিও তাহার প্রতি অত্যাচার করিবে না এবং সেও তোমাকে মূলধনের কম দিয়া তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে না।

আমর ইব্‌ন আহওয়াস (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান আমর ইব্‌ন আহওয়াস, শুবাইব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গরকাদাহ মুবারকী, শাইবান, উবাউদুল্লাহ ইব্‌ন মুসা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আশকাব ও ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন আহওয়াস (রা) বলেন ঃ

বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন—জানিয়া রাখ! জাহিলিয়াতের যুগের তোমাদের সকল সুদ আমি বাতিল করিয়া দিয়াছি। তোমরা শুধু মূলধন প্রাপ্ত হইবে। তোমরা যুলুম করিবে না তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হইবে না। আর সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের প্রাপ্য সুদ বাতিল করিলাম। অতঃপর সকলের সুদই বাতিল বলিয়া জানিবে। সুলায়মান ইব্‌ন আহওয়াসও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আহওয়াস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন আযর, শুবাইব ইব্‌ন গারকাদাহ, আবুল আওহায়াস, মুসাদ্দাদ, মুআয ইব্‌ন মুছান্না, শাফেঈ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আহওয়াস (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, "জানিয়া রাখ! জাহিলিয়াতের সকল সুদ বাতিল করিয়া দিলাম। তোমরা কেবল তোমাদের মূলধন পাইবে। তোমরা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না এবং কেউ তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করিবে না।" ইব্‌ন খারিজা ওরফে আমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হামযা রাকাশী, আলী ইব্‌ন যায়দ ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার (র) হাদীসেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাহাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করিয়া দাও, তবে তাহা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি

করিয়া থাক।) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, খাতক যদি উহা পরিশোধ করিতে অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করে, তবে তাহাকে উহা পরিশোধ করিতে অবকাশ দিয়া ধৈর্য ধারণ কর। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ অর্থাৎ যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাহাদের সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত উহা পরিশোধ করিতে অবকাশ দেওয়া উচিত। এই কথা বলার কারণ হইল যে, জাহিলিয়াতের যুগে ঋণদাতারা ঋণ শোধের নির্ধারিত সময় আসিলে ঋণ গ্রহীতাকে বলিত, হয় তোমরা ঋণ শোধ কর, নতুবা উহা মূল হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অতঃপর ইসলাম আগমনের পর সেই ঋণের বর্ধিত অংককে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। উপরন্তু আরো বলা হয় যে, খাতক যদি অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করে, তবে উহা সাকুল্যে মাফ করিয়া দেওয়ার মধ্যে বহু ছাওয়াব ও কল্যাণ রহিয়াছে। তাহাই আল্লাহ এইভাবে বলেন যে, وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (আর যদি ক্ষমা করিয়া দাও, তবে তাহা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উহার পুণ্যময়তা উপলব্ধি করিয়া থাক।) অর্থাৎ মূলধনের সম্পূর্ণ অংশই ঋণ গ্রহীতাকে ক্ষমা করিয়া দিয়া তাহাকে ঋণ হইতে মুক্তি দেওয়া।

এই সম্পর্কে বহু হাদীস বিভিন্ন সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

**প্রথম হাদীস ঃ** আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যরাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ যিয়াদ, মুহাম্মদ ইব্ন বকর বারসামী, ইয়াযীদ ইব্ন হাকীম মুকাওয়াম, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ শুআইব মিরজানী ও তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যরারাহ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্যকোন ছায়া থাকিবে না, সেই দিন যদি কেহ ছায়া কামনা করে, তবে তাহার উচিত ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ ক্ষমা করিয়া দেওয়া অথবা ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করিতে অবকাশ দান করা।"

**দ্বিতীয় হাদীস ঃ** বুরাইদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্ন বুরাইদা, মুহাম্মাদ ইব্ন জিহাদা, আবদুল ওয়ারিছ, আফফান ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, বুরাইদা (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, "তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে ভদ্রতার সহিত ঋণ পরিশোধের জন্য অবকাশ প্রদান করিবে, যতদিন ঋণগ্রহীতা উহা পরিশোধ করিতে না পারিবে ততদিন পর্যন্ত সে প্রতিদিন সেই পরিমাণ দানের ছাওয়াব পাইতে থাকিবে।" তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করিতে শালীনতার সহিত অবকাশ প্রদান করে, অতঃপর যতদিন পর্যন্ত সে উহা পরিশোধ না করিবে, ততদিন পর্যন্ত ঋণদাতার ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ ছাওয়াব হইতে থাকিবে।' আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একবার বলিয়াছেন, প্রতিদিন ঋণ পরিমাণ ছাওয়াব হইবে, আবার অন্য সময় বলিয়াছেন যে, প্রতিদিন ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ সাদকা দেওয়ার ছাওয়াব হইতে থাকিবে, ইহার সামঞ্জস্য কিসে? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন যে, ঋণ আদায়ে অবকাশ দানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু ঋণ

পরিমাণ ছওয়াব পাইবে এবং ঋণ আদায়ে অবকাশ দেওয়ার পর হইতে ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ ছাওয়াব হইতে থাকিবে।

**তৃতীয় হাদীস** ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাআব কারযী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জা'ফর খাতামী, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাআব (রা) বলেন ঃ

আবূ কাতাদার (রা) নিকট এক ব্যক্তি ঋণী ছিল। তাই তিনি উহার তাগাদায় প্রায়ই তাহার বাড়ি যাইতেন। আর সেই ব্যক্তি তাহাকে দেখা না দিয়া লুকাইয়া থাকিতেন। কিন্তু একদা তিনি তাহার বাড়িতে আসিয়া বাচ্চাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তাহার নিকট তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাচ্চাটি বলিল যে, তিনি ঘরে আছেন এবং খানা খাইতেছেন। অতঃপর তিনি তাহাকে উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "হে অমুক! বাহিরে আস। আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি ঘরেই আছ।" সে বাহির হইয়া তাহার সামনে আসিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, ব্যাপার কি, তুমি আমার নিকট হইতে লুকাইয়া থাকিতেছ কেন ? লোকটি বলিলেন, "আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, ঋণ শোধ করার মত কোন জিনিসই আমার নিকট নাই।" তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ করিয়া বল, সত্যই কি তুমি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত? সে বলিল, হ্যাঁ, অত:পর আবূ কাতাদা (রা) কাঁদিয়া ফেলেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধ করিতে অবকাশ দান করে অথবা সাকুল্যে ক্ষমা করিয়া দেয়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহাকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।" ইহা মুসলিম (র) সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন।

**চতুর্থ হাদীস** ঃ হুযাইফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবিআ ইব্‌ন হিরাশ, আবূ মালিক আশজাঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফুযায়ল, আখনাস, আহমাদ ইব্‌ন ইমরান ও হাফিয ইয়ালা মূসেলী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার এক বান্দাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি দুনিয়াতে আমার জন্য কি আমল করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হে আমার প্রভু! আমি দুনিয়াতে আপনার সন্তুষ্টির জন্য এমন কোন ক্ষুদ্র আমলও করিতে পারি নাই যাহা এখন আপনার সকাশে পেশ করিব। আল্লাহ তা'আলা এইভাবে তাহাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করবেন। শেষবারে বান্দা বলিবে, হে প্রভু! আপনি আমাকে কিছু ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলেন এবং লোকজন আমার নিকট হইতে অর্থ নিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। অতঃপর তাহাদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র এবং ঋণ শোধ করিতে অপারগতা প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে আমি ঋণ পরিশোধের জন্য অবকাশ দিতাম এবং বেশী অভাবগ্রস্তকে ক্ষমা করিয়া দিতাম। তবে ধনীদের বেলায় দরিদ্রদের অপেক্ষা কিছুটা কষাকষি করিতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, বস্তুত আমিই সর্বাপেক্ষা সহজকর্তা ও অবকাশদানকারী। যাও তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর।'

হুযায়ফা (রা) হইতে রবী ইব্‌ন হিরাশের সূত্রে বুখারী, মুসলিম ও মাজাও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম মুসলিম নবী (সা) হইতে আবূ মাসউদ (রা) ও উকবাহ ইবনে

আয়েরের (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) ইহা অন্য সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ, যুহরী, ইয়াহয়া ইব্ন হামযা, (র) হিশাম ইব্ন আম্মার ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

তিনি হযরত নবী (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "এক ব্যবসায়ী লোকদিগকে ঋণ দিত। দরিদ্র ঋণগ্রহীতারা তাহার নিকট অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া ঋণ ক্ষমা করিয়া দিতেন যে, আল্লাহও যেন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া বেহেশতে যাওয়ার সুযোগ দান করিয়াছেন।"

**পঞ্চম হাদীস ঃ** আবদুল্লাহ ইব্ন সহল ইব্ন হানীফ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন উকাইল (র), আমর ইব্ন ছাবিত, আবূ ওয়ালিদ, হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক, ইয়াহয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহয়া, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকুব ও হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সহল ইব্ন হানীফ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মুজাহিদকে অথবা গাযীকে অথবা অভাবগ্রস্ত ঋণীকে অথবা নির্ধারিত অর্থে মুক্তির চুক্তিবদ্ধ গোলামকে আর্থিক সাহায্য দান করিবে, তাহাকে আল্লাহ তা'আলা সেই দিন স্বীয় ছায়ায় স্থান দিবেন যেদিন একমাত্র তাহার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না।" ইহার বর্ণনা সূত্রসমূহ সহীহ।

**ষষ্ঠ হাদীস ঃ** ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়েদ উম্মী, ইউসুফ ইব্ন সুহাইফ, মুহাম্মাদ ইব্ন উবাইদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তাহার দু'আ কবুল হউক এবং তাহার বিপদ কাটিয়া যাক, সে যেন অভাবীদের অভাব দূর করে।" একমাত্র ইমাম আহমাদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**সপ্তম হাদীস ঃ** হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্ন হিরাশ, আবূ মালিক, ইয়াযীদ ইব্ন হারান ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ

"এক ব্যক্তি আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে। আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি দুনিয়ায় কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে, আমি দুনিয়ায় সামান্য কোন পুণ্যের কাজও করি নাই। এইভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করিবেন। তৃতীয় বারে সেই লোকটি বলিবে, হ্যাঁ, আপনি আমাকে দুনিয়ায় কিছু ধন সম্পদ দিয়াছিলেন এবং আমি উহা দ্বারা ব্যবসা করিতাম। এমন কি ধনী বকেয়াদারকেও বাকি উসুলের বেলায় তেমন কঠোরতা করিতাম না এবং দরিদ্র বকেয়াদার অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করিলে তাহাকে বকেয়া মাফ করিয়া দিতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমি আমার যে কোন বান্দার চেয়ে বহু বহুগুণে ক্ষমাশীল। পরিশেষে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

আবু সাঈদ (রা) বলেন, ইহাই আমি হযরত নবী আকরাম (সা)-এর মুখে শুনিয়াছি। আবূ মালিক সাঈদ ইব্‌ন তালিকের সূত্রে ইমাম মুসলিমও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**অষ্টম হাদীস** ঃ ইমরান ইব্‌ন হাসীন (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দাউদ, আ'মাশ, আবূ বকর, আসওয়াদ ইব্‌ন আমের ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্‌ন হাসীন (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তির কাহারও নিকট ঋণ থাকে এবং যদি সে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ আদায়ে অবকাশ দান করে, তবে ঋণ আদায়ে অবকাশদাতা প্রতিদিন তাহার ঋণের পরিমাণ সাদকা দেওয়ার ছাওয়াব পাইবে।" এই সূত্রে হাদীসটি গরীব বটে। তবে বুরাইদার (র) সূত্রে পূর্বে এই ধরনের আরও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

**নবম হাদীস** ঃ আবূ ইয়াসার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী, আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর, যায়েদা, মুআবিয়া ইব্‌ন আমর ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইয়াসার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করিতে অবকাশ দান করিবে অথবা ঋণ মাফ করিয়া দিবে, তাহাকে আল্লাহ তা'আলা সেদিন ছায়া দান করিবেন, যেদিন তাহার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না।"

মুসলিম (র) স্বীয় মুসলিম শরীফে অন্য একটি সূত্রে ইবাদ ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন ইবাদা ইব্‌ন সামিতের (র) হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"আমি এবং আমার পিতা ইচ্ছা করিলাম যে, সাহাবাগণ গত হইয়া যাওয়ার আগে আমরা তাহাদের নিকট হইতে কিছু শিখিয়া রাখিব। তাই আমি এবং আব্বা ইলম সন্ধানে প্রথমে আনসারদের নিকট আসি। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহচর আবুল ইয়াসারের (রা) সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহার সঙ্গে ছিল একটি গোলাম এবং একটি খাতা। আবুল ইয়াসারের (রা) গায়েও একটি মাগাফিরী চাদর ছিল এবং গোলামের গায়েও অনুরূপ একটি চাদর ছিল। আমার পিতা তাহাকে বলিলেন, চাচা! আপনাকে রাগান্বিত মনে হইতেছে! তিনি বলিলেন, দীর্ঘ দিন ধরিয়া অমুক ব্যক্তির নিকট কিছু ঋণ ছিল। পরিশোধের নির্ধারিত সময় শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই আজকে তাহার বাড়ি গিয়া সালাম দিয়া সে বাড়ীতে আছে কি-না জিজ্ঞাসা করি যে, তোমার আব্বা কোথায়? বাচ্চাটি বলিল, যে আপনার আগমন টের পাইয়া খাটের নিচে লুকাইয়াছেন। অতঃপর আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি যে ঘরের ভিতর লুকাইয়া আছ তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। পরে সে বাহির হইয়া আসে। আমি তাহাকে বলিলাম, কোন্ কারণে তুমি এরূপ লুকাইয়া থাকিতেছ ? সে বলিল, আল্লাহর কসম! আমি অত্যন্ত অভাবের মধ্যে আছি। সুতরাং সাক্ষাৎ করিলে হয় তো আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিতে হইবে অথচ ইহা হইতে আমি আল্লাহকে ভয় করি। তেমনি হয়ত আপনার সহিত কোন ওয়াদা করিতাম যাহা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। অথচ আপনি একজন আল্লাহর রাসূলের সাহাবী। সত্য সত্যই আমি অভাবগ্রস্ত। আমি বলিলাম, তবে আল্লাহর কসম করিয়া বলিতে পার? সে তাহার কথার সত্যতার উপরে আল্লাহর কসম করিল। অতঃপর আমি খাতা হইতে তাহার নাম কাটিয়া

ফেলিলাম এবং বলিলাম যে, যদি কখনো ইহা শোধ করিতে পার, তাহা হইলে শোধ করিও, নতুবা মাফ করিয়া দিলাম। কেননা আমার দুইটি চক্ষু দেখিয়াছে, এই দুইটি কান দ্বারা শুনিয়াছি এবং আমার খুবই ভাল করিয়া মনে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করিতে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ একেবারেই ক্ষমা করিয়া দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।"

**দশম হাদীস ঃ** উছমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার গোলাম মাহজান, যিয়াদ কুরশী, হিথাম ইব্ন যিয়াদ কুরশী, আব্বাস ইব্ন ফযল আনসারী, হাসান ইব্ন উসাইদ ইব্ন সালিম কুফী, আবূ ইয়াহিয়া রাযযাক, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উছমান (রা) বলেন ঃ

আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না, সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকদের তাহার ছায়ায় স্থান দিবেন, যাহারা দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে ঋণ আদায়ের জন্য অবকাশ দান করে, অথবা উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া দেয়।"

**একাদশতম হাদীস ঃ** ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, ইব্ন জাওনা সালামী খুরাসানী, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের দিকে আগমন করেন এবং তখন তিনি আবূ আবদুর রহমানকে হাত দ্বারা মাটির দিক ইশারা করিয়া বলেন, "যে দুঃস্থ মানুষকে ঋণ আদায়ে অবকাশ দিবে অথবা উহা মাফ করিয়া দিবে, আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামের প্রখরতর লেলিহান শিখার প্রজ্বলন হইতে রক্ষা করিবেন। জানিয়া রাখ, জান্নাতের পথ তিনটি কারণে কন্টকাকীর্ণ এবং জাহান্নামের পথ খুবই সহজ ও নিষ্কন্টক। আর সেই লোকেরাই পুণ্যবান যাহারা ফাসাদ ও বিশৃংখলা হইতে পবিত্র। আর যে মানুষ ক্রোধ হযম করিয়া ফেলে সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহার অন্তর আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন।" এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমাদই (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্ন উআইনা ইব্ন আবুল মুতআদ, হিকাম ইব্ন জারূদ, হাসান ইব্ন আলী সাদায়ী, হুদাইবিয়ার কাযী আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ বাওরানী ও তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অভাবী ঋণ গ্রহণকারীকে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে নমনীয়তা প্রকাশ করিয়া অবকাশ দান করে, আল্লাহও তাহার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাইয়া উহার তওবা কবুল করিয়া নেন।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার সকল বান্দাকে পৃথিবীর ধ্বংসশীলতা এবং ইহার অভ্যন্তরের সকল বস্তুর লয়শীলতা, সকলের পরকালে উপস্থিতি, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং সকল সৃষ্টিকে তাহার সকাশে আমলের হিসাব-নিকাশ প্রদান, পাপ-পুণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ

বিচার-বিশ্লেষণকরণ ও পরকালের কঠিন পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ সেইদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তাহার কর্মের ফল পুরোপুরি পাইবে এবং তাহাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হইবে না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন – এই আয়াতটিই কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন দীনার ও ইব্ন লাহাব বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ

কুরআনে যাহা কিছু নাযিল হইয়াছে তন্মধ্যে সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হইল وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ আয়াতটি। ইহা নাযিল হওয়ার মাত্র নয় দিন পর দোসরা রবিউল আউয়াল সোমবার হযরত নবী (সা) ইন্তেকাল করেন। ইব্ন আবূ হাতীম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত ও মাসউদীর হাদীসে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ আয়াতটি হইল কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত।'

অন্য একটি সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও ইয়াযীদ নাহভীর হাদীছে নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত হইল وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ আয়াতটি। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক এবং আওফীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, কালবী ও সাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ এই আয়াতটি কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত। আর এই আয়াতটির নাযিলকরণ এবং হুযুর (সা)-এর মৃত্যুর খবরের মধ্যে মাত্র একত্রিশ দিনের ব্যবধান ছিল।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, সর্বশেষ আয়াত হইল وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ আয়াতটি। ইব্ন জারীর (র) আরও বলেন, একদল মনীষী বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর দশদিন হুযুর (সা) জীবিত ছিলেন। শনিবার দিন তাঁহার মৃত্যুরোগ আরম্ভ হয় এবং সোমবার দিন তিনি ইন্তেকাল করেন।'

আবূ সাঈদ (রা) হইতে ইব্ন আতীয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ এই আয়াতটিই সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে।

Contents



(٢٨٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ○

২৮২. "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য লেন-দেন কর, তখন উহা লিপিবদ্ধ কর। আর তোমাদের মধ্যকার লেখকের উচিত যথাযথভাবে লেখা। আর আল্লাহর শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন লেখকের লিখিতে অস্বীকার করা উচিত নহে। তাই তাহার লেখা উচিত এবং যাহা সত্য তাহাই লেখা উচিত। এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে তাহার ভয় করা উচিত ও উহাতে কোন কিছু বেশকম করিবে না। অতঃপর যাহার পাওনা লেখা হইবে সে যদি বোকা কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় অথবা লিখিতে অক্ষম হয়, তখন অভিভাবকের সত্যনিষ্ঠভাবে উহা লেখা চাই। আর চাই দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখা। তবে যদি দুইজন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একজন পুরুষ ও এমন দুইজন নারী হইবে যাহাদের সাক্ষী দিতে মনোনীত করিবে; যদি একজন ভুল করে, তাহা হইলে অন্যজন স্মরণ করাইয়া দিবে। আর সাক্ষীরা তলবমতে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করিবেনা। এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য ছোটবড় যত কথা আছে তাহা লেখা হইতে বাদ দিবে না। তোমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ন্যায়সংগত ও সাক্ষ্যের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের পারস্পরিক সংশয়মুক্তির ন্যূনতম ব্যবস্থা। তবে যদি তোমরা নগদ হাত বহাত বেচা-কেনা কর, তখন উহা না লিখিলে দোষ নাই এবং বেচা-কেনার সময়ে সাক্ষী রাখিও। আর লেখক ও সাক্ষীর ক্ষতি করা যাইবে না। এবং যদি তোমরা তাহা কর, তাহা হইলে অবশ্য উহা তোমাদের পাপাচার। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহ তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এবং আল্লাহ সর্ব ব্যাপারেই মহাজ্ঞানী।

**তাফসীর ঃ** এই আয়াতটি কুরআনে করীমের সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন শিহাব, ইউনুস, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, আরশ হইতে আগত কুরআনের সর্বাপেক্ষা নূতন আয়াত হইল ঋণের আয়াত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ ইব্ন মিহরান, আলী ইব্ন যায়িদ, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, আফফান ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ঋণের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ধারকর্য বা লেন-দেন চুক্তি করিয়া হযরত আদম (আ)-ই সর্বপ্রথম উহা অস্বীকার করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাবার পরে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার যত সন্তান-সন্ততি হইবে সব বাহির হইয়া আসে এবং সেই সকল সন্তানকে তাহার সামনে উপস্থিত করা হয়। তিনি উহাদের মধ্য হইতে একজনকে অত্যন্ত সুশ্রীকায় দেখিতে পান। অতঃপর আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, হে প্রভু! এই ব্যক্তি কে ? তিনি বলেন, এই হইল তোমার পুত্র দাউদ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার বয়স কত হইবে ? আল্লাহ বলিলেন, সত্তর বৎসর। আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু! ইহার বয়স বাড়াইয়া দিন। আল্লাহ বলিলেন, না তাহা হয়না, হয়ত তোমার বয়স হইতে তাহাকে কিছু দিতে পার। আদম (আ)-এর বয়স ছিল এক হাজার বৎসর। অতঃপর তাঁহার বয়স হইতে তিনি দাউদকে চল্লিশ বৎসর দান করেন। ইহা লিখিয়া নেয়া হয় এবং ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী মানা হয়। কিন্তু যখন আদম (আ)-এর নিকট মৃত্যুর ফেরেশতা জান কবযের জন্য উপস্থিত হন, তখন তিনি তাহাকে বলেন, আমার তো বয়স এখনও চল্লিশ বৎসর বাকী আছে। তদুত্তরে তাহাকে বলা হয়, কেন, আপনি তো আপনার পুত্র দাউদকে আপনার বয়স হইতে চল্লিশ বৎসর দান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই। অতঃপর তাহাকে সেই দলীল-পত্র দেখান হয় এবং সেই ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হয়।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) হইতে আসওয়াদ ইব্ন আমেরের বর্ণনায় ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা দাঊদ (আ)-কেও একশত বৎসর জীবিত রাখিয়াছিলেন এবং আদম (আ)-এর বয়স এক হাজার বৎসর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দাঊদ তায়ালুসী, ইউসুফ ইব্ন আবূ হাবীব ও ইব্ন আবূ হাতিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা ইহার একজন বর্ণনাকারী আলী ইব্ন যায়েদ ইব্ন জাদআন প্রত্যাখ্যাত রাবী বলিয়া গণ্য। অবশ্য আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুকবেরী ও হারিছ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ আছারের সনদে হাকাম স্বীয় মুসতাদরাকেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য সূত্রে ধারাবাহিকভাবে শা'বী ও আবূ দাউদ ইব্ন হিন্দের রিওয়ায়েতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ও মুহাম্মাদ ইব্ন আমরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ

হুরায়রা (রা), আবূ সালিহ, যায়েদ ইব্ন আসলাম ও ইমাম ইব্ন সাআদের (র) হাদীসেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَاتَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নাও।' ইহার দ্বারা আল্লাহ তাঁহার মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন যে, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন লেন-দেন সম্পাদন করিবে, তখন উহা লিপিবদ্ধ করিয়া নিবে। ইহাতে ব্যাপারটা পাকাপাকি হইয়া উহার পরিমাণ, সময়-সীমা ও সাক্ষীসমূহ সংরক্ষিত হইবে। এই কথাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের শেষের দিকে বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا অর্থাৎ এই লিপিবদ্ধতার পদ্ধতি আল্লাহর সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, ইনসাফকে অধিক সুষ্ঠু রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইব্ন আবূ নাজীহ ও সুফিয়ান সাওরী (র) বর্ণনা করেন ঃ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ এই আয়াতটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেন-দেন করার ব্যাপারে নাযিল করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাসান আ'রাজ ও কাতাদা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পূর্ববর্তী কালেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেন-দেনের প্রচলন ছিল। উহাকে আল্লাহ তা'আলা বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى –অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মিনহাল, আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর, ইব্ন আবূ নাজীহ ও সুফীয়ান ইব্ন উআইনার রিওয়ায়েতে বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

হযরত নবী (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীরা এক, দুই বা তিন বৎসরের জন্য অনির্ধারিতভাবে ঋণ আদান-প্রদান করিত। ইহা দেখিয়া হুযুর (সা) বলেন, যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহা ধর্তব্য নয়। তবে এখন হইতে (তোমরা) মাপ ও ওজন নির্ধারিত করিয়া উহার (পরিশোধের) সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاكْتُبُوْهُ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করিয়া নাও। ইহা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা লেখার মাধ্যমে ব্যাপারটিকে দৃঢ়তর ও সংরক্ষিত করার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কথার প্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন করা হয়, সহীহ্দ্বয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমরা নিরক্ষর উম্মত, লিখিতেও জানি না এবং হিসাব করিতেও জানি না। সেক্ষেত্রে এই বৈপরীত্যপূর্ণ উক্তি দুইটির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কি? ইহার উত্তর হইল যে, দীনের বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করার তেমন কোন প্রয়োজন নাই। কেননা উহা আল্লাহ তা'আলা এত সহজ করিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন যে, তাহা মানুষের স্মরণ রাখা

কোনই কঠিন ব্যাপার নয়। এইভাবে রাসূল (সা)-এর সুন্নতসমূহও সংরক্ষিত রহিয়াছে। তবে তিনি জাগতিক খুঁটিনাটি আনুষঙ্গিক কোন কোন বিষয়কে লিপিবদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুত তিনি কোন অপরিহার্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এইভাবে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দান করেন নাই। অনেক মনীষীই এই উক্তি করিয়াছেন।

ইব্ন জারীজ (র) বলিয়াছেন ঃ ঋণদাতার দায়িত্ব হইল উহা লিখিয়া রাখা এবং বিক্রেতার দায়িত্ব বিক্রিত দ্রব্যের উপর সাক্ষী রাখা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ দীর্ঘকাল কাআব (রা)-এর সংস্পর্শপ্রাপ্ত আবূ সুলায়মান মারাআশী (র) একদা তাঁহার সহচরদিগকে বলেন, তোমরা কি সেই মযলুমকে চিন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে, কিন্তু তাহার দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না ? তাহারা সকলে বলিল, ইহা কিভাবে হইতে পারে ? তিনি বলিলেন, নির্ধারিত সময়ের জন্য সে ঋণ দেয়, কিন্তু ইহার ব্যাপারে কোন সাক্ষী নির্ধারণ করে না এবং উহা লিখিয়াও রাখে না। অতঃপর নির্ধারিত তারিখ হইয়া যাওয়ার পর সে তাহাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাগাদা দিতে থাকে, কিন্তু অনুগৃহীত ব্যক্তি উহা অস্বীকার করিয়া বসে। ফলে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে। আর এই অবস্থায় এই মযলুম ব্যক্তির দু'আ কবুল করা হয় না। কেননা, সে সেই ব্যাপারে সাক্ষী না রাখিয়া বা উহা লিপিবদ্ধ না করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিয়াছে।

আবূ সাঈদ শা'বী, রবী ইব্ন আনাস, হাসান, ইব্ন জারীজ ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেনঃ এইভাবে লিপিবদ্ধ করা বা সাক্ষী-প্রমাণ রাখা প্রথমে ওয়াজিব ছিল। কিন্তু এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার মাধ্যমে তা রহিত হইয়া যায় ঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِىْ اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ। অর্থাৎ যদি তোমরা একে অপরের প্রতি আস্থাশীল হও, তবে যাহার নিকট আমানত রাখা হইবে সে যেন উহা আদায় করিয়া দেয়। অবশ্য নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি ইহার দলীল যে, উহা দ্বারা সাক্ষী রাখা এবং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয, জা'ফর ইব্ন রবী'আ, লাইছ, ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাহিলে সে বলিল, সাক্ষী আন। ঋণপ্রার্থী ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্র সাক্ষীই যথেষ্ট। অতঃপর সেই ব্যক্তি বলিল, তবে জামিন আন। সে বলিল, আল্লাহ্র জামিনই যথেষ্ট। ইহার পর ঋণদাতা ব্যক্তি বলিল যে, তুমি সত্যিই বলিয়াছ। অতঃপর ঋণ পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করিয়া তাহাকে এক হাজার দীনার গুনে দেয়। ইহার পর ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করার জন্য সমুদ্রের তীরে আসিয়া কোন জাহাজের অপেক্ষা করিতে থাকে। উদ্দেশ্য, কোন জাহাজ পাইলে পার হইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবে, কিন্তু সে কোন জাহাজ পাইল না। তখন একখণ্ড কাঠ খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে হাজার দীনার এবং সেই ব্যক্তির নামে এক খানা পত্র লিখিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিল, হে আল্লাহ! আপনি ভাল করিয়াই জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এক হাজার দীনার ঋণ নিয়াছিলাম। ঋণ গ্রহণে সে সাক্ষী চাহিলে আমি আপনাকেই সাক্ষী

করিয়াছিলাম এবং সে জামিন চাহিলে আমি আপনাকেই জামিন করিয়াছিলাম। আর সে ইহাতেই রাযী হইয়াছিল। এখন আমি তাহার নিকট গিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাকে উহা প্রদান করার ইচ্ছায় নদীর তীরে জাহাজ খুঁজিতেছি। কিন্তু পারাপারের জন্য কিছুই পাইলাম না। তাই উক্ত দীনারগুলি আপনাকে সোপর্দ করিয়া এই কাষ্ঠে ভরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলাম। আমার ফরিয়াদ এই যে, এইগুলি তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিন। ইহার পর সে নদীর তীর হইতে চলিয়া আসিল।

এদিকে সেই ঋণদাতা ব্যক্তি এই ভাবিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন যে, ঋণগ্রহীতা সেই ব্যক্তির আজ ঋণ পরিশোধের তারিখ। তাই হয়তো লোকটি জাহাজযোগে তাহার পাওনা নিয়া আসিতে পারে। বারবার তিনি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কোন এক জাহাজে সেই ব্যক্তির আগমনের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নদীর কুলে এক ফালি কাঠ দেখিতে পান। শেষ অবধি এই ভাবিয়া তিনি সেই কাঠটি তুলিয়া নেন যে, আর না হোক ইহা দ্বারা জ্বালানি তো হইবে। মূলত ইহার মধ্যেই ছিল সেই দীনারগুলি। তিনি বাড়ি গিয়া সেই কাঠটি কাটিয়া টুকরা করার সময় দীনারগুলি এবং চিঠিটা পান। এই দিকে সেই ব্যক্তিও পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল যে, নিন আপনার প্রাপ্য। আল্লাহর শপথ! আমি অনেক চেষ্টা করিয়া পারাপারের কোন ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। তাই যথাসময়ে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার ইহা বলার পর ঋণদাতা ব্যক্তি বলিলেন, আপনি কি টাকাগুলা অন্য উপায়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন ? সে বলিল, আমি তো আগেই বলিলাম যে, কোন জাহাজ পাই নাই বিধায় আসিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, আপনার অর্থ আপনার পক্ষ হইতে আল্লাহ আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন-যাহা আপনি কাঠের মধ্যে করিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আপনি আপনার এই অর্থ নিয়া যান। ইহার সনদসমূহ বিশুদ্ধ। বুখারী (রা) স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে এই হাদীসটি সাতবার বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (তখন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক তাহা ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়া নিবে।) অর্থাৎ লেখক যেন ন্যায় এবং সততার সহিত লিখেন। তিনি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব যেন না করেন এবং যাহা লিখিবেন তাহা যেন সর্বসম্মতভাবেই লিখেন। আর লেখায় যেন কোন ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি না করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ 'লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। আল্লাহ তাহাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার উচিত তাহা লিখিয়া দেওয়া।' অর্থাৎ কেহ যদি অনুনয় করিয়া (দলীল বা চুক্তিপত্র) লিখিয়া দিতে বলে, তবে সে উহা লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কেননা আল্লাহ তাহাকে শিক্ষার তাওফীক দিয়াছেন, তাই লিখিয়া দেওয়া তাহার নৈতিক দায়িত্ব বটে। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে যে, কোন কার্যরত ব্যক্তিকে সাহায্য করা অথবা অক্ষম ব্যক্তির কাজ করিয়া দেওয়া উভয়ই সাদকার মধ্যে গণ্য। অন্য হাদীসে আসিয়াছে যে, ইল্ম শিক্ষা করিয়া তাহা যে ব্যক্তি গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরাইয়া দেয়া হইবে।

মুজাহিদ (র) ও আতা (র) বলেন ঃ 'লেখককে উহা লিখিয়া দেওয়া ওয়াজিব।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ এবং ঋণ গ্রহীতা

যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে উহা লেখকের দ্বারা লিখাইয়া নেওয়ার দায়িত্ব হইল ঋণ গ্রহীতার উপরে এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখিয়া লেখালেখি সম্পন্ন করা চাই আর وَلاَيَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا (লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করা)। অর্থাৎ কোন বিষয়কে গোপন না করা। فَانْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا (অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি দুর্বল বুদ্ধির হয়।) অর্থাৎ ইহা বুঝার মত বয়স যদি তাহার না হইয়া থাকে ইত্যাদি। اَوْضَعِيْفًا (অথবা যদি দুর্বল হয়)।' অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হয়। اَوْلاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ অথবা যদি নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে সক্ষম না হয়। অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি কম থাকার কারণে লেখার বিষয়বস্তুতে ভুল হওয়ার যদি আশংকা থাকে। তবে فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (তাহার অভিভাবক ন্যায়-সংগতভাবে লিখাবে।)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ (দুইজন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে।) অর্থাৎ লেখার সাথে সাথে দুইজন সাক্ষীও করিতে হইবে যাহাতে ব্যাপারটা শক্ত ও পরিষ্কার হইয়া যায়। আর فَانْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَنِ (যদি দুইজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা।) অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহার দ্বারা কেবল সম্পদকেই নির্দিষ্ট করা যাইবে না। আর একজন পুরুষের স্থানে দুইজন মহিলা করা হইয়াছে। ইহার কারণ হইল মহিলাদের জ্ঞানের স্বল্পতা।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুকবেরী, আমর ইব্ন আবূ আমর, ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর, কুতায়বা ও মুসলিম (র) স্বীয় মুসলিম শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, হে মহিলা সকল! সাদকা কর এবং বেশি করিয়া ইসতিগফার পড়। কেননা জাহান্নামে আমি তোমাদের সংখ্যাই বেশি দেখিয়াছি।' তখন একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কি কারণে আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামবাসী হইবে ? তিনি বলেন, তোমরা খুব বেশি অভিশাপ দাও এবং স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। পক্ষান্তরে যদিও তোমাদের দীন ও বুদ্ধিমত্তায় দীনতা রহিয়াছে, কিন্তু তোমরাই পুরুষদের মন হরণে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। আবার সেই মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! দীন এবং জ্ঞানের স্বল্পতা কিরূপে ? তিনি বলিলেন, জ্ঞানের স্বল্পতা তো ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর দীনের স্বল্পতা হইল যে, ঋতুর সময় তোমরা নামায পড় না এবং ঋতুর অবস্থায় তোমরা রোযা ভাঙ্গিয়া থাক ও পরে উহা কাযা কর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (সেই সাক্ষীদের যাহাদিগকে তোমরা মনোনীত কর!) ইহার দ্বারা সাক্ষীর সততা ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন- কুরআনের যে স্থানেই সাক্ষীর কথা আলোচিত হইয়াছে, সেই স্থানেই শব্দে অথবা ভাবে ন্যায়পরায়ণতার অর্থ অবশ্যই আলোচিত হইয়াছে। এই আয়াতটিই হইল উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা ইহাতে মনোনীত সাক্ষীদ্বয়ের জন্য সততার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। উহার পরের বাক্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا

(একজন যদি ভুলিয়া যায়)। অর্থাৎ মহিলা সাক্ষীদ্বয়ের একজন যদি ভুলিয়া যায়। فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى। (অন্যজন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে)। অর্থাৎ সাক্ষী করার সময় যাহা ঘটিয়াছিল বা যাহার জন্য সাক্ষী করা হইয়াছিল। তবে কেহ কেহ فَتُذْكِرَ কে فَتُذَكِّرَ ও পড়িয়া থাকেন। বস্তুত যাহারা বলেন, উভয় মহিলার সাক্ষ্য যদি একে অপরের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়, কেবল তখনই তাহাদের সাক্ষীকে একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া ধরা হইবে, অন্যথায় নয়, ইহা হইল তাহাদের মনগড়া ব্যাখ্যা বা অভিমত। প্রথম ব্যাখ্যাই সর্বসম্মত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ وَلَايَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَامَا دُعُوْا (সাক্ষীদেরকে সাক্ষী প্রদান করিতে ডাকিলে যেন অস্বীকার না করে।) কেহ কেহ ইহার ভাবার্থে বলিয়াছেন যে, যে কেহকে সাক্ষী প্রদান করার জন্য বলা হইলে বা ডাকা হইলে উহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করা। কাতাদা (র) ও রবী ইব্ন আনাসও (র) ইহা বলিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের প্রাথমিক দিকে বলিয়াছেন ঃ وَلَايَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ। অর্থাৎ লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না, আল্লাহ তাহাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার উচিত তাহা লেখিয়া দেওয়া। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, সাক্ষী রাখা ফরযে কিফায়া। বলা হইয়াছে যে, ইহাই জমহুরের অভিমত। তাই বলা হইয়াছে, وَلَايَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَامَا دُعُوْا। (যখন ডাকা হয়, তখন অস্বীকার করা উচিত নয়।) অর্থাৎ সত্য ঘটনা বিবৃত করা চাই। আর الشُّهَدَاءُ। এর ভাবার্থ হইল, সাক্ষী নির্ধারণ করার পর সাক্ষী প্রদান করার জন্য ডাকা হইলে ডাকে সাড়া দেওয়াই উচিত। উহা ফরয নয়; বরং উহা ফরযে কিফায়া বটে। আল্লাহ ভাল জানেন।

মুজাহিদ (র) ও আবূ মিজলায (র) বলেন ঃ

কাহাকেও যদি সাক্ষী হওয়ার জন্য বলা হয় তবে ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। কিন্তু যদি সাক্ষী করার পর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয় তবে ইহা তাহার উপর ওয়াজিব। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন উছমান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর যায়েদ ইব্ন খালিদ (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ উমরা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীর কথা বলিব ? সেই ব্যক্তি উত্তম যাহার নিকট সাক্ষ্য না চাহিতেই সাক্ষ্য দিয়া থাকে।

সহীহদ্বয়ে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট সাক্ষীর কথা বলিব ? যাহারা সাক্ষী গ্রহণের পূর্বেই সাক্ষী প্রদানের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তাহারাই নিকৃষ্টতম সাক্ষী। যথা রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ ثم ياتى قوم تسبق ايمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم ايمانهم অর্থাৎ অতঃপর এমন এক দল আসিবে যাহারা সাক্ষী প্রদানের পূর্বে শপথ করিতে থাকিবে এবং শপথের পরে সাক্ষ্য দিতে থাকিবে। অন্য এক বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন একটি জাতি আসিবে যাহাদের সাক্ষ্য প্রার্থনা করা হইবে না, অথচ তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে। উল্লেখ্য যে, ইহারাই হইল মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা সম্প্রদায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সাক্ষীর সাক্ষ্য দান করা উচিত, সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা উচিত নয়।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَتَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْكَبِيْرًا اِلَى اَجَلِهِ অর্থাৎ বিষয় ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ হোক উহার নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ করিতে অবহেলা করিও না। ইহাই হইল চূড়ান্ত কথা। আর ইহা দ্বারা লেন-দেনের ছোট-বড় বিষয়কেও লিপিবদ্ধ করিয়া নিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ছোট-বড় যে কোন বিষয় লিখিতে অবহেলা বা ভুল না করা উচিত। তাহা হইলে চুক্তির ছোট-বড় কোন বিষয়ই ভুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কেননা লেখা দেখিয়া বিস্মৃত কথাও স্মরণ হইয়া যায়। আর মতানৈক্য হইলেও ইহা দেখিয়া মীমাংসায় পৌঁছা খুবই সহজ হয়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذَالِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلاَّتَرْتَابُوْا (এই, লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর দৃষ্টিতে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে সুষ্ঠু রাখে এবং ইহা তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত।) অর্থাৎ লেন-দেন যদি বাকি হয় তবে চুক্তিপত্রে উহা লিখিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। উপরন্তু ইহা আল্লাহর নিকট সুবিচারের উত্তম পন্থা এবং সাক্ষী-সাবুদের ব্যাপারেও সন্দেহহীন থাকা যায়। অর্থাৎ সাক্ষীরা যদি ভুলে বা সন্দেহে নিপতিত হয়, তবে ইহা দেখিয়া সন্দেহের অবসানও সহজে করা যায়।

وَاَدْنٰى اَلاَّ تَرْتَابُوْا (ইহা তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত।) অর্থাৎ সন্দেহে পতিত না হওয়ার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী পদক্ষেপ। কেননা লেখা বিস্মৃত কথাও স্মরণ করায়। পক্ষান্তরে লেখা না থাকিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সকল বিষয় লেখা থাকিলে সন্দেহে পতিত হওয়ার কোন অবকাশই অবশিষ্ট থাকে না তদুপরি মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে ইহা দেখিয়া সন্দেহাতীতভাবে মীমাংসায় পৌঁছা যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلاَّ تَكْتُبُوْهَا (কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তাহা না লেখিলেও তোমাদের কোন অপরাধ নাই।' অর্থাৎ হাতে হাতে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায় বিবাদের কোন আশংকা না থাকিলে উহা না লেখিয়া রাখায় কোন পাপ নাই।

এখন আলোচ্য হইল ক্রয়-বিক্রয়ের সাক্ষীর ব্যাপারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاَشْهِدُوْا اِذَاتَبَايَعْتُمْ (তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ)। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন দীনার, ইব্ন লাহীয়া, ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল্লাহ, আবূ যারআ ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, وَاَشْهِدُوْا اِذَاتَبَايَعْتُمْ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেনঃ লেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয় বাকি হউক অথবা নগদ হউক, যে কোন অবস্থায়ই সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। জাবির ইব্ন যায়েদ, মুজাহিদ, আতা ও যিহাকও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী ও হাসান বলেন ঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ (যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে তখন যাহাকে বিশ্বাস করে তাহার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা) এই আয়াতাংশ দ্বারা উক্ত নির্দেশ রহিত হইয়া গিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, জমহুর উলামা মনে করেন যে, সাক্ষী গ্রহণের নির্দেশটি ওয়াজিব নির্দেশ নয়; বরং ইহা একটি মুস্তাহাব ব্যাপার মাত্র। খুযাইমা বিনতে ছাবিত আনসারীর হাদীসটি ইহার দলীল। আম্মারা ইব্ন খুযায়মা আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, শুআইব, আবুল ইয়ামান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আম্মারা ইব্ন খুযায়মা আনসারী সাহাবীদের সূত্রে বলেন যে, জনৈক বেদুঈনের নিকট হইতে রাসূল (সা) একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। বেদুঈন মূল্য নেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার বাড়ির দিকে আসিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) দ্রুত পথ চলিতেছিলেন এবং বেদুঈন একটু ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ঘোড়াটি যে বিক্রি হইয়া গিয়াছে তাহা লোকজন আঁচ করিতে না পারিয়া তাহারাও উহার দাম করিতে থাকে এবং ঘোড়াটি যে মূল্যে বিক্রি হইয়া গিয়াছে তাহার চেয়ে দাম বেশি হইতে থাকে। কিন্তু হুযুর (সা) ক্রয়ের সময় কোন সাক্ষী নির্ধারণ করিয়াছিলেন না। এই সুযোগে বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডাকিয়া বলিল, ওহে! আপনি ঘোড়াটি ক্রয় করিলে করুন, না হয় আমি অন্যের নিকট বিক্রয় করিব। ইহা শুনিয়াই রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ান এবং বলেন, তুমি তো ঘোড়াটি আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। সুতরাং আবার কি বলিতেছ? বেদুঈন তখন বলিল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নিকট বিক্রয় করি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হাঁ, তুমি আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই অবস্থা দেখিয়া লোকজন এ-কথা ও-কথা বলিতে থাকে। তখন বেদুঈন বলে যে, আপনার নিকট বিক্রয় করিয়া থাকিলে তাহার সাক্ষী আনুন। মুসলমানগণ আসিয়া বেদুঈনকে বলিতে থাকে, ওরে হতভাগা। তিনি তো আল্লাহর রাসূল, তাহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া মিথ্যা নিসৃত হয় না। ইতিমধ্যে খুযাইমা (রা) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ও বেদুঈনের মধ্যকার ঘটনা শোনেন। কিন্তু বেদুঈনের একই কথা যে, আপনি সাক্ষী আনুন। এই কথা শুনিয়া খুযায়মা (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এই ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়াছ। রাসূলুল্লাহ (সা) খুযায়মার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, তুমি কি করিয়া সাক্ষ্য দিলে? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সত্যবাদিতার উপর আমি সাক্ষ্য দিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) খুযায়মার সাক্ষীকে দুইজন সাক্ষীর মর্যাদা দান করেন। শুআইবের হাদীসে আবূ দাউদ (র) এবং মুহাম্মদ ইব্ন ওলীদ যুবায়দীর রিওয়ায়েতে নাসায়ী (র) এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহারা যুহরীর (র) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

সার কথা হইল, বিশেষ সাবধানতার জন্যেই সাক্ষী রাখা উচিত।

তবে আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, শা'বী, ফিরাস, শু'বা ও মুআয ইব্ন মাআয আম্বরীর সূত্রে হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে এবং আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দু'আ করিবে, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের দু'আ কবুল করিবেন না। এক. সেই ব্যক্তি যাহার বন্ধনে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী রহিয়াছে, অথচ সে তহাকে তালাক দেয় না। দুই. সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমের মাল তাহার বয়প্রাপ্তির পূর্বেই তাহাকে সমর্পণ করে। তিন. সেই ব্যক্তি যে কাহাকেও ঋণ দেয়, কিন্তু কোন সাক্ষী রাখে না। এই হাদীসটির সনদসমূহ সম্পর্কে হাকাম (র) বলেন, সহীহদ্বয়ের শর্তেও ইহা শুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত। কারণ শু'বার (র) শিষ্যগণ এই হাদীসটিকে আবূ মূসা আশআরীর (রা) উপর 'মাওকূফ' করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা

সর্বসম্মতরূপে সাব্যস্ত যে, ثَلاثَةٌ يُؤْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ হাদীসটি শু'বা হইতে ধারাবাহিকভাবে পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلاَشَهِيْدٌ (উহার লেখক ও সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না!) হাসান ও কাতাদা প্রমুখ বলেন ঃ

এই আয়াতাংশের ভাবার্থ হইল, লেখকের লেখার মধ্যে হেরফের করা এবং সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের প্রাক্কালে মূল ঘটনাকে বিকৃত করিয়া বলা অথবা সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই গোপন করিয়া ফেলা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল, ইহার দ্বারা লেখক ও সাক্ষ্য দানকারীদের কাহারো ক্ষতি না করা।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ, সুফিয়ান, হুসাইন ওরফে ইব্ন হাফস, উসাইদ ইব্ন আসিম ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের জবাবে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

কোন ব্যক্তি যদি কাহাকেও লেখার জন্য এবং সাক্ষ্যদানের জন্য বলে আর যদি সে কোন কাজে লিপ্ত থাকে, তখন এই বলিয়া তাহাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাদর কাজের ক্ষতি করা যাইবে না যে, ইহা ওয়াজিব। ইকরামা, মুজাহিদ, তাউস, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যিহাক, আতীয়া, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, রবীআ ইব্ন আনাস ও সুদ্দী (র) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ (যদি তোমরা এইরূপ কর তবে তাহা তোমাদের পক্ষে পাপের কাজ।) অর্থাৎ আমি যাহা করিতে নিষেধ করি তাহা করা এবং যাহা করিতে আদেশ করি তাহা অমান্য করা- তোমাদের জন্য পাপ ও অন্যায়। বস্তুত তোমাদের কর্তব্য হইল আমার নির্ধারিত সীমা রক্ষা করা ও পাপাচারে লিপ্ত না হওয়া।

পরিশেষে বলা হইতেছেঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় কর।) অর্থাৎ প্রতিটি কাজে তাঁহার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা, তাহার আদেশ মান্য করা এবং নিষেধসমূহ বর্জন করা। وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ। 'তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দান করেন।' যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

অর্থাৎ (হে ঈমানদার সকল! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহা হইলে তোমাদেরকে দলীল প্রদান করা হইবে।) অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهِ.

অর্থাৎ (হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাহার রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখ। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে দ্বিগুণ করুণা দান করিবেন, যাহার ঔজ্জ্বল্যে তোমরা চলিতে থাকিবে)।

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ -(আর আল্লাহ সব কিছু জানেন)। অর্থাৎ কার্যসমূহের তাত্ত্বিক রহস্য এবং উহার উপকারিতা ও পরিণাম সম্পর্কে তিনি সর্বজ্ঞ। কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির অগোচরে নয়; বরং মহাবিশ্বে সব কিছুই তাঁহার জ্ঞানের অন্তর্গত।

(٢٨٣) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۖ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

২৮৩. "আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং লেখক না পাও, তাহা হইল বন্ধকী দ্রব্য হস্তগত রাখ। তবে যদি তোমরা পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখ, তাহা হইলে যাহাকে আস্থাবান ভাবা হইল, তাহার উচিত দেনা পরিশোধ করা এবং তাহার উচিত তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা। আর সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে ব্যক্তি উহা গোপন করিবে, তাহার অন্তর পাপাসক্ত। আর তোমরা যাহা কর তাহা আল্লাহ্ জানেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ (আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক।) অর্থাৎ প্রবাস কালে যদি তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ দিতে চাও। وَلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا (এবং তখন যদি কোন লেখক না পাও।) তোমাদের দলীল লিখিয়া দিবে এমন কোন লোক যদি না পাও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহার ভাবার্থে বলেন ঃ

লোক পাওয়া গেলেও যদি কাগজ অথবা দোয়াত কলম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখিবে অর্থাৎ বন্ধকী বস্তু ঋণদাতার অধিকারে রাখিবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ (তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত।) কেননা বন্ধকী বস্তু যেই পর্যন্ত ঋণদাতার অধিকারে না আসিবে, সেই পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে না। ইহা হইল ইমাম শাফেঈ (র) ও জমহুরের (র) মাযহাব। অন্য একদল ইহার দ্বারা দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, বন্ধকদাতার কাছেই বন্ধকী বস্তু থাকা জরুরী। ইমাম আহমদ (র) হইতেও ইহা রিওয়ায়েত করা হইয়াছে।

পরবর্তী মনীষীদের একটি দল এই আয়াতের ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, সফরের অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময় বন্ধক রাখা শরীআত সম্মত নয়। আর মুজাহিদ (র) প্রমুখ ইহা বলিয়াছেন।

সহীহ্দ্বয়ে আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাহার লৌহবর্মটি একজন ইয়াহুদীর নিকট তিন ওসাক যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। উক্ত যব তিনি তাহার পরিবারবর্গের জন্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন।' অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা তিনি মদীনার এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

শাফেঈর (র) রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ শাহাম নামক এক ইয়াহুদীর নিকট তিনি উহা বন্ধক রাখিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ইসলামী বিধানের বড় বড় কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ (যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাহাকে বিশ্বাস করা হয়, তাহার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা।'

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে উত্তম সনদে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলিয়াছেন, এই আয়াতাংশটি দ্বারা ইহার পূর্বের বর্ণিত নির্দেশ রহিত হইয়া গিয়াছে।

শা'বী (র) বলেন ঃ

যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা থাকে, তাহা হইলে না লিখিলে বা সাক্ষী না রাখিলেও তাহাতে দোষ নাই। ইহার সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা বলেন وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ (এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা উচিত।) অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপিত ব্যক্তির আল্লাহকে ভর করা উচিত। সামুরা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ও কাতাদার রিওয়ায়েতে সুনান সংকলকগণ এবং ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন যে, সামুরা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহা তুমি গ্রহণ করিয়াছ তাহা তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত পরিশোধ না করিবে ততক্ষণ উহা হাতে থাকিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ (তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না।) অর্থাৎ সাক্ষ্য গোপন ও বেশকম না করা এবং উহা প্রকাশ করা হইতে বিরত না থাকা।

ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ উহার অর্থ হইল, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া এবং সাক্ষ্যকে গোপন না করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَاَمَّنْ يَكْتُمْهَا فَانَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ অর্থাৎ যে কেহ উহা গোপন করিবে তাহার অন্তর পাপপূর্ণ হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ তাহার আত্মা পাপাচারী। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছে ঃ

وَلاَنَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰ ثِمِيْنَ

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করি না এবং যদি আমরা এইরূপ করি তবে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاكُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَ قْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْ وَاِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا!

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, যদিও তাহা তোমাদের নিজেদের পিতামাতার এবং আত্মীয়জনের প্রতিকূল হয়। আর যদি সে ধনী হয় বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাহাদের অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া নাও বা এড়াইয়া চল, তবে মনে রাখিও, আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত। এই কথাই আল্লাহ এখানে এইভাবে বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে কেহ তাহা গোপন করিবে, তাহার অন্তর পাপপূর্ণ হইবে! তোমরা যাহা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত।

(٢٨٤) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

**২৮৪. "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহর জন্য। তোমরা তোমাদের অন্তরসমূহের যাহা কিছু প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহর সমীপে তোমাদের উহার হিসাব-নিকাশ হইবে। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন ও যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর অসীম ক্ষমতাবান।"**

**তাফসীর ঃ** এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন–আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সকল কিছুই আল্লাহর। উহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, সূক্ষ্ম ও সুপ্ত, ভিতর ও বাহির, এক কথায় সকল কিছুই তাঁহার কাছে সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান। তিনি আরও জানান–শীঘ্রই তাঁহার সমীপে তাঁহার বান্দাগণের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্যকলাপ ও ধ্যান-ধারণার হিসাব-নিকাশ হইবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"বল, যদি তোমাদের অন্তরে কিছু লুকাও কিংবা উহা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ উহা জানেন এবং তিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত সকল কিছুই জানেন। এবং আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" তেমনি অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

"আল্লাহ্ অন্তর্নিহিত ও লুকানো ব্যাপারে জানেন।"

মোটকথা এই ব্যাপারে এরূপ আরও বহু আয়াত রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক অন্তরের খবর জানা ও উহার হিসাব লওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করার ফলে সাহাবায়ে কিরাম খুবই আতঙ্কিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। বিশেষত গোপন ও প্রকাশ্য এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কাজ ও ধ্যান-ধারণার হিসাব দিতে হইবে ভাবিয়া তাহারা ভয়ে অস্থির হন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম, আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন–আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হইলে সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়াইয়া যান। তাহারা সকলে মিলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসিয়া নিবেদন করিলেন–হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য সালাত, সিয়াম,

জিহাদ, সাদকা ইত্যাকার যে সব বিধান নির্ধারিত হইয়াছে তাহা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী হইয়াছে। কিন্তু এই আয়াতে যে বিধান আসিয়াছে তাহা আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। তখন রাসূল (সা) বলিলেন–"তোমরা কি অতীতের উম্মতের মত বলিতে চাও ? তাহারা বলিত, শুনিলাম ও অমান্য করিলাম। তাই তোমরা বল, শুনিলাম ও মানিলাম, হে আমাদের পরোয়ারদেগার প্রভু; তোমারই কাছে ক্ষমার প্রত্যাশা আর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।" যখন তাহারা অনুরূপ বলিলেন, তখন উক্ত আয়াতের কড়াকড়ি বাতিল করিয়া আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ الخ

(কাহাকেও সামর্থ্যের বাহিরে বিধান দেওয়া হইবে না। যে ব্যক্তি যাহা উপার্জন করিবে তাহাকে ততটুকুর জন্যই দায়ী করা হইবে।)

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে 'আলার পিতা, আলা, রাওহ ইবনুল কাসিম ও ইয়াযীদ ইব্ন সরীর সূত্রে ইমাম মুসলিম এককভাবেও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন। উহাতে আরও আছে–তাহারা যখন (রাসূলুল্লাহর নির্দেশ মতে) কাজ করিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা কঠোর আয়াতটির হুকুম বাতিল করিয়া নাযিল করিলেনঃ لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا ...... رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا (হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদের ভুল বা ভ্রান্তি ধরিও না।) তিনি বলেন-হাঁ। رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا (হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদের উপর সেরূপ ভারি বোঝা চাপাইও না যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপাইয়াছ।) তিনি বলিলেন- হাঁ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِه ( হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সাধ্যাতীত কোন বোঝা চাপাইওনা।) তিনি বলিলেন- হাঁ। وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ। (আর আমাদের ধরিও না, আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমিই আমাদের মনিব। তাই আমাদিগকে কাফিরদের উপর বিজয়ী কর।) তিনি বলিলেন-হাঁ।

এই ব্যাপারে ইব্ন আব্বাসের হাদীস ঃ

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, সুফিয়ান, ওয়াকী ও ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ এই আয়াত যখন নাযিল হইল, তখন সাহাবাদের অন্তরে এমন এক ত্রাস সৃষ্টি হইল যাহা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। তখন রাসূল (সা) বলিলেন - তোমরা বল, শুনিলাম, মানিলাম ও আত্মসমর্পণ করিলাম। (তাহারা উহা বলিলে) আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরে সুদৃঢ় ঈমান সঞ্চার করেন। তখন তিনি নাযিল করেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ...... وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا ...................... فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ওয়াকী, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ কুরায়েব ও আবূ বকর ইব্ন শায়বার সূত্রে ইমাম মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি এইটুকু

বাড়াইয়া বর্ণনা করেন ঃ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا তিনি বলেন, আমি অবশ্যই করিয়াছি। رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا তিনি বলেন, আমি নিঃসন্দেহে করিয়াছি! رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِه তিনি বলেন, আমি অবশ্যই করিয়াছি। وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ.... الْكَافِرِيْنَ তিনি বলেন, অবশ্যই আমি করিয়াছে।

ভিন্ন সূত্রের বর্ণনা ঃ

মুজাহিদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে হামীদ আল আ'রাজ, মুআম্মার, আবদুর রায্যাক ও ইমাম আহমদ (র) বলেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ

আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম- হে আবূ আব্বাস! আমি ইব্ন উমরের (রা) কাছে ছিলাম। তিনি وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ আয়াতটি পড়িতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন ইব্ন আব্বাস বলিলেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার সংগে সংগে রাসূলুল্লাহর সাহাবাগণ ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। এমনকি অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা ধ্বংস হইয়াছি। আমরা আমাদের কথা ও কাজের জন্য পাকড়াও হইতে পারি; কিন্তু অন্তরের উপর তো আমাদের হাত নাই। তখন রাসূল (সা) বলিলেন- তোমরা বল, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا আমরা শুনিলাম এবং মানিলাম। তাহারা তাহাই বলিলেন। অতঃপর উক্ত আয়াতের হুকুম বাতিলের জন্যে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ হইতে وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ পর্যন্ত আয়াত নাযিল হইল। ফলে অন্তরের কথা বাদ দিয়া শুধু বাহ্যিক কার্যকলাপের জন্য পাকড়াও হবার বিধান প্রদত্ত হইল।

অপর একটি সূত্র ঃ

সাঈদ ইব্ন মুর্জানা হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন শিহাব, ইউনুস ইব্ন ইয়াযিদ, ইব্ন জারীর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ মুজাহিদ (র) বলেন যে, আমি ইব্ন উমরের সংগে বসা ছিলাম। তখন তিনি لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ হইতে فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলেন- আল্লাহর কসম! যদি এই আয়াত অনুযায়ী আমরা পাকড়াও হই, তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যাইব। এই বলিয়া ইব্ন উমর কান্নায় ভাংগিয়া পড়িলেন। তখন আমি সেখান হইতে উঠিয়া ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে আসি এবং তাহার কাছে ইব্ন উমরের বক্তব্য ও তাহার ক্রন্দনের কথা বর্ণনা করি। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ আবদুর রহমানকে আল্লাহ ক্ষমা করুন, আমার জীবনের কসম! এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সকল মুসলমানেরই আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের অবস্থা দেখা দিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا হইতে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-ফলে মনের ওয়াসওয়াসা মুসলমানের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে বিধায় উহার বিচার হইবে না; বিচার হইবে তাহাদের কথা ও কাজের।

অপর সূত্র ঃ

সালিম হইতে পর্যায়ক্রমে যুহরী, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ইসহাক, মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, সালিম বলেন ঃ তাহার পিতা وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِى

اَنْفُسِكُمْ الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনা যখন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছ পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন- আল্লাহ তা'আলা আবূ আবদুর রহমানকে রহম করুন। এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহর সাহাবাগণ যাহা করিয়াছেন সেও তাহাই করিল। অতঃপর এই আয়াত মানসূখ হইয়া পরবর্তী এই আয়াত আসিল ঃ لاَ يُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে এই বর্ণনাগুলি পাওয়া গিয়াছে। ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে প্রাপ্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে।

জনৈক সাহাবী হইতে পর্যায়ক্রমে মারোয়ানুল আসগর, খালিদ আস সফা, শু'বা, রাওহ, ইসহাক ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা)-কে وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ الخ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন - পরবর্তী আয়াত দ্বারা উক্ত আয়াত মানসূখ হইয়াছে।

হযরত আলী (রা) ইব্‌ন মাসউদ (রা), কাআব ইবনুল আহবার, শা'বী, নাখঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল-কারযী, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর ও কাতাদাও বলেন যে, পরবর্তী আয়াত আসিয়া উক্ত আয়াত মানসূখ করিয়াছে।

তাহা ছাড়া আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে যিরারা ইব্‌ন আবূ আওফা ও কাতাদার সূত্রে একদল হাদীসবেত্তা তাহাদের সুনানে উদ্ধৃত করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার ও আমার উম্মতের অন্তরে লুক্কায়িত কথা ক্ষমা করিয়াছেন এবং মুখের কথা ও কাজের হিসাব নিবেন।

সহীহ্‌দ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আ'রাজ, আবূয যিনাদ ও সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, যখন আমার বান্দা কোন পাপের ইচ্ছা পোষণ করে, তখন তাহা লিখিওনা। অতঃপর যখন তাহা কার্যকরী করে, তখন সেই পাপটি লিখ। পক্ষান্তরে যখন সে কোন পুণ্য করার ইচ্ছা করে, কিন্তু যদি তাহা কার্যকারী নাও করে, তথাপি একটি পুণ্য লিখ। অতঃপর যদি সে তাহারকার্যকরী করে, তাহা হইলে দশটি পুণ্য লিখ।

মুসলিম শরীফে এককভাবে এই বর্ণনাটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল আলার পিতা, আলা ও ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন- আমার বান্দা যখন কোন পুণ্যের মনোভাব গ্রহণ করে, তখন আমি তাহার জন্য একটি পুণ্য পর্যন্ত লিখি। অতঃপর যখন সে তাহা কার্যকরী করে, তখন তাহার দশটি পুণ্য হইতে সাতশ পুণ্য পর্যন্ত লিখি। পক্ষান্তরে যদি সে কোন পাপ কার্যের ইচ্ছা পোষণ করে, তাহা হইলে আমি তাহা লিখি না। অতঃপর যখন সে তাহা কার্যকরী করে, তখন তাহার একটি পাপই লিখি।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হুমাম ইব্‌ন মুনীহ, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন - যখন আমার বান্দা মনে মনে একটি পুণ্য কাজ করার কথা বলে, তখন আমি তাহার জন্য একটি পুণ্য লিখি। অতঃপর যখন সে উহা কার্যকরী করে, তখন তাহার জন্য অনুরূপ দশটি পুণ্য লিখি। পক্ষান্তরে যদি সে কোন পাপ কাজ করার কথা মনে মনে বলে, তাহা আমি উপেক্ষা করি ও লিখি না। অতঃপর যখন সে উহা কার্যকরী করে, তখন একটি পাপই লিখি।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ ফেরেশতারা বলেন, হে পরোয়ারদেগার, তোমার বান্দা একটি পাপ কাজ করার অভিলাষী। অবশ্য তিনি নিজেই উহা অধিক দেখেন। তখন আল্লাহ বলেন, অপেক্ষা কর। অতঃপর যদি সে উহা কার্যকরী করে, তাহা হইলে সেই পাপটিই লিখ। আর যদি সে পাপ অভিলাষটি বর্জন করে, তাহা হইলে তাহার জন্য একটি পুণ্য লিখ।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ যখন কেহ ইসলামের কাজগুলি সুন্দরভাবে করে, তখন তাহার প্রত্যেকটি পুণ্য কাজের জন্য অনুরূপ দশটি হইতে সাতশত পুণ্য লিখা হয়। পক্ষান্তরে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাপের জন্য একটি পাপই লিখা হইবে।

মুসলিম শরীফে এককভাবে আবদুর রাযযাক হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উহার কিছু বর্ণনা বুখারী শরীফেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন সিরীন, হিশাম, খালিদ আল আহমার ও আবূ কুরায়েব বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি পুণ্য কাজের ইচ্ছা করিল, কিন্তু কার্যকরী করিতে বিরত হইল, তাহার জন্য একটি পুণ্য লিখা হইবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি একটি পুণ্য কাজের ইচ্ছা করিল এবং উহা কার্যকরীও করিল, তাহার জন্য দশটি হইতে সাতশত পুণ্য পর্যন্ত লেখা হইবে। আর যদি সে কোন পাপের ইচ্ছা করে, কিন্তু কার্যকরী না করে, তাহার জন্য উহা লেখা হইবে না। তবে যদি সে উহা কার্যকরী করে তাহা হইলে লেখা হইবে। এই বর্ণনাটি ইমাম মুসলিম একাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্য কোন হাদীসবেত্তা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

মুসলিম শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ রিজা আল আত্তারদী, আল জাআদ আবূ উছমান, আবদুল ওয়ারিছ ও শায়বান ইব্‌ন ফারূখ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পাপ ও পুণ্য লিখেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন পুণ্য কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু উহা কার্যকরী না করে, তাহার জন্য সেই পুণ্যটি পরিপূর্ণরূপেই লেখা হয়। অতঃপর যদি সে উহার ইচ্ছা করার পর কার্যকরীও করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য দশটি হইতে সাতশত এমনকি উহা হইতেও বহুগুণ বেশি লিপিবদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা কার্যকরী না করে তাহা হইলে একটি পাপই লিখেন।

সহীহ মুসলিমে আবদুর রায্যাকের হাদীসের অনুরূপ অপর একটি বর্ণনা আল জাআদ আবূ উছমান হইতে পর্যায়ক্রমে জাফর ইব্‌ন সুলায়মান ও ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়ার সনদে উদ্ধৃত

হইয়াছে। উহাতে ومحاها الله ولا يهلك على الله الا هالك বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উহা বিলুপ্ত করিয়াছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ধ্বংসকারীর ধ্বংস করার ক্ষমতা নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সোহায়লের পিতা ও সোহায়ল বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা)-এর একজন সাহাবী আসিলে জনগণ তাহাকে প্রশ্ন করিল, আমাদের অন্তরে এমন ভয়ানক কথাও জাগে, যাহা কেহ মুখে বলিতে পারেনা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই কি তাহা তোমাদের হয় ? তাহারা জবাব দিল-হাঁ। তিনি বলিলেন -ইহা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। বর্ণনাটি সহীহ মূসলিমের। মুসলিম শরীফে রাসূল (সা) হইতে আবূ হুরায়রার (রা) সূত্রে পর্যায়ক্রমে আবূ সালেহ ও আ'মাশ অনুরূপ বর্ণনা করেন।

মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ হইতে পর্যায়ক্রমে আলকামা, ইব্রাহীম ও মুগীরা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-কে মনের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন- ইহা ঈমানের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

এই আয়াতটি মানসূখ হয় নাই। কিয়ামতের দিন যখন সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করা হইবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমাদের অন্তরের যেসব কথা ফেরেশতাও জানে নাই, আমি তাহা তোমাদিগকে জানাইতেছি। ঈমানদারগণকে তাহা জানানো হইবে এবং তাহাদের অন্তরের কথার অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। এইজন্যই আল্লাহ বলিয়াছেন- আল্লাহর সমীপে সেই ব্যাপারে তোমাদের হিসাব নিকাশ হইবে। পক্ষান্তরে সন্দিগ্ধ মুনাফিকগণের অন্তরে লুকানো মিথ্যাসমূহ তাহাদিগকে জানানো হইবে এবং তাহাদিগকে সেই ব্যাপারে পাকড়াও করা হইবে। তাই আল্লাহ বলেন, অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করা হইবে এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেওয়া হইবে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

অর্থাৎ তিনি তোমাদের অন্তরের উপার্জনের জন্য পাকড়াও করিবেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, তোমাদের নিফাক ও সংশয়ের ব্যাপারে তোমাদিগকে পাহড়াও করা হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও যিহাকও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। যিহাক ও মুজাহিদ হইতে ইব্ন জারীরও বর্ণনা করেন।

হাসান বসরী হইতে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ আয়াতটি মুহকাম ও উহা মানসূখ হয় নাই। ইব্ন জারীর এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। তাঁহার দলীল হইল এই যে, হিসাব নেওয়া দ্বারা শাস্তি দান করা অপরিহার্য নহে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হিসাব নিয়া যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। এই আয়াত প্রসংগে বর্ণিত এক হাদীসেও তাহা বুঝা যায়। যেমন ঃ

সাঈদ ইব্ন হিশাম হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ আদী ও ইব্ন বিশার এবং ইব্ন হিশাম হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আলীয়া ও ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম এবং উভয় বর্ণনাকারী সাফোয়ান ইব্ন মিহরান হইতে কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সাফোয়ান ইব্ন মিহরান বলেন ঃ

আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের সহিত বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিতেছিলাম। তাঁহার তাওয়াফকালেই এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আরয করিল, হে ইব্ন উমর! রাসূল (সা) গোপন পরামর্শ সম্পর্কে কি বলিয়াছেন তাহা কি শোনেন নাই ? তিনি বলিলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, এক মু'মিন যখন আল্লাহর নিকটবর্তী হইবে, তখন তিনি তাহার কাঁধে হাত রাখিলে সে তাহার পাপসমূহ স্বীকার করিবে। তিনি গোপনে প্রশ্ন করিবেন, তুমি কি এই ঘটনা জান ? তখন সে বলিবে, জানি। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা এই ব্যাপার চলিবে। অবশেষে তিনি বলিবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার দোষ গোপন করিয়াছি এবং আজ তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তখন তাহাকে পুণ্য কিংবা ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকগণকে প্রকাশ্যে ডাকা হইবে (ও প্রকাশ্যে হিসাব নেওয়া হইবে)। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلاَ لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ এই লোকগণই তাহাদের প্রভুকে মিথ্যা বলিয়াছিল। জানিয়া রাখ, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত রহিয়াছে।

কাতাদা হইতে বিভিন্ন সূত্রে সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

যায়দ হইতে পর্যায়ক্রমে আলী ইব্ন যায়দ, হাম্মাদ ইব্ন সালামা, সুলায়মান ইব্ন হরব, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ এই আয়াত সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, এখন পর্যন্ত আমাকে কেহ এই ব্যাপারে প্রশ্ন করে নাই। আমি এই ব্যাপারে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। অতঃপর তিনি বলেন, ইহা বান্দার সহিত আল্লাহর লেন-দেনের কারবার। ঈমানদার বান্দা অগ্নি, ধ্বংস ও বিপর্যয়যোগ্য হইয়া দুঃখকষ্ট করিবে এবং প্রভু তাহাদের ক্ষমা করিয়া দিয়া পাপমুক্ত করিবেন। হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে ইব্ন জারীর ও ইমাম তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। এই সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

আমি বলিতেছি- এই সূত্রের মূল বর্ণনাকারী আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদাআন গরীব হাদীসই বর্ণনা করেন। এই হাদীস তিনি তাহার পিতার অন্যতম পত্নী উম্মে মুহাম্মদ উমাইয়ার বরাতে আবদুল্লাহর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীস কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

(٢٨٥) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

(٢٨٦) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۫ وَاغْفِرْ لَنَا ۫ وَارْحَمْنَا ۫ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৮৫. "রাসূল তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার প্রতি অবতীর্ণ বস্তুর উপর ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও। তাহারা সকলেই আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ ও কিতাবসমূহ ও তাহার রাসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে। (তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করি না। তাহারা আরও বলে, আমরা শুনিলাম ও মানিয়া নিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার ক্ষমার প্রত্যাশী এবং তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।"

২৮৬. "আল্লাহ কাহারো ক্ষমতার বাহিরে বোঝা চাপান না। সে তাহাই পাইবে যাহা সে উপার্জন করিবে এবং উপার্জিত বোঝাই তাহার উপর আরোপিত হইবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ বোঝা চাপাইয়াছিলে আমাদের উপর সেরূপ বোঝা চাপাইও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা সেই বোঝা বহন করাইও না যাহা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে। আর আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদিগকে মার্জনা কর ও আমাদিগকে দয়া কর। অনন্তর আমাদিগকে কাফিরদের মোকাবেলায় সাহায্য কর।"

### প্রথম হাদীস

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন মাসউদ (রা), আবদুর রহমান, ইব্রাহীম, সুলায়মান, মনসূর, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই আয়াত দুইটি পাঠ করিল।

রাসূল (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন মাসউদ (রা), আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ, ইব্রাহীম, মনসুর, সুফিয়ান ও আবূ নঈম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে বাকারার শেষ আয়াত দুইটি পাঠ করিল, উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইল।

অন্যরা সুলায়মান ইব্ন মিহরান আল আমাশের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। সহীহ্দ্বয়ে এই বর্ণনাটি আবদুর রহমান, ইব্রাহীম, মনসুর ও সাওরীর সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

সহীহ্দ্বয়ে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আলকামা ও আবদুর রহমানের সনদেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি একবার ইব্ন মাসউদের সাথে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। আহমদ ইব্ন হাম্বলও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

নবী কীরম (সা) হইতে ইব্ন মাসউদ (রা), আলকামা, মুসাইয়েব ইব্ন রসফ, আসিম, শরীক ও ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করিবে উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে।

## দ্বিতীয় হাদীস

আবূ যর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মারূর ইব্ন সুয়াইদ, খারাশ ইবনুল হার, রবঈ, মনসূর, শায়বান, হুসাইন ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ আরশের নিচের ভাণ্ডার হইতে আমাকে সূরা বাকারার শেষাংশ প্রদান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে ইহা দেওয়া হয় নাই।

আবূ যর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে যায়দ ইব্ন যাবিয়ান, রবঈ, মনসূর, সাওরী, আশজাদ ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আরশের নিচের খনি হইতে আমাকে সূরা বাকারার শেষাংশ প্রদান করা হইয়াছে।

## তৃতীয় হাদীস

আবদুল্লাহ হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রা, তালহা, যুবায়র-ইব্ন আদী, মালেক ইব্ন মুগাওয়াল, তমীর,আবদুল্লাহ ইব্ন তমীর, যুবায়র, উসামা, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বলেন ঃ

মি'রাজের রাত্রে যখন নবী করীম (সা) সপ্তম আকাশে অবস্থিত সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌছিলেন - যেখানে নিম্ন জগত ও উর্ধ্ব জগত আসিয়া মিলিত ও সমাপ্ত হইয়াছে, তখন সিদরাতুল মুন্তাহাকে যাহা আচ্ছাদন করার তিনি আচ্ছাদন করিলেন। উহার সমতল স্বর্ণের তৈরী। রাসূল (সা)-কে তখন তিনটি জিনিস দেওয়া হইল- পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষাংশ ও তাঁহার উম্মতের যাহারা শির্ক করে নাই, তাহাদের ক্ষমার সুসংবাদ।

## চতুর্থ হাদীস

উকবা ইব্ন আমের আল-জুহনী হইতে পর্যায়ক্রমে মারদাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল ইয়ামানী, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, সালমা ইবনুল ফযল, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আর রাযী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুইটি পাঠ কর। অবশ্যই আমাকে উহা আরশের নিচে অবস্থিত ভাণ্ডার হইতে প্রদান করা হইয়ছে। এই সদনটি উত্তম। তবে উহা কোন সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।

## পঞ্চম হাদীস

হুযায়ফা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে রবঈ, আবূ মালেক, ইব্ন আওয়ানা, মারওয়ান, ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আল হরবী, আহমাদ ইব্ন কাসিম ও ইব্ন মারদুরিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূল

(সা) বলেন ঃ তিনটি বস্তু দ্বারা আমাদিগকে মানব জাতির ভিতর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, আমাকে আরশের নিচের রত্ন ভাণ্ডার হইতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত কয়টি প্রদান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে অন্য কাহাকেও ইহা দেওয়া হয় নাই এবং আমার পরেও ইহা কাহাকেও দেওয়া হইবে না। হুযায়ফা (রা) হইতে রবঈর সূত্রে নঈম ইব্ন আবূ হিন্দাও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

### ষষ্ঠ হাদীস

আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হারিছ, আবূ ইসহাক, মালিক ইব্ন মুগাওয়ালা, জা'ফর ইব্ন আওন, মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম ইব্ন বুযায়আ, ইসমাঈল ইবনুল ফযল, আবদুল বাকী ইব্ন নাফে ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ কোন জ্ঞানী মুসলমানকে দেখি নাই যে, তিনি রাত্রিকালে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষাংশ না পড়িয়া ঘুমান। কারণ, তোমাদের নবী (সা)-কে উহা আরশের নিচের খনি হইতে প্রদান করা হইয়াছে।

আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল মুখারেকী, উমায়ের ইব্ন আমর, আবূ ইসহাক, ইসরাইল ও ওয়াকী তাহার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণকারী কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখি নাই যে, তিনি রাত্রিকালে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষাংশ না পড়িয়া নিদ্রা যান। কারণ উহা আরশের নিচের প্রকোষ্ঠ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

### সপ্তম হাদীস

নুমান ইবনে বশীর হইতে পর্যয়ক্রমে আবুল আশআছ আল-সুনআনী, আবূ কুলাবা, আশআছ ইব্ন আবদুর রহমান আল হরমী, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, আবদুর রহমান মাহদী, বিন্দার ও আবূ ঈসা আত্ তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে একখানি গ্রন্থ লিখেন। উহা হইতে দুইটি আয়াত সূরা বাকারার শেষভাগে নাযিল করেন। পর পর তিনরাত্রি যে ঘরে সেই আয়াত দুইটি পড়া হয়না, সেই ঘরে শয়তান ঠাঁই নেয়। ইমাম তিরমিযী বলেন- হাদীসটি গরীব। হাকেম তাঁহার মুস্তাদরাকে হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন - ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

### অষ্টম হাদীস

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, ইউসুফ ইব্ন আবুল হুজ্জাজ, ইব্ন মরিয়ম, ইসমাঈল ইব্ন আমর, আল হাসান ইবনুল জুহাম, আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মাদীন ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন সূরা বাকারার শেষাংশ ও আয়াতুল কুরসী পড়িতেন, তখন হাস্যোজ্জ্বল হইতেন। তিনি বলিতেন-এইগুলি করুণাময়ের আরশের নিচের খনি হইতে প্রদত্ত। পক্ষান্তরে যখন وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِه কিংবা وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى কিংবা وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى পড়িতেন, তখন বিচলিত ও গম্ভীর হইতেন।

### নবম হাদীস

মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মালীহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ হামীদ, মক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন বকর, আহমদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন হামযা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কূফী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ আমাকে আরশের নিচ হইতে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষাংশ দেওয়া হইয়াছে। মুফাস্‌সাল সূরা আমার প্রতি বাড়তি দান।

### দশম হাদীস

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের আবদুল্লাহ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা)-এর কাছে জিব্‌রাঈল (আ) বসা ছিলেন। হঠাৎ উর্ধ্বলোকে একটি শব্দ হওয়ায় জিব্‌রাঈল (আ) উপরের দিকে তাকাইলেন। অতঃপর বলিলেন, এখন আকাশের সেই দরজাটি খোলা হইল যাহা পূর্বে কখনও খোলা হয় নাই। তখন সেখান হইতে একজন ফেরেশতা অবতরণ করিলেন এবং নবী করীম (স) আগাইয়া আসিলেন। তখন সেই ফেরেশতা তাহাকে বলিলেন - আপনাকে প্রদত্ত দুইটি নূরের আমি সংবাদ দিতেছি। এই দুইটি আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। তাহা হইল ফাতিহাতুল কিতাব ও সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনাকে দেওয়ার আগে কখনও আপনি ইহার কোন হরফ পড়েন নাই। মুসলিম ও নাসয়ীতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ অর্থাৎ রাসূল তাহার প্রতিপালকের তরফ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা মানিয়া নিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) সম্পর্কে সংবাদ দান করিলেন।

কাতাদা হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, ইয়াযীদ, বাশার ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, রাসূল (সা)-এর নিকট যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি বলেন, তাহার উপর হক হইতেছে ঈমান আনা।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, আবূ আকীল, খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহয়া, মুআজ ইব্‌ন নাজদাহ আল কারশী ও আবূ নযর ফকীহ্‌র সনদে হাকেম তাহার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন এই আয়াত নাযিল হইল তখন নবী (সা) বলিলেন যে, তাহার জন্য ঈমান রাখা এখন হক হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হাকেম বলেন সনদটি বিশুদ্ধ বটে। কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

আল্লাহ তা'আলার বাণীর وَالْمُؤْمِنُوْنَ পদটি (এবং মু'মিনগণ) রাসূল শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। অতঃপর সকলের মিলিত অবস্থার সংবাদ দান করা হইয়াছে। তাই তিনি বলেন ঃ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

অর্থাৎ তাহাদের সকলেই আল্লাহ, তাহার ফেরেশতাগণ, তাহার কিতাবসমূহ ও তাহার রাসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে। (তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করি না।

তাই মু'মিনগণ একক, স্বয়ম্ভর, লা-শরীক প্রতিপালক প্রভু আল্লাহর উপর ঈমান আনে। তেমনি সকল নবী-রাসূল এবং বান্দার জন্যে নবী-রাসূলের কাছে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবকে তাহারা সত্য বলিয়া মানে। তাহারা নবী-রাসূলগণের কাহাকেও পৃথক দৃষ্টিতে দেখে না। একজনকে মানিয়া অন্য কাহাকেও অমান্য করে না। তাহাদের নিকট সকলেই সত্যবাদী, পবিত্রতাকারী, সত্যপথের দিশারী, কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী। যদিও আল্লাহর মর্জী মোতাবেক তাহাদের একজনের শরীআত আসিয়া অপর জনের শরীআত বাতিল করিয়াছে (তাহা ভিন্ন কথা)। শেষ নবীর এই শরীআত কিয়ামত পর্যন্ত চলিবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাহার উম্মতের একটি দল এই সত্যের উপর অবিচল থাকিবে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ তাহারা বলে, হে প্রভু, আমরা তোমার কালাম শুনিয়াছি, উহা বুঝিয়াছি, উহার উপর স্থির রহিয়াছি ও সেই অনুসারে আমল করিতেছি।

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا অর্থাৎ হে প্রভু! তোমার ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আতা ইবনুল মুসাইয়েব, ইব্‌ন ফযল, আলী ইব্‌ন হরব মোসেলী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের اٰمَنَ الرَّسُوْلُ..............غُفْرَانَكَ অংশ সম্পর্কে বলেন- তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছ। وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের দিনের আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ।

জাবির হইতে পর্যায়ক্রমে হাকীম, সিনান জারীর, ইব্‌ন হামীদ ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর উপর যখন اٰمَنَ الرَّسُوْلُ .......وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন জিব্‌রাঈল (আ) বলেন - আল্লাহ তা'আলা আপনার ও আপনার উম্মতের বেশ প্রশংসা করিয়াছেন।

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا অর্থাৎ কাহাকেও তাহার শক্তির বাহিরে কোন বিধান দেওয়া হইবে না। ইহা নিঃসন্দেহে বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও মহানুভবতা বৈ নহে। এই আয়াত পূর্ববর্তী وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ আয়াত বাতিল করিয়াছে। কারণ, উহা অবতীর্ণ হওয়ার পর পর সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। ফলে উহার হিসাব-নিকাশ হইলেও উহার জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে না। মোটকথা, যাহার উপর বান্দার নিয়ন্ত্রণ নাই, তাহার জন্য বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। উহা হইল মনের ওয়াসওয়াসা ও জল্পনা-কল্পনা। উহার উপর মানুষের দায়-দায়িত্ব থাকে না। অবশ্য ঈমানের ত্রুটি হইতেই খারাপ ওয়াসওয়াসার সূত্রপাত হয়।

আল্লাহ পাকের কালাম ঃ لَهَا مَاكَسَبَتْ অর্থাৎ কল্যাণকর কাজ। وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ অর্থাৎ খারাপ কাজ। এই কাজগুলিই হিসাব-নিকাশের আওতায় আসিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাগণের শিক্ষাদাতা হিসাবে তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন ঃ

رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا (হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদের ভুল-ক্রটি ধরিও না)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এইরূপ প্রার্থনা তিনি কবূল করেন। উক্ত প্রার্থনার তাৎপর্য হইল এই যে, আমি যদি ভুলক্রমে কোন ফরয তরক করি কিংবা হারাম কাজ করিয়া-ফেলি কিংবা অজ্ঞতার কারণে ঠিক মনে করিয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বেঠিক কোন কাজ করি, তাহা ক্ষমা করিয়া দাও।

ইমাম মুসলিমের হাদীসে দেখা গিয়াছে, এই প্রার্থনায় আল্লাহ তা'আলা ইতিবাচক জবাব দিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসেও তাহাই দেখা যায়।

ইব্ন মাজা তাহার সুনাম ও ইব্ন হাব্বান তাহার সহীহ্ সংকলনে আতার সূত্রে আবূ আমর আল আওযাঈ হইতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন মাজা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এবং তিবরানী ও ইব্ন হাব্বান ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উবায়েদ ইব্ন উমায়ের ও আতার সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন—আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে ভুল-ক্রটি ও নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ব্যাপারের দায়দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও আবূ হাতিম অন্য একটি সূত্রেও ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে উম্মে আবূ দারদা (রা), শাহর, আবূ বকর আল হাযলী, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তিনটি ব্যাপার হইতে আমার উম্মতকে মুক্তি দিয়াছেন। ভুল-ক্রটি ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ব্যাপার।

আবূ বকর বলেন—আমি হাসানের নিকট ইহা বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, তুমি কি এই আয়াত লক্ষ্য কর নাই, যাহা আমরা সর্বদা পাঠ করি ঃ

رَبَّنَا لاَتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমরা যে সব ভুল-ক্রটি করি তাহা ধরিও না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا অর্থাৎ সাধ্যাতীত কোন বিধান আমাদের উপর চাপাইও না। অতীতের উম্মতকে যেভাবে ক্ষুৎপিপাসা ও নানা বাধ্যবাধকতার পরীক্ষায় ফেলিয়াছ, তেমনি আমাদিগকে ফেলিও না। কারণ, তোমার নবী মুহাম্মদকে রহমতের নবী করিয়া পাঠাইয়াছ। তাহার দীনকে দীনে হানীফ ও সহজ দীন করিয়াছ। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা উক্ত মুনাজাতের জবাবে সম্মতিসূচক হাঁ বলিয়াছেন।"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলেন-আমি অবশ্যই করিয়াছি।

তাহা ছাড়া বিভিন্ন সূত্রের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন—আমি সরল-সহজ দীনে হানীফ নিয়া প্রেরিত হইয়াছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ অর্থাৎ দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের পরীক্ষায় আমাদিগকে নিপতিত করিও না।

আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসংগে মকহুল বলেন ঃ নিঃস্বতা কিংবা কামার্ততার মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করেন। এই প্রার্থনার জাবাবেও আল্লাহ ইতিবাচক সাড়া দেন। ইহা অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَاعْفُ عَنَّا অর্থাৎ তোমার ও আমাদের মধ্যকার ব্যাপারে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি তুমি জ্ঞাত রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা কর।

وَاغْفِرْلَنَا অর্থাৎ তোমার বান্দাদের ও আমাদের মধ্যকার ব্যাপারে যে সব ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যায়- অবিচার হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর।

وَارْحَمْنَا অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা কিছু ত্রুটি-বিচুতি ঘটিবে তাহা হইতে বাঁচার জন্য তোমার তৌফিক চাই। তুমি আমাদের ব্যাপার আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিও না।

তাই অনেকে বলেন-পাপী বান্দারা তিনটি জিনিসের মুখাপেক্ষী। এক, আল্লাহ পাক যেন তাঁহার ও বান্দার মধ্যকার ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরেন। দুই. বান্দার সহিত বান্দার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অপরাধ হইয়াছে তাহা যেন তিনি ঢাকিয়া দেন। তিন. তাহাকে যেন সার্বক্ষণিক হেফাযতে রাখা হয় যাহাতে সে কোন অন্যায় পদক্ষেপ না নিতে পারে। এই প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ পাক সম্মতি জানাইয়াছেন।

আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اَنْتَ مَوْلٰنَا অর্থাৎ তুমি আমাদের অভিভাবক, সাহায্যকারী এবং তোমার উপরেই আমাদের ভরসা ও তোমার সাহায্যই আমাদের একমাত্র কাম্য। তুমি ছাড়া আমাদের আশ্রয় নাই ও তোমার শক্তি ছাড়া আমাদের শক্তি নাই।

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ. অর্থাৎ যাহারা তোমার দীনের ব্যাপারে ঝগড়া করিতেছে, তোমার একত্বকে অস্বীকার করিতেছে, তোমার রাসূলকে অমান্য করিতেছে, তুমি ছাড়া অন্যদের বন্দেগী করিতেছে এবং তোমার কোন বান্দাকে তোমার শরীক করিতেছে, তাহাদের উপর বিজয়ী থাকার জন্য আমাদিগকে সাহায্য কর। এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য আমাদিগকে দান কর। এই প্রার্থনার জবাবেও আল্লাহ তা'আলা হাঁ বলিয়া সম্মতি জানাইয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত হইয়ছে।

আবূ ইসহাক হইতে পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান, আবূ নঈম, মুছান্না ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মুআয (রা) এই সূরার শেষাংশ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ পাঠ করার পর আমীন বলিতেন।

অপর এক ব্যক্তি হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইসহাক, সুফিয়ান ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূরা বাকারা শেষ করিয়া আমীন বলিতেন।

● সূরা বাকারার তাফসীর সমাপ্ত হইল ●

# সূরা আলে ইমরান

২০০ আয়াত ঃ ২০ রুকূ‘, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহর নামে

ইহা মাদানী সূরা। কারণ, এই সূরার প্রথম ৮৩টি আয়াত নাজরানের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই প্রতিনিধিদল আগমন করিয়াছিল হিজরী নবম সনে। ইহাতে ‘আয়াতে মুবাহালার’ ব্যাখ্যাও আলোচনা করা হইবে ইনশাআল্লাহ। সূরা বাকারার প্রারম্ভে সূরা বাকারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হইয়াছে।

(١) الٓمّٓ ۝

(٢) اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝

(٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝

(٤) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۬ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম, আল্লাহ্ মহান

২. তিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

৩. তিনিই সত্যসহ সেই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা তাহার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যতা স্বীকার করে।

৪. ইতিপূর্বে তিনিই তাওরাত এবং ইঞ্জীল অবতীর্ণ করিয়াছেন। (এই সমস্ত) মানুষের সত্যপথ প্রদর্শনকারী এবং তিনিই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

তাফসীর ঃ আয়াতুল কুরসীর তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে এক হাদীসে আলোচিত হইয়াছে যে, ইসমে আ'যম এই আয়াত এবং আয়াতুল কুরসীতে বিদ্যমান। সূরা বাকারার প্রারম্ভে الٓمّٓ। সম্বন্ধেও ইহা আলোচনা করা হইয়াছে। কাজেই এখানে ইহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ। এই আয়াতের তাফসীরও আয়াতুল কুরসীতে আলোচিত হইয়াছে।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর সত্য ও ন্যায় সহ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। বরং নিশ্চিত রূপেই ইহা আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ এবং ইহা তিনি তাঁহার জ্ঞানসহ অবতীর্ণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ফেরেশতাগণ সাক্ষী আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ —এই কুরআন উহার পূর্বেকার সমস্ত গ্রন্থের সত্যতার স্বীকৃতি দিতেছে। আর সেই সমস্ত গ্রন্থও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ দিয়াছে। কারণ, সেই সমস্ত গ্রন্থে এই নবীর আবির্ভাব এবং তাঁহার নিকট পবিত্র কিতাব তথা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ এই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনিই ইমরান পুত্র মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত এবং মরিয়ম-তনয় হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করিয়াছেন। هُدًى لِّلنَّاسِ —এই দুইটি গ্রন্থই সেই যুগের লোকদের জন্য সত্য ও ন্যায় পথের দিশারী ছিল। وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ —তিনিই ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহা সত্য ও ন্যায় পথ এবং অসত্য ও অন্যায় পথের পার্থক্য সৃষ্টিকারী। ইহার উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণসমূহ সকলের জন্যই যথেষ্ট। ইহাতে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কোন প্রকার শোবা-সন্দেহের অবকাশই নাই। হযরত কাতাদা এবং রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন যে, فُرْقَانَ এখানে কুরআন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দটি মূলধাতু। যেহেতু ইতিপূর্বে কুরআনের আলোচনা করা হইয়াছে, এই জন্যই এখানে فُرْقَانَ বলা হইয়াছে।

আবূ সালেহ বলেন ঃ فُرْقَانَ শব্দ দ্বারা এখানে তাওরাত উদ্দেশ্য। তবে তাহার এই কথা খুবই দুর্বল। কেননা, তাওরাতের আলোচনা ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ —যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে এবং বাতিলের দ্বারা হককে প্রত্যাখ্যান করে, কিয়ামতের দিন তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ —আল্লাহ পরাক্রান্ত ও পরাক্রমশালী। ذُوانْتِقَامٍ —যাহারা তাঁহার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে ও তাঁহার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা করে, তাহাদের অপকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তিনি সমর্থ।

(٥) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۝

(٦) هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট যমীন ও পৃথিবীর কোন বস্তুই গোপন নয়।

৬. তিনি মাতৃগর্ভে তোমাদিগকে যেভাবে ইচ্ছা আকৃতি দান করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি অশেষ পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি আসমান-যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ই উত্তমরূপে জানেন। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই গোপন নহে। তিনি তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেন। তিনি যেইভাবে ইচ্ছা ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতীত মা'বূদ নাই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবান। অতএব যখন তিনি একাই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা অন্য কাহারো ইবাদত করিবে কেন ? বরং তিনিই এককভাবে তোমাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তিনিই সমস্ত ইজ্জত-সম্ভ্রমের মালিক, তিনিই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। এখানে এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। শুধু ইঙ্গিত নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে জোর দেওয়া হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-ও আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনিও মহান আল্লাহর দরবারে অবনত মস্তকে সিজদা করিতেন। যেমন, বিশ্বের সমস্ত মানুষ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখিতে সুযোগ পাইয়া থাকে, তিনিও ঠিক তেমনিভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি মা'বূদ হইবেন কিরূপে ? অথচ হতভাগা নাসারাগণ তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা দিয়া তাঁহার ইবাদত করিতেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভে তিন-তিনটি অন্ধকারের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করাইয়া সৃষ্টি করেন।

(৭) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

(৮) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

(৯) رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

৭. "তিনিই তোমাদের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এইগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক, যাহাদের অন্তরে সত্য লংঘনের প্রবণতা রহিয়াছে, শুধু তাহারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যাহা রূপক তাহার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত ইহার ব্যাখ্যা কেহ জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, "আমরা ইহা বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"

**৮. হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।**

**৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।**

**তাফসীর ঃ** এখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যে এমন কিছু আয়াত রহিয়াছে, যাহা এতই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে, যে কাহারও পক্ষে উহার অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ। উহাতে কোন প্রকার জটিলতা নাই, কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বও নাই। আর কিছু আয়াত এমনও রহিয়াছে, যাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা খুব সহজ হয় না। এখন যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের সহিত মিলাইয়া লয় অর্থাৎ যে সমস্যার সমাধান যে আয়াতে পায় সেখান হইতেই তাহা গ্রহণ করে, তবেই সে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ত্যাগ করিয়া এমন আয়াতসমূহের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজ করে যাহাতে সে আরও সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে আটকাইয়া যায়, তাহার পক্ষে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান লওয়া সহজ হয় না। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত আয়াতকে أُمُّ الْكِتَٰبِ অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াত বলিয়াছেন, যাহাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নাই। অর্থাৎ তোমরা সুস্পষ্ট বিধানসমূহ পালন কর ও কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়িও না। আর যে সমস্ত আয়াত তোমার বুঝে আসে না, সেইগুলিকেও সুস্পষ্ট আয়াত হইতে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। তাহা ছাড়া কিছু আয়াত এমনও রহিয়াছে, যাহার একটি অর্থ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বটে, তবে তাহাতে অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান। অর্থাৎ ইহার শব্দ ও বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি হইতে তেমনটি বুঝা যায়, তাহা না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে এমন নয়। এই ক্ষেত্রে তোমরা অন্য কোন অর্থের পশ্চাতে ধাবিত হইও না।

مُحْكَمٌ ও مُتَشَابِهٌ সম্বন্ধে প্রাচীন মনীষীদের নিকট হইতে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন— যে সমস্ত আয়াত অন্যান্য আয়াতকে রহিত করে তাহাই মুহকামাত এবং এই সমস্ত আয়াতে থাকে হালাল-হারামসহ বিভিন্ন হুকুমের বর্ণনা, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের বিবরণ, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির বর্ণনা, বিভিন্ন কাজের নির্দেশ ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন ঃ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا —এই আয়াত এবং ইহার পরবর্তী আয়াতসমূহ মুহকাম। অনুরূপ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا এবং ইহার পরবর্তী তিনটি আয়াতও মুহকাম।

আবূ ফাখতা বলেন—প্রত্যেক সূরার শুরুতেই আয়াতে মুহকাম রহিয়াছে।

ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াসার বলেন ঃ বিভিন্ন নির্দেশ অর্থাৎ ফরয, হালাল, হারাম, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত মুহকাম।

সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর বলেন ঃ এইগুলিই মূল কিতাব। এইজন্যই বলা হয় যে, এইগুলি সমস্ত গ্রন্থেই বিদ্যমান। মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ এইজন্যই সকল ধর্মে ইহার স্বীকৃতি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে মুতাশাবাহাত সম্পর্কে বলা হয় যে, এইগুলি مَنْسُوْخٌ বা রহিত আয়াত। যে আয়াতকে অগ্রে কিংবা পশ্চাতে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং যে সমস্ত আয়াত দ্বারা উদাহরণ

দেওয়া হইয়াছে অথবা যে সমস্ত আয়াত দ্বারা শপথ করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত বিষয় শুধু বিশ্বাসযোগ্য, বাস্তবে বর্ণনীয় নয়, উহাই মুতাশাবিহাত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-ও তাহাই বলেন। মাকাতিল বলেন ঃ মুতাশাবাহাত হইল সূরার প্রারম্ভে বিচ্ছিন্ন বর্ণনাসমূহ।

মুজাহিদ বলেন ঃ মুতাশাবাহাত আয়াতের একটি অপরটিকে সত্যায়িত করে। যেমন অন্য স্থানে বলা হইয়াছে ঃ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ প্রসংগত এই কথাও বলা হইয়াছে যে, অভিন্ন পদ্ধতিতে যে সমস্ত বাণী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই مُتَشَابِهٌ এবং যেখানে পরস্পর বিরোধী দুইটি বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে তাহাই مَثَانِيْ যেমন বেহেশত ও দোযখের আলোচনা কিংবা সৎ ও অসতের আলোচনা ইত্যাদি। তবে এখানে مُتَشَابِهٌ অবশ্য مُحْكَمٌ আয়াতের বিপরীত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আমরা ইতিপূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাই যথার্থ। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসারও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এইগুলি আল্লাহ্র প্রমাণ। ইহাতে বান্দার মুক্তির উপায় বিদ্যমান, তাহাদের বিবাদ-বিসংবাদের ফায়সালা ও বাতিলের প্রতিবিধান। যে উদ্দেশ্যে এই সমস্ত আয়াত গঠন করা হইয়াছে তাহা হইতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইগুলির অর্থ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন, তাহাতে কোন হেরফের করা চলে না এবং তাহাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত দ্বারা বান্দার ঈমানের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। যেমন তিনি হালাল-হারাম দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই এই সমস্ত আয়াত কাহাকেও সত্য ও ন্যায় হইতে বিমুখ করিয়া অন্যায় ও অসত্যের প্রতি ধাবিত করে না।

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ

অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে ও যাহারা সত্যবিমুখ, তাহারাই কেবল আয়াতে মুতাশাবাহ দ্বারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে প্রয়াস প্রায়। শাব্দিক মতবিরোধ দ্বারাই তাহারা এই ঘৃণ্য তৎপরতা চালাইতে সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। কেননা, মুহকাম আয়াতসমূহ দ্বারা তাহাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। যেহেতু মুহকাম আয়াতসমূহের শব্দগুলি সুস্পষ্ট ও খুবই উজ্জ্বল, তাই তাহাতে তাহারা বেশ-কম করিতে পারে না এবং তাহা দ্বারা তাহাদের অসৎ প্রমাণ সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইল ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। ইহা দ্বারা তাহারা তাহাদের অনুসারীগণকে বিভ্রান্ত করিতে সুযোগ পায় এবং নিজেদের ঘৃণ্য বিদআতসমূহে পবিত্র কুরআনকে দলীল হিসাবে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। অথচ পবিত্র কুরআন বিদআত প্রতিরোধ করিয়া থাকে। যেমন ঈসায়ীগণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত رُوْحُ اللّٰهِ ও كَلِمَةٌ দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র প্রমাণ করিতে অন্তহীন চেষ্টা-সাধনা করিয়াছে। অথচ এই আয়াতে মুতাশাবাহ ব্যতীত সুস্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান, তাহারা সেইগুলির প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। যেমন اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ অর্থাৎ হযরত ঈসা আল্লাহ্র সেই দাস বৈ আর কিছু নয়, যাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপর এক স্থানে রহিয়াছে ঃ مَثَلُ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ অর্থাৎ হযরত ঈসার উদাহরণ আল্লাহ্র নিকট হযরত আদম (আ)-এর ন্যায়। তাহাকে আল্লাহ মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর বলিলেন হও, তিনি হইয়া গেলেন।

অনুরূপ আরও অনেক সুস্পষ্ট আয়াত রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা সেই সমস্ত আয়াত উপেক্ষা করার প্রয়াস পায়। অথচ ঈসা (আ) আল্লাহ্র সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রাসূল।

তারপর তিনি বলেন ঃ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ অর্থাৎ তাহাদের অপর উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্র কালামকে তাহাদের অসৎ ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তন করা। মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও সুদ্দী বলেন, তাহাদের উদ্দেশ্য হইল যে, তাহাদের অন্যায় বস্তুর প্রমাণ তাহারা কুরআন হইতে অবহিত হইবে। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াকুব ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ..........اُولُوا الْاَلْبَابِ — এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, যখন তোমরা সেই সমস্ত লোককে দেখ যাহারা ইহাতে বিতর্ক সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে ত্যাগ কর। কেননা এই আয়াতে তাহারাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। অনুরূপ একটি হাদীস ইমাম আহমদ ও ইব্ন আবূ মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি আরও অনেক সূত্রে বিভিন্ন সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ বুখারীতেও এই হাদীসটি এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিমের কিতাবুল কদরেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আবূ দাঊদও তাঁহার সুনানে সুন্নাতের আলোচনায় ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উকবা, ইয়াযীদ ইব্ন ইবরাহীম তাস্তারী, ইব্ন আবূ মুলায়কা ও কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, যখন তোমরা সেই সমস্ত লোককে দেখ, যাহারা আয়াতে মুতাশাবাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যস্ত, তখন তোমরা তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে। কেননা ইহারাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। ইমাম তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহা উত্তম হাদীস।

ইমাম আহমদ বলেন—আবুল কাসিম ও হাম্মাদ আবূ মুলায়কা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ উযযাকে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, তিনি فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইহারা খাওয়ারিজ এবং يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ আয়াত সম্পর্কেও বলেন, ইহারা খাওয়ারিজ।

ইব্ন মারদুবিয়া বিভিন্ন সূত্রে যথা আবূ গালিব ও আবূ উযযার সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এই হাদীসটি কমপক্ষে মওকূফ জাতীয় হাদীস হইবে। তবে ইহার অর্থ ও সারমর্ম যথার্থ। যেহেতু ইসলামের ইতিহাসে তাহারা সর্বপ্রথম বিদআত সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা কোন পার্থিব কারণেই এই ফিতনার সৃষ্টি করিয়াছিল। নবী করীম (সা) যখন হুনাইনের যুদ্ধে গনীমতের মাল বন্টন করিতেছিলেন, তখন তাহাদেরই বিকৃত চিন্তাধারায় হুযুর (সা)-এর বন্টন পদ্ধতিতে ইনসাফের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব যুল খুওয়াইছারা নামক এক ব্যক্তি হুযুর (সা)-এর সামনে আসিয়া অভিযোগ করিল যে, আপনি ইনসাফ করুন। আপনি বন্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিশ্ববাসীর নিকট পরম বিশ্বাসী করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে ন্যায় ও ইনসাফ হইতে বিচ্যুত হই, তবে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ; শুধু ক্ষতিগ্রস্তই নয়, বরং তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ।

অতঃপর এই ব্যক্তি ফিরিয়া গেলে যহরত উমর ইব্ন খাত্তাব তাহাকে হত্যা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হুযুর (সা) বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা, তাহার বংশধরদের মধ্য হইতে এমন একদল লোক জন্মগ্রহণ করিবে যে, তোমরা তোমাদের নামায অপেক্ষা তাহাদের নামাযকে শ্রেয় মনে করিবে এবং তাহাদের কুরআন পাঠকে তোমাদের কুরআন পাঠ অপেক্ষা শ্রেয় জ্ঞান করিবে। তাহারা মূলত দীনের গণ্ডি হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে, যেমনি তীর শিকারীর ধনুক হইতে বাহির হইয়া যায়। অতএব তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে হত্যা করিবে। তাহাদের হত্যাকারীকে বিপুল পুরস্কারে ভূষিতে করা হইবে।

অতঃপর হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের যুগে এই নরাধমগণ আত্মপ্রকাশ করে এবং তিনি তাহাদিগকে খাওয়ারিজের যুদ্ধে হত্যা করেন। তারপর ইহারা বিভিন্ন গোত্রে, বিভিন্ন চিন্তাধারায় বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ইহারা বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র ধরনের বিদআত ও কুসংস্কারের প্রচলন করিয়া দীনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এইভাবে তাহারা আল্লাহ্র দীন হইতে বহু দূরে সরিয়া যায়। অতঃপর আবির্ভাব ঘটে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের, তারপর মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের, তারপর জুহমিয়া সম্প্রদায়ের। এইরূপে ইহাদের বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং এমনিভাবেই হুযুর (সা)-এর এই বিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়— وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة অর্থাৎ অচিরেই এই উম্মত ৭৩টি দল-উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। উহার একটি মাত্র দল ব্যতীত অন্য সবই দোযখের ইন্ধনে পরিণত হইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কোন্ দল ? হুযুর (সা) বলিলেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যেইমতে ও পথে আছি। হাকেম তাহার মুসতাদরাকে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফেজ আবূ ইয়ালা বলেন— আবূ মূসা, আমর ইব্ন আসিম, আল-মুতামার তাহার পিতা হইতে, কাতাদা ও হাকাম ইব্ন জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ হযরত হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক দল লোক জন্ম গ্রহণ করিবে যাহারা কুরআন পাঠ করিবে, কিন্তু তাহারা উহাকে খেজুরের বীচির ন্যায় নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা দ্বারা ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করিবে!

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন— وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ ইহার প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এখানে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকদের মধ্যে একটি বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, এখানে اللّٰهُ শব্দের উপরই পূর্ণচ্ছেদ হইবে কি-না।

তবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তাফসীর চারি প্রকার। প্রথম— যে তাফসীর বুঝিতে কাহারো কোন কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়— যে তাফসীর ভাষাভাষী লোকজন সাধারণত ভাষা হইতে বুঝিয়া থাকে। তৃতীয়— যে তাফসীর শুধু বিচক্ষণ জ্ঞানী লোকগণই বুঝিতে পারে। চতুর্থ— যে তাফসীর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই জানে না। হযরত আয়েশা (রা), হযরত উরওয়া (রা), আবূশাছা, আবূ যাহিদ প্রমুখ সাহাবী হইতেও এই কথা বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবুল কাশিম 'মুজামুল কবীর' নামক তাফসীর গ্রন্থে বলিয়াছেন, হাশিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আ'রাজ, তাহার পিতা, যুমযুম ইব্ন যারআ ও শুরাইহ ইব্ন উবাইদ আবূ মালিক আশআরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, "আমি আমার উম্মতের জন্য কেবল তিনটি বিষয়ের ভয় করি। প্রথমত

সম্পদের প্রাচুর্য। ইহাতে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হইবে এবং পারস্পরিক হানাহানি শুরু হইবে। দ্বিতীয়ত, কুরআন তাহাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। ফলে বিশ্বাসী লোকগণও উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লাগিয়া যাইবে। অথচ উহার বাস্তব ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই জানে না। আর জ্ঞান-গরিমায় উচ্চস্তরের লোকগণ বলিবে যে, আমরা উহাতে বিশ্বাসী। তৃতীয়ত, তাহাদের জ্ঞানের দম্ভ হইবে। ফলে জ্ঞানকে তাহারা এমনভাবে ধ্বংস করিবে যে, কেহ কাহাকেও জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।" এই হাদীসটি বিরল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, ইবরাহীম, আহমদ ইব্‌ন আমর, হিশাম ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহার পিতা হইতে, আমর ইব্‌ন শোয়াইব তাঁহার পিতা হইতে এবং ইব্‌নুল আস্ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "কুরআন এইজন্য নাযিল হয় নাই যে, ইহার এক অংশ অপর অংশকে মিথ্যারোপ করিবে। অতএব তোমরা উহার যতটুকু বুঝ তাহাই কার্যে পরিণত কর। আর যাহা মুতাশাবাহ তাহাতে ঈমান আন।"

আবদুর রায্যাক বলেন ঃ মুআম্মার ও ইব্‌ন তাউস তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিতেন— وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ...... اٰمَنَّا بِهِ অর্থাৎ ইহার বাস্তব ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন এবং তত্ত্বজ্ঞানী লোকগণ বলেন যে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। অনুরূপ ইব্‌ন জারির উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং মালিক ইব্‌ন আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাহারাও মুতাশাবাহার প্রতি ঈমান রাখিতেন এবং উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানিতেন না। ইব্‌ন জারির এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের কথাও ছিল এই ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِهِ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আয়াতে মুতাশাবাহার অর্থ অন্য কেহই জানে না এবং গভীর জ্ঞানী লোকগণ বলেন যে, আমরা ইহার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল। উবাই ইব্‌ন কা'বও এই কথাই বলেন এবং ইব্‌ন জারীরও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হইল সেই সমস্ত লোকদের কথা যাহারা إِلاَّ اللَّهُ শব্দের উপর وقف (পূর্ণচ্ছেদ) মানিয়া পরবর্তী বাক্যটি পৃথক করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে কিছু লোক وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ বাক্যাংশের উপর وقف বা পূর্ণচ্ছেদ টানেন। অধিকাংশ মুফাস্সির ও নীতিবিদই এই কথা বলেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি হইল এই, যে কথা বুঝে আসে না বা যে কথা বোধগম্য নহে, তাহা বলা বাহুল্য। তাহাদের এই দাবির সমর্থনে নিম্ন হাদীসসমূহ পেশ করেন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন— اَنَا مِنَ الرَّاسِخِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ تَأْوِيْلَهُ —"যে সমস্ত লোক আয়াতে মুতাশাবিহার অর্থ জানে, আমিও সেই সমস্ত গভীর জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত।" ইব্‌ন আবূ নাজীহ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন— "গভীর জ্ঞানের লোকগণ আয়াতে মুতাশাবাহর অর্থ জানেন এবং তাহারা বলেন যে, ইহার প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বিদ্যমান।" রবী ইব্‌ন আনাসও এই কথাই বলেন।

অবশ্য মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবাইর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— প্রকৃত ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন এবং গভীর জ্ঞানী লোকগণ

বলেন যে, আমরা ইহার প্রতি বিশ্বাসী। অতঃপর আয়াতে মুহকাম দ্বারা সেই আয়াতে মুতাশাবিহার ব্যাখ্যা করেন, যাহাতে কাহারো কোন কথা বলার অধিকার নাই।

তাহাদের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআনের বিষয়বস্তু মিলিয়া যায় এবং ইহার এক অংশ অপর অংশকে সত্যায়িত করে। ফলে ইহা দ্বারা সঠিক প্রমাণ দাঁড়াইয়া যায়। এই ব্যাপারে যেসব ওযর-আপত্তি ছিল তাহাও বাতিল ও দূরীভূত হইয়া যায় এবং কুফরের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। হাদীসেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর জন্য দু'আ করিয়াছেন যে, "হে আল্লাহ! তাহাকে দীনের বুঝ দান কর এবং ব্যাখ্যা করার মত জ্ঞান তাহাকে দান কর।"

অপর এক দল আলিম এখানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহারা বলেন ঃ تَأْوِيْلُ শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমত, تَأْوِيْلُ অর্থ হইল বস্তুর মৌল তত্ত্ব। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ يَا اَبَتِ هٰذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَایَ — হে পিতা! ইহাই আমার স্বপ্নের মৌল ব্যাখ্যা। অনুরূপ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ تَأْوِيْلَهُ يَوْمَ يَأْتِىْ تَأْوِيْلُهُ — কাফিরগণ শুধু ইহার বাস্তবতা প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। অতএব যেদিন ইহার বাস্তবতা প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ যখন তাহারা পরকালের প্রকৃত বিবরণ সম্পর্কে অবহিত হইবে। যদি تَأْوِيْلُ দ্বারা এই অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে اِلاَّ اللّٰهُ শব্দের উপর وَقْفُ বা পূর্ণচ্ছেদ হইবে। কেননা, বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বা মৌল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই অবহিত নয়। তখন وَالرَّسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ হইবে مبتدا বা বাক্যের উদ্দেশ্য এবং يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّابِهٖ হইবে خبر বা বিধেয়। তখন এই বাক্যটি সম্পূর্ণরূপেই একটি পৃথক বাক্য হইবে।

কিন্তু যদি تَأْوِيْلُ শব্দটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন وقف হইবে وَالرَّسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ -এর উপর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন- نَبِّئْنَا بِتَأْوِيْلِهٖ অর্থাৎ আমার নিকট ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ কর। কারণ, গভীর জ্ঞানী লোকগণ সাধারণত জানেন এবং বুঝেন যে, তাহাদিগকে কি বলা হইল। যদিও বস্তুর মৌল তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে তাহাদের পূর্ণ জ্ঞান নাই। এই অবস্থায় يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ বাক্যটি হইবে পূর্ববর্তী বাক্যের অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ । তখন পূর্ববর্তী বাক্যের সহিত ইহাকে عطف বা সংযুক্ত করা সম্ভব হইবে। কারণ معطوف عليه ব্যতীতও কোন কোন সময় معطوف ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যেমন ...... لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ اِلٰى এবং অন্য এক স্থানে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ইত্যাদি। প্রথম আয়াতে মূলত ছিল اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُخْرِجُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ অথচ দ্বিতীয় اُخْرِجُوْا ব্যবহার করা হয় নাই। অনুরূপ দ্বিতীয় আয়াতে ছিল وَجَاءَ رَبُّكَ وَجَا الْمَلَكُ সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় جَاءَ ব্যবহৃত হয় নাই।

তারপর তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিয়া বলা হইল, তাহারা বলে যে, আমরা ইহাতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, মুহকাম ও মুতাশাবাহ

প্রত্যেকটিই সত্য এবং এই সবই আল্লাহর নিকট হইতে আগত। এই দুইটির প্রত্যেকটিই একটি অপরটির সত্যতার স্বীকৃতি দেয় ও সাক্ষ্য বহন করে। কারণ, সব কিছুই তো আল্লাহর নিকট হইতে আগত। এই জন্যই কুরআনে বলা হইল যে, আল্লাহর নিকট হইতে না হইয়া যদি ইহা অন্য কাহারো নিকট হইতে আসিত, তাহা হইলে ইহাতে অনেক মতবিরোধ ও বিতর্ক পরিদৃষ্ট হইত।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং সঠিক উপলব্ধির যোগ্যতা ব্যতিরেকে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুধাবন করা সহজ নয়।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আওফ আল-হামসী, নঈম ইব্ন হাম্মাদ ও ফাইয়ায রুকী, উবায়দুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আনাস, আবূ উসামা, আবূ দারদা প্রমুখ সাহাবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ আয়াতের গভীর জ্ঞানী লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, যাহার শপথ যথার্থ, যে সত্যবাদী, যাহার পেট হারাম আহার্য হইতে পবিত্র এবং যাহার গুপ্ত অঙ্গ ব্যভিচার হইতে পবিত্র, সেই ব্যক্তি গভীর জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ মুআম্মার, যুহরী এবং আমর ইব্ন শুয়াইব তাহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু সংখ্যক লোককে পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে দেখিয়া বলিলেন, শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ এইরূপ করিয়াই ধ্বংস হইয়াছে। তাহারাও আল্লাহর কিতাবের এক আয়াতকে অপর আয়াতের বিপরীত ভাবিয়া বিতর্ক করিত। অথচ আল্লাহর কিতাব এমনভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহাতে এক আয়াত অপর আয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। কাজেই ইহার এক আয়াত দ্বারা অপর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিও না। বরং তোমরা যাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষমও হও, তাহাই বল আর যাহা বুঝ না, তাহা যে জানে তাহার নিকট সোপর্দ করিয়া দাও।

ইব্ন মারদুবিয়াও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ হিশাম ইব্ন আম্মার, আবূ হাযিম ও আমর ইব্ন শুয়াইব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি আবূ ইয়ালা মুসেলী তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কুরআন সাতটি হরফে অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমরা ইহার যাহা কিছু বুঝ তাহাই কার্যে পরিণত কর। আর যাহা বুঝ না, তাহা তাহার মহান জ্ঞাতার প্রতি সোপর্দ করিয়া দাও।" এই সনদটি একটি উত্তম ও বিশুদ্ধ সনদ। ইহাতে ত্রুটি শুধু এতটুকুই যে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি শুধু আবূ হুরায়রা ব্যতীত অন্য কোন সূত্র হইতে ইহা পাই না। ইব্ন মানযার তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূল হাকাম ও ইব্ন ওহাব নাফে' ইব্ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেনঃ اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পরম অনুগত, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যাহারা পরম বিনয়ী, যাহারা তাহাদের উপরস্থ লোককে খুবই বড় এবং নিম্ন লোকগণকে ঘৃণ্য মনে করে না, গভীর জ্ঞানী লোক হইল তাহারাই।

তারপর তাহাদের অবস্থার বিবরণ দিয়া আল্লাহ বলেনঃ رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের অন্তরকে যখন তুমি সত্যের আলোকে দীপ্ত করিয়া দিয়াছ, ইহার পর আর আমাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করিও না। অর্থাৎ আমাদিগকে যখন তুমি সত্য পথের সন্ধান দিয়াছ, তখন যাহারা কুরআনের আয়াতে মুতাশাবাহার পিছনে পড়িয়া নিজদিগকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহাদের ন্যায় আমাদিগকে সত্যবিমুখ করিয়া ধ্বংস করিও না। বরং আমাদিগকে তুমি তোমার সহজ সরল পথে সুদৃঢ় রাখ। وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً অর্থাৎ তোমার রহমতের ধারা বর্ষণ করিয়া আমাদের হৃদয়-মনে স্থিরতা-স্থিতিশীলতা দান কর। আমাদের অন্তরের অস্থিরতা দূর করিয়া ঈমান-ইয়াকীনকে মযবুত করিয়া দাও। اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ। অর্থাৎ তুমি যে মহান দাতা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আওদির সূত্রে ও ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আবূ কুরাইবের সূত্রে এবং উভয়ই ওয়াকী, আবদুল হাকীম ইব্‌ন বাহরা, বাহর ইব্‌ন হাওশাব ও উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করিয়া বলিতেন ঃ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ। অর্থাৎ হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার সত্য দীনে সুদৃঢ় রাখ। তারপর তিনি পাঠ করিতেন ঃ

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন বিকার আবদুল হামিদ ইব্‌ন বাহরাম ও উম্মে সালমা, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন মা'কাল হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময়ই তাঁহার প্রার্থনার সময় বলিতেনঃ اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন ঃ

একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্তরে কি পরিবর্তন হয় ? তিনি বলিলেন–হাঁ, প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দুইটি অঙ্গুলির মধ্যে বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা স্থির রাখেন আর ইচ্ছা করিলে উহা পরিবর্তন করিয়া দেন। অতএব আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, আয় আল্লাহ! একবার যখন আমাদিকে হেদায়েতের আলো দান করিয়াছ, ইহার পর আমাদের অন্তর আর সত্যবিমুখ করিও না। আমরা তোমার দয়া প্রার্থনা করি। তুমি যে পরম দাতা।

ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আসাদ ইব্‌ন মূসা এবং আবদুল হামিদ ইব্‌ন বাহরামও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তদুপরি তিনি অপর একটি সূত্র দ্বারাও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে তিনি এতটুকু সংযোজন করিয়াছেন যে, 'আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন দু'আ শিক্ষা দিবেন কি, যাহা দ্বারা আমি আমার নিজের জন্য দু'আ করিব ? হুযুর (সা) বলিলেন, তবে পাঠ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدِ النَّبِىِّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَاَجِرْنِىْ مِنْ مُعْضِلَّاتِ الْفِتَنِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিপালক! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমার অন্তরের কঠোরতা ও উত্তেজনা দূর করিয়া দাও এবং বিভ্রান্তকারী ফিতনা-ফাসাদ হইতে আমাকে রক্ষা কর। ইব্ন মারদুবিয়া বলেন ঃ

সুলায়মান ইব্ন আহমদ, মুহাম্মদ ইব্ন হারূন ইব্ন বিকার দামেস্কী, আব্বাস ইব্ন ওয়ালিদ খাল্লাল, ইয়াযীদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন উবায়দুল্লাহ, সাঈদ ইব্ন বশীর, কাতাদা ও হাসান আ'রাজ হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময় দু'আ করিতেন ঃ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ

একদিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি প্রায়ই এই দু'আ করেন কেন ? তিনি বলিলেন, প্রতিটি অন্তরই আল্লাহর দুইটি অঙ্গুলির মধ্যে বিদ্যমান। তিনি যখন ইহাকে স্থির ও সুদৃঢ় রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহাই করেন আর যখন ইহাকে অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। তুমি কি শোন নাই ঃ

رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

এই সূত্রটি খুবই বিরল। কিন্তু মূল হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তবে সেইসব সূত্রে এই আয়াতের উল্লেখ নাই।

এই হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং ইব্ন মারদুবিয়া আবূ আবদুর রহমান মাকবেরী হইতে এবং নাসায়ী ইব্ন হাব্বান ও আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব হইতে, তারপর উভয়েই সাঈদ ইব্ন আবূ আইয়ুব, আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়ালিদ তাজীবি ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবের সূত্রে হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইতেন, তখন বলিতেন ঃ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلاَ تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْلِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ। "আয় আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তুমি পবিত্রতম। আমি আমার পাপের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার দয়া ভিক্ষা করিতেছি। আয় আল্লাহ! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দাও। তুমি যখন আমার অন্তরকে হেদায়েতের আলোকে দীপ্ত করিয়া দিয়াছ, ইহার পর আর উহাকে সত্যবিমুখ করিও না। তোমার নিকট হইতে রহমত দানে আমাকে ধন্য কর। তুমি পরম দাতা।" ইহাই ইব্ন মারদুবিয়ার বর্ণনা ।

আবদুর রাযযাক বলেন ঃ

মালেক ও সুলায়মান ইব্ন আবদুল মালেকের মুক্ত দাস আবূ উবাইদ ইবাদা ইব্ন নাসীর সূত্রে বলেন যে, তিনি কায়েস ইব্ন হারিছকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আবূ আবদুল্লাহ সানাবেহী বলেন, তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দিকের (রা) পিছনে মাগরিবের নামায পড়িয়াছেন। হযরত আবূ বকর প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আরও দুইটি সূরা পাঠ করিয়াছেন এবং তৃতীয় রাকআতেও পাঠ করিলেন। তখন আমি তাহার খুবই নিকটে চলিয়া গেলাম। এমন কি আমার কাপড় তাঁহার কাপড় স্পর্শ করিতেছিল। তখন আমি শুনিলাম যে, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছেন–رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا

আবূ উবায়েদ বলেন ঃ

ইবাদা নাসী আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খিলাফতের যুগে তাঁহার নিকট ছিলেন। অতঃপর উমর কায়েসকে বলিলেন, তুমি উবায়দুল্লাহ হইতে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছ, তাহা শোনার পর আমি ইহা কোন দিনই ত্যাগ করি নাই। যদিও ইতিপূর্বে আমি ইহা ছাড়া অন্য কিছু করিতাম। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, ইতিপূর্বে আমিরুল মু'মিনীন কি পাঠ করিতেন ? তিনি বলিলেন, আমি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করিতাম।

এই ঘটনাটি ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম ও মালেক আওযাঈ হইতে এবং তাহারা উভয়ই আবূ দাউদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ওয়ালিদ এই ঘটনাটি জাবির, ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া গাচ্ছানী ও মাহমুদ, ইব্ন লবীদ সানাবেহী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবূ বকর (রা) -এর পিছনে মাগরিবের নামায পড়িলেন। তিনি প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আরও দুইটি ছোট সূরা সশব্দে পাঠ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন তৃতীয় রাকআতে দাঁড়াইয়া কুরআন পাঠ শুরু করিলেন, তখন আমি তাহার খুব নিকটে চলিয়া গেলাম। এমন কি আমার কাপড় তাহার কাপড় ঘর্ষণ করিতেছিল। তখন আমি শুনিলাম যে, তিনি আয়াতখানি পাঠ করিলেনঃ رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا

আল্লাহর কালাম- رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لاَ رَيْبَ فِيْهِ (হে প্রতিপালক! তুমি বিশ্ব-মানবকে একদিন জমা করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই) অর্থাৎ তাহারা তাহাদের দু'আয় বলেন-হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার সৃষ্টি জীবকে তাহাদের প্রত্যাবর্তন কেন্দ্রে সমাবিষ্ট করিবে এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসা প্রদান করিবে এবং প্রত্যেককেই স্ব-স্ব কার্য অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত কিংবা পুরস্কৃত করিবে।

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۙ

(١١) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

১০. "কাফিরদের ধন-সম্পদ ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সমীপে তাহাদের কোন উপকারেই আসিবে না। আর তাহারা হইবে দোযখের ইন্ধন।

১১. যেমন ফিরআউনের বংশধরদের এবং তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা। তাহারা আমার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের অপরাধের জন্য ধরপাকড় করিলেন। এবং তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কাফেরগণ দোযখের ইন্ধন হইবে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

يَوْمَ لاَيَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ

"সেইদিন যালিমদের ওযর-আপত্তি কোনই কাজে আসিবে না। তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের প্রত্যার্তনস্থল খুবই নিকৃষ্ট। তাহাদিগকে যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দান করা হইয়াছে, তাহা আল্লাহর সমীপে তাহাদের কোন কাজেই আসিবে না। উহা আল্লাহর কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতেও তাহাদিগকে মুক্তি দিবে না।

وَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ-

"তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে। আল্লাহ চান যে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিবেন এবং কুফরীর অবস্থাতেই তাহাদের জীবনের অবসান ঘটিবে।" আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لاَيَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلاَدِ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

"শহরময় কাফিরদের ঘোরাফেরা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ইহা তো সামান্য বিলাস। তারপর তাহাদের স্থায়ী ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নাম এবং তাহা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।"

এখানে তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে ও তাঁহার রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারা আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতার দরুন নবীদের নিকট প্রেরিত ওহী দ্বারা কোন উপকারই সাধন করিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ

অর্থাৎ যাহা দ্বারা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হয়।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে- اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেনঃ আমার পিতা, ইব্ন আবূ মরিয়ম, ইব্ন লাহীআ, ইবনুল হাদ ও হিন্দ বিনতে হারিছ, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের জননী উম্মুল ফজল হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ

আমরা মক্কায় ছিলাম। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিতে উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিয়াছি ? আয় আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়া দেই নাই ? এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হাঁ, আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়াছেন। তারপর রাত্রি প্রভাত হইল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন- শোন! অচিরেই ইসলাম বিজয়ী হইবে এবং কুফর তাহার স্থানে ফিরিয়া যাইবে। এমনকি মুসলিমগণ ইসলাম লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিবে। স্মরণ রাখিবে, এমন একটি সময় আসিবে, যখন মানুষ কুরআন শিক্ষা করিবে, পাঠ করিবে এবং গর্ব করিয়া বলিবে, আমরা কারী, আমরা আলেম, আমাদের চাইতে উত্তম কে আছে ? প্রকৃত প্রস্তাবে এই সমস্ত লোকের মধ্যে কোন প্রকার কল্যাণ থাকিতে পারে কি ?

সাহাবীগণ আরয করিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহারা আবার কি ? তিনি বলিলেন, উহারা তোমাদের মুসলমানদের মধ্য হইতেই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং উহারাই জাহান্নামের ইন্ধন। এই হাদীসটি অন্য সূত্রে মূসা ইব্ন উবায়দা, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম বিন্‌তে হাদ ও আব্বাস ইব্ন মুত্তালেব হইতেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

আল্লাহর বাণী كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের বংশধরদের রীতিনীতির ন্যায় তাহাদের আচার-আচরণ। যিহাক হযরত ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন– كَصَنِيْعِ اٰلَ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের বংশধরের আচরণের ন্যায় তাহাদের আচরণ। অনুরূপ ইকরামা, মুজাহিদ, আবূ মালিক এবং যিহাক প্রমুখ বলেনঃ كَصَنِيْعِ اٰلِ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের বংশধরদের কার্যপদ্ধতির মত। كشبه ال فرعون –ইহাও প্রায় একই অর্থ বোধক। دأب -কর্ম, অবস্থা, বিষয়, চরিত্র-স্বভাব। যেমন বলা হয়ঃ لايزال هذا ودأبى ودأبك অর্থাৎ আমার ও তোমার চরিত্র এই থাকিবে। তেমনি ইমরাউল কায়েস বলেন ঃ

وقوفا بها صحبى على مطيهم – يقولون لا تاسف اسى وتجمل

كدأبك من ام الحويرث قبلها – وجارتها ام الرباب بمأسل

'আমার বন্ধুগণ সেখানে আমার নিকট তাহাদের বাহনের পশুগুলি দাঁড় করাইয়া বলিতে লাগিল, অনুতাপ করিয়া ধ্বংস হইও না, ধৈর্য ধারণ কর। তোমার স্বভাব তো ইতিপূর্বেও উম্মুল হুয়ায়রাছ এবং তাহার প্রতিবেশী মাআসালের উম্মে রোবাবের সঙ্গে এইরূপই ছিল।

অর্থাৎ যেমন উম্মুল হুওয়ায়রাছের বেলায়ও তোমার স্বভাব ছিল এই যে, তাহার জন্যে নিজেকে ধ্বংস করিতে উদ্যত ছিলে এবং তাহার ঘরের স্মৃতি দর্শন করিয়া কাঁদিতেছিলে।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহাদের কোন কাজেই আসিবে না, বরং তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইবে ও শাস্তি দেওয়া হইবে। যেমন চলিয়া আসিয়াছে ফিরআউনের বংশধরদের অবস্থা এবং তাহাদের পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে তাহাদের অবস্থা। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। তাঁহার শাস্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারো নাই এবং কোন শাস্তি হইতে কাহাকেও মুক্তি প্রদানেরও কোন উপায় নাই। বরং তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা অবশ্যই কার্যকরী করেন। তিনি সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালকও নাই!

(١٢) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

(١٣) قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ۝

**১২. 'কাফেরগণকে বলিয়া দাও যে, অচিরেই তোমরা পরাজিত হইবে এবং জাহান্নামে তোমাদিগকে সমাবিষ্ট করা হইবে। ইহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শয্যা।**

**১৩. নিশ্চিতরূপেই তোমাদের জন্য একটি উপদেশমূলক নিদর্শন ছিল সেই দুইটি দলের ভিতর, যাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল। একটি দল আল্লাহর পথে সংগ্রামরত ছিল, অপরটি খোদাদ্রোহী। তাহারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল। এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করিয়া বিজয়ী করেন। ইহাতে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে।'**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) তুমি কাফেরগণকে বলিয়া দাও যে, তোমরা অচিরেই দুনিয়ার জীবনে পর্যুদস্ত হইবে এবং কিয়ামতের দিনও তোমাদিগকে জাহান্নামে একত্রিত করা হইবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বলেন যে, আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদরের যুদ্ধাশেষে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তিনি বনূ কায়নুকার বাজারে ইয়াহুদীগণকে জমা করিয়া বলিলেন, হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। অন্যথায় তোমাদিগকেও কুরাইশদের ন্যায় অপমানের গ্লানি বহন করিতে হইবে। তদুত্তরে সেই সব ইয়াহুদী বলিল, "হে মুহাম্মদ! আপনি যুদ্ধে অনভিজ্ঞ কুরাইশগণকে পরাজিত করিয়া গর্ববোধ করিবেন না। উহারা তো সম্পূর্ণরূপেই যুদ্ধবিদ্যায় অপারদর্শী, অনভিজ্ঞ। আল্লাহর কসম, যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হইত তবে দেখিতেন, যুদ্ধ কাহাকে বলে এবং দেখিতেন আমরা কোন্ ধরনের পুরুষ! আজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন সুযোগ আপনার হয় নাই। কাজেই আপনার এই অহমিকা।" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক আরও বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ যায়দ এবং ইকরামা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ অর্থাৎ হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা যাহাই বলনা কেন, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সত্য দীনকে মর্যাদা দান করিবেন, তাঁহার রাসূলকে তিনি বিজয়ী করিবেন, তাঁহার বাণীকে তিনি প্রাধান্য দিবেন এবং সমুন্নত রাখিবেন।

দুইটি দল বদরের যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। একটি দল আল্লাহর পথে সংগ্রামরত ছিল এবং অপরটি কাফের অর্থাৎ মক্কার মুশরিক কুরাইশদের দল। يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ অর্থাৎ তাহারা বিপক্ষ দলকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজেদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল। কেহ কেহ বলেন ঃ ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুশরিকগণ বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানগণকে সংখ্যায় তাহাদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে ইসলামের বিজয়ের একটি কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে মুশরিকগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা নাই। তবে সমস্যা হইল এই যে, যুদ্ধের পূর্বে মুশরিকগণ উমর ইব্‌ন যায়দকে পাঠাইয়াছিল মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে।

অতঃপর সে তাহাদিগকে খবর দিয়াছিল যে, মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় তিন শতের কিছু বেশি বা কম হইতে পারে। বাস্তবেও ছিল তাহাই। মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় ছিল তিনশতের কিছু ঊর্ধ্বে। তারপর যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় এক সহস্র ফেরেশতা পাঠাইয়া দিলেন মুসলিম বাহিনীর সাহায্যের জন্য।

অপর একটি ব্যাখ্যা এই যে, মুসলিম বাহিনী কাফের বাহিনীকে সংখ্যায় তাহাদের দ্বিগুণ দেখিতেন! এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বিজয়ী করিলেন। এই ব্যাখ্যায় কোন সমস্যাই নাই। কারণ আওফী ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

বদরের দিন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন আর মুশরিক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ছয়শত ছাব্বিশ জন। এই কথাটিই আয়াতের বাহ্য অর্থ হইতে গৃহীত। তবে ইহা ঐতিহাসিকদের নিকট অখ্যাত। কারণ, তাহাদের মতে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয় শত হইতে এক হাজারের মধ্যে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেনঃ ইয়াযীদ ইব্ন রূমান উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বনূ হাজ্জাজের হাবশী দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কুরাইশদের সংখ্যা কত ? সে বলিল, অনেক। হুযুর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈনিক তাহারা কত উট জবাই করে ? সে বালিল, কোন দিন নয়টি, কোন দিন দশটি। হুযুর (সা) বলিলেন, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা নয় শত হইতে এক হাজার। আবূ ইসহাক সাবিঈ একটি বাঁদী হইতে বর্ণনা করেনঃ সে হযরত আলী হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। ইব্ন মাসউদও তাহাই বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মতে তাহাদের সংখ্যা ছিল নয় শত হইতে এক হাজার। যাহা হউক, মুশরিকদের সংখ্যা ছিল মুসলিম বাহিনীর তিনগুণ। এই বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় কথায়ও সমস্যার সৃষ্টি হইল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তবে ইব্ন জারীরের মত ইহাই এবং তিনি ইহাকেই বিশুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কারণ আরবদের রীতি হইল যে, কেহ যদি বলে, আমার নিকট এক হাজার আছে, আমার ইহার দ্বিগুণ প্রয়োজন। তখন তাহা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তিন হাজার। এই অর্থ গ্রহণ করিলে আর কোন সমস্যা অবশিষ্ট থাকে না। তবে একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে যে, এই দুইটি কথা এবং বদরের যুদ্ধ সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার এই কথার মধ্যে সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে ?

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اَللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً.

অর্থাৎ "যখন তোমরা সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইলে তখন তিনি তাহাদের সংখ্যা তোমাদের দৃষ্টিতে কম করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং তোমাদের সংখ্যা তাহাদের দৃষ্টিতে অতি নগণ্য করিয়া দেখাইতেছিলেন। যাহাতে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা যেন তিনি বাস্তবায়িত করেন।" ইহার জবাবে বলা যায় যে, ইহা ছিল এক সময় আর দ্বিতীয়টি ছিল অন্য এক সময়ে। যেমন সুদ্দী বলেন ঃ

ইব্ন মাসউদ হইতে তাইয়েব এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইহা ছিল বদরের দিন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ বলেন, আমরা মুশরিকদের প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম যে, তাহারা আমাদের কয়েকগুণ হইবে। তার পর আবার তাকাইয়া দেখিলাম যে, তাহারা আমাদের চাইতে একটি লোকও বেশী হইবে না। আর ইহাই আল্লাহর কথা যে, যখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে

তাহাদিগকে নগণ্য দেখাইতেছিলেন এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও ঠিক তোমাদিগকে নগণ্য দেখাইতেছিলেন।

আবূ ইসহাক বলেন ঃ

আবূ আবাদা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমাদের দৃষ্টিতে তাহাদের সংখ্যা এতই নগণ্য দেখাইতেছিল যে, আমি আমার পাশের এক ব্যক্তিকে বলিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা তো ৭০ জনের বেশি হইবে না। সে বলিল, না, আমার মতে তাহাদের সংখ্যা একশত হইবে। অতঃপর আমরা তাহাদের এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমাদের সংখ্যা কত ছিল ? সে বলিল, এক হাজার। তেমনি উভয় দলই একে অপরকে দেখার সময় নিজেদের চাইতে বহুগুণ বেশি দেখিতেছিল। মুসলমানগণ মুশরিকগণকে তাহাদের দ্বিগুণ দেখিল, যাহাতে তাহারা নিজেদের দুর্বলতা ও অসহায়তা উপলব্ধি করিয়া পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে সাহায্য কামনা করে। অনুরূপ মুশরিকগণও মুসলিম বাহিনীকে তাহাদের হইতে অনেকগুণ বেশি দেখিল, যাহাতে অন্তরে ভয়ভীতি সৃষ্টি হয় এবং মানসিকভাবে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে। তারপর যখন তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইল তখন প্রত্যেকেই একে অপরের দৃষ্টিতে নগণ্য দেখাইতেছিল, যাহাতে উভয়ে একে অপরের উপর আক্রমণ করিতে সাহসী হয়।

لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ তা'আলা তাহার ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেন। অর্থাৎ যাহাতে তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে চরম মীসাংসা করিয়া দেন। ঈমানের বাণীকে তিনি যেন কুফরের বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিজয়ী করিয়া দেন। ইহা দ্বারা তিনি চান যে, মুসলমানগণকে সম্মানিত করিবেন এবং কাফেরগণকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বদরের দিনগুলিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, যখন তোমরা ছিলে অত্যন্ত দুর্বল ও হেয়। তেমনি এখানেও বলিয়াছেনঃ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ অর্থাৎ ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে সেই সমস্ত লোকের জন্য, যাহারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। ফলে তাহারা আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে ও তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যথার্থ সন্ধান পাইবে এবং উপলব্ধি করিবে যে, আল্লাহর বিধান হইল মু'মিনগণকে এই দুনিয়ায় এবং পরকালে সাহায্য করা।

(١٤) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

(١٥) قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

**১৪. "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হইয়াছে। এই সব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর তাঁহারই নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।"**

**১৫. "বল, আমি কি তোমাদিগকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দিব? যাহারা তাকওয়া অবম্বন করিয়া চলে, তাহাদের জন্য উদ্যানসমূহ রহিয়াছে যাহার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবহমান। সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে; তাহাদের জন্য পবিত্র সংগিনী এবং আল্লাহর নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিতেছেন যে, বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করা হইয়াছে, যেমন নারী ও সন্তান। প্রথমেই নারীর কথা বলা হইয়াছে। যেহেতু নারী ঘটিত ফিতনা-ফাসাদই দুনিয়ার জীবনে অত্যন্ত কঠিন। বিশুদ্ধ হাদীসে ইহার সমর্থন রহিয়াছে। যেমন, হুযুর (সা) বলেন ঃ ما تركت بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء

"আমি দুনিয়াতে মানুষের জন্য নারীর চাইতে অধিকতর অনিষ্টকর কোন ফিতনা রাখিয়া যাই নাই।" অতএব যদি নারীর উদ্দেশ্য হয় পবিত্রতা ও সাধুতা এবং সন্তানের আধিক্য, তবে তো ইহা আকাঙ্ক্ষা ও কামনার বস্তু। যেমন হাদীসেও শুধু বিবাহই নয়, বরং অধিক বিবাহের জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু বলা হইয়াছে যে, এই উম্মতের মধ্যে যাহার অধিক স্ত্রী সে উত্তম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, দুনিয়া উপভোগের সামগ্রী। তবে ইহার সর্বোত্তম হইল, সতী নারী। স্বামী যখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন তাহাকে সুখি করে, যদি তাহাকে কোন আদেশ করে তখন সে তাহার আনুগত্য স্বীকার করে এবং স্বামী যদি তাহাকে রাখিয়া কোথাও চলিয়া যায়, তখন সে তাহার নিজের পবিত্রতা যেমন রক্ষা করে, তেমনি স্বামীর ধন-সম্পদেরও সংরক্ষণ করে।

এক হাদীসে আছে, হুযুর (সা) বলিয়াছেন, 'আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি দ্রব্য খুবই প্রিয়বস্তু! তবে নামাযে আমার হৃদয়-মনে প্রশান্তি আসে।' হযরত আয়েশা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নারীর চাইতে অধিকতর প্রিয় ঘোড়া ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। অতএব নারীর প্রেম যেমন প্রশংসনীয় তেমনি নিন্দনীয়। অনুরূপ সন্তান-সন্ততির স্নেহ-বাৎসল্য, যদি তাহা গর্ব করা বা অহমিকা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে হয়, তবে ইহা যে নিন্দনীয় বিষয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যদি তাহা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বংশ বৃদ্ধি এবং হুযুর (সা)-এর এমন উম্মতের আধিক্য, যাহারা এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দগী করিবে, তবে ইহা যে প্রশংসনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন হাদীসেও ইহার স্বীকৃতি বিদ্যমান। হুযুর (সা) বলিয়াছেন, প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবিনী নারী বিবাহ কর। আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর কিয়ামতের দিন গর্ব করিব।

ধন-সম্পদের প্রীতিও অনুরূপ। কখনও বা প্রশংসনীয়, আবার কখনও নিন্দনীয়। কারণ, অধিক সম্পদ দ্বারা কখনও মানুষ দুর্বল ও অসহায় লোকদের উপর অহংকার এবং তাহাদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন করে। ইহা খুবই নিন্দনীয়। আবার কখনও সে ধন-সম্পদ আত্মীয়

প্রতিপালন ও বিভিন্ন সৎকর্ম অনুষ্ঠানের উপায় হয়। তখন ইহা শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

قِنْطَارٌ-এর পরিমাণ সম্বন্ধে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। তবে ইহার সারকথা এই যে, অগণিত ধনরাশিকে قِنْطَارٌ বলা হয়। ইমাম যিহাক ও অন্যান্য ইমাম ইহাই বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে অন্যান্য মত উদ্ধৃত করা হইল ঃ

এক হাজার দীনার, বার শত দীনার, বার হাজার দীনার, চল্লিশ হাজার, ষাট হাজার, সত্তর হাজার, আশি হাজার ইত্যাদি। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবদুস সামাদ, হাম্মাদ, আসিম, আবূ সালিহ ও আবূ হুরায়রা (র) বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বার হাজার উকীয়ায় এক কিনতার। আর এক উকীয়া দুনিয়া ও আকাশের সর্বোত্তম বস্তু। এই হাদীসটি ইব্‌ন মাজা ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর ও বিন্দার, ইব্‌ন মাহদী, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, আসিম ইব্‌ন বাহদালা ও আবূ সালিহ আবূ হুরায়রার সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়াকী তাহার তাফসীরে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, আসিম ইব্‌ন বাহদালা, যাকওয়ান, আবূ সালিহ ও আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হাজার উকীয়ায় এক কিনতার এবং এক উকীয়া আসমান যমীনের সর্বোত্তম বস্তু।' ইহাই বিশুদ্ধতম মত এবং ইব্‌ন জারী, মুআয ইব্‌ন জাবাল প্রমুখ ইব্‌ন উমর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তদুপরি ইব্‌ন আবূ হাতিম আবূ হুরায়রা এবং আবূ দারদা হইতেও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, এক কিনতার বার শত উকীয়া।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া যারীর, শাবাবা, মুখাল্লাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহেদ, আলী ইব্‌ন আতা ইব্‌ন মায়মুনা ও যর ইব্‌ন হাকীম উবাই ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এক কিনতার সমান বার শত উকীয়া। এই হাদীসটি সম্পূর্ণই পরিত্যক্ত। তবে পরিত্যক্ত না বলিয়া ইহা উবাই ইব্‌ন কা'ব ও অন্যান্য সাহাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

ইব্‌ন মারদুবিয়া মূসা ইব্‌ন উবায়দা আর রাবাযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, মূসা উম্মুদ দারদা ও আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-যে ব্যক্তি এক শত আয়াত পাঠ করে, তাহার নাম উদাসীনদের মধ্যে লেখা হয় না। আর যে ব্যক্তি এক শত হইতে এক হাজার আয়াত পাঠ করে সে এক কিনতার পুণ্য লাভ করে। কিনতারের পরিমাণ আল্লাহর নিকট একটি বিরাট পাহাড় তুল্য।

ওয়াকী মূসা ইব্‌ন উবাইদা হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম তাহার মুস্তাদারকে বলিয়াছেন যে, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকুব, আহমদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন যায়দ লাখমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ সালমা, যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মদ হামীদ আত্ তাবীল এবং অপর এক ব্যক্তি আনাস ইব্‌ন মালেক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "একদা হুযুর (সা)-কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত اَلْقَنَاطِيْرُ الْمُقَنْطَرَةُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন যে, قِنْطَارٌ বলা হয় দুই হাজার উকীয়াকে। এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী যদিও বিশুদ্ধ, তবে তাহারা তাহাদের হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে ইহার উল্লেখ করেন নাই। হাকেম এইরূপই

বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান রুকী, আমর ইব্‌ন আবু সালাম, যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মদ, হামীদ তাবীল এবং অপর ব্যক্তি অর্থাৎ ইয়াযীদ রাক্কাশী হযরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন—এক হাজার দীনারে এক কিনতার। তিবরানী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ মরিয়াম ও আমর ইব্‌ন আবূ সালমার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পরবর্তী সনদ পূর্ববৎ।

ইব্‌ন জারীর হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বার শত দীনারে কিনতার হয়। আওফীও ইব্‌ন আব্বাস হইতে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে যিহাক বলেন ঃ আরবদের রীতি হইল, তাহাদের কেহ বার শত দীনারকে কিনতার বলে, আবার কেহ বার হাজার দীনারকেও কিনতার বলে। ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহার পিতা হইতে বলিয়াছেন যে, আসিম, সায়ীদ হারসী ও আবূ নুদরা আবূ মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসা হারসী তাহাই বলিয়াছেন। এই বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিশুদ্ধ মতে ইহা সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত।

অশ্বের আকর্ষণ তিন প্রকারের। কেহ কেহ অশ্ব পোষে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সে আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে। ইহাতে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। আবার কেহ কেহ অশ্ব পোষে খ্যাতির উদ্দেশ্যে এবং ইহা হয় তাহার গর্বের বস্তু। ইহা অবশ্যই পাপকার্য। আবার কেহ কেহ অশ্ব পোষে নিজের ব্যবসা ও উহার বংশ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তবে এই ব্যাপারে তাহার উপর আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে সে উদাসীন নয়। এইজন্য তাহাকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না এবং তাহাকে পুরস্কৃতও করা হইবে না। বরং ইহা তাহার মালিকের আবরণ বিশেষ। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কিত হাদীস অচিরেই وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ পাঠকদের সামনে পেশ করা হইবে।

مُسَوَّمَةِ মাঠে বিচরণশীল এবং যে অশ্বের চারটি পা ও কপাল সাদা চিহ্নযুক্ত থাকে। ইহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা। অনুরূপ মুজাহিদ, ইকরামা, সায়ীদ ইব্‌ন যুবাইর, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবযা, সুদ্দী, রবী' ইব্‌ন আনাস, আবূ সিনান প্রমুখ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। মাকহুল বলেন, مُسَوَّمَةِ বলা হয় সেই অশ্বকে, যাহার কপালে ও পায়ে সাদা চিহ্ন বিদ্যমান।

তাহা ছাড়া এই সম্বন্ধে অন্যান্য কথাও রহিয়াছে। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহয়া ইব্‌ন যায়দ, আবদুল হামীদ ইব্‌ন জাফর, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবিব, সুয়াইদ ইব্‌ন কায়েস ও মুআবিয়া ইব্‌ন খাদীজ হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি আরবী অশ্বই প্রত্যহ ফজরের সময় আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া দু'আ করিয়া থাকে। দু'আয় ইহারা বলে—আয় আল্লাহ! আমাকে যে লোকের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছ, তাহার অন্তরে তাহার সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের চাইতেও আমাকে অধিকতর প্রিয় করিয়া দাও।

اَنْعَام। অর্থাৎ গরু, বকরী, উট ইত্যাদি পশু। حَرْثَ ফল-ফসলের ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা। ইমাম আহমদ বলেন ঃ রূহ ইব্‌ন উবাদা, আবূ নূআমা আদবী, মুসলিম ইব্‌ন

বুদায়েল, আয়াস ইব্‌ন যুহাইর ও সুয়াইদ ইব্‌ন হাবীব রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ হইল অধিক বংশধর বিশিষ্ট অশ্ব এবং অধিক ফলবান খেজুর বৃক্ষ।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, এই সমস্তই এই নশ্বর পার্থিব জীবনের সুখের সম্পদ বৈ কিছুই নয়। তবে উত্তম ফলদায়ক প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর নিকট। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইব্‌ন হামীদ, জারীর, আতা, আবূ বকর ইব্‌ন হাফস্ ও উমর ইব্‌ন সা'দ বলেন যে, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰت –এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (র) বলিলেন, আয় পরওয়ারদেগার! তুমি এই জীবনকে বিভিন্ন উপাদানে সুশোভিত করিয়াছ। তখন নাযিল হইল– قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا অর্থাৎ হে নবী! বলিয়া দাও যে, আমি তাহাদিগকে এই দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ-সম্পদের চাইতেও উত্তম বস্তুর খবর দিতেছি। আর সেই সমস্ত বস্তু চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর। তাহা হইল এই, যে সমস্ত লোক সংযম অবলম্বন করে তাহাদের জন্য থাকিবে জান্নাত বা বিভিন্ন প্রকার ফলে-ফুলে সুশোভিত বাগ-বাগিচা। উহার পাদদেশে প্রবাহিত নানা প্রকার উপাদেয় পানীয় দ্রব্য যথা মধু, শরাব ও পানীয় ইত্যাদির নহর বা নদ-নদী। আর এইগুলি এতই উত্তম ও উন্নতমানের যে, কোন চক্ষু তাহা দেখে নাই, কোন কর্ণ তাহা শুনে নাই এবং এই সমস্ত বস্তু সম্পর্কে কোন অন্তরে কোন ধারণাও জন্মে নাই।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাহারা পরম সুখে চিরদিন বাস করিবে। তাহারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হইতে চাহিবে না।

وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ –এবং তাহাতে আরো থাকিবে পবিত্র নারীগণ। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে নারীগণ যে সমস্ত কার্য দ্বারা অপবিত্র হয়, যথা মাসিক ঋতুস্রাব, পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি কার্য ও ময়লা-আবর্জনা হইতে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র থাকিবে।

وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ সর্বোপরি তাহারা লাভ করিবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইহার পর তাহারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি আর কোন দিন দেখিবে না। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা সূরা বারাআতের এক আয়াতে বলিয়াছেন– وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিই পরম ও চরম সম্পদ। অর্থাৎ যে সমস্ত চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর সম্পদ লাভ করিবে তন্মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্ব প্রধান নিয়ামত হইল আল্লাহর সন্তুষ্টি। وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কাজেই তিনি প্রত্যেককেই তাহার যোগ্য পুরস্কার দানে ভূষিত করিবেন।

(١٦) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(١٧) اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

১৬. "যেই সমস্তলোক বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি, অনন্তর আমাদের পাপরাশি মার্জনা কর আর আমাদিগকে অগ্নিদহনের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

১৭. তাহারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত উপাসক, দানশীল ও অতি প্রত্যূষে তাওবাকারী।"

**তাফসীর ঃ** তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত সংযমী লোককে বিরাট পুরস্কার, অগণিত ও অভাবনীয় সম্পদ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাহাদের গুণাবলীর বর্ণনা দিয়া বলেন-যাহারা বলে যে, হে প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি অর্থাৎ তোমার প্রতি, তোমার কিতাব ও তোমার নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতএব فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا আমাদের কল্যাণে আমাদের অপরাধ ও আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা কর! وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ। এবং দোযখের কঠিন শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর!

তারপর আল্লাহ বলেন ঃ اَلصّٰبِرِيْنَ। যাহারা ধৈর্যশীল। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে অটল থাকিয়া এবং বিভিন্ন অবৈধ কাজ পরিত্যাগ করিয়া পরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে।

اَلصّٰدِقِيْنَ। যাহারা সত্যবাদী। অর্থাৎ যাহারা তাহাদিগকে যে সমস্ত বিষয়ের খবর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কঠিন হইতেও কঠিনতর কার্যাবলী সম্পাদন করিয়াছে।

اَلْقٰنِتِيْنَ। এবং আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্য ও বিনয় প্রদর্শন করিয়াছে।

وَالْمُنْفِقِيْنَ এবং সর্বপ্রকার সৎকার্য, আত্মীয় প্রতিপালনে, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনে অকাতরে তাহাদের সম্পদ ব্যয় করিয়া থাকে।

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ -এবং যাহারা প্রাতঃকালে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহর এই কথা দ্বারা প্রাতঃকালে ক্ষমা প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে একদল সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাত্রির শেষ প্রহরে নিকটতম আকাশে অবতরণ করিয়া বলেন, "কোন প্রার্থী আছে কি, আমি তাহাকে দান করিব ? কোন দু'আকারী আছে কি যে, আমি তাহার দু'আ মঞ্জুর করিব ? কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি যে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব ?"

হাফিয আবূ হাসান দারেকুতনী এই সম্বন্ধে পৃথকভাবে একটি অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক রাত্রিতেই বিতর পড়িতেন। তিনি রাত্রির প্রথম প্রহর, মধ্যম অংশ এবং শেষাংশে বিতর পড়িতেন। তবে প্রত্যুষে তাহার বিতর পড়া শেষ হইত! তেমনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর রাত্রিতে নামায পড়িতেন। তারপর ক্রীতদাস নাফেকে জিজ্ঞাসা করিতেন, হে নাফে! প্রাতঃকাল হইয়াছে কি ? যদি নাফে ইতিবাচক জবাব দিতেন, তবে তিনি দু'আ ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হইতেন। আর এইভাবেই তাহার সকাল হইত।

ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইব্ন জারীর বলিয়াছেন যে, ওয়াকী তাহার পিতা হইতে এবং হারিছ ইব্ন আবূ মাতার তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, শেষ রাত্রিতে মসজিদের কোণে কাহাকেও বলিতে শুনিলাম যে, হে প্রতিপালক! তুমি যাহা নির্দেশ দিয়াছ তাহা অকাতরে পালন করিয়াছি। এই তো প্রাতঃকাল! আমাকে ক্ষমা কর। তারপর তাকাইয়া দেখি যে, তিনি হযরত ইব্ন মাসউদ (র)। ইব্ন মারদুবিয়াও আনাস ইব্ন মালিক হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি

বলিয়াছেন, আমরা যখন রাত্রিতে নামায পড়িতাম, তখন আমাদিগকে সত্তরবার ইস্তিগফার করিতে নির্দেশ দেওয়া হইত।

(١٨) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟

(١٩) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

(٢٠) فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۟

১৮. "আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। এবং ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানীগুণী লোকগণ ন্যায়তই সাক্ষ্য দেয় যে, সেই পরাক্রান্ত জ্ঞানময় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই।

১৯. আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ একমাত্র দীন। কিতাবধারীগণ তখনই মতভেদ করিয়াছে যখন তাহাদের নিকট জ্ঞানের আলো আসিয়াছে। আর ইহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের পারস্পরিক বিদ্বেষপ্রসূত। অতঃপর আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, তবে মনে রাখিবে, আল্লাহ খুবই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০. তারপরও যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন বলিয়া দাও যে, আমি ও আমার অনুসারীগণ সকলেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কিতাবধারীগণকে এবং তাহাদের নিরক্ষর জনগণকে বলিয়া দাও যে, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ? যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তাহারাও সত্য-ন্যায়ের সন্ধান পাইবে। আর যদি তাহারা সত্যবিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়, তবে (ইহাতে তোমার কোন দায়-দায়িত্ব নাই)। তোমার দায়িত্ব হইল (আল্লাহর পয়গাম বিশ্বমানবের নিকট) পৌঁছাইয়া দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বান্দার সমস্ত কাজকর্ম অতি উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।"

তাফসীর ঃ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এখানে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং তাঁহার সাক্ষ্যদানই যথেষ্ট। কারণ, তিনি পরম সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী। সকল সৃষ্টি জগতের একক সৃষ্টিকর্তা তিনিই। আর সকলই তাহার দান এবং তাঁহার সৃষ্ট জীব। তিনিই কেবল একক ও অভাবমুক্ত আর সৃষ্টির সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। কাজেই তিনিই একক উপাস্য, তাঁহার কোনই শরীক নাই। এইজন্য তিনি এই আয়াতের সহিত যোগ করিয়াছেন– لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا

اَنْـزَلَ اِلَـيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট অবতীর্ণ কিতাবের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতেছেন।

অতঃপর ফেরেশতাদের সাক্ষ্য এবং জ্ঞানী-গুণী লোকদের সাক্ষ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এখান হইতে আলেমদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় قَآئِمًا بِالْقِسْطِ অর্থাৎ তিনি সত্য-ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এই গুণ তাঁহার চিরস্থায়ী। অতঃপর আল্লাহ পূর্ববর্তী কথার দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে পুনঃ বলিয়াছেন ঃ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তিনি পরাক্রান্ত ও মহান এবং তাঁহার মহত্ত্বের আর কোন তুলনা নাই। তিনি তাঁহার সকল কাজকর্মে, কথাবার্তায় এবং প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানবান।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ

ইয়াযীদ ইব্ন আবদে রাব্বিহি, বাকিয়া ইব্ন ওয়ালিদ ও জুবাইর ইবনুল আওয়াম বলেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে আরাফাতের ময়দানে شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ هُوَ এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, আমিও ইহার সাক্ষী হে প্রতিপালক! ইব্ন আবূ হাতিমও অন্য সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন, মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আসকালানী, উমর ইব্ন হাফস ইব্ন ছাবিত, আবূ যায়দ আনসারী ও আবদুল মালেক ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন উব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা যুবাইর হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, হে প্রতিপালক! আমি ইহার সাক্ষী।

হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী তাহার মু'জামে কবীরে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আবদান ইব্ন আহমদ ও আলী ইব্ন যায়দ রাযী উভয়েই বলেন, আমর ইব্ন উমর মুখতার তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি গালিব কাত্তান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ

একদা আমি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে কুফায় আসিয়া আ'মাশের নিকটেই অবস্থান করিলাম। রাত্রিতে আ'মাশ তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে দাঁড়াইলেন এবং اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلاَمُ। এই আয়াতটি যখন পাঠ করিলেন, তখন বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমিও সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছি। আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট এই সাক্ষ্য আমানত রাখিয়াছেন। তাই আমি তাঁহার সাক্ষ্য যথাযথ আদায় করিয়া দিতেছি। তারপর বারবার এই আয়াত পাঠ করিলেন। আমি ভাবিলাম যে, নিশ্চয়ই তিনি এই সম্বন্ধে কোন হাদীস শুনিয়া থাকিবেন। অতএব অতি প্রত্যূষে আমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-হে আবূ মুহাম্মদ! আপনি এই আয়াতটি বারবার পাঠ করিয়াছেন তাহা আমি শুনিয়াছি! ইহার কারণ কি ? তিনি বলিলেন, ইহার কারণ সম্বন্ধে তুমি অবগত নও? আমি বলিলাম, জনাব! আমি তো প্রায় একমাস যাবত আপনার খেদমতে আছি। অথচ আপনি তো ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন হাদীস বলেন নাই। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আরও এক বৎসর পর্যন্ত আমি তোমার নিকট এই হাদীস বলিব না। অতএব সুদীর্ঘ এক বৎসর তাহার নিকট অতিবাহিত করিলাম! অতঃপর বৎসর যখন পূর্ণ হইল তখন বলিলাম, জনাব! বৎসর তো চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট আবূ ওয়ায়েল আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-এই আয়াত পাঠকারীকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আনাইবেন এবং বলিবেন,

এই বান্দা আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে। আমি প্রতিশ্রুতি পালনে সর্বাধিক হকদার। সুতরাং আমার এই বান্দাকে বেহেশতে নিয়া যাও।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ ব্যতীত তাঁহার নিকট অন্য কোন দীনের স্বীকৃতি নাই! আর সকল নবী-রাসূলের অনুসরণই আত্ম সমর্পণের ধর্ম এবং তাহাদের ক্রমধারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে তিনি সমাপ্ত করিয়াছেন। এখন হইতে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্য কোন তরীকা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মমতের অনুসন্ধান করে তাহা তাঁহার নিকট কখনও গ্রহণযোগ্য হইবে না। এই আয়াতেও ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, ইসলাম বা আত্মসমর্পণই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্মমত।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পাঠ পদ্ধতি ছিল شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এবং اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ। আয়াতাংশদ্বয়ের প্রথম স্থানে হামযা জেরযুক্ত এবং দ্বিতীয় স্থানে হামযা জবরযুক্ত করা। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হইল উভয় স্থানে হামযা জেরযুক্ত করা। অর্থের দিক দিয়া উভয় পাঠ পদ্ধতিই যথার্থ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই অধিকতর সুস্পষ্ট। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তারপর বলা হইল, পূর্ববর্তীগণকে যে সমস্ত কিতাব দেওয়া হইয়াছে, সেই কিতাবধারীগণ কেবল পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়াই মতবিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাও আবার তাহাদের নিকট নবী-রাসূলগণের আগমন এবং বিভিন্ন কিতাব অবতরণের পরই এই মতবিরোধ তীব্ররূপে দেখা দেয়। অতঃপর আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ আয়াত বা নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিবে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাহার মিথ্যাচার ও বিরোধিতার জন্য তাহাকে শাস্তি দিবেন।

তারপর তিনি বলেন ঃ فَاِنْ حَاجُّوْكَ অর্থাৎ ইহার পরও যদি তাহারা আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করে, তবে বলিয়া দাও যে, আমি পরম নিষ্ঠার সহিত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি। তাঁহার কোনই শরীক নাই, তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই, তাঁহার কোন সন্তান নাই এবং তাঁহার কোন স্ত্রীও নাই। যাহারা আমার পদাংক অনুসরণ করে, তাহারাও আমার মতই বলে, যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْ اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ

অর্থাৎ বল, ইহাই আমার পথ। আমি সম্পূর্ণ দিব্যজ্ঞানের সঙ্গেই তোমাদিগকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাইতেছি এবং আমার অনুসারীগণও।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে এবং তাঁহার নবীকে নির্দেশ দিয়া বলেন, হে নবী! ইয়াহুদী ও নাসারা এবং নিরক্ষর মুশরিকগণকে তোমার দীন ও শরীআত এবং তোমাকে যে সব বিষয় দান করা হইয়াছে, তৎপ্রতি আহ্বান জানাও। তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে,

তাহারাও যেন ইসলাম গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহারাও যেন আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাহারাও সত্য-ন্যায়ের সন্ধান পাইবে। আর যদি তাহারা তোমার কথা অমান্য করিয়া সত্যবিমুখ হইয়া যায়, তবে আর কোন কথাই নাই। তোমার দায়িত্ব হইল আল্লাহর পয়গাম তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবেন। তাহারা শেষ পর্যন্ত একমাত্র তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইবে। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা সত্য-ন্যায়ের সন্ধান দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহার জ্ঞান ও হিকমত অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি উভয়কেই জানেন। তিনি জানেন যে, কাহারা সত্য ও ন্যায়ের যোগ্য এবং কাহারা ভ্রষ্টতার যোগ্য। এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ এই ব্যাপারে তাঁহার নিকট কৈফিয়ত তলব করার কোন অধিকার কাহারো নাই।

এই আয়াত এবং এই জাতীয় অন্যান্য আয়াতই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সা) বিশ্বের সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত এবং বিশ্ব নবীর (সা) শরীআতের হুকুমা আহকাম দ্বারা এই সত্য অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আল্লাহর কিতাবের বহু আয়াত, এমনকি বহু হাদীস দ্বারাও ইহা প্রমাণিত সত্য। তন্মধ্যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত হইল এই ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"হে লোক সকল। ! আমি তোমাদের সকলের প্রতিই আল্লাহর প্রেরিত নবী।"

অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا

"আল্লাহ মহান ও বরকতময়। তিনি তাঁহার বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি সকল সৃষ্ট জীবের জন্য সতর্ককারী হিসাবে গণ্য হন।" সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থের বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া এবং বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্ এবং আরব- অনারবের অন্যান্য লোকের নিকট চিঠি-পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন ও তাহাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এইরূপেই তিনি তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। এই মর্মে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, মুআম্মার ও হুমাম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সেই আল্লাহর কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, এই উম্মতের হউক কিংবা ইয়াহুদী হউক আর নাসারা হউক, যাহার কানে আমার নবুয়াতের খবর পৌঁছিয়াছে এবং আমি যেসব বিষয়সহ প্রেরিত হইয়াছি, তাহার খবর পাইয়াছে, অতঃপর সে আমার প্রতি এবং আমার নিকট প্রেরিত বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে, সে অবশ্যই জাহান্নামী। মুসলিম শরীফেও এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন—بعثت الى الا حمر والاسود অর্থাৎ আমি সাদা-কালো সকলের নিকটই

প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আরও বলিয়াছেন كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীই তাঁহার বিশেষ কওম বা জাতির নিকট প্রেরিত হইতেন। কিন্তু আমাকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ

মুতাওয়াক্কাল, হাম্মাদ ও ছাবিত হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একটি ইয়াহূদী বালক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওযুর পানি আনিয়া দিত এবং তাঁহার জুতা জোড়া আগাইয়া দিত। একদা সেই বালক অসুস্থ হইয়া পড়িল। হুযুর (সা) তাহাকে দেখিতে গেলেন। তখন তাহার মাথার নিকট বালকের পিতাও বসিয়াছিল। হুযুর (সা) বালকের নাম ধরিয়া বলিলেন, হে বালক ! তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। বল, لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ —বালক তাহার পিতার মুখের প্রতি তাকাইয়া নীরব রহিল। হুযুর (সা) পুনঃ বলিলেন-বল, لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ এইবার বালক তাহার পিতার মুখের প্রতি তাকাইল। তখন তাহার পিতা বলিল, তুমি আবুল কাসেমের আনুগত্য স্বীকার কর। তখন বালক বলিল, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ এই কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَخْرَجَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ। অর্থাৎ সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমার মাধ্যমে ইহাকে দোযখের আগুন হইতে মুক্তি দিলেন।

ইমাম বুখারীও তাহার সহীহ্ গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٢٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

২১. “যে সমস্ত লোক আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অনর্থক নবীগণকে হত্যা করে এবং যে সমস্ত লোক সত্য-ন্যায়ের নির্দেশদাতাগণকে হত্যা করে, তুমি তাহাদিগকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর দাও।

২২. ইহ ও পরকাল উভয় স্থানেই তাহাদের সকল কার্য ব্যর্থ ও নিষ্ফল এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারীও তাহারা পাইবে না।”

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাহারা আল্লাহর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করিতেছিল এবং আল্লাহর দেওয়া বিধানকে পদদলিত করিয়া বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত ছিল, শুধু তাহারাই নয়, যাহারা তাহাদের নিকট প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিতেছিল, এমন কি তাহারা এতই উদ্ধত ছিল যে, তাহাদিগকে যাহারা ন্যায়-ইনসাফের নির্দেশ দিত তাহাদিগকেও নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে তাহারা হত্যা করিত, এখানে সেই সমস্ত আহলে কিতাবদের তিরস্কার করা হইল। সত্য-ন্যায়কে অস্বীকার করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করাই অহংকারের চরম সীমা। যেমন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, সত্য-ন্যায়কে অস্বীকার করা এবং সত্য ও ন্যায়ের অধিকারীকে হীন ও নীচ মনে করাই অহংকার, ইহাই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

আবূ যুবাইর হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুসলিম নিশাপুরী (যিনি মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন), আবূ হাফস্ উমর ইব্‌ন হাফস, ইয়ালী ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন যাবারা আনসারী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হামযা, বনু আসাদের এক মুক্ত দাস আবুল হাসান মাকহুল, আবূ কাবিছা ইব্‌ন যিবখুযাঈ ও হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কিয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন শাস্তি হইবে কাহার ? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে অথবা এমন কোন লোককে হত্যা করিয়াছে যে ব্যক্তি সত্য-ন্যায়ের নির্দেশ দিত এবং অন্যায়-অসত্য হইতে বিরত করিত। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন— اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে আবূ উবায়দা ! শোন, বনু ইসরাঈল দিনের প্রথম প্রহরে এক ঘণ্টায় অর্থাৎ একই সময়ে ৪৩ জন নবীকে হত্যা করিল। তারপর তাহাদের মধ্যে ১৭০ জন লোক ইহার প্রতিবাদ করিয়া তাহাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের আহবান জানাইল এবং অন্যায় ও অসত্য হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিল। অতঃপর তাহারা তাহাদিগকেও সেই দিনই শেষ প্রহরে হত্যা করিয়াছিল! এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীরও এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আবূ উবায়দা আল ওসাবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাফস, ইব্‌ন হামীর ও বনু আসাদ গোত্রের মুক্ত দাস আবুল হাসান মাকহুল হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, বনু ইসরাঈল দিনের প্রথম প্রহরে তিনশত নবীকে হত্যা করিয়া দিনের শেষ প্রহরে তাহারা বাজারে সবজি বিক্রয় করিতে বসিয়া গেল। ইব্‌ন আবূ হাতিমও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব তাহারা যখন সত্য-ন্যায় গ্রহণ করিতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিল এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের সম্মুখে অহংকার প্রকাশ করিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ইহ ও পরকালে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার ব্যবস্থা দ্বারা ইহার প্রতিকার বিধান করিলেন।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দাও এবং বলিয়া দাও যে, اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ অর্থাৎ ইহ ও পরকালের জীবনে তাহাদের সকল কার্য ব্যর্থ। তাই তাহাদের পক্ষে কোন সাহায্যকারীও তাহারা পাইবে না।

(২৩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

(২৪) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

(২৫) فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৩. "আপনি কি সেই সমস্ত লোককে দেখেন নাই, যাহাদিগকে কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হইয়াছে? তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহবান জানান হয়। অতঃপর তাহাদের একটি দল তাহা হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়।

২৪. কারণ, তাহারা বলে যে, সামান্য দিন কয়টি ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শই করিবে না। এবং তাহাদের মনগড়া ধারণায় তাহারা বিভ্রান্ত।

২৫. সেদিন কেমন হইবে, যেদিন আমি তাহাদিকে একত্রিত করিব ? সেদিন সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র যুলুম করা হইবে না।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইয়াহুদী ও নাসারাদের এই দাবীও অসার যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি তাহাদের ঈমান রহিয়াছে। কেননা, যখন সেই সমস্ত কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানান হয় এবং শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে বলা হয়, তখন তাহারা সত্যবিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়। অতএব ইহা দ্বারা তাহাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় এবং তাহাদের অহংকার, অহমিকা ও হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। তাহাদের এই ঔদ্ধত্য এবং সত্যবিমুখতার ফলে তাহারা নিজেদের মনগড়া বিশ্বাস দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াই বলে যে, আমরা মাত্র কয়েক দিন দোযখের আগুনে দগ্ধ হইব । মাত্র সাত দিন অর্থাৎ সৌরজগতের বর্ষপঞ্জি হিসাবে প্রতি এক হাজার বৎসরে এক দিন ধরিয়া সেই হিসাব মতে মাত্র সাত দিন। ইতিপূর্বে সূরা বাকারার তাফসীরে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাহাদের এই অলীক ও মনগড়া ধারণার ফলেই তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে। অতএব তাহাদের এই বিশ্বাসের মূলে কোন ভিত্তি নাই। আল্লাহর তরফ হইতে তাহাদের এই ধারণা সম্বন্ধে কোন যুক্তি-প্রমাণ নাযিল হয় নাই। ইহা দ্বারা তাহারা নিজেরাই আত্ম প্রবঞ্চনা করিয়াছে মাত্র।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সতর্ক ও তিরস্কার করিয়া বলেন ঃ

তাহারা তো তাহাদের এই অন্যায় ও মিথ্যা ধারণার ফলে আল্লাহর কিতাবের উপর অধিকতর মিথ্যারোপ করিতে দুঃসাহস করিয়াছে এবং সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া হত্যা করিয়াছে। অথচ সেই দিন তাহাদের অবস্থা কত শোচনীয় আর কতইনা অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করিবে, যে দিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব এবং তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কার্যের পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করিব। সেদিন প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী পূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি বিধান করিব এবং তখন কাহারও প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হইবে না। সেই দিন অবশ্যই আসিবে, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

(٢٦) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ۭ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٢٧) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

**২৬. (হে মুহাম্মদ !) বল, আয় আল্লাহ্, তুমিই সমগ্র জগতের মালিক ; তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজত্ব কাড়িয়া লও, যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমার হস্তেই মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত এবং তুমি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান।**

**২৭. তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিকে পরিণত কর। তুমি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির কর ও জীবিতকে মৃতে পরিণত কর এবং যাহাকে ইচ্ছা বে-শুমার জীবিকা দান কর।**

**তাফসীর ঃ** আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সমস্ত কাজ আল্লাহর নিকট সোপর্দ কর এবং তাঁহার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া নিম্ন বাক্যগুলি দ্বারা তাঁহার সাহায্য কামনা কর ঃ

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ অর্থাৎ আয় আল্লাহ! সমগ্র সৃষ্টিজগতের সার্বভৌম মালিক তুমি। تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ......... অর্থাৎ তুমি একমাত্র দাতা, তুমিই একমাত্র হরণকারী, তোমার ইচ্ছাই সকল বস্তুর উপর কার্যকর। তুমি যাহা চাও তাহাই হয়, তুমি যাহা চাও না তাহা হয় না। এই আয়াতে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বনু ইসরাঈল বংশ হইতে নবুয়ত ছিনাইয়া আনিয়া আরবের কুরাইশ বংশের নিরক্ষর মুহাম্মদ (সা)-কে নবীরূপে প্রেরণ করিয়া আরববাসীদের প্রতি যে অপ্রত্যাশিত নিয়ামত দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তদুপরি তিনি তাঁহাকে শেষ নবীর এবং বিশ্বনবীর মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে সমাবেশ ঘটাইয়াছেন পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলগণের গুণাবলী, পরন্তু তাঁহাকে এমন সব বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হইয়াছে, যাহা অন্য কোন নবীকেই দেওয়া হয় নাই। যেমন আল্লাহর সত্তাগত জ্ঞান, তাহার প্রদত্ত শরীআতের তত্ত্বজ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর বিবরণ দান, পারলৌকিক তত্ত্বাবলী, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্র তাহার আনীত ধর্মমতের প্রসারতা ও সমস্ত ধর্মমতের উপর তাহার প্রচারিত ধর্মমতের প্রাধান্য দান এবং যতদিন পর্যন্ত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার উপর আল্লাহর করুণারাশি অবতীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্যন্ত তাহার ধর্মমত বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে।

তারপর তিনি বলেন—বল, তুমিই সৃষ্টি জগতে বিবর্তনকারী, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। ইহা দ্বারা তিনি প্রতিবাদ করেন সেই সমস্ত লোকদের কথার, যাহারা বলে যে, এই নগরদ্বয়ের কোন মহান ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কালাম নাযিল করেন নাই কেন? তিনি অন্যত্র বলেন— اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতের বন্টনকারী সাজিয়াছে? না, বরং আল্লাহর রহমত বিতরণে কাহারও কোন দখল নাই। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা নবুয়ত দানে ভূষিত

করেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি করার অধিকার নাই, প্রতিবাদ করারও কোন অধিকার নাই। এই সম্বন্ধে যে গূঢ় রহস্য বিদ্যমান, যে প্রমাণ বিদ্যমান, তাহা কেবল তিনি জানেন। এই জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপেই জানেন যে, তিনি কাহাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করিবেন। অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

লক্ষ্য কর, কিরূপে আমি একেক অপরের উপর প্রাধান্য দিয়াছি।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির তাহার ইতিহাস গ্রন্থে ইসহাক ইব্‌ন আহমদের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে খলীফা মা'মুন হইতে বর্ণনা করেন যে, খলীফা রোমের একটি প্রাসাদগাত্রে আসিরীয় ভাষায় কিছু লিখা দেখিয়া উহা আরবীতে অনুবাদ করিতে বলিলেন। অতএব উহা আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত করা হইলে দেখা গেল যে, উহার সারমর্ম হইল এই ঃ

باسم الله مااختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء فى الفلك الا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه الى ملك وملك ذى العرش دائم ابدا ليس بفان ولا بمشترك.

"আল্লাহ্‌র নামে শুরু। রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন ঘটে না, শূন্যমণ্ডলে নক্ষত্রের গতি পরিবর্তিত হয় না, অথচ এক সম্রাটের সম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া উহার বিভিন্ন নিয়ামত অন্য সম্রাটের নিকট স্থানান্তরিত হয়। অথচ মহান আরশের অধিপতির সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী, চিরন্তন, অবিনশ্বর এবং অবিভাজ্য।"

তারপর বলা হইল—তুমিই রাত্রির অতিরিক্ত অংশ দিবসে যোগ করিয়া দিবসকে রাত্রির সমান করিয়া দাও এবং এক দিকের এক অংশ অন্য দিকে সংযোজন করিয়া একটিকে বড় ও অপরটি ছোট করিয়া থাক। তারপর আবার উভয়কে সমান সমান করিয়া থাক। তুমিই গ্রীষ্ম, বসন্ত, হেমন্ত, শীত ইত্যাকার বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তন করিয়া থাক।

তারপর বলা হইল—তুমিই শস্যকণা হইতে শস্যক্ষেত এবং শস্যক্ষেত হইতে শস্যকণা, বীচি হইতে খেজুর বৃক্ষ এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে খেজুর বীচি, মু'মিনের ঔরসে কাফের ও কাফেরের ঔরসে মু'মিনের জন্মদান কর। মুরগীর পেট হইতে ডিম এবং ডিম হইতে মুরগীর বাচ্চা দিয়া থাক। এইরূপে সমস্ত বস্তুই তোমার ক্ষমতার অধীন। অনুরূপ তুমি যাহাকে ইচ্ছা অগণিত ধনরাশি দান কর আর যাহাকে ইচ্ছা জীবিকা সংকীর্ণ করিয়া দিয়া থাক। মূলত ইহাতে তোমার গূঢ় রহস্য বিদ্যমান এবং তোমার ইচ্ছা ও তোমার উদ্দেশ্য বিদ্যমান।

তিবরানী বলেন—মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়্যা আলায়ী, জা'ফর ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ফরকাদ, তাহার পিতা, উমর ইব্‌ন মালেক, আবু জাওযা ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতেই اسم اعظم তথা আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি বিদ্যমান। সেই নামে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি সাড়া দিয়া থাকেন।

(٢٨) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

**২৮. "বিশ্বাসী লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তাহারা বিশ্বাসীগণকে ছাড়িয়া কাফেরদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন দায়িত্ব নাই। তবে হ্যাঁ, যদি ইহা দ্বারা তোমরা তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিতে চাও তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা এবং আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এবং আল্লাহ্র নিকটই তোমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে।"**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিতেছেন। অতএব তিনি বলেন ঃ কোন বিশ্বাসী লোকের পক্ষে ইহা মোটেই শোভনীয় নয় যে, সে বিশ্বাসী লোকগণকে রাখিয়া কাফেরদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে ও তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিবে। বরং মুনাফিকদের কর্তব্য হইল তাহাদের একে অপরকে ভালবাসিবে, একে অন্যকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে। তারপর তিনি ইহার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলেন ঃ অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র এই নিষেধ অগ্রাহ্য করিবে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন দায়-দায়িত্ব নাই। যেমন অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ ......... وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ.

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না।...... অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ করিল, সে সত্য ও ন্যায়ের পথ হারাইল।" অপর এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا.

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসীগণকে ত্যাগ করিয়া কাফেরগণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না। তোমরা কি চাও যে, তোমরা আল্লাহ্র জন্য তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ খাড়া করিবে ?" অপর এক স্থানে আল্লাহ বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ.

"হে বিশ্বাসীগণ! ইয়াহূদী ও নাসারাগণ একে অপরের বন্ধু। সুতরাং তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাগণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে, সে তাহাদেরই দলভুক্ত।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিন, মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য বিশ্বাসী আরবদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের গুরুত্ব ও তাহাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

"আর কাফেরগণ পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তোমরাও যদি এইরূপ না কর, তবে পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইবে এবং বিরাট দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হইবে।"

তারপর যাহারা সংখ্যালঘু অবস্থায় বিভিন্ন কাফের রাষ্ট্রে বাস করে এবং কোন কোন সময় তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সঙ্গে মিলমিশ রাখে, অর্থাৎ প্রকাশ্যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে, তাহাদের জন্য ইহার অনুমতি দিয়া তিনি বলেন ঃ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً — তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ করিবে, আন্তরিকভাবে নয়। যেমন ইমাম বুখারী (র) বলিয়াছেন যে, আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ

انا لنكشر فى وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم। অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন জাতির সহিত প্রসন্ন বদনে মিলিয়া থাকি। তবে আন্তরিকভাবে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিতে থাকি।

সাওরী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আত্মরক্ষার জন্য মৌখিকভাবে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইতে পারে, আন্তরিকভাবে নয়। আওফীও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবুল আলিয়া, আবুশ শা'ছা, যিহাক ও রবী' ইব্ন আনাসও তাহাই বলেন। তাহাদের এই কথার সমর্থন মিলে আল্লাহ্র এই কালামে ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدَ اِيْمَانِهِ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার পর আবার কুফরী করে—তবে যাহাকে বল প্রয়োগে কুফরী করিতে বাধ্য করা হয়, অথচ তাহার অন্তর ঈমানের পথে অবিচল (তাঁহার কথা স্বতন্ত্র)।" বুখারী (র) বলেন যে, ইমাম হাসান বলিয়াছেন—আত্মরক্ষার এই বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারপর আল্লাহ বলেন ঃ যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুগণের দুশমনের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে, তাহাদিগকে আল্লাহ তাঁহার কঠিন শাস্তি, প্রতিশোধ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

তারপর তিনি বলেন ঃ প্রত্যেককেই আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তিনি প্রত্যেককেই তাহার কৃতকর্মের পুরস্কার অথবা শাস্তি বিধান করিবেন। এই সম্বন্ধে ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ তাহার পিতা, সুয়াইদ, মুসলিম ইব্ন ইয়াযীদ, ইব্ন আবি হুসাইন ও আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত মায়মুন ইব্ন মিহরান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—একদিন হযরত মাআয (রা) আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আওদ গোত্রের লোকজন! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। তোমরা নিশ্চতরূপেই জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন হয় জান্নাত তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে, নতুবা জাহান্নাম।

(٢٩) قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(٣٠) يَوۡمَ تَجِدُ كُلُّ نَفۡسٍ مَّا عَمِلَتۡ مِنۡ خَيۡرٍ مُّحۡضَرًا ۛ وَمَا عَمِلَتۡ مِنۡ سُوٓءٍ ۛ تَوَدُّ لَوۡ اَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهٗۤ اَمَدًاۢ بَعِيۡدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفۡسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوۡفٌۢ بِالۡعِبَادِ ۝

২৯. "বল, যদি তোমরা তোমাদের অন্তরের কথা গোপন অথবা প্রকাশ কর, তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্ জ্ঞাত থাকেন। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুই জানেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩০. যেই দিন প্রত্যেক লোক তাহার প্রতিটি কৃতকর্ম বাস্তবে উপস্থাপিত দেখিবে, সেদিন সে একান্তই কামনা করিবে—হায় যদি তাহার ও তাহার মন্দ কাজের মধ্যে বিরাট দূরত্ব বিদ্যমান থাকিত! আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার ব্যাপারে বিশেষ করুণাময়।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিজের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, তিনি তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়সমূহ যেমন জানেন, তেমনি তোমাদের অন্তস্থলের গোপন রহস্যও জানেন। তিনি তো অন্তর্যামী। তাহার নিকট কোন বিষয়ই গোপন নাই। তাঁহার জ্ঞানের বাইরে কোন বস্তুই নাই—তাহা নভোমণ্ডলেই হউক আর ভূমণ্ডলেই হউক, সমুদ্রের অতল গহবরেই হউক আর পর্বতের গগনচুম্বি চূড়াতেই হউক। সর্বযুগ, সর্বস্থল ও সর্বাবস্থায় সব কিছুই তাঁহার নখদর্পণে। সব কিছুই তাঁহার শক্তির আওতাভুক্ত। সকল বস্তুর উপর তাঁহার ক্ষমতা সমভাবে কার্যকর। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা পুরস্কার দিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। এমন পরম জ্ঞানী-গুণী, এমন শক্তিশালী আল্লাহকে সকলেরই ভয় করা কর্তব্য। তাঁহার নির্দেশ পালন করা এবং তাঁহার নিষেধ মানিয়া চলা প্রতিটি মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু তিনি শুধু তাহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাতই নন, তিনি সর্বশক্তিমানও বটে। কাজেই তিনি হয়ত কাহাকেও অবকাশ দিয়া থাকেন। তবে যখন তিনি কাহাকেও ধরিবেন, তখন তিনি অত্যন্ত কঠিন হস্তে পাকড়াও করিবেন। তখন আর তাহার জন্য কোন অবকাশ থাকিবে না!

এই জন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا.

"এমন একদিন আসিবে যেদিন প্রত্যেকটি মানুষই তাহার কৃতকর্ম উপস্থিত পাইবে।"

কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষের সামনে তাহার ভাল-মন্দ সকল কাজই উপস্থাপিত করা হইবে। যেমন অন্য স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ.

"সেই দিন প্রতিটি মানুষকেই তাহার পূর্বাপর সমস্ত কৃতকর্মের খবর দেওয়া হইবে।" পরিণামে জান্নাতের অশেষ সুখ ভোগ করিবার সুযোগ মিলিবে অথবা জাহান্নামের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইবে। সেদিন মানুষ তাহার উত্তম কর্ম দেখিয়া যারপরনাই সুখী হইবে অথবা মন্দকর্ম দর্শনে দুঃখ- বেদনায় দাঁত কামড়াইয়া পরিতাপ করিবে। তখন অনুতাপ করিয়া বলিবে, হায়! যদি তাহার মধ্যে এবং তাহার কর্মের মধ্যে বিপুল ব্যবধান থাকিত, তবে কতইনা মঙ্গল হইত। অনুরূপ যে শয়তানের প্ররোচনায় দুনিয়াতে সে মন্দ কাজ করিত, তাহাকে দেখিয়া বলিবে ঃ

Contents



يَا لَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنِ.

"হে শয়তান! যদি আজ তোমার ও আমার মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ব্যবধান সূচিত হইত, তবে কতই মঙ্গল হইত। কতই না খারাপ এই নৈকট্য।"

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৎ ও নিষ্ঠাবান বান্দাগণ যাহাতে তাঁহার অসীম করুণা হইতে নিরাশ না হন সেই জন্য তাহাদিগকে শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। হাসান বসরী বলেন—তাঁহার অন্যতম অনুগ্রহ এই যে, তিনি পাপীর শাস্তি সম্পর্কে তাহাদিগকে আগেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। অন্য আলিমগণ বলেন—তিনি তাঁহার জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। মানুষ সৎ ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকুক এবং তাহারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করুক, ইহাই তিনি চান।

(٣١) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٣٢) قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩১. "বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা পোষণ কর, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

৩২. "বল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। অতঃপর যদি তাহারা সত্যবিমুখ হইয়া যায়, তবে মনে রাখিবে, আল্লাহ কাফেরগণকে অবশ্যই ভালবাসেন না।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ভালবাসার দাবি করে, অথচ সে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসৃত পথে চলে না, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। যতক্ষণ না সে তাহার কথা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর (সা) অনুসরণ করিবে, ততক্ষণ তাহার দাবি সত্য হইবে না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাহাতে আমার কোন নির্দেশ নাই, তাহার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য নয়। এইজন্যই এখানে বলা হইয়াছে ঃ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন) অর্থাৎ তোমরা তাঁহার প্রতি মহব্বত ও প্রেম-প্রীতির যে দাবি কর, উহার চাইতে অধিক তোমাদিগকে দান করা হইবে। তাহা হইল তোমাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা। আর ইহা প্রথমোক্তটির চাইতে মহত্তর। অর্থাৎ তোমাদের ভালবাসার চাইতে তোমাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা মহত্তর। যেমন কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী আলিম বলেন, তোমার ভালবাসার, তোমার প্রেম-প্রীতির কোনই মূল্য নাই। উহার মূল্য তখনই, মর্যাদা তখনই, যখন আল্লাহ তোমাকে ভালবাসেন। হাসান বসরীসহ কিছু পূর্বসুরী আলিম বলেন ঃ একদল লোক দাবি করিল যে,

তাহারা আল্লাহকে ভালবাসে। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে এই আয়াত দ্বারা জানাইয়া দিলেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ-প্রেমের দাবি কর, তবে আমার রাসূলকে অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমার পিতা, আলী ইব্ন মুহাম্মদ তানাফেসি, আবদুল্লাহ ইব্ন মূসা ইব্ন আবদুল আলা ইব্ন আয়ুন, ইয়াহয়া ইব্ন কাছীর ও উরওয়া হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্বেষ পোষণ করাই দীন। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ।

আবূ যারআ বলেন ঃ আবদুল আলা বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

তারপর আল্লাহ বলেন— তোমাদের নবীর অনুসরণের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। ইহা তাঁহারই অনুকরণের ফল। তারপর সর্বশ্রেণীর মানুষকে তিনি এই নির্দেশ দেন ঃ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا (বল, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। তারপরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়) অর্থাৎ যদি তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ কাফেরগণকে ভালবাসেন না। এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রাসূলের অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির বিরোধিতা করা কুফর। যে ব্যক্তির মধ্যে এই স্বভাব বিদ্যমান, সে যদিও দাবি করে যে, সে আল্লাহ্র প্রেমিক এবং আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত, তবুও আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন না, যতক্ষণ না সে অনুসরণ করিবে আল্লাহ্র রাসূলের রীতি-পদ্ধতির। এমন কি যদি তাঁহার যুগে অন্য নবী-রাসূলগণ বিদ্যমান থাকিতেন, তবে তাঁহাদের জন্য তাঁহার অনুকরণ হইত অপরিহার্য। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতীত তাহাদেরও কোন গত্যন্তর থাকিত না। অচিরেই এতদসম্পর্কে وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হইবে।

(٣٣) اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ

(٣٤) ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ

**৩৩. "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্বের জনমণ্ডলীর মধ্যে আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরগণকে নির্বাচন করিয়াছেন।**

**৩৪. তাহারা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিতেছেন যে, এই সমস্ত মনীষীকে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। তিনি হযরত আদম (আ)-কে নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করিয়া ফেরেশতাগণের দ্বারা তাঁহাকে সিজদা করাইয়াছেন অর্থাৎ তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। তারপর তাঁহাকে বেহেশতে স্থান দিয়াছেন এবং এক গূঢ় রহস্যময় কারণে

তাঁহাকে তথা হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। তারপর তিনি হযরত নূহ (আ)-কে মনোনীত করেন। যখন এই দুনিয়ার বুকে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার প্রচলন ছিল, দুনিয়ার মানুষ যখন বিভিন্ন প্রকার শির্ক-বিদআত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সর্বপ্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁহার কাওমের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দিবা-রাত্রি প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর পথে আহবান জানাইলেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। বরং তাহারা তাঁহার নিকট হইতে দূরে, আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট দু'আ করিয়াছেন। অবশেষে আল্লাহ তাহাদিগকে বন্যার পানিতে ডুবাইয়া মারিলেন। যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া আল্লাহর পথ অবলম্বন করিয়াছিল কেবল তাহারাই আল্লাহ্‌র সেই গযব হইতে রেহাই পাইল। অতঃপর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরকে মনোনীত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) রহিয়াছেন। ইমরানের বংশধর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত মরিয়মের পিতা ইমরান। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর মাতামহ। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার ইমরানের বংশতালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইমরান ইব্‌ন ইয়াশিম ইব্‌ন মিশা ইব্‌ন হিযকিয়া ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন গারায়া ইব্‌ন নাউশ ইব্‌ন আজর ইব্‌ন বাহওয়া ইব্‌ন নাযিম ইব্‌ন মুকাসিত ইব্‌ন ঈশা ইব্‌ন ইয়ায ইব্‌ন রুখিআম ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ)। অতএব হযরত ঈসা (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর এবং এতদসম্পর্কে সূরা আনফালের তাফসীর প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

(٣٥) إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(٣٦) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

৩৫. "ইমরানের স্ত্রী যখন বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে আমি তোমার জন্য স্বাধীন ও মুক্ত করিয়া দিব বলিয়া মানত করিয়াছি। অতএব তুমি আমার এই মানত কবূল কর; তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৬. অতঃপর যখন সে কন্যা সন্তান প্রসব করিল, তখন বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা প্রসব করিয়াছি! 'সে যাহা প্রসব করিয়াছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ ভালরূপেই অবহিত আছেন।' আর পুরুষ স্ত্রীর তুল্য নয় এবং আমি তাহার নামকরণ করিয়াছি মরিয়ম। আমি তাহাকে ও তাহার সন্তান-সন্ততিকে অভিশপ্ত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সঁপিতেছি।"

তাফসীর ঃ একদল বলেন যে, এই ইমরানের স্ত্রীই ছিলেন নিঃসন্তান। তাহার কোন সন্তান হইত না। একদিন তিনি এক পথিককে দেখিলেন যে, সে তাহার বাচ্চাকে দুধ পান করাইতেছে। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে সন্তান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি পয়দা হইল। অতএব তিনি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট সন্তানের আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর তিনি স্বামী সান্নিধ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার গর্ভ যখন নিশ্চিত হইল, তখন তিনি মানত করিলেন, আয় আল্লাহ্! আমি আমার গর্ভস্থিত সন্তানটি তোমার পবিত্র ঘর বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবার উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবেই মানত করিয়াছি। তুমি আমার মানত কবূল কর। অবশ্যই তুমি প্রার্থনা সম্পর্কে অবহিত এবং আমার নিয়ত সম্পর্কেও তুমি উত্তমরূপে অবহিত। এই মহিলা জানিতেন না যে, তাহার গর্ভস্থিত সন্তানটি পুরুষ, না স্ত্রী। অতঃপর যখন তিনি মেয়ে সন্তান প্রসব করিলেন, তখন বলিলেন, আয় এলাহী! আমি তো এই গর্ভস্থিত সন্তানটি তোমার পবিত্র ঘরের সেবার জন্য মানত করিয়াছিলাম! এখন যে আমি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছি। আর আমি যাহা প্রসব করিয়াছি সেই সম্পর্কে তুমি তো উত্তমরূপেই অবহিত আছ। অথবা, তিনি যাহা প্রসব করিয়াছেন সেই সম্পর্কে আল্লাহ উত্তমরূপেই অবহিত আছেন।

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى অর্থাৎ মসজিদে আকসার সেবা এবং ইবাদতের জন্য শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়া পুরুষ মহিলার তুল্য নয়। وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ অর্থাৎ আমি তাহার নামকরণ করিয়াছি মরিয়ম নামে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জন্মের দিনও নামকরণ করা বৈধ এবং ইহাই আয়াতের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়। অতএব ইহা আমাদের পূর্বেই শরিআতসিদ্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই বিষয়টি বারবার বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ ولد لى الليلة ولد سميته باسم ابى ابراهيم অর্থাৎ অদ্য রত্রিতে আমার একটি সন্তান জন্ম লাভ করিয়াছে। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের নামানুসারে তাহার নাম রাখিয়াছি ইবরাহীম।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিকের একটি ভাই জন্মগ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে লইয়া হুযূর (সা)-এর খিদমতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিয়া তাহার নামকরণ করিলেন আবদুল্লাহ।

সহীহ্ বুখারীতে আরো বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহার কি নামকরণ করিব ? হুযূর (সা) বলিলেন, তোমার সন্তানের নাম রাখ 'আবদুর রহমান'।

অনুরূপ অপর এক সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসাইদ (রা)-এর একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি সেই সন্তানের মুখে হুযুর (সা)-এর চিবানো খেজুর দানের জন্য তাহার দরবারে লইয়া আসিলেন। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে এই সন্তানের কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। অগত্যা সন্তানের পিতা সন্তানকে বাড়িতে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। তারপর সেই বৈঠকেই হুযূর (সা)-এর এই সন্তানের কথা স্মরণ হইল। তখন তিনি তাহার নামকরণ করিলেন 'মুনযির'।

কাতাদা ও হাসান বসরী সামুরা ইব্ন জুন্দুব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه

"প্রত্যেক শিশুই তাহার আকীকার দায়ে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং সপ্তম দিনে তাহার আকীকা করা হউক, নাম রাখা হউক এবং মাথা মুণ্ডন করা হউক।" এই হাদীসটি আহমদ ও অন্যান্য সুনানে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অপর এক বর্ণনায় يُذْبَحُ শব্দের পরিবর্তে يُدْمى (অর্থাৎ রক্ত প্রবাহিত করা হউক) বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য বর্ণনা অপেক্ষা ইহাই অধিকতর বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। পক্ষান্তরে কিতাবুন নসবে হযরত যুবাইর ইব্‌ন বিকার বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) (عق عن ولده ابراهم وسماء ابراهيم) তাঁহার পুত্র ইবরাহীমের আকীকা করার পর তাহার নামকরণ করেন ইবরাহীম। তাহার এই বর্ণনাটির কোন সনদ নাই। এমন কি ইহা বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী। আর যদি ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে বলিতে হইবে যে, এই দিন হইতে তিনি ইবরাহীম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

অতঃপর ইমরানের স্ত্রীর বক্তব্য وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ আমি তাহার এবং তাহার সন্তান-সন্ততির জন্য অভিশপ্ত শয়তানের আক্রমণ হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার এই দোয়া কবূল করিলেন।

আবদুর রায্‌যাক বলেন ঃ মুআম্মার, যুহরী ও ইব্‌ন মুসাইয়াব আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد فيستهل اياه الا مريم وابنها

অর্থাৎ যখনই কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে এবং শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে তখন চিৎকার করে। তবে হযরত মরিয়ম এবং তাহার সন্তান ইহার ব্যতিক্রম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন-তোমরা ইচ্ছা করিলে وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এই দু'আ পড়িতে পার। এই হাদীসটি আরও বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর, আহমদ ইব্‌ন ফরজ, বাকীয়া, যুবাইদী, যুহরী, আবূ সালমা ও আবূ হুরায়রার সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কায়েস, আনাস ও আবূ সালেহ আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ما من مولود الا وقد عصره الشيطان عصرة او عصرتين الاعيسى ابن مريم ومريم অর্থাৎ যখনই কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তখন শয়তান তাহাকে একটি খোঁচা বা দুইটি খোঁচা দিয়া থাকে; তবে হযরত ঈসা এবং তাহার মাতা মরিয়ম ইহার ব্যতিক্রম।

তদুপরি আলা তাহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা হইতে এবং মুসলিম আবূ তাহের, ইব্‌ন ওয়াহাব, উমর ইব্‌ন হারিছ ও আবূ ইউনুস আবূ হুরায়রা হইতে এবং ইব্‌ন ওয়াহাব ও ইব্‌ন আবূ জি'বও শামআলের মুক্তদাস আজলান আবূ হুরায়রা হইতে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছাবিত ও আবূ হুরায়রার মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে মূল হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। লাইছ ইব্‌ন সা'দ, জা'ফর ইব্‌ন রবিআ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয আল আরাজ বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–

'যে কোন মানব সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন শয়তান তাহর পাঁজরে খোঁচা দেয়। একমাত্র ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম ইহার ব্যতিক্রম। তিনি জন্ম গ্রহণ করার সময়ও শয়তান খোঁচা দিতে গিয়াছিল এবং পর্দায় খোঁচা দিয়াছিল।'

(٣٧) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

**৩৭. "অতঃপর তাহার প্রতিপালক উত্তমরূপে তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং চমৎকাররূপে তাহাকে প্রতিপালন করিলেন এবং যাকারিয়াকে তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দিলেন। যাকারিয়া যখনই মিহ্‌রাবে তাহার নিকট গমন করিত তাহার নিকট জীবিকা দেখিতে পাইত; (একবার) সে জিজ্ঞাসা করিল, হে মরিয়ম! এই সমস্ত তুমি কোথা হইতে পাও? সে বলিল, ইহা তো আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়া থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপ্রত্যাশিতভাবে জীবিকা দান করেন।"**

**তাফসীর ঃ** এখানে আমাদের প্রতিপালক এই কথা আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন যে, তিনি মরিয়মকে তাহার মায়ের মানত হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার লালন-পালনের উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি তাহার আকৃতিকে করিয়াছেন চমৎকার লাবণ্যময়, তাহাকে দান করিয়াছেন নিখুঁত সৌন্দর্য এবং তাহাকে পালন করার উপায়-উপকরণ করিয়াছেন তাহার জন্য সহজলভ্য। অবশেষে তাহাকে স্থান দিয়াছেন তাঁহার এক দল সৎকর্মশীল পুণ্যবান লোকের কাছে। তিনি তাহাদের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেন এবং দীন ও কল্যাণের ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا অর্থাৎ যাকারিয়ার উপর তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হইল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন–ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি ছিলেন ইয়াতীম বা অনাথ বালিকা। অবশ্য অন্যরা বলিয়াছেন যে, বনূ ইসরাঈলগণ সে বৎসরে কঠিন দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিল। এই কারণেই হযরত যাকারিয়াকে তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে এই দুইটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দিলেন হযরত যাকারিয়ার উপর। ইহা তাহার এক পরম সৌভাগ্য। যেহেতু তিনি ইহাতে হিতকর জ্ঞান অনুশীলন ও পুণ্যকার্য শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। তদুপরি হযরত যাকারিয়া ছিলেন তাহার খালু। ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন জারীর ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের মত ইহাই। অবশ্য কেহ কেহ বলেন – তিনি ছিলেন তাহার ভগ্নিপতি। বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থে فاذا بيحى وعيسى وهما ابنا الخالة অর্থাৎ মি'রাজের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াহয়া ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত হুযুর (সা)-এর সাক্ষাৎ হইল এবং তাহারা দুইজন ছিলেন খালাত ভাই। ইব্‌ন ইসহাকের কথা অনুযায়ী এই হাদীস যথার্থ। যেহেতু আরবী পরিভাষায় মায়ের খালার সন্তানকেও খালাত ভাই বলা হইয়া থাকে। অতএব প্রমাণিত হইল যে, হযরত মরিয়ম তাহার খালার তত্ত্বাবধানেই ছিলেন। অনুরূপ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা) ও হযরত হামযা (র)-এর কন্যা আমারার প্রতিপালনে বিতর্ক দেখা দিলে

তাহার খালা আবূ তালিবের পুত্র জা'ফরের স্ত্রীর পক্ষে ফায়সালা দিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাহার ইবাদতের স্থানের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া যখনই মিহরাবে তাহার নিকট যাইতেন তখন তাহার নিকট জীবিকা দেখিতে পাইতেন। এই প্রসঙ্গে মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ শা'ছা, ইবরাহীম নাখঈ, যিহাক, কাতাদা, রবী' ইব্ন আনাস, আতিয়াতুল আওফি ও হাদী প্রমুখ মনীষী বলেন যে, হযরত যাকারিয়া তাহার নিকট গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফলমূল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফলমূল দেখিতে পাইতেন। মুজাহিদ আরও বলেন ঃ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ইহার অর্থ হইল যে, তাহার নিকট জ্ঞান পাইলেন অথবা এমন কোন গ্রন্থ পাইলেন যাহা জ্ঞানে পূর্ণ। ইহাই ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে প্রথম কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কারণ, উহা দ্বারা ওলি আল্লাহগণের অলৌকিক ক্ষমতার কথাই প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে ইহার অসংখ্য নযীর বিদ্যমান।

অতঃপর হযরত যাকারিয়া মরিয়মের নিকট ফলমূল দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ قَالَ يَمَرْيَمُ اَنّى لَكِ هٰذَا হে মরিয়ম! ইহা তুমি কোথায় পাইয়াছ ? তখন হযরত মরিয়ম উত্তর দিলেন ঃ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ ইহা আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাহাকে খুশি অপ্রত্যাশিতভাবে জীবিকা দান করেন।

হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন –সহল ইব্ন যাঞ্জালা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ, আবদুল্লাহ ইব্ন লাহী'আ ও মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার কয়দিন পর্যন্ত হুযুর (সা) অনাহারে রহিলেন। অতঃপর অনাহারজনিত কষ্টে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া তাহার পত্নীদের ঘরে ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু কোথাও কোন কিছু পাইলেন না। অবশেষে তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন –হে কন্যা! তোমার নিকট আহার করার মত কিছু আছে কি ? আমি ক্ষুধার্ত। হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, ফাতিমার এক প্রতিবেশিনী তাহার নিকট দুইটি রুটি ও এক টুকরা গোশত পাঠাইয়া দিল। হযরত ফাতিমা (রা) তাহা গ্রহণ করিয়া একটি পাত্রে রাখিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আজ ইহাতে আমি আমার নিজের এবং আমার নিকট যাহারা আছে তাহাদের সকলের উপর আল্লাহ্র রাসূলকে প্রাধান্য দিব। অথচ তাহারা সকলেই ছিলেন অনাহারী। অতএব তিনি হযরত হাসান বা হুসাইন (রা)-কে পাঠাইলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডাকিয়া আনিতে। হুযূর (সা) ফিরিয়া আসিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু খাওয়ার বস্তু পাঠাইয়াছেন, আমি তাহা আপনাকে আহার করাইবার উদ্দেশ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, হে কন্যা, শীঘ্র আন। হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, তখন আমি সেই পাত্রটি আনিয়া খুলিয়া দেখিলাম যে, তাহা রুটি ও গোশতে পূর্ণ। আমি ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং বুঝিলাম যে, ইহা আল্লাহর দেওয়া বরকত। আমি আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করিতে করিতে সেই পাত্রটি হুযূর (সা)-এর সম্মুখে

পেশ করিলাম। তিনিও তাহা দর্শন করিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহা তুমি কোথায় পাইলে? হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন –

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তোমাকেও বনী ইসরাইলের মহিয়সীর মত করিয়াছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কোন জীবিকা দান করিতেন এবং লোকে তাহাকে সেই জীবিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত, তখন তিনিও বলিতেন اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ, আলী, ফাতিমা, হাসান-হুসাইন এবং হুযূর (সা)-এর পত্নীগণসহ পরিবার-পরিজনের সকলেই পরম তৃপ্তিসহ আহার করিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, তারপরও সেই পাত্র পূর্বাবস্থায়ই রহিল। সুতরাং আমি অবশিষ্ট আহার্য সমস্ত প্রতিবেশীকে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাহাতে অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণ দান করিলেন।

(٣٨) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○

(٣٩) فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا ۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(٤٠) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○

(٤١) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْۤ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

৩৮. 'তখন হযরত যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট হইতে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান কর। তুমি তো আবেদন গ্রহণকারী।

৩৯. অতঃপর একদা সে মিহরাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল। সেই সময় ফেরেশতাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়া নামক একটি সন্তানের শুভ সংবাদ দিতেছেন। সে আল্লাহর কলেমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে, আল্লাহ তাহাকে নেতা বানাইবেন এবং তাহাকে নিষ্কাম-নিষ্পাপ নবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

৪০. যাকারিয়া বলিল, হে প্রতিপালক! আমার সন্তান জন্মিবে কিরূপে? আমি যে বৃদ্ধ, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বলিলেন, এইরূপেই আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন।

৪১. তখন যাকারিয়া বলিল, হে প্রতিপালক! তবে ইহার জন্য কোন নিদর্শন আমাকে দান করুন। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন হইল এই যে, তুমি তিন দিন ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলিতে পারিবে না, অতএব তুমি তোমার প্রভুকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাহার গুণ কীর্তন কর।"

তাফসীর ঃ হযরত যাকারিয়া (আ) যখন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মরিয়মকে গ্রীষ্মের সময়ে শীতকালীন ফলমূল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফলমূল দ্বারা জীবিকা দান করিতেছেন, তখন তাহার এই বার্ধক্যেও সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। যদিও তাহার শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ও মাথার চুলগুলি সাদা হইয়াছিল এবং তাহার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা, এতদসত্ত্বেও একটি সন্তানের আকুতি তাহার অন্তরের গভীরে দানা বাঁধিয়া উঠিল। তিনি অতি গোপনে মহান প্রতিপালকের দরবারে সন্তান লাভের জন্য আকুল কণ্ঠে নিবেদন করিলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

'হে প্রতিপালক! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন। আপনি নিবেদন গ্রহণকারী।' তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَاۤئِمٌ يُّصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِ 'অতঃপর একদা হযরত যাকারিয়া মিহরাবে দাঁড়াইয়া নামাযরত ছিলেন। ফেরেশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইয়াহয়া নামক একটি সন্তানের শুভ সংবাদ দিতেছেন। আপনার ঔরসে একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার নাম হইবে ইয়াহয়া।

কাতাদা ও অন্যান্য হাদীসবিদ বলেন – তাহার নামকরণ করা হইল ইয়াহয়া এই জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ঈমানী জীবন দান করিয়াছিলেন। مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ তিনি আল্লাহর বাণীর সত্যতা স্বীকার করিবেন। এই সম্বন্ধে আওফী ও অন্যরা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান, কাতাদা, ইকরামা, মুজাহিদ, আবূ শা'ছা, সুদ্দী, রবী ইব্‌ন আনাস, যিহাক প্রমুখ বলিয়াছেন যে, এই আয়াতে كَلِمَةٍ শব্দ দ্বারা হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন – তিনিই সর্বপ্রথম হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। কাতাদা বলেন – তাহার জীবন পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দান করেন। ইব্‌ন জারীজ বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াত সম্বন্ধে বলেন যে, হযরত ইয়াহয়া ও ঈসা দুই খালাত ভাই ছিলেন। ইয়াহয়ার মাতা মরিয়মকে বলিতেন, আমার গর্ভস্থ সন্তানটি তোমার গর্ভের সন্তানকে সিজদা করিতেছে বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি। ইহা মাতৃগর্ভে থাকিয়াই তাহার স্বীকৃতি। আর তিনিই সর্ব প্রথম হযরত ঈসাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। অবশ্য তিনি হযরত ঈস (আ)-এর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সুদ্দীও অনুরূপ বলিয়াছেন।

وَسَيِّدًا এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবুল আলীয়া, রবী ইব্‌ন আনাস, কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর প্রমুখ বলেন ঃ 'সহিষ্ণু' অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য কাতাদা এই কথাও বলেন যে, এখানেও ইবাদতে নেতৃত্বদানকারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস, সাওরী ও যিহাক বলেন سَيِّدٌ শব্দের অর্থ 'পরম সহিষ্ণু ও সংযমী'। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব বলেন– ইহার অর্থ তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ও বিজ্ঞজন। আতিয়া বলেন – তিনি স্বভাব-চরিত্র ও দীন-ধর্মে নেতা ছিলেন। ইকরামা বলেন ঃ سَيِّدٌ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি উত্তেজিত হইয়া জ্ঞানহারা হন না। ইব্‌ন যায়দ বলেন ঃ শরীফ বা ভদ্র-বিনয়ী। মুজাহিদ ও অন্যান্য মনীষী বলেন– মহান আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

حَصُوْرً চিরকুমার। ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আবূ শা'ছা ও আতিয়া আল-আওফী প্রমুখ বলেন ঃ حَصُوْرً বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি স্ত্রীসঙ্গম করেন না। আবুল আলিয়া ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ حَصُوْرً অর্থ যে ব্যক্তির সন্তান হয় না এবং যাহার বীর্য নাই। ইব্‌ন জারীর, আবূ হাতিম, ইয়াহয়া ইব্‌ন মুগীরা, জারীর ইব্‌ন কাবুস ও তাহার পিতা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে حَصُوْرً এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যাহার বীর্যপাত হয় না। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, এই হাদীসটি খুবই দুর্বল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আবূ জাফর, মুহাম্মদ ইব্‌ন গালিব বাগদাদী, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, ইবাদ ইব্‌ন আওয়াম ও ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান ইয়াহয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিতেন, আল্লাহর সৃষ্টির এমন কোন লোক নাই, যে কোন পাপ করে নাই। কিন্তু হযরত ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া একমাত্র ব্যতিক্রম। তারপর পাঠ করিলেন وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا। তারপর হাতে মাটি লইয়া বলিলেন, حَصُوْرً হইল যাহার লিঙ্গ এইরূপ এবং তিনি তাহার শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

এই হাদীসটি ইব্‌ন মুনযিরও তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে আহমদ ইব্‌ন দাউদ সামনানী, সুয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ, আলী ইব্‌ন মাসহার ও ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আসকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এমন কোন আল্লাহর বান্দা নাই, যে পাপ ছাড়া আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তবে ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া একমাত্র ইহার ব্যতিক্রম। কারণ আল্লাহ বলেন - وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ তাহার লিঙ্গ ছিল কাপড়ের আঁচলের ন্যায় দুর্বল। তিনি বলিয়াছেন وانما ذكره مثل هدبة الثوب অর্থাৎ তাহার লিঙ্গ ছিল কাপড়ের আঁচলের ন্যায়। এবং তিনি তাহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, ঈসা ইব্‌ন আহমদ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সালমা মুরাদী উভয়ই বলিয়াছেন যে, হাজ্জাজ ইব্‌ন সুলায়মান জাফরী, লাইছ ইব্‌ন সা'দ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আজলান, কা'কা ও আবূ সালেহ আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

'প্রত্যেক আদম সন্তান কিছু না কিছু পাপসহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সেইজন্য তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন অথবা দয়াপরবশ হইয়া ক্ষমা করিবেন। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম হইলেন হযরত ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া। কেননা তিনি حَصُوْرً ও سَيِّد এবং সৎকর্মশীল একজন নবী। তারপর রাসূল (সা) মাটি হইতে কিছু আবর্জনা উঠাইয়া বলিলেন وكان ذكره مثل هذه القذاة অর্থাৎ তাহার লিঙ্গ ছিল এই আবর্জনার ন্যায়।

কাযী আয়ায 'কিতাবুন নিকাহে' বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা حَصُوْرً শব্দ দ্বারা হযরত ইয়াহয়া (আ)-এর প্রশংসা করিয়াছেন। তাই যাহারা বলেন যে, নপুংসক অথবা তাহার লিঙ্গ ছিল না, তাহা ঠিক নয়। কেননা বিজ্ঞ তাফসীরকারক এবং বিশিষ্ট আলিমগণ ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ইহা এমন একটি দোষ বা ত্রুটি, যাহা নবী-রাসূলগণের পক্ষে শোভনীয় নয়। বরং ইহার অর্থ হইল যে, তিনি ছিলেন নিষ্পাপ অর্থাৎ তিনি কোন পাপকার্যের ধারে কাছে যান

নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি তাহার প্রবৃত্তিকে কঠোরভাবে দমন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ছিলেন حَصُوْرٌ (নিষ্পাপ বা নিষ্কাম)। আবার কেহ এই কথাও বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার কোন মোহ ছিল না।

এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় যে, বিবাহে অক্ষমতাও একটি ত্রুটি আর বিবাহের যোগ্যতার বিদ্যমানতা একটি বৈশিষ্ট্য। তারপর সেই ক্ষমতাকে চেষ্টাসাধনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন হযরত ঈসা (আ) করিয়াছিলেন। কিংবা উহাকে আল্লাহর তরফ হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হয়। যেমন হযরত ইয়াহয়া (আ)-এর কামশক্তি আল্লাহ তা'আলা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সকল দূষণীয় বিষয় নয়। তারপর বড় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, কামশক্তি যাহার মধ্যে বিদ্যমান, অথচ কামের যথাযথ ব্যবহার করার পরও সে আল্লাহ বিমুখ হয় নাই। এই সর্বোচ্চ স্তর হইল আমাদের নবী করীম (সা)-এর। কারণ, অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর ইবাদতে ত্রুটি করেন নাই। বরং ইহা দ্বারা তাহার ইবাদতের বিভিন্ন দিকের উন্নতি হইয়াছে। যেমন, তাহাদের হিফাযত, তাহাদের ভরণ-পোষণ, তাহাদিগকে হেদায়েত দান ইত্যাদি। বরং তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত তাহার দুনিয়ার অংশ নয়, যদিও অন্যের জন্য এই সমস্ত দুনিয়ার অংশ হিসাবে গণ্য। তদুপরি হুযুর (সা) বলিয়াছেন ঃ حُبِّبَ اِلَىَّ دُنْيَاكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর মধ্যে কিছু বস্তু আমার নিকট প্রিয়তর।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহয়ার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন حَصُوْرٌ অর্থাৎ তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার পাপাচার হইতে মুক্ত-পবিত্র। ইহা দ্বারা তাহার পক্ষে বিবাহ করা, বৈধ স্ত্রী সংগম, সন্তান উৎপাদন ইত্যাদি নিষিদ্ধ বুঝা যায় না, বরং হযরত যাকারিয়া (আ)-এর দু'আ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহারও বংশধর ছিল। কারণ তিনি দু'আ করিয়াছিলেন ঃ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً অর্থাৎ তিনি যেন বলিলেন, আমাকে একটি সন্তান দান কর যাহার বংশধরও উত্তম থাকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ তিনি হইবেন একজন যোগ্য নবী। ইহা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর নিকট হযরত ইয়াহয়ার জন্মের পর তাহার নবুয়ত প্রাপ্তি সম্পর্কে দ্বিতীয় একটি শুভ সংবাদ। ইহা প্রথমটি হইতেও উত্তম। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসার জননীকে বলেন ঃ

اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ আমি তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব, তদুপরি তাহাকে প্রেরিত পুরুষদের মহান মর্যাদায় ভূষিত করিব।

অতঃপর এই শুভ সংবাদ যখন হযরত যাকারিয়ার নিকট নিশ্চিত হইয়া গেল, তখন তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে কিরূপে সন্তানের জন্ম দিবেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন। অতএব তিনি বলিলেন ঃ

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ

'হে প্রতিপালক! কিরূপে আমার সন্তান জন্মিবে? আমি যে বৃদ্ধ, আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা'। তখন ফেরেশতারা বলিলেন ঃ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ এইরূপই হয়, তাহার নিকট কোন কিছু বড় নয় বা তাহার অক্ষমতার কোন কিছু নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তখন হযরত যাকারিয়া আবেদন করিলেন ঃ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً অর্থাৎ হে

প্রতিপালক! এমন কোন একটা নিদর্শন আমাকে দান করুন যাহাতে আমি বুঝিতে পারি যে, আমার সন্তান হইতেছে। জবাবে বলা হইল ঃ

قَالَ اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا অর্থাৎ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়াও তিন দিন কথা বলিতে পারিবে না। তবে ইশারা-ইঙ্গিতে বলিতে পারিবে। তারপর তাহাকে এই অবস্থায় অধিকতর যিকির ও আল্লাহর গুণ-গান করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ

অর্থাৎ তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাহার তসবীহ বা গুণ-গান কর। ইনশাআল্লাহ সুরা মরিয়মের শুরুতেই এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

(٤٢) وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٤٣) يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

(٤٤) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪২. 'স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিল, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীর মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করিয়াছেন।'

৪৩. 'হে মরিয়ম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যাহারা রুকু করে তাহাদের সহিত রুকু কর।'

৪৪. 'ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, যাহা তোমাকে ঐশী বাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মরিয়মের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে, ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিল, তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না। তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল, তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সম্পর্কে ফেরেশতাগণ হযরত মরিয়মের সঙ্গে যে সমস্ত কথাবার্তা আলোচনা করিয়াছেন তাহা হুযূর (সা)-কে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই এই আয়াতের অবতারণা। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাহার অধিক ইবাদত, তাহার দুনিয়া বিরাগ ও পূত-পবিত্রতার দরুন তাহাকে সর্বপ্রকার মলিনতা ও অপবিত্রতা হইতে পাক-সাফ করিয়া নির্বাচন করিয়াছেন এবং তাহার মহত্ত্বের দরুন তাহাকে বিশ্ব নারী সমাজের উপর মর্যাদা দিয়াছেন।

আবদুর রায্যাক বলেন ঃ মু'আম্মার, যুহরী ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব এই আয়াত সম্বন্ধে হযরত আবু হুরায়রার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

خير نساء ركبن الابل نساء قريش احناه علي ولد فى صغره وارعاه على زوج فى ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط.

'উটের পীঠে আরোহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলাগণই শ্রেষ্ঠ। শিশুদের প্রতি তাহারা অত্যন্ত সদাশয়, স্বামীর সম্পদের প্রতি অধিকতর যত্নবান। আর ইমরানের কন্যা মরিয়ম কিন্তু কোন দিনই উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই।' মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে এই হাদীস পাওয়া যায় না। তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' আবদ ইব্‌ন হামীদ হইতে এবং এই দুইজনই আবদুর রায্‌যাক হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাহার পিতা হইতে এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা হইল মরিয়ম বিনতে ইমরান এবং খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লাদ। এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ই হিশাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন– আবূ বকর ইব্‌ন জানজুবিয়া, আবদুর রায্‌যাক, মুআম্মার ও কাতাদাহ আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– বিশ্বে চারজন মহিলা শ্রেষ্ঠ। মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খুয়ায়লাদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। তিরমিযী একাই এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ জা'ফর রাযী তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছাবিত বানানী হযরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বিশ্বে চারিজন মহিলা শ্রেষ্ঠ। মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লাদ এবং ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ। ইব্‌ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করেন। ভিন্ন সূত্রে শু'বা মুআবিয়া ইব্‌ন কুররা হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– পুরুষের মধ্যে অনেকেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তবে মহিলাদের মধ্যে মাত্র তিনজন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন–মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও খাদিজা বিনতে খুয়ায়লাদ। আর মহিলা জগতে আয়েশার বৈশিষ্ট্য হইল যেমন সর্বপ্রকার খাদ্যের উপর পায়েসের বৈশিষ্ট্য।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ

মুছান্না, আদম আসকালানী, শু'বা, আমর ইব্‌ন মুররা বলিয়াছেন যে, আমি মুররা হামদানীকে আবূ মূসা আশআরী হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– পুরুষের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছে অনেকেই। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন কেবল মরিয়ম বিনতে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। মুহাদ্দিসদের একটি জামাত এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আবূ দাউদ শু'বার সূত্রে শুধু বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারীর ভাষ্যটি এই যে, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করিতেছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছেন কেবল ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া ও মরিয়ম বিনতে ইমরান। আর মহিলা জগতে হযরত আয়েশার বৈশিষ্ট্য হইল সকল খাদ্যের উপর পায়েসের বৈশিষ্ট্য সমান।

আমি আমার গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায়' হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম প্রসঙ্গে আলোচনায় এই হাদীসের সূত্র ও উহার ভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের খবর দিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা অধিক ইবাদত করিতে এবং নিয়মিত আমল করিতে পরামর্শ দিলেন। কেননা, তাহার দ্বারা আল্লাহ যে মহান কার্য সম্পাদন করিতে স্থির করিয়াছেন তাহাতে তাহার খুবই কষ্ট হইবে এবং ইহা দ্বারাই তিনি দুনিয়া ও পরকালে তাহার মর্যাদা উন্নীত করিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহা হইতে পিতা ছাড়া পুত্র জন্মাইয়া তাহার মহান কুদরতের বিকাশ ঘটাইতে স্থির করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

এখানে قُنُوْتَ অর্থ ইবাদতে একনিষ্ঠতা। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُوْنَ

'আসমান ও যমীনের সব কিছুর মালিক তিনি এবং প্রত্যেকেই তাঁহার অনুগত।'

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা, ইব্ন ওয়াহাব, আমর ইব্ন হারিছ, দাররাজ আবু সামাহ, আবূ হাইছাম ও আবূ সাঈদ রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ كل حرف فى قرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের যে সব জায়গায় قُنُوْتَ শব্দ আসিয়াছে, তাহা আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত। ইব্ন জারীরও ইব্ন লাহিয়ার সূত্রে দাররাজ হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ বলেন ঃ হযরত মরিয়ম রাত্রিতে দীর্ঘসময় ইবাদত করিতেন, যাহার ফলে তাহার দুই পায়ে খুঁত আসিয়াছিল। কারণ قُنُوْتَ অর্থ হইল নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়ান। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম কার্যকরী করা।

আওযাঈ বলেন ঃ

তিনি মিহরাবে সর্বক্ষণ রুকু, সিজদা ও কিয়ামে নিরত থাকিতেন। ফলে তাঁহার দুই পায়ে খুঁত আসিয়াছিল। হাফিয ইব্ন আসাকের মুহাম্মদ ইব্ন ইউনুছ কাদিমীর সূত্রে বর্ণিত তাহার জীবনী প্রসঙ্গে এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইহা একটি বিতর্কিত বিষয়।

আলী ইব্ন বাহর ইব্ন রবী, ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম ও আওযাঈ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি যে সিজদা করিতেন তাহাতে চক্ষে পানির ঢল নামিত। ইব্ন আবুদ দুনিয়া বলেন ঃ হাসান ইব্ন আবদুল আযীয ও যুমরা আবূ শাওজাব হইতে বলেন যে, হযরত মরিয়ম প্রতি রাত্রিতেই গোসল করিতেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূলকে এই মহান ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত করিয়া বলেন ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ অর্থাৎ এই সব অদৃশ্যের খবর। ওহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে এই সব ব্যাপারে অবহিত করিতেছি। مَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ অর্থাৎ তুমি তখন তথায় উপস্থিত ছিলে না। বরং আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে অবহিত করিয়াছেন। অতএব হযরত মরিয়মের প্রতিপালনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যাহা কিছু তিনি বলিয়াছেন তাহা যেন তুমি

প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছ। হযরত মরিয়মের প্রতিপালনের ব্যাপারে তাহাদের এই আকুল আগ্রহের কারণ ছিল পুরস্কার প্রাপ্তির আশা।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ

কাসিম, আল-হাসান, হাজ্জাজ ইব্ন জারীজ, আল-কাসিম ও ইব্ন আবূ বাযাহ ইকরামা হইতে এবং আবূ বকর ইকরামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তারপর ইমরানের স্ত্রী নবজাত শিশু সন্তানকে ন্যাকড়ায় মুড়িয়া হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হযরত হারুনের (আ) উত্তরপুরুষ বনু কাহিনের নিকট লইয়া গেলেন। তখন তাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্বে হাজবা সংলগ্ন স্থানে বাস করিত। তিনি বলিয়াছেন, এই গ্রহণ কর তোমাদের মানত সন্তান। আমি ইহাকে স্বাধীন করিয়া দিব বলিয়া মানত করিয়াছিলাম। অথচ ইহা যে স্ত্রী জাতীয়। কোন ঋতুস্রাবে আক্রান্ত মহিলাই গির্জার সেবা করিতে পারে না। কিন্তু আমিও তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া নিব না। তখন তাহারা বলাবলি করিল যে, এইটি আমাদের ইমামের কন্যা। তাই আমাদের কুরবানীর জন্য অধিক উপযোগী। ইমরান তাহাদের নামাযে ইমামতি করিতেন। তখন হযরত যাকারিয়া বলিলেন, ইহাকে আমার হাওয়ালায় ছাড়িয়া দাও। যেহেতু তাহার খালা আমার স্ত্রী। তাহারা বলিল, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। কেননা, এইটি আমাদের ইমামের কন্যা। অতঃপর যে কলম দ্বারা তিনি তাওরাত লিখিতেন তাহা দ্বারা তাহারা লটারীর ব্যবস্থা করিল। অবশেষে হযরত যাকারিয়া (আ) লটারীতে জিতিলেন এবং হযরত মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

ইকরামা, সুদ্দী, কাতাদাহ, রবী' ইব্ন আনাসসহ একদল পূর্বসুরী বর্ণনা করেন ঃ

অতঃপর তাহারা সকলেই জর্দান নদীর তীরে আসিয়া এইরূপ লটারীর ব্যবস্থা করিল যে, তাহারা সকলে তাহাদের হস্তস্থিত কলমগুলি পানির স্রোতে নিক্ষেপ করিবে। যাহার কলম এই স্রোতে স্থির থাকিবে সে তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। অতএব তাহারা সকলেই স্ব-স্ব কলম নিক্ষেপ করিলেন। পানির স্রোতে সকলের কলম ভাসিয়া গেল। কিন্তু হযরত যাকারিয়ার (আ) কলমটি স্থির রহিল। আরও বলা হয় যে, তাহার কলমটি পানির স্রোত উপেক্ষা করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে চলিল। তদুপরি তিনি ছিলেন তাহাদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহাদের নেতা, ইমাম এবং নবী (আ)।

(٤٥) اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ
عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ
(٤٦) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○
(٤٧) قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ
مَا يَشَآءُ ۗ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

**৪৫. 'স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলিল, আল্লাহ তোমাকে তাহার পক্ষ হইতে একটি 'বাণীর' সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ-ঈসা ইব্ন মরিয়ম। সে ইহ ও পরকালে সম্মানিত ও নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্যতম'।**

**৪৬. 'সে দোলনায় ও ক্রোড়ে থাকা অবস্থায়ই মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন।'**

**৪৭. 'সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, কিরূপে আমার সন্তান হইবে?' তিনি বলিলেন, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা এভাবেই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়'।**

তাফসীর ঃ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ অর্থাৎ একটি সন্তান হইবে আল্লাহর বাণী দ্বারা। مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ এর ইহাই অর্থ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের অনুরূপ মতামত পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ দুনিয়ার জীবনে তিনি খুবই খ্যাতি ও যশ লাভ করিবেন। সমস্ত বিশ্বাসী লোকই তাহাকে চিনিবে। আল্লাহ তা'আলা তাহার নামের সঙ্গে الْمَسِيحُ উপাধি যোগ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে প্রাচীন আলিম সমাজের কেহ কেহ বলেন-তাহার অধিক পর্যটনের প্রেক্ষিতেই তাহাকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, যেহেতু তাহার পদযুগল ছিল খুবই মসৃণ ও তাহাতে কোন ছিদ্র ছিল না, এই জন্যই তাহাকে মসীহ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, কারণ তিনি দুরারোগ্য রোগীকে স্পর্শ করিলে আল্লাহর হুকুমে তাহার ব্যাধি দূর হইয়া যাইত। عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ অর্থাৎ তাহাকে তাহার মায়ের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে, যেহেতু তাহার পিতা ছিলেন না।

وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট দুনিয়ার জীবনেও যেমন মর্যাদাশালী, পরকালের জীবনেও তেমনি মর্যাদাশালী। ইহকালে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে একটি জীবন বিধান তথা শরীআত দান করিয়াছিলেন এবং তাহাকে দান করিয়াছিলেন একটি কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল। আর পরকালেও তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে মানুষের জন্য সুপারিশ করিবেন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নবী-রাসূলগণের ন্যায় তাহার সুপারিশও গৃহীত হইবে।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ অর্থাৎ তিনি মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া মানবমণ্ডলীকে আহ্বান জানাইবেন সত্য-ন্যায়ের পথে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করিতে এবং তাহার সহিত অন্য কিছুকে অংশীদার না করিতে। ইহা ছিল আল্লাহর তরফ হইতে মু'জিযা বা অলৌকিক কর্ম এবং আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ। প্রৌঢ়কালে আল্লাহর নিকট হইতে ওহী প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই একই কর্ম করিতেন যাহা মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াও করিতেন।

وَمِنَ الصَّلِحِينَ অর্থাৎ তিনি তাহার কথা ও কর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাহার জ্ঞান ছিল বিশুদ্ধ এবং তাহার কর্ম ছিল পরিমার্জিত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীম ও মুহাম্মদ ইব্ন শুরাহবিল আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ما تكلم احد

في صغره الا عيسى وصاحب جرِيج অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) এবং জারীজের বালক ব্যতীত অন্য কেহই শৈশবে কথা বলে নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আবূ সাকর ইয়াহয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন কুযা, মারুযী, জারীজ অর্থাৎ ইব্‌ন আবূ হাযিম ও মুহাম্মদ, আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন – রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হযরত ঈসা, জারীজের এক বালক এবং অপর আরও একটি বালক ব্যতীত মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া কেহ কথা বলে নাই।

অতঃপর হযরত মরিয়ম যখন ফেরেশতাদের কাছে এই শুভ সংবাদ শুনিলেন, তখন তিনি মুনাজাতে বলিলেন ঃ رَبِّ أَنَّى يَكُوْنُ لِى وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ অর্থাৎ এই সন্তান আমা হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে ? আমি তো বিবাহিতা নই, বিবাহ করার কোন সংকল্পও আমার নাই। এমনকি আমি ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতাগণ তাহাকে বলিলেন-আল্লাহ মহান, তাঁহার কর্মকাণ্ডই এইরূপ। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন। তাহার ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার কেহই নাই।

এখানে আল্লাহ يَخْلُقُ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ হযরত যাকারিয়ার ঘটনা বিবৃত করিতে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন يَفْعَلُ শব্দ। ইহার কারণ এই যে, এই শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাক ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কিত সংশয়ের নিরসন ঘটাইয়াছেন।

আল্লাহর বাণী اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ তিনি যখন কোন কাজ করিতে স্থির করেন, তখন বলেন 'হও' আর তখনই তাহা হইয়া যায়। অর্থাৎ তাহার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা হইয়া যায়, বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

অর্থাৎ আমার নির্দেশ একবার মাত্র। ইহাতে দ্বিতীয়বারের প্রয়োজন হয় না। নির্দেশ হওয়া মাত্রই যে কোন বস্তু চক্ষের পলকে ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন হইয়া যায়।

(٤٨) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝

(٤٩) وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(٥٠) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

(٥١) اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

**৪৮. 'এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইঞ্জীল'।**

**৪৯. 'আর তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিবেন। সে বলিবে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পাখির আকৃতি তৈরী করিব। অতঃপর উহাতে ফুঁক দিব; ফলে আল্লাহর হুকুমে উহা পাখি হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার ও মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে'।**

**৫০. 'আমি আসিয়াছি আমার সামনে তাওরাতের যাহা বিদ্যমান তাহার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতগুলিকে বৈধ করিতে। আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।'**

**৫১. 'আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাহার ইবাদত করিবে। ইহাই সোজা পথ।'**

**তাফসীর ঃ** আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে হযরত মরিয়মকে তাহার পুত্র ঈসা সম্বন্ধে যে শুভ সংবাদ দিলেন, উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া বলিতেছেন, আল্লাহ তাহাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন اَلْكِتَابَ। অর্থ লিখন। তাওরাত অর্থাৎ মূসা ইব্ন ইমরানের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল اَنْجِيْلَ। অর্থাৎ হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-এর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল। হযরত ঈসা (আ) ইহা সংরক্ষণ করিতেন।

وَرَسُوْلاً الى بَنِى اسْرَآءِيْلَ অর্থাৎ তিনি বলিতেন যে, আমি বনু ইসরাঈলের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে রাসূল হিসাবে আগমন করিয়াছি।

اَنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শনসহ আসিয়াছি। আমি মাটি দ্বারা তোমাদের জন্য পাখির আকৃতি তৈয়ার করিয়া উহাতে ফুঁক দিব। অতঃপর উহা আল্লাহর নির্দেশে পাখি হইয়া উড়িয়া যাইবে।

তারপর তিনি এইরূপই করিতেন। অর্থাৎ মাটি দ্বারা তিনি পাখির আকৃতি গড়িতেন। তারপর উহাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর উহা বাস্তবিকই আল্লাহর হুকমে পাখি হইয়া যাইত। হযরত ঈসা (সা) যে আল্লাহর প্রেরিত নবী, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আল্লাহ তা'আলা একটি স্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ এই মু'জিযা বা অস্বাভাবিক শক্তি তাহাকে দান করিয়াছিলেন।

وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ–اَكْمَهْ বলে সেই ব্যক্তিকে, যে দিনে দেখে ও রাত্রিতে দেখে না। আবার কেহ কেহ ইহার উল্টা বলেন। কেহ কেহ বলেন–যে ব্যক্তি রাত্রিতে দেখে না। আবার কেহরা বলেন–যে ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি দুর্বল। কেহ বলে–জন্মান্ধ। এই শেষোক্ত কথাই সঠিক। যেহেতু

ইহা দ্বারা অলৌকিকতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এবং ইহাই কঠোরতম চ্যালেঞ্জ। وَالْاَبْرَصَ শ্বেতকুষ্ঠ।

وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ অনেকেই এই কথা বলিয়াছেন যে, যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সেই যুগের উপযোগী মু'জিযা ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের ক্ষমতা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর যুগে যাদু বিদ্যার প্রাধান্য ছিল, তাই সেই যুগে যাদু বিদ্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। অতএব আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে এমন অলৌকিক কর্মকাণ্ডের ক্ষমতা দান করিলেন যে, তদ্দর্শনে সকলের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত এবং সকল যাদুকর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাইত। তারপর যখন তাহারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিল যে, ইহা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে তখনই তাহারা আত্মসংশোধনের উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া গেল। এমন কি অবশেষে তাহারা সৎকর্মশীল বান্দায় পরিণত হইল।

হযরত ঈসা (আ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগে এবং প্রকৃতি বিদ্যার উন্নতির যুগে। অতএব তিনি এমন সব অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করিলেন যে, কোন মানুষের জন্য তাহা সম্ভব নয়, যদি না মহান আল্লাহর নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসকগণ কোথায় পাইবে জড় পদার্থকে জীবন দানের ক্ষমতা অথবা জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগের তদ্রূপ চিকিৎসার ক্ষমতা ? কিয়ামত পর্যন্ত কবরে আবদ্ধ ব্যক্তিকে পুনরুত্থানের শক্তিই বা তাহারা পাইবে কোথায় ? অনুরূপ কবি-সাহিত্যিকদের এক চরম উৎকর্ষের যুগে আবির্ভূত হইলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। তিনি সঙ্গে নিয়া আসিলেন মহান আল্লাহর নিকট হইতে এমন এক কিতাব যে, সারা বিশ্বের মানব ও জ্বিন সমবেতভাবে আজীবন চেষ্টা-তদবীর করিয়াও এরূপ কিতাব রচনা তো দূরে, বরং সেই কিতাবের সূরাসমূহের দশটি সদৃশ সূরা, এমন কি উহার সদৃশ একটি সূরা রচনা করিতে সক্ষম হয় নাই, হইবেও না। যদি তাহারা এই রচনাকর্মে একে অপরকে সাহায্য করে তথাপিও পারিবে না। কারণ, ইহা যে অন্য কিছুই নয়, ইহা মহান আল্লাহর বাণী। এই বাণীর সঙ্গে সৃষ্ট জীব রচিত কোন বাণীর সাদৃশ্য থাকিতে পারে না।

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ অর্থাৎ আমি বলিয়া দিব তোমাদের যে কেহ আজ কি আহার করিয়াছ এবং আগামীকালের জন্য সে তাহার ঘরে কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয় দ্বারা আমি যাহা নিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি উহারই সত্যতা প্রমাণিত হয়।

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ অর্থাৎ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং আমার পূর্বে যে তাওরাত নাযিল হইয়াছিল উহার সার্থকতা স্বীকার কর।

وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ) তাওরাতের কিছু বিধান বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। ইহাই যথার্থ কথা। কিছু সংখ্যক আলিমের মতে হযরত ঈসা (আ) হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতের কোন কিছুই বিলোপ করেন নাই। বরং তাহারা ভুল করিয়া যেসব বিষয়ের হালাল-হারাম নিয়া ঝগড়া করিতেছিল, তিনি তাহাদের

সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাহা হালাল করিয়া দিলেন মাত্র। যেমন অন্য এক আয়াতে বিধৃত আছে ঃ وَلاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ

অর্থাৎ তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করিতেছ উহার কিছু অংশের জন্য ব্যাখ্যা দান করিব।

তারপর আল্লাহ বলেন وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ আমার সত্যতা সম্বন্ধে আমি যোগ্য দলিল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি। فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ

'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাহার ইবাদত কর। অর্থাৎ আমি এবং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে একই পর্যায়ের। কাজেই তাহার নিকট কাকুতি-মিনতি এবং নিজেদের দীনতা-হীনতা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ইহাই সরল-সহজ পথ।

(৫২) فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

(৫৩) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○

(৫৪) وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

**৫২. 'অতঃপর ঈসা যখন তাহাদের কুফরীর মনোভাব অনুধাবন করিল, তখন সে বলিল, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে আছ ? হাওয়ারীগণ বলিল ঃ আল্লাহর পথে আমরা আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করিয়াছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান।**

**৫৩. হে প্রতিপালক! আমরা উহাতে ঈমান আনিয়াছি যাহা আপনি নাযিল করিয়াছেন এবং আমরা আপনার রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। অতএব আপনি আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে লিখিয়া রাখুন।**

**৫৪. আর তাহারা চাতুর্য অবলম্বন করিল এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করিলেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী।'**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ অর্থাৎ ঈসা (আ) যখন অনুধাবন করিলেন যে, তাহারা কুফরী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং চাতুর্যের পথে চলিতে অবিচল, তখন তিনি বলিলেন مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্যকারী কে আছে ?

মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহর পথে কে আমাকে অনুসরণ করিবে ?

সুফিয়ান সাওরী ও অন্যরা বলেন ঃ আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে ?

মুজাহিদের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি এই ইচ্ছাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, আল্লাহর দীনের দাওয়াতে আমাকে কে সাহায্য করিবে ? যেমন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-ও হিজরতের পূর্বে হজ্জের মৌসুমে বলিতেন, এমন পুরুষ কে আছে, যে আমাকে আশ্রয় দিবে আর আমি আমার প্রতিপালকের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিব ? কেননা কুরাইশগণ তাহাকে তাহার প্রতিপালকের বাণী প্রচার করিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। অতঃপর তিনি মদীনার আনসারগণকে পাইলেন। তাহারা তাহাকে আশ্রয় দিলেন এবং সর্বতোভাবে তাহারা তাহাকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করিলেন। অবশেষে তিনি তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তাহারা তাহার সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়াছেন এবং তাহাকে ছোট-বড় সর্বপ্রকারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট রাখুন। অনুরূপ হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-এর জন্য বনী ইসরাঈলের একটি দল সহানুভূতি প্রদর্শন করিল। তাহারা তাহার উপর ঈমান আনিল, তাহাকে সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিল এবং তাহারা সেই নূর বা জ্যোতির অনুসরণ করিল যাহা হযরত ঈসার (আ) নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলিলেন ঃ

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ.

'হাওয়ারীগণ বলিল, আমরা আল্লাহর পথে আপনাকে সাহায্য করিব। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ আমরা তৎপ্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। অতএব আমাদিগকে সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে লিখিয়া নাও।

اَلْحَوَارِيُّوْنَ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন ঃ ইহারা ছিল ধোপা। আবার কেহ বলেন ঃ ইহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সাদা ধবধবে ছিল বলিয়া ইহাদিগকে এই নামে অভিহিত করা হয়। আবার কেহ বলেন ঃ ইহারা ছিল শিকারী। তবে যথার্থ কথা এই যে حَوَارِىْ অর্থ সাহায্যকারী।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পরিখার যুদ্ধের সময় যখন লোকের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করিলেন, তখন হযরত যুবাইর (রা) সাহায্য দানের জন্য অগ্রসর হইলেন। হুযূর (সা) পুনঃ সাহায্য কামনা করিলেন। এইবারও হযরত যুবাইর (রা) সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী ছিল। আমার হাওয়ারী যুবাইর।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ, ওয়াকী, ইসরাঈল, সাম্মাক ও ইকরামা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলেন, উম্মতে মুহাম্মদীর সঙ্গে আমাদিগকে গণ্য করুন। ইহাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বনু ইসরাঈল নেতাদের অসৎ সংকল্পের বিষয় খবর দিয়া বলেন যে, তাহারা ঈসা (আ)-কে হত্যা করিতে সংকল্প করিল এবং তাহাকে শুলিতে চড়াইতে চাহিল। তাই তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সমসাময়িক সম্রাটের নিকট অভিযোগ পেশ করিল

যে, এখানকার একটি লোক জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সে জনসাধারণকে রাজ আনুগত্য স্বীকারে বাধা দিতেছে এবং প্রজা সাধারণের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছে। সে পিতা-পুত্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রকারের মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ পেশ করিয়া তাহারা সম্রাটকে ক্ষেপাইয়া দিল। তাহারা আরও বলিল, লোকটি আসলে জারজ সন্তান। সন্তানটি মূলত নাস্তিক ও কাফের। সম্রাট উত্তেজিত হইয়া হযরত ঈসাকে গ্রেফতার করিয়া শুলিতে চড়াইয়া হত্যা করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অতঃপর সম্রাটের প্রেরিত লোকগণ একটি ঘর ঘেরাও দিয়া তাহাকে আটক করিল এবং তাহারা ভাবিল যে, তাহাদের কাজ সফল হইয়াছে।

মূলত আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহাদের মধ্য হইতে সেই ঘরের খিড়কি পথে বাহির করিয়া নিয়া গেলেন এবং তাহাকে মুক্তি দিয়া আকাশে উঠাইয়া নিলেন। তদুপরি তাহার সেই ঘরে তখন যাহারা ছিল তন্মধ্যে একজনকে হযরত ঈসার আকৃতি দিলেন। রাত্রির অন্ধকারে সম্রাটের লোকজন সেই ব্যক্তিকেই হযরত ঈসা মনে করিয়া গ্রেফতার করিল এভং তাহাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করিয়া শুলিতে চড়াইয়া হত্যা করিল। তাহারা তাহার মাথায় কাটা গাড়িয়া দিল। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা কৌশল করিয়া তাহার নবীকে নাজাত দিলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিলেন। পক্ষান্তরে তাহাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণাই ছড়াইয়া দিলেন যে, তাহারা তাহাদের কাজে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে সফল হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরকে প্রস্তরের ন্যায় কঠোর করিয়া দিলেন এবং সত্যের বিরোধিতার মনোভাব তাহাদের অন্তরে স্থায়ী করিয়া দিলেন। এমন কি কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদিগকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পাত্রে পরিণত করিয়া দিলেন। এই কারণেই আল্লাহ বলেন, তাহারা আল্লাহ্র নবীর সাথে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্র ব্যর্থকারী ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

(٥٥) إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

(٥٦) فَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

(٥٧) وَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُوْرَهُمْ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٥٨) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

৫৫. যখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে ঈসা! আমি তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিয়া তোমাকে আমার নিকট উঠাইয়া নিয়া আসিব এবং কাফেরগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব, আর যাহারা তোমার অনুসরণ করে, তাহাদিগকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর মর্যাদা দান করিব। অতঃপর তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র আমার নিকট।

**৫৬. অতঃপর যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদিগকে ইহ ও পরকালে কঠোর শাস্তি দিব এবং তাহাদের জন্য অন্য কোন সাহায্যকারী নাই।**

**৫৭. আর যাহারা ঈমান আনিয়া সৎকার্য করিয়াছে তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার দান করিব। আর আল্লাহ্ যালিমদিগকে ভালবাসেন না।**

**৫৮. এইসব আমি যাহা তোমার নিকট পাঠ করিতেছি তাহা আল্লাহ্র সুস্পষ্ট নিদর্শন ও মহান যিকির হইতে পাঠ করিতেছি।**

তাফসীর ঃ اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। কাতাদাসহ অন্যান্য মুফাস্সির বলেন – এখানে ব্যাকরণগত নিয়ম অনুযায়ী অগ্রপশ্চাৎ রহিয়াছে। এখানে ভাষ্যটি এইরূপ হইবে ঃ اِنِّىْ رَافِعُكَ وَمُتَوَفِّيْكَ অর্থাৎ তোমাকে উঠাইয়া নিয়া তোমার ওফাত দান করিব।

আলী ইব্ন আবূ তালহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইহার অর্থ হইল مُمِيْتُكَ আমি তোমার মৃত্যু দান করিব। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (যাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই) ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাহাকে উঠাইয়া নেন, তখন তাহাকে দিনের প্রথমাংশে তিন ঘন্টার জন্য মৃত্যু দান করেন। ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ নাসারাগণ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সাত ঘন্টার জন্য মৃত্যুদান করেন। তারপর আবার তাহাকে জীবিত করেন। ইসহাক ইব্ন বাশার ইদ্রীছ হইতে ও তিনি ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তিন দিন মৃত রাখেন। তারপর তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উঠাইয়া নেন। মাতারুল ওয়ারাক বলেন ঃ 'আমি দুনিয়াতে তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিব, তবে ইহা মৃত্যু দ্বারা নয়।'

ইব্ন জারীর বলেন ঃ تَوَفِّيْهِ অর্থাৎ رَفْعُهُ তাহাকে উঠাইয়া নিলেন। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে وَفَاةٌ অর্থ মৃত্যু নয়, নিদ্রা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ

অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগকে রাত্রিতে মৃত্যু দান করেন। অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আত্মাসমূহকে মৃত্যুর সময় ওফাত দান করেন আর যে আত্মা নিদ্রার সময় মারা যায় নাই–।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রহ হইয়া বলিতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।'

আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই কথার জবাব প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ اِلٰى قَوْلِهٖ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا.

অর্থাৎ তাহাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি তাহাদের জঘন্য অপবাদ এবং তাহাদের দাবী যে, আমরা আল্লাহর রাসূল মাসীহ্ ঈসা ইব্ন মরিয়মকে হত্যা করিয়াছি– মূলত তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই এবং শুলিতে দেয় নাই, বরং ইহা তাহাদের জন্য একটা সাদৃশ্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অবশ্যই তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার সান্নিধ্যে উঠাইয়া নিয়াছেন। আল্লাহ মহান পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তাহার মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাবই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।

এখানে قَبْلَ مَوْتِه বাক্যাংশে যে সর্বনামটি রহিয়াছে ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত ঈসা (আ)। অর্থাৎ প্রত্যেক আহলে কিতাবই হযরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। সেইটা হইবে যখন তিনি কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে অবতরণ করিবেন তখন। এই প্রসঙ্গ সম্মুখে আলোচিত হইবে। সেই সময় সকল আহলে কিতাবই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। তখন তিনি দেশ রক্ষা কর বা জিযিয়া ধার্য করিবেন এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মমত তাহার নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমার পিতা, আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ জাফর, তাহার পিতা ও রবী ইব্ন আনাস হাসান হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান اِنِّى مُتَوَفِّيْكَ সম্বন্ধে বলেন যে, এখানে وفاة অর্থ নিদ্রা। এই নিদ্রার অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহার নিকট উঠাইয়া নেন। হাসান আরও বলেন –রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীগণকে বলিয়াছেন ঃ ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) মৃত্যু বরণ করেন নাই। তিনি কিয়ামতের পূর্বে তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবেন।

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا 'আর আমি কাফেরগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব।' অর্থাৎ তোমাকে আমি আমার নিকট আকাশে উঠাইয়া আনিব।

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থাৎ যাহারা তোমার অনুসরণ করে আমি তাহাদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উর্ধ্বে স্থান দিব।

হযরত ঈসাকে যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে উঠাইয়া নিলেন, তখন তাহার অনুসারীগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া গেল। তাহাদের এক দল ছিল যাহারা বিশ্বাস করিত যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল এবং আল্লাহর বাঁদীর সন্তান। দ্বিতীয় এক দল ছিল যাহারা এই ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাহারা দাবি করিয়াছে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। অপর এক দল বলিল যে, তিনি নিজেই আল্লাহ। আরও একটি দল আছে। তাহারা বলে যে, তিনি তিনের তৃতীয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রত্যেক দলের বক্তব্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এইভাবে প্রায় তিনশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়। অতঃপর কনস্টানটাইন নামক একজন গ্রীক সন্তান তাহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। সে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তাহার খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন সম্পর্কে বলা হয় যে, সে খ্রিস্টধর্মকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিল। কেননা সে ছিল দার্শনিক ও পণ্ডিত। আবার কেহ বলেন যে, এই ব্যক্তি ছিল অজ্ঞ

মূর্খ। তবে সে হযরত ঈসার ধর্মমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে। কোন কোন বিষয় হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াছে।

সে তাহাদের জন্য নানা প্রকার আইন প্রণয়ন করিল এবং সে মহান আমানতকে ঘৃণিত খেয়ানতে পরিণত করিল। তাহার যুগেই সে শূকরের মাংস হালাল করিল এবং তাহার নির্দেশে খ্রিস্টানরা পূর্বদিকে ফিরিয়া নামায পড়িতে শুরু করিল। তাহারা গির্জায় ও ইবাদতখানায় মূর্তি তৈয়ার করিল। সে তাহাদের জন্য দশ দিনের রোযা বৃদ্ধি করিল। কেননা সে তাহাদের ধারণা মতে অতীতে যে পাপ করিয়াছিল, সেই পাপের কাফফারা স্বরূপ দশ দিন রোযা বাড়াইয়া দিয়াছিল। এইরূপে হযরত ঈসার দীনের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। বরং ইহা কনস্টাইনটাইনের ধর্মে পরিণত হইল। তবে সে তাহাদের জন্য প্রায় ১২ হাজার গির্জা, ইবাদত খানা ও খানকাহ তৈয়ার করিয়াছিল এবং তাহার নামানুসারে একটি শহরও নির্মাণ করিয়াছিল। খ্রিস্টানদের মধ্যে যালিকিয়া সম্প্রদায়ের লোকগণ তাহার সমস্ত বিধান মানিয়া লইল। তবে তাহারা সকলেই ইয়াহুদীদিগকে করতলগত করিতে উৎসাহী ছিল। আল্লাহ তাহাকে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মদদ দিয়াছেন। যদিও তাহারা সকলেই কাফের ছিল, কিন্তু ইয়াহুদীদের তুলনায় তাহারা সত্যের নিকটবর্তী ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নবী করিয়া প্রেরণ করিলেন। তখন যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনিলেন তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের প্রতিও ঈমান আনিল এবং পৃথিবীর বুকে তাহারাই সকল নবীর সফল অনুসারী। কেননা, তাহারাই বিশ্বমানবের নেতা, সর্বশেষ রাসূল, নবীয়ে আরাবী ও উম্মীকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই তাহারাই সকল নবীর সফল উম্মত হওয়ার দাবিদার। পক্ষান্তরে যাহারা দাবি করে যে, তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর মত ও পথের অনুসারী, তাহারা তাহার ধর্মমতকে এরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে যে, উহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তাহাদের পক্ষে হযরত ঈসার উম্মত বলিয়া দাবি করার কোন অধিকার নাই। তদুপরি শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মমতকে রহিত করিয়াছেন। এই ধর্মমত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী এবং সকল ধর্মমতের উপর বিজয়ী হইবে ও প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকিবে। এক বিন্দু পরিমাণও ইহাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাহার সাহাবীগণের হাতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমস্ত দেশের উপর বিজয় দান করিয়াছেন ও সমস্ত রাজ্যকে তাঁহাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা চুরমার করিয়া দিয়াছেন পারস্য সম্রাট কিসরা ও রোম সম্রাট কাইজারের বিরাট সাম্রাজ্যদ্বয়, হরণ করিয়াছেন তাহাদের ধনভাণ্ডার এবং বিলাইয়া দিয়াছেন তাহা আল্লাহর কাজে যেভাবে তাহাদের নবী তাহাদিগকে আল্লাহর তরফ হইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا.

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে দুনিয়ার খিলাফত তথা শাসনক্ষমতা প্রদান করিবেন, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে খিলাফতে সমাসীন করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে দৃঢ় ও মযবুত করিয়া দিবেন-যে দীন তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তিনি তাহাদের ভয়-ভীতিকে অভয়ে পরিবর্তন করিয়া দিবেন। যেহেতু তাহারা আমার ইবাদত করে এবং আমার সহিত অন্য কিছুকেই শরীক করে না"।

কাজেই তাহারাই হযরত ঈসা (আ)-এর যথার্থ অনুসারী। তাহারা খ্রিস্টানদের হাত হইতে সিরিয়া ছিনাইয়া নিল এবং তাহাদিগকে রোমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। অতঃপর তাহারা কনস্টান্টিনোপলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইসলাম ও মুসলমানগণ তাহাদের উপর কিয়ামত পর্যন্তই প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকিবে।

মহান সত্যবাহী মহানবী (সা) তাহার উম্মতকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সর্বশেষে তাহারা কনস্টান্টিনোপল জয় করিবে এবং সেখানকার সমস্ত ধন-সম্পদ তাহারা দখল করিবে। রোমানগণকে পাইকারীভাবে হত্যা করিবে। সেই হত্যার কোন নযীর পূর্বেও পাওয়া যাইবে না, পরেও পাওয়া যাইবে না। রোমকদের পরাজয় ও তাহাদের হত্যা সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্র একটি পুস্তক রচনা করিয়াছি।

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ. فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ.

"যাহারা আপনার অনুসরণ করিবে আমি তাহাদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর প্রাধান্য দান করিব যাহারা কুফরী করে। তারপর তোমাদের সকলকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে তখন আমি সেই সব বিষয়ে মীমাংসা দান করিব। আর যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদিগকে দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালে কঠোর শাস্তি দিব। আর তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।"

অতএব যে সমস্ত ইয়াহুদী হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি কুফরী করিয়াছে বা তাহার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করিয়াছে অথবা যে সমস্ত খ্রিস্টান তাহার সঙ্গে অহমিকা প্রদর্শন করিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণই করিয়াছেন। তাহাদিগকে হত্যা করিয়া বা বন্দী করিয়া দুনিয়াতে শাস্তি দিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত ধন-সম্পদ ও রাজত্ব কাড়িয়া নিয়াছেন এবং পরকালেও তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি হইতে তাহাদের হিফাযতের জন্য কেহই থাকিবে না।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ

"আর যাহারা ঈমান আনিয়া সেই অনুযায়ী সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার প্রদান করিবেন।" অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনেও এবং পরকালের জীবনেও। দুনিয়াতে বিজয়

দান করিবেন ও পরকালে বেহেশতে স্থান দান করিবেন।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যালিমগণকে ভালবাসেন না।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত যে সমস্ত ঘটনায় তাহার জন্মের ইতিকথা রহিয়াছে এবং তাহার দীনের পরিচয় মিলে সেই সব ঘটনা তোমাকে বলা হইল। উহা আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুয হইতে ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতএব উহাতে দ্বিধা-সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মরিয়মে বলেন ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"তিনিই ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম। একটি পরম সত্য কথা যাহাতে তোমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিতেছ। আল্লাহ তা'আলার জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি কাহাকেও নিজ সন্তান হিসাবে গ্রহণ করিবেন। তিনি পবিত্রতম। তিনি যখন কোন ব্যাপারে ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হও, আর তখনই তাহা হইয়া যায়।"

(٥٩) اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

(٦٠) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

(٦١) فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَ اَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○

(٦٢) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٦٣) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○

৫৯. 'নিশ্চয়ই ঈসার উদাহরণ আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর তাহাকে বলিলেন–হও, তখনই হইয়া গেল'।

৬০. ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে পরম সত্য কথা। অতএব ইহাতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিবে না।'

**৬১. 'অতঃপর যাহারা এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে তোমার নিকট পরম সত্য আসার পরও, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আস, আমরা ডাকিয়া লই আমাদের সন্তানগণকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের নিজেকে ও তোমাদের নিজেকে। তারপর আমরা মুবাহালা করি। একে অপরের উদ্দেশ্যে মিথ্যাবাদীর প্রতি লা'নত করি।'**

**৬২. 'নিশ্চয়ই উহা পরম সত্য ঘটনা এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই পরম পরাক্রমশালী ও প্রাজ্ঞ।'**

**৬৩. 'ইহার পরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে মনে রাখিবে, আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীগণকে ভালরূপেই চিনেন।'**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ। অর্থাৎ ঈসার উদাহরণ আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়। ঈসাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করায় আল্লাহর যে কুদরত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হযরত আদমকে সৃষ্টির তুল্য। যেহেতু আদমকে তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ তাহাকে (আদম) সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি হইতে। তারপর তাহাকে বলিলেন 'হও' তৎক্ষণাৎ হইয়া গেল। অতএব যিনি আদমকে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উত্তমরূপে কোন পিতা ছাড়া ঈসাকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। সুতরাং যদি ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া দাবী করা হয় শুধু এইজন্যই যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবে আদমকে উত্তমরূপেই আল্লাহর পুত্র বলিয়া দাবি করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইবে। অথচ সকলেরই জানা কথা যে, আদমকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া দাবি করা সম্পূর্ণরূপেই অন্তঃসারশূন্য। কাজেই ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া দাবী করা অধিকতর অন্তঃসার শূন্য। তবে মহান আল্লাহ তা'আলা তাহার সৃষ্টির অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তিনি স্ত্রী-পুরুষের সংমিশ্রণ ব্যতীতই আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তেমনি হাওয়াকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্ত্রী ব্যতীত শুধু পুরুষ হইতে। অথচ তিনি অন্যান্য সৃষ্টি জগতকে নারী পুরুষের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা সূরা মরিয়মের এক স্থানে বলিয়াছেন وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আদমকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন করিব।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ। অর্থাৎ হযরত ঈসা সম্পর্কিত এই কথা পরম সত্য, ইহা আল্লাহর নিকট হইতে আগত। কাজেই ইহা ব্যতীত আর কোন সত্য নাই এবং এই সত্যের বিপরীত যাহা তাহা অনিবার্যরূপেই বিভ্রান্তিকর। অতঃপর তিনি তাঁহার রাসূলকে বলিলেন যে, যাহারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত সত্য প্রকাশ হওয়ার পরও ইহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করে, তাহাদের সঙ্গে মুবাহালা কর।

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِمَا جَائَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَكُمْ وَنِسَائَنَا وَنِسَائَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ

অর্থাৎ আস, আমরা মুবাহালা করি একে অপরের বিরুদ্ধে-- মিথ্যাবাদীর প্রতি লা'নত করি।

সূরার প্রথম হইতে এই মুবাহালার আয়াত পর্যন্ত নাজরানের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। নাজরানের খ্রিস্টানগণ হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়া হযরত ঈসা সম্পর্কে তাহাদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বিতর্ক জুড়িয়া দিল। তাহারা বলিল যে, হযরত ঈসা আল্লাহর পুত্র এবং তিনি যথার্থই মা'বুদ বা উপাস্য। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের দাবির প্রতিবাদে এই সূরার প্রথম অংশ অবতীর্ণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার প্রমুখ মনীষী অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে বলিয়াছেন– নাজরানের খ্রিস্টানদের ৬০ জন অশ্বারোহী হুযূর আকরাম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইল। এই দলে তাহাদের ১৪ জন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল, যাহাদের নিকট তাহারা সদাসর্বদাই পরামর্শ শ্রবণ করিত। তাহারা হইল আল আকিব (তাহার নাম ছিল আবদুল মসীহ), আস সাইয়েদ (তাহার নাম ছিল আল আইহাম), আবূ হারিছা ইব্‌ন আলকামা (আবূ বকর ইব্‌ন ওয়াইলের ভাই), উয়াইস ইব্‌ন হারিছ, যায়দ, কায়স, ইয়াযীদ এবং তাহার দুই পুত্র, খুওয়ায়লিদ, আমর, খালিদ, আবদুল্লাহ, মুসলিম। তবে ইহারা সকলেই প্রথমোক্ত তিন জনের পরামর্শে কাজ করিত। আল আকিব ছিল এই কাওমের আমীর এবং পরামর্শদাতা। যে কোন সিদ্ধান্ত তাহার পরামর্শ ব্যতীত গৃহীত হইত না। আস সাইয়েদ ছিল তাহাদের বিজ্ঞ ব্যক্তি। সে ভ্রমণ ও বাসস্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আবূ হারিছা ইব্‌ন আলকামা ছিল তাহাদের বিশপ ও শিক্ষক। সে মূলত আরবের বনু বকর ইব্‌ন ওয়াইলের সদস্য। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় রোম সম্রাট ও সেখানকার রাজ-রাজাগণ তাহার প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তাহাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসীন করা হয়। এমন কি তাহারা তাহার জন্য বহু গির্জা নির্মাণ করে। সে যখন তাহাদের ধর্মের প্রতি তাহার সুদৃঢ় আস্থার কথা ঘোষণা করিল, তখন তাহারা তাহার সেবার জন্য বহু লোক নিয়োগ করিল। অথচ সে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই অবহিত ছিল। কারণ, সে পূর্ববর্তী বিভিন্ন কিতাব পাঠ করিয়া শেষ নবীর বিভিন্ন গুণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হইয়াছিল। তবে তাহার প্রতি খ্রিস্টানগণ যে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিল এবং তাহাদের নিকট তাহার যে মর্যাদা সে প্রত্যক্ষ করিল তাহাতে সে খ্রিস্টধর্মে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবাইর বলেন যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মদীনায় আগমন করিল। তারপর তাহারা যখন মসজিদে প্রবেশ করিল, তখন হুযূর (সা) আসরের নামায পড়িতেছিলেন। তাহারা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, জুব্বা ও চাদর পরিধান করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল বনু হারিছ ইব্‌ন সা'বের সুন্দর সুপুরুষ। হুযূর (সা)-এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে যাহারা তাহাদিগকে দেখিয়াছেন তাহারা বলিয়াছেন যে, ইহার পর তাহাদের সমতুল্য কোন প্রতিনিধিদল আর দেখি নাই। তখন তাহাদের নামাযের সময়ও নিকটবর্তী হইল এবং তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদেই নামায পড়িতে দাঁড়াইল। হুযূর (সা) বলিলেন, তাহাদিগকে তাহাদের পথে ছাড়িয়া দাও। অতএব তাহারা পূর্বদিকে ফিরিয়া নামায পড়িল।

অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন– তাহাদের মধ্যে আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা, আল আকিব আবদুল মসীহ ও আস সাইয়েদ আল আইহাস খ্রিস্টধর্মে তথা তাহাদের বাদশাহ্র দীনে অটল ছিল। অবশ্য তাহাদের দায়িত্ব ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলিল। তাহারা বলিল, হযরত ঈসা স্বয়ং আল্লাহ। আবার বলিল, তিনি আল্লাহর পুত্র। আবার বলিল, তিনি তিনের তৃতীয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই সমস্ত দাবি হইতে পবিত্র। অতঃপর হযরত ঈসা যে স্বয়ং আল্লাহ–এই দাবির যৌক্তিকতা পেশ করিয়া বলিল যে, তিনি মৃতকে জীবন দান করিতেন, শ্বেতকুষ্ঠ, জন্মান্ধতা এবং অন্যান্য রোগ নিরাময় করিতেন এবং অদৃশ্যের খবর দিতেন। তিনি মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈয়ার করিয়া উহাতে ফুঁক দিতেন আর তাহা পাখি হইয়া উড়িয়া যাইত। অথচ এইসব তিনি করিতেন আল্লাহর নির্দেশে। আল্লাহ তাহাকে বিশ্ব মানবের সম্মুখে একটি নিদর্শন হিসাবে দাঁড় করাইবার জন্যই এইরূপ করিয়াছেন। তাহারা তাহাকে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া দাবি করিল এবং উহার যৌক্তিকতা পেশ করিল যে, যেহেতু তাহার কোন পিতা ছিল না; তদুপরি তিনি মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াই কথা বলিতেন। অথচ ইতিপূর্বে কোন মানব সন্তানই এইরূপ করে নাই। তিনি যে তিনের তৃতীয় ছিলেন, এই দাবির যৌক্তিকতা পেশ করিয়া তাহারা বলিল যে, আল্লাহ তা'আলা فعلنا وامرنا وخلقنا وقضينا ইত্যাদি বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যদি আল্লাহ এক হইতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি বলিতেন– فعلت وامرت وخلقت وقضيت অর্থাৎ এক বচন ব্যবহার করিতেন। তাই তাহারা তিনজন। তিনি ঈসা ও মরিয়ম।

আল্লাহ তা'আলা এই নরাধম যালিমদের দাবি হইতে পবিত্র এবং সেই আলোকেই কুরআনের আয়াত নাযিল হইল। তারপর দুইজন পাদ্রী যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলিল, তখন হুযূর (সা) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন। তাহারা উভয়েই বলিল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নাই। অতএব ইসলাম গ্রহণ কর। তখন তাহারা বলিল, আমরা আপনার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। যেহেতু তোমাদের দাবি আল্লাহর সন্তান রহিয়াছে, তোমাদের ত্রিশূল পূজা এবং শূকরের মাংস ভোজন ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তোমরা ইসলাম হইতে বিরত। তখন তাহারা প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! তবে বলুন তো, তাহার পিতা কে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন, তাহাদিগকে কোন জবাব দিলেন না।

অতএব আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই সব কথা এবং তাহাদের মতবিরোধ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরানের শুরু হইতে ৮৭টি আয়াত নাযিল করেন। ইব্ন ইসহাক ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–তারপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আল্লাহর তরফ হইতে খবর ও তাহার এবং তাহাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার চূড়ান্ত ফায়সালা আসিল এবং হুযূর (সা)-কে তাহাদের সহিত পারস্পরিক অভিসম্পাত প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল এবং হুযূর (সা) যখন তাহাদিগকে মুবাহালা বা পারস্পরিক অভিসম্পাতের জন্য আহ্বান করিলেন, তখন তাহারা বলিল, আবুল কাসিম! আমাদিগকে অবকাশ দিন। আমরা এই ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা

করিব। তারপর আপনার নিকট আসিব। দেখি, আপনি যে দাওয়াত দিয়াছেন সেই ব্যাপারে আমরা কি করিতে পারি!

অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল। তারপর আল আকিবের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিল। আল আকিব ছিল তাহাদের চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাহারা বলিল, হে আবদুল মসীহ! এই ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি ? সে বলিল, হে নাসারার দল। এই ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় পাইয়াছ। তিনি যে সত্য নবী ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি তো তোমাদের নবী সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা আনিয়া দিয়াছেন। আর তোমরা এই কথাও জান যে, যে কেহ কোন সত্য নবীর সঙ্গে মুবাহালা করিয়াছে তাহাদের কোন বৃদ্ধও অবশিষ্ট থাকে নাই এবং কোন শিশুও আর জন্মে নাই। তাই যদি তোমরা তাহা করিতে যাও, তবে তোমরা সমূলে উৎপাটিত হইবে। বাস্তবিকই যদি তোমরা তোমাদের দীনকেই ভালবাস এবং তোমরা যদি একান্ত তোমাদের কথায় ও বিশ্বাসে অবিচল থাকিতে চাও তবে তোমরা এই ব্যক্তির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চল।

অতঃপর তাহারা হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল—আবুল কাসিম! আমরা চিন্তা-ভাবনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, আপনার সঙ্গে মুবাহালা করিব না। তবে আপনাকে আপনার দীনে রাখিয়া আমরা আমাদের দীনে ফিরিয়া যাইতেছি। আপনি আপনার পছন্দ মত একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দিন। তিনি আমাদের লেন-দেনের বিষয়সমূহে মীমাংসা করিয়া দিবেন। কারণ, আপনি আমাদের নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।

মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর বলেন—অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা দ্বিপ্রহরে আবার আস। আমি তোমাদের সঙ্গে একজন শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোক দিব।

হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি আমীর হওয়ার জন্য কখনও আকাঙ্ক্ষা করি নাই। কিন্তু আজ হুযূর (সা) আমীরের যে সব গুণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেই আমি ইহার জন্য উৎসাহিত হইয়াছি। অতএব আমি এই দিন খুব তাড়াতাড়ি যুহরের নামায পড়িতে হাযির হইলাম। অতঃপর হুযূর (সা) যখন যুহরের নামায শেষ করিলেন, তখন ডানে ও বামে ফিরিয়া দেখিলেন। তখন আমি উঁকি দিয়া ঘাড় লম্বা করিয়া রাখিলাম যেন তিনি আমাকে দেখিতে পান। অতঃপর তিনি অনুসন্ধান করিয়াই চলিলেন। অবশেষে তিনি আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন— তুমি ইহাদের সঙ্গে যাও এবং ইহাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ মীমাংসা করিয়া দাও। হযরত উমর (রা) বলেন— অতঃপর আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

ইব্ন মারদুবিয়া অন্য সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সূত্রটি এইঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা ও মুহাম্মদ ইব্ন লবীব রাফে ইব্ন খাদীজ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নাজরানের একটি প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর খেদমতে আসিল-অবশিষ্ট ঘটনা পূর্বের ন্যায়। তবে এতটুকু বেশি আছে যে, এই প্রতিনিধি দলে তাহাদের বারজন নেতা ছিল।

হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সিলত ইব্ন যাফর, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, ইয়াহয়া ইব্ন আদম, আব্বাস ইব্ন হুসাইন ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ

নাজরানের দুইজন নেতা আ'কিব ও সাইয়িদ মুলাআনার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিল বটে। কিন্তু তাহারা উপস্থিত হইয়া একজন অপরজনকে বলিল, এই কাজ করিও না। আল্লাহর শপথ, যদি ইনি নবী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাহার সাথে মুলাআনায় বিজয়ী হইতে পারিব না। উপরন্তু পরবর্তীতে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। অতএব তাহারা উভয়ে একমত হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব করিল—জনাব! আপনি আমাদের কাছে যাহা চাইবেন আমরা তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইবেন। অবশ্যই লোকটিকে বিশ্বস্ত হইতে হইবে। উত্তরে রাসূল (সা) তাঁহার সহচরবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন-হে আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রাহ! দাঁড়াও। তিনি দাঁড়াইলেন! রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—এই লোকটি এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সিলভ, আবূ ইসহাক ও ইসরাঈলের সনদে ইব্ন মাজা, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসলিম ও বুখারী (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সিলভ, আবূ ইসহাক ও ইসরাঈলের সূত্রে ইব্ন মাজা, নাসায়ী ও আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস (রা), আবূ কুলাবা, খালিদ, শু'বা, আবুল ওলীদ ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে এবং এই উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইল আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আবদুল করীম ইব্ন মালিক জাযরী, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াযীদ আলরাজী, আবূ ইয়াযীদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

আবূ জাহিল বলিয়াছিল যে, আমি যদি মুহাম্মদকে (সা) কা'বায় নামায পড়িতে দেখিতাম, তাহা হইলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, (ইহা শুনিয়া) রাসূল (সা) বলিয়াছিলেন, সে যদি এইরূপ করিত তাহা হইলে সবাই দেখিতে পাইত যে, ফেরেশতাগণ তাহারই গর্দান উড়াইয়া দিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইত আর তাহারা তাহাদের স্থান জাহান্নামের মধ্যে দেখিতে পাইত। অর্থাৎ যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মুবাহালার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহারা যদি এইজন্য আসিত, তাহা হইলে তাহারা ফিরিয়া গিয়া ধন-সম্পদ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিছুই পাইত না। আবদুল করীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকের সূত্রে নাসায়ী, তিরমিযী ও বুখারী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ ও হাসান পর্যায়ের।

বায়হাকী (র) তাহার 'দালাইলুন নুবুয়াহ' গ্রন্থে নাজরান হইতে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেইটি উপস্থাপন করিব। কেননা উহা বর্ণনা করাতে বহু উপকার রহিয়াছে। যদিও ইহার বর্ণনা সূত্রে কিছুটা দুর্বলতা আছে, তথাপি ঘটনাটি আমাদের আলোচনার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ বটে।

সালমা ইব্ন আব্দ ইয়াসূ'র দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, সালমা ইব্ন আব্দ ইয়াসূ, ইউনুস ইব্ন বুকাইর, আহমাদ ইব্ন আবদুল জব্বার, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন

ইয়াকুব, মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন ফযল, আবূ আবদুল্লাহ আল হাকাম ও বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন আবদ ইয়াসূ (র) তাহার দাদা ও পিতার সূত্রে বলেন ঃ তাহারা উভয়ে পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন, পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহারা বলেন ঃ طس سليمان নাযিল হওয়ার পূর্বে নাজরানের বাদশার কাছে হুযূর (সা) এই পত্রটি লিখেন ঃ

باسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب من محمد النبى رسول الله الى اسقف نجران واهل نجران اسلم فانى احمد اليكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اما بعد فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الى ولاية الله من ولا ية العباد فان ابيتم فالجزية فان ابيتم فقد اذنتكُم بحرب والسلام

অর্থাৎ 'ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের প্রভুর নামে আরম্ভ করিতেছি। আর ইহা হইল আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মদ-এর পক্ষ হইতে নাজরানের বাদশাহ ও নাজরানের অধিবাসীদের প্রতি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আমি তোমাদের সামনে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবের প্রভুর প্রশংসা করিতেছি। অতঃপর আমি তোমাদিগকে সৃষ্টির উপাসনা ত্যাগ করিয়া স্রষ্টার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করিতেছি এবং আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ প্রীতির দিকে ডাকিতেছি। যদি তোমরা আমার এই দাওয়াত অস্বীকার কর তাহা হইলে জিযিয়া দিয়া অধীনতা স্বীকার কর। আর যদি ইহার কোনটিতেই সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি আমার যুদ্ধের ঘোষণা রহিল। ওয়াস্সালাম।

বাদশার হাতে পত্রখানা পৌছিলে তিনি উহা পড়িয়া অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তিনি শুরাহবীল ইব্ন ওদাআকে নাজরানে ডাকিয়া পাঠান! তিনি ছিলেন হামদান গোত্রের লোক। তিনি সেই দেশের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দিলে বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে আইহাম, সাইয়িদ ও আকিবের পূর্বেই তাহার পরামর্শ নেওয়া হইত। তিনি উপস্থিত হইলে বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রখানি তাহার হাতে দেন। পত্রটি পড়া হইলে বাদশাহ তাহাকে বলেন, হে আবূ মরিয়াম! তোমার কি অভিমত ? শুরাহবীল বলিলেন, আপনার খুব ভাল করিয়াই জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হযরত ইসমাঈলের বংশধর হইতে একজন নবী প্রেরণ করার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইনিই হয়তো সেই প্রতিশ্রুত নবী। ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? আর নবুয়তের বিষয়ে আমি কি অভিমত পেশ করিব ? তবে পার্থিব রাজ্যের ব্যাপারে কোন কিছু হইলে চিন্তা-ভাবনা করিয়া কোন একটা পন্থা বাহির করিতাম। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে পৃথক জায়গায় বসাইয়া দিতে বলিলে তাহাকে পৃথক জায়গায় বসান হয়।

ইহার পর বাদশাহ আবদুল্লাহ ইব্ন শুরাহবীলকে নাজরানে ডাকিয়া পাঠান। তিনি ছিলেন বনী হুমাইর গোত্রের একজন বিশিষ্ট পরামর্শদাতা। তিনি আসিলে বাদশাহ সেই পত্রখানা তাহার হাতে দিয়া পড়াইলেন। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বিষয়ে আপনার অভিমত কি ? তিনিও শুরাহবীলের অনুরূপ উত্তর দেন। অতঃপর বাদশাহ বলিলেন, ইহাকেও পৃথক স্থানে বসাইয়া দাও। তখন তাহাকে পৃথক স্থানে বসাইয়া দেওয়া হয়।

বাদশাহ যখন লক্ষ্য করিলেন যে, এই ব্যাপারে প্রত্যেকের একই অভিমত, তখন তিনি শঙ্খ বাজাইতে এবং অগ্নি প্রজলিত করিতে নির্দেশ দান করেন। তাহাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপস্থিত হইলে এইভাবে শঙ্খ ধ্বনি দিয়া এবং আগুন প্রজলিত করিয়া জনগণকে ডাকা হইত। এই উপত্যকাটি এত দীর্ঘ ছিল যে, একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দৌড়াইলেও উহার প্রান্তে পৌঁছিতে সক্ষম হইত না। এই উপত্যকাটিতে তিহাত্তরটি গ্রাম ছিল এবং একলক্ষ বিশ হাজার তরবারী চালক বাস করিত। অতঃপর সেই এলাকার সকল লোক একত্রিত হইলে বাদশাহ তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রখানা পাঠ করিয়া শোনান এবং এই বিষয়ে তাহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। তখন সকল লোক একবাক্যে বলিল যে, শুরাহবীল ইব্ন ওদাআ হামদানী, আবদুল্লাহ ইব্ন শুরাহবীল আসবাহী এবং জব্বার ইব্ন ফায়েয হারিসীকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান হউক। তাহারা সেখান হইতে যথাযথ সংবাদ নিয়া আসুক। সেমতে সেই তিনজনের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি মদীনায় পৌঁছিয়া সফরের কাপড় পাল্টাইয়া রেশনের প্রশস্ত চাদর, লুঙ্গি এবং হাতে স্বর্ণের আংটি পরিধান করিল। অতঃপর লম্বা চাদরের ঝুলানো প্রান্ত টানিয়া টানিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহাকে সালাম করিল। কিন্তু হুযূর (সা) তাহাদের সালামের উত্তর দিলেন না এবং তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বর্ণের আংটি হাতে দেখিয়া তাহারা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তাহাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিলেন না।

অগত্যা তাহারা সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া হযরত উছমান ইব্ন আফফান এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফের (রা) খোঁজে বাহির হইল। তাহাদের উভয়ের সাথে তাহাদের পূর্বের পরিচয় ছিল। মুহাজির-আনসারদের সম্মিলিত একটি সভায় উভয়ের সাথে তাহাদের সাক্ষাত হয়। তাহাদিগকে পাইয়া তাহারা বলিল—হে উছমান! হে আবদুর রহমান! তোমাদের নবী আমাদের নিকট একটি পত্র লিখিয়াছেন। উহার উত্তর দেওয়ার জন্যেই আমরা উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু আমরা তাহার নিকট গেলাম, সালাম দিলাম, অথচ তিনি আমাদের সালামের উত্তরও দিলেন না এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি আমাদের সাথে কোন কথা বলিলেন না। এখন তোমরা কি বল ? আমরা কি এমনিই চলিয়া যাইব ? অতঃপর তাহারা উভয়ে সেই সভায় উপস্থিত হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে হাসানের পিতা! ইহাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? এই কথার উত্তরে তখন আলী (রা) হযরত উছমান ও আবদুর রহমানকে (রা) বলিলেন, আমার পরামর্শ হইল যে, এই লোকগুলির উচিত তাহাদের চাদর-লুঙ্গি ও আংটি পাল্টাইয়া তাহাদের সফরের সেই সাধারণ কাপড়গুলি পরিয়া আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হওয়া।

অবশেষে লোকগুলি তাহাই করিল এবং সফরের সেই সাধারণ কাপড়গুলি পরিয়া দ্বিতীয়বার হুযূর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সালাম করিল। হুযূর (সা) তাহাদের সালামের জবাব দেন। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন ঃ যেই মহান সত্তা আমাকে সত্যের উপর প্রেরণ করিয়াছেন তাহার শপথ! এই লোকগুলি যখন আমার নিকট প্রথম আসিয়াছিল, তখন তাহাদের সাথে 'ইবলীস' ছিল।

অতঃপর তাহাদের আলোচনা শুরু হয়। রাসূলুল্লাহর নিকট তাহারা প্রশ্ন করিতেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব প্রদান করিতেছিলেন। এক পর্যায়ে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, ঈসা (আ) সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ? আমাদিগকে দেশে ফিরিতে হইবে। আমরা খ্রিস্টান বিধায় আপনি নবী হিসাবে এই সম্পর্কে আপনার মতামত আমাদের জানা একান্তই জরুরী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন যে, এই বিষয়ে এখন আমার সত্যিকার জ্ঞান নাই। তোমরা অপেক্ষা কর, দেখি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে ঈসা (আ) সম্পর্কে আমাকে কিছু জানান হয় নাকি।

পরের দিন সকালে তাহারা আবার হুযূর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। তখন اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ এই আয়াতটির الْكَاذِبِيْنَ। পর্যন্ত নাযিল হয়। তাহারা তখন এই আয়াতের মর্ম মানিয়া নিতে অস্বীকার করিল। পরের দিন সকালে 'মুলাআ'নার' জন্য হুযূর (সা) হাসান ও হুসাইনকে চাদরে জড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকেন। আর ফাতিমাও (রা) তাহার পিছনে পিছনে আসেন। তাহার সাথে তাহার কয়েকজন সহধর্মিণীও ছিলেন। ইহা দেখিয়া শুরাহবীল তাহার সঙ্গীদিগকে বলিল, তোমরা জান যে, জনগণ কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া আমার অভিমতকেই স্বাগত জানাইয়াছিল। আল্লাহর কসম! এই মুহূর্তে ব্যাপারটি আমার নিকট খুবই সংগীন মনে হইতেছে। কেননা তিনি যদি সত্যিই নবী হইয়া থাকেন তবে ইহা করিলে আরবের মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম তাহার রোষ দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া অভিশাপের গ্লানি বহন করিব। আর আমরাই তাহার সত্য নবুয়তের প্রথম উপেক্ষাকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইব। পরন্তু এই কথা তাহার এবং তাহার সহচরদের হৃদয় হইতে আর কখনও মুছিয়া যাইবে না এবং আমাদের উপর কোন কঠিন আযাব আপতিত হইতে পারে। অথচ সমগ্র আরবের মধ্যে আমরাই তাহার নিকটতম প্রতিবেশী। তাই তাহার সাথে 'মুলাআনায়' লিপ্ত হইলে ধরাপৃষ্ঠে আমাদের আপাদমস্তক কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহার অভিশাপে আমরা সমূলে ধ্বংস হইব।

ইহা শুনিয়া তাহার সংগীগণ বলিল– হে মরিয়মের পিতা! তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান ? সে বলিল, আমার মতে 'মুলাআ'নায়' লিপ্ত না হইয়া আমরা তাহাকেই আমাদের নির্দেশ দাতা বানাইব। তিনি আমাদিগকে এই ব্যাপারে যাহা নির্দেশ দিবেন আমরা তাহা মানিয়া নিব। তিনি কখনও অন্যায় নির্দেশ দিবেন না। সংগীরা তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিল। অতঃপর শুরাহবীল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল-হযরত! আমি পরস্পরের মুলাআ'না অপেক্ষা আপনাকে একটি উত্তম প্রস্তাব প্রদান করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহা কি ? সে বলিল, আগামী রাত্রি এবং কালকের সকাল পর্যন্ত আপনি আমাদের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত পেশ করিবেন, আমরা তাহা গ্রহণ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হয়ত তোমাদের অন্যান্য লোক ইহা মানিয়া নিতে অসম্মতি জানাইবে। শুরাহবীল বলিল, আপনার এইরূপ সন্দেহ হইলে আমার এই সাথীদ্বয়কে ইহা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি সেই দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল–গোটা উপত্যকার সমস্ত লোক তাহার কথা মত চলে। সেখানে তাহার সিদ্ধান্তকে অমান্য করার মত কাহারো দুঃসাহস নাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মুলাআনা বাতিল করিয়া দেন এবং তাহারা তখনকার মত ফিরিয়া গেল। পরের দিন সকালে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের হাতে একটি চুক্তিপত্র দেন। তাহা এই ঃ

“পরমদাতা ও করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। এই পত্রটি আল্লাহর রাসূল– নবী মুহাম্মদের পক্ষ হইতে নাজরানবাসীদের প্রতি। তাহাদের প্রত্যেক হলুদ, শ্বেত ও কৃষ্ণকায় আযাদ ও দাস-দাসীর প্রতি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। তবে সকল বিষয় তাহাদের ইখতিয়ারাধীন করিয়া দেওয়া হইল। কেবল প্রতি বছর তাহাদিগকে মাত্র দুই হাজার লুঙ্গি ও চাদর প্রদান করিতে হইবে। এক হাজার রজব মাসে প্রদান করিবে এবং এক হাজার সফর মাসে শোধ করিবে ইত্যাদি।”

এইভাবে একটি পূর্ণ চুক্তিপত্র তাহাদিগকে দেওয়া হয়।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, তাহাদের উক্ত প্রতিনিধিদলটি নবম হিজরীতে আগমন করিয়াছিল। তাই আল্লামা যুহরী (র) বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম নাজরানবাসীরাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিযিয়া কর প্রদান করেন। আর জিযিয়া সম্বন্ধীয় আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আয়াতটি হইল এই ঃ..... قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, মুহাম্মদ ইব্ন দীনার, বাশার ইব্ন মিহরান, আহমাদ ইব্ন দাউদ মক্কী, সুলায়মান ইব্ন আহমদ ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

একদা আকিব ও সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাহাদের সাথে মুলাআনা করার জন্য তাহারা নবী (সা)-কে আহ্বান জানান। নবী (সা)-ও বাধ্য হইয়া তাহাদের সাথে মুলাআনা করার জন্য ওয়াদা প্রদান করেন। সকাল হইলে নবী (সা) আলী (রা), ফাতিমা (রা), হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-কে সঙ্গে নিয়া মুলাআনা করার জন্য বাহির হন। কিন্তু তাহাদিগকে মুলাআনার প্রস্তুতি সংবাদ পাঠাইলে তাহারা নবী (সা)-এর সাথে ইহা করিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে পরদিন তাহারা খিরাজ প্রদান করিতে সম্মত হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সত্তার কসম! যদি তাহারা উভয়ে ইহাতে স্বীকৃতি জানাইত, তাহা হইলে তাহাদের উপত্যকার উপর অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ হইত। জাবির (রা) বলেন ঃ نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَكُمْ وَنِسَائَنَا وَنِسَائَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ এই আয়াতটি তাহাদের সম্বন্ধেই নাযিল হয়। অর্থাৎ আস, আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণ, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণ এবং আমাদিগকে ও তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তিনি আরও বলেন ঃ اَنْفُسَنَا দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) ও আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বুঝান হইয়াছে। وَاَبْنَائَنَا দ্বারা হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-কে বুঝান হইয়াছে وَنِسَائَنَا দ্বারা ফাতিমা (রা)-কে বুঝান হইয়াছে।

দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন মাসহার, আলী ইব্ন হাজর, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল আযহারী, আলী ইব্ন ঈসা ও হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর হাকাম বলেন যে, সহীহ্দ্বয়ের শর্তের উপর ইহা সহীহ্। তবে তাহারা ইহা এইভাবে বর্ণনা করেন নাই।

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, শু'বা ও আবূ দাঊদ তায়ালুসীও পরম্পরা সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটি বর্ণনাকারীদের দিক দিয়া বিশ্বস্ততম বটে। ইব্ন আব্বাস (রা) এবং বার্‌রা (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ঈসা সম্পর্কে আমি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছি তাহা পরম সত্য। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ঈসা সম্পর্কে আমি যাহা তোমাকে বর্ণনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে সামান্যও কম-বেশি নাই।

وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلاَّ اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا– অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। অতঃপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় অর্থাৎ ইহা সত্ত্বেও যদি তাহারা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নেয়, তাহা হইলে فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ দুষ্কর্মকারীদেরকে যথাযথ ভাবেই জানেন। অর্থাৎ যাহারা সত্য হইতে মিথ্যার দিকে অগ্রসর হয় তাহারাই দুষ্কৃতিকারী। তাহাদিগকে আল্লাহ ভাল করিয়া জানেন। আর ইহার প্রতিফলস্বরূপ তাহারা পাইবে নিকৃষ্টতম প্রতিদান। তিনি এতই শক্তিশালী ও বিচক্ষণ যে, তাহার নিকট কারচুপির কোন অবকাশ নাই। তিনি পবিত্রতম। তিনি সকল প্রশংসার একমাত্র পাত্র। তাহার ক্রোধাগ্নি হইতে তাহারই নিকট আশ্রয় চাই।

(٦٤) قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝

**৬৪. (হে মুহম্মদ) বল, ওহে কিতাবধারী সম্প্রদায়! আইস, আমরা এমন একটি কথায় একমত হই, যাহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তাহা হইল, আমরা কেহই আল্লাহ ছাড়া কাহারও ইবাদত করিব না ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না। আর আমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া আমাদেরই একদল লোককে মনিব বানাইব না। অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী হও যে, আমরা মুসলিম।**

**তাফসীর ঃ** এই আয়াতে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও এই ধরনের অন্যান্য সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া সাধারণভাবে বলা হইয়াছে ঃ قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ অর্থাৎ 'বল, হে আহলে কিতাব, আইস একটি কথার দিকে।'

كَلِمَةٍ (কালিমা) শব্দটি এমন বাক্যে ব্যবহার হয় যাহা দ্বারা কোন কল্যাণময় কথা বলার ইচ্ছা হয়। তাই ইহার পরবর্তী বাক্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন سَوَاءٍ بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ অর্থাৎ যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। অর্থাৎ যাহা ন্যায় এবং যাহাতে আমরা ও তোমরা সমান।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূল বিষয় ব্যক্ত করিতেছেন اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ তাহা এই যে, আমরা (উভয়েই) আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো বন্দেগী করিব না ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।' অর্থাৎ না প্রতিমার, না ক্রুশের, না ভূতের, না শয়তানের, না আগুনের। বরং একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করিব। আর তাঁহার সহিত কোন শরীক করিব না।

উল্লেখ্য যে, ইহা সকল নবীরই আহ্বান ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ অর্থাৎ 'তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল পাঠাইয়াছি তাহাদের সকলের নিকট এই প্রত্যাদেশই করিয়াছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠাইয়া এই কথা বলিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের উপাসনা হইতে বিরত থাক।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّهِ। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও নিজের প্রভু বা খোদারূপে গ্রহণ করিব না।

ইব্ন জারীজ (র) ইহার ভাবার্থে বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের অনুসরণ করিব না।

ইকরামা বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, আল্লাহ ব্যতীত একে অপরকে সিজদা না করা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ এই দাওয়াত প্রদান করিলে যদি তাহারা পরান্মুখ হয়, তবে পরিষ্কার বলিয়া দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। অর্থাৎ তাহারা যদি এই ন্যায় ভিত্তিক আহ্বানকেও অস্বীকার করে, তবে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা চিরকালের জন্য সাক্ষী থাক যে, আল্লাহ যে ইসলামী সংবিধান দিয়াছেন সেই ইসলামকে আমরা বরণ করিয়া নিয়াছি।

আবূ সুফিয়ান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আব্বাস (রা), উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ ও যুহরীর বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে বুখারীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি ইহা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি। আবূ সুফিয়ান যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হন, তখন সম্রাট তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-র বংশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অগত্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-র বংশের আভিজাত্যের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রশ্নেরই তিনি স্পষ্ট উত্তর দিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার সময় তিনি মুশরিক ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে। হাদীসে উহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর রোম সম্রাট যখন তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন ? তিনি তদুত্তরে বলেন যে, না, তবে ইদানিং তাহার সহিত আমাদের একটা চুক্তি হইয়াছে। না জানি তিনি এই ব্যাপারে কি করেন। এই ব্যাপারে ইহার চাইতে অতিরিক্ত কোন মন্তব্য করা আমার দ্বারা সম্ভব নহে। আসল কথা হইল যে, ইহার পর তাহার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রখানা পেশ করা হয়। তিনি উহা পড়েন। তাহাতে লেখা ছিল ঃ

'দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-র পক্ষ হইতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হেদায়েতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। অতঃপর আপনি

ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তির অংশীদার হউন। ইসলাম গ্রহণ করিলে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল প্রদান করিবেন। আর বিমুখ হইলে সমগ্র রাষ্ট্রপ্রধানদের পাপ আপনার উপর বর্তাইবে। 'হে আহলে কিতাব, একটি কথার দিকে আস, যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও বন্দেগী করিব না, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না এবং আমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজেদের রব বা খোদারূপে গ্রহণ করিব না। এই দাওয়াত কবূল করিতে তাহারা যদি প্রস্তুত না হয়, তবে পরিষ্কার বলিয়া দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।'

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ বলেন ঃ সূরা আলে ইমরানের প্রথম হইতে কম বেশী অষ্টাশি আয়াত পর্যন্ত নাজরানের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

ইমাম যুহরী (র) বলেন ঃ এই লোকরাই সর্বপ্রথম জিযিয়া কর প্রদান করেন। অবশ্য এই কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, জিযিয়ার আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে যে, যদি ইহা মক্কা বিজয়ের পরে নাযিল হইয়া থাকে তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) কি করিয়া এই আয়াতটি হিরাক্লিয়াসের পত্রে লিখিয়াছিলেন ? উক্ত পত্র সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও যুহরী স্ব-স্ব গ্রন্থে বর্ণনাও করিয়াছেন।

ইহার কয়েকটি উত্তর রহিয়াছে। প্রথম উত্তর হইল ঃ সম্ভবত এই আয়াতটি দুইবার নাযিল হইয়াছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে একবার এবং দ্বিতীয়বার মক্কা বিজয়ের পরে। দ্বিতীয় উত্তর হইল ঃ হয়তো সূরার প্রথম হইতে এই আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আর এই আয়াতটি সেইগুলির পূর্বে অবতীর্ণ হয়াছিল। তবে এই অবস্থায় ইব্‌ন ইসহাকের 'আশির উপরে আরও কিছু আয়াত' উক্তিটির সত্যতা রক্ষিত হয় না। কেননা আবূ সুফিয়ানের (রা) বর্ণিত ঘটনাটি ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

তৃতীয় উত্তর হইল ঃ হয় তো নাজরানের প্রতিনিধিগণ হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে আসিয়াছিল এবং যাহা কিছু দিতে সম্মত হইয়াছিল তাহা জিযিয়া হিসাবে নয়, বরং মুবাহালা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য চুক্তি হিসাবে দিয়াছিল। ইহা সর্বসম্মত কথা যে, জিযিয়ার আয়াত এই ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এই ঘটনার সাথে আয়াতের পূর্ণ সাজুয্য রহিয়াছে। যথা আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রা) বদরের পূর্বেকার জিহাদে প্রাপ্ত গনীমাতকে পাঁচ ভাগ করিয়া উহার একভাগ রাখিয়া বাকিগুলি সৈন্যদের ভিতর বন্টন করিয়া দেন। অথচ ইহার পরে গনীমতের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তাহাতে এই বিধানই বিধৃত হয়।

চতুর্থ উত্তর হইল ঃ হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা) যে পত্রখানা হিরাক্লিয়াসকে পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি সেই কথাগুলি নিজের পক্ষ হইতে লিখিয়াছিলেন। অতঃপর তাহার সেই ভাষাতেই ওহী নাযিল হয়। যেমন, হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শ মুতাবিকই পর্দা ও যুদ্ধবন্দী এবং মুনাফিকদের জানাযার নামায না পড়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। তেমনি মাকামে ইব্‌রাহীমে নামায পড়া এবং রাসূল (সা)-এর পত্নীগণকে তালাক দেওয়ার ধমক প্রদান সম্পর্কিত আয়াত দুইটিও তাহার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের অনুকূলে অবতীর্ণ হয়।

(٦٥) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

(٦٦) هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٦٧) مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(٦٨) اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৫. "হে কিতাবীগণ! ইব্‌রাহীম সম্পর্কে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তাহার পরেই অবতীর্ণ হইল ? তোমরা কি বুঝ না ?"

৬৬. "দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তোমরা সেই ব্যাপারে তর্ক করিয়াছ। তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও।"

৬৭. 'ইব্‌রাহীম ইয়াহুদী ছিল না নাসারাও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

৬৮. "যাহারা ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা ও এই নবী এবং যে সকল মানুষ ঈমান আনিয়াছে, তাহারাই ইবরাহীমের যথার্থ দাবিদার; আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।

তাফসীর ঃ ইয়াহুদীরা দাবি করিত যে, ইবরাহীম (আ) ইয়াহুদী ছিলেন এবং খ্রিস্টানরা দাবি করিত যে, ইবরাহীম (আ) খ্রিস্টান ছিলেন। ইহা নিয়া তাহারা পস্পরে কলহ করিত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহাদের মিথ্যা দাবি খণ্ডন করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ মাওলা যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

'নাজরান হইতে আগত খ্রিস্টান এবং ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিয়াই পরস্পরে ধর্মীয় ব্যাপারে বচসায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে ইয়াহুদী পাদ্রীরা দাবি করিয়া বসিল যে, ইব্‌রাহীম ইয়াহুদী ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের লোক ছিলেন না। খ্রিস্টানরাও বলিতে লাগিল যে, ইব্‌রাহীম খ্রিস্টান ভিন্ন অন্য কোন ধর্মানুসারী ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْ اِبْرٰهِيْمَ হে কিতাবীগণ! "তোমরা ইব্‌রাহীম সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কেন ঝগড়া কর? অর্থাৎ হে ইয়াহুদীরা! তোমরা কিভাবে ইব্‌রাহীমকে তোমাদের বলিয়া দাবি করিতেছ? অথচ তাহার যুগ তো মূসার প্রতি

তাওরাত নাযিল হওয়ার বহু পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে। আর হে খ্রিস্টানরা! তোমরাও কিভাবে এই দাবি কর ? অথচ তোমাদের বহু বহু পূর্বে ইব্‌রাহীমের যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝ না ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَاَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ অর্থাৎ তোমরা যেসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখ, সেই বিষয় লইয়া তো যথেষ্ট বিতর্ক করিলে। এখন যেসব বিষয়ে তোমাদের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই তাহা লইয়া কেন বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহিতেছ ? ইহার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের যেসব বিষয়ে জ্ঞান নাই সেসব বিষয়ে অহেতুক তর্ক-বিতর্কের বিষয়কে নাকচ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা ইব্‌রাহীম (আ)-কে লইয়া তর্ক করে। অথচ সে সম্পর্কে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই। তাহারা ধর্মীয় জানা বিষয়গুলি লইয়াও যদি তর্ক করিত তাহাও একটা কথা ছিল। অথচ যে সকল বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান নাই সেই সকল বিষয় তো সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকটই সমর্পণ করা উচিত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহর রহিয়াছে, তোমরা তো কিছুই জান না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ইব্‌রাহীম না ছিল ইয়াহুদী, না ছিল খ্রিস্টান; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। অর্থাৎ সে শিরক হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিত এবং ঈমানের উপর দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। পরন্তু وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ সে মুশরিকের মধ্যে শামিল ছিল না। এই আয়াতটি সূরা বাকারার এই আয়াতটিরই মর্মরূপঃ

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصَارٰى تَهْتَدُوْا

অর্থাৎ 'তাহারা বলিল, তোমরা ইয়াহুদী হইয়া যাও অথবা খ্রিস্টান হইয়া যাও, তবেই সুপথ প্রাপ্ত হইবে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'ইব্‌রাহীমের সহিত সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রহিয়াছে তাঁহাদের, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে। তাই এই সম্পর্ক রাখার অধিকারী হইতেছে এই নবী এবং তাহার অনুসারী ঈমানদার লোকগণ। বস্তুত আল্লাহ কেবল তাহাদেরই সহায়ক যাহারা ঈমানদার।"

ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাইয়াছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীমের (আ) অনুসরণের সবচেয়ে বেশি দাবিদার সেই সকল লোক, যাহারা তাহার দীনের অনুসরণ করিয়াছিল। তাহারা হইল এই নবী অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আর তাহার অনুসারী আনসার ও মুহাজিরগণ এবং পরবর্তীতে যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসরূক, আবূ যুহা, সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক, আবুল আহওয়াস ও সাঈদ ইব্‌ন মানসূর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন 'প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্য হইতে একজন বন্ধু থাকেন। তাই তাহাদের মধ্য

হইতে আমার বন্ধু হইলেন আমার জনক ও আল্লাহর দোস্ত হযরত ইব্‌রাহীম (আ)।' ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পড়েন وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ অর্থাৎ 'ইব্‌রাহীমের সহিত সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রহিয়াছে তাহাদের, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে।'

ইহার উর্ধ্বতন সূত্রে সুফিয়ান সাওরী হইতে আহমদ যুবাইরীর সনদে বাযযার এবং তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বাযযার (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুহা, সুফিয়ান ও আহমাদের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাহা উপরোক্ত মাসরূকের রিওয়ায়েতের অনুরূপ নয়। সুফিয়ান হইতে ওয়াকীর সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন-এইটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ সূত্র।

ওয়াকী তাঁহার তাফসীরে রিওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, সুফিয়ানের পিতা ও সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, 'প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্যে একজন বন্ধু থাকেন। তাই তাহাদের মধ্যে আমার বন্ধু হইল আমার পূর্বপুরুষ ও আমার প্রভুর খলীল হযরত ইব্‌রাহীম (আ)।' ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ ইব্‌রাহীমের সহিত সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রহিয়াছে তাহাদের, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে। তাই এখন সম্পর্ক রাখার বেশি অধিকারী হইতেছে এই নবী এবং তাহার অনুসারী ঈমানদারগণ।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেবল তাহাদেরই সহায়ক ও সাহায্যকারী যাহারা ঈমানদার। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনিবে, আল্লাহ তাহাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিবেন।

(٦٩) وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

(٧٠) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝

(٧١) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٧٢) وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

(٧٣) وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

(٧٤) يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

**৬৯. "কিতাবীদের একদল তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে চাহিয়াছিল; অথচ তাহারা তাহাদের নিজদিগকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।"**

**৭০. "হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরাই উহার সাক্ষ্য বহন কর।"**

**৭১. "হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর ? অথচ তোমরা জান।"**

**৭২. "কিতাবীদের একদল বলিল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, দিনের প্রারম্ভে তাহা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তাহা প্রত্যাখ্যান কর। হয়ত তাহারা ফিরিতে পারে।"**

**৭৩. আর যাহারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে তাহাদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। বল, আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। তেমনি বিশ্বাস করিও না যে, তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, অনুরূপ আর কাহাকেও দেওয়া হইবে। অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাহারা তোমাদিগকে যুক্তিতে পরাভূত করিবে। বল, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"**

**৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ করিয়া বাছিয়া লন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।**

**তাফসীর ঃ** এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা মু'মিনগণকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহারা নিজেরাই ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হইতেছে। তিনি আরও বলিতেছেন, ইহার কারণে যে তাহারাই ধ্বংস হইতেছে তাহাদের সেই খবর নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ يَـااَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُـرُوْنَ بِـاٰيٰتِ اللّٰه وَاَنْتُمْ تَشْـهَـدُوْنَ অর্থাৎ হে আহলে কিতাব! আল্লাহর নিদর্শনসমূহ কেন অস্বীকার করিতেছ ? অথচ তোমরা নিজেরাই তো তাহা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছ। অর্থাৎ তাহাদের কিতাবসমূহে মুহাম্মদ (সা)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে বর্ণনা ছিল তাহা তাহারা গোপন করিয়া রাখিতেছে। অথচ ইহার সত্যতার ব্যাপারে তাহারা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত ছিল। তাই তাহাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন ঃ

وَقَـالَتْ طَّآءِفَـةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْـهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি দল বলে যে, এই নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য যাহা নাযিল হইয়াছে তাহার প্রতি তোমরা সকাল বেলা ঈমান আন আর সন্ধ্যা বেলা তাহা অস্বীকার কর। তাহা হইলে তাহারা ফিরিয়া যাইবে। এই কার্য করিয়া তাহারা দুর্বল মুসলমানদের ঈমান হরণের দুরভিসন্ধি আঁটিয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা পরস্পরে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে,

আমরা নিজেরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনিয়া মুসলমানদের সংগে নামায পড়িব এবং দিনের শেষাংশে ইহা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলিব। তাহা হইলে মূর্খ ও স্বল্প জ্ঞানের মুসলমানরা ধারণা করিবে যে, ইসলামের মধ্যে দোষ-ত্রুটির ব্যাপার রহিয়াছে। ফলে তাহারা দীন হইতে বিমুখ হইয়া পড়িবে। এই ভাবিয়া তাহারা বলিয়াছিল - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ এই কৌশল অবলম্বন করিলেন মু'মিনরা নিজেরাই ঈমান হইতে ফিরিয়া যাইবে।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহার মাধ্যমে ইয়াহূদীদের এই কার্যকলাপের প্রতি ইংগিত প্রদান করিয়াছেন যে, ইয়াহূদীরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ফজরের নামায পড়িত এবং ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা অপরাহ্নে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিত। যাহাতে লোকজন এই কথা ভাবে যে, এই সব (বুদ্ধিমান) লোক সকালে ইসলাম পালন করিল, অথচ এখন বিকালে পালন করিতেছে না। তাহা হইলে অবশ্যই ইহারা ইসলামের মধ্যে কোন ত্রুটি পাইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ

আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল, যাহাদের সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর কোন সাহাবীর সকালে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা তাহাদিগকে বলিত যে, তোমরা ঈমান আন। আর বিকালের দিকে দেখা হইলেই বলিত যে, তোমরা তোমাদের নামাযসমূহ যথাযথভাবে পালন কর। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ইহা করিত যে, লোকজন যেন তাহাদিগকে উহাদের চাইতে পণ্ডিত পরহেজগার মনে করে। কাতাদা, সুদ্দী, রবী ও আবূ মালিক (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। وَلَا تُؤْمِنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ অর্থাৎ তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত যে, নিজেদের ধর্মমতের লোক ব্যতীত অন্য কাহারও কথা মানিও না। অর্থাৎ নিজেদের ধর্মের লোক ব্যতীত অন্যের উপর আস্থা স্থাপন করিও না। আর তোমাদের হাতে রক্ষিত (পূর্বের) গ্রন্থের বক্তব্যসমূহ তাহাদের নিকট বলিও না। তাহা হইলে তাহারা উহার উপরে ঈমান আনিতে থাকিবে এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থের কথা তাহাদের জন্য দলীল হইয়া যাইবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ হে নবী! তাহাদিগকে বলিয়া দাও, প্রকৃত হেদায়েত হইতেছে আল্লাহর হেদায়েত। অর্থাৎ তিনি সেই বিষয়ের উপর মুসলমানদের পূর্ণ ঈমান স্থাপন করার সুযোগ দিবেন যাহা তিনি তাহার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি স্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ সহ অবতীর্ণ করিয়াছেন। যদিও ইয়াহূদীরা তাহাদের গ্রন্থে নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণ হইতে যে সকল উদ্ধৃতি নকল করা হইয়াছে তাহা গোপন করিয়া রাখিতেছে।

اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ইহা তাঁহারই নীতি যে, এক সময় তোমাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহাই অন্য কাহাকেও দেওয়া হইবে। অথবা অন্য লোকেরা তোমাদের খোদার সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য কোন মজবুত প্রমাণ পাইয়া যাইবে। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের লোকদিগকে বলিত যে, তোমাদের নিকট (পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থের) যে জ্ঞান রহিয়াছে তাহা মুসলমানদের নিকট বলিও না, তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানে বাড়িয়া যাইবে। পরন্তু বর্তমানে ইহার প্রতি তোমাদের যে বিশ্বাস রহিয়াছে তাহার চেয়েও তাহাদের গ্রন্থের প্রতি তাহাদের দৃঢ় ঈমানের কারণে অধিকতর বিশ্বাস বাড়িয়া যাইবে। অথবা

তাহাদের রবের নিকট ইহা তাহারা দলীল হিসাবে পেশ করিবে। অর্থাৎ তাহা হইলে তোমাদের গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারাই তোমাদের উপর তাহারা আপিল দায়ের করিবে। এই দলীল তাহারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের জন্য মজবুত হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ হে নবী! বলিয়া দাও, অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান সবই খোদার হাতে। তিনি যাহাকে চাহেন দান করেন। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ই তাহার অধিকারে রহিয়াছে। তিনি প্রদানকারী আবার তিনিই বঞ্চিতকারী। আর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ঈমান, আমল ও অনুগ্রহরূপ সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সত্য হইতে অন্ধ ও ইসলামের বাণী শ্রবণ হইতে বধির এবং সঠিক জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করেন। তাঁহার সকল কাজই সুনিপুণ এবং প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ তিনি ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ। নিজের অনুগ্রহদানের জন্য যাহাকে চাহেন নির্দিষ্ট করিয়া নেন। আর তাহার অনুগ্রহও অনেক বেশি এবং বিরাট। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তিনি তোমাদের উপর অপরিসীম অনুগ্রহ দান করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের নবীকে সকল নবীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। পরন্তু তিনি তোমাদিগকে সত্য ও পূর্ণ শরীআতের প্রতি হেদায়েত দান করিয়াছেন।

(٧٥) وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖۤ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

(٧٦) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৭৫. "কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখিলেও ফেরত দিবে। আবার এমন লোকও আছে, যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পিছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরত দিবে না। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, কাফেরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই এবং তাহারা জানিয়া-শুনিয়া আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলে।"

৭৬, "হাঁ, কেহ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে আল্লাহ মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন।"

তাফসীর ঃ ইয়াহুদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া থাকে, এখানে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সতর্ক করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তাহারা যেন ইয়াহুদীদের প্রতারণায় না পড়ে।

مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ তাহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যদি তুমি তাহার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও রাখিয়া দাও, তবুও সে তোমার ধন তোমার নিকট ফিরাইয়া দিবে।

وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا তবে তাহাদের মধ্যে এইরূপ লোকও আছে যে, যদি তুমি তাঁহার নিকট একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ,

তবে সে তাহাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবে না! অবশ্য দিতে পারে যদি তুমি তাহার শিরোপরি দণ্ডায়মান থাক। অর্থাৎ উহা আদায়ের জন্য যদি বারবার তাগাদা দিতে থাক।

সূরার প্রথম দিকে কিনতার (قِنْطَارٌ) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আর দীনার তো এতই পরিচিত জিনিস, যাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মালিক ইব্ন দীনার (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন হাইছাম, বুকাইর, সাঈদ ইব্ন আমর আস্ সাকুতী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন দীনার বলেন ঃ

দীনারকে দীনার বলার কারণ হইল এই যে, উহা দীনও এবং আগুনও। কেহ কেহ ইহার ভাবার্থে বলিয়াছেন-যে ব্যক্তি ন্যায় পথে আয় ও ব্যয় করিবে, তাহা তাহার জন্য দীনের বিধি পালনের সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। আর যে উহা অসৎভাবে আয় ও ব্যয় করিবে তাহা তাহাদের জন্য দোযখের আগুন হইয়া ধরা দিবে। এখানে সেই হাদীসটি বর্ণনা করা যথোপযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে, যাহা ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারীতে বিভিন অধ্যায়ে একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কিফালার অধ্যায়ে উহা যেইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহাই উত্তম ও স্পষ্ট মনে হয়।

রাসূল (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা) আবদুর রহমান ইব্ন হরমুয আল আরাজ, জাফর ইব্ন রবীআ, লাইছ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

বনী ইসরাঈলের একটি লোক অন্য একটি লোকের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ চাইলে লোকটি বলিল, সাক্ষী নিয়া আস। সে বলিল, আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষীই যথেষ্ট। সে বলিল, তাহা হইলে জামিন নিয়া আস। সে বলিল, আল্লাহর জামিনই যথেষ্ট। সে ইহাতে সম্মত হইয়া গেল এবং পরিশোধের মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দিল। উহার পর ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি সামুদ্রিক সফরে বাহির হইয়া যায়। কাজ-কর্ম শেষ করিয়া সে মেয়াদ শেষে সমুদ্রের তীরে আসিয়া তরীর জন্যে অপেক্ষা করিতে থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, মহাজনের নিকট গিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। কিন্তু পারাপারের জন্য কোন তরী না পাইয়া একখণ্ড গাছের গুড়ি নিয়া তাহার মধ্যে ফাঁক করিল এবং উহাতে এক হাজার দীনার রাখিয়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! আপনি খুব ভাল করিয়াই জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এক হাজার দীনার ঋণ নিয়াছিলাম। সেই ব্যাপারে আপনাকেই সাক্ষী ও জামিন রাখিয়াছিলাম। সেও সন্তুষ্টচিত্তে উহা আমাকে প্রদান করিয়াছিল। এখন আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার ঋণ শোধ করার জন্যই এই সমুদ্রের তীরে নৌকা খুঁজিতেছি। কিন্তু কোন নৌকাই পাইলাম না। তাই বাধ্য হইয়া আপনার উপর ভরসা করিয়া গাছের গুড়ি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে টাকাগুলি রাখিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলাম। আপনি তাহাকে তাহা পৌঁছাইয়া দিন।

এই প্রার্থনা করিয়া সে চলিয়া গেল এবং গাছের গুঁড়িটিও ডুবিয়া গেল। তথাপি নৌকার অনুসন্ধানে থাকিল যেন নিজে যাইয়া হাতে হাতে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। অপর দিকে সেই মহাজন ব্যক্তিও এই উদ্দেশ্যে সমুদ্রের তীরে আসিল যে, হয়ত ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি তাহার নৌকা নিয়া এই পথে আসিতে পারে। অবশেষে কোন নৌকা বা যাত্রী না দেখিয়া সে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এমন সময় তীরে গাছের একটি গুড়ি তাহার দৃষ্টিতে পড়িল।

জ্বালানির কাজ হইবে ভাবিয়া সে উহা তুলিয়া নিয়া ফাড়িয়া কাঠ করিতে থাকিলে উহার মধ্য হইতে এক হাজার দীনার এবং একটি চিঠি বাহির হইল। এদিকে ঋণগ্রহীতা লোকটিও সমুদ্র পার হইয়া ঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে আসিয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল-আল্লাহ জানেন, আমি যথাসময় চেষ্টা করিতেছিলাম যে, একটি নৌকা পাইলেই তাহাতে পার হইয়া নির্ধারিত সময়র মধ্যে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। কিন্তু কোন নৌকা না পাওয়ায় একটু বিলম্ব হইয়া গেল। এই নিন আপনার টাকা। তখন ঋণদাতা বলিল যে,আপনি যে মুদ্রা পাঠাইয়াছিলেন তাহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আল্লাহ আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এখন আপনি আপনার এই সহস্র মুদ্রা নিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া যান।

কোন কোন সহীহ্ হাদীস সংকলনে ইহা লাইছের মুক্ত দাস আবদুল্লাহ ইব্ন সালেহ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) স্বীয় মুসনাদে দীর্ঘভাবে লাইছ হইতে ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ আল মুআদ্দাবের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বায্যার স্বীয় মুসনাদে হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা), উমর ইব্ন আবূ সালমার পিতা, উমর ইব্ন আবূ সালমা, আবূ আওয়ানা, ইয়াহয়া ইব্ন হাম্মাদ ও হাসান ইব্ন মুদরিকের সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, নবী (সা) হইতে এই হাদীসটি এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয় নাই।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ অর্থাৎ আমাদের উপর এই সব অশিক্ষিতদের ব্যাপারে কোন দায়-দায়িত্ব নাই। অর্থাৎ তাহারা সত্য গোপন করিয়া ভণ্ডামী করিয়া বলিত যে, উম্মীদের ধন-সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করার আমাদের বৈধ অধিকার রহিয়াছে এবং উহাতে আমাদের দীনের কোন ক্ষতিও নাই।

উল্লেখ্য যে, এখানে উম্মী বলিতে আরবদের বুঝান হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ বস্তুত তাহারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করিতেছে আর তাহারাও ইহা জানে। অর্থাৎ তাহারাও জানিত যে ইহা অন্যায়। কেননা আল্লাহ তাহাদিগকে মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন জিনিস ব্যবহার বা ভক্ষণ করাকে হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। তাই তাহাদের দাবি ছিল মিথ্যা ও মনগড়া।

এই আয়াতাংশের হুকুমের ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে। আবূ শা'ছা ইব্ন ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক হামদানী, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, আবূ শা'ছা ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ

জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাসকে প্রশ্ন করেন যে, আমরা কখনও কখনও যুদ্ধের সময় জিম্মীদের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি খাইয়া থাকি। ইহা শুনিয়া ইব্ন আব্বাস (রা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এটাকে তোমরা কেমন মনে কর ? উত্তরে তাহারা বলিল যে,আমরা তো ইহাতে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করি না। অবশেষে তিনি বলিলেন, পূর্ববর্তী কিতাবীরাও এইভাবে বলিত যে, মূর্খদের মাল গ্রহণে কোন পাপ নাই। তবে জানিয়া রাখ যে, যাহারা জিযিয়া কর দিয়া থাকে তাহাদের কোন জিনিস এইভাবে নেওয়া জায়েয নয়, যদি তাহারা খুশি মনে না দেয়। ইব্ন ইসহাকের সূত্রে সাওরীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাফর, ইয়াকুব, আবূ রবী আয্‌ যহরানী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ

কিতাবীদের নিকটে যখন রাসূল (সা) এই কথা শোনেন যে, উম্মীদের ব্যাপারে তাহাদের কোন দায়-দায়িত্ব নাই, তখন তিনি বলেন, আল্লাহর দুশমনরা মিথ্যা বলিতেছে। জাহেলী যমানায় যত রকম রেওয়াজ ছিল, সবকিছুই আমার পদতলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে-একমাত্র আমানত ব্যতীত। কেননা আমানত পাপী কি পুণ্যবান যাহারই হউক, তাহা প্রত্যর্পণ করিতেই হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِه وَاتَّقٰى হাঁ, যে ব্যক্তি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আর আহলে কিতাব হইয়া স্বীয় ধর্মগ্রন্থের হেদায়েত অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

উল্লেখ্য যে, সকল নবীর নিকট হইতে অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল এবং অঙ্গীকার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাহাদের উম্মতগণের উপর তাহারা অর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবৈধকৃত বিষয়বস্তু হইতে দূরে থাকে ও তাহার শরীআতের অনুসরণ করে এবং নবীগণের নেতা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, সে-ই মুত্তাকী। তাই বলা হইয়াছে ঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন।

(৭৭) اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

**৭৭. "নিশ্চয় যাহারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার ও তাহাদের শপথ অতি নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, তাহারাই পরকালের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না, তাহাদের দিকে তাকাইবেন না ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। আর তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।"**

তাফসীর ঃ এখানে তাহাদের ব্যাপারে বলা হইয়াছে, যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করিতেছে না। তাহারা উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী এবং পার্থিব কিছু স্বার্থ হাসিল করে বটে, কিন্তু اُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الاخِرَةِ। অর্থাৎ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ নাই। তাহা ছাড়া وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাহাদের সহিত কথা বলিবেন, না তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিবেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি থাকিবে না। ফলে তিনি তাহাদের সহিত মোলায়েম ভাষায় কথা বলিবেন না এবং তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাইবেন না। উপরন্তু وَلَا يُزَكِّيْهِمْ তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। অর্থাৎ তিনি

তাহাদিগকে পাপ-পংকিলতা হইতে পবিত্র করিবেন না; বরং তাহাদিগকে জাহান্নামে নিয়া যাইতে নির্দেশ দান করিবেন।

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মবিদারক কঠিন শাস্তি। এই সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রহিয়াছে। তাহা হইতে কয়েকটি হাদীস আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

## প্রথম হাদীস

আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খুরশাতা ইব্ন হুর, আবূ যারাআ, আলী মুদরিক, শু'বা, আফফান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন, তিন ধরনের লোকের সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলিবেন না ও তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। উপরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন আযাব। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকগুলি কাহারা, যাহারা এত বড় ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত ? রাসূল (সা) তিনবার উহা বলেন। অতঃপর বলেন যে, যাহারা পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলাইয়া কাপড় পরে, মিথ্যা শপথ করিয়া যাহারা পণ্য বিক্রি করে এবং যাহারা অনুগ্রহ করিয়া পরে তাহা প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। শু'বার (র) সনদে ইমাম মুসলিম এবং সুনানের সংকলকগণও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আইয়াশ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আ'লা ইব্ন শুখাইর জারীবী, ইসমাঈল ও আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়াশ (র) বলেন ঃ

আমি আবূ যর (রা)-এর সথে সাক্ষাত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শুনিয়াছি আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন- হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাতে রং চড়াইতে পারিব না এবং পারিব না তাহার উপর মিথ্যারোপ করিতে। আচ্ছা, আপনি আমার সূত্রে কি শুনিয়াছেন তাহা বলুন তো ? তদুত্তরে আমি বলিলাম-আমি শুনিয়াছি যে, আপনি বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, আর তিন ব্যক্তির প্রতি তিনি শত্রুতা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন- হাঁ, আমি ইহাই রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শুনিয়াছি এবং ইহাই বলিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই ব্যক্তিরা কাহারা, যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর শত্রুদের মুকাবিলায় বীরত্বের সহিত দাঁড়াইয়া যায়। হয় সেই যুদ্ধে শহীদ হয়, নতুবা সাথীদের সংগে বিজয়ীর বেশে ফিরিয়া আসে। তেমনি যে ব্যক্তি কোন যাত্রী দলের সহিত সফররত হইয়াছে। বহু রাত পর্যন্ত যাত্রী দল চলিতে থাকে। যখন তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন এক জায়গায় অবতরণ করে। ক্লান্ত বদনে সবাই তো অঘোরে ঘুমায় কিন্তু সেই ব্যক্তি জাগ্রত থাকিয়া নামাযে মশগুল হইয়া যায় এবং যাত্রার সময় হইলেই আবার সকলকে জাগাইয়া দেয়। আর সেই ব্যক্তি যাহাকে অন্য লোক কষ্ট দেয় এবং সে অম্লান বদনে সবকিছু সহিয়া যায়। এইভাবে ততক্ষণ করে যে পর্যন্ত না তাহার মৃত্যু হয় অথবা তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমি বলিলাম, সেই তিন ব্যক্তি কাহারা যাহাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট ? তিনি বলিলেন, অত্যধিক শপথকারী ব্যবসায়ী অথবা তিনি বলিয়াছেন, অত্যধিক

শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী দরিদ্র এবং অনুগ্রহ প্রচারকারী কৃপণ। অবশ্য হাদীসটি এই সনদে গরীব।

## দ্বিতীয় হাদীস

আদী ওরফে ইব্ন উমাইর আল-কিন্দী (রা) হইতে ধারবাহিকভাবে রিজা ইব্ন হায়াত, উ'রস ইব্ন উমাইর, আদী ইব্ন আদী, জারীর ইব্ন হাযিম, ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমাইর আল-কিন্দী বলেন ঃ

কিন্দা গোত্রের ইমরুল কাইস নামক এক ব্যক্তির সংগে হাযারামাউতের এক ব্যক্তির জমাজমি লইয়া বিবাদ বাধে। ইহা মীমাংসার জন্য তাহারা হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। অতঃপর হুযূর (সা) হাযরামী গোত্রের ব্যক্তিকে প্রমাণ পেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু সে প্রমাণ পেশ করিতে পারিল না। ইহার পর তিনি ইমরুল কাইসকে বলিলেন. তুমি তোমার দাবীর সত্যতার উপর শপথ কর। ইহা শুনিয়া হাযরামী গোত্রের লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! সে শুধু শপথ করিয়া বলিলেই হইয়া যাইবে ? তাহা হইলে আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, সে আমার জমি মিথ্যা শপথ করিয়া নিয়া নিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করিয়া কাহারো মাল নিজের করিয়া নিবে, সে যখন আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তখন আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট থাকিবেন। আদী (রা) বলেন,, ইহার পর হুযূর (সা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন। ইহা শুনিয়া ইমরুল কাইস বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেহ তাহার ন্যায্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া দেয় তবে সে ইহার কি প্রতিদান পাইবে ? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ জান্নাত। ইমরুল কাইস বলিল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার ন্যায্য অংশ ছাড়িয়া দিলাম।' আদী ইব্ন আদীর সনদে নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

## তৃতীয় হাদীস

আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি কাহারো সম্পদ অসৎ পন্থায় দখল করার উদ্দেশ্য মিথ্যা শপথ করে, সে যখন আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করিবে, তখন তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইবেন।' তখন আ'মাশ বলেন- আল্লাহর শপথ, ইহা আমারই সম্পর্কে বলা হইয়াছিল। কেননা আমার ও একজন ইয়াহূদীর যৌথ মালিকানায় একখণ্ড জমি ছিল। কিন্তু সে আমার অংশের কথা অস্বীকার করিলে আমি সেই ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর বিচার প্রার্থনা করি। অতঃপর হুযূর (সা) আমাকে বলেন যে, তোমার দাবির সপক্ষে তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি ইয়াহূদীকে বলিলেন, তুমি তোমার দাবির সত্যতার উপর কসম কর। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি কসম করিয়া তো আমার সম্পদ নিয়া নিবে! তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً.

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সহিত প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য বা নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে, পরকালে তাহাদের জন্য কোনই অংশ নাই।

অন্য একটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক ইব্‌ন সালমা, আসিম ইব্‌ন আবু নাজওয়াদ, আসিম, আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ, ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম ও আহমদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করিবে, সে আল্লাহ্র সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ পাক তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন।' এমন সময় হযরত আ'মাশ ইব্‌ন কায়েস (রা) তথায় আগমন করেন এবং বলেন, আবূ আবদুর রহমান আপনার নিকট হাদীসটি কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ? অতঃপর আমি ইহা দ্বিতীয়বার বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, এই হাদীস আমার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কেননা আমার এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে একটি কূপ লইয়া বিবাদ ছিল। কূপটি তাহারই দখলে ছিল। হুযূর (সা)-এর নিকট ইহার মীমাংসার জন্য গেলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি তোমার দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ কর যে, কূপটি তোমারই। নতুবা তাহার শপথের উপর ফয়সালা করা হইবে।

তিনি আরও বলেনঃ আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কোন প্রমাণ নাই। আর যদি তাহার শপথের উপর নির্ভর করিয়া মীমাংসা করেন, তাহা হইলে সে আমার কূপ নিয়া নিবে। কেননা আমার প্রতিপক্ষ দুশ্চরিত্র লোক। তখন রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করে, সে আল্লাহর সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য আয়াতটি পড়েনঃ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সহিত প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে, পরকালে তাহাদের জন্য কোনই অংশ নাই।

## চতুর্থ হাদীস

মু'আয ইব্‌ন আনাস হইতে ধারবাাহিকভাবে সহল ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন আনাস, যিয়াদ, রশীদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন গাইলান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করে যে, মুআয ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার কতক বান্দার সহিত কথা বলিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের প্রতি তাকাইবেনও না। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনীহা ও অসন্তোষ প্রকাশকারী এবং যে পুত্রের প্রতি পিতা অসন্তুষ্ট। আর সেই ব্যক্তি যাহার প্রতি কোন সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহা অস্বীকার করে এবং তাহার উপর সহনশীলতা ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব পোষণ করেনা।

## পঞ্চম হাদীস

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ওরফে সাকিস্তী, ইব্‌ন হাওশাব, হাশিম, হাসান ইব্‌ন আরাফ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি বাজারে বিক্রির জন্য পণ্যদ্রব্য জমা করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, আমার এইগুলি এত টাকা দরে দিলেও আমি কাহাকে দিব না।

ইহা বলিয়া মুসলমানদিগকে ধোঁকায় ফেলিয়া উহা বেশি দামে বিক্রি করিতেছিল। তাহার উদ্দেশ্যে তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً.

আওয়াম হইতে অন্য সূত্রে বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

## ষষ্ঠ হাদীস

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবহিকভাবে আবূ সালেহ, আ'মাশ, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি তাকাইবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি। (এক) যাহার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি মজুদ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে কোন তৃষ্ণার্ত পথযাত্রীকে একটু পানি পান করায় না। (দুই) যে ব্যক্তি শপথ করিয়া পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে কিংবা শপথ করিয়া বাদশার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর যদি বাদশাহ তাহাকে কিছু স্বার্থ দেন তাহা হইলে সে বাইআত রক্ষা করে; নতুবা স্বার্থহীনতার কারণে সে বাইআত ভঙ্গ করিয়া ফেলে। ওয়াকীর সূত্রে তিরমিযী এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ পর্যায়ের।

(٧٨) وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

**৭৮. "আর তাহাদের মধ্যে একটি দল রহিয়াছে, যাহারা কিতাবের ঢঙ্গে কিছু পাঠ করে যেন তোমরা উহাকে কিতাব মনে কর। অথচ উহা কিতাবের কিছু নহে। আর তাহারা বলে, ইহা আল্লাহর তরফ হইতে আসিয়াছে; অথচ উহা আল্লাহর তরফের নহে এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়াই আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলিতেছে।"**

তাফসীর ঃ এখানেও সেই অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এমন একটি চক্র রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহর কালামের মধ্যে রদ-বদল ও বিকৃতি আনয়ন করে এবং শব্দ উলট-পালট করিয়া অর্থ বদলাইয়া দেয়। আর ইহার মাধ্যমে তাহারা সাধারণ অশিক্ষিত লোকদেরকে বিভ্রান্তির শিকার বানায়। অশিক্ষিতরা ভাবে, এইগুলিও আল্লাহর কালাম। বস্তুত তাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী। আর তাহাদের এই মিথ্যা কথা সম্পর্কে তাহারা খুবই অবহিত। তাই আল্লাহ বলেন ঃ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা জানিয়া শুনিয়াই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করিতেছে।'

মুজাহিদ, শা'বী, হাসান, কাতাদা ও রবী ইব্ন আনাস (রা) বলেন ঃ يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল এই যে, তাহারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহবাকে ওলট-পালট করে। অর্থাৎ উহার মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। বুখারী শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা)

হইতে ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারা শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তন ঘটাইত এবং এক স্থানের বাক্য অন স্থানে অপসারণ করিত। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন শক্তি নাই যে আল্লাহর কিতাবের একটি শব্দও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ক্ষমতা রাখে। আসল কথা হইল যে, তাহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল বাজে ও বিকৃত।

ওহাব ইব্ন মাম্বাহ বলেন ঃ

আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃতই ছিল। আল্লাহ একটি অক্ষরও পরিবর্তন করেন নাই কিন্তু উক্ত কুচক্রিরা মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান ও সংস্কার সাধন করিয়া উহার মধ্যে বিকৃতি ঘটায়। অথচ তাহারা বলিত, আমরা যাহা কিছু পড়ি তাহা সবই আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রাপ্ত। অবশ্য আল্লাহর কিতাব সংরক্ষিতই আছে। তাহা কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। ওহাবের সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত বক্তব্যের অর্থ এই যে, তাহাদের নিকট এখন যে সংস্করণ রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে উহার পরিবর্তিত রূপ। আর আরবীতে অনূদিত যে সংস্করণ রহিয়াছে তাহা অসংখ্য দোষত্রুটিতে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে রহিয়াছে বাড়াবাড়ি ও হ্রাস-বৃদ্ধি। আসলে আরবীতে যাহা রহিয়াছে তাহা মূলত উহার ব্যাখ্যা। তাও এমন যে, মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তাহার সবটুকুকেই মিথ্যা ও বানোয়াট বলা হইলে অতিরিক্ত কিছু বলা হয় না। ওহাবের কথার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, যাহা আল্লাহর কিতাব তাহা নিঃসন্দেহে যথাযথভাবে রক্ষিত আছে ও তাহার মধ্যে কোন ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি কল্পনাই করা যায় না।

(٧٩) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۝

(٨٠) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝

৭৯. 'কোন মানুষের জন্য ইহা শোভনীয় নহে যে, তাহাকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দেওয়ার পর সে মানুষকে বলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া আমার বান্দা হইয়া যাও। বরং সে বলিবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব পড় ও পড়াও।"

৮০. "আর তাহারা এই নির্দেশও তোমাদিগকে দিবে না যে, ফেরেশতা ও নবীগণকে তোমরা প্রভু রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কি তাহারা তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন আহলে নাজরানের ইয়াহুদী ও নাসারারা জমায়েত হইল এবং তিনি তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তাঁহাকে আবূ রাফে' বারমী বলিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনার কি ইচ্ছা যে, আমরা আপনার সেভাবে উপাসনা করি যেভাবে নাসারারা মরিয়মের পুত্র ঈসার উপাসনা করিয়া থাকে ? নাজরানের এক খ্রিস্টান ব্যক্তি, যাহাকে রঈস বলা হইত, সে তখন বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনার ইচ্ছা কি ? আপনি কি আমাদিগকে আপনার উপাসনা করার জন্য ডাকিতেছেন ? অথবা সে এই ধরনের কিছু বলিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করা হইতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই এবং আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদতের প্রতি আদেশ করি না। তিনি এইজন্য আমাকে প্রেরণ করেন নাই এবং আমি এইজন্য আদিষ্ট হই নাই। অথবা হুযূর (সা) প্রায় এইরূপই বলিয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উভয়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটির مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ হইতে بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ পর্যন্ত নাযিল করেন। অর্থাৎ কোন মানুষেরই এই কাজ নহে যে, আল্লাহ তো তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান করিবেন, আর সে ইহা লাভ করিয়া লোকদিগকে বলিবে যে, তোমরা খোদার পরিবর্তে আমার দাস হইয়া যাও। সে তো ইহাই বলিবে যে, খাঁটি আল্লাহওয়ালা হও। যেমন সেই কিতাবও ইহার তাকীদ দিতেছে যাহা তোমরা নিজেরা পড় ও অন্যকেও পড়াও। সে কখনো তোমাদেরকে এই কথা বলিবে না যে, ফেরেশতা অথবা পয়গাম্বরদেরকেই নিজেদের উপাস্য বানাইয়া লও। তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে, তাহা কি সম্ভব ?

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ কোন মানুষের জন্য উহা বাঞ্ছনীয় নয় যে, আল্লাহর কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুয়াত প্রাপ্তির পর সে মানুষকে আল্লাহর উপাসনা পরিত্যাগ করাইয়া তাহার উপাসনার প্রতি আহবান জানাইবে। অর্থাৎ আল্লাহর সহিত তাহাকেও ইবাদতের মধ্যে শামিল করিতে বলিবে। কোন নবী রাসূলের জন্যই যখন ইহা বৈধ নয়, তখন কোন সাধারণ ব্যক্তির জন্য এরূপ আহবান জানানো কতই না বোকামী! তাই হাসান বসরী (রা) বলেন যে, একজন সাধারণ মু'মিন দ্বারা কস্মিনকালেও ইহা হইতে পারে না যে, সে মানুষকে তাহার উপাসনার প্রতি আহ্বান করিবে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বেকার ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তাহাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের উপাসনা করিত, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহাদের আলিম ও পাদ্রীদেরকে প্রভু বানাইয়া নিয়াছিল।' 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) সম্বন্ধে মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন ঃ

হে আল্লাহর রাসূল! তাহারা তো পাদ্রীদের উপাসনা করিত না। রাসূলুল্লহ (সা) বলিলেন, 'হাঁ, তাহারা হালালকে হারাম করিয়াছিল এবং হারামকে হালাল করিয়া নিয়াছিল, আর উহারা তাহাদের অনুসরণ করিত। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা তাহাদের উপাসনার অন্তর্ভুক্ত।'

সুতরাং ভণ্ড আলিম, পাদ্রী এবং পীরেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে রাসূল (সা) এবং তাঁহার অনুসারী আমলদার হক্কানী আলিমগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত নহেন। কেননা আল্লাহ পাক রাসূল (সা)-এর উপর যে সকল আদেশ করিয়াছেন তাহারা তাহাই প্রচার করেন এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহারা মানুষকে তাহা করিতে বারণ করেন। মূলত রাসূলগণ হইলেন আল্লাহ ও তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে দূত স্বরূপ। তাঁহাদের মাধ্যমে তিনি মানুষের প্রতি তাঁহার পয়গাম ও আমানতসমূহ পৌঁছাইয়া থাকেন। রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হইল সৃষ্টিকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা এবং তাহাদের নিকট সত্যবাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

অর্থাৎ সে তো ইহাই বলিবে যে, খাঁটি আল্লাহওয়ালা হইয়া যাও। যেমন সেই কিতাবও ইহার তাকীদ দিতেছে যাহা তোমরা নিজেরা পড় ও অন্যকে পড়াও। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল লোকদিগকে বলিবে যে, তোমরা সকলে আল্লাহওয়ালা হইয়া যাও।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ রযীন (রা) প্রমুখ বলেনঃ এখানে আহবানকারী হিসাবে প্রজ্ঞাময় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ আলিমদেরকে বুঝান হইয়াছে।

হাসান (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা ফকীহদেরকে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদা আতা খোরাসানী, আতীয়া আওফী এবং রবী ইব্ন আনাসও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে,, উহারা হইলেন আবিদ ও মুত্তাকীগণ।

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ এর ভাবার্থে যিহাক বলেনঃ কুরআন শিক্ষাকারীর উপর দাবী হইল তাহাকে সুবিবেচক ও সমঝদার হইতে হইবে, যাহাতে সে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করিতে পারে। تَعْلَمُوْنَ কে তাশদীদ দ্বারাও কেহ কেহ পড়েন। তখন ইহার অর্থ হইবে শিক্ষাদান করা। وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ এর অর্থ হইল শব্দসমূহ মুখস্থ বা আয়ত্ত করিয়া ফেলা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابًا ঃ অর্থাৎ সে এই নির্দেশ করে না, যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত কর; হউক সে প্রেরিত কোন নবী বা নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা।

اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবে ইহা কি সম্ভব, এই কাজ সে করিতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহবান করে। কেননা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে সে কুফরী করে। পক্ষান্তরে নবীদের কাজ হইল ঈমানের দাওয়াত দেওয়া। ঈমানের দাবী হইল আল্লাহর সাথে কোন শরীক না করিয়া একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

Contents



অর্থাৎ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ.
তোমার পূর্বেও আমি যত রাসূল পাঠাইয়াছিলাম সকলেরই উপরে এই ওহী পাঠাইয়াছিলাম যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে এই দাওয়াত লইয়া রাসূল পাঠাইয়াছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের উপাসনা হইতে বিরত থাক। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُعْبَدُوْنَ

অর্থাৎ তোমার পূর্বেকার সকল নবীকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য মা'বুদ নির্ধারিত করিয়াছি যাহাদের তোমরা ইবাদত করিবে ? পরিশেষে সকলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِنْ دُوْنِهٖ فَذَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ তাহাদের যে ব্যক্তি বলে- আল্লাহকে বাদ দিয়া আমিই মা'বূদ, আমি তাহাকে দোযখের শাস্তি ভোগ করাইব এবং এইভাবে আমি অত্যাচারীদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

(٨١) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○
(٨٢) فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৮১. "স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি আর তোমাদের কাছে যাহা আছে, তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে, তখন নিশ্চয় তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে। তিনি বলিলেন, তোমরা কি স্বীকার করিলে ? আর এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিল, আমরা স্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম।

৮২. ইহার পর যাহারা বিমুখ হইবে তাহারাই সত্য বর্জনকারী।"

**তাফসীর ঃ** এখানে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছে যে, বর্তমানে তোমাদিগকে কিতাব ও কর্মকৌশল দিয়া পাঠাইলাম। পরবর্তীতে যদি তোমাদের নিকট ঠিক একই শিক্ষার সমর্থন লইয়া কোন নবী আসে, তাহা হইলে তাহার প্রতি তোমাদের ঈমান আনিতে হইবে এবং তাহাকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করিতে হইবে। তখন কোন নবীই এই ভাবিয়া পরবর্তী নবীর সাহায্য-সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না যে, উহা তো আমার নিকটও আছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ। অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে, আজ আমি তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত হইতে যাহা দিয়াছি। তিনি আরও বলেন ঃ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ অর্থাৎ অতঃপর অপর কোন নবী তোমাদের নিকট ঠিক সেই শিক্ষার সমর্থন লইয়া যদি আসে যাহা তোমাদের নিকট পূর্ব হইতে বিদ্যমান আছে, তবে তাহার প্রতি তোমাদের ঈমান আনিতে হইবে এবং তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা কি ইহার অঙ্গীকার করিতেছ এবং এই সম্পর্কে আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছ ?

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদা ও সুদ্দী বলেন ঃ اِصْرِىْ। অর্থ হইল অঙ্গীকার।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ اِصْرِىْ। অর্থ হইল দৃঢ় অঙ্গীকার।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذَالِكَ অর্থাৎ তাহারা বলিল, 'হাঁ, আমরা স্বীকার করিতেছি। আল্লাহ বলিলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম। ইহার পর যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করিবে, অর্থাৎ এই ওয়াদা ও অঙ্গীকার লংঘন করিবে, فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ। তাহারাই হইবে ফাসিক।

আলী ইব্ন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর নিকট হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাঁহার যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেন, তবে তাহার অবশ্য কর্তব্য হইবে তাঁহার উপর ঈমান আনা, তাঁহাকে সাহায্য করা এবং স্বীয় উম্মত ও অনুসারীদেরকেও তাঁহার উপর ঈমান আনিতে বলা ও তাঁহার আনুগত্য করার জন্য আদেশ দেওয়া।

তাউস, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর নিকট হইতে তাহাদের একে অপরের সত্যতা মানিয়া লওয়ার অঙ্গীকার নিয়াছেন। আলী (র) এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোল্লিখিত বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার কোন বৈপরীত্য নাই, বরং একটি অপরটির পরিপোষক বটে। ইব্ন তাউস তাহার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার, আবদুর রাযযাক, আলী (রা) ও ইব্ন আব্বাসের (রা) বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, জাবির, সুফিয়ান, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

উমর (রা) হুযূরের (সা) খিদমতে আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার এক কুরাইযী ইয়াহুদী ভাইকে তাওরাতের সমস্ত কথা লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তাই সে আমার

জন্য সমগ্র তাওরাতটি লিখিয়া আনিয়াছে। উহা আপনার সম্মুখে পেশ করিব কি? ইহা শোনার পর হুযূর (সা)-এর চেহারা পরিবর্তন হইয়া যায়। তখন আমি উমরকে বলিলাম, আপনি কি হুযূর (সা)-এর চেহারার দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না? তৎক্ষণাৎ উমর (রা) বলিলেন, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূলরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। ইহার ফলে নবী (সা)-এর ক্রোধ বিদূরিত হয় এবং বলে, যে মহান সত্তার অধিকারে আমার আত্মা তাঁহার শপথ! যদি আজ মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে আগমন করেন আর যদি তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ কর তবে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কেননা, সমস্ত উম্মতের মধ্যে আমার অংশের উম্মত তোমরা এবং সকল নবীগণের মধ্যে আমিই তোমাদের অংশের নবী।

অপর এক হাদীসে জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, মুজাহিদ, হাম্মাদ, ইসহাক ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা কিতাবীদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তাহারা কিভাবে তোমাদিগকে সৎ পথ দেখাইবে? তাহারা নিজেরাই তো পথভ্রষ্ট। তাহাদের কথায় পড়িয়া তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করিবে এবং কোন সত্যকে মিথ্যা বলিয়া বর্জন করিবে। আল্লাহর শপথ! যদি হযরত মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিতেন, তবে তাহার জন্যও আমার আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছুই বৈধ হইত না।' কোন কোন হাদীসে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'যদি হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ) জীবিত থাকিতেন, তবে তাহাদেরও আমার আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন পন্থা থাকিত না।'

সুতরাং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-ই শেষ নবী এবং সর্ব রাসূলের নেতা। তাই যে কোন যুগেই তিনি নবী হইয়া আসিলে তাঁহার আনুগত স্বীকার করা সবার জন্যে ওয়াজিব হইত এবং সেই যুগে সকল নবীর উপরে তাঁহার আনুগত্য অগ্রগণ্য হইত। এই কারণেই মি'রাজের রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁহাকে সকল নবীর ইমাম করা হইয়াছিল। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আল্লাহ্র নিকট একমাত্র সুপারিশকারীও তিনিই হইবেন। ইহাই হইল সেই 'মাকামে মাহমুদ' বা 'প্রশংসিত স্থান' যাহার একমাত্র তিনিই অধিকারী। অবশেষে একমাত্র তিনিই প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন আর এমতাবস্থায় নবুওয়াত ও রিসালাতের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে সালাম ও দরূদ প্রেরণ করিয়া থাকেন।

(٨٣) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○

(٨٤) قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

(٨٥) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

৮৩. "তাহারা কি আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কিছু চাহিতেছে? অথচ আসমান-যমীনের সকল কিছুই ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং তাঁহারই কাছে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।"

৮৪. "বল, আমরা আল্লাহর উপর, আমাদের উপর অবতীর্ণ বস্তুর উপর, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ বস্তুর উপর এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীর নিকট আমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আমরা তাঁহাদের কাহাকেও পৃথক করি না আর আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।"

৮৫. "কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবূল করা হইবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্যতম হইবে।"

তাফসীর ঃ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায় হউক, খোদার নির্দেশের অধীন হইয়া আছে।'

অন্যখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ. يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থাৎ "তাহারা কি দেখে না যে, সমগ্র সৃষ্ট জীবের ছায়া ডানে ও বামে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আল্লাহকে সিজদা করিয়া থাকে আর আকাশসমূহের সমস্ত জিনিস এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও ফেরেশতাকুল আল্লাহরই জন্য সিজদা করিয়া থাকে। উহারা কেহই অহংকার করে না; বরং তাহারা সবাই স্বীয় প্রভুকে ভয় করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে তিনি যে নির্দেশ দান করেন তাহারা তাহা পালন করেন।

বস্তুত মু'মিনরা আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় ভাবেই আল্লাহর আনুগত্য মানিয়া চলে আর কাফেররা তাঁহার হাতের মুঠায় রহিয়াছে বিধায় বাধ্য হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নেয়। কেননা তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে এমন কোন শক্তি নাই যে তাঁহার মুকাবিলা ও বিরোধিতা করিবে।

একটি গরীব হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) হইতে আতা ইব্ন আবূ রিহাব, আওযাঈ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাহসান আল আক্কাশী, সাঈদ ইব্ন হাফস নুফাইলী, আহমাদ ইবনুন নযর আসকারী ও হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী (সা) وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আকাশের স্বেচ্ছাধীন মুসলিম হইল ফেরেশতাগণ যাহারা আল্লাহরই ইবাদতে নিয়োজিত থাকে আর পৃথিবীর হইল যাহারা ইসলামের উপরই জন্ম নিয়াছে। পক্ষান্তরে অনিচ্ছাবশত মুসলমান তাহারা যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মুসলমানদের হাতে শৃংখলবদ্ধভাবে আনীত হয়। মূলত এই লোকগুলিকে জান্নাতের দিকে টানিয়া নেওয়া হয় তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহান প্রতিপালক সেই সব লোকদের প্রতি বিস্ময়বোধ করেন যাহাদিগকে শৃঙ্খলবদ্ধভাবে বেহেশেতের দিকে টানিয়া আনা হয়। এই হাদীসটির সমর্থনে আরো হাদীস রহিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের অর্থই আয়াতের সহিত অধিকতর সাজুয্যপূর্ণ।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মানসুর ও সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا এই আয়াতটির মর্মার্থ ঠিক নিম্ন আয়াতটির অনুরূপ ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ অর্থাৎ তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, পৃথিবী ও আকাশসমূহ কে সৃষ্টি করিয়াছে তবে তাহারা উত্তরে অবশ্যই বলিবে যে, আল্লাহ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আ'মাশ ও সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا এর ভাবার্থে বলেনঃ ইহার দ্বারা সেই প্রথম দিনটিকে বুঝানো হইয়াছে যেদিন সকলের নিকট হইতে অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল। وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ আর সবই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট দিনে যে দিন আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাহার কর্মের প্রতিফল প্রদান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ...... قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا হে নবী! বল, আমরা আল্লাহকে এবং আমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহা মানি। অর্থাৎ কুরআন।

وَمَا أُنْزِلَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ আর ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়া'কূবের উপর যাহা নাযিল হইয়াছে এবং তাহার বংশধরদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র যাহা ইয়া'কূবের বারটি পুত্র সন্তান দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। وَمَا أُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى এবং মূসা ও ঈসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যথাক্রমে তাওরাত ও ইঞ্জীল।

وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ এবং অন্যান্য পয়গাম্বরকে তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা দেয়া হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে সর্বস্তরের নবীগণকে শামিল করা হইয়াছে।

لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ আমরা তাহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করি না। অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকেরই উপর আমরা সমান বিশ্বাস রাখি।

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ এবং আমরা আল্লাহর ফরমানের অধীন ও মুসলমান। সুতরাং মুসলমানরা প্রত্যেক নবীকেই বিশ্বাস করে এবং যত আসমানী গ্রন্থ রহিয়াছে তাহার একটি বাক্যকেও তাহারা অস্বীকার করে না। এবং তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত প্রত্যেকটি বাক্য ও বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে এবং আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক নবীর উপরই তাহারা বিশ্বাস ও আস্থাশীল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন যে অনুসন্ধান করিতে চায়, তাহার সেই দ্বীনকে মোটেই কবূল করা হইবে না।' অর্থাৎ যে অন্য কোন পন্থায় জীবন পরিচালনা করিবে তাহার কিছুই কবূল করা হইবে না। উপরন্তু وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ। সে পরকালে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইবে।

সহীহ্ হাদীসে নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যাহা আমার আদেশ ও আদর্শের বহির্ভূত, তাহা প্রত্যাখ্যাত।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইবাদ ইব্ন রশীদ, বনু হাশিমের গোলাম আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ মদীনায় বসিয়া একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- কিয়ামতের দিন আমলসমূহ আসিতে থাকিবে। নামায আসিবে এবং বলিবে, হে আল্লাহ! আমি নামায। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মংগলের উপর আছ। সাদকা আসিয়া বলিবে, হে প্রভু! আমি সাদকাহ। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মংগলের উপর রহিয়াছ। রোযা আসিবে এবং বলিবে, হে প্রতিপালক, আমি রোযা। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মংগলের উপর রহিয়াছ। অন্যান্য আমল আসিবে এবং আল্লাহ বলিবেন, মংগলের উপর রহিয়াছ। অতঃপর ইসলাম আসিয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি হইলেন সালাম আর আমি হইলাম ইসলাম। আল্লাহ বলিবেন, তুমিও মংগলের উপর রহিয়াছ। আর আজ আমি তোমারই কারণে লোকদেরকে শাস্তি দিব কিংবা পুরস্কৃত করিব। এই কথাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

"যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে চায় তাহার সেই পন্থা একেবারেই কবূল করা হইবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইবে।"

এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার একজন বর্ণনাকারী ইবাদ ইব্ন রশীদ ছিকা বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু হাসান প্রত্যক্ষভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা শোনেন নাই।

(٨٦) كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٨٧) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

(٨٨) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

(٨٩) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৮৬. "সেই জাতিকে আল্লাহ কিরূপে পথ দেখাইবেন, যাহারা ঈমানদার হইয়া পরে কাফের হইল? অথচ তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, এই রাসূল সত্য ও তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ সে আসিয়াছে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

৮৭. "এই সমস্ত লোকের উপর তাহাদের কর্মফল হিসাবে আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত।"

৮৮. "তাহারা উহাতে স্থায়ী হইবে, তাহাদের শাস্তি কমানো হইবে না আর তাহাদিগকে আদৌ অবকাশ দেওয়া হইবে না।"

৮৯. "তবে যাহারা অতঃপর তাওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করিয়া নেয়, তাহারা স্বতন্ত্র। অনন্তর আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু!"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, ইয়াযীদ ইব্ন যরী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাযী আল-বসরী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন

যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আনসারদের একটি লোক ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুশরিকদের সংগে যোগ দেয়। পরে অনুশোচিত হইয়া তাহার গোত্রের এক লোক পাঠাইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করায় যে, সে তাওবা করিয়া ইসলামে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে কি ? তখনই كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ হইতে فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর সে নতুন করিয়া মুসলমান হয়।

দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দের (র) সূত্রে নাসায়ী, হাকেম ও ইব্‌ন হাব্বানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম ইহার সনদকে শুদ্ধ বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহা তাহার মুসনাদে উদ্ধৃত করেন নাই।

মুজাহিদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ আল আ'রাজ, জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ হারিছ ইব্‌ন সুয়ায়েদ (রা) হুযূর (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হইয়া স্বগোত্রের নিকট ফিরিয়া যান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সম্বন্ধে كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ হইতে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন।

তিনি আরও বলেন ঃ অতঃপর তাহার গোত্রের এক লোক আসিয়া তাহার নিকট এই আয়াতগুলি পড়িয়া শোনাইল। তখন হারিছ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, আপনি একজন সত্যবাদী এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার অপেক্ষাও অধিক সত্যবাদী। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার পরবর্তীকালে তিনি দৃঢ়ভাবেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ.

"যাহারা ঈমানের নিয়ামত পাওয়ার পর পুনরায় কুফরী অবলম্বন করে, তাহাদিগকে আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত দান করিতে পারেন? অথচ তাহারা নিজেরা এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এই রাসূল সত্য এবং তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ আসিয়াছে।" অর্থাৎ রাসূলের সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল দলীলসহ তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। উহা খুবই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। কিন্তু তবুও তাহারা তাঁহার নিকট হইতে অন্ধকারময় শিরকের দিকে যাইতেছে। অতএব আল্লাহ কিভাবে তাহাদিগকে হেদায়েত দান করিবেন, যাহারা আলোর বর্তমানে অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হয় ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ আল্লাহ যালিমদিগকে কখনই হেদায়েত দান করেন না।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

"তাহাদের যুলুমের প্রতিদান তো এই হইতে পারে যে, তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়।" অর্থাৎ আল্লাহ এবং সমগ্র সৃষ্টি তাহার প্রতি

অভিসম্পাত দেন। خَالِدِيْنَ فِيْهَا 'তাহারা চিরদিন এই অবস্থাতেই থাকিবে।' অর্থাৎ তাহারা চিরদিন অভিশাপের মধ্যেই থাকিবে।

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ 'তাহাদের উপর হইতে বিন্দুমাত্র শাস্তিও হ্রাস করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিশ্রামও দেওয়া হইবে না।' অর্থাৎ তাহাদের উপর হইতে কখনই শাস্তি বন্ধ করা হইবে না এবং হাল্কাও করা হইবে না।

উপসংহারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'পরিশেষে সেইসব লোক এই অভিশাপ হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহারা তাওবা করিয়া নিজেদের জীবনধারা ও কর্মনীতি সংশোধন করিয়া লইবে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। অর্থাৎ ইহাই হইল তাঁহার করুণা, মেহেরবানি ও ক্ষমাশীলতা যে, তিনি তাওবা করার পর তাঁহার বান্দাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া নেন।

(٩٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ○

(٩١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

**৯০. "নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনার পর সত্য প্রত্যাখ্যান করে,তারপর যাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি বাড়িয়াই চলে, তাহাদের তাওবা কখনও কবূল হইবে না। তাহারাই পথভ্রষ্ট।"**

**৯১. "যাহারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যায়, তাহাদের কেহ বিনিময় হিসাবে দুনিয়াজোড়া স্বর্ণ প্রদান করিলেও তাহা আদৌ কবূল করা হইবে না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তাহাদের কোন সহায়ক নাই।"**

**তাফসীর ঃ** অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত লোকদের সাবধান করিয়া দিতেছেন, যাহারা ঈমান গ্রহণের পর আবার কুফরী অবলম্বন করে এবং এই অবস্থাতেই মৃত্যু পৌঁছে। কারণ, মৃত্যুর সময় তাহাদের তাওবা কবূল করা হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ অর্থাৎ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তি মৃত্যু দেখিয়া তাওবা করিলে তাহা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। অনুরূপ এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰئِكَهُمُ الضَّالُّوْنَ 'তাহাদের তাওবা আদৌ কবূল করা হইবে না এবং এই ধরনের লোক একেবারেই পথভ্রষ্ট।' অর্থাৎ ইহারাই সুপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী', মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাযী ও হাফিজ আবূ বকর বাযযার বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধর্মত্যাগী হইয়া যায়। দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবার ইস্‌লাম ত্যাগ করে। অতঃপর তাহারা তাহাদের গোত্রের অন্যান্য লোকদের নিকট এই অবস্থায় কি করা যাইতে পারে সেই পরামর্শ চাহিয়া পাঠায়। তখন তাহাদের গোত্রের লোকেরা ইহার সমাধানের জন্য রাসূল পাক (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। ফলে এই আয়াতটি নাযিল হয় : اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পর কুফরীর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের তাওবা কবূল করা হইবে না। হাদীসটির সনদসমূহ খুবই উত্তম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ

অর্থাৎ নিশ্চিত জানিয়া রাখ, যাহারা কুফরী অবলম্বন করিয়াছে এবং কাফের অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি নিজেকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য পৃথিবী জোড়া স্বর্ণও বিনিময় হিসাবে দান করে, তবে তাহাও কবূল করা হইবে না।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করিবে তাহার কোন পুণ্য কাজই কবূল হইবে না। যদিও সে দুনিয়াজোড়া স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাদআন (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন, যদি সে একজন অতিথিপরায়ণ ও গোলাম আযাদকারী ব্যক্তি হয়, তবুও কি এইগুলি তাহার কোন উপকারে আসিবে না ? হুযূর (সা) বলিলেন-'না। কেননা সে জীবনে একবারও এই কথা বলে নাই যে, হে আমার প্রভু! কিয়ামতের দিন আমার সমস্ত পাপ মোচন করিয়া দিন।' অতএব সে যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দেয়, তবু তাহা গ্রহণীয় হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তাহাদের বিনিময়ও গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য কোন সুপারিশও কাজে আসিবে না।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন : لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ

'সেই দিন না থাকিবে কোন বিকিকিনির ব্যবস্থা, আর না কাজে আসিবে কোন বন্ধুত্ব ও ভালবাসা।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আল্য বলিয়াছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থাৎ পৃথিবী পরিমাণ জিনিসও যদি কাফেরদের নিকট থাকে এবং আরও এই পরিমাণ জিনিস যদি হয় আর তাহারা যদি উহা কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রদান করে, তবুও তাহা গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদিগকে সেই কঠিন শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।'

আল্লাহ তা'আলা এখানেও বলিয়াছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ اُوْلٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

অর্থাৎ নিশ্চিত জানিও, যাহারা কুফরী অবলম্বন করিয়াছে এবং কাফের অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ

করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি নিজেকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য পৃথিবী ভরা স্বর্ণও বিনিময় হিসাবে দান করে, তবু তাহা কবূল করা হইবে না।

وَلَوِ افْتَدٰى بِهٖ এর واو টি 'আতফ'বা সংযোগের জন্য। আর আতফ এর মা'তুফ আলাইহ্ সাধারণত ভিন্ন বস্তু বা বিষয় হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই واو টি অতিরিক্ত واو তবে এই মতের চাইতে পূর্বোক্ত মতটিই উত্তম। কেননা সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায় যে, কাফেরদিগকে আল্লাহর শাস্তি হইতে কোন বস্তু বা তদবীর রক্ষা করিতে পারিবে না। যদিও সে সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি ইত্যাদি সব কিছুর সমান ওযনের স্বর্ণও প্রদান করে, তবু তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান জাওনী ও শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিন একজন দোযখীকে বলা হইবে যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি সবই তোমাকে দেওয়া হয়, তবে কি তুমি এই দিনের ভীষণ শাস্তির বিনিময়ে উহার সব কিছুই মুক্তিপণ স্বরূপ প্রদান করিবে ? সে বলিবে, হাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমি তোমার নিকট ইহা হইতে অনেক কম চাহিয়াছিলাম। যখন তুমি তোমার পিতা আদমের পৃষ্ঠে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া শিরকে লিপ্ত হইয়াছিলে। সহীহ্দ্বয়েও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

অন্য একটি সূত্রে আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ, রূহ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণন করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন একজন বেহেশতীকে আনা হইবে এবং তাহাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! কিরূপ স্থান পাইয়াছ ? সে বলিবে, হে প্রভু! উত্তম স্থান পাইয়াছি। আল্লাহ তা'আলা তখন বলিবেন, আরও কিছু চাওয়ার থাকিলে চাও এবং মনে কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহা প্রকাশ কর। সে বলিবে, হে আমার প্রভু! আমার বলার কিছুই নাই আর চাওয়ারও কিছু নাই। এখন আমার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, যদি আপনি আমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইতেন এবং আমি আবার শহীদ হইয়া যাইতাম। অতঃপর যদি আপনি আমাকে জীবিত করিতেন এবং আমি আবার শহীদ হইয়া যাইতাম। এইভাবে যদি আমি দশবার আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করিতে পারিতাম! কেননা শহীদের উঁচু মর্যাদা আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছি।

এইভাবে একজন দোযখীকে ডাকা হইবে। তাহাকে বলা হইবে, হে আদম সন্তান! কেমন জায়গা পাইয়াছ ? সে বলিবে, হে প্রভু! অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান পাইয়াছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দিয়া এই ভয়ানক শাস্তি হইতে মুক্তি লাভ করাটা পসন্দ কর কি ? সে বলিবে, প্রভু! হ্যাঁ' অতঃপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট ইহার চেয়েও বহু কম ও সহজ জিনিস চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কর নাই। অতঃপর তাহাকে আবার দোযখে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেদনাদায়ক শাস্তি এবং তাহারা এমতাবস্থায় কাহাকেও সাহায্যকারী হিসাবে পাইবে না। অর্থাৎ তাহাদের এমন কোন লোক থাকিবে না, যে তাহাদিগকে এই কঠিন শাস্তি হইতে সুপারিশ করিয়া মুক্তি দিবে কিংবা তাহাদের শাস্তিকে অন্তত কিছুটা হাল্কা করিয়া দিবে।

Contents

## তৃতীয় অধ্যায়

# চতুর্থ পারা

(৯২) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

**৯২. "তোমরা কখনও কল্যাণ পাইবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় সম্পদ হইতে দান করিবে। আর তোমরা যাহা কিছু দান কর তাহা অবশ্য আল্লাহ ভালভাবে জানেন।"**

**তাফসীর ঃ** আমর ইব্ন মায়মুন (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শরীক ও ওয়াকী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মায়মুন (র) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না অর্থাৎ বেহেশতে যাইতে পারিবে না।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ তালহা, মালিক, রূহ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

মদীনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবূ তালহা (রা)। মসজিদে নববীর সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাহার একটি বাগানে 'বীরহা' নামক একটি কূপ ছিল। তাহার সম্পদসমূহের মধ্যে তাহার নিকট এইটাই সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মাঝে এই বাগানে পদার্পণ করিতেন এবং ইহার মিষ্ট পানি পান করিতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আবূ তালহা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আল্লাহ তা'আলা তো বলিয়াছেন, প্রিয় বস্তু হইতে দান না করিলে কখনও কল্যাণ পাইবে না আর আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে 'বীরহা' আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি ইহা আল্লাহর পথে দান করিতে চাই। আপনি যে কাজে পসন্দ করেন, ইহা খরচ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বাহ্ বাহ্, এইটি তো খুবই মুনাফার বস্তু, খুবই মূল্যবান সম্পত্তি। তুমি ইহা স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও। আবূ তালহা (রা) বলিলেন-আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহাই আমি করিব। অতঃপর আবূ তালহা (রা) উহা স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন।' সহীহ্দ্বয়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, উমর (রা) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু দেখিতেছি না যাহার প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ রহিয়াছে-একমাত্র খাইবারের ভূখণ্ডটুকু ব্যতীত। এই সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বলিলেন, মূল জমিটুকু নিজ দখলে রাখ এবং উহার উৎপাদিত শস্য আল্লাহ্র পথে দান কর।

হামযা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমের ইব্ন হুমাম, মুহাম্মদ ইব্ন আমর, ইয়াযীদ ইব্ন হারুন, আবূ খাত্তাব যিয়াদ ইব্ন ইয়াহয়া আল হাসানী ও হাফিয আবূ বকর বাযযার বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

কুরআন শরীফ পাঠ করার সময় যখন আমি لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছি; তখন আল্লাহ আমাকে দেওয়া সকল সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করি। কিন্তু আমার রুমী দাসীটি অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন জিনিস আমি ভাবিয়া পাইলাম না। কাজেই আমি উহাকে আল্লাহর পথে আযাদ করিয়া দিলাম। অবশ্য দানকৃত কোন জিনিস যদি প্রত্যাবর্তন করা যাইত, তাহা হইলে আমি উহাকে প্রত্যাবর্তন করাইয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতাম।

(٩٣) كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٩٤) فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

(٩٥) قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

**৯৩. "তাওরাত নাযিলের পূর্বে বনী ইসরাঈলের জন্য সকল খাদ্যই হালাল ছিল কেবলমাত্র তাহারা নিজেরা যাহা হারাম করিয়াছিল তাহা ব্যতীত। বল, তাওরাত সামনে আন ও পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।**

**৯৪. "যাহারা ইহার পরেও আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করিবে, তাহারাই যালিম।"**

**৯৫. "বল, আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। তাই ইবরাহীমের ভারসাম্যপূর্ণ দীন অনুসরণ কর। আর সে মুশরিক ছিল না।"**

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা).হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর, আবদুল হামীদ, হাশিম, ইব্ন কাসিম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একবার কয়েকজন ইয়াহুদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আমরা আপনাকে কতগুলি প্রশ্ন করিব-যাহার উত্তর শুধু নবীই দিতে পারিবেন। রাসূলুল্লাহ বলিলেন-উহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। কিন্তু, আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখিয়া সেই অঙ্গীকার কর, যাহা হযরত ইয়া'কূব (আ) তাহার পুত্রদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইল এই, আমি যদি সেই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারি তবে তোমাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে হইবে।'

তাহারা ইহাতে সম্মত হইয়া অঙ্গীকার করিল। অতঃপর তাহারা বলিল, আপনি আমাদের চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিন। এক হযরত ইস্রাঈল (আ) (ইয়া'কূব আ) নিজের জন্য কোন খাদ্য হারাম করিয়াছিলেন ? দুই. পুরুষের বীর্য এবং স্ত্রীলোকের বীর্য কোন্‌টি কিরূপ এবং কখনও পুত্র এবং কখনও কন্যা হয় কেন ? তিন. শেষ নবীর ঘুম কোন্ ধরনের হয় ? চার. কোন্ ফেরেশতা তাহার নিকট ওহী নিয়া আসেন ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার তাহাদের নিকট হইতে উপরোক্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাওরাতে জানাইয়াছিলেন যে, একদা ইস্রাঈল কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। দীর্ঘ দিন তিনি এই রোগে ভুগিতে থাকায় আল্লাহ্র

নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি আল্লাহ্ তাহাকে রোগ হইতে মুক্তি দান করেন তবে তিনি তাহার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ও পানীয় চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিলো উটের গোশত এবং উহার দুধ। ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল, উত্তর সঠিক হইয়াছে।

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহাদের কথায় আপনি সাক্ষী থাকুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই আল্লাহ যিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং যিনি হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করিয়াছেন, যাহা তোমরাও জান, তাঁহার নামে বলিতেছি যে, পুরুষদের বীর্য হয় গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীদের বীর্য হয় তরল ও হলুদ বর্ণের। অতঃপর ইহাদের মধ্যে স্ত্রীর বীর্য যদি স্বামীর বীর্যের উপরে ঠাঁই পায় তবে আল্লাহর হুকুমে সন্তান মেয়ে হয় এবং স্বামীর বীর্য যদি স্ত্রীর বীর্যের উপরে ঠাঁই পায় তবে সন্তান ছেলে হয়।' তাহারা বলিল, হাঁ, এই উত্তরও সঠিক। রাসূলুল্লাহ বলিলেন-হে আল্লাহ! আপনি ইহাদের কথার সাক্ষী থাকুন। অবশেষে তিনি বলেন, 'সেই আল্লাহর নামে বলিতেছি, যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত নাযিল করিয়াছিলেন যাহা তোমরাও জান। নিরক্ষর নবীর ঘুমের সময় চক্ষু মুদিত থাকে বটে, কিন্তু তাহার অন্তর জাগ্রত থাকে। তাহারা বলিল, উত্তর সঠিক হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি ইহাদের স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'আমার নিকট জিব্রাঈল (আ) ওহী নিয়া আসেন এবং অন্যান্য সকল নবীর নিকটও তিনি ওহী নিয়া আসিতেন।'

ইহা শুনিয়াই তাহারা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল- হায়, আপনার সঙ্গী জিব্রাঈল! জিব্রাঈল না হইয়া অন্য কেহ হইলে আমরা আপনার দীন অনুসরণ করিতাম। ইহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ الخ অর্থাৎ তুমি বলিয়া দাও, 'যাহারা জিব্রাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে ইত্যাদি।' আবদুল হামীদের সূত্রে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ হইতে ইমাম আহমাদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, বুকাইর ইব্ন শিহাব, আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়ালিদ আজলী, আবূ আহমদ যুবাইরী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদা কয়েকজন ইয়াহুদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল-হে আবুল কাসিম! আমরা আপনাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিব। যদি আপনি তাহার উত্তর দিতে পারেন তবে আমরা বুঝিব যে, সত্যিই আপনি নবী এবং আমরা আপনাকে অনুসরণ করিব। এই কথার পর নবী (সা) তাহাদিগকে সেইরূপ অঙ্গীকার করিতে বলিলেন যেরূপ অঙ্গীকার হযরত ইয়াকুব (আ) গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাহারা তদ্রূপ অঙ্গীকার করিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কি প্রশ্ন তোমাদের বলো। তাহারা বলিল, বলুন-নবীর নিশানা কি? তিনি বলিলেন, তাহারা চক্ষু মুদিয়া ঘুমায় বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর জাগ্রত থাকে।' এবারে বলুন, কেন সন্তান পুত্র হয় এবং কন্যা হয়? তিনি বলিলেন, 'পুরুষের বীর্য যদি স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য প্রাপ্ত হয় তবে সন্তান পুত্র হয় এবং যদি স্ত্রীর বীর্য প্রাধান্য পায় তবে সন্তান কন্যা হয়।' এবার বলুন, ইস্রাঈল (আ) নিজের জন্য কি খাদ্য হারাম করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন-তিনি ভীষণ ভাবে 'আরাকুন নিসা' রোগে আক্রান্ত হইলে দুধ পরিত্যাগ করাই

তাঁহার একমাত্র নিরাময় ভাবিয়া তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আহমাদ (র) এবং অন্যান্য মনীষীর বর্ণনায় আছে, তিনি নিজের জন্য উটের গোশত হারাম করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। এইবার বলুন, বজ্র কি বস্তু ? তিনি বলিলেন, আল্লাহর একজন ফেরেশতা মেঘ পরিচালনার দায়িত্বে রহিয়াছেন এবং তাহার হাতে রহিয়াছে একটি আগুনের চাবুক। তাহা দ্বারা তিনি আল্লাহর নির্দেশে মেঘগুলো এদিক সেদিক তাড়াইয়া থাকেন। তাহারা প্রশ্ন করিল, সেই শব্দগুলি কিসের, যাহা আমরা শুনিতে পাই ? তিনি বলিলেন, উহা সেই মেঘ তাড়ানোর শব্দ! তাহারা বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। এখন একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার উত্তর দিতে আপনি সক্ষম হইলেই আমরা আপনার অনুসারী হইয়া যাইব। তাহা হইল এই যে, প্রত্যেক নবীর জন্য একজন নির্দিষ্ট ফেরেশতা রহিয়াছেন। তিনি তাহার নিকট ওহী নিয়া আসেন। বলুন, আপনার সেই ফেরেশতা সাথী কে ? তিনি বলিলেন, জিব্‌রাঈল আলাইহিসসালাম। তাহারা বলিল, সেই জিব্‌রাঈল, যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আযাব নাযিল করে ? সে তো আমাদের শত্রু। যদি মিকাঈল (আ)-এর কথা বলিতেন যিনি রহমত নাযিল করেন, শস্য উৎপাদন করেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তাহা হইলে আমরা মানিয়া নিতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেনঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّه نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ যাহারা জিব্‌রাঈলের শত্রু তাহাদিগকে বল, অনন্তর আল্লাহর ইচ্ছায় সে তোমার অন্তরে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা সম্মুখবর্তী গ্রন্থাদির সত্যায়ক এবং মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদাতা। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওলীদ আজলীর সনদে নাসায়ী এবং তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (রা) বলেনঃ হাদীসটি 'হাসান গরীব' পর্যায়ের।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেনঃ ইস্‌রাঈল বলা হয় ইয়াকুব (আ)-কে। 'আরাকুন নিসা' নামক রোগ তাহাকে রাত্রিকালে অসহনীয় যন্ত্রণা দিত। ফলে রাতে সম্পূর্ণভাবে তাহার ঘুম বিনষ্ট হইত এবং দিনের বেলায় কাতর হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি তিনি এই রোগ হইতে মুক্তি পান, তাহা হইলে তিনি আর উটের গোশত খাইবেন না। ফলে পরবর্তীতে তাহার সন্তানগণও উটের গোশত খাইতেন না। যিহাক এবং সুদ্দীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার অনুসরণে পরবর্তীতে তাঁহার পুত্রগণও উহা নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম করিয়া লইয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে তাহারা নিজেদের উপর যাহা হারাম করিয়া লইয়াছিল!

আমার কথা এইঃ এই আয়াতের সঙ্গে পূর্ববর্তী আয়াতের যোগসূত্রের বিশেষ দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি হইল এই যে, ইস্‌রাঈল (আ) তাহার প্রিয় পসন্দনীয় বস্তুসমূহ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা তাহাদের শরীআত সিদ্ধ ছিল বটে। পক্ষান্তরে আমাদের শরীআতে বলা হইয়াছে ঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

'তোমরা কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু হইতে তোমরা ব্যয় না কর।' অর্থাৎ প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ না করিয়া উহা হইতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ মালের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও সে দান করে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ নিজের চাহিদা থাকিতেও তাহারা অন্যকে খাদ্য খাওয়ায়।

দ্বিতীয় যোগসূত্র হইল এই যে, পূর্বে নাসারাদের মতাদর্শ এবং ঈসা (আ) সম্পর্কে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহ খণ্ডন করা হইয়াছে। পরন্তু তাহাদের অনুসৃত রীতিনীতি বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে একদিকে যেমন সত্য ঘটনা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ঈসা (আ) ও তাঁহার মাতার জন্ম বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। আর কিভাবে আল্লাহর কুদরতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বনী ইস্রাঈলদিগকে আল্লাহর পথে আহবান জানাবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। অন্যদিকে তেমনি ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়িকেও আল্লাহ অপসন্দ করিয়াছেন। বিশেষত তাহারা নতুন করিয়া রহিতকরণ ও বৈধকরণকে অগ্রাহ্য করিতেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নূহ (আ) নৌকা হইতে অবতরণ করার পর তাহার জন্য সকল বস্তুই ভক্ষণ করা বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইস্রাঈল (আ) উটের গোশত এবং তাহার দুধ নিজের জন্য অবৈধ করিয়া নেন। অতঃপর তাহার সন্তানেরাও তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকে। তাওরাত আসিয়াও এইগুলির অবৈধতার স্বীকৃতি দান করে এবং আরো কিছু বস্তুকে অবৈধ ঘোষণা করে। আদম (আ)-এর সময় আপন ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তাহা অবৈধ করিয়া দেওয়া হয়। ইব্রাহীম (আ)-এর সময় আযাদ মহিলার সংগে দাসীকেও একই ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে রাখা জায়েয ছিল। যথা হযরত ইব্রাহীম (আ) স্বয়ং সারার পর হাজেরাকে বিবাহ করেন। অথচ তাওরাত আসিয়া এইগুলিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে। কোন যুগে একই ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আপন দুই বোনকে রাখা জায়েয ছিল। যথা হযরত ইয়াকুব (আ) স্বয়ং দুই বোনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাওরাত ইহা হারাম করিয়া দেয়। এই সব হইল রহিতকরণ ও বৈধকরণ সিদ্ধতার দলীল। এইভাবে ইঞ্জীলও আসিয়া বহু বিষয় রহিত করিয়াছে এবং বহু বিষয় নতুন করিয়া বৈধ করিয়াছে। তাই এইসব বিষয়কে অস্বীকার করা কি সত্যকে অমান্য করা এবং সত্য ধর্মের বিরোধিতা করা নয়? আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য ও সঠিক ধর্ম, সহজ-সরল পথ এবং ইব্রাহীম (আ)-এর আদর্শের উপর প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না কেন?

এই প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ اِسْرَاءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ

'তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলি নিজের জন্য হারাম করিয়াছিল সেগুলি ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল।' অর্থাৎ হযরত ইস্রাঈল (আ) নিজের উপর যাহা হারাম করিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে সকল আহার্যই হালাল ছিল।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ 'তুমি বলিয়া দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তাওরাত নিয়া আস এবং তাহা পাঠ কর।'

অতঃপর যাহারা উহা বলিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ আল্লাহ্‌র প্রতি যাহারা মিথ্যা আরোপ করিয়াছে তাহারাই সীমালংঘনকারী যালিম। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও শনিবারকে হালাল করিয়াছে, তাহারা তাহাদের দাবির সমর্থনে তাওরাত হইতে দলীল দেখাক। কেননা আল্লাহ্ যাহা বলিয়াছেন তাহা তাহার পক্ষ হইতে নবীদের নিকট প্রেরিত গ্রন্থে অবশ্যই উল্লিখিত হইয়াছে।

যেহেতু তাহারা দলীল প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, অতএব فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ তাহারা যালিম তথা সীমালংঘনকারীদের মধ্যে পরিগণিত হইল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ -হে মুহাম্মদ! বল, আল্লাহ্ যাহা নির্দেশ করিয়াছেন এবং কুরআন যাহা বিধান করিয়াছে তাহা সত্য।

অতএব فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 'সবাই ইব্‌রাহীমের ধর্মের অনুগত হও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সত্যধর্মানুসারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' অর্থাৎ যেই কুরআন মুহাম্মদ (সা)-এর মুখে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনুসরণ করাই হইল ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করা। উহাই হইল সন্দেহাতীতভাবে সত্যধর্ম। তাঁহার অপেক্ষা বড় কোন নবীও নাই এবং তাঁহার দীন অপেক্ষা উত্তম, স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ কোন জীবন বিধানও নাই।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ হে নবী! বল, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর ইব্‌রাহীমের ধর্মও ছিল সুদৃঢ় ও সহজ এবং তিনি মুশরিকদের অন্যতম ছিলেন না।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি তোমাকে জানাইয়া দিয়াছি যে, তুমি ইব্‌রাহীমের আদর্শ অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

(٩٦) اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

(٩٧) فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

**৯৬. "নিশ্চয় মানব জাতির ইবাদতের জন্য তৈরী পয়লা ঘর হইল মক্কার ঘর। উহা নিখিল সৃষ্টির জন্য মঙ্গলময় ও পথনির্দেশক।**

**৯৭. উহাতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে - মাকামে ইব্‌রাহীম। সেখানে যে প্রবেশ করিল, নিরাপদ হইল। মানুষের ভিতর যাহাদের পাথেয় রহিয়াছে তাহাদের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ্ব করা কর্তব্য আর ইহা কেহ অমান্য করিলে তাহার জানা উচিত, নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি হইতে বেনিয়াজ।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, সমগ্র বিশ্ববাসীর ইবাদত, উৎসর্গ, তাওয়াফ, সালাত ও ইতেকাফের জন্যে পৃথিবীর এই প্রথম ঘরখানা তৈরী করা হইয়াছে। لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ দ্বারা কা'বাকে বুঝান হইয়াছে । উহার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা হইলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)। ইয়াহূদী ও নাসারা সকলেই তাঁহার ধর্মানুসরণের দাবি করে। অথচ তাহারা কেহই হজ্জ করার জন্য পবিত্র কা'বায় আসে না। উহা আল্লাহর নির্দেশে নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং সকল মানুষকে তিনি কা'বা ঘরে হজ্জ করার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন । তাই আল্লাহ তা'আলা উহাকে مُبٰرَكًا বলিয়াছেন। অর্থাৎ উহা বরকতময়। وَهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত স্বরূপ।'

আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌রাহীম তামিমীর পিতা, ইব্‌রাহীম তামিমী, আ'মাশ; সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ

'আমি রাসূলল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদটি নির্মাণ করা হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, মসজিদে হারাম । আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর কোন্ মসজিদটি নির্মাণ করা হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুইটি নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ? তিনি বলিলেন, চল্লিশ বৎসর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোন্ ঘর ? তিনি বলিলেন, পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডটিই মসজিদ-যেখানে নামাযের সময় উপস্থিত হয়, সেইখানেই নামায আদায় করিয়া লও।' আ'মাশের সনদে সহীহ্‌দ্বয়েও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, মুজাহিদ, শরীক, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা) বলেনঃ ইহার পূর্বেও বহু ঘর ছিল, কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম ঘর এইটিই।

খালিদ ইব্‌ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে সাম্মাক, আবুল আহওয়াস, রবী ও হাসান ইব্‌ন যরী বর্ণনা করেন যে, খালিদ ইব্‌ন উরওয়া (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা) এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করেন, পৃথিবীর পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কি এই ঘরটি নির্মাণ করা হইয়াছে ? তিনি উত্তরে বলেন, না! তবে মাকামে ইব্‌রাহীমে নির্মিত ঘরটি প্রথম বরকতময় ঘর এবং উহাতে যে প্রবেশ করিবে সে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাইবে। এই সম্পর্কিত সকল হাদীসেই হযরত

ইব্‌রাহীম (আ) কর্তৃক এই ঘরটি নির্মাণের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সূরা বাকারায় এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ভূ-পৃষ্ঠের ঘর হিসাবে সর্বপ্রথম এইটি নির্মিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে অবশ্য হযরত আলীর (রা) উক্তিটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

বায়হাকী (র) কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে স্বীয় 'দালাইলুন নুবুয়াহ' কিতাবে মারফূ সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আ'স হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল খায়ের, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবু হাবীব ও ইব্‌ন লাহীআর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর নিকট জিব্‌রাঈল (আ)-কে কা'বা নির্মাণের নির্দেশ দিয়া পাঠান। আদম (আ) কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে উহা তাওয়াফ করিতে নির্দেশ দান করেন এবং বলেন, তুমিই সর্বপ্রথম মানব এবং এই গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ যাহা মানবমণ্ডলীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হইল।' ইহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইব্‌ন লাহীআ অত্যন্ত দুর্বল ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তি। আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে ইহা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরের ব্যক্তিগত অভিমতও হইতে পারে। ইহাও হইতে পারে যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি আহলে কিতাবদের যে দুইটি থলিয়া পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইহা লেখা ছিল।

لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ নাম হইল বক্কা। এই নামকরণের কারণ হইল এই যে, এই স্থানে আসিলে প্রত্যেক অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীর দম্ভ চূর্ণ হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া ইহা ভাংগিতে বা বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইত তাহারা পর্যুদস্ত ও ধ্বংস হইয়া যাইত এবং লাঞ্ছনার ঝুলি কাঁধে লইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইত। তাই ইহাকে বক্কা বলা হয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন লোক এইখানে মিশ্রিত হইয়া যায়। তাই ইহাকে বক্কা বলা হয়। ইহার সমর্থনে কাতাদা বলেন ঃ এই স্থানে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, সর্বস্তরের লোক, এমনকি মহিলারাও এক ইমামের পিছনে নামায আদায় করে, যাহা বিশ্বের আর কোথাও হয় না। মুজাহিদ, ইকরামা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আমর ইব্‌ন শুআইব ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ ইহা বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আ'তা ইব্‌ন সাইব ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ফাজ্জ হইতে তানঈম পর্যন্ত হইল মক্কা এবং বায়তুল্লাহ হইতে বাতহা পর্যন্ত হইল বক্কা।'

ইব্‌রাহীম নাখঈ হইতে ধারাবাহিকভারে মুগীরা ও শু'বা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম নাখঈ বলেন ঃ 'বায়তুল্লাহ এবং তৎপার্শ্বস্থ মসজিদকে বক্কা বলা হয়।' যুহরী (র) ও ইহা বলিয়াছেন।

ইকরামার (রা) একটি রিওয়ায়েতের বরাত দিয়া মায়মুন ইব্‌ন মাহরান বলেন ঃ বায়তুল্লাহ এবং তৎসংলগ্ন স্থান হইল বক্কা ও তাহার আশপাশের স্থান হইল মক্কা।

আবূ মালিক, আবূ সালিহ, ইব্‌রাহীম নাখঈ, আতীয়া আওফী ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন ঃ বায়তুল্লাহ যে স্থানটুকুতে প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানটুকু হইল বক্কা আর ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট স্থান হইল মক্কা।

মক্কার বহু নাম রহিয়াছে। যথা, মক্কা, বক্কা, বাইতুল আ'তীক, বায়তুল হারাম, বালাদুল আমীন, মামুন, উম্মে রহম, উম্মুল কুরা, সিলাহ, আরশ, কাদিস (উহা মানুষকে পাপ-পংকিলতা মুক্ত করে ) মুকাদ্দাস, নাসসাহ বা বাসসাহ, হাতিম, রা'স, কাওছা, বালাদা, বাইয়্যেনা, কা'বা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فِيْهِ أيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ইহাতে রহিয়াছে সুস্পষ্ট নিদর্শন। অর্থাৎ ইব্‌রাহীম (আ) যে ইহা নির্মাণ করিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলা যে তাহাকে মহা সম্মানিত ও মহা মর্যাদাবান করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই স্পষ্ট দলীল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ যাহার উপর দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈলের হাত হইতে পাথর নিয়া বায়তুল্লাহর দেওয়াল গাথিয়া উঁচু করিতেন। প্রথম দিকে উহা বায়তুল্লাহ শরীফের দেওয়ালের সংলগ্ন ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাঁহার খিলাফতের সময় তাহা সরাইয়া সামান্য পূর্বমুখী করেন যেন উহা তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাওয়াফ সমাপ্ত করিয়া যাহারা উহাকে সম্মুখে করিয়া নামায পড়িতে চান তাহাদের যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

অর্থাৎ 'মাকামে ইব্‌রাহীমকে তোমরা নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে পূর্বে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (রা) فِيْهِ أيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইহার মধ্যে মাকামে ইব্‌রাহীম এবং অন্যান্য নিদর্শন রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেনঃ মাকামে ইব্‌রাহীমের উপর হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর যে পদচিহ্ন রহিয়াছে উহাই একটি নিদর্শন।

আবূ তালিব তাহার একটি প্রসিদ্ধ কবিতায় বলেন ঃ

وموطئى ابرا هيم فى الصخر رطبة – على قدميه حافيا غير ناعل

অর্থাৎ প্রস্তরের উপর ইব্‌রাহীমের (আ) সজীব পদচিহ্ন বিদ্যমান, জুতামুক্ত দুই পায়ের পাতার বেষ্টনী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন জারীজ, সুফিয়ানা, ওয়াকী, আবূ সাঈদ, আমর আওদা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)

مَّقَامُ اِبْـرٰهِيْـمَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ হারমের সম্পূর্ণটাই মাকামে ইব্‌রাহীমের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, পাথরে ঘেরা স্থানটুকুই মাকামে ইব্‌রাহীম।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ হজ্জ পালনের সকল স্থানই মাকামে ইব্‌রাহীমের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا এই আয়াত প্রসংগে মুজাহিদ (র) এর ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন ঃ মক্কাকে হারাম করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখন কোন সন্ত্রস্ত ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করে তখন সে প্রতিশোধকামীর হাত হইতে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে। জাহিলিয়াতের যুগেও এই নিয়ম কার্যকরী ছিল। হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ পূর্বযুগে কোন ব্যক্তি হত্যা করিয়া হারামের মধ্যে প্রবেশ করার পর নিহত ব্যক্তির পুত্রের সংগে সাক্ষাৎ হইলেও সে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিত না, যতক্ষণ না সে হারাম হইতে বাহিরে আসে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আতা, আবূ ইয়াহয়া তামীমী, আবু সাঈদ আসাজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ আশ্রয় গ্রহণ করে, বায়তুল্লাহ তাহাকে আশ্রয় দান করে। কিন্তু তাহাকে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না এবং পানীয় কিংবা খাদ্যও দেওয়া হয় না। যখন সেখান হইতে বাহির হইবে, তখন তাহার অন্যায়ের প্রতিবিধান করা যাইবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

অর্থাৎ তাহারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপত্তার স্থান করিয়াছি ও উহার চতুর্দিকের মানুষকে আকৃষ্ট করিতেছি ?

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

অর্থাৎ তাই তাহাদের বায়তুল্লাহর প্রতিপালকের ইবাদত করা চাই, যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার্য দেন ও ভয়ের সময় নিরাপত্তা দান করেন।

শুধু যে সেখানে মানুষকেই নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়, বরং তথায় শিকার করা, শিকার তাড়াইয়া দেওয়া, তথাকার বৃক্ষ কর্তন করা এবং জীব-জানোয়ারকে ভীতি প্রদর্শন করাও নিষিদ্ধ। সাহাবীগণের একটি দল হইতে মারফূ এবং মাওকুফ সূত্রে এই সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ্‌দ্বয়েও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মুসলিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছেন, ইহার পর আর কোন হিজরত নাই একমাত্র জিহাদের জন্য ব্যতীত। যখন তোমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন জিহাদের

স্থানে চলিয়া যাইবে।' মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলিয়াছেন, আসমান যমীন সৃষ্টির দিন হইতে আল্লাহ তা'আলা এই শহরকে হারাম করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই হারাম বলবৎ থাকিবে। আমার পূর্বে ইহাতে কাহারো জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা বৈধ ছিল না । আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য অনুমতি দান করা হইয়াছিল। অতঃপর পূর্বের ন্যায় ইহার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে হারামে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা চিরকালের জন্য হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হারামের বৃক্ষ কর্তন, শিকার তাড়ান এবং জন্তুর শরীরে দাগ দেওয়াও হারাম করা হইয়াছে। তবে জন্তুর পরিচয়ের জন্যে ইহা করা যাইতে পারে। এখানে স্ত্রী সহবাসকেও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ইব্ন আব্বাস (রা) প্রশ্ন করেন- 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহার ঘাসও কি কাটা যাইবে না? উহা তো আমাদের ঘর তৈরীর কাজে লাগে । হুযূর (সা) উত্তরে বলিলেন -হাঁ, ঘাস কাটা যাইবে।' আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ শুরাইহ হইতে ইমাম মুসলিমও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

আমর ইব্ন সাঈদ যখন মক্কায় অভিযান চালাইলেন, তখন শুরাইহ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এমন একটি হাদীস শোনাইব যাহা আমি নিজ কানে শুনিয়াছি, নিজ চোখে দেখিয়াছি ও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহা এই ঃ রাসূলল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে হারাম করিয়াছেন। মানুষের পক্ষ হইতে ইহাকে হারাম করা হয় নাই। যাহারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহাদের জন্য উহার অভ্যন্তরে কোন হতাহত করা এবং উহার কোন বৃক্ষ কর্তন করা বৈধ নয়। তবে একমাত্র আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে উহার অভ্যন্তরে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কাহাকেও এই অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অবশ্য আমাকেও কয়েক ঘন্টার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পর চিরকালের তবে উহা হারাম করিয়া দেওয়া হয়। অতএব এই নির্দেশ তোমরা অজানাকে জানাইয়া দাও। অতঃপর আবূ শুরাইহকে জিজ্ঞাসা করা হইল-আমর এই সম্পর্কে কি বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমর বলিয়া উঠিলেন -হে আবূ শুরাইহ! এই বিষয়ে তোমার চাইতে আমার বেশি জানা আছে। নিশ্চয়ই হারাম পাপীকে আশ্রয় দেয় না, হত্যাকারীর হিফাযত করে না এবং যেকোন আশ্রয় গ্রহণকারীকে নিরাপত্তা দান করে না।

জাবির (রা) বলেন ঃ 'আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কাহারো জন্য অস্ত্র নিয়া মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয়।' ইমাম মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন হামরা যুহরী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি মক্কার হারূরা নামক বাজারে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন ঃ

"আল্লাহর শপথ! সমগ্র ভূখণ্ডের মধ্যে তুমিই সর্বোৎকৃষ্ট ভূখণ্ড এবং আল্লাহর নিকটও তুমি সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয়। আমাকে যদি এই স্থান হইতে বহিষ্কার করা না হইতে তবে কখনও এই স্থান পরিত্যগ করিতাম না। ইমাম আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী ইহাকে হাসান সহীহ বলিয়াছেন । ইব্ন

আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম আহমদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াহ্য়া ইব্ন জা'দাহ ইব্ন হুবায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন আবূ আইয়াশ, ইব্ন মাখযুমের মুক্তদাস যারীক ইব্ন মুসলিম আল আ'মা, বাশার ইব্ন আসিম, বাশার ইব্ন আযহার আল সাম্মান, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইয়াহয়া ইব্ন জা'দাহ ইব্ন হুবায়রা وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ পাওয়া।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্ন মুহাইমিন, ইব্ন মুআম্মাল, সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ওয়াসতী, আহমাদ ইব্ন উবাইদ, আবুল হাসান আলী ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবদান ও বায়হাকী (র) আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করিল, সে পুণ্যময়তায় প্রবেশ করিল এবং সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সে উহা হইতে বাহির হইবে ক্ষমাকৃত ব্যক্তিরূপে।" অবশ্য বায়হাকী ইহাও বলিয়াছেন যে, এই হাদীসটি একমাত্র আবদুল্লাহ ইব্ন মুআম্মালের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অথচ তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নহেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا 'এই গৃহের হজ্জ করা হইল সেই মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রাপ্য যাহার সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌঁছার।' এই আয়াতাংশটি জমহুর উলামা হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল হিসাবে পেশ করেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ হজ্জ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এই আয়াতাংশ দ্বারা ফরয হইয়াছে। তবে প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর সঠিক। বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজ্জ ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভ। ইহা ফরয হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানগণ একমত। এই কথাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের প্রতি তাঁহার জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন যাহিদ, রবী ইব্ন মুসলিম কারশী, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিতেছিলেন যে, 'হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি হজ্ব ফরয করা হইয়াছে, তোমরা হজ্ব পালন কর। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল -হে আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক বছরই কি হজ্ব করিতে হইবে ? রাসূল (সা) নিশ্চুপ রহিলেন। লোকটি এই ভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন - 'আমি যদি হাঁ বলিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসরই তোমাদের প্রতি হজ্ব করা ফরয হইত। অথচ তোমরা প্রত্যেক বৎসর হজ্ব পালন করিতে ব্যর্থ থাকিতে।" তিনি আরও বলেন, আমি যাহা ব্যক্ত করিতে চাহি না তাহা তোমরা ব্যক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা

তাহাদের নবীর নিকট অসংলগ্ন প্রশ্ন করার ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। আমি যাহা নির্দেশ দেই তাহা সাধ্যমত পালন কর এবং আমি যাহা নিষেধ করি তাহা হইতে বিরত থাক।" ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন হইতে যুহাইর ইব্‌ন হারবের সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সিনান দাওলী ওরফে ইয়াযীদ ইব্‌ন আমীয়াহ, যুহরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব, আবদুল জলীল ইব্‌ন হুমাইদ, সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর ও সুফিয়ান ইব্‌ন হুসাইন বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিতেছিলেন যে, "হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি হজ্ব ফরয করিয়াছেন।" এই কথা বলার পর আকরা ইব্‌ন হাবস (রা) দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্ব কি প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যদি বলি হাঁ, তবে প্রত্যেক বৎসর হজ্ব করা তোমাদের প্রতি ওয়াজিব হইয়া যাইত। আর যদি এইভাবে ওয়াজিব হয়, তবে তোমরা তাহা পালন করিতে অসমর্থ থাকিবে। হজ্ব জীবনে একবার করা ফরয। যদি কেহ অতিরিক্ত করিতে চায়, তবে তাহা তাহার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।" আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজা ও হাকাম যুহরীর সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সাম্মাক এবং শারীকও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উসামা ইব্‌ন যায়েদও (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাখতারী, আবদুল আ'লা, ইব্‌ন আবদুল আ'লা মানসুর ইব্‌ন ওয়ার্দান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, যখন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً। এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্ব কি প্রত্যেক বৎসর ? রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর দিলেন না। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্ব কি প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে ? তিনি বলিলেন -না। যদি আমি বলিতাম হাঁ, তবে তাহাই তোমাদের জন্য ওয়াজিব হইয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! এমন সব ব্যাপারে প্রশ্ন করিবে না, যাহা প্রকাশ পাইলে তোমাদের জন্য দুঃখজনক হইবে।" মানসুর ইব্‌ন ওয়ার্দানের সনদে হাকেম, ইব্‌ন মাজা এবং তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি 'হাসান গরীব' পর্যায়ের। তবে ইহাতে সংশয় রহিয়াছে। কেননা, বুখারী (র) বলেন - আবূ বাখতারী নিজে আলী (রা) হইতে ইহা শোনেন নাই।

আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সুফিয়ান, আ'মাশ, আবূ উবায়দা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ উবায়দা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর ও ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বৎসরই কি হজ্ব পালন করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন,"যদি আমি বলিতাম, হাঁ, তবে তাহা তোমাদের জন্য ওয়াজিব হইয়া যাইত। অথচ তোমরা তাহা পালন করিতে সমর্থ হইতে না। অন্য দিকে ওয়াজিব পালন করিতে ব্যর্থ থাকিলে আল্লাহর আযাবে নিপতিত হইতে।"

সহীহ্দ্বয়ে সুরাকা ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, আতা ও ইব্ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, সুরাকা ইব্ন মালিক (রা) প্রশ্ন করেন ঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল! হজ্ব কি শুধু এই বৎসরের জন্যই, না প্রতি বৎসরের জন্যে? তিনি বলিলেন, প্রতি বৎসরের জন্য।" অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "বরং সর্বকালের জন্যে।"

আবূ ওয়াকিদ লাইছীর সনদে ইমাম আহমাদ ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, হজ্ব শেষ হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার স্ত্রীগণকে বলিলেন, সংযম সমুপস্থিত। অর্থাৎ ঘরমুখো হইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর ঘর হইতে বাহির হইবে না। উল্লেখ্য যে, কোন কোন লোক নিজেই হজ্ব করিতে সমর্থ হয় এবং কোন কোন লোকের সাহায্যের দরকার হয়। ফিকাহ কিবাতে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। উহা দ্রষ্টব্য।

ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন ইবাদ, জা'ফর, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ, আবদুর রাজ্জাক, আবূ ইব্ন হুমাইদ ও আবূ ঈসা তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন- হে আল্লাহর রাসূল! হাজী কাহাকে বলে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অবিন্যস্ত কেশ ও ধূলি ধূসরিত পরিচ্ছদ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হাজী বলে। অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন -হে আল্লাহর রাসূল! কোন হজ্ব সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলিলেন, যে হজ্বের মধ্যে বেশি কুরবানী করা হয় এবং বেশি লাব্বাইক বলা হয়। অপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'সাবীল' কাহাকে বলে? রাসূল (সা) উত্তরে বলিলেন, পানাহারের দ্রব্য ও যানবাহনকে 'সাবীল' বলা হয়।

ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ ওরফে জাওযীর সনদে ইব্ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত এই হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীস মারফূ নয়। কেহ কেহ তাহার দুর্বল ধী-শক্তির কথা বলিয়াছেন! তবে তিনি হজ্বের অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের এবং একমাত্র জাওযী ব্যতীত নিঃসন্দেহে ইহার প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। অবশ্য এই মর্মে অন্য সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইবাদ ইব্ন জাফর হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমাইর লাইছী, আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ আমেরী, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইবাদ ইব্ন জাফর (র) বলেন ঃ

আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের (রা) নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি বলিলেন, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, 'সাবীল' কাহাকে বলে? তিনি উত্তরে

বলেন, "পাথেয় এবং সাওয়ারী ।" মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ উমাইরের রিওয়ায়েতে ইব্ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

ইব্ন আব্বাস (রা), আনাস, হাসান, মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, রবী ইব্ন আনাস ও কাতাদা প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ইব্ন মাসউদ, আয়েশা (রা) প্রমুখের সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিটি সূত্রই মারফূ। তবে এইগুলির সনদ সম্পর্কে কিছুটা কথাবার্তাও হইয়াছে। সনদের পর্যালোচনার কিতাবে তাহা আলোচিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন। অবশ্য হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালমা ও কাতাদার সূত্রে হাকাম বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً এই আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সাবীল কাহাকে বলে ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন, পাথেয় এবং সাওয়ারীকে সাবীল বলা হয়। হাকেম বলেন ঃ এই হাদীসটি মুসলিমের দৃষ্টিতে সহীহ বটে, কিন্তু তিনি ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস, ইব্ন আলীয়া, ইয়া'কূব ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিলে সাহাবীগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল। সাবীল কি ? উত্তরে তিনি বলেন,'পাথেয় এবং সাওয়ারী। ' ইউনুস হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ও ওয়াকী স্বীয় তাফসীরেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ফুযাইল ওরফে আমর, ইসমাঈল ওরফে আবূ ইস্রাঈল মালায়ী, ছাওরী, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "হজ্ব তাড়াতাড়ি আদায় করিয়া নাও। অর্থাৎ হজ্বের ফরযগুলি। কেননা কি ঘটিয়া যায় বলা যায় না।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মিহরান ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে হজ্বের নিয়াত করে সে যেন জলদি উহা আদায় করে।' আবূ মুআবিয়া যারীর হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসাদ্দাদ ও দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (র) হইতে ইব্ন জারীর ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (র) مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যাহার নিকট তিনশত দিরহাম রহিয়াছে সেই ব্যক্তি হজ্বের সামর্থ্য রাখে।

ইকরামা (রা) বলেন ঃ 'সাবীল' হইল শারীরিক সুস্থতা।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক ইব্ন মুযাহিম, আবূ জিনাব ওরফে কালবী ও ওয়াকী ইব্ন জাররাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً আয়াতংশের মর্মার্থে বলেন ঃ পাথেয় এবং উট!

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ 'আর যে লোক তাহা মানে না -আল্লাহ সারা বিশ্বের মানুষের কোনই পরোয়া করেন না।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ প্রমুখ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয হজ্ব পরিত্যাগ করে, সে কুফরী করে। আল্লাহ ইহা হইতে বেনিয়াজ।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ নাজীহ, সুফিয়ান ও সাঈদ ইব্‌ন মানসুর বলেন ঃ যখন وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلاَمِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (ইসলাম ব্যতীত যে কেহ অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করিলে তাহা কখনও গৃহীত হয় না) এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন ইয়াহুদীরা বলিতে থাকে, আমরাও মুসলমান । রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা সেই মুসলমানদেরও উপর হজ্ব ফরয করিয়াছেন যাহাদের হজ্বের সার্মথ্য রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল, এখন আবার কেন ফরয করা হইল ? আমাদের পিতামাতারা তো হজ্ব করিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে লোক কুফরী করিয়াছে, অনন্তর আল্লাহ বিশ্বের সকল কিছু হইতে বেনিয়াজ।

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ, আবূ ইসহাক হামদানী, হিলাল, আবূ হাশিম খোরাসানী, শায ইব্‌ন ফাইয়ায, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহার হজ্ব করার পাথেয় এবং সাওয়ারী রহিয়াছে, এই ঘরের হজ্ব করা হইল সেই মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। যাহার সামর্থ্য রহিয়াছে এখানে পৌছার। আর যে লোক তাহা মানে না -আল্লাহ সারা বিশ্বের মানুষের কোনই পরোয়া করেন না।

মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীমের সনদে ইব্‌ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হিলাল আবূ হাশিম খোরাসানী হইতে উল্লিখিত উর্ধ্বতন সূত্রে ধারাবাহিকভাবে হিলাল ইব্‌ন ফাইয়ায, আবূ যারাআ রাযী ও ইব্‌ন আবূ হাতিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রবীআ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুসলিম বাহেলীর গোলাম হিলাল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী কাতঈ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে হাদীসটি কেহই জানে না। আর এই সনদেও কথা রহিয়াছে। কেননা ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী হিলাল অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং অন্য বর্ণনাকারী হারিছ দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেন। বুখারী (র) বলেন ঃ হিলাল আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করিতে অভ্যস্ত। ইব্‌ন আদী (রা) বলেন ঃ হাদীসটি সংরক্ষিত নয়।

আবদুর রহমান গানাম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুহাজির ও আবূ আমর আওযাঈর সূত্রে আবূ বকর ইসমাঈল আল হাফিজ বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান গানাম উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ সামর্থ্য

থাকিতেও যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করে না, সে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হইয়া মারা যায়। উমর (রা) পর্যন্ত ইহার সনদ বিশুদ্ধ।

হাসান বসরী হইতে সাঈদ ইব্‌ন মানসুর স্বীয় সুনানে রিওয়ায়েত করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদিগকে শহরে পাঠাই এবং সামর্থ্যবান হজ্জ্ব বর্জনকারীদের চিহ্নিত করিয়া তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর কার্যকরী করি। কেননা, তাহারা মুসলমান নয়। তাহারা মুসলমান নয়।

(৯৮) قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ○

(৯৯) قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

**৯৮. বল, হে কিতাবীগণ ! কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করিতেছ ? তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহার সাক্ষী।"**

**৯৯. "বল, হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া ঈমানদারগণকে বিভ্রান্ত করিতেছ। অথচ তোমরা সত্যের সাক্ষীদাতা। তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ উহা হইতে উদাসীন নহেন।"**

তাফসীর ঃ আহলে কিতাবদের কুফরী সম্পর্কে আল্লাহ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা সত্যকে গোপন করিতেছে, আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করিতেছে ও জোরপূর্বক মুসলমানদিগকে ইসলাম হইতে দূরে ঠেলার প্রয়াস পাইতেছে। অথচ তাহারা ভালোভাবেই জানে যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে এই রাসূল সত্য নিয়াই প্রেরিত হইয়াছেন। অবশ্য তাহাদের পূর্ববর্তী নবীগণ আরবের মক্কা নগরীর হাশেমী গোত্রের শ্রেষ্ঠতম আদম সন্তান রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যে আগাম সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের নিকট মজুদ রহিয়াছে। তবুও তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিতেছে। এইগুলি দলীল হিসাবে বিদ্যমান থাকিবে যে, গোড়ামী করিয়া তাহারা তাহাকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করিতেছে। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ আমি তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অনবগত নই। অর্থাৎ অতিসত্বরই তোমরা ইহার প্রতিফল পাইবে এবং সেদিন তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি কোন কাজে আসিবে না।

(١٠٠) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

(١٠١) وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

**১০০. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের কোন দলকে অনুসরণ কর (তাহা হইলে) তাহারা তোমাদের ঈমানী যিন্দেগীকে কুফরী যিন্দেগীতে পর্যবসিত করিবে।"**

**১০১. "আর তোমরা কিরূপে কুফরী করিতে পার যেখানে তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পঠিত হইতেছে এবং তোমাদের মাঝে তাঁহার রাসূল বিদ্যমান ? যে কেহ আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রহিল, নিঃসন্দেহে সে সরল পথ পাইল।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে আহলে কিতাবদের সেই দলটির অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্ক করিতেছেন, যাহারা মু'মিনদের মধ্যে ফাসাদ ও অনৈক্য সৃষ্টিতে তৎপর এবং শেষ রাসূল প্রেরণের হিংসার আগুনে জ্বলিতেছে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ 'আহলে কিতাবদের অনেক তোমাদের প্রতি হিংসাবশত তোমাদের ঈমান আনয়নের পর পুনরায় তোমাদিগকে কাফের বানাইতে পসন্দ করে।'

এখানেও আল্লাহ পাক তাহাই বলিয়াছেন ঃ اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ। 'তোমরা যদি আহলে কিতাবদের লোকদের কথা মান, তাহা হইলে তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর তাহারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করিবে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيَاتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهُ 'তোমরা কেমন করিয়া কাফের হইতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রহিয়াছেন আল্লাহর রাসূল ?' অর্থাৎ কুফর তোমাদের নিকট হইতে বহু দূরে রহিয়াছে; তবুও তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। কেননা, দিবানিশি রাসূলের প্রতি আল্লাহর আয়াত নাযিল হইতেছে ও তিনি তাহা তোমাদিগকে পাঠ করিয়া শোনাইতেছেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَالَكُمْ لاَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'তোমরা কেন আল্লায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না ? অথচ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান করিতেছেন এবং তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তোমরা মু'মিন হও।' -আয়াতের শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

যেমন হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে, একদা নবী (সা) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের ধারণায় কে সবচেয়ে বেশি ঈমানদার ?' সাহাবীগণ বলিলেন, ফেরেশতাগণ। তিনি বলিলেন, 'কেন তাহারা ঈমান স্থাপন করিবে না ? ত াহাদের প্রতি তো সর্বদা ওহী অবতীর্ণ হয়। সাহাবীগণ বলিলেন, তাহার পর আমরা ? নবী (সা) বলিলেন, কেন তোমরা বিশ্বাসী হইবে না ? আমি তো নিজেই তোমাদের মাঝে রহিয়াছি এবং এই ব্যাপারে সবকিছু তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছি।' সাহাবীগণ বলিলেন, তবে কে বা কাহারা সবচেয়ে মজবুত ঈমানদার ? তদুত্তরে নবী (সা) বলিলেন, আহারা সর্বাপেক্ষা মজবুত ঈমানদার, যাহারা তোমাদের পরে আসিবে। তাহারা কুরআনের মাত্র পাণ্ডুলিপি পাইবে এবং ইহার উপরেই তাহারা ঈমান স্থাপন করিবে।"

এই হাদীসটির এমন সনদও রহিয়াছে যাহার ব্যাপারে সমালোচনা হইয়াছে। উহা বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'আর যাহারা আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে, তাহারা সরল পথে হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে।' অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে শক্ত ভাবে ধারণ করিয়া তাহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া -ইহাই হইল সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন। আর ইহাই হইল ভ্রান্তি হইতে দূরে থাকার উত্তম পন্থা। ইহা দ্বারাই সঠিক পথ লাভ হয় এবং উদ্দেশ্য সফল হয়।

(١٠٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

(١٠٣) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১০২. "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর। আর মুসলিম না হইয়া কিছুতেই মৃত্যু বরণ করিও না।"

১০৩. "আর তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করিলেন। ফলে তোমরা তাঁহার নিয়ামতের বরকতে ভাই ভাই হইয়া গেলে। অথচ তোমরা অগ্নিকুণ্ডের মুখোমুখী ছিলে। অতঃপর তিনি উহা হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শন বর্ণনা করেন যেন তোমরা পথ খুঁজিয়া পাও।"

**তাফসীর ঃ** আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ আল আইয়াশী, শু'বা, আবদুর রহমান ইব্ন সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন সুনান ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাঁহার আনুগত্য করা ও অবাধ্য না হওয়া, তাহাকে স্মরণ করা ও ভুলিয়া না যাওয়া, তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া ও অকৃতজ্ঞ না হওয়া। ইহার সনদও বিশুদ্ধ এবং মাওকুফ পর্যায়ের। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে আমর ইব্ন মাইমুনও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ, সুফিয়ান সাওরী, ইব্ন ওহাব ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আলার সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, উহার অর্থ, যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ তাহার আনুগত্য কর ও অবাধ্যতা করিও না।"

ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ ও মাসহারের সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্দ্বয়ের শর্তেও ইহা সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। অবশ্য হাদীসটি মাওকুফ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ মুররা হামদানী, রবী ইব্ন খাইচাম, আমর ইব্ন মাইমুন, ইব্রাহীম নাখঈ, তাউস, হাসান, কাতাদা, আবু সিনান ও সুদ্দী হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ আল্লাহকে ভয় করার দাবী করিতে পারে না যতক্ষণ সে নিজের জিহ্বাকে সংযত না করিতে পারে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবুল আলীয়া, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদা, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান যায়েদ ইব্ন আসলাম ও সুদ্দী প্রমুখের মতে আলোচ্য আয়াতটি فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় কর) আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ এই আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা রহিত হয় নাই; বরং ইহার অর্থ হইল, আল্লাহর পথে সাধ্যানুযায়ী জিহাদ করা এবং আল্লাহর বিধান পালনে কাহারো বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। পরন্তু পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, এমন কি নিজের ব্যাপারেও ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার করা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 'অবশ্যই তোমরা মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না অর্থাৎ পূর্ণ জীবনটা ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ। তাহা হইলে মহামহিম আল্লাহ অবশ্য তোমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করিবেন। কেননা তাহার নীতি হইল, যে যেই আদর্শের উপর জীবন পরিচালিত করিবে উহার উপরেই তাহার মৃত্যু হইবে। আর যাহার উপরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার উপরেই কিয়ামতের দিন

তাহাকে উত্থিত করা হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বিরুদ্ধে চলা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান, শু'বা, রূহ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ লোকজন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিতেছিল এবং ইব্ন আব্বাসও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাহার হাতে এক খণ্ড কাষ্ঠ ছিল। তিনি বলিতেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করিতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হইয়া মৃত্যু বরণ করিও না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যদি যাক্কুমের এক বিন্দুমাত্র পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হইত তবে পৃথিবীবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং খাদ্য ও পানীয় বিনষ্ট হইয়া যাইত। তাহা হইলে সেই নরকীদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে যাহাদের আহার্য হইবে যাক্কুম।"

তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন মাজা ও ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে এবং হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে শু'বার সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি 'হাসান সহীহ' পর্যায়ের । হাকাম (র) বলেন, হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্তেও সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে তাহারা হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নাই।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবদে রব আলকা'বা, যায়েদ ইব্ন আ'মাশ, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভের এবং বেহেশতে প্রবেশের বাসনা রাখে, তাহার উচিত আমরণ আল্লাহ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখা। আর লোকদের সঙ্গে সেই ধরনের ব্যবহার করা, যে ধরনের ব্যবহার সে অন্যের কাছে পাওয়ার কামনা করে।

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সুফিয়ান, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলল্লাহর মুখে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনবার বলিতে শুনিয়াছি যে, কখনও সে ঈমানদার হইতে পারিবে না যদি না সে আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে।' মুসলিম (র) ইহা আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ইব্ন লাহীআ, হাসান ইব্ন মূসা ও ইমাম আহমদ বলেন, নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা রাখে আমি তাহার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করি। যদি আমার প্রতি তাহার সৎ ধারণা থাকে, তাবে আমি তাহার মংগল করি আর যদি অসৎ ধারণা থাকে তবে আমি তাহার অমঙ্গল সাধন করি।' এই হাদীসটির প্রথমাংশ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ও বর্ণনা করিয়াছে। উহা এই ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন -আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা রাখে, আমি তাহার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করি।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, জাফর, সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক কুরাইশী ও হাফিয আবূ বকর বাযযার বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

এক রুগ্ন আনসারীকে দেখার জন্য নবী (সা) রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে বাজারেই তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহাকে সালাম দিয়া রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেন, ওহে! তোমার কি অবস্থা ? সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এখন ভাল। এখন আল্লাহর করুণার আশায় আছি এবং পাপের ভয়ে ভীত রহিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, যাহার অন্তরে ভয় ও আশা উভয়ই থাকে, তাহাকে আল্লাহ তা'আলা তাহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করেন এবং ভয়-ভীতি হইতে রক্ষা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদীসটি ছাবিত হইতে জাফর ইব্ন সুলায়মান ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি দুর্বল। তবে কেহ কেহ ছাবিত হইতে পরম্পরা সূত্রেও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকীম ইব্ন হাযযাম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ ইব্ন মাহিক, আবূ বাশার, শু'বা ও মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, হাকীম ইব্ন হাযযাম (রা) বলেন ঃ

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এই বাইয়াত করিয়াছি যে, আমি আল্লাহর পথে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইব। শু'বা হইতে ধারাবাহিকভাবে খালিদ ইব্ন হারিছ, ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ ও নাসায়ী স্বীয় সুনানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় সুনানে 'কিভাবে সাজিদা করিতে হয়'- এই নামে একটি অধ্যায়ও স্থাপন করিয়াছন। উহাতে তিনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাকীম ইব্ন হাযযাম এই ওয়াদা করিয়াছেন, আমি মুসলমান না হইয়া মৃত্যু বরণ করিব না। কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আমি জিহাদে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া মৃত্যু বরণ করিব না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।

কেহ কেহ بِحَبْلِ اللّٰهِ এর ভাবার্থ করিয়াছেন, আল্লাহ্র অঙ্গীকার।

যেমন পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত যেখানেই অবস্থান করিয়াছে, সেইখানে তাহাদের প্রতি লাঞ্ছনা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে حَبْلٌ অর্থ অঙ্গীকার এবং যিম্মাদারী। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ بِحَبْلِ অর্থ আল-কুরআন। যেমন আলী (রা) হইতে হারিছ আল আ'ওয়ারের হাদীসে মারফূ সূত্রে কুরআনের গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা আল্লাহর সুদৃঢ় রজ্জুস্বরূপ এবং উহার প্রদর্শিত পথ অত্যন্ত সহজ সরল।

এই অর্থের সমর্থনে একটি বিশেষ হাদীসে আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আলীয়া, আবদুল মালিক ইব্ন সুলায়মান আযরামী, আবসাত ইব্ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্য়া, আমীর ও ইমাম হাফিজ আবূ জাফর তাবারী বর্ণনা করেন যে, আবূ সঈদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহর কিতাব আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে লটকানো একটি রজ্জু বিশেষ।

আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াস ও ইব্রাহীম ইব্ন মুসলিম হাজরীর সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এই কুরআন একটি শক্ত রজ্জু, সমুজ্জ্বল দীপ্তি ও কার্যকর প্রতিষেধক। ইহার উপর আমলকারীর জন্যে ইহা রক্ষাকবচ এবং ইহার অনুসারীর জন্য ইহা পরিত্রাতা বিশেষ। হুযায়ফা (রা) ও যায়েদ ইব্ন আরকামের হাদীসেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ ওয়াইল হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াইল (র) বলেন ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, ইহলোকের পথ শংকাপূর্ণ। এই পথে শয়তান উপস্থিত থাকে। হে আবদুল্লাহ! এই পথে চলিতে সাবধানতা অবলম্বন কর। আল্লাহর মনোনীত পথে চলো। আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করিয়া ধারণ কর। আর আল্লাহর রজ্জু হইল আল-কুরআন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং বিচ্ছিন্ন হইতে বারণ করিয়াছেন। বিভিন্ন হাদীসেও বিচ্ছিন্ন হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন ঃ

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও ইব্ন আবূ সালেহের সনদে সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন । যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তাহা হইল, তাঁহার ইবাদত করা ও কাহাকেও তাঁহার অংশীদার না করা এবং আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধারণ করা ও বিচ্ছিন্ন না হওয়া। পরন্তু মুসলমান শাসকের সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যে তিনটি কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন তাহা হইল অতিরিক্ত কথা বলা, অনর্থক প্রশ্ন করা এবং অপচয়ের মাধ্যমে সম্পদ ধ্বংস করা। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐক্যবদ্ধ থাকিলে ভুল ও অন্যায় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

অনৈক্য সৃষ্টি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন এবং তাহার কুফল বর্ণনা করা সত্ত্বেও উম্মাতের মধ্যে তিহাত্তরটি দল-উপদল সৃষ্টি হইবে। উহার মধ্য হইতে একটি মাত্র দল জাহান্নাম হইতে রেহাই পাইয়া জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে। যাহারা নবী (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণ করিয়াছে তাহারাই সেই দল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا

'তোমরা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যাহা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করিয়াছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হইয়াছ।

জাহিলী যুগে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও চরম শত্রুতা ছিল। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রায়ই যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত। যখন উভয় গোত্র ইসলামে দীক্ষা নিল তখন

তাহারা হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া পরস্পর ভাই ভাই হইয়া পুণ্যের কাজে একে অপরকে সহায়তা দান করে এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি স্বীয় সাহায্য দ্বারা এবং মু'মিনদের সাহায্য দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি যদি দুনিয়ার সব সম্পদও ব্যয় করিতে তথাপি তুমি তাহাদের অন্তরে প্রীতি সৃষ্টি করিতে পারিতে না। কিন্তু আল্লাহই তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি দান করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের কথা বলিতেছেন যে, তোমরা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদিগকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ঈমানদার করিয়া সেই আগুন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর দীনের স্বার্থ চিন্তা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) গনীমত বন্টন করিতে গিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু বেশি প্রদান করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি এই ব্যাপারে সমালোচনা করিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদিগকে একত্রিত করিয়া এই ভাষণ দান করেন ঃ

হে আনসারগণ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না ? তোমাদিগকে আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সুপথ প্রদর্শন করেন! তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলে না ? এখন আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, এখন আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পদশালী করিয়াছেন।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে আনসাররা আল্লাহর শপথ করিয়া সমস্বরে বলিল, আমাদের প্রতি আল্লাহর ও আপনার অপরিসীম অনুগ্রহ রহিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বলেন ঃ

এই আয়াতটি আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। চিরবিবদমান এই গোত্র দুইটির বর্তমান সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া ইয়াহুদীরা শংকিত হইয়া পড়ে। দুরভিসন্ধি করিয়া তাহারা একজন লোককে আওস ও খাযরাজের নিকট পাঠাইয়া তাহাদের পূর্বেকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শত্রুতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইভাবে নতুন করিয়া অশান্তি সৃষ্টির মানসে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। ফলে তাহাদের পুরাতন নির্বাপিত আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এমনকি একে অপরের উপর তরবারী চালাইতে প্রস্তুত হইয়া যায়। আবার সেই অজ্ঞতার যুগের শোরগোল ও চিৎকার শুরু হইয়া যায় ও তাহারা জিঘাংসায় মাতিয়া উঠে। উভয়ে স্থির করে যে, তাহারা হুররা প্রান্তরে খোলাখুলি যুদ্ধ করিবে এবং পিপাসার্ত শুষ্ক ভূমিকে রক্ত পানে সিক্ত ও পরিতৃপ্ত করিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ জানিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উভয় দলকে শান্ত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন, আমি বর্তমান

থাকিতেই তোমরা পরস্পরের মধ্যে তরবারী চালাইতে আরম্ভ করিলে ? তারপরে তিনি তাহাদিগকে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া শোনান। ইহাতে সকলে লজ্জিত হইল এবং কিছুক্ষণ পূর্বের কার্যের জন্যে দুঃখ করিতে লাগিল। অবশেষে অস্ত্র ফেলিয়া পুনরায় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে করমর্দন ও আলিংগনে জড়াইয়া ধরিল।

ইকরামা (র) বলেন, হযরত আয়েশা (র)-কে অপবাদ দেওয়ার দুর্ভাগ্যজনক সময়ে এই আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

(١٠٤) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(١٠٥) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

(١٠٦) يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

(١٠٧) وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(١٠٨) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

(١٠٩) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۙ

১০৪. "আর তোমাদের মধ্য হইতে একটি দল থাকা চাই, যাহারা কল্যাণের পথে (মানুষকে) ডাকিবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। তাহারাই সফলকাম।

১০৫. সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরেও যাহারা মতভেদ করিয়াছে ও বিভক্ত হইয়াছে, তোমরা তাহাদের মত হইও না। তাহাদের জন্য বিরাট শাস্তি রহিয়াছে।"

১০৬. "সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হইবে ও কিছু চেহারা মলিন হইবে। অতঃপর যাহাদের চেহারা মলিন হইবে, তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ ? এখন তোমাদের কুফরী কাজের শাস্তি ভোগ কর।"

১০৭. "আর যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে, তাহারা আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকিবে। অতঃপর তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।"

১০৮. "এই হইল আল্লাহর বাণীসমূহ। সত্য সহকারে তোমার কাছে উহা পাঠ করানো হইল। আর আল্লাহ সৃষ্টিকুলের জন্যে যুলুমের ইচ্ছা করেন না।"

১০৯. "আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে তাহা সকলই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ্র কাছেই সকল ব্যাপার পেশ হইবে।"

**তাফসীর ঃ** এখানে আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের প্রতি আহবান করা এবং অসৎ কাজ হইতে বারণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। সংগে সংগে ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহারা ইহা করিবে তাহারাই কামিয়াব। যিহাক (র) বলেন ঃ বিশেষ একটি দল ও শ্রেণীর জন্য এই নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহারা হইলেন মুজাহিদ ও আলিম সমাজ। আবূ জাফর বাকির (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলেন– الخير اتباع القران وسنتى। অর্থাৎ সৎকর্ম হইল কুরআন এবং আমার সুন্নতের অনুসরণ করা।' ইব্‌ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইল এই যে, উম্মতের মধ্যে অনুরূপ একটি দল থাকা একান্তই আবশ্যক। অবশ্য প্রত্যেকের উপরেই দীনের দাওয়াত প্রদান করা ফরয। সহীহ মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের যে কেহ অন্যায় কাজ করিতে দেখিবে, সে উহাকে হাত দিয়া বাধা দিবে। যদি সে হাতের দ্বারা বাধা দিতে অক্ষম থাকে, তবে মুখ দ্বারা বাধা প্রদান করিবে। যদি মুখ দিয়া বাধা দেওয়ার শক্তিও না থাকে, অন্তর দ্বারা ঘৃণা করিবে। আর এইটি হইল ঈমানের দুর্বলতম স্তর।' অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার নিচের পর্যায়ে সরিষা পরিমাণ ঈমানও আর অবশিষ্ট থাকে না।'

হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান আশহালী, আমর ইব্‌ন আবূ আমর, ইসমাঈল ইবেন জাফর, সুলায়মান আল হাশিমী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানী (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, যে সত্তার হাতে আমার আত্মা তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ কর। নতুবা সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ করিবেন। তখন তোমরা প্রার্থনা করিবে, কিন্তু তাহা কবূল হইবে না।" আমর ইব্‌ন আবূ আমরের (র) সনদে ইব্‌ন মাজা এবং তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিযাছেন।

তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি উত্তম। এই সম্পর্কে অনেক হাদীস রহিয়াছে যাহা অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ অর্থাৎ তাহাদের মত হইও না, যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করিতে শুরু করিয়াছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতের মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া ও মতানৈক্য সৃষ্টি করা এবং তাহাদের মত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ কার্য পরিত্যাগ করার পরিণতি সম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন।

আবূ আমের আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াহয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে আযহার ইব্‌ন আবদুল্লাহ হারবী, সাফওয়ান, আবূ মুগীরা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ আমের আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াহয়া বলেন ঃ

আমরা হযরত মুআবিয়া (রা)-এর সংগে হজ্বে গমন করি। মক্কায় পৌঁছিয়া তিনি যুহরের নামায শেষে দাঁড়াইয়া বলেন-রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আহলে কিতাবরা তাহাদের ধর্মের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া বাহাত্তরটি দলে পরিণত হইয়াছিল। তেমনি অতি সত্বর আমার উম্মতের মধ্যে তিহাত্তরটি দলের সৃষ্টি হইবে এবং সবাই প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়িবে। ইহাদের একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। পরন্তু আমার উম্মতের মধ্যে অতি সত্বর এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটিবে, যাহাদের শিরায় শিরায় কুকুরের বিষের মত কুপ্রবৃত্তি সক্রিয় থাকিবে। তাই হে আরববাসী, তোমরাই যদি তোমাদের নবী কর্তৃক আনীত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাক, তবে অন্যান্য জাতি তো ইহা হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িবে।

আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন হাজ্জাজ শামী ওরফে আবূ মুগীরা হইতে আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহিয়ার সূত্রে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বহু সনদ দ্বারা এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ -অর্থাৎ সেই দিন কোন মুখ উজ্জ্বল হইবে, আর কোন মুখ হইবে কালো। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতদের মুখাবয়ব উজ্জ্বল হইবে এবং বিদআতীদের মুখাবয়ব কৃষ্ণ ও অনুজ্জ্বল থাকিবে। ইহা ইব্‌ন আব্বাস (র)-এর ব্যাখ্যা।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ অর্থাৎ যাহাদের মুখ কালো হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হইয়া গিয়াছিলে ? হাসান বসরী (র) বলেনঃ ইহারা হইল মুনাফিকগণ।'

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ এখন সেই কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর।' প্রত্যেক কাফেরেরই এই অবস্থা হইবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -'আর যাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে, তাহারা থাকিবে রহমতের মাঝে। তাহাতে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে।' অর্থাৎ অনন্তকালব্যাপী তাহাদের অবস্থান হইবে জান্নাতে। সেখান হইতে তাহাদের আর বাহির হইতে হইবে না।

আবূ গালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, রবী ইব্‌ন সাবীহ, ওয়াকী ও আবূ কুরাইবের সূত্রে আবূ ঈসা তিরমিযী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন যে, আবূ গালিব (র) বলেন ঃ

আবূ উমামা দামেস্কের মসজিদের স্তম্ভের সংগে খারেজীদের মস্তক ঝুলানো দেখিয়া বলেন, ইহারা নরকের কুকুর। ইহাদের চাইতে জঘন্যতম নিহত লোক আসমানের নিচে আর নাই। ইহাদিগকে যাহারা হত্যা করিয়াছে তাহারা উত্তম যোদ্ধা। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ অর্থাৎ সেই দিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হইবে, আর কোন কোন মুখ হইবে কালো। আমি (আবূ গালিব) আবূ উমামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা রাসূল (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, একবার নয়, বরং সাতবার তাঁহার নিকট আমি ইহা শুনিয়াছি। অন্যথায় আমি এত কঠিন মন্তব্য করিতাম না।

তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি উত্তম। আবূ গালিব হইতে সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনার সূত্রে ইব্‌ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ গালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও

আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে ইমাম আহমাদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ যর (র) হইতে ইব্ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীরে এই সম্পর্কে দুর্বল, দীর্ঘ ও আশ্চর্যজনক এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ –এইগুলি হইল আল্লাহর নির্দেশ যাহা শোনানো হইল, ইহা আল্লাহর নির্দেশ, দলীল ও ভাষণ। بِالْحَقِّ যথাযথ। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের নির্দেশাবলী তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল।

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِيْنَ –আল্লাহ বিশ্ব জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করিতে চাহেন না। অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রতি যুলুম করিবেন না। কারণ ন্যায় বিচারকের জন্য উহা বৈধ নহে। তিনি সকল কিছুর উপর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও শক্তিমান। বিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাই কাহারও প্রতি তাঁহার যুলুম করার প্রশ্নই উঠে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ –অর্থাৎ যাহা কিছু আসমান-যমীনে রহিয়াছে, সবই আল্লাহর। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বটাই তাঁহার অধিকারে এবং সকলেই তাঁহার দাসত্বে মশগুল।

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ –আল্লাহর প্রতিই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁহারই।

(١١٠) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

(١١١) لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۙ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

(١١٢) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

১১০. "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য ভাল হইত। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ পাপাচারী।"

১১১. "কিছুটা কষ্ট দেওয়া ছাড়া তাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবেনা। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। অতঃপর তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।"

**১১২. 'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাহিরে যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহর গযবের পাত্র হইয়াছে এবং তাহারা আস্তানা-হীনতার শিকার হইয়াছে। তাহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত ও অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিত। বস্তুত তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল ও সীমালংঘন করিত।"**

তাফসীর ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তাহারা সকল উম্মত হইতে উত্তম। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –"তোমরাই হইলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হইয়াছে।"

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাতিম, সুফিয়ান ইব্ন মাইসারা, মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -এই আয়াতাংশের তাফসীরে বলেনঃ মানব জাতির মধ্যে তোমরা সর্বাপেক্ষা উত্তম। কেননা মানুষকে ঘাড় ধরিয়া তোমরা ইসলামের ছায়াতলে নিয়া আসিতেছ।

মুজাহিদ, আতীয়া আওফী, ইকরামা, আতা ও রবী ইব্ন আনাস كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –আয়াতাংশের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তোমরাই মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অর্থাৎ তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এবং মানব জাতির সর্বাপেক্ষা হিতসাধনকারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ –অর্থাৎ তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে।'

দার্রাহ বিনতে আবূ লাহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উমাইর, সাম্মাক, শরীক, আহমাদ ইব্ন আবদুল মালিক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, দার্রাহ বিনতে আবূ লাহাব (র) বলেন ঃ

"নবী করীম (সা) মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে বেশি কুরআন পাঠ করে, আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, সৎ কাজের আদেশ করে, অন্যায় কাজে বাধা দান করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করে, সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সাম্মাকের সূত্রে হাকাম স্বীয় মুসতাদরাকে, নাসায়ী স্বীয় সুনানে এবং আহমাদ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ ইহাতে সেই লোকদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন।

আসল কথা হইল এই যে, উক্ত দায়িত্ব সর্বকালের প্রতিটি উম্মতের জন্যে নির্ধারিত হইয়াছে। মূলত সর্বোত্তম যুগ হইল রাসূল (সা)-এর যুগ। তারপর তাঁহার নিকটবর্তী যুগ এবং তাঁরপর তাহার পরবর্তী যুগ। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

**তাফসীর ঃ** আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ আল আইয়াশী, শু'বা, আবদুর রহমান ইব্‌ন সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন সুনান ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাঁহার আনুগত্য করা ও অবাধ্য না হওয়া, তাহাকে স্মরণ করা ও ভুলিয়া না যাওয়া, তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া ও অকৃতজ্ঞ না হওয়া। ইহার সনদও বিশুদ্ধ এবং মাওকুফ পর্যায়ের। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে আমর ইব্‌ন মাইমুনও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ, সুফিয়ান সাওরী, ইব্‌ন ওহাব ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলার সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, উহার অর্থ, যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ তাহার আনুগত্য কর ও অবাধ্যতা করিও না।"

ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ ও মাসহারের সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্‌দ্বয়ের শর্তেও ইহা সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। অবশ্য হাদীসটি মাওকুফ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ মুররা হামদানী, রবী ইব্‌ন খাইচাম, আমর ইব্‌ন মাইমুন, ইব্‌রাহীম নাখঈ, তাউস, হাসান, কাতাদা, আবু সিনান ও সুদ্দী হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ আল্লাহকে ভয় করার দাবী করিতে পারে না যতক্ষণ সে নিজের জিহ্বাকে সংযত না করিতে পারে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আবুল আলীয়া, রবী ইব্‌ন আনাস, কাতাদা, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান যায়েদ ইব্‌ন আসলাম ও সুদ্দী প্রমুখের মতে আলোচ্য আয়াতটি فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ (সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় কর) আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ। এই আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা রহিত হয় নাই; বরং ইহার অর্থ হইল, আল্লাহর পথে সাধ্যানুযায়ী জিহাদ করা এবং আল্লাহর বিধান পালনে কাহারো বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। পরন্তু পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, এমন কি নিজের ব্যাপারেও ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার করা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 'অবশ্যই তোমরা মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না অর্থাৎ পূর্ণ জীবনটা ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ। তাহা হইলে মহামহিম আল্লাহ অবশ্য তোমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করিবেন। কেননা তাহার নীতি হইল, যে যেই আদর্শের উপর জীবন পরিচালিত করিবে উহার উপরেই তাহার মৃত্যু হইবে। আর যাহার উপরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার উপরেই কিয়ামতের দিন

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। তাহাদের মুখাবয়ব হইবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। তাহারা সবাই একই অন্তরবিশিষ্ট হইবে। আমি আল্লাহর নিকট ইহার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করার পর প্রত্যেকের সংগে সত্তর হাজার করিয়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা বর্ণনা করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মন্তব্য করেন যে, তবে তো দেখা যাইতেছে এই সংখ্যার মধ্যে অজপাড়া ও পল্লীবাসীও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

**হাদীস** ঃ অন্য একটি হাদীসে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর হইতে ধারাবাহিকভাবে মায়মুন ইব্ন মিহরান, মূসা ইব্ন উবাইদ, কাসিম ইব্ন মিহরান, হিশাম ইব্ন হাসান, আবদুল্লাহ ইব্ন বকর সাহমী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (র) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আমার প্রভু আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। উমর (র) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরও বেশির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন না কেন ? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহর নিকট আরও বেশির জন্য প্রার্থনা করায় তিনি প্রত্যেক হাজারের সংগে সত্তর হাজার করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দেন। উমর (রা) বলিলেন, আরও বেশির জন্য প্রার্থনা করিলে কি ভাল হইত না ? তিনি বলিলেন, আমি আবার বৃদ্ধির প্রার্থনা করায় আল্লাহ প্রত্যেকের সংগে সত্তর হাজার বৃদ্ধি করিয়া দেন। উমর (রা) বলেন, আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্যে প্রার্থনা করুন। তিনি বলিলেন, এবারে প্রার্থনা করার পর বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর দুই হাত প্রসারিত করিয়া বেশির পরিমাণ দেখান। হাশিম বলেন, উহার সংখ্যা যে কত হইবে, তাহার হিসাব একমাত্র আল্লাহই জানেন।

**হাদীস** ঃ যমযম ইব্ন যারাআ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, আবুল ইয়ামান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, যমযম ইব্ন যারাআ (র) বলেন ঃ

শুরাইহ ইব্ন উবাইদ (র) বলিয়াছেন, একবার হযরত ছাওবান (র) হেমসে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন সেখানকার আমীর ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন কারাত আল-ইয্দী (র)। তিনি সাওবান (র)-কে দেখিতে আসিলেন না। এদিকে কিলাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে আসেন। সাওবান (রা) তাঁহাকে বলেন, আপনি কি লিখিতে জানেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ, লিখিতে জানি। তখন তাহার দ্বারা তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন কারাতের নিকট এই পত্র লিখান ঃ

"রাসূল (সা)-এর পরিচারক সাওবানের পক্ষ হইতে আমীর আবদুল্লাহ ইব্ন কারাত আল ইযদীর প্রতি। আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ জ্ঞাপন পূর্বক কথা হইলো যে, এই স্থানে যদি হযরত ঈসা (আ)-এর কোন পরিচারক উপস্থিত হইত তবে হয়তো আপনি তাহাকে পরিদর্শন করিতে বা তাহার সংগে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।' অতঃপর চিঠি ভাঁজ করিয়া তাহাকে বলিলেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রটা আমীরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন কি ? তিনি বলিলেন, আচ্ছা, পৌঁছাইয়া দিব। অতঃপর তিনি আমীরের নিকট পত্রটি পৌঁছাইয়া দিলেন। আমীর উহা দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত সাওবানের (রা) দর্শনে আসেন! তাঁহার নিকট আসিয়া অবস্থাদি দেখেন। অতঃপর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে

সাওবান (রা) তাহার চাদর ধরিয়া বলেন, বসুন, একটি হাদীস শুনুন। আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন– আমার উম্মতের মধ্য হইতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। প্রত্যেক হাজারের সংগে আরো সত্তর হাজার করিয়া থাকিবে।

এই সূত্রে একমাত্র ইমাম আহমদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। হাদীসটি বিশুদ্ধ। সমস্ত কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।

**হাদীস ঃ** অন্য সূত্রে সাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসমা রাহবী, শুরাইহ ইব্‌ন উবাইদ, যমযম ইব্‌ন যারাআ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ওরফে আবূ আইয়াশ, আমর ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন যারীক আল হেমসী ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, সাওবান (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমার প্রভু আমার নিকট আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে নিবার অংগীকার করিয়াছেন। আর প্রত্যেক হাজারের সংগে আরও সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করিবেন। সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত এই রিওয়ায়েতে অতিরিক্ত শূরাইহ ও আবূ আসমা রাহবীর উপস্থিতি রহিয়াছে। ফলে রিওয়ায়েতটি আরও জোরালো হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

**হাদীস ঃ** অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান ইব্‌ন হেসীন, হাসান, কাতাদা, মুআম্মার, আবদুর রাজ্জাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

এক রাত্রে আমরা রাসূল (সা)-এর সংগে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করি। অতঃপর প্রত্যূষে আবার তাঁহার সংগে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি বলেন, আজ রাতে আমাকে সকল নবীগণকে তাহাদের উম্মাতসহ দেখানো হইয়াছে। কোন কোন নবীর সংগে ছিলেন মাত্র তিনজন উম্মত, কোন কোন নবীর সংগে ছিলেন ক্ষুদ্র একটি দল, কোন কোন নবীর সংগে ছিলেন একজন উম্মত এবং কোন কোন নবী মাত্র একাই ছিলেন, কোন উম্মত তাঁহার সংগে ছিল না। তবে মূসা (আ)-এর উম্মত দেখিয়া আমি হতচকিত হই। কেননা তাহার সংগে ছিল বনী ইসরাঈলদের বিশাল একটি দল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, এই হইল আপনার ভ্রাতা মূসা (আ) এবং তাহার উম্মত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার উম্মত কোথায় ? তিনি বলিলেন, ডানদিকে লক্ষ্য করুন। ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, অসংখ্য লোকের সমাগম। সমগ্র আসমানের সমতল ভূমিই যেন লোকে পরিপূর্ণ। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ ? আমি বলিলাম, হাঁ প্রভু, সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাসূল (সা) বলিলেন, আমাকে আরও বলা হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের সংগে আরো সত্তর হাজার করিয়া রহিয়াছে যাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

অতঃপর নবী (সা) বলেন, আমার পিতামাতা তোমাদের জন্য উৎসর্গ হউক। যদি সম্ভব হয় তবে এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে অতিরিক্ত দলটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও। যদি তাহাও সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও

যাহাদিগকে সর্বশেষ প্রান্তে দেখা যাইতেছিল। কেননা আমি অনেককে দেখিয়াছি যাহারা আকাশের প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

ইহা শুনিয়া আক্কাশা ইব্ন মাহসান আবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! দু'আ করুন যেন আমি সেই সত্তর হাজারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। তখন তাহার জন্য দু'আ করা হয়। অন্য ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমার জন্যও দু'আ করুন যেন আমিও উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। রাসূল (সা) বলিলেন, আক্কাশা তোমার উপরে অগ্রাধিকার পাইয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আমরা পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলাম যে, সত্তর হাজার হয়তো তাহারা হইবে যাহারা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনে কখনও আল্লাহর সংগে কাহাকেও অংশীদার করেন নাই এবং এই অবস্থায়ই তাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। হুযূর (সা) আমাদের এই মন্তব্য শুনিতে পাইয়া বলিলেন, যাহারা ঝাড়ফুঁকের তোয়াক্কা করে না, আগুন দ্বারা দাগাইয়া নেয় না এবং সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাহারাই সেই দলভুক্ত হইবে।

এই সনদে ইমাম আহমাদও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ও আবদুস সামাদের সনদেও প্রায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে শেষের দিকে এইটুকু বেশি বর্ণিত হইয়াছে যে, 'সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে আমার প্রভু! সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে আমার প্রভু!' সেখানে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে ঃ আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্তুষ্ট হইয়াছ ? আমি বলিলাম, হাঁ প্রভু। তিনি বলিলেন, বাম দিকে তাকাও। রাসূল (সা) বলেন, আমি বাম দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম, অসংখ্য মানুষের বিশাল সমাবেশ। উহাতে আকাশের প্রান্ত ঢাকিয়া গিয়াছে। তিনি আবার বলিলেন তুমি কি সন্তুষ্ট ? আমি বলিলাম, সন্তুষ্ট।"

এই সূত্রে হাদীসটি শুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। তবে একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য কেহ ইহা বর্ণনা বা উদ্ধৃত করেন নাই।

**হাদীস ঃ** ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর, আসিম, হাম্মাদ, আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল আযীম ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন, আমার সমীপে পেশকৃত উম্মত দেখিয়া আমার বড় আনন্দ লাগিয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। পাহাড় প্রান্তর সবই লোকে লোকারণ্য। তখন আমাকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, খুশি হইয়াছ, হে মুহাম্মদ। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, ইহাদের মধ্য হইতে সত্তর হাজার বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। তাহারা হইল যাহারা ঝাড়-ফুঁকের তোয়াক্কা করে না, রাশিচক্রে বিশ্বাস করে না এবং একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।

ইহা শুনিয়া আক্কাশা ইব্ন মাহসান (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন, আমি যেন উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। রাসূল (সা) বলিলেন, তুমি উহাদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রাসূল (সা)-কে বলিলেন, আমার জন্যও দু'আ করুন যেন আমিও উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। রাসূল (সা) বলিলেন, আক্কাশা তোমার উপর প্রাধান্য

প্রাপ্ত হইয়াছে। হাফিয যিয়া আল মুকাদ্দেসী (র) ইহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ ইহা আমার নিকট মুসলিম (র)-এর শর্তের ভিত্তিতে সহীহ্ বলিয়া সাব্যস্ত।

**হাদীস ঃ** ইমরান ইব্ন হেসীন হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, হিশাম ইব্ন হাসান, মুাহাম্মদ ইব্ন আবূ আদী, উকবা ইব্ন মুকাররাম, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মাদ জাযূয়ী ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হেসীন (র) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আমার সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসাবে এবং বিনা শাস্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কাহারা ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যাহারা ঝাড়-ফুঁক, আগুনে দাগান এবং রাশিচক্রের তোয়াক্কা করে না; বরং সর্ব ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। হিশাম ইব্ন হাসানের (র) সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে যুহরীর রিওয়ায়েতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ

আবূ হুরায়রা (র) তাহাকে বলিযাছেন, তিনি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আমার উম্মতের একটি বিশাল দল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর তাহাদের সংখ্যা হইল সত্তর হাজার। তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। অতঃপর আক্কাশা ইব্ন মাহসান আসাদী (র) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করা হয়। রাসূল (সা) বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিন। ইহার পর এক আনসার দাঁড়াইয়া অনুরূপ বলিলেন। রাসূল (সা) তাহাকে বলিলেন, আক্কাশা তোমার ইপর প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

**হাদীস ঃ** সহল ইব্ন সা'দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাযিম, আবূ গাসসান, সা'দ ইব্ন আবূ মারয়াম, ইয়াহয়া ইব্ন উছমান ও আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, সহল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, অবশ্যই আমার সত্তর হাজার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করিবে অথবা সাত লক্ষ। তাহারা একে অপরের হাত ধরিয়া থাকিবে। একে একে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকলেই এইভাবে প্রবেশ করিবে। তাহাদের মুখাবয়ব পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে।

সহল হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাযিম, আবদুল আযীম ইব্ন আবূ হাযিম ও কুতায়বার সূত্রে সহীহ্দ্বয়েও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হেসীন ইব্ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে হাশীম ও সাঈদ ইব্ন মনসূরের সূত্রে মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হেসীন ইব্ন আবদুর রহমান বলেন ঃ

একদা আমি সাঈদ ইব্ন জুবাইরের (র) নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলেন, রাতের ছুটিয়া যাওয়া তারকাটি কেহ লক্ষ্য করিয়াছ কি ? আমি বলিলাম, আমি লক্ষ্য করিয়াছি। আমি নামায পড়িতেছিলাম না। কারণ তখন আমকে বিচ্ছুতে কাটিয়াছিল। তিনি বলেন, বিচ্ছুতে কাটিলে তুমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ? আমি বলিলাম, ঝাড়-ফুঁক করাইয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কে বলিয়াছে ? আমি বলিলাম, শা'বী বলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, শা'বী কি বলিয়াছেন ? বলিলাম, শা'বী বুরাইদা ইব্ন হাসীব আসলামীর সনদে আমাকে বলেন, নজর পড়া ও বিষাক্ত জন্তুর ছোবলের জন্যঝাড়ফুঁক করান বাঞ্ছনীয়। তিনি বলিলেন, আচ্ছা! যে যাহা জানিতে পারিবে তাহাকে তাহাই আমল করিতে হইবে। কিন্তু আমার নিকট নবী (সা) হইতে ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ

আমার সামনে সকল উম্মতকে উপস্থিত করা হয়। আমি লক্ষ্য করিলাম, কোন কোন নবীর সংগে উম্মতের ছোট একটি দল রহিয়াছে, কোন কোন নবীর সংগে রহিয়াছে একজন কি দুইজন মাত্র। কোন কোন নবীর সংগে উম্মতও পরিলক্ষিত হইল না। হঠাৎ একটি বড় দল আমার দৃষ্টিতে পড়িল। ভাবিলাম, এই দল মনে হয় আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে জানানো হইল, এই হইল মূসা (আ) ও তাঁহার উম্মতবৃন্দ। ইহার পর আমি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, বিরাট একটি দল। অতঃপর আমাকে বলা হইল, ইহারাই তোমার উম্মত। আর ইহাদের মধ্য হইতে সত্তর হাজার উম্মত বিনা শাস্তিতে ও বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এই কথা শুনিয়া অনেকে মন্তব্য করিতেছিলেন-ইহারা হয়ত রাসূল (সা)-এর সাহাবীরাই হইবেন। কেহ কেহ বলিতেছিলেন, ইহারা হয়ত ইসলামের উপর জন্ম নিয়াছে এবং সেই হইতে আমৃত্য আল্লাহর সংগে কাহাকেও আশীদার করে নাই। এইভাবে অনেকে অনেক কথা বলিতেছিলেন। ইতিমধ্যে নবী (সা) পুনরায় আগমন করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি নিয়া আলোচনা করিতেছিলে ? তাহারা সব কথা বলিল। ইহার পর রাসূল (সা) বলিলেন, উহারা কখনও ঝাড়-ফুঁক করে নাই, লোহা দ্বারা দাগায় নাই, রাশিচক্র বা শুভ-অশুভ বিশ্বাস করে নাই; বরং সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়াছে। ইহা শুনিয়া আক্কাশা ইব্ন মাহসান রাসূল (সা)-কে বলিলেন, আমাকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ। অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমাকেও উহাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। রাসূল (সা) উত্তরে বলিলেন, আক্কাশা তোমার উপর প্রধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। হাশীম হইতে উসাইদ ইব্ন যায়েদের সূত্রে বুখারীও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনায় ঝাঁড়-ফুকের কথাটি উল্লেখ নাই।

**হাদীস ঃ** জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, যুবাইর, ইব্ন জারীর, ইব্ন উবায়দা ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, যাহারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে তাহাদের মুখাবয়ব পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকিবে। তাহাদের নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করা হইবে না। ইহার পরে যাহারা প্রবেশ করিবে তাহাদের মুখাবয়ব আকাশের তারার মত উজ্জ্বল হইবে।

**হাদীস ঃ** আবূ উমামা বাহেলী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন আসিম স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা বাহেলী (র) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন-আল্লাহ আমার সংগে আমার সত্তর হাজার উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার অংগীকার করিয়াছেন। তাহাদের প্রত্যেক হাজারের সংগে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে। পরন্তু আল্লাহ স্বীয় অঞ্জলির তিন অঞ্জলি লোক জান্নাতে নিক্ষেপ করিবেন।

ইসমাঈল ইব্ন আইয়শা হইতে হিশাম ইব্ন আম্মারের সূত্রে তিবরানীও ইহা বর্ণনা করেন। ইহার সনদও উত্তম।

**অন্যসূত্র** ঃ আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমের ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহয়া ওরফে আবূ ইয়ামান হারবী, সেলীম ইব্ন আমের, সাফওয়ান ইব্ন আমের, ওলীদ ইব্ন মুসলিম, দুহায়েম ও ইব্ন আবূ আসিম বর্ণনা করেন যে,আবূ উমামা (র) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার অংগীকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ইয়াযীদ ইব্ন আখনাস (র) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের তুলনায় এই সংখ্যা তো খুবই নগণ্য। ইহার উপমা হইল মধুর চাক হইতে মধুকরের ঠোঁটে করিয়া তোলা এক বিন্দু মধু মাত্র। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার সংগে ওয়াদা করিয়াছেন সত্তর হাজারের এবং উহা প্রত্যেক দশ হাজার ব্যক্তির আরও সত্তর হাজার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার অধিকার থাকিবে। আর আল্লাহ স্বীয় তিন করপুট লোক জান্নাত দাখিল করাইবেন। ইহার সনদ উত্তম পর্যায়ের।

**হাদীস** ঃ উতবা ইবন আবদুস সালাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আমের ইবন যায়েদ বাকালী, আবূ ইয়াযীদ ইবন সালাম, মুআবিয়া ইবন আবূ আহমাদ ইবন খালিদ ও আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, উতবা ইবন আবদুস সালাম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার ওয়াদা করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেক দশ হাজার আবার সত্তর হাজারকে সুপারিশ করিতে পারিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করপুটে করিয়া তিন করপুট জান্নাতে নিক্ষেপ করিবেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা) আল্লাহু আকবর ধ্বনি করিয়া বলেন–প্রথম সত্তর হাজার তাহাদের পিতা-মাতা-সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-প্রতিবেশীদের জন্য সুপারিশ করিবে। আশা করি, কমপক্ষে আল্লাহর করপুট নিক্ষেপের মাধ্যমে বেহেশতে দাখিল হইতে পারিব।

হাফিজ যিয়া আবূ আবদুল্লাহ মুকাদ্দিসী (র) স্বীয় 'জান্নাতের বর্ণনা' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ এই সনদটি দুর্বল বলিয়া মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

**হাদীস** ঃ আতা ইব্ন আবূ মাইমুন, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, হিশাম ওরফে দাস্তওয়ানী, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ তাঁহাকে রাফাআতুল জুহনী (রা) বলিয়াছেন, আমরা হুযুর (সা)-এর সংগে কাদীদে পৌছিলে কথা প্রসংগে তিনি আমাদিগকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার অংগীকার করিয়াছেন। আমার ধারণা যে, ইহারা প্রবেশ করিতে করিতে তোমরা তোমাদের নিজের জন্যে, ছেলেমেয়েদের জন্যে এবং তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে বেহেশতে স্থান নির্ধারিত করিয়া ফেলিবে।

যিয়া (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি আমার দৃষ্টিতে মুসলিমের শর্তে বিশুদ্ধ।

**হাদীস** ঃ আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নযর ইব্ন আনাস, কাতাদা, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ আমার সংগে আমার চার লক্ষ উম্মতকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার ওয়াদা করিয়াছেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ আরও বাড়াইয়া নিন। রাসূল (সা) বলিলেন, আল্লাহই ইহা নির্ধারিত করিয়াছেন। উমর (রা) বলিলেন, ইহাকেই যথেষ্ট মনে কর। আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমরা যদি সকলে জান্নাতে প্রবেশ করি তাহাতে ক্ষতি কি ? উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে একই অঞ্জলিতে সমগ্র সৃষ্টিকে বেহেশতে নিক্ষেপ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া নবী (সা) বলিলেন, উমর ঠিক বলিয়াছে।

যিয়া (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি এই একমাত্র আবদুর রাযযাকই বর্ণনা করিয়াছেন।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, আবূ হিলাল, সুলায়মান ইব্ন হারব, ইব্রাহীম ইব্ন হাইছাম বালাদী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ও হাফিজ আবূ নঈম ইস্পাহানী বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ আমার এক লক্ষ উম্মতকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার ওয়াদা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরও বাড়াইয়া দিন। রাসূল (সা) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহই ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। সুলায়মান ইব্ন হারবও (রা) হাত দ্বারা উক্ত ইংগিত করিলেন। আমিও বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বাড়াইয়া নিন। উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে অঞ্জলিতে ভরিয়া বেহেশতে নিক্ষেপ করিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন-উমর ঠিক বলিয়াছে।

এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল বটে। আর আবূ হিলালের আসল নাম হইল মুহাম্মদ ইব্ন সালীম রাসেবী বসরী।

অন্য সূত্রে আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, আবদুল কাহির ইব্ন সিররী সালমী, মুহাম্মদ ইব্ন বুকাইর ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, আমার সত্তর হাজার উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে। সকলে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরও বাড়াইয়া নিন। রাসূল (সা) বলিলেন, ইহাদের প্রত্যেকে সত্তর হাজার করিয়া দাখিল করাইবার অধিকার পাইবে। সকলে বলিল, আরো বৃদ্ধি করুন। নবী (সা) বলিলেন, ইহা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তবে আল্লাহ স্বীয় অঞ্জলি ভরিয়া একদল বান্দা বেহেশতে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর তাহারা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল ! ইহার পর যদি কেহ জাহান্নামে যায় সে হতভাগা বৈ নয়।

ইহার সনদ চমৎকার। ইহার প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত-একমাত্র আবদুল কাহির ইব্ন সিররী ব্যতীত। তাহার ব্যাপারে ইব্ন মুঈন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সালিহও তাহার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** ইব্ন উমর ও আবূ বকর ইব্ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদার সনদে তিবরানী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, আমার নিকট আল্লাহ তা'আলা আমার তিন লক্ষ উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার ওয়াদা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরও বাড়াইয়া নিন। ইহার উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, আল্লাহ স্বীয় অঞ্জলি ভরিয়া বান্দাগণকে বেহেশতে নিক্ষেপ করিবেন। উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আও

বৃদ্ধি করিয়া দিন। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) নিজেই মন্তব্য করিলেন, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে এক অঞ্জলি ভরিয়া সব লোকই বেহেশেতে নিক্ষেপ করিতে পারেন। রাসূল (সা) বলিলেন, ঠিকই বলিয়াছ, হে উমর!

**হাদীস ঃ** আবূ সাঈদ আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস আল কিন্দী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইয়াযীদ ইব্‌ন সালাম, আবূ তাওবা, আহমদ ইব্‌ন খালিদ ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ আনসারী (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার অংগীকার করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রত্যেক হাজার লোক সত্তর হাজার ব্যক্তিকে সুপারিশ করিতে পারিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তিনবার অঞ্জলি ভরিয়া বেহেশতে নিক্ষেপ করিবেন। কাইস (র) বলেন-আমি আবূ সাঈদকে (রা) জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা রাসূল (সা) হইতে শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি আমার নিজের কানে শুনিয়াছি এবং উহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। ইহার পর আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (সা) আরও বলিয়াছেন যে, আমার উম্মতের সকল মুহাজির ইহার মধ্যে আসিয়া যাইবে। অবশিষ্ট সংখ্যা পল্লীবাসীদের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে।

আবূ তাওবা রবী' ইব্‌ন নাফে হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সহল ইব্‌ন আসকারের সনদেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইহাতে এইটুক বেশি বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর সামনে হিসাব করা হইলে ইহার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় চার কোটি সত্তর হাজার।

আবূ মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাইহ ইব্‌ন উবাইদ, যমযম ইব্‌ন যারাআ, ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ, হাশীম ইব্‌ন মারছাদ তিবরানী ও আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক বলেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যাঁহার হাতে আমি মুহাম্মাদের আত্মা তাঁহার শপথ! তোমরা অন্ধকার রাত্রির মত অসংখ্য লোক একই সংগে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হইবে ও গোটা প্রান্তর তোমাদের দ্বারা ঢাকিয়া যাইবে। সমস্ত ফেরেশতা বলিয়া উঠিবেন, 'মুহাম্মদের সংগে যে দলটি আসিয়াছে তাহা সমস্ত নবীর সকল দল অপেক্ষা অনেক বেশি।' ইহার সনদসমূহ অতি উত্তম। অসংখ্য হাদীস প্রমাণ বহন করিতেছে যে, আল্লাহর নিকট এই উম্মতের প্রচুর সম্মান ও মর্যাদা রহিয়াছে। ইহারা দুনিয়া ও আখিরাতের অন্যান্য উম্মত হইতে উত্তম আসনে প্রতিষ্ঠিত।

**হাদীস ঃ** জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবাইর, ইব্‌ন জারীজ, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আশা করি জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশই আমার উম্মতদের মধ্য হইতে হইবে। আমরা সবাই উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আশা করি এক-তৃতীয়াংশই আমার উম্মত হইবে। ইহা শুনিয়া আমরা উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিলাম। অতঃপর তিনি আবার বলিলেন, আশা করি জান্নাতীদের অর্ধেকই আমার উম্মতের মধ্য হইতে হইবে।

ইব্‌ন জারীজ ও রূহ হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মুসলিমের শর্তের আনুকূল্যে রহিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মুন ও আবূ ইসহাক সাবীঈর সূত্রে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাদের সামনে বলিয়াছেন, তোমরা বেহেশতের এক-চতুর্থাংশ হইলে তাহাতে কি তোমরা সন্তুষ্ট ? খুশিতে আমরা উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন- তোমরা বেহেশতের এক-তৃতীয়াংশ হইলে তাহাতে কি তোমরা সন্তুষ্ট ? এইবারও আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তো আশা করি তোমরা বেহেশতবাসীদের অর্ধেক হইবে।

অন্য সূত্র ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান, হারিছ ইব্‌ন হেসীন, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যায়েদ, আফফান ইব্‌ন মুসলিম, আহমাদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুসাওয়ার ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, সমগ্র জান্নাতবাসীর এক-চতুর্থাংশ যদি তোমরা হও এবং বাকি তিন-চতুর্থাংশ যদি অন্যান্য উম্মত থাকে, তাহা কেমন হয় ? সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা) বলিলেন, যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ হও, তাহা হইলে কেমন হয় ? তাহারা বলিলেন, তবে তো অসংখ্য হইয়া যায়। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি সারি হইবে। উহার আশিটিই হইবে তোমরা।' তিবরানী (র) বলেন, একমাত্র হারিছ ইব্‌ন হেসীনই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ বুরাইদা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মুসলিম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, বুরাইদা বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি সারি হইবে। তন্মধ্যে আশিটি হইবে এই উম্মতের।

ধারাবাহিকভাবে আবদুল আযীয ও আফফান হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আবূ সিনানের সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ হাদীসটি উত্তম পর্যায়ের। বুরাইদা হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন বুরাইদা, আলকামা ইব্‌ন মারছাদ ও সুফিয়ান সাওরীর সনদে ইব্‌ন মাজাও বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ বাজালী, আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান দামেস্কীর সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস বলেনঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি সারি হইবে। তন্মধ্যে আশিটি হইবে আমার উম্মতের। খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ বাজালীর সূত্রেই কেবল ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আদী ইহাকে ত্রুটিপূর্ণ বলিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমরের পিতা, আবূ আমর, সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক, হাশিম ইব্‌ন খালিদ, মূসা ইব্‌ন গাইলান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ। -এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন, জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ তোমরা থাকিবে। আবার বলেন, জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ তোমরা থাকিবে। আবার বলেন, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরা থাকিবে। অতঃপর বলেন, তোমরা হইবে জান্নাতবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন তাউসের পিতা, ইব্ন তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আসিয়াছি, অথচ জান্নাতে সর্বপ্রথমে প্রবেশ করিব। যদিও আমাদের পূর্বে তাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদিগকে তাহাদের পরে কিতাব দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ করিয়াছে-আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সেই বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়াছেন। অতঃপর জুমুআর ব্যাপারেও তাহারা ইখতিলাফ করিয়া আমাদের পিছনে রহিয়াছে-ইয়াহুদীরা শনিবার এবং খ্রিস্টানরা রবিবার জুমআ পালন করে। মারফূ সূত্রে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা, তাউস ও আব্দুল্লাহ ইব্ন তাউসের সনদে সহীহদ্বয়েও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও আ'মাশের সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে আসিয়াছি, অথচ কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে থাকিব এবং সর্বাগ্রে বেহেশতে প্রবেশ করিব........।

হাদীস ঃ উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, যুহরী ও আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আকীলের সনদে একমাত্র দারেকুতনী বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন, আমি যে পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ না করিব, সে পর্যন্ত অন্য নবীদের বেহেশতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং আমার উম্মত যে পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ না করিবে সে পর্যন্ত অন্য নবীগণেরে উম্মতদের বেহেশতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।"

অতঃপর দারেকুতনী বলেন ঃ আমিই কেবল এই হাদীসটি যুহরী (র) হইতে ইব্ন আকীলের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছি। এই সূত্রে ইহা অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। ইব্ন আকীল হইতে যুহায়র ইব্ন মুহাম্মাদ এবং যুহায়র হইতে আমর ইব্ন আবূ সালমাও শুধু এই সূত্রধারায় ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আকীল, যুহাইর ইব্ন মুহাম্মাদ সাদাকাহ দামেস্কী, আবূ হাফস তুনাইসী, আবূ বকর আই'য়ান, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ গিয়াছ, আহমাদ ইব্ন হুসাইল ইব্ন ইসহাক ও আবূ আহমাদ ইব্ন আদী আল হাফিজ এবং যুহাইর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল হইতে ধারাবাহিকভাবে সাদাকাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ, আমর ইব্ন সালমা, আহমাদ ইব্ন ঈসা তুনাইসী, আবূ নঈম আব্দুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ, আবূ আব্বাস মুখাল্লেদী ও ছা'লাবী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসসমূহ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ/الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এই আয়াতেরই সমর্থক ও ব্যাখ্যামূলক। তাই যাহারা এই আয়াতকে বাস্তবে রূপদান করিবে তাহারা উল্লিখিত প্রশংসার দাবিদার হইবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ উমর (রা) হজ্জের প্রাক্কালে كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলেন, যদি তোমরা এই আয়াতের প্রশংসার অংশীদার হইতে চাও, তবে এই আয়াতের দাবি বাস্তবায়ন কর। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহারা ইহা বাস্তবায়ন করে না তাহাদের উদাহরণ হইল সেই কিতাবীগণ যাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে নিন্দা করিয়াছেন ঃ كَانُوْا لاَيَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ তাহারা লোকদিগকে অন্যায় করিতে বারণ করিত না। তাই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের প্রশংসা করে পরবর্তী আয়াতে উক্ত কিতাবীদের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেনঃ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ। আহলে কিতাবরা যদি ঈমান স্থাপন করিত। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা মানিত। তবে لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ। "তাহাদের জন্য উহা মংগল ছিল। তাহাদের মধ্যে কিছু তো রহিয়াছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হইল পাপাচারী।" অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই আল্লাহর প্রতি, তাহাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি এবং তাহাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান রাখে। তাহাদের অধিক সংখ্যকই ভ্রষ্ট, কাফের, অবাধ্য এবং পাপাচারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদিগকে কাফেরদের মুকাবিলায় সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলেন ঃ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلاَّ اَذًى وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُوْنَ "যৎসামান্য কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তাহারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি তাহারা তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহারা পশ্চাদপসরণ করিবে। অতঃপর তাহাদের সাহায্য করা হইবে না।'

যেমন, আল্লাহ তা'আলা খায়বারের যুদ্ধে তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পালাইয়া গিয়াছিল। অনুরূপভাবে ইহার পূর্বেও মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু কাইনুকা, বনু নযীর ও বনু কুরাইযাকে আল্লাহ তা'আলা চরমভাবে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে সিরিয়ার খ্রিস্টানরা সাহাবীদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয় এবং সিরিয়া চিরদিনের জন্য মুসলমানদের করতলগত হয়। অতঃপর সিরিয়ায় একদল সত্যপন্থী হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তিনি আগমন করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীআত অনুযায়ী শাসন করিবেন, ক্রুশ ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন, শূকর হত্যা করিয়া ফেলিবেন এবং জিযিয়া কর মওকুফ করিয়া দিবেন। ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ।"আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত তাহারা যেইখানেই অবস্থান করিয়াছে, সেইখানেই তাহাদের উপর লাঞ্ছনা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও হীনতা অবধারিত রহিয়াছে এবং কোথাও তাহাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নাই। اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ। তবে একমাত্র আল্লাহর আশ্রয়ে তাহাদের নিরাপত্তা রহিয়াছে। অর্থাৎ মুসলমানদের সংগে যদি শান্তিচুক্তি হয় এবং যদি তাহারা জিযিয়া প্রদান করে ও মুসলমান খলীফার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, তবে হয়ত তাহারা নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে।

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ যদি তাহাদের কাহাকেও কোন চুক্তিকৃত ও অংগীকারাবদ্ধ দাস কিংবা বন্দী মুসলামান, এমনকি কোন মুসলমান মহিলাও নিরাপত্তা দান করে, তবুও উহা কার্যকরী হইবে।

মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, যিহাক, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী ও রবী ইব্ন আনাসও এইরূপ বলিয়াছেন। وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ তাহাদের ললাটে আল্লাহর ক্রোধ ও লাঞ্ছনা সংযুক্ত

হইয়াছে! অবশ্য তাহারা ইহারই উপযুক্ত ছিল। তেমনি وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ তাহাদের উপর চাপান হইয়াছে গলগ্রহতা। অর্থাৎ বস্তুগতভাবে এবং বিধানগতভাবে তাহারা গলগ্রহতার শিকার হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করিয়াছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে। অর্থাৎ ইহাও তাহাদের পাপ, অবাধ্যতা ও অহংকারের ফসল। আর এইজন্যেই তাহারা হীনতা, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ 'ইহার কারণ, তাহারা নাফরমানী করিয়াছে এবং সীমালংঘন করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে ও রাসূলগণকে হত্যা করিয়াছে। ফলে তাহারা অত্যধিক পরিমাণ পাপ করিয়াছে এবং আল্লাহর বিধান লংঘন করিয়াছে। ইহা হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আল্লাহই প্রার্থনা গ্রহণকারী ও সাহায্যকারী।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুআম্মার ইযদী, ইব্রাহীম, সুলায়মান, আ'মাশ, শু'বা ও আবূ দাউদ তায়ালুসী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলরা এক এক দিন তিনশত করিয়া নবী হত্যা করিত এবং দিনের শেষভাবে বাজারে গিয়া কাজকর্মে লিপ্ত হইত।

(١١٣) لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○

(١١٤) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(١١٥) وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○

(١١٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(١١٧) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

১১৩. 'কিতাবীদের সকলে একরকম নহে। তাহাদের একদল স্থির রহিয়াছে। রাত্রিকালে তাহারা আল্লাহর বাণী আবৃত্তি করে ও সিজদা করে।"

**১১৪. "তাহারা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে,, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে বাধা দেয় আর তাহারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। এবং তাহারাই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।"**

**১১৫. "উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে তাহা কখনও অস্বীকার করা হইবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের ব্যাপারে যথেষ্ট অবহিত।"**

**১১৬. "যাহারা কুফরী করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কখনও কোন কাজে আসিবে না। তাহারাই অগ্নিকুণ্ডের বাসিন্দা, সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।"**

**১১৭. "পার্থিব স্বার্থে তাহারা যাহা ব্যয় করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল প্রচণ্ড এক হিমপ্রবাহ। যে জাতি নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে উহা তাহাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত হানিয়া ধ্বংস করে। আল্লাহ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন নাই, তাহারাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে।"**

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ নাজীহ বলেনঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে হাসান ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ لَيْسُوْا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاۤئِمَةٌ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ প্রসংগে বলেন যে, আহ্‌লে কিতাব এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতগণ সমান নয়। সুদ্দীও (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার সমর্থনে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) স্বীয় মুসনাদে ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে যার, আসিম, শায়বান, আবূ নযর ও হাসান ইব্‌ন মূসার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূল (সা) ইশার নামাযে আসিতে বিলম্ব করেন। লোকগণ তাঁহার অপেক্ষায় ছিল। ইতিমধ্যে তিনি আগমন করেন। অতঃপর বলেন, এখন তোমাদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের লোক আল্লাহর যিকর করিতেছে না। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন-অতঃপর এই আয়াতটি لَيْسُوْا سَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ হইতে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, অধিকাংশ মুফাসসিরের প্রসিদ্ধ অভিমত হইল, এই আয়াতসমূহ আহলে কিতাবদের আলিমগণ যথা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, আসাদ ইব্‌ন উবাইদ, ছা'লাবা ইব্‌ন শু'বা প্রমুখ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বের আয়াতে বর্ণিত নিন্দিত আহলে কিতাবগণ এই কিতাবীগণের সমান নয় যাহারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ইহা রিওয়ায়েত করেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَيْسُوْا سَوَاءً তাহারা সবাই সমান নয়। অর্থাৎ ঢালাওভাবে সবাই সমান নয়; বরং তাহাদের কিছু ঈমানদার এবং কিছু অত্যাচারী।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন, আহলে শরীআতের একাগ্র অনুসারী ও নবী (সা)-এর একান্ত অনুরাগী। অন্য কথায় তাহারা ইসলামের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ তাহরা আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে এবং নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ করে।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ পরন্তু তাহারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়, অকল্যাণ হইতে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে থাকে। আর ইহারাই হইল সৎকর্মশীল!

এই সূরার শেষের দিকেও আলোচিত হইয়াছে যে, وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর উপর, তোমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার উপর এবং তাহাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস রাখে। আর আল্লাহকে ভয় করে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ তাহারা যে সব সৎকাজ করিবে, কোন অবস্থাতেই সেইগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইবে না। অর্থাৎ তাহাদের আমল বিনষ্ট করা হইবে না; বরং তাহাদিগকে উহার উত্তম প্রতিদান দেওয়া হইবে। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ আর আল্লাহ পরহেযগারদের বিষয়ে অবগত অর্থাৎ আমলকারীর কোন আমলই আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে নয় এবং কোন সৎকার্যই বিনষ্ট করা হয় না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফের-মুশরিকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে আযাব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাহাদের এই সব কোনই উপকারে আসিবে না। وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তাহারাই হইল দোযখের অধিবাসী, তাহারা সেই আগুনে চিরকাল থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফেরদিগকে দেওয়া পার্থিব সম্পদ সম্পর্কে একটি উপমা উপস্থাপন করিয়াছেন। মুজাহিদ, হাসান ও সুদ্দী উহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاكَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا فِيْهَا صِرٌّ পার্থিব স্বার্থে ব্যয়ের তুলনা হইল হিমপ্রবাহের মতো, যাহাতে রহিয়াছে তুষারের শৈত্য অর্থাৎ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এই মর্মার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান, কাতাদা, যিহাক ও রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখ। আতা বলেনঃ ইহার অর্থ হইল, বরফ জমিয়া যাওয়া।

فِيْهَا صِرٌّ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ বলেনঃ ইহার মর্মার্থ হইল আগুন। অর্থাৎ শীতে বরফ জমিয়া উহা সেইভাবে বিনষ্ট হইয়া যাওয়া যেভাবে আগুন জিনিসকে পুড়িয়া ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দেয়। اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ যাহা সেই জাতির শস্য ক্ষেত্রে গিয়া আঘাত হানিয়াছে যাহারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করিয়াছে। ফলে সব কিছু জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিয়াছে। মোট কথা শস্য ক্ষেতে বরফ জমিয়া যাওয়ার ফলে যেভাবে উহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়, কাফেরদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ইহারা যাহা ব্যয় করে তাহার বিনিময়ে পুণ্য লাভ তো দূরের কথা, বরং তাহাদের আরও শাস্তি হইবে। অর্থাৎ উহা সম্পূর্ণ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ বস্তুত আল্লাহ তাহাদের উপর কোন অন্যায় করেন নাই, কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে।

(١١٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

(١١٩) هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۗ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(١٢٠) اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

১১৮. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের ছাড়া অপর কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না; তাহারা তোমাদের ক্ষতি করিতে ছাড়িবে না। তোমাদের যাহাতে অনিষ্ট হয় তাহাই তাহাদের কাম্য। তাহাদের মুখে যতটুকু বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তাহা হইতে যাহা তাহারা অন্তরে লুকাইয়া রাখে তাহা আরও মারাত্মক। তোমাদের জন্য বিশদভাবে নিদর্শন বর্ণনা করিলাম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।"

১১৯. "দেখ, তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না। অথচ তোমরা সকল কিতাবে বিশ্বাস কর। তাহারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। কিন্তু তাহারা যখন একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তাহারা আঙ্গুল কামড়াইয়া থাকে। বল, তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরসমূহের খবরাখবর ভালভাবেই জানেন।'

১২০. "তোমাদের ভাল দেখিলে তাহারা দুঃখ পায়, আর তোমাদের ক্ষতি দেখিলে তাহারা খুশি হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল ও মুত্তাকী হও, তবে তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহাদের যাবতীয় কার্যা আল্লাহর আয়ত্তাধীন রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে মুনাফিকদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ মু'মিনরা গোপন তথ্য ও অন্তরের কথা মুনাফিকদের নিকট প্রকাশ করিবে না। কেননা তাহারা আন্তরিকভাবে মু'মিনদেরকে ভালবাসে না। তাহারা শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মু'মিনদের অমংগল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। অর্থাৎ তাহাদের চিন্তাই হইল কিভাবে মু'মিনদের ক্ষতি সাধন করা যায়। এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সকল পন্থাই তাহারা অবলম্বন করে। সুযোগ পাইলেই তাহারা ভীষণভাবে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিবে এবং তখন তাহাদের

গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইবে! তাই তোমরা তাহাদের নিকট তোমাদের গুপ্ত কথা কখনো প্রকাশ করিও না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ 'তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। অর্থাৎ যে তোমাদের ধর্মানুসারী, যে তোমাদের গোপন ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত এবং এই ব্যাপারে বিশ্বস্ত বলিয়া প্রামণিত, তাহাকেই কেবল অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর।

আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, যুহরী, ইব্‌ন আবূ আতীক, মূসা ইব্‌ন উকবা, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইউনুস প্রমুখের সনদে বুখারী ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ এমন কোন নবী এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন নাই যাহার দুইজন বন্ধু না ছিল। একজন তাহাদিগকে সৎপরামর্শ দান করেন এবং সৎপথ অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। আর অপরজন তাঁহাদিগকে অসৎ পরামর্শ দিয়া থাকে এবং অসৎ পথে চলার জন্য উৎসাহিত করে। তবে আল্লাহ যাহাকে রক্ষা করেন, সেই ইহা হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম হয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা যুহরী, মুআবিয়া ইব্‌ন সালাম এবং আওযাঈও মারফূ সূত্রে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সালমা হইতে বর্ণিত হাদীসই যুহরীর নিকট নির্ভরশীল এবং নাসায়ীও যুহরী হইতে উহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। বুখারীও স্বীয় সহীহ সংকলনে এই হাদীসটির শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে রিওয়ায়েতে ইহাদের উপস্থিতি শর্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন-আবূ আইউব আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, সাফওয়ান ইব্‌ন সালাম ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ জাফরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হয়ত আবূ সালমা তিনজন সাহাবী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আবূ দাহকানা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যাম্বা, আবূ হাইয়ান তায়মী, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, আবূ আইউব মুহাম্মদ ইব্‌ন ওযযান, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতীম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবূ দাহকানা (র) বলেন ঃ উমর (রা)-কে বলা হয় যে, এখানে হিরাতের এক ব্যক্তি আছে, সে ভাল লিখিতে পারে এবং স্মরণশক্তিও প্রখর। আপনি তাহাকে আপনার লেখক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারেন। উমর (রা) বলিলেন, তুমি কি আমাকে একজন অমুসলিমকে অন্তরংগ করিয়া গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিতেছ?

অতএব আলোচ্য আয়াত এবং এই ঘটনাটির আলোকে বুঝা গেল যে, দায়িত্বশীল কর্মচারী নিয়োগের বেলায় সতর্ক হইতে হইবে। তেমনি সামরিক বিষয় এবং অন্যান্য গোপন বিষয়ে কোন তথ্য ফাঁস হইয়া যাওয়ার আশংকায় অমুসলিমদেরকে এই সকল পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ তাহারা তোমাদের অমংগল সাধনে কোন ত্রুটি করিবে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাহাতেই তাহাদের আনন্দ। আযহার ইব্‌ন রাশেদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আওয়াম, হাশীম, ইসহাক ইব্‌ন ইস্‌রাঈল ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আযহার ইব্‌ন রাশেদ (রা) বলেন ঃ

লোকজন হযরত আনাস (রা)-এর নিকট হাদীস শুনিতে যাইত। তাহার কোন হাদীস বুঝে না আসিলে তাহারা হাসান বসরী (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। একদা আনাস (রা) হযরত নবী (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, 'তোমরা মুশরিকদের অগ্নি হইতে আলোক গ্রহণ করিও না এবং আংটিতে আরবী অংকন করিও না।' শ্রোতারা ইহা বুঝিতে না পারিয়া হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট আসিয়া বলিল যে, রাসূল (সা) হইতে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, "তোমরা মুশরিকদের অগ্নি হইতে আলোক গ্রহণ করিও না এবং আংটিতে আরবী অংকন করিও না।" অতঃপর হাসান বসরী (রা) ইহার ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদেরকে বলেন যে, "তোমরা আংটিতে আরবী অংকিত করিও না-ইহার অর্থ হইল আংটিতে মুহাম্মদ (সা)-এর নাম খোদাই না করা। আর "মুশরিকদের অগ্নি হইতে আলোক গ্রহণ না করার অর্থ হইল-কোন ব্যাপারেই মুশরিকদের সংগে পরামর্শ না করা। ইহার পর হাসান বসরী (র) বলেন, কুরআনেই ইহার সত্যতার প্রমাণ রহিয়াছে। যথা ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ। অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না।" হাফিজ আবূ ইয়ালা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ধারাবাহিকভাবে হাশীম, মুজাহিদ ইব্ন মূসা ও নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাশীমের সনদে ইমাম আহমাদ হাসান বসরীর ব্যাখ্যা ব্যতীত ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) এর এই ব্যাখ্যাটি বিবেচ্য বিষয়। ولاتنقشوا فى خواتيمكم عربيًا -এর অর্থ হইল আরবী অক্ষরে হুযূর (সা)-এর নাম আংটিতে না লেখা। কেননা- হুযূর (সা)-এর আংটিতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ। লেখা ছিল। তাই যাহাতে উহার সহিত সাদৃশ্য সৃষ্টি না হইয়া যায়।

অন্য হাদীসেও আসিয়াছে যে, রাসূল (সা) অন্য সকল ব্যক্তিকে আংটিতে তাঁহার নাম খোদাই করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এর ভাবার্থ হইল, মুশরিকদের আশেপাশে বসবাস না করা। যদি এক শহরে থাকিতে হয়, তবে তাহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা কিংবা সেই শহর হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া।

আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'যাহারা মুশরিকদের সংগে মেলামেশা করে ও তাহাদের সংগে বসবাস করে, তাহারা তাহাদেরই মত।

অতএব দেখা গেল, হাসান বসরী (র) আয়াত উদ্ধৃত করিয়া যে ব্যাখা দান করিয়াছেন তাহা সঠিক নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাহাদের মুখেই ফুটিয়া উঠে। আর যাহা কিছু তাহাদের মনে গোপন রহিয়াছে, তাহা আরও অনেক গুণ বেশি জঘন্য।' অর্থাৎ তাহাদের মুখাবয়বেই বিদ্বেষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। তাহাদের কথা দ্বারা ও আভাস ইংগিতে শত্রুতার প্রকাশ ঘটে। পরন্তু ইসলাম ও মুসলমানের ব্যাপারে তাহাদের যে জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব রহিয়াছে তাহা তোমাদের জানা নাই। তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিলাম। তাই কখনো প্রতারণার ফাঁদে পড়িও না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ "তোমাদের জন্য বিশদভাবে নিদর্শন বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইল, যদি তোমরা তাহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হও।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ দেখ! তাহাদিগকে তোমরাই ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদের প্রতি মোটেই সদ্ভাব পোষণ করে না।' অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! মুনাফিকরা বাহ্যত ঈমানদারী প্রকাশ করে বলিয়া তাহাদিগকে তোমরা ভালবাস। অথচ তাহারা তোমাদিগকে বাহ্যিক বা আন্তরিক কোনভাবেই ভালবাসে না।

وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ 'অথচ তোমরা সকল কিতাবেই বিশ্বাস কর।' অর্থাৎ তোমরা নিঃসন্দেহে ও অসংকোচে সকল আসমানী কিতাবের উপর সমানভাবে বিশ্বাস রাখ, অথচ তাহারা তোমাদের কিতাবের ব্যাপারে আজও সন্দেহ-সংকোচের গহবরে নিপতিত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মাদ, ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যে সকল গ্রন্থ অতিবাহিত হইয়াছে প্রত্যেকটির উপরই গভীর বিশ্বাস রাখ। অথচ তাহারা তোমাদের কিতাবের সত্যতাকে অস্বীকার করে। তাই তাহাদের সাথে তোমাদেরই শত্রুতা পোষণ করার যৌক্তিকতা রহিয়াছে। তাহা না করিয়া উল্টা তোমরা তাহাদিগকে ভালবাস।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ 'অথচ তাহারা যখন তোমাদের সংগে মিশে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' পক্ষান্তরে তাহারা যখন পৃথক হইয়া যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশত আংগুল কামড়াইতে থাকে।' الْأَنَامِلَ অর্থ আগুলের অংশ। কাতাদা এই অর্থ করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা), সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখ বলেন ঃ الْأَنَامِلَ অর্থ الاصابع অর্থাৎ আংগুলসমূহ।

মূলত মুনাফিকদের কাজই হইল মু'মিনদের সাথে বেশ ঈমানদারী জাহির করা, কিন্তু গোপনে প্রতিটি পথ ও পন্থায় মুসলমানদের ক্ষতি করিতে তৎপর থাকা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ অর্থাৎ যখন তাহারা পৃথক হইয়া যায়, তখন অত্যধিক আক্রোশবশত আংগুল কামড়াইতে থাকে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ 'বল, তোমরা তোমাদের আক্রোশেই মরিয়া যাও। নিশ্চয় আল্লাহ মনের কথা ভালভাবে জানেন।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে তাঁহার নিয়ামত দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান দান করিয়াছেন। কলেমা পাঠ করাইয়া তাহাদের অন্তর পবিত্র করিয়াছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দিয়া বাহ্যিক সৌন্দর্যও বাড়াইয়াছেন। তাই হিংসায় তাহারা অহর্নিশ জ্বলিয়া মরিতেছে। আল্লাহও তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তোমরা তোমাদের আক্রোশের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মর।

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ আল্লাহ মনের কথা ভালোই জানেন। অর্থাৎ মু'মিনদের ব্যাপারে তাহারা অন্তরে যে শত্রুতা, ক্রোধ ও হিংসা পোষণ করে, সেই সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। তাহাদের এই হিংসার জ্বলনই তাহাদের ইহকালের শাস্তি স্বরূপ এবং পরকালে জাহান্নামের কঠিন ও মর্মবিদারক শাস্তি তো রহিয়াছেই। সেখানে অনন্তকাল থাকিতে হইবে এবং

তাহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। ফলে সেই জাহান্নাম হইতে কখনো তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا অর্থাৎ তোমাদের যদি কোন মংগল হয়, তাহা হইলে তাহাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমংগল হয়, তাহা হইলে তাহারা আনন্দিত হয়।

ইহা দ্বারা মু'মিনদের প্রতি কাফির মুনাফিকদের কঠিন শত্রুতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ মুমিন যখন কোন বিপদে পড়ে কিংবা যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন তাহারা যারপরনাই খুশি ও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। যেমন ওহুদের যুদ্ধে যে দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, উহাতে মুনাফিকরা খুশি হইয়াছিল।

তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের লক্ষ্য করিয়া বলেন : وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাহাদের হাজার চক্রান্তেও তোমাদের কোনই ক্ষতি হইবে না।

এখানে মু'মিনগণকে সবর ও তাকওয়ার দ্বারা মুনাফিকদের চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ পাক উপদেশ দিতেছেন এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে বলিয়াছেন। কেননা তিনি তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি অবকাশ না দিলে তাহাদের নড়চড় করারও শক্তি নাই। তিনি তাঁহার ইচ্ছা মাফিক কাজ সম্পাদন করেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই অস্তিত্ব লাভ করে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিসের অস্তিত্বে আসা অকল্পনীয় ও অবাস্তব।

ইহার পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করিয়াছেন।

(١٢١) وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(١٢٢) اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(١٢٣) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১২১. 'স্মরণ কর, যখন তুমি নিজ পরিজনবর্গের নিকট হইতে প্রত্যূষে বাহির হইয়া মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে ঘাঁটিতে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছিলে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

১২২. "যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং আল্লাহ উভয় দলের অভিভাবক ছিলেন, মু'মিনদের উচিত আল্লাহর উপর নির্ভর করা।"

**১২৩. "আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হয়ত তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।"**

তাফসীর ঃ জমহুর বলেন ঃ এই আয়াতে ওহুদের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহারা হইলেন ইব্ন. আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদ ও সুদ্দী প্রমুখ।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ইহাতে আহ্যাবের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বর্ণনাটি খুবই দুর্বল এবং একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

ওহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর এগারই শাওয়াল শনিবার সংঘটিত হইয়াছিল।

কাতাদা বলেন ঃ এগারই শাওয়াল দিনগত রাতে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল।

ইকরামা বলেন ঃ পনেরই শাওয়াল শনিবার ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হইল এই যে, বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার প্রতিশোধের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকা আবূ সুফিয়ানের ব্যবসার সম্পূর্ণ আয় যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য জমা করিয়া রাখে। নিহতদের সন্তান-সন্ততিরা ঘোষণা করে যে, এই সম্পদ মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্যে ব্যয় করা হইবে। এভাবে তাহারা যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে ও যোদ্ধা সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। তিন হাজার বাহিনীর এক বিরাট দল তাহারা প্রস্তুত করে। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়া তাহারা মদীনার দিকে অগ্রসর হইয়া একেবারে মদীনার প্রান্তে গিয়া পৌঁছে। এই সময় রাসূল (সা) জুমুআর নামায শেষে বনী নাজ্জারের জনৈক ব্যক্তির জানাযা পড়িতেছিলেন। তাহার নাম ছিল মালিক ইব্ন আমর।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-এই মুহূর্তে আমরা কোন্ পন্থা গ্রহণ করিতে পারি ? অর্থাৎ আমরা কি মুকাবিলার জন্য তাহাদের সম্মুখে যাইব, না মদীনায় থাকিয়া তাহাদিগকে প্রতিহত করিব ? আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই মদীনার ভিতর থাকার পরামর্শ দিল। কেননা শত্রুরা যদি মদীনার বাহিরে অবস্থান নেয়, তবে তাহা তেমন কোন সুবিধাজনক অবস্থান নয় এবং তাহারা বেষ্টিত হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে যদি তাহারা মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তবে আমাদের বীরপুরুষরা তরবারির আঘাতে তাহাদের জনমের আশা পূর্ণ করিয়া দিবে। অন্যদিকে আমাদের মহিলা ও শিশু-কিশোরদের তীর ও পাথরের উপর্যুপরি আঘাতে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িবে। তারপর যদি তাহারা এমনিই ফিরিয়া যায়, তবে তাহারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

পক্ষান্তরে যে সকল সাহাবী বদরের যুদ্ধে শরীক হইতে অপারগ ছিলেন, তাহাদের পরামর্শ ছিল যে, মদীনার বাহিরে তাহাদের সংগে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। সেমতে রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহে গমন করেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাহির হন। ইহা দেখিয়া মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করার পরামর্শদাতা সাহাবীগণ লজ্জিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এইখানে থাকিয়া যুদ্ধ করায় সুবিধা হয় তবে এইভাবে থাকুন। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি কোন নবী যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, তবে তাহার জন্য উহা হইতে প্রত্যাবর্তন করা অশোভনীয়। হাঁ, যদি আল্লাহর পক্ষ হইতে সেরূপ নির্দেশ আসে, তবে অন্য কথা।

রাসূলুল্লাহ (সা) এক হাজার সৈন্য নিয়া যুদ্ধের জন্য বাহির হন। যখন তাহারা 'শওত' নামক স্থানে পৌছিল, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই বলিয়া তিনশত লোক নিয়া চলিয়া আসিল যে, বুঝিতে পারিলাম, আজ যুদ্ধ হইবে না। ইহা আগে বুঝিলে এতদূর আসারও কোন প্রয়োজন ছিল না।

ইহার পরও রাসূলুল্লাহ (সা) বাকি লোকজন লইয়া ওহুদের পাদদেশে উপস্থিত হন এবং তাহারা ওহুদ-পাহাড়কে পশ্চাতে রাখিয়া দাঁড়ান। অতঃপর বলেন, আমি নির্দেশ না দিলে তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। বস্তুত মাত্র সাতশত যোদ্ধা নিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনের একটি তীরন্দাজ দলকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ পাহারা দিবে ও এদিক-ওদিক যাইবে না এবং নিজ স্থানে দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি আমাদের হাতে বিশেষ কোন সুযোগও আসিয়া যায়, তথাপি কোন অবস্থাতেই তোমরা নিজ স্থান ত্যাগ করিবে না।

ইহা বলিয়া তিনি দুইটি লৌহবর্ম পরিধান করেন এবং বনী আবদুদ দার গোত্রের মাসআব ইব্ন উমাইরকে পতাকা প্রদান করেন।

সেদিন কিছু সংখ্যক কিশোরকেও যুদ্ধের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। তাহারা পরবর্তীকালে খন্দকের যুদ্ধে নিয়মিত যোদ্ধা হিসাবে নিযুক্তি পাইয়াছিল। এই যুদ্ধের প্রায় দুই বৎসর পর খন্দকের যুদ্ধ সংগটিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা হইল তিন হাজার। উপরন্তু তাহাদের ছিল দুই শত ঘোড়ার সুসজ্জিত এক অশ্বারোহী বাহিনী। ইহার ডান দিকে ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ এবং বাম দিকে ছিলেন ইকরামা ইব্ন আবূ জেহেল। তাহাদের পতাকাও বহন করিতেছিল আব্দুদ দার গোত্র। এই যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সামনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় ক্রমাগত বর্ণনা করা হইবে!

এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ আর তুমি যখন পরিজনদের কাছ হইতে সকাল বেলা বাহির হইয়া গিয়া মু'মিনদিগকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করিলে অর্থাৎ তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে এবং সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ বাহু ও বাম বাহু নির্ধারণ করিলে, তখন তুমি তাহাদিগকে যাহা নির্দেশ দিয়াছিলে তাহা وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ ভাল করিয়াই শুনিয়াছেন এবং অবহিত আছেন। অর্থাৎ তিনি সকলের কথা শুনিয়া থাকেন এবং সকলের অন্তরের কথা জানিয়া থাকেন।

ইব্ন জারীর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, কিভাবে বলা হইল যে, তিনি জুমআর দিন নামাযের পর যুদ্ধে বাহির হইয়াছিলেন ? অথচ কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "(হে নবী!) যখন তুমি পরিজনদের নিকট হইতে সকাল বেলা বাহির হইয়া গিয়া মু'মিনদিগকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করিলে।"

ইহার জওয়াব হইল যে, শুক্রবার তিনি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শনিবার দিন সকালে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا অর্থাৎ যখন তোমাদের দুইটি দল সাহস হারাইবার উপক্রম করিল।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ ও বুখারী (রা) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ আমি জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ আমাদের বনু হারিছা এবং বনু সালমা গোত্রদ্বয়ই ইহা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ছিল।

সুফিয়ান (রা) একদা বলেন যে, এই আয়াতটিতে আমাদের জন্য সুসংবাদ বিধৃত হইয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا 'অথচ আল্লাহ তাহাদের সাহায্যকারী ছিলেন।'

সুফিয়ান ইব্ন উআইনার সনদে মুসলিম (র) ও পরবর্তী মনীষীগণও উক্ত আয়াতের উপলক্ষ বনু হারিছা ও ইবনু সালমা গোত্রদ্বয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ তিনি নিঃসন্দেহে বদরের যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের দিনে। হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ই রমযান শুক্রবার বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সেই দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান বা পৃথককারী দিন বলা হয়। সেই দিন ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মান লাভ হয়। ইহার দ্বারা শিরক পরাজিত হয় এবং উহার কেন্দ্রও ধ্বংস হইয়া যায়। অথচ মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশত তেরজন। তাহাদের নিকট ছিল মাত্র দুইটি ঘোড়া ও সত্তরটি উট। অবশিষ্ট সকলেই ছিল পদাতিক। অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না থাকার মত সামান্য কিছু। পক্ষান্তরে শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ। অর্থাৎ এক হাজারের সামান্য কম। তাহারা সকলেই ছিল বর্ম পরিহিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং যথেষ্ট পরিমাণ সুশিক্ষিত ঘোড়া ছিল। তাহাদের অর্থের কোন অভাব ছিল না। উপরন্তু তাহাদের নিকট ছিল স্বর্ণের অলংকারাদি।

বস্তুত এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে সম্মানিত করিয়াছেন। এখানে তাঁহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং নবী (সা) ও তাঁহার সংগীদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়াছে। পক্ষান্তরে শয়তান ও তাহার সাংগ-পাংগরা চরমভাবে পরাজিত ও লজ্জিত হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদিগকে ঐশী সৈন্য দ্বারা সাহায্য সম্পর্কিত তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সাহায্যের উদ্দেশ্য হইল যাহাতে তোমরা জানিতে পার বিজয় আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে এবং সংখ্যাধিক্য ও বস্তুগত উপকরণের উপর উহা নির্ভরশীল নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ হুনায়েনের যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হইয়া পড়িয়াছিলে। কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারেই আসে নাই।

সাম্মাক হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, সাম্মাক (র) বলেন ঃ 'ইয়ায আশআরীর নিকট আমি শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমি

ইয়ারমুকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম এবং সেই যুদ্ধে আমাদের পাঁচজন সেনাপতি ছিলেন (তাঁহারা হইলেন আবূ উবায়দা (রা), ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা), ইব্ন হাসান (রা), খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) এবং ইয়ায (রা))। তিনি আরও বলিয়াছেন-উমর (রা) নির্দেশ দেন, যুদ্ধের সময় আবূ উবায়দা (রা) নেতৃত্ব দিবে। এই যুদ্ধে চতুর্দিক দিয়া আমাদের পরাজয় পরিলক্ষিত হইতেছিল। অতঃপর আমরা উমর (রা)-কে পত্র লিখিলাম যে, মৃত্যু আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। অতএব আমাদিগকে সাহায্য করুন। ইহার উত্তরে উমর (রা) লিখিয়াছেন যে, তোমাদের সাহায্য প্রার্থনার পত্র পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে এমন এক সত্তার কথা বলিব, যিনি সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী এবং যাহার হাতে শক্তিশালী সৈন্য রহিয়াছে। সেই সত্তা হইলেন স্বয়ং মহান প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি বদরের যুদ্ধে স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে সাহায্য করিয়াছেন। আর তাহাদের সংখ্যাও ছিল তোমাদের অপেক্ষা বহু কম। আমার এই পত্র পাঠ মাত্রই জিহাদ শুরু করিয়া দিবে। অতঃপর আমাকে কিছুই লিখিবে না এবং কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না।

এই পত্র পাঠের পর আমাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। আমরা দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করি। শত্রুদলকে হটাইয়া বার মাইল পশ্চাদ্ধাবন করি। পরিশেষে আমরা বিজয় লাভ করি। আমরা বহু গনীমত প্রাপ্ত হই এবং প্রত্যেকের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দেই। আমাদের মাথাপিছু দশ দীনার মূল্যের সম্পদ ভাগে পড়ে।

অতঃপর আবূ উবায়দা (রা) বলেন, কে আছ আমার সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিবে? এক যুবক বলিল, আপনি মনে কিছু না করিলে আমি আপনার প্রতিযোগী হইব! অতঃপর যুবক আবূ উবায়দাকে (রা) প্রতিযোগিতায় হারায়। সেই সময় আকর্ষণীয়রূপে তাহাদের উভয়ের চুলগুলি বাতাসে আন্দোলিত হইতেছিল। আবূ উবায়দা (রা) একটি আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া প্রতিযোগিতায় যুবকের পশ্চাতে ছিলেন।'

ইহার সনদ সহীহ। গুন্দুর হইতে বিন্দারের সনদে ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ যিয়া মুকাদ্দিসী তাঁহার কিতাবেও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন!

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে বদর অবস্থিত। বদর ইব্ন নারীন নামক এক ব্যক্তি সেখানে একটু কূপ খনন করিয়াছিলেন এবং তাহার নামেই উহার নামকরণ করা হয়।

শা'বীও (র) বলেন ঃ সেখানে বদর নামক এক ব্যক্তির একটা কূপ ছিল এবং তাহার নামেই উক্ত স্থান বদর নামে পরিচিত হইয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ কাজেই আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার। অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে ইবাদত অনুসরণ কর।

(١٢٤) اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ○

(١٢٥) بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ○

(١٢٦) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ

(١٢٧) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ○

(١٢٨) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

(١٢٩) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

১২৪. 'স্মরণ কর, যখন তুমি মু'মিনগণকে বলিতেছিলে, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন?'

১২৫. "হাঁ, অবশ্যই, যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধানে চল, তবে তাহারা আকস্মিক হামলা চালাইলে আল্লাহ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।"

১২৬. "ইহা তো শুধু তোমাদের খুশির জন্য ও তোমাদের চিত্তপ্রশান্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ করিলেন। মূলত সাহায্য তো একমাত্র মহাপরাক্রান্ত করুণাময় আল্লাহর নিকট হইতে আসে।"

১২৭. "উহা কাফেরদের একটি অংশকে ধ্বংস অথবা লাঞ্ছিত করার জন্যই আসে। ফলে তাহারা হতাশচিত্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকে।"

১২৮. "তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করিবেন, এই ব্যাপারে তোমার কিছু করার নাই। কারণ তাহারা যালিম।"

১২৯. "আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ তাফসীরকারগণ এই নিয়া মতদ্বন্দ্ব করিয়াছেন যে, আল্লাহর এই অঙ্গীকার কি বদরের দিনের জন্য, না ওহুদের জন্য?

এই ব্যাপারে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। একদল বলেন اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ এর সংযোগ হইল পূর্ব আয়াত وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ এর সঙ্গে।

ইহা হাসান বসরী, আমের ওরফে শা'বী, রবী ইব্ন আনাস প্রভৃতি বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

এই আয়াত সম্পর্কে হাসান হইতে ইবাদ ইব্ন মানসূর বলেন যে, ইহা বদরীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমের ওরফে শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে দাউদ, ওয়াহাব, মূসা ইব্ন ইসমাঈল, জারীর ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, শা'বী বলেন ঃ বদরের দিন মুসলমানরা জানিতে পারিল যে, কারয ইব্ন জাবির মুশরিকদিগকে সাহায্য করিবে। ইহা বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বলিয়া মুসলমানরা চিন্তান্বিত হইল। অতঃপর তাহাদের সান্ত্বনা ও সুসংবাদস্বরূপ আল্লাহ ইহা নাযিল করেন ঃ

اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থ তোমাদের পালনকর্তা আসমান হইতে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করিবেন ? অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং মুত্তাকী থাক আর তাহারা যদি অকস্মাৎ তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহা হইলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড় সওয়ার পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাইতে পারেন।

অবশ্য কারয মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ শুনিয়া সেনা সাহায্য প্রেরণ হইতে বিরত থাকে। তাই আল্লাহও প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠানোর সিদ্ধান্ত মুলতবী করিয়া দেন।

রবী ইব্ন আনাস বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দান করেন। তারপর তিন হাজার ও শেষ পর্যন্ত মোট পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেন।

তবে বদরের যুদ্ধালোচনায় আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

'যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকে জানান যে, আমি ক্রমাগত এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব।'

এখানে প্রশ্ন হইল যে, এই সব অসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনার জবাব কি ?

ইহার জবাব হইল যে, এখানে এক হাজারের কথা বলিয়াই শেষ করা হয় নাই; বরং তিন হাজার এবং তাহা হইতেও বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। যেমন এখানে مُرْدِفِيْنَ বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এক হাজারের পর আরও দুই হাজার পাঠান হইয়াছে। ইহার পর আরও দুই হাজার সৈন্য পাঠাইয়া পাঁচ হাজারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সত্যতা এই সূরার অন্য একটি আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

তবে বাহ্যত বুঝা যায় যে, ইহা বদরের যুদ্ধোপলক্ষেই বলা হইয়াছে। কেননা এই কথা প্রসিদ্ধ যে, বদরের যুদ্ধেই ফেরেশতারা যুদ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া (রা) বলেন ঃ বদরের দিন আল্লাহ তা'আলা পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ এই প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের সংযোগ হইল وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ (তুমি যখন পরিজনদের নিকট হইতে সকাল বেলা বাহির হইয়া মু'মিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করিলে) এই আয়াতের সঙ্গে। আর ইহা হইল ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কীয় বর্ণনা। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের প্রতিশ্রুতি ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহা হইল মুজাহিদ, ইকরামা, যিহাক, যুহরী, মূসা ইব্ন উকবা প্রমুখের কথা। তাঁহারা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহাদের পশ্চাদপসরণের ফলে আল্লাহর প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্য হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকে।

ইকরামা আরও একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে, তিন হাজার ফেরেশতার সাহায্য হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শর্ত করিয়াছেন যে, بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا অর্থাৎ অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং স্থির থাক। কিন্তু তাহারা ধৈর্য ধারণ না করিয়া পালাইয়াছে। অতএব একজন ফেরেশতার সাহায্যও তাঁহারা প্রাপ্ত হয় নাই।

আল্লাহ তা'আলা শর্ত করিয়াছেন بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণে যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং আমার নির্দেশের যদি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুসরণ কর আর وَيَاْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا সেই অবস্থায় যদি তোমাদের উপর শত্রুরা নিপতিত হয়।

উপরোক্ত আয়াতাংশের মর্মার্থ সম্পর্কে হাসান বসরী, কাতাদা, রবী ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ তাহারা যদি অতর্কিত আক্রমণ চালায়।

মুজাহিদ, ইকরামা ও আবূ সালিহ বলেন ঃ তাহারা যদি উগ্র ও অসংযত হয়।

যিহাক (র) বলেন ঃ তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া যদি অতর্কিত আক্রমণ চালায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ তাহারা পথের মধ্যে যদি আক্রমণ করে।

অন্য একজন মনীষী বলিয়াছেন ঃ তাহারা যদি আক্রোশ করিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে।

সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ 'তাহা হইলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড় সওয়ার পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে প্রেরণ করিবেন।' অর্থাৎ বিশেষ চিহ্ন বিশিষ্ট।

আলী ইব্ন আবূ তালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছা ইব্ন মাযরাব ও আবূ ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ বদরের দিনের ফেরেশতারা সাদা পশমবিশিষ্ট ছিলেন এবং তাহাদের ঘোড়াগুলির ললাটে শুভ্র চিহ্ন ছিল। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, যাদআ ইব্ন খালিদ ও আবূ যারাআ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) مُسَوِّمِيْنَ এর ভাবার্থে বলেন ঃ লাল পশমের ফেরেশতা।

মুজাহিদ (র) مُسَوِّمِيْنَ এর ভাবার্থে বলেন ঃ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, ললাটে শুভ্র চিহ্ন ও লেজে লম্বা পশম বিশিষ্ট ঘোড়া।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা)—এর সহযোগিতায় যে সকল ফেরেশতা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন বিশেষ পশমে চিহ্নিত। মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবীগণের সেই চিহ্ন ছিল এবং ঘোড়াগুলিও সেই ধরনের ছিল।

কাতাদা ও ইকরামা مُسَوِّمِيْنَ এর ভাবার্থে বলেন ঃ তলওয়ারের আঘাতের চিহ্নে চিহ্নিত। মাকহুল (র) বলেন ঃ তাহাদের চিহ্নিত ছিল পাগড়ি।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন আবূ রিবাহ ও আবদুল কুদ্দুস ইব্ন হাবীবের সনদে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন مُسَوِّمِيْنَ এর ভাবার্থ হইল, ফেরেশতাগণ। আর বদরের যুদ্ধে যে সকল ফেরেশতা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মাথায় সাদা পাগড়ি ছিল এবং হুনাইনের যুদ্ধে ফেরেশতাদের মাথায় ছিল লাল পাগড়ী।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হিকাম, সাইদ ও হুসাইন ইব্ন মাখারিকের সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ বদরের দিন ব্যতীত আর কখনও ফেরেশতারা যুদ্ধ করেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মাকসাম ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বদরের দিন ফেরেশতারা সাদা পাগড়ি পরিহিত ছিল। যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে অগ্রভাগে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আর হুনাইনের যুদ্ধের সময় তাহাদের মাথায় ছিল লাল পাগড়ি। তবে ফেরেশতারা বদরের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। তাহারা মুসলিম সেনাদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন এবং নিছক সহযোগিতার জন্যই প্রেরিত হন। তাহারা কাহাকেও হত্যা করেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাক্সাম, হিকাম ও হাসান ইব্ন আম্মারাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াহ্য়া ইব্ন ইবাদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন উরওয়া, ওয়াকী, আহমাসী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইয়াহ্য়া ইব্ন ইবাদ (রা) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের সময় হযরত যুবাইর (রা) এর মাথায় হালকা হলুদ রংগের পাগড়ি ছিল এবং অবতীর্ণ ফেরেশতাদের মস্তকেও হলুদ পাগড়ি ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ও হিশাম ইব্ন উরওয়ার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ বস্তুত, ইহা শুধু আল্লাহ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ দান করিলেন, যাহাতে তোমাদের মনে ইহা দ্বারা সান্ত্বনা আনিতে পার। অর্থাৎ ফেরেশতা অবতীর্ণ করা এবং তোমাদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করা এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনয়ন করা। নচেৎ আল্লাহ তা'আলা এত ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি ফেরেশতা অবতীর্ণ না করিয়াও এবং তোমাদের যুদ্ধ করা ছাড়াও তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিতে পারেন। সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতেই আসিয়া থাকে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করার পর বলিয়াছেন ঃ

ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَّالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ-

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন ; আর যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কার্যাবলী কখনও বিনষ্ট করেন না। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থানকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন এবং সেখানকার সব কিছুর সহিত পরিচিত করাইয়া দিবেন।"

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

অর্থাৎ "ইহা তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সুসংবাদ দান করিলেন, যাহাতে তোমাদের মনে ইহা সান্ত্বনা আনয়ন করিতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ হইতে। " অর্থাৎ তিনি মহাসম্মানিত এবং প্রতিটি কাজই তাহার নিপুণতায় পরিপূর্ণ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ ইহার মাধ্যমে তিনি ধ্বংস করিয়া দেন একদল কাফেরকে। তিনি যে যুদ্ধ-বিগ্রহের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে গভীর রহস্য! যুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাব্য সকল পন্থাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্যস্বরূপ বলা হইয়াছে ঃ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ একদল কাফের ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে যাহারা কুফরী করে। اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ অথবা লাঞ্ছিত করিবেন তাহাদিগকে এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন বঞ্চিত করিয়া। ' অর্থাৎ সার্থকতার কিনারায়ও তাহারা পৌঁছিতে পারিবে না।

অতঃপর বলা হইতেছে, মহাবিশ্বের সকল কর্তৃত্বই আল্লাহর। দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক তিনি। তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আরও বলা হইয়াছে ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ অর্থাৎ সকল নির্দেশ যখন আমার পক্ষ হইতে আরোপিত হয়, তাই তোমার সে ব্যাপারে কিছু করার নাই।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

অর্থাৎ হে নবী ! তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।

অন্য স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

"তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করেন।"

অন্যখানে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই সুপথ দেখাইতে পার না ; বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আমার বান্দাদের প্রতি তোমার একমাত্র দায়িত্ব হইল আমার আদেশ নিষেধ তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া, অন্য কোন দায়িত্ব নাই।

ইহার পর বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ অথবা তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন। অর্থাৎ কুফর হইতে প্রত্যাবর্তিত করিয়া তাহাদিগকে গোমরাহীর পর সঠিক পথ প্রদর্শন করিবেন।

اَوْيُعَذِّبَهُمْ অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।' অর্থাৎ পাপ ও কুফরীর ফলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ কেননা তাহারা অত্যাচারী। অর্থাৎ অত্যাচার করার কারণেই তাহারা শাস্তির উপযুক্ত।

সালিমের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, মুআম্মার, আবদুল্লাহ, হাব্বান ইব্ন মূসা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, সালিমের পিতা বলিয়াছেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের রুকু হইতে উঠিবার সময় এইরূপ দু'আ পড়িতে শুনিয়াছেন اللهم العن فلان فلان 'হে আল্লাহ ! অমুক অমুকের উপর তুমি অভিসম্পাত বর্ষণ কর। سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর তিনি উহা বলিতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ অর্থাৎ এই ব্যাপারে তোমার কোন করণীয় নাই। মুআম্মার হইতে আবদুর রাযযাক ও আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারকের সূত্রে নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সালিম হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, মুআম্মার ইব্ন হামযা, আবূ আকীল (ইমাম আহমাদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আকীল), আবূ নযর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবু সালিম বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি-'হে আল্লাহ ! অমুকের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! হারিছ ইব্ন হিশামের উপর লা'নত বর্ষণ কর। হে আল্লাহ ! সুহাইল ইব্ন আমরের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। হে আল্লাহ ! সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান, খালিদ ইব্ন হারিছ, আবূ মুআবিয়া আলায়ী ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) চার ব্যক্তির জন্য বদদু'আ করিতেন। ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এই আয়াতটির শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে ইসলামের পথে হেদায়েত দান করিয়াছিলেন।

ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আজলান ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) এক মুশরিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তাহার জন্য

বদদু'আ করিতেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ এই ব্যাপারে তোমার কোন কিছু করণীয় নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান ও সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, ইব্‌ন শিহাব, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সাআদ, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) কাহারো জন্য বদদু'আ করার ইচ্ছা করিলে রুকুর তাসবীহ পাঠ করিবার পর এইভাবে বলিতেন-হে আল্লাহ! ওলীদ ইব্‌ন ওলীদ, সালমা ইব্‌ন হিশাম, আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবিআ সহ নির্যাতিত মুসলমানদিগকে কাফেরদের নির্যাতন ও অত্যাচার হইতে মুক্তি দান কর। হে আল্লাহ! মুযির গোত্রের উপর সেরূপ অশান্তি ও দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ কর, যেমন কঠিন দুর্ভিক্ষ তুমি ইউসুফ (আ)-এর সময় অবতীর্ণ করিয়াছ। এই প্রার্থনা তিনি উচ্চস্বরে করিতেন।

কখনও তিনি ফজরের নামাযের পর বলিতেন ঃ হে আল্লাহ! অমুকের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। তখন তিনি আরবের কয়েকটি গোত্রের নাম উল্লেখ করিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ছাবিত ও হুমাইদের সূত্রে বুখারী বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে নবী (সা) রক্তাক্ত ও আহত হন। তখন তিনি বলেন, কিভাবে এই জাতির কল্যাণ হইবে যাহারা তাহাদের নবীকে রক্তাক্ত করে! অতঃপর لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ এই আয়াতটি নাযিল হয়।

বুখারীতে বর্ণিত এই হাদীসটিতে এই আয়াতটি ওহুদের যুদ্ধোপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আব্দুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ, যুহরী, মুআম্মার, আবদুল্লাহ ও ইয়াহয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ সালেমী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রুকুর তাসবীহ সমাপ্ত করিয়া মাথা উঁচু করেন, তখন তাহাকে তিনি বলিতে শুনিয়াছেন -হে আল্লাহ! অমুকের অমুকের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

হানযালা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান বলেন ঃ আমি সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া, সুহাইল ইব্‌ন আমর ও হারিছ ইব্‌ন হিশামের জন্য বদদু'আ করিতে থাকিলে এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

বুখারী (র) একটি মুরসাল সূত্রেও এই অতিরিক্ত কথাটুকু বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাও উল্লেখ করিতেছি।

আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ, হাকেম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে নবী (সা)-এর সম্মুখের দাঁত ভাংগিয়া যায়, মুখাবয়র রক্তাক্ত হয়, এমনকি মুখাবয়বের উপর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। তিনি বলেন, এই জাতি কিরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে যাহারা স্বীয় নবীর সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে? অথচ সে তাহাদিগকে তাহাদের

প্রতিপালকের দিকে আহ্বান জানায়।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَانَّهُمْ ظَالِمُوْنَ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইমাম আহমাদ ব্যতীত একমাত্র ইমাম মুসলিমই আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ, ইব্‌ন সালমা ও কা'নাবীর সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মাতার, হুসাইন ইব্‌ন ওয়াকিদ, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ওযীহ, ইব্‌ন হামীদ ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধে নবী (সা) আহত হন, তাঁহার সম্মুখের দাঁত ভাংগিয়া যায়, এমনকি তিনি গর্তে পড়িয়া যান। তখন তাঁহার পরিধানে দুইটি বর্ম ছিল। তাঁহার শরীর আহত হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। এমন সময় তাঁহার নিকট দিয়া আবূ হুযায়ফার গোলাম মুসলিম যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে উঠাইয়া বসান এবং রক্ত মুছিয়া দেন। ইহার পর তাঁহার হুঁশ আসিলে দুঃখ করিয়া তিনি বলেন -'যাহারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তাহারা কেমন করিয়া সাফল্য অর্জন করিবে ? অথচ সে তাহাদিগকে আল্লাহর দিকে আহবান করে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রযযাকও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে তাঁহার মূর্ছা হইতে হুঁশ হওয়ার কথাটি উল্লিখিত হয় নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ যাহা কিছু আসমান ও যমীনে রহিয়াছে সবই আল্লাহর। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ও ইহার অভ্যন্তরের সব কিছুই তাঁহার।

পরিশেষে আল্লাহ বলিতেছেন ঃ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কাহারো তাবেদার নহেন। কেহ তাহার কার্য সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ বা জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার রাখেন না। বরং একমাত্র তিনিই সকলের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের অধিকার রাখেন। আল্লাহ তা'আলা অশেষ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(١٣٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

(١٣١) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۚ

(١٣٢) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ

(١٣٣) وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ

(١٣٤) الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

(١٣٥) وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

(١٣٦) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝

১৩০. "হে মু'মিনগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাইও না এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সফলকাম হও।"

১৩১. "আর তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছি।"

১৩২. "তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা কৃতকার্য হইতে পার।"

১৩৩. "তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে -যাহার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই মুত্তাকীদের জন্য।"

১৩৪. "যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল ; আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।"

১৩৫. "আর যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপ কার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে -আল্লাহ ছাড়া কে পাপ মাফ করিবে -অতঃপর জানিয়া শুনিয়া কখনও উক্ত কার্যের পুনরাবৃত্তি করে না-"

১৩৬. "তাহাদেরই পুরস্কার হইল তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত-যাহার পাদদেশে নদী প্রবহমান, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। বস্তুত সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই উত্তম!

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদিগকে সুদের লেনদেন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জাহিলী যুগের লোকেরা সুদ ভিত্তিক লেনদেন করিত। ঋণ পরিশোধের একটা নির্ধারিত তারিখ থাকিত। সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে সময়সীমা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুদের উপরও সুদ ধার্য করা হইত। ফলে মূলধন বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। এইভাবে বৎসরে বৎসরে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া এক সময় উহা মোটা অংকে আসিয়া দাঁড়াইত। ইহা হইতে আল্লাহ তাঁহার বান্দাদিগকে বিরত থাকিতে বলেন। অবশ্য যদি তাহারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ করিতে চায়। প্রক্ষণেই তাহাদিগকে ইহার ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ জাহান্নামের ভীতি ও কঠোর শাস্তির কথা জানাইয়া দেওয়া হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ। তোমরা সেই আগুন হইতে বাঁচিয়া থাক, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও রাসূলের, যাহাতে তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়।'

ইহার পর তাহাদিগকে তিনি কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন। এভাবে তাহারা পরম আরাধ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে পারে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ। "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে ছুটিয়া যাও যাহার পরিধি হইল আসমান ও যমীন সমান, যাহা তৈরী করা হইয়াছে পরহেযগারদের জন্য। পক্ষান্তরে জাহান্নাম তৈরী করা হইয়াছে কাফেরদের জন্য।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আসমান ও যমীন বলিয়া ইহার বিস্তৃত সীমানার কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন-বেহেশতের বিবরণ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ উহার অভ্যন্তর হইল নরম রেশমের। অর্থাৎ মানুষ তাহার কল্পনায় রেশমের কথা যেভাবে ভাবিতে পারে তদ্রূপ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা উহা গম্বুজের আকারে আরশের নীচে ঝুলন্ত রহিয়াছে। আর গোলাকার বস্তু দৈর্ঘ্যে -প্রস্থে সমান হইয়া থাকে।

সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করিবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসই প্রার্থনা করিবে। কেননা উহাই সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম জান্নাত। উহার মধ্য দিয়াই সমস্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে এবং উহারই ছাদ হইল রহমানুর রহীম আল্লাহর আরশ।"

সূরা হাদীদেও বলা হইয়াছে ঃ

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিয়া একে অপরের চাইতে আগাইয়া যাও এবং জান্নাতের পরিধি হইল আসমান ও যমীনের সমান।'

মুসনাদে আহমাদে রিওয়ায়েত করা হইয়াছে যে, হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, আপনি আমাকে পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে আহবান করিয়াছেন, দোযখের কথা তো উল্লেখ করেন নাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সুবহানাল্লাহ! দিনের উদয় হইলে রাত কোথায় থাকে ?

ইয়ালা ইব্ন মুররা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন আবূ রাশেদ, আবূ খাইছাম, মুসলিম ইব্ন খালিদ, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইয়ালা ইব্ন মুররা বলেন ঃ হিরাক্লিয়াসের দূত তানুখীর সঙ্গে আমার হিমসে সাক্ষাৎ হয়। দূতটি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, হিরাক্লিয়াসের চিঠি সহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছিলাম! তিনি চিঠিটি তাঁহার বামপাশের এক ব্যক্তির হাতে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে যাহাকে চিঠিটি দিলেন ? বলা হইল, ইনি মুআবিয়া। পত্রটিতে লেখা ছিল ঃ আপনি পত্রের মাধ্যমে আমাকে আসমান যমীনের মত প্রশস্ত বেহেশতের দিকে আহবান করিয়াছেন ! তবে

দোযখ কোথায় ? ইহার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! দিনের উদয় হইলে রাত তখন কোথায় যায় ?

তারিক ইব্‌ন শিহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস ইব্‌ন মুসলিম, শু'বা, সুফিয়ান ছাওরী ও আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ

ইয়াহুদী এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জান্নাতের প্রশস্ততা হইল আসমান ও যমীনের সমান। তবে বলুন, জাহান্নাম কোথায় গেল ? উত্তরে উমর (রা) বলিলেন, দিনের উদয় হইলে রাত্রি তখন কোথায় যায় ? আর রাত্রির আগমন ঘটিলে আলোময় দিন কোথায় যায় ? ইয়াহুদী উত্তর শুনিয়া জব্দ হইয়া বলিল, এই উপমাটি আপনি তাওরাত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনটি সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আসিম হইতে ধারাবাহিকভাবে জাফর ইব্‌ন বারকান, আবূ নঈম ও আহমাদ ইব্‌ন হাকাম বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আসিম (রা) বলেন ঃ

আহলে কিতাবের এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বলিয়া থাক, জান্নাতের প্রশস্ততা হইল আকাশ ও পৃথিবী সমান। তবে জাহান্নামের স্থান কোথায়? ইহার উত্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, যখন দিনের উদয় হয় তখন রাত কোথায় যায় এবং যখন রাতের আগমন হয় তখন দিন কোথায় যায় ? মারফূ সূত্রেও ইহা বর্ণিত।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন আসিম, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আসিম, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ, মুগীরা ইব্‌ন সালমা, আবূ হাশিম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুআম্মার ও বাযযার বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল -আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আল্লাহ বলিয়াছেন,'জান্নাতের পরিধি পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমান। ' তবে জাহান্নামের স্থান কোথায়? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, রাত্রি আসিয়া যখন আঁধার দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করিয়া নেয়, তখন দিনের আলোকময় উজ্জ্বলতা কোথায় পালায় ? লোকটি বলিল, আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা করেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এইভাবে জাহান্নাম সেই স্থানে রহিয়াছে যেখানে আল্লাহ রাখার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ইহার দুইটি অর্থ রহিয়াছে। একটি হইল, রাতে আমরা দিনকে দেখিতে পাই না। অথচ রাতের মধ্যে দিন লুকাইয়া থাকাও সম্ভব নহে। তথাপি তাহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অনুরূপভাবে জান্নাত যদিও সুবিস্তৃত, তবুও দোযখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা করিয়াছেন সেখানে উহা রাখিয়াছেন। এই অর্থটিই যুক্তিযুক্ত। কেননা, আবূ হুরায়রার (রা) হাদীসেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ -যখন দিন একদিক হইতে পৃথিবীকে গ্রাস করে, তখন পৃথিবীর অপর প্রান্তকে রাত তাহার আঁধার দ্বারা গ্রাস করে। এইভাবে জান্নাত আকাশের সর্বোচ্চ স্তর আরশের নিচে রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'উহার পরিধি পৃথিবী ও আকাশ সমূহের মত।' পক্ষান্তরে দোযখ রাখিয়াছেন তিনি সর্ব নিম্নস্তরে। অতএব জান্নাত পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমান হওয়ায় জাহান্নামের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের বিশেষ গুণ বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ যাহারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় দান করে। অর্থাৎ সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এবং সচ্ছলতায় ও অভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً

অর্থাৎ 'যাহারা দিনে ও রাতে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাহাদের সম্পদ দান করিয়া থাকে।' অর্থাৎ কোন কিছুই তাহাদিগকে আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিরত রাখিতে পারে না এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অর্থ ব্যয় করে। তেমনি তাহারা তাঁহার নির্দেশক্রমে তাঁহার সৃষ্ট জীবের উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকে এবং নানাবিধ পুণ্য কাজ সম্পাদন করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ 'যাহারা নিজেদের রাগকে হযম করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ যখন তাহারা রাগান্বিত হয় তখন তাহারা রাগকে গোপন করে। এমন কি তাহারা তাহাদের ক্রোধকে প্রকাশ পর্যন্ত করে না। আর মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেয়।

কোন কোন বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন -হে আদম সন্তান ! যখন তোমরা ক্রোধান্বিত হও, তখন যদি আমাকে স্মরণ করিয়া ক্রোধ সংবরণ কর, তবে আমিও আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ করিব, এমন কি তোমার বিপদের সময়ও তোমাকে রক্ষা করিব। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক, রবীআ ইব্ন সুলায়মান নুমাইরী, ঈসা ইব্ন শুআইব, যরীর, আবুল ফযল, আবূ মূসা যামান ও আবূ ইয়ালা স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাহার ক্রোধ সংবরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করেন, আর যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বা সংযত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাহার গোপনীয়তা রক্ষা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট ওযর পেশ করে, আল্লাহ তাহার ওযর গ্রহণ করেন।"

এই হাদীসটি গরীব পর্যায়ের এবং ইহার সনদের ব্যাপারে সমালোচনা হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, যুহরী, মালিক, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সেই ব্যক্তি বীরপুরুষ নয়, যে কাহাকেও মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে; বরং প্রকৃত বীর পুরুষ সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করে।" মালিকের সূত্রে সহীহ্দ্বয়েও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্ন সুয়াইদ, ইব্রাহীম তায়মী, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমাদ বণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যাহার নিকট তাহার উত্তরাধিকারীর সম্পদ নিজের সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয় ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে

আল্লাহর রাসূল। আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই। তখন রাসূল (সা) বলিলেন, আমি তো দেখিতেছি, তোমরা তোমাদের সম্পদ অপেক্ষা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি পসন্দ করিতেছ। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজস্ব সম্পদ তো উহাই, যাহা তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করিয়া থাক। আর যাহা তোমরা রাখিয়া যাও তাহা তো তোমাদের সম্পদ নয় এবং উহা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। তাই তোমাদের আল্লাহর পথে কম খরচ করা এবং জমা বেশি রাখাই প্রমাণ করে যে, তোমরা তোমাদের নিজস্ব সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি ভালবাস। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহাকে বীর মনে কর? তাঁহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই ব্যক্তি বীর, যাহাকে মল্লযুদ্ধে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। তদুত্তরে তিনি বলেন-না, বরং সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলাইয়া রাখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে তোমরা নিঃসন্তান বল? আমরা বলিলাম, যাহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন -না, বরং নিঃসন্তান সেই ব্যক্তি, যাহার কোন সন্তান তাহার জীবিতাবস্থায় মারা যায় নাই। বুখারীও ইহা উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশের রিওয়ায়েতে মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ হেসীন অথবা আবূ হাসবা, উরওয়া ইব্ন আবদুল্লাহ জা'ফী, শু'বা, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তৃতা শুনিতেছিল। তিনি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা জান কি, কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান ? আমরা বলিলাম, সেই ব্যক্তি নিঃসন্তান যাহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, প্রকৃত নিঃসন্তান সেই ব্যক্তি, যাহার একটি সন্তান ছিল, কিন্তু উহা মারা যায়। অথচ ইহার পরেও সে আল্লাহর নিকট সম্পদ জমা করে না। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জান, কোন্ ব্যক্তি দরিদ্র ? তাঁহারা বলিলেন, যাহার ধন সম্পদ নাই। নবী (সা) বলিলেন, সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, যে সম্পদশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, কিন্তু উহা হইতে কোন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করিল না। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বল তো কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বীর? সকলে বলিলেন, যাহাকে যুদ্ধে কেহ পরাজিত করিতে পারে না। নবী (সা) বলিলেন, সেই ব্যক্তি বীর, ক্রোধের সময় যহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যায় ও লোমগুলো দাঁড়াইয়া যায়, তবু সে সেই ক্রোধকে সংবরণ করিতে সক্ষম হয়।

**হাদীস ঃ** হারিছা ইব্ন কুদামা সা'দী হইতে ধারাবাহিকভাবে আহনাফ ইব্ন কায়েসের চাচা, উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইব্ন নুমাইর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হারিছ ইব্ন কুদামা সা'দী (রা) হযরত রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যাহা উপকারী অথচ সংক্ষিপ্ত। উহা যেন আমি স্মরণ রাখিতে পারি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ক্রোধান্বিত হইও না। তিনি এইভাবে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যেকবারই রাসূল (সা) বলিলেন, ক্রোধান্বিত হইও না।

হিশাম হইতে আবূ মুআবিয়ার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে হিশাম হইতে ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তানের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল!

আমাকে একটি উপদেশ দান করুন এবং তাহা যেন সংক্ষিপ্ত হয়। তাহা হইলে আমার মনে রাখিতে সহজ হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ক্রোধান্বিত হইও না।' ইহা একমাত্র আহমাদই (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** জনৈক সাহাবী হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান, যুহরী, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

'জনৈক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাকে উপদেশ দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, ক্রোধান্বিত হইও না। সেই ব্যক্তি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে উহা বলার পর আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, সকল অন্যায় ও অপকর্মের মূল হইল ক্রোধ।' একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আসওয়াদ, আবূ হরব ইব্ন আবুল আসওয়াদ, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

আবূ যর (রা) একদা কূপ হইতে পানি পান করিতেছিলেন। তখন একদল লোক উপস্থিত হইয়া বলিল-হে আবূ যর! আমাদের ব্যাপারে তুমি কি করিতে চাও? অতঃপর তাহাদের একদল কূপে নামিয়া পড়িল। ইহাতে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হইলেন। আবূ যর (রা) দণ্ডায়মান ছিলেন। ইহার পর উপবেশন করেন। অতঃপর শয্যা গ্রহণ করেন। ইহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হে আবূ যর! আপনি বসিয়া পড়িলেন ও তারপর আবার শুইয়া গেলেন, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ দণ্ডায়মান অবস্থায় ক্রোধান্বিত হও, তবে সে যেন বসিয়া যায়। যদি ইহাতে ক্রোধ বিদূরিত হয় তো ভাল, নতুবা শুইয়া পড়িবে।"

আবূ যর (রা) হইতে আবূ হরবের সূত্রে আহমাদ এবং আহমাদ হইতে আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিশুদ্ধ রিওয়ায়েত হইল আবূ যর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হরব ও ইব্ন আবূ হরবের রিওয়ায়েতটি। আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ তাঁহার পিতা হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** আবূ ওয়ায়েল সান'আনী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়ায়েল সান'আনী (র) বলেন ঃ

আমরা উরওয়া ইব্ন মুহাম্মাদের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে এমন কথা বলিল, যাহাতে তিনি রাগান্বিত হন। যখন তিনি রাগান্বিত হইলেন, তখন তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অযু করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ আমাকে আমার পিতা আমার দাদা ইব্ন সা'দ আদী ওরফে আতীয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন-রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে এবং শয়তানকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর অগ্নি নির্বাপিত হয় পানি দ্বারা। তাই যখন কেহ ক্রোধান্বিত হয়, তখন সে অযু করিবে।

আবূ ওয়ায়েল কাস মুরাদী সানআনী হইতে ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ সান'আনীর সনদে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুহাইরের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

**হাদীস ঃ** ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, নূহ ইব্‌ন মুআবিয়া সালামী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'রাসূলল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকায় অথবা তাহার ঋণ মাফ করিয়া দেয়, আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনের দহন হইতে রক্ষা করেন। জান্নাতের কাজ বড় কঠিন। জাহান্নামের কাজ বড় সহজ। আবার সৎ ও পুণ্যবান হইল সেই ব্যক্তি যে ফিতনা-ফাসাদ হইতে দূরে থাকে এবং কোন কিছুই হযম করা আল্লাহর নিকট তত পসন্দনীয় নয়, যত পসনীয় ক্রোধকে হযম করা। এমন ব্যক্তির হৃদয়েই ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে। ' একমাত্র আহমাদই (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদে কোন খুঁত বা দুর্বলতা নাই। বরং ইহার বিষয়বস্তু উত্তম বলিয়া সাব্যস্ত।

**হাদীস ঃ** জনৈক সাহাবীর সূত্রে ধারাবাহিকভাবে সুয়াইদ ইবন ওয়াহাব, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাররাম ও আবূ দাউদ ইব্‌ন মানসুর ওরফে বাশার, ইব্‌ন মাহদী ওরফে আবদুর রহমান, উকবা ইব্‌ন মুকাররাম ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তাহা প্রদমিত করিয়া রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাহার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধানের সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশার্থে তাহা বর্জন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সম্মানের পরিধেয় পরাইবেন। আর যে ব্যক্তি কাহারো রহস্য গোপন রাখে, আল্লাহ তাহাকে কিয়ামতের দিন বাদশাহী মুকুট পরাইবেন।

**হাদীস ঃ** মুআয ইব্‌ন আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সহল ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন আনাস আবূ মারহুম, সাআ'দ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রদমিত রাখে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে তাহাকে ডাকিয়া এই অধিকার প্রদান করিবেন যে, তুমি তোমার ইচ্ছামত হুর গ্রহণ কর। ' সাঈদ ইব্‌ন আবূ আইউবের হাদীসে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গরীব।

**হাদীস ঃ** আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল জলীলের চাচা, আবদুল জলীল, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, দাউদ ইব্‌ন কাইস আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, اَلْكٰظِمِيْنَ। الْغَيْظَ। এই আয়াতাংশ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রদমিত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাহার হৃদয়কে ঈমান ও প্রশান্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করেন।'

**হাদীস ঃ** ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ, আলী ইব্‌ন আসিম, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ তালিব, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন অপরাধকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার চাইতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাহারো উপর হইতে ক্রোধ অপসারিত করা অধিকতর পুণ্যের কাজ।

ইব্‌ন জারীর (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইউনুস ইব্‌ন ওবাই হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, বাশার ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ ঃ অর্থাৎ তাহারা লোকসমক্ষে ক্রোধ প্রকাশ করে না, কাহারো প্রতি অন্যায় করে না এবং পুণ্যের আশায় সর্বব্যাপারই তাহারা আল্লাহর উপর সোপর্দ করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার প্রতি যুলুম করিলে সে উহা ক্ষমা করিয়া দেয় এবং পরবর্তীতে এই বিষয়ে কাহারো প্রতি প্রতিশোধের কোন ইচ্ছা রাখে না। ইহা হইল মানবতার সর্বোচ্চ স্তর।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। ইহা হইল ইহসানের একটি সোপান।

হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন -'আমি তিনটি সত্যের উপর শপথ করিতেছি। (এক) সদকা দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না। (দুই) ক্ষমা করিলে সম্মান কমে না ; বরং ইহা দ্বারা আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। (তিন) যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাহাকে সম্মানজনক আসন দান করেন।'

উবাই ইব্‌ন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবাদা ইব্‌ন সামিত, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন আবূ তালহা কারশী ও মূসা ইব্‌ন উকবার সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন,'যে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি কামনা করে, তাহার উচিত তাহার প্রতি অত্যাচারকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া এবং যাহারা তাহাকে কিছু প্রদান করে না, তাহাদিগকে কিছু প্রদান করা। পরন্তু তাহার সহিত আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত করা।'

সহীহ্‌দ্বয়ের শর্তেও হাদীসটি সহীহ। তবে তাহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই। উম্মে সালমা (রা), আবূ হুরায়রা (রা), কা'আব ইব্‌ন উজবা (রা) ও আলী (রা) প্রমুখের হাদীসে ইব্‌ন মারদুবিয়াও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আহবান করিয়া বলিবেন, কোথায় মানুষকে ক্ষমাকারী দল! তোমাদের প্রভুর নিকট আইস। তোমরা তোমাদের প্রতিদান গ্রহণ কর। যেই মুসলমান অন্যকে ক্ষমতা করিয়াছে, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ যাহারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করিয়া ফেলিলে কিংবা নিজের জন্য কোন মন্দ কাজ করিয়া বসিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অর্থাৎ তাহাদের হইতে কোন পাপ কাজ প্রকাশিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ উমারা, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ, তালহা, হাম্মাম ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন

যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি পাপ করিয়া যদি বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি পাপ করিয়াছি, আমাকে মাফ করিয়া দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা পাপ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিশ্বাস আছে যে, তাহার একজন প্রতিপালক রহিয়াছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে পাপ মাফ করিয়া দিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে পাকড়াও করিতে পারেন। অতএব তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম।

অতঃপর সে যদি আবার পাপ করিয়া বলে, প্রভু আমার ! পাপ করিয়া ফেলিয়াছি! আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তাহার একজন প্রভু রহিয়াছেন, যিনি পাপ মোচন করিয়া দেন এবং ইচ্ছা করিলে শাস্তিও দিতে পারেন। অতএব আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উম্মুল মু'মিনীনের গোলাম আবুল মুদাল্লাহ সাআদ তায়ী, যুহাইর, আমের, আবূ নযর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমরা আপনাকে দর্শন করি, তখন আমাদের হৃদয় নরম ও বিগলিত হইয়া যায় এবং আমাদের মনে আখিরাতের গভীর ভাবনা আসে। কিন্তু যখন আপনার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাই, তখন পার্থিব ঝামেলা ও স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ফাঁদে পড়িয়া সেই অবস্থা আর অবশিষ্ট থাকে না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমার নিকট অবস্থানকালে তোমাদের মনের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা যদি সর্বক্ষণ থাকিত তাহা হইলে ফেরেশতাগণ তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করিত এবং তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তোমাদের বাড়িতে আসিত। আর তোমরা যদি পাপ কর্ম না করিতে তবে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে অপসারিত করিয়া অন্য জাতি আবাদ করিতেন, যাহারা পাপ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ইহার পর আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। বেহেশত কিসের দ্বারা নির্মিত ? তিনি বলিলেন, উহার একটি ইট স্বর্ণের ও একটি ইট রৌপ্যের। উহার উপাদান মিশানোর বস্তু হইল কস্তুরি। উহার কংকরাদি হইবে মণি ও মুক্তার। জাফরান হইবে উহার মাটি। উহাতে প্রবেশকারীর নিয়ামত কখনও শেষ হইবে না। উহাতে প্রবেশকারীর মৃত্যু ঘটিবে না, পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন হইবে না, এমন কি তাহার যৌবনও ক্ষয় হইবে না।

আর তিন ব্যক্তির প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় না। (এক) ন্যায় বিচারক বাদশাহ। (দুই) ইফতার না করা রোযাদার। (তিন) মযলুম। ইহাদের প্রার্থনা মেঘের দেশে তুলিয়া নেওয়া হয় এবং আকাশের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমার ইযযতের শপথ! কিছুক্ষণ পরে হইলেও আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব।" সা'দের (র) সনদে অন্য সূত্রে ইব্ন মাজা ও তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম আহমাদের রিওয়ায়েতে তাওবার বেলায় দুই রাকআত নামায পড়ার ব্যাপারে তাকিদ আসিয়াছে।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসমা ইব্ন হিকাম ফাযারী, আলী ইব্ন রবীআ, উসমান ইব্ন মুগীরা সাকাফী, সুফিয়ান সাওরী, মাসআর, ওয়াকী ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ

এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শোনার পর আমি প্রভূত উপকৃত হইয়াছি। আরও অনেকে নবী (সা) হইতে আমার কাছে ইহা বলিয়াছেন। তাহাদের দাবির সত্যতার উপর তাহারা শপথ করিয়াছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও আমাকে ইহা বলিয়াছেন। তিনি সত্যবাদী। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাপ কার্য করার পর সুন্দর করিয়া ওযু করে, তারপর নামায পড়ে, অতঃপর দুই রাকআত নামায আদায় করিয়া আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাহার পাপ মাফ করিয়া দেন।

উছমান ইব্ন মুগীরার সূত্রে আলী ইব্ন মাদানী, হুমাইদী, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আহলে সুনান ইব্ন হাব্বান, বাযযার ও দারে কুতনী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি উত্তম। বহু সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাপারে যত কথা উঠিয়াছিল, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণিত হওয়ার কারণে সব কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সার্বিকভাবে হাদীসটি উত্তম বলিয়া গণ্য। কেননা হুযূরের (সা) দুই খলীফা হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার সমর্থনে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ সংকলনে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করিয়া এই দু'আ পাঠ করে ঃ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়, সে যেই দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে।

সহীহদ্বয়ে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নবী (সা)-এর মত ওযু করিয়া উপস্থিত সকলকে বলেন- আমি রাসূল (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার মত ওযু করিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার পাপ মার্জনা করিয়া দেন। এই হাদীসটি ইহকাল ও পরকালের সর্দার মহাবিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল হইতে ইমাম চতুষ্টয় কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহর কিতাব কুরআনেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। কেননা পাপ হইতে মার্জনা প্রার্থনা করা পাপীর জন্য অত্যন্ত উপকারী।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে জাফর ইব্ন সুলায়মান ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি অবগত হইয়াছি যে, وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ (তাহারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করিয়া ফেলিলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করিয়া ফেলিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে) এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় ইবলিস কাঁদিয়াছিল।

আবূ বকর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রিজা, আবূ নাযারা, আব্দুল গফুর, উছমান ইব্ন মাতার, মুহাব্বার ইব্ন আওন ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) বলেন ঃ

'নবী (সা) বলিয়াছেন, তোমরা বেশি বেশি করিয়া 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং ইসতিগফার পাঠ কর। কেননা ইবলিস বলিয়াছে, আমি মানব জাতিকে পাপ কার্যদ্বারা ধ্বংস করিব। তাই

আমরা উহাকে ধ্বংস করিব ইস্তেগফার এবং 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা। যখন ইবলিস তোমাদিগকে এই কাজ করিতে দেখে, তখনই সে তোমাদিগকে প্রবৃত্তির উপাসনায় নিক্ষেপ করে। তাই অনেকে ধারণা করে যে, সে সঠিক হেদায়েতে রহিয়াছে, অথচ সে ভ্রান্ত পথে রহিয়াছে।' এই হাদীসের দুইজন বর্ণনাকারী উছমান ইব্ন মাতার ও তাহার শিক্ষক উভয়ই দুর্বল।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ, আবূ হাইছাম আতওয়ারী ও আমর ইব্ন আবূ আমর বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ ইবলিস বলিয়াছিল, হে আমার প্রভু! আপনার মহত্ত্বের শপথ, আমি আদম সন্তানকে তাহাদের আত্মা বহির্গত না হওয়া পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করিতে থাকিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, আমার ইযযত ও মহত্ত্বের শপথ! যে পর্যন্ত তাহারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, সেই পর্যন্ত তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।

আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, আবূ বদর, উমর ইব্ন খলীফা, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও হাফিজ আবূ বকর বাযযার বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

'এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পাপ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, পাপ করিয়া থাকিলে প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি বলিলেন, তাওবা করিয়াছি, কিন্তু আবার পাপ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ বলিলেন, যখনই পাপকার্য করিবে তাওবা করিয়া নিবে। এইভাবে লোকটি চতুর্থবার একই কথা বলিলে রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেই থাক। শেষ পর্যন্ত শয়তান পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে।' অবশ্য এই সনদে হাদীসটি দুর্বল বলিয়া সাব্যস্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত আর কে পাপ ক্ষমা করিবেন ? অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো পাপ ক্ষমা করার অধিকার নাই।

আসওয়াদ ইব্ন সারীআ, সালাম ইব্ন মিসকীন, মুবারক, মুহাম্মদ ইব্ন মাসআব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্ন সারীআ বলেনঃ জনৈক বন্দী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নীত হইয়া বলিতেছিল, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। মুহাম্মাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না। ইহা শুনিয়া নবী (সা) বলিলেন, সে প্রকৃত অধিকারীকেই চিনিতে পারিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ তাহারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জানিয়া শুনিয়া তাহা করিতে থাকে না। অর্থাৎ পাপ হইতে তাওবা করে এবং সত্ত্বরই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পাপের উপর আঁকড়াইয়া থাকে না এবং তাওবার পরে সে পাপের পুনরাবৃত্তি করে না। আর যতবার পাপ করে ততবার আল্লাহর নিকট তাওবা করিয়া থাকে। হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসাল্লী স্বীয় মুসনাদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকরের গোলাম, আবূ নাযারা, উছমান ইব্ন ওয়াকিদ, আবূ ইয়াহয়া আব্দুল হামীদ হাম্মানী ও ইহসাক ইব্ন আবূ ইস্রাঈল প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি হঠকারী নহে, যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেই থাকে, যদিও তাহার দ্বারা দিনে সত্তরবার পাপকার্য সাধিত হয়।'

উছমান ইব্‌ন ওয়াকিদির সনদে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও বাযযার স্বীয় মুসনাদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। স্বীয় শাইখের বিশুদ্ধ সূত্রে ইয়াহয়া ইব্‌ন মুঈনও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার শাইখ ইব্‌ন উবাউদ ওরফে আবূ নসর মাকাসিতীকে ইমাম আহমাদ বিশুদ্ধ রাবী বলিয়াছেন। আলী মাদানী ও তিরমিযী বলেন -বলা হয়, এই হাদিসটির সনদ শক্তিশালী নহে। কেননা আবূ বকরের গোলাম হাদীস বিশারদগণের নিকট খুবই অপরিচিত। তবুও এতটুকু অপরিচিতির জন্যে ততটা কঠোর হওয়া যায় না। কেননা তিনি একজন বড় তাবেঈ। হাদীস সত্য ও সঠিক বলার পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট। অতএব হাদীসটিকে উত্তম বলা যাইতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারা জানে। মুজাহিদ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন উমাইর وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এর ভাবার্থে বলেন ঃ তাহারা জানে যে, যে ব্যক্তি তাওবা করে, তাহার তাওবা আল্লাহ কবূল করেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه

অর্থাৎ তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের তাওবা কবুল করিয়া থাকেন?

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'যে ব্যক্তি কোন অন্যায় করে কিংবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে দয়াশীল ও ক্ষমাশীল পাইবে।' এই বিষয়ের উপর কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন যায়েদ শারঈ ওরফে হাব্বান, হারীর, ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

'একদা হযরত নবী (সা) মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন – তোমরা অন্যদের প্রতি দয়া কর, আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন। তোমরা অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তোমরা অন্যদেরকে ক্ষমা কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন। আর যাহারা রঙ চড়াইয়া কথা বলে, তাহারা দুর্ভাগা এবং যাহারা পাপকার্যে বহাল থাকে তাহারা কপাল পোড়া।' একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ তাহাদের প্রতিদান হইল ক্ষমা। অর্থাৎ তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তাহাদের এই সকল সৎকাজের প্রতিদান হইল ক্ষমা এবং বেহেশতের উদ্যানসমূহ– যাহার তলদেশ দিয়া প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের পানীয় সমৃদ্ধ নহর।

خَالِدِيْنَ فِيْهَا যেখানে তাহারা অনন্তকাল থাকিবে। অর্থাৎ উহা হইবে তাহাদের স্থায়ী ঠিকানা।

وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ যাহারা কাজ করে তাহাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান! ইহা দ্বারা জান্নাতের প্রশংসা করা হইয়াছে।

(١٣٧) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

(١٣٨) هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

(١٣٩) وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(١٤٠) اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

(١٤١) وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ○

(١٤٢) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ○

(١٤٣) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۠ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

১৩৭. 'তোমাদের পূর্বে বহু বিধান গত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।'

১৩৮. 'ইহা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ।'

১৩৯. 'তোমরা হীনবল হইও না এবং দুঃখিত হইও না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও।'

১৪০. 'যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তো উহাদেরও লাগিয়াছে। আমিই মানুষের মধ্যে দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই, যাহাতে আল্লাহ মু'মিনগণকে জানিতে পারেন আর তোমাদের মধ্য হইতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন এবং আল্লাহ যালিমদিগকে পছন্দ করেন না।'

১৪১. 'আর আল্লাহ যাহাতে মু'মিনগণকে পরিশোধন করিতে পারেন এবং কাফেরগণকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন।'

১৪২. 'তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে? যতক্ষণ আল্লাহ না জানিবেন যে, তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করিল আর কাহারা ধৈর্যশীল।'

১৪৩. 'আর অবশ্যই তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু কামনা করিতেছিলে। উহা এখন তোমরা অবশ্যই স্বচক্ষে দেখিয়াছ।'

তাফসীর ঃ যেহেতু ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাহাদের সত্তরজন যোদ্ধা শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাহাদের দুঃখ নিরসনকল্পে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ তোমাদের পূর্বে এরূপ বহু বিধান গত হইয়াছে। অর্থাৎ এমন বহু ঘটনা তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের ব্যাপারেও সংঘটিত হইয়াছে।

তাহারা প্রথম তাহাদের নবীর অনুসারী ছিল, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে তাহারা কাফির হইয়া ইহকাল ত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের হাশরও হইবে কাফিরদের মত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন فَسِيْرُوْا فِى الأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ। তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা (দীনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহাদের পরিণতি কি হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ইহা হইল মানুষের জন্য বর্ণনা। অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ কিভাবে তাহাদের বিরোধীদের সঙ্গে মুকাবিলা করিয়া টিকিয়া রহিয়াছে।

وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ আর হেদায়েত এবং উপদেশাবলী। অর্থাৎ কুরআন। কারণ উহার মধ্যে পূর্বের ইতিহাস উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই কুরআনই তোমাদের হৃদয়ে হেদায়েতের আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছে। অর্থাৎ পাপ ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত থাকার প্রতি তাগিদ দিয়াছে।

অতঃপর মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَهِنُوْا তোমরা নিরাশ হইও না। অর্থাৎ যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে তোমরা নিরাশ ও দুর্বল হইও না।

وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. তোমরা দুঃখ করিও না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরাই জয়ী হইবে। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! শেষ বিজয় তোমাদেরই। কারণ আল্লাহর সাহায্য তোমাদের পক্ষে।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ। তোমরা যদি আঘাতপ্রাপ্ত হইযা থাক, তবে তাহারাও তো তেমনি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা যদি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাক এবং তোমাদের অনেকে যদি নিহত হইয়া থাকে, তবে তোমাদের শত্রুরাও তো প্রায় তোমাদের সমানই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে ও তাহাদের সমসংখ্যক নিহত হইয়াছে।

وَتِلْكَ الاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ আর এই দিনগুলিকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটাইয়া থাকি। তাই কখনো তোমাদের শত্রুদের সুসময় আসে। যদিও ইহার অন্তরালে তোমাদের বিজয় নিহিত রহিয়াছে।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এইভাবে আল্লাহ জানিতে চান যে, কাহারা ঈমানদার। ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইহার দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন যে, কাহারা শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ় হইয়া থাকে।

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করিতে চান। অর্থাৎ কাহারা আল্লাহর পথে গলা কাটাইতে কুণ্ঠিত নয় এবং কাহারা জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ দিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে।

وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর আল্লাহ অত্যাচারীদিগকে ভালবাসেন না। এই কারণে আল্লাহ ঈমানদারগণকে পাক-সাফ করিতে চান অর্থাৎ ঈমানদারদের পাপ থাকিলে তাহা উহা দ্বারা মোচন হইয়া যায়। আর পাপ না থাকিলে তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ এবং তিনি কাফিরদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে চান। অর্থাৎ তাহারা বিজয়ের গর্বে গর্বিত হইয়া অবাধ্য ও অহংকারি হইয়া যাইবে। তাই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ। তোমাদের কি ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেন নাই তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং কাহারা ধৈর্যশীল ? অর্থাৎ তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, এত সহজেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে ? অথচ এখনও যুদ্ধের ময়দানে তিনি তোমাদের কঠিন পরীক্ষা গ্রহণ করেন নাই।

সূরা বাকারায়ও আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا

অর্থাৎ তোমরা কি ধারণা করিয়াছ, বেহেশতে প্রবেশ করিবে ? অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমাদের কঠিন পরীক্ষা নেওয়া হয় নাই... ...।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

الٓمّٓ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ

'মানুষ কি মনে করিয়াছে যে, তাহারা ঈমান আনিয়াছে বলিলেই তাহাদিগকে পরিত্রাণ দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ

তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেন নাই তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং কাহারা ধৈর্যশীল ? অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাইবে না, যতক্ষণ না তোমাদিগকে আল্লাহ পরীক্ষা করিবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর কাহারা শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল থাকিতে পারে, তা না দেখিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ অথচ তোমরা তো মৃত্যু আসার আগে মরণ কামনা করিতে। কাজেই এখন তোমরা তাহা চোখের সামনে উপস্থিত দেখিতে পাইতেছ। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! ইহার পূর্বে তো তোমরা ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত শত্রুর মুকাবিলা করার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে। অতএব সেই সুযোগ এখন উপস্থিত হইয়াছে। তাই ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত এইবার যুদ্ধ কর ও শত্রুর মুকাবিলা কর।

সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- তোমরা শত্রুদের মুখামুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিও না, বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা কর। আর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও, তখন লৌহস্তম্ভের মত স্থির ও অবিচল থাক। জানিয়া রাখ, বেহেশত তলওয়ারের নিচে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ তোমরা স্বচক্ষে সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়াছ। অর্থাৎ মৃত্যু তোমরা তখনই অবলোকন করিয়াছ যখন তরবারি চালনার ঝনৎকার শব্দ শোনা গিয়াছে, তীরবেগে বর্শার আনাগোনা হইয়াছে, অজস্র বল্লম নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ও ভয়াবহ যুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে মরদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

(١٤٤) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○

(١٤٥) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ ○

(١٤٦) وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ○

(١٤٧) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

(١٤٨) فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৪৪. 'মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র। তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? আর কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করিবে না। বরং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে তিনি পুরস্কৃত করিবেন।'

১৪৫. 'আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না। কারণ, উহার মেয়াদ নির্ধারিত। কেহ পার্থিব পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে উহার কিছু দেই আর কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে উহা হইতে দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব।'

**১৪৬. 'এবং কত নবীই যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দুর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।'**

**১৪৭. 'এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ ও কার্যক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা কর, আমাদিগকে দৃঢ়পদ রাখ এবং কাফেরগণের মুকাবিলায় আমাদিগকে সাহায্য কর।'**

**১৪৮. 'অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে পার্থিব পুরস্কার ও উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।'**

তাফসীর ঃ ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা ছত্রভংগ হইয়া পড়ে এবং অনেকে শাহাদাত বরণ করে। ফলে বাহ্যত তাহারা পরাজিত হয়। অপর দিকে শয়তান ঘোষণা করিয়া দেয় যে, মুহাম্মাদ নিহত হইয়াছে। উপরন্তু ইব্‌ন কামীআ মুশরিকদিগকে ডাকিয়া বলিল, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করিয়াছি। অথচ সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথায় আঘাত করার সুযোগ পাইয়াছিল মাত্র। মুসলমান সর্বসাধারণ্যে ইহার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সত্য সত্যই তাহারা ধারণা করিয়া নেয় যে, মুহাম্মাদের (সা) মৃত্যু ঘটিয়াছে। আল্লাহ পাক নবীদের এমন অনেক হত্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে মুসলমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধ বন্ধ করিয়া পশ্চাদপসরণে উদ্যত হয়। তখন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাহার পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বের রাসূলগণের মত তিনিও একজন রাসূল মাত্র। তিনি মৃত্যুবরণ করিতে পারেন এবং নিহতও হইতে পারেন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুহাজির একজন আনসারকে ওহুদের ময়দানে দেখেন যে, তিনি আহত হইয়া রক্তাক্ত শরীরে মাটিতে গড়াইতেছেন। উক্ত আনসারকে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে শহীদ হইয়াছেন, সেই সংবাদ আপনি পাইয়াছেন কি ? আহত আনসার ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন, যদি এই সংবাদ সত্য হইয়া থাকে, তবে তিনি তাহার দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। এখন তাহার দীনকে সর্বাঙ্গীণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করুন। এই উপলক্ষেই নাযিল হয় ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

দালাইনুন নুবুয়াহ নামক গ্রন্থে হাফিজ আবূ বকর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার অসার অজুহাতকে নাকচ করিয়া বলেন- أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করিবে অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে ? وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ বস্তুত যদি কেহ পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাহাতে আল্লাহর কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। যাহারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ শীঘ্রই তাহাদের ছওয়াব দান করিবেন। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত

হইয়াছে ও দীনের জন্য শহীদ হইয়াছে এবং আমৃত্যু রাসূল (সা)-এর অনুসরণ করিয়াছে, তাহারাই কৃতজ্ঞ।

সহীহ মুসনাদ ও সুনানসমূহে এবং অন্যান্য বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) রাসূল (সা)-এর ইন্তেকাল করার পর এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছিলেন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্ন শিহাব, আকীল, লাইছ, ইয়াহয়া ইব্ন বুকাইর ও বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু সালমা (র) বলেন ঃ

তাহাকে আয়েশা (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া আবূ বকর (রা) ঘোড়ায় চড়িয়া আগমন করেন। মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। কোন কথাবার্তা না বলিয়া তিনি আয়েশার ঘরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি হিবরোর চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি রাসূল (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে চাদর সরাইয়া চুম্বন করেন এবং কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার পিতা-মাতা তাহার প্রতি উৎসর্গ হউক। আল্লাহর শপথ! তাহার প্রতি দুইবার মৃত্যু আসিতে পারে না। যে মৃত্যু তাহার জন্য নির্ধারিত ছিল তাহা সংঘটিত হইয়াছে।

যুহরী বলেন ঃ

আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ সালমা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ বকর (রা) (আয়েশার (রা) ঘর হইতে) বাহির হইয়া দেখেন, উমর (রা) জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিতেছেন। আবূ বকর (রা) তাহাকে বলেন, হে উমর! বস। অতঃপর আবূ বকর (রা) জনগণের উদ্দেশে বলেন ঃ

সালাত ও সালামের পর - যে লোক মুহাম্মদের উপাসনা কর, সে জানিয়া রাখ, মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আর যে লোক আল্লাহর ইবাদত করিত, সে জানিয়া রাখ, আল্লাহ জীবিত আছেন এবং তিনি চিরঞ্জীব। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাহার পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাই সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করিবে? বস্তুত কেহ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তাহাতে আল্লাহর কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। আর যাহারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাহাদিগকে ছাওয়াব দান করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, শ্রোতৃমণ্ডলী হযরত আবূ বকরের মুখে এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া ধারণা করিতেছিল যে, এই আয়াতটি বুঝি এইমাত্র নাযিল হইল। তখন উপস্থিত সকলেই আয়াতটি পাঠ করিলেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেন ঃ

আয়াতটি শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এই আয়াতটি এই মুহূর্তে আবূ বকরের তিলাওয়াত দ্বারা ইহার অর্থ আমি যত গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, অন্য কখনও এমন করিয়া ইহার মর্ম অনুধাবন করিতে পারি নাই। ইহার পর আমার পদযুগল ভাংগিয়া পড়ে। আমার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সাম্মাক ইব্ন হারব, আসবাত ইব্ন নাযর, আমর ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন তালহা ও আলী ইব্ন আবদুল আযীয বর্ণনা করেন যে, ইব্ন

আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর জীবিতাবস্থায়ই হযরত আলী (রা) أَفَانْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ। এই আয়াত পাঠ করিয়া বলেন– আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হন, তাবুও আমরা তাহার ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকিব। আল্লাহর কসম! আমি তো তাহার বন্ধু ও চাচাতো ভাই এবং উত্তরাধিকারীও বটে। তাই এই ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী হকদার আর কে হইবে?

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেহই মৃত্যুবরণ করিতে পারে না। ইহার সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে। তাই বলা হইয়াছে ঃ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً অর্থাৎ মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلاَّ فِيْ كِتَابٍ

'কাহারও বয়স বৃদ্ধি করা হয় না এবং কাহারও বয়স হ্রাস করা হয় না, বরং সব কিছুই নির্দিষ্টভাবে কিতাবে লিখিত রহিয়াছে।

অন্য স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضَى اَجَلاً وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ

'তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সময় পূর্ণ করিয়াছেন এবং মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছেন।'

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বীরত্ব প্রদর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, জিহাদ দ্বারা বয়স হ্রাস পায় না এবং জিহাদ হইতে বিমুখ থাকিলেও তাহাতে বয়স বৃদ্ধি পায় না।

হাজর ইব্‌ন আদী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাবীব ইব্‌ন যিবইয়ান, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, আব্বাস ইব্‌ন ইয়াযীদ আব্দী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হাজর ইব্‌ন আদী (রা) বলেন ঃ

দজলা নদী আমাদিগকে শত্রুদের মুকাবিলা করিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল। তবে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেহই মৃত্যুবরণ করিতে পারে না এবং সেইজন্য একটা সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। ইহা ভাবিয়া কোন পথ না পাইয়া আমি আমার ঘোড়া নদীতে চালনা করি। দেখাদেখি অন্য সকলে তাহাই করিল। শত্রুপক্ষ এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া বলিতেছিল, লোকগুলি কি পাগল! এই বলিয়া ভয়ে তাহারা ভাগিয়া গেল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الاَّخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا অর্থাৎ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করিবে, আমি তাহাকে তাহা দুনিয়াতেই দান করিব। পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করিবে, আমি তাহাকে তাহাই দিব। অর্থাৎ যে শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কার্য সাধন করে, সে তাহার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ দুনিয়াতেই পাইবে। আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না। আর যে পরকাল লাভের

উদ্দেশ্যে কার্য সাধন করে, সে পরকালের পূর্ণ অংশ তো পাইবেই, পরন্তু দুনিয়ার নির্ধারিত অংশও সে পাইবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الاخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِى حَرْثِه وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَالَه فِى الاخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

'যে পরকালের সুখ-সম্পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রার্থনা করে আমি তাহাকে তাহার প্রার্থনার চেয়েও বেশি করিয়া দান করি। আর যে আমার কাছে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্যে প্রার্থনা করে আমি তাহাকে তাহার অংশ প্রদান করি। তবে তাহার জন্য পরকালে কোনই অংশ থাকিবে না।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَه جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا. وَمَنْ اَرَدَ الاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا

'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ইহকাল চায়, আমি যাহাকে চাই, তাহাকে সেই পরিমাণ উহা প্রদান করি। অতঃপর তাহার জন্য আমি জাহান্নাম নির্ধারিত করি এবং সেখানে সে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সহিত প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে যে পরকাল চায় এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে তাহাদের চেষ্টা আল্লাহর নিকট প্রশংসিত হয়।'

তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলিয়াছেন وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِيْنَ যাহারা কৃতজ্ঞ আমি তাহাদিগকে উত্তম প্রতিদান দিব। অর্থাৎ আমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের আমল ও কৃতজ্ঞতা অনুযায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে সুফল প্রদান করিব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অহুদের যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলেন ঃ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَبِىٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ বহু নবী ছিলেন; যাহাদের সঙ্গী-সাথীগণ তাহাদের অনুবর্তী হইয়া জিহাদ করিয়াছে।

কেহ কেহ ইহার এই অর্থ বলিয়াছেন যে, কতশত নবীকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহাদের সাথে তাহাদের কত সঙ্গী-সাথী ও অনুবর্তীদকে হত্যা করা হইয়াছে। ইব্ন জারীরও (র) এই অর্থ পছন্দ করিয়াছেন।

যাহারা আয়াতটিকে এইভাবে পড়েন যে, قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ তাহারা অর্থ করেন যে, তোমরা নবী হত্যার মিথ্যা সংবাদ এবং তাহার কিছু সংখ্যক সাহাবীর নিহত হওয়ার ফলে ভাংগিয়া পড়িয়াছ। অথচ তোমাদের সকলকে হত্যা করা হয় নাই। ইহা দ্বারা সাহাবীদের অন্তরের ভীতি ও দুর্বলতাকে তিরস্কার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এখনো তো তোমরা বহুসংখ্যক সাহাবী বর্তমান রহিয়াছ। তাহা সত্ত্বেও তোমাদের এমন অবস্থা।

যাহারা قَاتَلَ পড়িতে চাহেন, তাহাদের বিষয়টা একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। কেননা তাহাদের সকলকে যদি হত্যা করা হইত, তাহা হইলে আল্লাহ তাহাদের সম্বন্ধে فَمَا وَهَنُوْا

(তাহারা হারিয়াও যায় নাই) বলিতেন না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে, এখানে তাহাদের এই বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে যে, কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাহারা পিছপা হয় নাই, দমিয়া যায় নাই এবং ক্লান্তও হয় নাই-যদিও তাহাদের বহু মুজাহিদ শহীদ হইয়াছে।

যাহারা قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ পাঠ করেন, তাহারা বলেন যে, ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন যাহারা ওহুদের ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া যখন শুনিয়াছে যে, মুহাম্মদ (সা) নিহত হইয়াছেন, তখন নিহতদের লাশ রাখিয়া পালাইয়া গিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ অর্থাৎ যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি মুরতাদ হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছ ? انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ। অর্থাৎ তাহা হইলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করিবে ? কেহ কেহ বলিয়াছেন-উহার অর্থ হইল, কত নবীকে তাহাদের অনুবর্তীদের সম্মুখে শহীদ করা হইয়াছে।

ইব্‌ন ইসহাক স্বীয় ইতিহাসে শেষের অর্থটিই গ্রহণ করিয়াছেন এং বলিয়াছেন, কত শত নবীকে তাহাদের অনুবর্তীগণসহ শহীদ করা হইয়াছে। তবুও তো তাহারা তাহাদের নিকট হার মানে নাই এবং আল্লাহর দীনের অনুসরণের জন্য তাহারা কঠিন বাধার সম্মুখীন হইয়াও দমিয়া যায় নাই।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ আল্লাহ সবরকারীদিগকে ভালবাসেন।

مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ বাক্যাংশটি এখানে হাল হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। সুহাইলি বলেন, ইহা দ্বারা বক্তব্য আরও শক্তিশালী হইয়াছে। ইহার সাথে সাথেই বলা হইয়াছে فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ অর্থাৎ তাহাদের কিছু কষ্ট হইয়াছে বটে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হইতে আমবী তাহার মাগাযিতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অন্য কেহ ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। কেহ কেহ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ এর মর্মার্থে বলিয়াছেন ঃ হাজার হাজার অনুসারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরামা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, রবী ও আতা খোরাসানী (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন الرِّبِّيِّيْنَ। এর অর্থ বৃহৎ দল। হাসান (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক الرِّبِّيُّوْنَ। এর অর্থ বলিয়াছেন বহুসংখ্যক আলিম। তাহার অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ ধৈর্যশীল আলিমগণ অর্থাৎ পুণ্যবান ও মুত্তাকী আলিমগণ!

বসরার কোন কোন নাহু বিশারদ হইতে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, الرِّبِّيُّوْنَ। হইলেন তাহারা যাহারা মহামহিমান্বিত আল্লাহর ইবাদত করেন। কেহ বলিয়াছেন-যদি এই অর্থ করিতে হয় তবে الرِّبِّيِّيْنَ। এর নিচে যের দিয়া পড়িতে হইবে। ইব্‌ন যায়িদ (র) বলিয়াছেন ঃ الرِّبِّيِّيْنَ। এর অর্থ হইল অনুসরণ করা, অনুবর্তী হওয়া ও সংগী হওয়া। فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا। অর্থাৎ আল্লাহর পথে তাহাদের কিছু কষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু আল্লাহর পথে যুদ্ধে তাহারা হারিয়া যায় নাই, ক্লান্তও হয় নাই এবং দমিয়াও যায় নাই। কাতাদা ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ وَمَا

ضَعُفُوْا এর অর্থ তাহাদের নবীকে হত্যা করার পরেও তাহারা সাহস হারায় নাই এবং দমিয়া যায় নাই।

ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, কেন তোমরা আল্লাহর সাহায্য হইতে এবং তাহার দীন হইতে পরাঙ্মুখ থাকিতেছ। আল্লাহার সহায়তায় তোমরা পূর্ণোদ্যমে নবীর উপর হামলাকারীদিগকে হত্যা কর, যুদ্ধের মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়, শহীদ হও, নিহত কর এবং এইভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) وَمَا اسْتَكَانُوْا এর অর্থ বলেন ঃ তাহারা ভীত হয় নাই। ইব্ন যাঈদ (র) বলেন ঃ শত্রুপক্ষের বিজয়ের ফলে তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে নাই। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, সুদ্দী ও কাতাদা ইহার অর্থ এই বলেন যে, তাহাদের নবীদিগকে যখন হত্যা করা হইতেছিল তখনো তাহার দমিয়া যায় নাই।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِى اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ সবরকারীদিগকে ভালবাসেন। তাহারা আর কিছুই বলে নাই, শুধু বলিয়াছে– হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপ এবং যাহা কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে আমাদের কাজে, তাহা মোচন করিয়া দাও আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর। অর্থাৎ ইহাই তাহাদের একমাত্র প্রার্থনা ছিল।

فَاٰتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে দুনিয়ার ছাওয়াব দান করিয়াছেন। অর্থাৎ সাহায্য, কল্যাণ ও উত্তম পরিণতি দান করিয়াছেন।

وَحُسْنَ ثَوَابِ الاٰخِرَةِ এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিফল দান করিবেন। অর্থাৎ আখিরাতেও আল্লাহ তাহাদিগকে বহু সাওয়াব দান করিবেন।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আর আল্লাহ সৎ কর্মশীলদিগকে ভালবাসেন।

(١٤٩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

(١٥٠) بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○

(١٥١) سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○

(١٥٢) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٥٣) اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৪৯. 'হে ঈমানদারবৃন্দ! যদি তোমরা কাফেরদের অনুগত হও, তবে তোমাদিগকে বিপরীতমুখী করিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

১৫০. 'আল্লাহ্ই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।'

১৫১. আমি "কাফেরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিব, যেহেতু তাহারা আল্লাহ্র শরীক করিয়াছে, যাহার স্বপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই। জাহান্নাম তাহাদের বাসস্থান। যালিমদের নিবাস কতই নিকৃষ্ট।

১৫২. 'আর অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের সহিত তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিলেন, যখন তোমরা তাঁহার অনুমোদনক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছিলে, যতক্ষণ না তোমরা সাহস হারাইলে ও নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ করিলে এবং তোমাদের কাম্যবস্তু দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইলে। তোমাদের কতিপয় ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য তাহাদের হইতে ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।'

১৫৩. 'স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে উঠিতেছিলে এবং পিছনে ফিরিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না। আর রাসূল তোমাদিগকে পিছন হইতে আহ্বান করিতেছিল। ফলে তিনি তোমাদিগকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ এবং যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য দুঃখিত না হও। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা ভালভাবেই অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলেন, যদি তোমরা কাফির ও মুনাফিকদিগকে মান্য কর, তবে তোমরা ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ. অর্থাৎ তোমরা যদি কাফিরদের কথা শুন, তাহা হইলে তাহা তোমাদিগকে পর্যায়ক্রমে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নিবে। তাহাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

অতঃপর তিনি তাহারই সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভর করার জন্যে নির্দেশ দান করিয়া বলেন ঃ بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি হইতেছেন উত্তম সাহায্যকারী।

অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সুসংবাদ দিয়া বলেন, কুফর ও শিরক করার ফলে অতি সত্বরই তাহাদের অন্তরে ভীতি ও সন্ত্রাস সঞ্চারিত করিয়া দিব। সাথে সাথে তাহাদের পরকালও ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দিব। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَمَاْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ সত্ত্বরই আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করিব। কারণ তাহারা এমন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। আর তাহাদের ঠিকানা হইল দোযখের আগুন। বস্তুত যালিমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেওয়া হইয়াছে যাহা আমার পূর্ববর্তী কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। (এক) এক মাসের দীর্ঘ পথ পর্যন্ত আমাকে ভক্তি বিভূষিত প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে! (দুই) সমগ্র ভূমিকে আমার জন্যে মসজিদতুল্য পবিত্র করা হইয়াছে। (তিন) যুদ্ধলব্ধ মাল (গনীমাত) আমার জন্যে হালাল করা হইয়াছে। (চার) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। (পাঁচ) প্রত্যেক নবীকে বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা জাতির জন্যে প্রেরণ করা হইলেও আমাকে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির জন্যে নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে।

আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাইয়ার, সুলায়মান তায়মী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ আদী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সমস্ত নবীগণের উপর অথবা অন্যান্য সকল উম্মতের উপর আমাকে চারিটি বিষয়ে প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। (এক) সমগ্র মানব জাতির জন্যে আমাকে নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে। (দুই) আমার উম্মতের জন্যে সমগ্র ভূমিকে সিজদাযোগ্য পবিত্র করা হইয়াছে। তাই যেখানেই নামাযের সময় উপস্থিত হইবে সেখানেই উহা আদায় করিতে পারিবে। (তিন) আমার শত্রু আমা হইতে একমাসের পথের ব্যবধানে থাকিলেও আল্লাহ পাক তাহার অন্তরে আমার ভয় প্রবেশ করাইয়া দিবেন। (চার) আমার জন্য গনীমাতকে হালাল করা হইয়াছে।

আবূ উমামা সাদী ইব্‌ন আজলান হইতে বসরার অধিবাসী দামেস্কীর মুক্ত দাস সিয়ার কুরাইশী আমুভী ও সুলায়মান তায়মীর সনদে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হাদীসটি উত্তম ও সহীহ পর্যায়ের। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইউনুস, আমর ইব্‌ন হারিছ, ইব্‌ন ওয়াহাব ও সাঈদ ইব্‌ন মানসুর বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমার ব্যক্তিত্বে ভীতিপ্রদ প্রভাব সৃষ্টি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। ইব্‌ন ওয়াহাবের সনদে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মূসা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, বুরদা, আবূ ইসহাক, ইস্‌রাঈল, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয়ে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। (এক) আমাকে শ্বেতাংগ ও কৃষ্ণাংগ উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্যে প্রেরণ করা হইয়াছে। (দুই) আমার জন্যে সমস্ত যমীনকে পবিত্র মসজিদ করা হইয়াছে। (তিন) গনীমাতের মাল আমার জন্যে হালাল করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে অন্য কাহারও জন্যে হালাল করা হয় নাই। (চার) এক মাস পথের দূরত্ব হইতে আমার শত্রুর অন্তরে আমার ভীতি সৃষ্টি করা হয়। (পাঁচ) আমাকে সুপারিশ করার

অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, অথচ অন্য নবীগণ সুপারিশ করার অধিকার চাহিয়া নিয়াছেন। পরন্তু আমি সেই সকল লোকের সুপারিশ বিলুপ্ত করিয়াছি যাহারা আল্লাহর সহিত মৃত্যু পর্যন্ত কোন শরীক করেন নাই।' একমাত্র আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ আবূ সুফিয়ানের (রা) অন্তরে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া যান।

ইব্ন আবূ হাতিম وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্যের অংগীকার করিয়াছিলেন।

নিম্ন আয়াতাংশটি ওহুদের প্রথম দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে ঃ

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ اٰلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

অর্থাৎ তুমি যখন মু'মিনগণকে বলিলে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সাহায্যার্থে আসমান হইতে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাইবেন ? অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং স্থির থাক আর তখনই যদি তাহারা তোমাদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহা হইলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়া উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাইবেন।

ইহা ওহুদের যুদ্ধের কথা। কারণ, তখন মুসলিম মুজাহিদদের শত্রুপক্ষের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তবুও তাহারা যতক্ষণ দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করিয়াছে ততক্ষণ তাহারা প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা হইল যুদ্ধের প্রথম দিনের অবস্থা। তারপর হইতে তাহাদের কতক তীরন্দাজ অবাধ্যতা করে এবং যে শর্তের উপর সাহায্যের অংগীকার করা হইয়াছিল তাহা অমান্য করে। ফলে দ্বিতীয় দিন তাহারা পরাজয় বরণ করে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ আল্লাহ সেই ওয়াদা সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রথম দিনে اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ যখন তোমরা তাহাদিগকে খতম করিতেছিলে। অর্থাৎ হত্যা করিতেছিলে। بِاِذْنِه তাহারই মর্জীতে। অর্থাৎ তাহাদের উপর বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ যতক্ষণ তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন না করিয়াছ। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন জারীজ (র) বলেন ঃ اَلْفَشَلُ এর অর্থ اَلْجُبْنُ অর্থাৎ কাপুরুষতা। وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ অর্থাৎ যাহা তীরন্দাজরা ঘটাইয়াছিল। مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ সেই খুশীর বস্তু দেখার পর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছ যাহা তোমাদের চক্ষের সামনে বিদ্যমান ছিল।

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا তোমাদের কাহারও কাম্য ছিল দুনিয়া। অর্থাৎ কেহ কেহ গনীমাত দেখিয়া উহা লাভের উদ্দেশ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছ।

وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الاخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ কাহারও কাম্য ছিল আখিরাত। তৎপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শত্রু হইতে বিরত রাখেন। অবশেষে তিনি তাহাদিগকে তোমাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন। তাহাও তোমাদিগকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমাদের এই কর্ম আল্লাহ ক্ষমা করিয়াছেন। কেননা তিনি জানেন যে, স্পষ্টতই তোমরা সংখ্যায়ও নগণ্য ছিলে।

ইব্‌ন জারীর (র) وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ-এর ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহ এই সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকও ইহা বলিয়াছেন। উহাও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের সাথে রহিয়াছে আল্লাহ্‌র কৃপা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ, আবূ যানাদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ যানাদ, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যত সাহায্য করিয়াছেন অন্য কোন যুদ্ধে আর তত সাহায্য করেন নাই। কিন্তু আমরা আমাদের কর্মদোষে উহার ফলাফল পাল্টাইয়া দিয়াছি। যতই হউক, এই কথা তো কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهِ এই আয়াত ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হাসান (র) বলেন ঃ

তাহারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছে। সেই কথাই আল্লাহ বলিয়াছেন حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الاخِرَةَ অর্থাৎ যখন তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছ এবং কার্য নিয়া বিবাদ করিয়াছ আর তোমাদের খুশির বস্তু দেখার পর নাফরমানী প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের কাহারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কাহারো কাম্য ছিল আখিরাত।

কয়েকজন তীরন্দাজ নির্দেশ অমান্য করিল। তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্বত ঘাঁটিতে দাঁড় করাইয়া এই নির্দেশ দেন যে, এই স্থান হইতে তোমরা শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। তাহারা যেন তোমাদের পিছন দিকে স্থান নিতে না পারে। যদি তোমরা আমাদের বিজয় দেখ, তবুও তোমরা নিজ স্থান পরিত্যাগ করিবে না এবং গনীমাত সঞ্চয়ে ব্যাপৃত হইবে না! কিন্তু মুসলমানদের বিজয় দেখিয়া তাহারা রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অমান্য করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করে এবং অন্যদের সঙ্গে মিলিয়া গনীমাত কুড়াইতে আরম্ভ করে। এদিকে পলায়নপর মুশরিকরা পর্বত গিরিপথ মুক্ত দেখিয়া সেই পথে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ফলে যাহারা রাসূল (র)-এর নির্দেশে সেই পথে স্থির ছিল, তাহারা শহীদ হইয়া যান।

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিনের প্রথমার্ধে সাহায্য করা হইয়াছিল। সাহাবীরা সাতজন অথবা নয় জন মুশরিককে হত্যাও করিয়াছিল।

কিন্তু মুশরিকদের অতর্কিত এক প্রচণ্ড হামলায় স্বল্পক্ষণের মধ্যে মুসলমানদের জয়ের মাল্য মুশরিকরা ছিনাইয়া নেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মিহরাস নামক একটি গুহায় আশ্রয় নিয়াছিলেন'

এদিকে শয়তান ঘোষণা করিয়া দেয় যে, মুহাম্মদ নিহত হইয়াছে এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই দুঃসংবাদের সময় উদভ্রান্ত মুসলমানদের সামনে হঠাৎ নবী (সা) গুহা হইতে উদিত হন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এমন সময় আমরা তাহাকে আমাদের মাঝে পাইয়া সকল বিপদ ও দুঃখ ভুলিয়া যাই। আমরা সবাই তাহার দিকে ছুটিয়া যাই। তখন তিনি বলিতেছিলেন, সেই লোকদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হউক, যাহারা আল্লাহর রাসূলের অবয়বকে রক্তাক্ত করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই তিনি আবার বলেন যে, অথচ তাহাদের এতদূর অগ্রসর হওয়ার কোনই অধিকার নাই।

কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের উপর হইতে আবূ সুফিয়ানের কণ্ঠ শুনিতে পাই। তিনি উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, হোবলের মস্তক উন্নত হউক। হোবলের মস্তক উন্নত হউক। অতঃপর বলিলেন, কোথায় আবূ কাবশা ? কোথায় ইব্ন আবূ কাহাফা ? কোথায় ইব্ন খাত্তাব ?

ইহা শুনিয়া উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাহার উত্তর দিই। তিনি অনুমতি দেন। তখন উমর (রা) বলেন – আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত।

আবূ সুফিয়ান উহা শুনিয়া বলিলেন– বল, কোথায় ইব্ন আবূ কাবশা ? কোথায় ইব্ন আবূ কাহাফা ? কোথায় ইব্ন খাত্তাব ?

তদুত্তরে উমর (রা) বলিলেন– এই হইল রাসূলুল্লাহ (সা), এই হইল আবূ বকর এবং এই আমি উমর।

আবূ সুফিয়ান বলিলেন– ইহা হইল বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ। এইভাবেই রৌদ্র ও ছায়া পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আর যুদ্ধ হইল কূপের বালতির ন্যায়। উমর (রা) ইহার উত্তরে বলিলেন, না, তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা আর আমাদের নিহত ব্যক্তিরা সমান নহে। তোমাদের নিহতরা যাইবে জাহান্নামে এবং আমাদের নিহতরা যাইবে জান্নাতে। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, যাহা হউক, তোমাদের নিহতদিগকে নাক-কান কাটা বিশ্রী ধরনের পাইবে। তবে আমাদের ইহা করিতে মত ছিল না। যখন এমন করিয়াই ফেলিয়াছে, তখন এক রকম মন্দও হয় নাই।

হাদীসটি দুর্বল। তবে ইহার বিষয়বস্তু বিস্ময়কর। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুরসাল সূত্রেও হাদীসটি রিওয়ায়েত করা হইয়াছে। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) এবং তাহার পিতা কেহই এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে উছমান ইব্ন সাঈদ, আবূ নযর ফকীহ ও হাকেম স্বীয় মুস্তাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সুলায়মান ইব্ন দাউদ হাশিমীর সনদে বায়হাকী স্বীয় দালাইলুন নুবুয়াহ গ্রন্থে এবং ইব্ন আবূ হাতিম নিজ গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে ইহার সমর্থক হাদীস রহিয়াছে।

ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, আতা ইব্ন যায়িদ, হাম্মাদ, আফফান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধের দিন স্ত্রীলোকেরা মুসলমান সৈনিকদের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিল এবং মুশরিকদের হাতে আহতদের পরিচর্যা করিতেছিল। আমি কসম করিয়া বলিতে পারি যে, সেই দিন আমাদের কাহারো পার্থিব লিপ্সা ছিল না। কিন্তু আয়াত নাযিল হয় যে مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ

الدَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الاخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ। অর্থাৎ তাহাতে তোমাদের কাহারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর তোমাদের কাহারো কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে হটাইয়া দিলেন তাহাদের উপর হইতে যাহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। যাহা হউক, তাহারা রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অমান্য করাতে এই বিপদ ঘটে। রাসূল (সা)-এর সঙ্গে মাত্র নয়জন সাহাবী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাতজন আনসার এবং দুইজন মুহাজির ছিলেন! এক সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে চতুর্দিক দিয়া মুশরিকরা ঘিরিয়া ফেলে, তখন তিনি বলেন –যে ব্যক্তি ইহাদিগকে হটাইয়া দিতে সক্ষম হইবে তাহার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হইবে। ইহা শুনিয়া একজন আনসার উহাদের মুকাবিলায় দাঁড়াইয়া যান এবং শহীদ হন। আবার বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে মুকাবিলা করিয়া হটাইয়া দিতে সক্ষম হইবে তাহার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হইবে। ইহা শুনিয়া আরও একজন দাঁড়াইয়া যান এবং তিনিও শহীদ হইয়া যান। এইভাবে সাতজন সাহাবী শহীদ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) অপর দুইজন সাহাবীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের সংগীদের প্রতি ইনসাফ ভিত্তিক বিচার করা হয় নাই।'

অতঃপর আবূ সুফিয়ান তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, হোবলের শির উন্নত হউক। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে বলিলেন যে, তোমরা বল, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। সাহাবীগণ আবূ সুফিয়ানের প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমাদের তো উহা হইতে সম্মানিত প্রতিমা উযযা রহিয়াছে। তোমাদের তো আল্লাহর উপর সম্মানিত কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের বলিলেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ আমাদের প্রভু আর তোমাদের কোন প্রভু নাই। অতঃপর আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আজকের দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ। এইভাবে একদিন তোমাদের, একদিন আমাদের। যেমন হানযালার বদলায় হানযালা। অমুকের বদলায় অমুক। অর্থাৎ সমান সমান।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার উত্তরে বলেন– না, সমান নয়। আমাদের নিহতরা জীবিত এবং তাহাদিগকে আহার দেওয়া হয়। আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী এবং তাহারা শাস্তি ভোগ করিতেছে। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, তোমরা তোমাদের নিহতদিগকে নাক-কান-হাত-পা কাটা অবস্থায় পাইবে। ইহা করিতে আমরা নির্দেশও দিই নাই, নিষেধও করি নাই। ইহা আমরা পছন্দও করি নাই। তবে মন্দ হইয়াছে বলিয়াও মনে করি না। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে।

ইহার পর রাসূল (সা) হামযার প্রতি তাকাইয়া দেখেন যে, তাহার পেট ফাড়া। হিন্দা তাহার কলিজা বাহির করিয়া চিবাইয়াছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও উহার কোন অংশ গলধকরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন অংশ খাইয়াছে কি ? সাহাবাগণ বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ চাহেন না যে, হামযার শরীরের কোন অংশ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হউক। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হামযার জানাযা নামায পড়েন। অতঃপর এক আনসারকে আনিয়া তাহার পার্শ্বে রাখিয়া জানাযা পড়া হয়। জানাযা শেষে আনসারকে তুলিয়া নিয়া যাওয়া হয়, কিন্তু হযরত হামযার লাশ সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। এইভাবে সত্তর জন শহীদকে আনা হয় এবং তাহাদের সহিত সত্তর বার হযরত হামযার জানাযা পড়া হয়।' একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বাররা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইস্‌রাঈল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, বাররা (রা) বলেন ঃ

মুশরিকদের সাথে আমাদের ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল (সা) তীরন্দাজদের একটি দলকে নির্দিষ্ট স্থানে নিযুক্ত করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবাইরকে (রা) তাহাদের নেতৃত্বভার অর্পণ করেন। তাহাদিগকে বলিয়া দেন যে, যদি তোমরা আমাদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী দেখিতে পাও, তবুও এই স্থান পরিত্যাগ করিবে না। আর তাহারা আমাদের উপর বিজয়ী হইলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিবে না। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই মুশরিকরা পিছু হটিতে শুরু করে। এক পর্যায়ে মুশরিক মহিলাগণ কাপড় উঁচু করিয়া পাহাড়ের আড়ালে-আবডালে লুকাইতে থাকে। এমন সময় সেই তীরন্দাজ দলটি 'গনীমাত গনীমাত' বলিয়া চীৎকার করিয়া নির্ধারিত স্থান হইতে সরিয়া যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবাইর বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই স্থান ত্যাগ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা নিষেধ অমান্য করিয়া স্থান ত্যাগ করে। ফলে মুশরিকদের হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে হামলায় সত্তর জন সাহাবী শহীদ হইয়া যান। ইহার পর আবূ সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলেন, মুহাম্মদ আছে কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) সবাইকে উত্তর দিতে নিষেধ করিলেন। ইহার পর বলিলেন, আবূ বকর আছে কি ? এবারও কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতেছিলেন যে, ইহারা সবাই নিহত হইয়াছে। যদি জীবিত থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর দিত।

ইহা শুনিয়া উমরের (রা) ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর দুশমন! মিথ্যা বলিয়াছ। তোমাকে যে আল্লাহ্ ধ্বংস করিবেন তিনি আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, হোবলের শির উন্নত হউক। নবী (সা) বলিলেনন, তোমরা উত্তর দাও। সাহাবাগণ বলিলেন, কি উত্তর দিব ? রাসূল (সা) বলিলেন, "বল, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহা সম্মানিত। তাহারা তাহাই বলিলেন। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমাদের তো হোবলের চেয়েও বড় উযযা রহিয়াছে। তোমাদের তো (আল্লাহর চেয়ে বড়) কেহ নাই। রাসূল (সা) বলিলেন, উত্তর দাও। সাহাবীগণ বলিলেন, উত্তরে কি বলিব ? রাসূল (সা) বলিলেন, বল যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু। আর তোমাদের তো কোন প্রভু নাই। বারবা (র) হইতে ধারাবহিকভাবে আবূ ইসহাক, যুহাইর ইব্‌ন মুআবিয়া ও আমর ইব্‌ন খালিদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, আবূ উমামা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হইয়া পলায়ন শুরু করে। এমন সময় ইবলিস তাহাদিগকে ডাকিয়া বলে– হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পিছনের সংবাদ নাও। আগের দল পিছনের দলের সংগে মিলিয়া গিয়াছে। ইহার পরই হুযায়ফা দেখেন যে, তাহার পিতার উপর আক্রমণ চলিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, হে আল্লাহর বান্দারা! ইনি আমার পিতা, আমার পিতা। কিন্তু তাহার কথা অগ্রাহ্য করিল। শেষ পর্যন্ত ইয়ামান (রা) শহীদ হন। হুযায়ফা (রা) বলেন, এই হত্যার জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বলেন, ইয়ামান (রা)-এর হত্যাকারীদের প্রতি হযরত হুযায়ফার (রা) মৃত্যু পর্যন্ত এই কল্যাণ কামনা ছিল।

যুবায়র ইব্ন আওয়াম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইব্ন আওয়াম (র) বলেন ঃ

আল্লাহর কসম! ওহুদের দিন আমি হেন্দা ও তাহার সংগীদিগকে দৌড়াইয়া পালাইতে দেখিয়াছি। প্রথমদিকে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরে যখন তীরন্দাজরা তাহাদের নির্ধারিত স্থান পরিত্যাগ করে, তখন কাফিররা একযোগে পিছন দিক দিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করে। এমন সময় ঘোষণা হয় যে, মুহাম্মদ নিহত হইয়াছে। তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টিয়া যায়। আমরা তাহাদের পতাকাবাহক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। এমনকি তাহাদের হাত হইতে পতাকা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। উমরাতা বিনতে আলকামা হারিছিয়া নাম্নী এক মহিলা সেই পতাকা আবার উত্তোলন করে এবং কুরাইশরা পুনরায় পতাকার তলে একত্রিত হয়।

আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দ খায়ের ও সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

সেই (ওহুদের) যুদ্ধে আমি কোন সাহাবীকে পার্থিব লোভে যুদ্ধ করিতে দেখি নাই। কিন্তু সেই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিয়াছেন ঃ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ তোমাদের কাহারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কাহারো কাম্য ছিল আখেরাত। ইব্ন মাসউদ (র) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (র) এবং আবূ তালহা (র) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মারদুবিয়া (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ অতঃপর তিনি তোমাদিগকে হটাইয়া দিলেন তাহাদের উপর হইতে যাহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন।

ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন রাফে নামক আদী ইব্ন নাজ্জার গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছে যে, আনাস ইব্ন মালিকের চাচা আনাস ইব্ন নাযর ওহুদের যুদ্ধের সময় উমর ইব্ন খাত্তাব ও তালহাসহ মুহাজির ও আনসারদিগকে শূন্য হাতে দেখিয়া বলিলেন, কি হইয়াছে আপনাদের? আপনারা কি সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছেন? তাঁহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যদি বাঁচিয়া না থাকেন আপনারা বাঁচিয়া কি করিবেন? উঠুন, যাহারা আপনাদিগকে হত্যা করিয়াছে তাহাদিগকে হত্যা করুন। এই বলিয়া তিনি শত্রুদের মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাৎ বরণ করেন।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ, মুহাম্মাদ ইব্ন তালহা, হাসান ইব্ন হাসসান ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

তাহার চাচা আনাস ইব্ন নাযর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাহার চাচা স্বয়ং বলেন যে, আমি নবী (সা)-এর প্রথম যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। তবে আগামীতে যদি রাসূল (সা)-এর সংগে যুদ্ধ করার সুযোগ আসে তবে দেখা যাইবে। অতঃপর ওহুদের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত হন। যখন মুসলমানরা ব্যাকুল ও ছত্রভংগ হইয়া যায়, তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ! ইহারা যাহা করিয়াছে সেই সম্পর্কে আমি আপনার নিকট ওযরখাহী করিতেছি। এখন

মুশরিকদিগকে আর কাহাকেও হত্যা করার সুযোগ দিতে আমি নারাজ। এই বলিয়া তিনি তরবারী নিয়া বাহির হন। এমন সময় সা'আদ ইব্‌ন মাআযকে (র) দেখিতে পান। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে সাআদ, কোথায় যাইতেছ ? আমি তো ওহুদের প্রান্তর হইতে বেহেশতের ঘ্রাণ পাইতেছি। ইহা বলিয়া তিনি কাফিরদের মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। পরিশেষে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের পর তাহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। কেবল তাহার বোন, মামা এবং তাহার সন্তানরা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। তাহার সর্বাঙ্গে তীর, বর্শা ও তরবারীর মোট আশিটি ক্ষত ছিল। বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ছাবিত ইব্‌ন আনাসের (রা) সনদে মুসলিম (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উছমান ইব্‌ন মাওহাব হইবে ধারাবাহিকভাবে আবূ হামযা আবদান ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, উছমান ইব্‌ন মাওহাব (রা) বলেন ঃ

এক ব্যক্তি হজ্জে যাওয়ার পথে একদল লোককে বসা দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা ? উত্তর দেওয়া হইল যে, ইহারা কুরাইশ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের শায়খ কে ? তাহারা বলিলেন, ইব্‌ন উমর (রা)। এমন সময় ইব্‌ন উমরও আগমন করেন। সেই লোকটি তাহার নিকট আসিয়া বলেন, আপনার নিকট আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল। তিনি বলিলেন, হাঁ, জিজ্ঞাসা করুন। লোকটি বলিলেন, আপনাকে বাইতুল্লাহ শরীফের শপথ দিয়া বলিতেছি, আপনি জানেন কি যে, উছমান ইব্‌ন আফফান (রা) ওহুদের যুদ্ধে পলায়ন করিয়াছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি যে, তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেন নাই ? তিনি বলিলে, হাঁ। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি যে, তিনি বায়আতুর রিযওয়ানেও শরীক ছিলেন না ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। লোকটি খুশি হইয়া আল্লাহু আকবার বলিলেন।

ইহার পর ইব্‌ন উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, এই দিকে আসুন। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত শুনুন। ওহুদের যুদ্ধ হইতে পলায়নের পাপ আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। বদরের যুদ্ধে তাঁহার অনুপস্থিত থাকার কারণ হইল, তখন তাহার স্ত্রী তথা রাসূল (সা)-এর কন্যার কঠিন রোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি মদীনাতেই থাক এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যুদ্ধের ছাওয়াব দান করিবেন। আর গনীমতেরও তুমি অংশ পাইবে। বায়আতে রিযওয়ানের ঘটনা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে মক্কাবাসীদের নিকট পয়গাম নিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা তাহাকে যথেষ্ট সমীহ করিত। উছমান (রা) মক্কায় পৌঁছার পর বায়আতে রিযওয়ান হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার ডান হাত উঠাইয়া বলিয়াছেন, এই উছমানের হাত। অতঃপর তিনি হাতখানা তাঁহার অন্য হাতের উপর রাখেন। অতঃপর লোকটিকে বলেন, এখন যান এবং এই কথা মনে রাখুন। উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাওহাব হইতে আবূ আওয়ানার সূত্রেও বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَتَلْوُنَ عَلٰى اَحد –আর তোমরা উপরে উঠিয়া যাইতেছিলে এবং পিছনের দিকে তাকাইতেছিলে না কাহারো প্রতি। অর্থাৎ তোমরা শত্রু হইতে পলায়ন করিয়া পর্বতের উপর আরোহণ করিয়াছিলে। হাসান ও কাতাদা বলেন, اِذْ تُصْعِدُوْنَ

অর্থাৎ যখন তোমরা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়াছিলে এবং وَلاَتَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ অর্থাৎ শত্রুদের ভয়-ভীতির প্রভাবে কাহারো দিকে তাকাইতেছিলে না।

وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرَاكُمْ – অথচ রাসূল ডাকিতেছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পিছন দিক হইতে। অর্থাৎ রাসূল তোমাদের পিছন দিক হইতে ডাকিতেছিলেন এবং তোমাদিগকে শত্রু হইতে ভয়ে পলায়ন করিতে নিষেধ করিতেছিলেন

সুদ্দী (র) বলেন ঃ

যখন মুশরিকরা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে, তখন দিগ্বিদিক হারাইয়া কেহ মদীনার দিকে ছুটে এবং কেহ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে। সেই সময় আল্লাহর রাসূল (সা) তাহাদিগকে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, " হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আমার দিকে আস"। এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তখন সাহাবীদের পাহাড়ে আরোহণ করার ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাই নবী (সা)-এর আহবানের কথা উল্লেখ করিয়াই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَتَلْوٗنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرَاكُمْ আর তোমরা উপরে আরোহণ করিতেছিলে এবং পিছনে কাহারও প্রতি ফিরিয়াও তাকাইতেছিলে না। অথচ রাসূল ডাকিতেছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পিছন দিক হইতে। ইব্ন আব্বাস (রা) কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন যায়িদও এই ভাবার্থ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সময় মাত্র বারজন সাহাবীসহ অবস্থান করিতেছিলেন। ইমাম আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বাররা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, যুহাইর ও হামান ইব্ন মূসা বর্ণনা করেন যে, বাররা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) ওহুদের যুদ্ধের সময় একটি তীরন্দাজ বাহিনীকে সংগে নিয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় ছিলেন পঞ্চাশজন।

আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ

সেই যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) আমাদিগকে নির্দিষ্ট একটি স্থানে মোতায়েন করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন অবস্থাতেই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। যদি কোন লাভজনক ব্যাপারও তোমাদের সম্মুখে সংঘটিত হয়, যতক্ষণ লোক মারফত তোমাদিগকে এই স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ না দেওয়া হয় ততক্ষণ সেখানে থাকিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর বলেন, কিন্তু তাহার এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, ইহার ফলে কাফিরদের আক্রমণ করার সুযোগ ঘটে। আল্লাহর কসম! আমি তখন মহিলাদিগকে দৌড়াইয়া পাহাড়ে উঠিতে দেখিয়াছি। তখন তাহাদের পায়ের গোছা পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল এবং তাহারা কাপড় উঁচু করিয়া দৌড়াইতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া আবদুল্লাহ তাহার সংগীদিগকে বলিলেন, গনীমাত খুজিতেছ ? দেখ কি অন্য কোন দলকে গনীমাত খুঁজিতে ? ইহার পর আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর (রা) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদিগকে কি বলিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ ? তাহারা উত্তরে বলিলেন, আমরা আমাদের ন্যায্য গনীমাত সংগ্রহ করিতেছি। তাহারা যখন আবার একত্রিত হইতেছিল, এমন সময় কাফিররা প্রচণ্ড হামলা চালায়। ফলে তাহারা দিগ্বিদিক হারাইয়া জান নিয়া পালায়। এই সময় হুযূর (সা) তাহাদিগকে পিছন হইতে ডাকিতেছিলেন।

যাহা হউক, অবশেষে মাত্র বারজন সাহাবী রাসূল (সা)-এর সংগে ছিলেন। পরিশেষে সেই যুদ্ধে আমাদের সত্তর জন বীরযোদ্ধা শহীদ হন। অবশ্য বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণ মোট একশত চল্লিশজন কাফিরকে হত্যা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সত্তরজনকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং সত্তরজনকে যুদ্ধমাঠে বধ করিয়াছিলেন। ওহুদের যুদ্ধশেষে আবূ সুফিয়ান বলিতে ছিলেন, মুহাম্মদ আছ কি ? মুহাম্মদ আছ কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) সবাইকে ইহার উত্তর দিতে নিষেধ করেন। ইহার পর বলেন, ইব্ন আবূ কাহাফ আছ কি ? ইব্ন আবূ কাহাফ আছ কি ? ইব্ন আবূ কাহাফাআছ কি ? (অর্থাৎ আবূ বকর সিদ্দীক (রা))। অতঃপর বলিলেন, ইব্ন খাত্তাব আছ কি ? কোন উত্তর না পাইয়া তিনি তাহার সংগীদের উদ্দেশ্যে বলিতেছিলেন, ইহারা সবাই নিহত হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠেন, মিথ্যা কথা। আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর শত্রু! যিনি তোমাকে শত্রু প্রতিপন্ন করিয়াছেন তিনি আমাদের সবাইকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে লাঞ্ছিত করার জন্য তিনি আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইহার পর আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আজকের দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ। আর যুদ্ধ হইল জাল স্বরূপ! যাহা হউক তোমরা তোমাদের কোন নিহতকে তাঁহার প্রত্যেক অংগের প্রথমাংশ কর্তিত দেখিবে। এই কাজটা করা আমি পসন্দ করিয়াছিলাম না। তবে যখন করিয়া ফেলিয়াছ, তখন একেবারে মন্দ হয় নাই। ইহার পর তিনি উৎফুল্ল চিত্তে বলিতেছিলেন, হোবলের শির উন্নত হউক, হোবলের শির উন্নত হউক।

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কে আছ ইহার উত্তর দিবে? সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! উত্তরে কি বলিব ? তিনি বলিলেন, বল, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।" ইহার জবাবে আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমাদের উযযা রহিয়াছে, তোমাদের তো এমন কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কে আছ ইহার উত্তর দিবে ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলিব ? তিনি বলিলেন, বল, আল্লাহ আমাদের মাওলা, তোমাদের তো কোন মাওলা নাই।"

যুহাইর ইব্ন মুআবিয়ার সনদে সংক্ষিপ্তভাবে বুখারীও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত রিওয়ায়েত আবূ ইসহাক হইতে ইসরাইলের সনদেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র ও আম্মারা ইব্ন খুযায়মার সনদে দালাইলুন নবুয়াহ গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সকলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার সংগে তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) সহ মাত্র এগার জন আনসার ছিলেন। তাঁহারা সকলে একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন সময় মুশরিকরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। তখন হুযূর (সা) তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, কে আছ ইহাদের মুকাবিলা করিতে সাহস কর ? ইহা শুনিয়া তালহা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত আছি। অবশ্য হুযূর (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি বিরত থাক। ইহার পর একজন আনসার সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাহাদের মুকাবিলা করিতে তৈরী

রহিয়াছি। ইহা বলিয়া তিনি মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সুযোগে রাসূল (সা) ও তাঁহার সংগীগণ পাহাড়ে আরও একটু উঠিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কিছুটা সুসংহত করিয়া নেন। ইতিমধ্যে সেই আনসার শহীদ হইয়া যান। এইভাবে একে একে সকলে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শহীদী সুধা পান করেন। অবশিষ্ট থাকেন একমাত্র তালহা (রা)! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কে আছ ইহাদের মুকাবিলা করিবে ? তালহা (রা) বলিলেন, আমি ইহাদের মুকাবিলা করিব। ইহার পর পূর্ববর্তী সকলের মত তিনিও বীরবিক্রমে তাহাদের মুকাবিলা করেন। সেই সময় তাহার একটি আঙ্গুল কাটিয়া যাওয়ায় তিনি 'উহ' বলিয়া ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যদি ব্যথার জন্য 'উহ' না বলিয়া আল্লাহ নাম উচ্চারণ করিতে, তবে ফেরেশতারা তোমাকে আসমানে উঠাইয়া নিত এবং সেই দৃশ্য অন্যান্য সকলে অবলোকন করিত। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সংগীদের মাঝে পৌঁছিয়া যান।'

কায়েস ইমনে আবূ হাযিম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল, ওয়াকী, আবূ বকর ইব্ন শায়বা ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, কায়েস ইব্ন আবূ হাযিম (রা) বলেন ঃ আমি দেখিয়াছি যে, হযরত তালহা (রা)-এর একটি হাত অবশ ছিল। কারণ তিনি ওহুদের দিন সাংঘাতিক রকম আহত হইয়াছিলেন।

আবূ উছমান নাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ও মুতামার ইব্ন সুলায়মানের সনদে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, অহুদের দিনের চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে যাহারা হুযূর (সা)-এর সংগে ছিলেন তাহাদের মধ্যে তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) এবং সাআ'দ (রা) ব্যতীত সকলেই শহীদ হইয়াছেন। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন হিশাম যুহরী, মারওয়ান ইব্ন মুআবিয়া ও হাসান ইব্ন আরাফা বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেনঃ আমি সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলেন, ওহুদের দিন হুযূর (সা) তাঁহার তুন সহ সকল তীর আমাকে তুলিয়া দিয়া বলেন– আমার পিতা মাতা তোমার জন্য কুরবান, যাও তীর চালাও। মারওয়ান ইব্ন মুআবিয়া হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সা'আদের জনৈক আত্মীয়, সালিহ ইব্ন কায়সান ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ

তিনি ওহুদের দিন হুযূর (সা)-এর খুবই নিকটে তীর চালাইতেছিলেন। এমন সময় হুযূর (সা) তাঁহার তুনসহ তীরগুলি আমাকে অর্পণ করিয়া বলেন, আমার পিতামাতা তোমার জন্য কুরবান, শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর। তিনি আমার হাতে তীর তুলিয়া দিতেছিলেন আর আমি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। সহীহ্দ্বয়ে সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস হইতে ইব্রাহীমের সনদে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ ওহুদের দিন নবী (সা)-এর ডানে ও বামে যুদ্ধরত শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এমন দুইজন লোককে দেখিয়াছি, যাহাদিগকে ইহার আগে ও পরে আর কখনো দেখি নাই। অর্থাৎ ইহারা হইলেন জিব্রাইল (আ) এবং মিকাঈল (আ)।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, আলী ইব্‌ন যায়িদ ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

ওহুদের দিন সকলে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়ায় হুযূর (সা)-এর নিকট মাত্র সাতজন আনসার এবং দুইজন কুরাইশ উপস্থিত ছিলেন। যখন কাফিররা তাঁহার উপর আক্রমণ করার জন্য আসিতেছিল, তখন হুযূর (সা) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইবে, তাহার স্থান হইবে জান্নাতে অর্থাৎ সে জান্নাতে আমার সংগী হইবে। সেই মুহূর্তে একজন আনসার উহাদের মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং শাহাদাত বরণ করেন। ইহার পর তাহারা আবার আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তখন হুযূর (সা) আবার বলেন, যে ব্যক্তি ইহাদের মুকাবিলা করিবে তাহার স্থান হইবে জান্নাতে। এমন সময় আর একজন আনসার উহাদের মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে একে একে সাতজন আনসার শহীদ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) অপর সাহাবী দুইজনকে বলেন --ইত্যাদি। হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা হইতে হিদবা ইব্‌ন খালিদের সূত্রে মুসলিমও ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর হইতে আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন ঃ

মক্কায় বসিয়া উবাই ইব্‌ন খালফ শপথ করিয়াছিল যে, সে অবশ্যই মুহাম্মদকে (সা) হত্যা করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বলিয়াছেন, বরং আল্লাহর ইচ্ছায় আমিই তাহাকে হত্যা করিব। ওহুদের দিন উবাই ইব্‌ন খালফ সমস্ত শরীর বর্ম দ্বারা আবৃত অবস্থায় বলিতেছিল যে, যদি মুহাম্মদ রক্ষা পায় তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব। ইতিমধ্যে সে রাসূল (সা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। এমন সময় বনী আবদুদদারের ভাই মাসআব ইব্‌ন উমাইর (রা) আসিয়া তাহাকে বাধাদান করেন। মাসআব ইব্‌ন উমাইর (রা) সেখানে শাহাদাত বরণ করেন। এই ফাঁকে রাসূল (সা) উবাই ইব্‌ন খালফের কপালের দিকে সামান্য স্থান অনাবৃত দেখিয়া সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া তীর দ্বারা সামান্য আঘাত করেন। ইহাতেই সে ঘোড়া হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া লুটোপুটি খাইতে থাকে। অবশ্য তাহার সেই যখম হইতে রক্তও বাহির হইয়াছিল না। এই অবস্থা দেখিয়া অন্যরা তাহাকে তুলিয়া নিয়া যায়। সে এই সামান্য আঘাতের তীব্র যন্ত্রণায় গাধার মত চিৎকার করিতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া অন্যরা তাহাকে বলিতেছিল, এতটুকু আঘাতে তুমি এমন করিতেছ কেন? ইহা শুনিয়া সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সে বলিল- আমি শুনিয়াছি যে, রাসূল বলিয়াছেন, 'বরং আমিই উবাইকে হত্যা করিব।' অতঃপর সে বলিল, আমার আত্মা যাহার অধিকারে তাহার শপথ! যদি এই সামান্য আঘাত সমস্ত আরববাসীর শরীরে পতিত হইত, তবে সকলেই ইহার বিষে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িত। অবশেষে সে মারা যায়! তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন– জাহান্নামীদের সংগে তাহাকে তাড়াইয়া নিয়া যাওয়া হয়। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী ও মূসা ইব্‌ন উকবা কিতাবুল মাগাযীতে এইরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ

উবাই ইব্ন খালফ রাসূলকে (সা) শুআবের নিকট দেখিতে পাইয়া এই বলিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসে যে, তোমাকে হত্যা না করিলে আমার ত্রাণ নাই। সাহাবীরা ইহা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আমরা তাহার গতিরোধ করিব কি ? রাসূল (সা) বলিলেন–না, তাহাকে আসিতে দাও। সে একেবারে কাছে আসিলে তিনি তাহার নিকটবর্তী হারিছ ইব্ন সামাকার (রা) হাত হইতে তরিৎ একটা বর্শা সংগ্রহ করেন। এই অবস্থা দেখিয়া অনেকে বলিতে থাকে যে, এইবার আর উহার নিস্তার নাই। অন্যদিকে সেও রাসূলের হাতে বর্শা দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এমন সময় রাসূল (সা) তাহার কাঁধে আঘাত করেন। অবশেষে সে ঘোড়া হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

কা'আব ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন কা'আব ইব্ন মালিক আসিম ইব্ন কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, ইউনুস ইব্ন বুকাইর ও ওয়াকিদীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়াকিদী (র) বলেন ঃ

ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন যে, উবাই ইব্ন খালফ 'বাতনে রাবিগ' নামক স্থানে নিহত হইয়াছিল। একরাত্রে আমি সেই স্থান দিয়া হাঁটিয়া যাইতে থাকিলে একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে, একটি লোককে জিঞ্জির বাঁধিয়া আগুনের দিকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হয়। লোকটি তৃষ্ণা তৃষ্ণা বলিয়া চিৎকার করিতেছিল। অন্য দিকে অপর একটি লোক পানি দিতে বারণ করিতেছিল। উল্লেখ্য যে, এই লোকটি হইল হুযূর (সা)-এর হত্যাকৃত উবাই ইব্ন খালফ।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাম ইব্ন মাম্বাহ, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকের রিওয়ায়েতে সহীহদ্বয় বর্ণনা করিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি নির্যাতন করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে– এই কথা বলিয়া তিনি তাহার দান্দান শহীদের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। তেমনি তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে যে আল্লাহর রাসূলের আঘাতে নিহত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর ইব্ন দীনার ও ইব্ন জারীজের সনদে বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যে ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে হত্যা করিয়াছেন তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে এবং যাহারা রাসূল (সা)-এর রক্ত ঝরাইয়াছে তাহাদের প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের আঘাতে রাসূল (সা)-এর সম্মুখের চারটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ও ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছিল।

সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস হইতে এক ব্যক্তির সূত্রে সালিহ ইব্ন কাইসান বর্ণনা করেন যে, সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলিয়াছেন যে, উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসকে হত্যা করার যত লোভ আমার ছিল অন্য কাহাকেও হত্যা করার প্রতি আমার তত লোভ ছিল না। সেই লোকটি ছিল অত্যন্ত দুশ্চরিত্র এবং প্রত্যেক গোত্রেই ছিল তাহার অসংখ্য শত্রু। তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথাটি যথাযথই বটে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের রক্ত প্রবাহিত করিয়াছে তাহার প্রতি রহিয়াছে আল্লাহর অভিশাপ ও গযব।'

মাকসাম হইতে ধারাবাহিকভাবে উছমান হারীরী, যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, মাকসাম (রা) বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের আঘাতে রাসূল (সা)-এর দাঁত ও মুখাবয়ব আহত হইলে তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন যে, 'হে আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে তুমি কাফির অবস্থায় এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটাও। তাই এক বৎসরের মধ্যেই সে কাফির অবস্থায় মরিয়া জাহান্নামে পৌছিয়া যায়।

নাফে ইব্ন জুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুয়াইরাছ, ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ফারওয়া, ইব্ন আবূ সাবাবা ও ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, নাফে ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ আমি জনৈক মুহাজিরের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধের সময় চতুর্দিক দিয়া হুযূর (রা)-এর দিকে তীর বর্ষিত হইতেছিল। কাফিররা বেষ্টনী করিয়া হুযূর (সা)-কে ঘিরিয়া ফেলে। আমি তখন আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব যুহরীকে উদভ্রান্ত অবস্থায় দেখিয়াছি। সে বলিতেছিল যে, আমাকে মুহাম্মদকে দেখাইয়া দাও। সে আজ রক্ষা পাইবে না। আর যদি সে মুক্তি পায় তাহা হইলে আমার ত্রাণ নাই। ইহা বলিতে বলিতে সে একেবারে রাসূল (সা)-এর নিকট পৌছিয়া যায়। তখন রাসূল (সা)-এর নিকট কেহ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার চোখে পর্দা নিক্ষেপ করেন। তাই সে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। অবশেষে সে বিফল হইয়া ফিরিয়া যাইতে থাকিলে সাফওয়ান তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া কিছু বলিল। সে উত্তরে বলিল যে, আল্লাহর কসম, আমি মুহাম্মদকে দেখিতেই পাই নাই। আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিবেন এবং আমরা তাহাকে হত্যা করিতে পারিব না। জানিয়া রাখ, আমরা চারজন লোক তাহাকে হত্যা করার শত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছি।

ওয়াকিদী (রা) বলেন ঃ মূলত রাসূল (সা)-এর কপালে আঘাত করিয়াছিল ইব্ন কামিয়া এবং ঠোঁটে ও দাঁতে আঘাত করিয়ছিল উতবা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ঈসা ইব্ন তালহা, ইসহাক ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ, ইব্ন মুবারক ও আবূ দাউদ তায়ালূসী বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন ওহুদের ঘটনা বর্ণনা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, সেই দিনের সমস্ত কৃতিত্বের দাবীদার হইল তালহা (রা)। ইহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, আমি সেই দিন একটু দূর হইতে দেখিতেছিলাম যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছিল। তখন আমি মনে মনে কামনা করিতেছিলাম, এই (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তি যদি তালহা হইত। আমি নিকটে গিয়া দেখি, সত্যিই তালহা যুদ্ধ করিতেছে। অতঃপর তিনি বলেন, সৌভাগ্য যে, এই লোকটি আমার বংশের। এই সময় আমার এবং মুশরিকদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি লোক যুদ্ধরত ছিল। তাহাকে চিনিতে পারিতেছিলাম না।

গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তিনি হইলেন আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ। ইহার পর আমি রাসূল (সা)-এর নিকটে যাই এবং লক্ষ্য করিয়া দেখি যে, হুযূর (সা) এর সম্মুখের চারটি দাঁত এবং কপাল এবং ঠোঁট রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। একেবারে নিকটে পৌছিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহার কপালে দুইটি কড়া ঢুকিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি দ্রুত সেইগুলি নিষ্ক্রান্ত করার লক্ষ্যে আগাইয়া যাই। আমাকে দেখিয়া রাসূল (সা) বলেন, 'রাখ,

আগে তোমাদের সংগী তালহার সংবাদ নাও।' ইচ্ছা ছিল রাসূল (সা)-এর শরীর হইতে কড়া দুইটি আমি উঠাইব। কিন্তু আবূ উবায়দা আমাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলেন যে, আমি উহা উঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। অবশ্য তিনি উহা হাত দিয়া টানিয়া উঠান কষ্টকর মনে করেন এবং দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া বাহির করেন। এতে তাঁহারও একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। তখন আমি অন্যটি উঠাইবার ইচ্ছা করিলে তিনি এইবারও আমাকে আল্লাহর শপথ দিয়া বাধা দেন। সুতরাং আমি বিরত থাকিলাম। তিনি দাঁত দিয়া কামড়াইয়া দ্বিতীয় কড়াটিও বাহির করেন। এইবারও তাঁহার অপর একটি দাঁত ভাংগিয়া যায়। এই কারণে আমাদের মধ্যে আবূ উবায়দার ব্যাপক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর আমি তালহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার শরীরে সত্তরটি যখম রহিয়াছে। তাহার আংগুলগুলিও কাটিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর তাহার অধিকাংশ জখমই তীর এবং তলওয়ারের আঘাতের। হাইছাম ইব্ন কুলাইব ও তিবরানী ইসহাক ইব্ন ইয়াহয়ার সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাইছাম (রা) বলেন ঃ

আবূ উবায়দা (রা) বলিয়াছিলেন যে, হে আবূ বকর! আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, কেন তুমি আমাকে বিরত রাখার চেষ্টা করিতেছ ? এই বলিয়া আবূ উবায়দা দাঁত দিয়া টানিয়া কড়া উঠাইয়া ফেলেন। ইহার যন্ত্রণায় তখন রাসূল (সা)-এর ভীষণ কষ্ট হইতেছিল। ইহার পর তিনি অন্যটিও দাঁত দিয়া টানিয়া উঠাইয়া ফেলেন। ইহাতে আবূ উবায়দারও দুইটি দাঁত উপড়িয়া যায়। এই বর্ণনাটি পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দেয়। হাফিজ যিয়া মুকাদ্দিসীও (র) তাহার কিতাবে এইভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আলী ইব্ন মাদানী (র) এই বর্ণনার সনদে ইসহাক ইব্ন ইয়াহয়ার বর্তমান থাকায় বর্ণনাটিও দুর্বল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কেননা ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান, আহমাদ, ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন, বুখারী, আবূ যারআ, আবূ হাতিম, মুহাম্মাদ ইব্ন সাআদ ও নাসায়ী (র) প্রমুখ তাহার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

আমর ইব্ন হারিছ হইতে ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন সাইব আমর ইব্ন হারিছকে বলিয়াছেন ঃ

ওহুদের দিন রাসূল (সা) জখম হইলে হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রা) তাহার জখম হইতে চুষিয়া রক্ত বাহির করেন, যাহাতে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর কেহ তাহাকে কুলকুচি করিতে বলিলে তিনি বলেন যে, আল্লাহর কসম, আমি কুলকুচি করিব না। ইহা বলিয়া তিনি রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তখন রাসূল (সা) লক্ষ্য করিয়া বলেন, যদি কাহারো বেহেশতী লোক দেখার ইচ্ছা থাকে তবে এই লোকটিকে দেখিয়া লও। অবশেষে তিনি শহীদ হইয়া যান।

সহীহদ্বয়ে সহল ইব্ন সাআদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাযিম ও আবদুল আযীয ইব্ন আবূ হাযিমের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, সহল ইব্ন সাআদ (রা)-কে রাসূল (সা)-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর মুখমণ্ডল আহত হয়, সম্মুখের দাঁত ভাঙ্গিয়া যায় এবং শিরস্ত্রাণ পড়িয়া যায়। সেই অবস্থায় ফাতিমা (র) রক্ত ধৌত করিতেছিলেন এবং আলী (রা) ক্ষতস্থানে পানি ঢালিতেছিলেন। ফাতিমা (রা) দেখিলেন যে, ইহাতে রক্ত বন্ধ হইতেছে না; বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন তিনি মাদুর পুঁড়িয়া উহার ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ অতঃপর তোমাদের উপর পতিত হইল শোকের উপরে শোক। অর্থাৎ তোমাদের উপর পতিত করিয়াছি দুঃখের উপর দুঃখ। যেমন আরবরা বলিয়া থাকে نزلت ببيتى فلان অর্থাৎ আমার নিকট অমুক গোত্রের পুত্র সন্তান বা লোক আসিয়াছে। আল্লাহ তা'আলাও অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ অর্থাৎ আমি অবশ্যই তাহাদিগকে খেজুর শাখার শূলে চড়াইব। আসল কথা হইল যে, এই স্থানে ب শব্দটি عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং فِى শব্দটিও عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রথম দুঃখ হইল পরাজয়ের এবং মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার দুঃসংবাদ। দ্বিতীয় দুঃখ হইল পামর মুশরিকদের পাহাড়ের উপরে উঠিয়া বিজয়োল্লাস করা এবং তার ঘোষণা দেওয়া। তখন নবী (সা) দুঃখভরা মনে বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! ইহাদের এত উচ্চে উঠান বাঞ্ছনীয় হইল কি ?

আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (র) বলেনঃ প্রথম দুঃখ হইল পরাজয়ের এবং দ্বিতীয় দুঃখ হইল মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার মিথ্যা দুঃসংবাদ–যাহা ছিল পরাজয়ের চেয়েও অধিকতর কঠিন দুঃখের সংবাদ।

এই উভয় রিওয়ায়েতই ইব্ন মারদুবিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সূত্রেও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং কাতাদা হইতে ইব্ন আবূ হাতিমও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ প্রথম দুঃখের কারণ হইল বিজয় লাভ করিয়াও এবং গনীমাত হাতের মুঠোয় পাইয়াও উভয় জিনিস হইতে বঞ্চিত হওয়া। দ্বিতীয় দুঃখের কারণ হইল বাহ্যত শত্রুদলের বিজয় লাভ করা। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ এর ভাবার্থে বলেন ঃ বিজয়ের পর সেই মাঠেই আবার পরাজয় বরণ এবং ভাইদের নিহত হওয়া। পরন্তু শত্রু পক্ষের ধৃষ্টতাজনক বিজয়োল্লাসে ফাটিয়া পড়া এবং এমন মুহূর্তে রাসূল (সা)-কে হত্যার মিথ্যা সংবাদ শ্রবণ করা। এই উপর্যুপরি বিপদই হইল আল্লাহর ভাষায় শোকের উপরে শোক।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন ঃ প্রথম দুঃখ হইল মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার দুঃসংবাদ এবং দ্বিতীয় দুঃখ হইল সাথী-সংগীদের নিহত ও আহত হওয়া। তবে কাতাদা ও রবী ইব্ন আনাস হইতে ইহার বিপরীত কথাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুদ্দী হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রথম দুঃখ হইল বিজয় ও গনীমাত লাভ করিতে ব্যর্থ হওয়া। দ্বিতীয় দুঃখ হইল তাহাদের উপর শত্রুশক্তির প্রাধান্য পাওয়া। সুদ্দী হইতে পূর্বে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল–হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে শোক দিয়া আচ্ছন্ন করা হইয়াছিল। অথচ মুশরিকদের গনীমাতসমূহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত ছিল আর বিজয় ছিল তোমাদের অবধারিত। কারণ, তোমাদের সঙ্গে ছিল আল্লাহর সাহায্য। দ্বিতীয়ত, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা হতাহত হও নাই যতক্ষণ তোমরা আল্লাহর হুকুমকে অমোঘ বলিয়া আমল করিয়াছ এবং যতক্ষণ নবীর হুকুম অমান্য না করিয়াছ। যখনই উহার ব্যতিক্রম হইল, তখনই নবী হত্যার মিথ্যা সংবাদে এবং শত্রুদের বিজয়োল্লাসে তোমরা যেন দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়াছ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ যাহাতে তোমরা হাত হইতে বাহির হইয়া যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর। অর্থাৎ গনীমাত না পাওয়া এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে না পারার দুঃখ না কর।

وَلَا مَا اَصَابَكُمْ আর তোমরা যাহার সম্মুখীন হইয়াছ সেই জন্য বিমর্ষ হইও না। অর্থাৎ আহত ও নিহত হওয়ার কারণে বিমর্ষ হইও না। ইব্ন আব্বাস (রা), আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা), হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে সম্যক অবগত রহিয়াছেন অর্থাৎ মহা পবিত্র ও সর্ব প্রশংসিত মহিয়ান আল্লাহ-যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য বা ইলাহ নাই-তিনি তোমাদের সকল কাজের ব্যাপারে সম্যক অবগত রহিয়াছেন।

(١٥٤) ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِیْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِیَ اللّٰهُ مَا فِیْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِیْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(١٥٥) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৫৪. 'অতঃপর তোমাদের দুঃখ শেষে তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাধ্যমে প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলাম। তোমাদের একদল তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং অপর দল আল্লাহর ব্যাপারে জাহিলী ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিতেছে, আমাদের কি কোনই ক্ষমতা নাই ? তুমি বল, সকল ব্যাপারই আল্লাহর হাতে। তাহারা সকল কথা প্রকাশ না করিয়া নিজেদের মনে চাপা রাখে। তাহারা বলে, যদি আমাদের কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে মারা যাইতাম না। বল, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে থাকিতে তবুও যাহাদের ব্যাপারে নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ ছিল, তাহারা অবশ্যই যথাস্থানে যাইত।

১৫৫. 'আর আল্লাহ তাহাদের অন্তর পরীক্ষা করিতে চান এবং তাহাদের অন্তরের কথা বাহির করিতে চান। এবং আল্লাহ অন্তরের ভেদ ভালভাবেই অবহিত। 'নিশ্চয় যাহারা দুইদলের মুখোমুখির দিন তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহে শয়তান তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছে, ইহা তাহাদের কিছু কর্মফলের কারণে। আর অবশ্যই আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর সেই দুঃখ-দুর্ভাবনার সময় যে করুণা ও অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এখানে তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা যখন চিন্তা ভারাক্রান্ত

ছিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে তন্দ্রাভিভূত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহারা যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে প্রশান্তির তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আল্লাহ যে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন তাহাই তিনি এখানে বর্ণনা করেন।

সূরা আনফালে বদরের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ

অর্থাৎ 'তাহার পক্ষ হইতে শান্তিরূপে তন্দ্রা যখন তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করে।'

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রবীন, আসিম, সুফিয়ান, ওয়াকী, আবূ নঈম, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যুদ্ধের সময়ে তন্দ্রা আসে আল্লাহর পক্ষ হইতে আর নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ হইতে।

আবূ তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস, কাতাদা, সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্ন যরী, খলীফা ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রা) বলেন ঃ ওহুদের দিন তোমাকে তন্দ্রা এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, আমার হাত হইতে বারবার তরবারী খসিয়া যাইতেছিল। খসিয়া পড়ে, আবার ধরি, খসিয়া যায়, আবার ধরি। তন্দ্রা আমাকে এতই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিতাবুল মাগাযীতেও তাহার এই বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তালহা হইতে আনাস, কাতাদা ও শায়বানের সনদে কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়েও বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ তালহা (রা) বলেন ঃ ওহুদের মাঠে আমাদিগকে তন্দ্রা এতই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, আমাদের হাত হইতে তরবারী খসিয়া পড়িতেছিল। শক্ত করিয়া ধরিতাম আবার খসিয়া যাইত।

আবূ তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস, ছাবিত ও হাম্মাদ ইব্ন সালমার সনদে হাকেম, নাসায়ী ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রা) বলেন ঃ ওহুদের দিন আমি মাথা তুলিয়া দেখি যে, সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ঝিমাইতেছে। তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ, ইব্ন আবূ আদী, আবূ কুতায়বা, খালিদ ইব্ন হারিছ ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্নার সূত্রেও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ আবূ তালহা (রা) বলিয়াছেন, যাহাদের প্রতি তন্দ্রা অবতরণ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যুবায়র (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন আওফের (রা) সনদে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, শায়বান, ইউনুস ইব্ন মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক মাখযুমী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক, ছাকাফী, আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকূব, আবূ আবদুল্লাহ হাফিয ও বায়হাকী বর্ণনা করে যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

আবূ তালহা (রা) বলিয়াছেন যে, ওহুদের প্রান্তরে তন্দ্রা আমাদিগকে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ফলে আমাদের হাত হইতে বারবার তরবারি আলগা হইয়া যাইত। আমরা আবার উহা শক্ত করিয়া মুঠায় ধরিয়া লইতাম। আবার আলগা হইয়া পড়িয়া যাইত। তবে মুনাফিকদের দল ছিল সদা সন্ত্রস্ত। তাহাদের জান বাঁচানো নিয়েই ছিল তাহারা ব্যস্ত। তাই পলায়নপর কপট দলটির উপর তন্দ্রা অবতীর্ণ করা হইয়াছিল না। অন্যদিকে ঈমানদার লোকজন ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ 'আল্লাহ সম্পর্কে তাহাদের মিথ্যা ধারণা ছিল মূর্খদের মত।' অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর প্রতি সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয়বাদী। কাতাদার (রা) উপরোক্ত রিওয়ায়েতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآءِفَةً مِّنْكُمْ 'অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করিলেন যাহা ছিলো তন্দ্রার মত। সেই তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ঝিমাইতেছিল। অর্থাৎ ঈমানদার, বিশ্বাসী, দৃঢ়পদ ও নিটোল আস্থা পোষণকারীগণের অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, অতি সত্ত্বরই আল্লাহ তাহার রাসূলকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিবেন এবং তাহাদিগকে এই কঠিন অবস্থা হইতে মুক্তি দান করিবেন।

পক্ষান্তরে অন্য একদল وَطَآءِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ 'অন্যদল জীবনের ভয়ে চিন্তা করিতেছিল।' অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাণের ভয় ও ভীতি দারুণভাবে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। এইজন্য খোদায়ী প্রশান্তি তন্দ্রা তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। কেননা তাহারা ছিল ভীতিগ্রস্ত ও পলায়নপর। উপরন্তু يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَالْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ আল্লাহ সম্পর্কে তাহারা মূর্খদের মত মিথ্যা ধারণা করিতেছিল।'

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا

অর্থাৎ এই সময় মুশরিকরা ধারণা করিয়াছিল যে, রাসূল ও মুসলমানদের আর কোন অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকিতেছে না। মূলত এমন ধারণা সংশয়বাদীদেরই হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ তাহাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা তখন বলিতেছিল هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ আমাদের হাতে কি কিছুই করার নাই ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ –তুমি বল, সব কিছুই আল্লাহর অধিকারে; তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা গোপন রাখে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মনের গোপন কথা ফাঁস করিয়া বলেনঃ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا –তাহারা বলে, আমাদের হাতে যদি কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে নিহত হইতাম না।'

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র ইয়াহয়া ইব্ন ইবাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলিয়াছেন যে, কঠিন আশংকার মুহূর্তে আল্লাহ আমাদের প্রতি প্রশান্তিময় তন্দ্রা অবতীর্ণ করেন। ঘুমে আমাদের এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যাহার চিবুক বক্ষের সহিত মিলিয়া না গিয়াছিল। আল্লাহর কসম! তখন আমি মুতআব ইব্ন কুশাইরের মুখে শুনিতেছিলাম যে, সে বলিতেছিলঃ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا (আমাদের হাতে যদি কোন ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমরা এখানে এভাবে অনর্থক নিহত হইতাম না।)। আমি উহা মুখস্থ করিয়া রাখি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা মুতআবের ভাষায়ই আয়াত নাযিল করেন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন قُلْ لَوْكُنْتُمْ فِى بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ। -তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকিতে, তবে তাহারা অবশ্যই বাহির হইয়া আসিত নিজেদের অবস্থান হইতে যাহাদের মৃত্যু লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ ইহা হইল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি অবধারিত বিষয়। যাহার মৃত্যু যেই স্থানে রহিয়াছে সেইখানে নির্দিষ্ট সময়ে উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। এই ব্যাপারে কাহারও কোন হাত নাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَافِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِىْ قُلُوْبِكُمْ তোমাদের অন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আর তোমাদের অপ্রকাশ্য যাহা রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করা ছিল আল্লাহর কাম্য অর্থাৎ এইভাবে সত্য ও অসত্য, ভাল ও মন্দের প্রভেদ হইয়া গেল এবং মুমিন ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর প্রকাশ্য পার্থক্য করা গেল।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ -আল্লাহ মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ অন্তরের গোপন ভাব তিনি ভাল রকম অবগত। অতঃপর ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا। -তোমাদের যে দুইটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল তাহাদেরই পাপের দরুন। অর্থাৎ পিছনের কোন পাপের কারণে। পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলিয়াছেন, একটি পুণ্যের দরুন আর একটি পুণ্যের দ্বার উদঘাটন হয় এবং একটি পাপের দরুন অন্য একটি পাপের পথ খুলিয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ عَفَى اللّٰهُ عَنْهُمْ অবশ্য আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ পশ্চাদ্বর্তী হইয়া যুদ্ধ হইতে পলায়নের ফলে তাহাদের যে পাপ হইয়াছিল, আল্লাহ তা'আলা উহা সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল। অর্থাৎ হুকুমের অবাধ্যতা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা প্রভৃতি সকল পূর্ব গুনাহ আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, উছমানের (রা) যুদ্ধ মাঠ হইতে পালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে ইব্‌ন উমরের (রা) যে বক্তব্য পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বলা যায় যে, আল্লাহ যথার্থই তাহাকে অন্যান্য সকলের সংগে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দ্বারা ক্ষমা করিয়াছেন। কেননা বলা হইয়াছে, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ নিশ্চিত তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, শাকীক হইতে ধারাবাহিকভাবে আসিম, যায়িদ, মুআবিয়া ইব্‌ন আমর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, শাকীক (রা) বলেন ঃ একদা ওলীদ ইব্‌ন উকবা (রা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে প্রশ্ন করেন, শেষ পর্যন্ত আপনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা)-এর উপর এত চটিয়া গেলেন কেন ? হযরত আবদুর রহমান (রা) বলিলেন, তুমি তাঁহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি ওহুদের যুদ্ধের সময় পলায়ন করেন নাই ? তিনি কি বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেন নাই ? এখন কি তিনি হযরত উমরের (রা) পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই ? ওলীদ (রা) গিয়া উছমান (রা)-কে উহা জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত

উছমান (রা) বলিলেন, প্রথম ব্যাপারে আল্লাহ উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরেও আবার সমালোচনা কেন ? পরিষ্কার কুরআনেই তো বলা হইয়াছে ঃ তোমাদের যেই দুইটি দল যুদ্ধের দিনে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল তাহাদেরই পাপের দরুন! তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, তুমি বলিয়াছ যে, বদরের যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম না। ইহার কারণ হইল, সেই সময় আমার স্ত্রী রাসূল (সা)-এর মেয়ে রুকাইয়ার ভীষণ অসুখ ছিল এবং তিনি মারা যান। এই জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। যুদ্ধে আমি উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা) আমাকে গনীমাতের পূর্ণ অংশ দিয়াছিলেন। অথচ যাহারা যুদ্ধে যোগদান করে তাহারাই কেবল গনীমাত পাইয়া থাকেন। তৃতীয়ত, আমি উমরের (রা) পন্থা অগ্রাহ্য করি নাই; বরং তাহার মত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আমি অপারগ। আমি কেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-ও ইহা করিবে না। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলেন, যাও এই কথাগুলি তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও।

(١٥٦) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا، لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ، وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(١٥٧) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

**১৫৬. "হে ঈমানদারগণ! কাফিরগণের ন্যায় হইও না। তাহারা তাহাদের ভাইদের যাহারা সফরে কিংবা যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিল, যদি তাহারা আমাদের কাছে থাকিত, তবে মরিত না ও নিহত হইত না। তাহাদের অন্তরে এই আক্ষেপ সৃষ্টি করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। অথচ আল্লাহই বাঁচান ও মারেন। আর তোমরা যাহা কর তাহা আল্লাহ ভালভাবেই দেখেন।"**

**১৫৭. "আর যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হইয়া থাক কিংবা মারা গিয়া থাক, অবশ্যই আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত পাবে যাহা তোমাদের অন্যসব সঞ্চয় হইতে উত্তম। যদি তোমরা মারা যাও কিংবা নিহত হও, অবশ্যই তোমরা আল্লাহর কাছে সমবেত হইবে।"**

**তাফসীর ঃ** এখানে আল্লাহ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাদিগকে কাফিরদের ন্যায় ইতেকাদ বা ধারণা পোষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহাদের ধারণা হইল যে, তাহাদের যে সকল ভাই-বন্ধু ভ্রমণের সময় এবং যুদ্ধ মাঠে নিহত হইয়াছে, তাহারা যদি উহা হইতে বিরত থাকিয়া তাহাদের সংগে থাকিত, তবে তাহারা এই বিপদে পতিত হইত না বা মৃত্যু বরণ করিত না!

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لاِخْوَانِهِمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা কাফির হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ভাইদিগকে বলে, অর্থাৎ তাহাদের ভাইদের অনেককে বলে।

اِذَا ضَرَبُوْا فِى الاَرْضِ যখন তাহারা ভ্রমণে বাহির হয়। অর্থাৎ যখন তাহারা বাণিজ্যে বাহির হয় ও মারা যায়।

اَوْ كَانُوْا غُزًى অথবা জিহাদে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ যদি জিহাদে অংশ গ্রহণ করিয়া মৃত্যু বরণ করে।

তাহারা তাহাদের সম্পর্কে বলে ঃ لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا তাহারা যদি আমাদের সাথে থাকিত। অর্থাৎ তাহারা যদি আমাদের শহরে থাকিত।

مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا তাহা হইলে তাহারা মরিত না এবং নিহতও হইত না। অর্থাৎ তাহারা স্বগৃহে অবস্থান করিলে মরিত না কিংবা নিহত হইত না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ আল্লাহ তা'আলা এইরূপে তাহাদের মনে দুঃখের সঞ্চার করেন। অর্থাৎ তাহাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মৃতদের প্রতি এবং নিহতদের প্রতি দুঃখের দাবানল আরও বাড়াইয়া দেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই দাবী ও ধারণার মূলোৎপাটন করিয়া বলেন ঃ وَاللّٰهُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। অর্থাৎ জীবন-মৃত্যু তাহার মুঠায়। তাহারই ইচ্ছাধীনে সকল কিছু সচল থাকে। কেহ ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারে না এবং ইচ্ছা করিলেই জীবিত থাকিতে পারে না। তাকদীরে যাহা লেখা রহিয়াছে তাহাই সংঘটিত হইবে। কেহ তাহার জীবন হইতে কোন অংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না এবং হ্রাসও করিতে পারে না। যাহা ললাটে রহিয়াছে তাহা অখণ্ডনীয়।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজেরই দ্রষ্টা। অর্থাৎ কোন সৃষ্টিই তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে নয় এবং প্রত্যেক বস্তুর উপরই তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ 'আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া থাক, আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা উহা হইতে উত্তম। কথা হইল যে, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া বা নিহত হওয়া আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের পথ মাত্র। আর উহা পৃথিবীর সমস্ত বস্তু হইতে উত্তম। কেননা এখানকার সকলই ধ্বংসশীল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিয়া শাহাদাত বরণ করুক, যেইভাবেই ইহজগত ত্যাগ করুক, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। সেখান তাহার আমল ভাল হইলে উত্তম পুরস্কার পাইবে এবং আমল খারাপ হইলে নিকৃষ্ট প্রতিফল ভোগ করিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَئِنْ مُتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لاَ اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহত হও, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সামনে সমবেত হইতে হইবে।

(١٥٨) وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْقُتِلْتُمْ لَاِالَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

(١٥٩) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝

(١٦٠) اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(١٦١) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۚ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(١٦٢) اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(١٦٣) هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

(١٦٤) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

১৫৮. "তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহত হও, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে সমবেত হইতে হইবে।"

১৫৯. "আল্লাহর রহমতে তুমি তাহাদের প্রতি কোমলপ্রাণ হইয়াছ। যদি তুমি তাহাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে, তবে তাহারা তোমার চারিপাশ হইতে সরিয়া যাইত। তাই তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজেকর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহর উপর নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন।"

১৬০. "আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না। আর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য না করিলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে, তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? মু'মিনগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করুক।"

১৬১. অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করিবে, ইহা নবীর পক্ষে অশোভন। এবং অন্যায়ভাবে কেহ কিছু লুকাইলে যাহা সে অন্যায়ভাবে লুকাইয়াছে তাহা লইয়া কিয়ামতের দিন হাযির হইবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাহার উপার্জিত বস্তু পূর্ণ মাত্রার দেওয়া হইবে। তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।"

**১৬২. "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রেযামন্দি অনুসরণ করিয়াছে সে কি তাহার মত, যে লোক আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং যাহার নিবাস জাহান্নাম? বস্তুত ইহা বড়ই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"**

**১৬৩. "আল্লাহ্র নিকট তাহারা বিভিন্ন স্তরের। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা ভালভাবেই দেখেন।"**

**১৬৪. "তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়া মু'মিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করিয়াছেন। সে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।"**

**তাফসীর ঃ** আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল এবং মু'মিনদের উপর যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, নবীকে (সা) মান্যকারী ও অবাধ্যতা হইতে দূরে অবস্থানকারীদের প্রতি তিনি স্বীয় নবীর (সা) অন্তরকে কোমল করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ভাষাকে মিষ্টি করিয়াছেন। فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ –আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাহাদের জন্য কোমলহৃদয় হইয়াছ। অর্থাৎ কোন্ জিনিস তোমাকে কোমলপ্রাণ করিয়াছে? মোদ্দা কথা হইল, ইহা একমাত্র তোমার এবং তাহাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ থাকার কারণে সম্ভব হইয়াছে!

কাতাদা (র) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ ইহার মধ্যের مَا শব্দটি সিলারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে আরবরা ইহাকে কখনো মারিফার (নির্দিষ্ট) উপর প্রয়োগ করে। তবে فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ এবং عَمَّا قَلِيْلٍ আয়াতাংশে অবশ্য নাকিরা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে ইহার অর্থ দাঁড়ায়, আপনি আল্লাহ্র অনুগ্রহেই কোমলহৃদয় হইয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে এই চারিত্রিক গুণ দিয়াই প্রেরণ করিয়াছেন।

উহা অন্য একটি আয়াতেও বলা হইয়াছে। যেমনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল আবির্ভূত হইয়াছে যাহার কষ্টদায়ক হয় যাহা তোমাদিগকে ব্যথা দেয়। সে তোমাদের প্রতি খুবই আকৃষ্ট এবং সে মু'মিনদের বেলায় বড়ই স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র।

আবূ রাশেদ হিরানী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ, বাকীয়া হায়াত ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ রাশেদ হিরানী (র) বলেন ঃ আবূ উমামা বাহিলী (রা) আমার হাত ধরিয়া বলেন, রাসূল (সা) এইভাবে আমার হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, হে উমামা! এমন কতক মু'মিন রহিয়াছে যাহাদের জন্য আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়।' একমাত্র আহমদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ –পক্ষান্তরে যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হইতে তাহা হইলে তাহারা তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। غَلِيْظَ শব্দের ভাবার্থ হইল কটুকথা! আর غَلِيْظَ الْقَلْبِ এর অর্থ কঠিনহৃদয়। অর্থাৎ তুমি যদি কটুভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হইতে তবে মানুষ তোমার কাছে ভিড়িত না এবং তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যদিকে তাহাদের প্রতি তোমাকে সহনশীল ও মিষ্টি মেজাযের করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী আলোচনায় দেখিয়াছি যে, তিনি কর্কশভাষী, কঠিন হৃদয় এবং হাট বাজারে গোলযোগকারী হইবেন না। এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ তিনি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিবেন না। বরং তিনি হইবেন দয়ার্দ্র ও ক্ষমাশীল।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুলায়কা, মাসউদী, আম্মার ইব্ন আবদুর রহমান, বাশার ইব্ন উবাইদ ও আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ ইব্ন তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে সেভাবেই মানুষের সংগে ভদ্রতাসুলভ এবং শালীন ব্যবহারের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি, যেভাবে আমি ফরযসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।' তবে হাদীসটি দুর্বল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَمْرِ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং তাহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর আর কাজে-কর্মে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ কর। তাই রাসূল (সা) প্রত্যেক ব্যাপারে সাহাবীদের সংগে পরামর্শ করিতেন। এমন কি যে কোন ব্যাপারে পরামর্শ করা তাহার মজ্জাগত ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল। যথা বদরের দিন শত্রু বাহিনীর মুকাবিলায় অগ্রসর হওয়ার জন্যে তিনি সাহাবীদের নিকট হইতে পরামর্শ নেন। তখন তাঁহার সহচরবৃন্দ বলিয়াছিল, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করাইয়া পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমুদ্র পাড়ি দেওয়ারও নির্দেশ দেন, আমরা তাহা পালন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আর আপনি যদি আমাদিগকে বারকুল গামাদ পর্যন্ত নিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তবুও আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সংগে গমন করিব। আমরা মূসা (আ)-এর সহচরদের ন্যায় এই কথা বলিব না যে, তুমি এবং তোমার প্রভু যুদ্ধ কর, আমরা এইখানে বসিয়া থাকিব। বরং আমরা জীবন বাজি রাখিয়া আপনার ডাইনে-বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া শত্রুদের মুকাবিলা করিব।

অতঃপর কোন্ জায়গায় অবস্থান নিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করা হইবে সাহাবীদের সংগে তিনি সেই বিষয়ও পরামর্শ করিয়া নিতেন। সেই যুদ্ধে হযরত মানযার ইব্ন আমর (রা) পরামর্শ দেন যে, আগে বাড়িয়া তাহাদের সম্মুখভাবে অবস্থান নিতে হইবে। অনুরূপভাবে ওহুদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, মদীনার ভিতরে থাকিয়াই যুদ্ধ হইবে, না বাহিরে গিয়া তাহাদের মুকাবিলা করা ভাল হইবে? অধিকাংশ লোক মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতএব অধিকাংশের মতের অনুকূলে তিনি কাজ করেন। খন্দকের যুদ্ধেও তিনি সাহাবীদের সংগে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, মদীনার উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ

প্রদানের অংগীকারের বিরুদ্ধে দলের সংগে সন্ধি করা ভাল হইবে কি মন্দ হইবে ? হযরত সাআদ ইব্ন মুআয (রা) এবং হযরত সাআদ ইব্ন ইবাদা (রা) সন্ধি করা অনুচিত বলিয়া পরামর্শ দিলে তিনি উহাদের সংগে সন্ধি করা হইতে বিরত থাকেন।

এইভাবে হুদায়বিয়ায় রাসূল (সা) পরামর্শ নেন যে, মুশরিকদের উপর এই মুহূর্তে আক্রমণ করা উচিত হইবে কি অনুচিত হইবে ? তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই। উমরা পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাসূল (সা)-ও ইহা গ্রহণ করেন। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদের সময় তিনি বলিয়াছিলেন, হে মুসলমান সকল! আমার সহধর্মিণীর উপর যে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে এই ব্যাপারে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও ? আল্লাহর শপথ! আমার গৃহিণীকে তো আমার নির্দোষ বলিয়া মনে হয়। যাহারা অপবাদ করিয়াছে, আল্লাহর শপথ! তাহারাও তো আমার মতো ভাল লোকই বটে। হযরত আয়েশার (রা) ও তাঁহার শয্যা পৃথককরণেরও তিনি হযরত আলী (রা) এবং হযরত উসামার (রা) সংগে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন।

মোটকথা, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে রাসূল (সা) সাহাবীগণের সংগে পরামর্শ করিতেন। ইহা তাঁহার প্রতি ওয়াজিব ছিল, না মুস্তাহাব হিসাবে সাহাবীদের মনস্তুষ্টির জন্য করা হইত, সেই সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা, সাআদ ইব্ন আবূ মরিয়াম, ইয়াহয়া ইব্ন আইয়ুব আল আল্লাফ মিসরী, আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন বাগদাদী ও হাকেম স্বীয় মাসতাদরাকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ আয়াতাংশের দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা) এবং উমর এর সংগে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি সহীহদ্বয়ের দৃষ্টিতেও সহীহ। তবে তাহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও কালবী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতাংশটি আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে ছিলেন রাসূল (সা)-এর বিশেষ সহচর ও পরামর্শদাতা।

আবদুর রহমান ইব্ন গানাম হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর হাওশাব, আবদুল হামীদ, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন গানাম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-কে বলিয়াছিলেন যে, কোন পরামর্শে যদি তোমরা ঐকমত্য পোষণ কর, তবে সেই ব্যাপারে আমার কোন মতবিরোধ নাই।

হযরত আলী (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে اَلْعَزْمُ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, জ্ঞানীদের সংগে পরামর্শ করা এবং পরামর্শ অনুযায়ী কার্য সাধন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর, সুফিয়ান, ইয়াহয়া ইব্ন বুকাইর, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন মাজা বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়ারা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তির নিকটই পরামর্শ

চাওয়া যায়। আবূ দাউদ (র) ও তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে নাসায়ী (র) আবদুল মালিকের হাদীসকেই মযবুত বলিয়া মনে করেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর শায়বানী আমাশ, শরীক, আসওয়াদ, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন মাজা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তির নিকটই পরামর্শ প্রার্থনা করা যাইতে পারে। এই সনদে একমাত্র ইব্ন মাজাই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবাইর, ইব্ন আবূ লায়লা, আলী ইব্ন হাশিম ও ইয়াহয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়িদা ও আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, তোমার কোন ভাই যদি তোমার নিকট পরামর্শের জন্য আসে, তবে তাহাকে সৎপরামর্শ দান কর।' এই হাদীসটিও কেবল এই সনদেই বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা কর। অর্থাৎ যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর উহা কার্যকরী করিতে দৃঢ় সংকল্প হও, তখন সেই ব্যাপারে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর কর। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

'যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহা হইলে কেহ তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করিতে পারিবে ? পূর্বেও এইরূপ আয়াত বর্ণিত হইয়াছে।

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হইতেই আসে যিনি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময়।

তাই একমাত্র তাঁহার উপরেই ভরসা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেন ঃ কোন কিছু আত্মসাৎ করা নবীর জন্য মোটেই সম্ভবপর নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্ন খাসীফ, আবূ ইসহাক ফাযারী, মুসাইয়াব ইব্ন ওযীহ, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের গনীমাতের মালামালের মধ্য হইতে একটি চাদর হারাইয়া যায়। তখন অনেক বলাবলি করিতেছিল যে, হয়ত চাদরটা রাসূল (সা) নিজের জন্য নিয়াছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ –অর্থাৎ নবীর দ্বারা কখনই আমানতের খেয়ানত হইতে পারে না।

ইব্‌ন আব্বাস (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, খাসীম, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ শুআয়িব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

বদরের দিন গনীমাতের মালামাল হইতে একটি লাল রঙের চাদর গোপন হইয়া গেলে অনেকে বলিতে থাকে যে, হয়ত চাদরটা নবী (সা) সরাইয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -অর্থাৎ কোন বস্তু গোপন করা নবীর কাজ নহে। আর যে লোক গোপন করিবে সে কিয়ামাতের দিন সেই বস্তুসহ হাযির হইবে।

আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ হইতে কুতায়বা এবং কুতায়বা হইতে আবূ দাউদ ও তিরমিযী উভয়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) এই রিওয়ায়েতটিকে হাসান-গরীব বলিয়াছেন। মাকসাম হইতে খাসীফের সূত্রে অনেকে পরম্পরা সনদেও ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও আবূ আমর ইব্‌ন আলীর সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন একটি বিষয়ে মুনাফিকরা হুযূর (সা)-এর প্রতি অপবাদ করিলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ -অর্থাৎ কোন বিষয় গোপন করা বা আত্মসাৎ করা নবীর কাজ নয় এবং তাহার দ্বারা ইহা সংঘটিত হইতে পারে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি আরও বহু সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

তবে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আত্মসাৎ, আমানতের খেয়ানত এবং গনীমাতের ব্যাপারে অসম বন্টন ইত্যাদি কোন কাজই নবীর দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন ঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাহাকেও গনীমাতের অংশ দিবেন আর কাহাকেও দিবেন না, এমন অবিচার কোন নবীর দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না। যিহাকও (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কোন উপকারী বিষয় মুসলমানদের হইতে গোপন করা এবং উম্মতের নিকট উহা পৌঁছাইয়া না দেওয়া- এমন কাজ নবীর দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না।

হাসান বসরী, তাউস, মুজাহিদ ও যিহাক প্রমুখ يُغَلَّ এর ى কে যবরের স্থলে পেশ দিয়া পড়েন। তখন অর্থ দাঁড়ায়, তাহার নিকট হইতে তাহার কোন সাথী কোন জিনিস গোপন করিবে এমন নহে।

কাতাদা ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ 'বদরের দিন এই আয়াতটি নাযিল হয়। কারণ, কোন কোন সাহাবী গনীমাত বন্টনের পূর্বেই উহা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন।' কাতাদা ও রবী হইতে ইহা ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা খেয়ানতকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ যে লোক খেয়ানত করিবে সে কিয়ামতের দিন সেই খেয়ানতকৃত বস্তুসহ হাযির হইবে। অতঃপর খেয়ানতকারীদের প্রত্যেকে তাহার কৃতকর্মের বদলা পাইবে। আর তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না। এই বিষয়টি বহু হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে।

**হাদীস ঃ** আবূ মালিক আশজাঈ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল, যহীর ওরফে ইব্ন মুহাম্মাদ, আবদুল মালিক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ মালিক আশজাঈ (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন, জঘন্যতম আত্মসাৎকারী সেই ব্যক্তি যে তাহার প্রতিবেশীর জমি বা বাড়ির একহাত ভূমিও অন্যায়ভাবে ভোগ করিবে। কিয়ামতের দিন তাহার গলায় সাত তবক যমীনের একটি গলাবন্ধ পরাইয়া দেওয়া হইবে।

**হাদীস ঃ** মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন জুবাইর, হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ ও ইব্ন হুরায়রা, ইব্ন লাহীয়া, ইব্ন নুমাইর, মুসা ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন –যাহাকে আমি শাসনকর্তা নিযুক্ত করি, তাহার গৃহ না থাকিলে সে গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে, স্ত্রী না থাকিলে বিবাহ করিতে পারিবে, পরিচারক না থাকিলে পরিচারক রাখিতে পারিবে এবং সাওয়ারী না থাকিলে উহা সংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার চেয়ে অধিক কিছু করিলে সে আত্মসাৎকারী হিসাবে গণ্য হইবে।

অন্য সনদে আবূ দাউদ (র) রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবাইর ইব্ন নুমাইর, হারিছ ইব্ন ইয়াযীদ, আওযাঈ, মাআফী, মূসা ইব্ন মারওয়ান ও রকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন–যে ব্যক্তি শাসনকর্তা হইবে, তাহার স্ত্রী না থাকিলে সে বিবাহ করিতে পারিবে, খাদেম না থাকিলে খাদেম সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং গৃহ না থাকিলে গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে। রাবী বলেন, আবূ বকর সিদ্দিক (রা) সকলের জ্ঞাতার্থে বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে সে আত্মসাৎকারী অথবা চোর হিসাবে গণ্য হইবে।

আমার উস্তাদ হাফিয মুযী (র) বলিয়াছেন যে, তাহাকে মূসা ইব্ন মারওয়ানের সূত্রে আবূ জাফর ইব্ন মুহাম্মদ ফারিয়াবী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি জুবাইর ইব্ন নুফাইরের স্থলে আবদুর রহমান ইব্ন জুবাইর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ নাম দুইটি প্রায় একই ধরনের। হয়তো ভুল হইয়া গিয়াছে।

**হাদীস ঃ** ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, হাফস ইব্ন হুমাইদ, ইয়াকুব কুম্মী, হাফস ইব্ন বাশার, আবূ ইয়াকুব ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন, যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

'রাসূলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি সেই লোকটিকে চিনিব, কিয়ামতের দিন যে একটি ছাগল নিয়া উপস্থিত হইবে। ছাগলটি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিতে থাকিবে। সে আমাকে 'হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মাদ!' বলিয়া ডাকিতে থাকিবে। তখন আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, আল্লাহর নিকট

তোমার ব্যাপারে আমার করণীয় কিছু নাই। আমি তো তোমাকে এই বিষয়ে জানাইয়া দিয়াছিলাম। সেই লোকটিকেও আমি চিনিব, কিয়ামতের দিন যে একটি উট লইয়া উপস্থিত হইবে এবং উটটি ডাকিতে থাকিবে। সে আমাকে 'মুহাম্মদ, মুহাম্মদ' বলিয়া ডাকিবে। আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, আজ আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে আমার করণীয় কিছুই নাই। তোমাকে আমি এই পরিণতির কথা জানাইয়া দিয়াছিলাম। আমি তাহাকেও চিনিব, যে কিয়ামাতের দিন হাশরের মাঠে একটা ঘোড়া লইয়া উপস্থিত হইবে এবং ঘোড়াটি হ্রেষা রব করিতে থাকিবে। তখন সে আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকিবে। আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, তোমাকে তো আমি আগাম এই কথা জানাইয়া দিয়াছিলাম। আমি সেই লোকটিকেও চিনিব, 'কিয়ামতের দিন যে চামড়া লইয়া উপস্থিত হইবে এবং আমাকে ডাকিতে থাকিবে। আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, আজ আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে আমার করণীয় কিছু নাই। তোমাকে আমি আগেই ইহা জানাইয়া দিয়াছিলাম।' অবশ্য অন্য কোন হাদীসের কিতাবে এই হাদীসটি বর্ণিত হয় নাই।

**হাদীস ঃ** আবূ হুমাইদ সাঈদী হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী, সুফিয়ান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুমাইদ সাঈদী (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) ইযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদকা আদায়কারী রূপে মনোনীত করিয়া প্রেরণ করেন। তাহাকে ইব্ন লাতারিয়া বলা হইত। তিনি সাদকা উসূল কার্য শেষ করিয়া আসিয়া বলিলেন, এইগুলি রাষ্ট্রের আর এইগুলি আমার প্রাপ্ত হাদিয়া। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারের উপর উঠিয়া বলিলেন, কর্মকর্তাদের কি হইয়াছে যে, কাহাকেও কর্মকর্তারূপে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেই সে আসিয়া বলে, এইগুলি রাষ্ট্রের আর এইগুলি আমার হাদিয়া। ইহারা বাড়িতে বসিয়া থাকিলে দেখা যাইত কেহ ইহাদিগকে হাদিয়া পাঠায় কি না ? যাহার অধিকারে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম। সে উহা হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিবে, কিয়ামতের দিন সে উহা স্কন্ধে বহন করিয়া আগমন করিবে। যদি উহা উট হয় তবে উহা চীৎকার করিতে থাকিবে, গরু হইলে হাম্বা করিতে থাকিবে এবং ছাগল হইলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া ডাকিতে থাকিবে। অতঃপর তিনি হাত এত উঁচু করেন যে, তাহার বগল দেখা যাইতেছিল এবং বলেন– হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়া দিয়াছি (যাহা আমার দায়িত্বে ছিল) ? এইভাবে তিনি তিনবার বলেন। হিশাম ইব্ন উরওয়া আর একটু বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুমাইদ (রা) বলিয়াছেন, ইহা আমার চোখে আমি দেখিয়াছি, আমার কানে আমি শুনিয়াছি। যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা)-কেও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। যুহরী হইতে অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হিশাম ইব্ন উরওয়া হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে উভয়ই উরওয়া (রা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** আবূ হুমাইদ হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্ন যুবাইর, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ, ইসমাইল ইব্ন আইয়াশ, ইসহাক ইব্ন ইয়াহয়া ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুমাইদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সাদকা আদায়কারীদের হাদীয়া গ্রহণ করাও আত্মসাতের অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র আহমাদই (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্তু ইহার সনদসমূহ দুর্বল। সম্ভবত এই বাক্যটি কোন হাদীসের পরিশিষ্ট হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

হাদীস ঃ মাআয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস ইব্ন আবূ হাযিম, মুগীরা ইব্ন শিবল, দাউদ ইব্ন ইয়াযীদ আওদী, আবূ উসামা, আবূ কুরাইব ও আবূ ঈসা তিরমিযী স্বীয় কিতাবের আহকাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, মাআয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) আমাকে ইয়ামানের গভর্নর করিয়া পাঠান। আমি সেখানে গমন করিলে রাসূল (সা) আমাকে ডাকিয়া পাঠান। সেমতে তাহার নিকট উপস্থিত হই। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি জান, কেন তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি? আমার অনুমতি ব্যতীত কোন জিনিস গ্রহণ করিবে না। কেননা ইহা আত্মসাতের মধ্যে গণ্য। আর যে যাহা আত্মসাৎ করিবে কিয়ামতের দিন সে উহা নিয়া হাযির হইবে। এই কথা কয়টা বলাই হইল তোমাকে ডাকার উদ্দেশ্য। যাও, এখন গিয়া আপন দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ কর।'

হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। একমাত্র এই রিওয়ায়েতটি ব্যতীত অন্য কোন রিওয়ায়েতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে আদী ইব্ন উমাইর, বুরাইদা, মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ,আবূ হুমাইদ ও উমর (রা) হইতেও প্রায় এই ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুবায়ের, ইব্ন উমর, আবূ যারআ, আবূ হাইয়ান ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ তাইমী, ইসমাঈল ইব্ন আলীয়া ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

একদা হুযুর (সা) আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আত্মসাৎ এবং অন্যান্য বড় বড় গুনাহর কথা বলিতেছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন এক আত্মসাৎকারী তাহার আত্মসাৎকৃত উট কাঁধে বহিয়া উপস্থিত হইবে। তাহার এই মহামুসিবত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে আমাকে সে ডাকিবে। আমি তাহাকে এই কথা বলিয়া দিব যে, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আজ আমার করার কিছুই নাই। এই সম্পর্কে তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলাম। এইভাবে কিয়ামতের দিন কেহ ঘোড়া কাঁধে করিয়া উপস্থিত হইবে এবং উহা চীৎকার করিতে থাকিবে। সে বলিবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বাঁচান। আমি বলিব, আজ তোমার ব্যাপারে আমার আল্লাহর নিকট কিছুই করার নাই। আমি তো তোমাদিগকে ইহা জানাইয়া দিয়াছিলাম।

মোটকথা, কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারী আত্মসাৎকৃত জন্তু নিয়া উপস্থিত হইবে এবং উহা চিৎকার করিতে থাকিবে। আত্মসাৎকারীরা প্রত্যেকে বলিবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাকে বাঁচান। আমি বলিব, আজ তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কিছুই করার নাই। আমি তো তোমাদিগকে ইহা বলিয়া দিয়াছিলাম।' ইব্ন হাইয়ানের সনদে সহীহদ্বয়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছে।

হাদীস ঃ আদী ইব্ন উমাইরাতাল কিন্দী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আদী ইব্ন উমাইরাতাল কিন্দী (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে আমরা আদায়কারী নিযুক্ত করি, সে যদি আদায়কৃত বস্তু হইতে একটি সূঁচ বা তাহা হইতেও নগণ্য কোন জিনিস গোপন করে, তাহা হইলে সে আত্মসাৎকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে। আর সে উহাসহ কিয়ামতের দিন হাযির হইবে। রাবী বলেন, ইহার পর শ্যামবর্ণের এক আনসার দাঁড়াইলেন। মুজাহিদ বলেন, সেই ব্যক্তি হইলেন, সাআদ ইব্ন ইবাদা। তিনি বলিলেন, হে

আল্লাহর রাসূল! আমি আদায়কারী নিযুক্ত হইতে অসম্মত। রাসূল (সা) বলিলেন, কেন? তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে আপনি যে কঠোর সতর্কবাণী শোনাইলেন সেই কারণে। অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন, আরও জানিয়া রাখ, যাহার উপর আমরা এই দায়িত্ব অর্পণ করিব, তাহার উচিত হইবে আদায়কৃত বস্তুর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল অংশসহ সব কিছুই নিয়া আসা। উহা হইতে যতটুকু তাহাকে দেওয়া হয় সে ততটুকুই গ্রহণ করিবে। আর যাহা তাহাকে দেওয়া হইবে না তাহা গ্রহণ করা হইতে সে বিরত থাকিবে। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদের সূত্রে মুসলিম (র) এবং আবূ দাউদ (র)-ও ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ আবূ রাফে হইতে ধারাবাহিকভাবে ফযল ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাফে, আলে আবূ রাফের জনৈক ব্যক্তি, মুআম্মার, ইব্ন জারীজ, আবূ ইসহাক ফাযারী, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফে (রা) বলেন ঃ

প্রায়ই রাসূল (সা) আসরের নামায পড়িয়া বনী আব্দে আশহাল গোত্রের নিকট গিয়া তাহাদের সঙ্গে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করিতেন। এক দিন একটু বিলম্ব হইয়া গেলে তিনি ত্রস্ত পদে হাটিতেছিলেন। জান্নাতুল বাকী হইয়া যাওয়ার সময় তিনি হঠাৎ বলিলেন– তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ! ইহা শুনিয়া আমি ভাবিলাম যে, হয়ত তিনি আমাকে অভিশাপ দান করিয়াছেন। তাই আমি হাটার গতি মন্থর করিয়া কাপড় ঠিক করিতেছিলাম। ফলে আমি পিছনে পড়িয়া গেলাম। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উচ্চারিত উক্তির কারণে আমি পশ্চাতে পড়িতেছি। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া উহা বলি নাই। বরং এই কবরটির অমুক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলিয়াছি! তাহাকে আমি অমুক গোত্রের তহসীলদার করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু সে আদায়কৃত বস্তু হইতে একটি চাদর আত্মসাৎ করিয়াছিল। সেই চাদরটি আগুন হইয়া তাহাকে জ্বালাইতেছে।

**হাদীস** ঃ উবাদা ইব্ন সামিত হইতে ধারাবাহিকভাবে রবীআ ইব্ন নাজীআ, আবূ সাদিক, কাসিম ইব্ন ওয়াহিদ, উবাইদ ইব্ন আসওয়াদ, নির্ভরযোগ্য রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন সালিম কূফী আল মাফলূজ ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ

কখনও হুযূর (সা) গনীমাতের বোঝাবাহী উটের পিঠ হইতে দুই একটি গোলাম গ্রহণ করিতেন এবং বলিতেন, এইখানে তোমাদের ও আমার সমান অধিকার ও অংশ রহিয়াছে। তবে কথা হইল যে, তোমরা আত্মসাৎ হইতে দূরে থাকিও। কেননা যে যাহা আত্মসাৎ করিবে কিয়ামাতের দিন সে তাহা নিয়া উপস্থিত হইবে। ফলে তাহাকে চরম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইবে। যাহা হউক, দূরে ও নিকটে এবং আবাসে ও সফরে সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে জিহাদ করো। কেননা জিহাদ হইল জান্নাতের অন্যতম সিংহদ্বার। আর ইহা দ্বারা আল্লাহ চিন্তাক্লিষ্টতা এবং জীবনের অচলাবস্থা হইতে মুক্তি দান করেন। আল্লাহর বিধান স্বদেশ ও বিদেশে সর্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত কর এবং আল্লাহর দণ্ডবিধি বা বিচারের বিধানও প্রতিষ্ঠিত কর। পরন্তু অটল থাক। কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার যেন তোমাদিগকে আল্লাহর কাজ হইতে বিরত রাখিতে না পারে।

**হাদীস** ঃ আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা ও তিনি বর্ণনা করেন যে, তাহার দাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, (তোমরা সাদকা আদায়কারীরা) সাদকার সূঁচ সুতাও ফিরাইয়া দাও। কেননা আত্মসাৎ হইল লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও আগুন যাহা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে কিয়ামতের দিন ভোগ করিতে হইবে।

**হাদীস** ঃ আবূ মাসউদ আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল জাহাশ, মাতরাফ, জারীর, উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আবূ মাসউদ আনসারী (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) আমাকে তহসীলদার নির্বাচিত করিয়া পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়া বলেন, হে আবূ মাসউদ! যাও, তবে কিয়ামতের দিন তোমাকে আমি এমন অবস্থায় যেন না পাই যে, তোমার পৃষ্ঠোপরি আত্মসাৎকৃত উট চিৎকার করিতেছে। আমি বলিলাম, এই ভয়াবহ আশংকাজনক দায়িত্বে আমি যাইতে চাই না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা, তোমাকে জোরপূর্বক পাঠাইতে চাই না।' একমাত্র আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদার পিতা, বুরদা, আলকামা ইব্‌ন মারছাদ, আহমাদ ইব্‌ন আব্বান, আবুল হামীদ ইব্‌ন সালিহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ

'নিশ্চয়ই যদি কোন পাথর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হয়, তবে সেই পাথরটি যদি একাধারে সত্তর বৎসর জাহান্নামের তলদেশের দিকে ধাবিত হয়, তবুও উহার শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে পারিবে না। এইরূপভাবে আত্মসাৎকৃত বস্তুকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আত্মসাৎকারীকে বলা হইবে যাও উহা নিয়া আস। আর আল্লাহ তা'আলা যে বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (যে লোক গোপন করিয়াছে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়া আসিবে) উহার তাৎপর্য ইহাই।' কেবল আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, সাম্মাক, আবূ যমীল হানাফী, ইকরামা ইব্‌ন আম্মার, হাশিম ইব্‌ন কাসিম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ

'খায়বরের যুদ্ধের সময় সাহাবারা আসিয়া রাসূল (সা)-কে বলিতেছিলেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ হইয়াছে, অমুক ব্যক্তি শহীদ হইয়াছে। এমন সময় কয়েক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে, অমুক ব্যক্তিও শহীদ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, 'কখনই নয়, আমি তাহাকে জাহান্নামে দেখিয়াছি। সে গনীমতের মাল হইতে একটি চাদর আত্মসাৎ করিয়াছিল। অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন, 'যাও, জনসমক্ষে ঘোষণা করিয়া দাও যে, একমাত্র মু'মিন ব্যতীত অন্য কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।' (উমর (রা) বলেন) এই নির্দেশ পাইয়া আমি জনসমাজে ঘোষণা করিয়া দেই যে, একমাত্র মু'মিন ব্যতীত অন্য কেহ বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাইবে না। ইকরামা ইব্‌ন আম্মারের সনদে তিরমিযী ও মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন–হাদীসটি উত্তম ও সহীহ।

উমর (রা) হইতে অন্য একটি হাদীস ঃ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন

হাব্বাব আনসারী, মূসা ইব্ন জুবাইর, আমর ইব্ন হারিছ, আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব, আহমাদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াহাব ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস বলেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) তাহার সঙ্গে সাদকা সম্পর্কে আলোচনা করিতে করিতে বলেন, আপনি সাদকা আত্মসাৎকারী সম্পর্কে রাসূলের ঘোষণা শুনেননি ? তিনি বলিয়াছেন, উহা হইতে যে একটি উট অথবা একটি ছাগল আত্মসাৎ করিবে, কিয়ামতের দিন সে উহা কাঁধে বহিয়া উপস্থিত হইবে। আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস বলেন, হাঁ শুনিয়াছি।' আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব হইতে আমর ইব্ন ওয়াহাবের সনদে ইব্ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, সাঈদ উমুভী, ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ উমুভী এবং ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) সাআদ ইব্ন ইবাদাকে সাদকা উসূলকারী নির্বাচিত করিয়া বলেন, হে সাআদ! এইরূপ যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন তুমি উচ্চ শব্দকারী উট বহন করিয়া আগমন করিবে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি এই পদ গ্রহণ করিব না। সুতরাং ইহার আশংকাও থাকিবে না। অতঃপর হুযূর (সা) তাহাকে এই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। নাফে হইতে উবায়দুল্লাহর সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যায়েদা, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ, আবূ সাঈদ ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ

রোমের যুদ্ধের সময় আমি মুসলিম ইব্ন আবদুল মালিকের সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তির মালের মধ্যে আত্মসাতের কিছু মালপত্র পাওয়া যায়। এই ঘটনার পর সালিমকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর তাহার পিতা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কাহারও মালের মধ্যে আত্মসাৎকৃত মালামাল পাওয়া গেলে তাহা জ্বালাইয়া দাও। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, তাহার কৈফিয়ত নাও এবং শাস্তিও দাও। অতঃপর সেই ব্যক্তির মালামাল খোলা বাজারে বাহির করা হয় এবং তাহার মালামালের মধ্যে একখানা কুরআন শরীফও পাওয়া যায়। হযরত সালিমকে পুনরায় এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, কুরআন শরীফ খানা বিক্রি করিয়া উহার মূল্য সাদকা করিয়া দাও।

আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মাদ দারাওয়ার্দীর সনদে তিরমিযি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ ওয়াকিদ লাইছী আস সগীর সালেহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যায়েদার সূত্রে আবূ ইসহাক ফাযারী এবং আবূ দাউদ ইহা হইতে কিছুটা বেশি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আলী ইব্ন মাদানী এবং ইমাম বুখারী আবূ ওয়াকিদের রিওয়ায়েতটিকে বর্জনীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। দারে কুতনী বলেন, রিওয়ায়েতটি সহীহ। কেননা ইহা সালিমের ফতওয়া মাত্র। আর এই ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও তাহার সহযোগীদেরও সিদ্ধান্ত ইহাই।

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ইব্ন উবাইদ, আবূ ইসহাক, মুআবিয়া ও উমুভী বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আত্মসাৎকারীর আত্মসাৎকৃত মালের সঙ্গে মিলিত অন্যান্য সকল মাল জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেওয়াই বিধান।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উছমান ইব্ন আতা, আবূ ইসহাক ও মুআবিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আত্মসাৎকারীর আত্মসাৎকৃত মালের সঙ্গে মিলিত সকল বস্তু জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে দোররা মারা হইবে। তবে তাহার শাস্তি হইবে গোলাম হইতে কিছুটা হালকা। পরন্তু সে গনীমতের অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে।

তবে ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ ও জমহুর উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন ঃ আত্মসাৎকারীর আসবাবপত্র জ্বালানো হইবে না; বরং তাহাকে অপরাধযোগ্য শাস্তি দিতে হইবে। ইমাম বুখারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মসাৎকারীর জানাযা পড়িতে অস্বীকার করিয়াছেন বটে। কিন্তু তাহার মালামাল জ্বালাইয়া দিতে বলেন নাই। আল্লাহই ভাল জানেন।

জুবাইর ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইস্রাঈল, আসওয়াদ ইব্ন আমের ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, জুবাইর ইব্ন মালিক (র) বলেন ঃ যখন কুরআনের পাঠ সমন্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছিলেন, সাহস হইলে কেহ যেন পূর্বতন পাঠ লুকাইয়া রাখে। কেননা যে উহা লুকাইয়া রাখিবে সে কিয়ামতের দিন উহা নিয়া হাযির হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি যে পদ্ধতিতে সত্তরবার হুযূর (সা)-এর নিকট কুরআন পাঠ করিয়াছি তাহা কি বর্জন করিব ?

ইব্রাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাজির ইব্ন ইব্রাহীম, শরীক ও ওয়াকী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (রা) বলেনঃ যে সময় আমাদিগকে কুরআনের পরিবর্তিত নতুন পাঠ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছিলেন, হে লোক সকল! সাহস হইলে কুরআনের কেহ পূর্বতন পাঠ গোপন করিয়া রাখিও। কেননা যে যাহা গোপন বা আত্মসাৎ করিবে কিয়ামতের দিন সে উহা নিয়া উপস্থিত হইবে। তাই যদি কেহ কুরআনের পূর্বতন কপি গোপন করিয়া রাখ, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন উহা নিয়া উপস্থিত হইবে। উহা কতই উত্তম আত্মসাৎ!

আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) বলেন ঃ যখন গনীমতের মাল আসিত, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যাহার কাছে গনীমতের যাহা আছে তাহা নিয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য বিলালের (রা) দ্বারা ঘোষণা করাইতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত মালের এক-পঞ্চমাংশ রাখিয়া বাকি সব বন্টন করিতেন। একবার এক ব্যক্তি বন্টন হইয়া যাইবার পর চুলের একটি গুচ্ছ নিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইহা রহিয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি বিলালের দেওয়া ঘোষণা শোন নাই ? এইভাবে তিনবার বলিলেন। লোকটি বলিল, হাঁ, শুনিয়াছিলাম। হুযূর (সা) বলিলেন, তবে শুনিয়াও তুমি কেন আস নাই ? লোকটি অনুনয় করিয়া ওযর পেশ করিল। অতঃপর রাসূল (সা) তাহাকে বলিলেন, আমি ইহা গ্রহণ করিব না। তুমি কিয়ামতের দিন ইহা নিয়া আসিও।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

'যে লোক আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত সে কি সেই লোকের সমান হইতে পারে, যে লোক আল্লাহর রোষানল অর্জন করিয়াছে ? বস্তুত তাহার ঠিকানা হইল দোযখ। আর তাহা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করিয়া তাহার সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন করে এবং শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পায় আর যাহারা তাহার বিধান অমান্য করিয়া তাহার ক্রোধে পতিত হয় এবং তাহার অসন্তুষ্টি লাভ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়-এই দুই দল কি সমান হইতে পারে ?

এই আয়াতের সমর্থনে কুরআন মজীদের আরও বহু আয়াত রহিয়াছে। যথা

أَفَمَنْ يَّعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, আর যাহারা তাহা হইতে অন্ধ থাকে এই দুই দল কি সমান ? অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَقِيْهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ যাহাদের ব্যাপারে আল্লাহর উত্তম ওয়াদা রহিয়াছে এবং তাহা প্রাপ্ত হইবে আর যাহারা পার্থিব ফায়দা লুটিয়াছে, তাহারা কি সমান ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের।

হাসান বসরী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ পুণ্যবান এবং পাপিষ্ঠরা ভিন্ন দুই স্তরের লোক। আবূ উবাইদ ও কাসাই বলেন ঃ دَرَجَاتٌ অর্থ مَنَازِلُ (সোপানসমূহ)

অর্থাৎ সোপানের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে-যাহা সমান নয়। জান্নাতের রহিয়াছে বহু সোপান বা স্তর এবং জাহান্নামেরও রহিয়াছে বহু স্তর। অন্যখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

অর্থাৎ কার্যের বিভিন্নতার দরুন স্তরেরও বিভিন্নতা রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ তাহারা যাহা কিছু করে আল্লাহ তাহা অবলোকন করেন। অর্থাৎ কার্যসমূহের স্তর ও মান তিনি খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন এবং কাহারও পুণ্য তিনি কমাইবেন না এবং কাহার পাপও তিনি বাড়াইবেন না। বরং যাহার যাহা আমল তিনি সেই অনুযায়ী ন্যায্য প্রতিফল প্রদান করিবেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

আল্লাহ ইমানদারগণের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহাদের মাঝে তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নবী প্রেরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের মতই মানুষ যাহাতে তাহারা তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে পারে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তাহার সহিত উঠাবসা করিতে পারে এবং যাহাতে তাহার নিকট হইতে তাহারা পূর্ণ উপকৃত হইতে পারে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا

অর্থাৎ ইহাও আল্লাহর নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই সত্তা হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ কর।

অন্যখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

অর্থাৎ হে নবী! তুমি বল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত মানুষ। আর আমার নিকট এই প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, তোমাদের ইলাহ একজনই মাত্র।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ

অর্থাৎ হে নবী! তোমার পূর্বেও আমি যত নবী পাঠাইয়াছি তাহারা সকলে খাদ্য গ্রহণ করিত এবং বাজারেও আসিত।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىَ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى

অর্থাৎ তোমার পূর্বেও আমি লোকদের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম যাহারা পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল।

অপর এক স্থানে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ হে জ্বিন ও ইনসান! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতেই রাসূল আগমন করে নাই। মোটকথা, প্রত্যেক জাতির জন্য তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণ করিয়া তিনি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। তাহারা তাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা ও চলাফেরা করিতে পারিত এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহারা দীন সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ করিতে পারিত।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ তিনি তাহাদের জন্য তাহার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। অর্থাৎ কুরআন পাঠ করেন। এবং وَيُزَكِّيْهِمْ তাহাদিগকে পরিশোধন করেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে সৎকার্যের আদেশ করেন এবং অসৎকাজ হইতে বিরত থাকার তাকিদ দেন যাহাতে তাহাদের অন্তরের যুগযুগের কালিমা ও কলুষতা বিদূরিত হইয়া তাহাদের অন্তর নির্মল ও নিষ্কলুষ রূপ লাভ করে।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ তিনি তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদান করেন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ এই নবী আগমনের পূর্বে তাহারা ছিল স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে। অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্পষ্টভাবে অন্যায় ও মূঢ়তা বিদ্যমান ছিল।

(١٦٥) اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(١٦٦) وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٦٧) وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ ○

(١٦٨) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ؕ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

১৬৫. 'যখন তোমাদের উপর একটি বিপদ আসিল, তখন তোমরা বলিলে, ইহা কোথা হইতে আসিল? অথচ তোমরা তো তাহাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ ঘটাইয়াছিলে। (হে মুহাম্মদ) বল, ইহা তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

১৬৬. যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা আল্লাহরই হুকুমে; ইহা তো মু'মিনগণকে জানিবার জন্য।'

১৬৭. 'আর মুনাফিকদিগকেও জানিবার জন্য। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল. আস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তাহারা বলিল, যুদ্ধ যদি জানিতাম তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করিতাম। সেদিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটবর্তী ছিল। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহাই তাহারা মুখে বলে: তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।'

১৬৮. যাহারা ঘরে বসিয়া রহিল ও তাহাদের ভাইদের ব্যাপারে বলিল যে, তাহারা তাহাদের কথামত চলিলে নিহত হইত না, তাহাদিগকে বল, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে নিজদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত আসিয়া পৌঁছিল। অর্থাৎ ওহুদের যুদ্ধের দিন সত্তর জন সাহাবী শহীদ হওয়ায় তাহারা যে মুসিবতে পড়িয়াছিল। তবে قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا তোমরা তাহাদিগকে ইহার দ্বিগুণ মুসিবত পৌঁছাইয়াছিলে। অর্থাৎ বদরের দিন তোমরা সত্তরজন কাফির হত্যা করিয়াছিলে এবং সত্তরজন বন্দী করিয়াছিলে। অথচ এই মুহূর্তে তোমরা পরস্পরে বলাবলি করিতেছ, ইহা কোথা হইতে আসিল? আল্লাহ ইহার উত্তরে বলেন ঃ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ হে নবী! বলিয়া দাও যে, ইহা তোমাদের উপর তোমাদেরই পক্ষ হইতে আসিয়াছে।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আব্বাস, সাম্মাক হানাফী, আবূ যমীল, ইকরামা, কার্রাদ ইব্ন নূহে, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে যে কাফির বন্দীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হইল এবং তাহাদের সত্তর ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ ওহুদের যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়। তাহাদের জোর হামলার মুখে মুসলমানরা পরাভূত হয়, হুযূরের দান্দান শহীদ হয়, মাথার আমামা পড়িয়া যায় এবং চেহারা মুবারক কাফিরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়।

তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেনঃ

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ

অর্থাৎ যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। অথচ তোমরা ইহার পূর্বে তাহাদিগকে ইহার দ্বিগুণ মুসিবত পৌঁছাইয়াছিলে। তখন তোমরা বলিয়াছিলে–ইহা কোথা হইতে আসিল ? (হে নবী) তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, ইহা তোমাদের নিজেদের পক্ষ হইতেই আসিয়াছে।' অর্থাৎ তাহাদের নিকট হইতে তোমরা যে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলে ইহা তাহার প্রতিবিধান স্বরূপ। কার্রাদ ইব্ন নূহ ওরফে আবদুর রহমান ইব্ন গাযওয়ানের সূত্রে ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সেই রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রিওয়ায়েত হইতে দীর্ঘ। তাহা এইঃ

আলী হইতে ধারাবাহিকভাবে উবাইদ, মুহাম্মাদ, জারীর, হাজ্জাজ, হুসাইন ওরফে সুনাইদ, ইব্ন আওন, ইসমাইল ইব্ন আলীয়া, হুসাইন কাসিম, ইব্ন জারীর ও হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ জিব্রাইল (আ) নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার লোকেরা কাফিরদিগকে যে বন্দী করিয়াছে ইহা আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নহে এবং আপনাকে এই ব্যাপারে দুইটি প্রস্তাবের একটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা হইল, হয় তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলুন; না হয় তাহাদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে খালাস দান করুন। তবে যেটিই আপনি গ্রহণ করুন না কেন, পরবর্তীতে আপনার ইহাদের সমসংখ্যক লোক নিহত হইবে। অতঃপর হুযুর (সা) সকলকে ডাকিয়া পরামর্শে বসিলে তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ রাসূল। বন্দীরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং ইহাদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে খালাস দিন। এই অর্থ দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিপুল আয়োজন করিব। আর যদি পরবর্তীতে আমাদের এই সংখ্যক লোক নিহত হয়, আমাদের তাহাতে বেশি ক্ষতি কি ? সত্যিই ওহুদের যুদ্ধে সত্তরজন মুসলমান শহীদ হয়।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন হাসসান, সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ, ইয়াহয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়িদ ও আবূ দাউদের সনদে নাসায়ী ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, ইহা হাসান গরীব পর্যায়ের। এই হাদীসটির বিভিন্ন রিওয়ায়েতকারীর মধ্যে কেবল ইব্ন আবূ যায়িদ সম্পর্কে আমার আস্থা ও জানাশোনা রহিয়াছে। হিশামের সূত্রে আবূ উসামাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্তু নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দা ও ইব্ন সীরীনের সূত্রে ইহা মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন জারীর, রবী ইব্‌ন আনাস ও সুদ্দী قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ তোমরা রাসূল (সা)-এর অবাধ্য হইয়াছিলে বলিয়াই তোমাদিগকে এই ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। রাসূল (সা) তীরন্দাজদিগকে তাহাদের নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন, ইচ্ছা মাফিক নির্দেশ দেন এবং কেহ তাহার নির্দেশ বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ আর যেদিন দুই দল সৈন্যের মুকাবিলা হইয়াছে, সেদিন তোমাদের উপর যাহা আপতিত হইয়াছিল, তাহা আল্লাহর হুকুমেই হইয়াছিল। অর্থাৎ তোমরা শত্রুদের মুকাবিলা হইতে পালাইয়া গিয়াছিলে। তোমাদের কতক শহীদ হইয়াছিল এবং কিছু লোক আহতও হইয়াছিল। ইহা সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে হইয়াছিল। তবে ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম কারণ লুক্কায়িত ছিল। একটি উদ্দেশ্য হইল, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ যাহাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। অর্থাৎ কাহারা দৃঢ়, অটল ও ধৈর্যশীল তাহা দেখা যায়। অন্য উদ্দেশ্য হইল وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لَاتَّبَعْنَاكُمْ আর যাহাতে জানা যায় কাহারা মুনাফিক ছিল। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, আস, আল্লাহর পথে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা যদি জানিতাম যে লড়াই হইবে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সূলুল ও তাহার সংগীরা যখন পথ হইতে ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন জনৈক মুসলমান তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিল যে, আস, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ কর, না হয় কমপক্ষে আক্রমণকারীদিগকে পিছনে হটাইয়া দেওয়ার কাজটুকু কর।

এই কথাই কুরআনের ভাষায় এইভাবে বলা হইয়াছে ঃ أَوِادْفَعُوْا কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। ইব্‌ন আব্বাস, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, যিহাক, আবূ সালিহ, হাসান, বসরী ও সুদ্দী প্রমুখ এই বাক্যাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ মুসলমানের আবেদন ছিল যে, কমপক্ষে তোমরা সঙ্গে থাকিয়া আমাদের দলটিকে ভারি কর।

হাসান ইব্‌ন সালিহ বলেনঃ উহার ভাবার্থ হইল, কমপক্ষে তোমরা দু'আ কর।

অনেকে বলেন ঃ উহার ভাবার্থ হইল, তোমরা প্রস্তুতি নিয়া থাক।

তখন তাহারা চালাকি করিয়া বলিয়াছিল ঃ لَوْنَعْلَمُ قِتَالاً لَا اتَّبَعْنَكُمْ অর্থাৎ যদি আমরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতাম তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম।

মুজাহিদ (র) উহার ভাবার্থে বলেনঃ আমরা যদি জানিতে পারিতাম যে, সত্য সত্যই তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, তাহা হইলে অবশ্য অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করিতাম। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধই হইবে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন হাইয়ান, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা ও হাসীন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন মাআয প্রমুখ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সহস্র সৈন্য নিয়া ওহুদ ও মদীনার মধ্যবর্তী সওত নামক স্থানে পৌছেন, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলুল এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়া বিদ্রোহ করে এবং বলে যে, অন্যদের কথা শুনিয়া মদীনার বাহিরে আসিয়াছেন ও আমার কথা শুনিলেন না। আল্লাহর শপথ! কোন কল্যাণের লক্ষ্যে যে আমরা প্রাণ বিসর্জন দিব তাহা আমার বোধগম্য নয়। অতঃপর সে বলিল, হে লোক সকল! কেন তোমরা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর জীবন হারাইতে যাইতেছ ? অতঃপর কপট ও সন্দেহ পোষণকারী কতক মুনাফিকসহ সে ফিরিয়া আসে। ইহা দেখিয়া বনূ সালমার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম তাহাদের নিকট গিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, হে আমার প্রিয় গোত্র। তোমরা স্বীয় নবীকে (সা) ও স্বীয় সম্প্রদায়কে শত্রুদের হাতে অপদস্থ করিও না। তাহাদিগকে শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিও না। এই আবেদনের পর তাহাকে তাহারা চালাকি করিয়া বলিল, আমরা যদি জানিতাম যে, সত্য সত্যই তোমরা শত্রুদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করিবে তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করিতাম। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধ হইবে না। তাহাদিগকে শত বুঝাইয়াও যখন মুসলমানরা ব্যর্থ হইল, তখন মুসলমানরা বলিতে বাধ্য হইল যে, দূর হও, আল্লাহর শত্রুরা, ভাগো! আল্লাহ তোমাগিদকে ধ্বংস করুক। আমাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য রহিয়াছে। অবশেষে হুযূর (সা) অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া যুদ্ধমাঠের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ

'সেই দিন তাহারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, মানুষের বিভিন্ন অবস্থা রহিয়াছে এবং তাহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কখনও সে ঈমান হইতে দূরে সরিয়া কুফরীর কাছাকাছি আসিয়া পৌছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ অর্থাৎ সেই দিন তাহারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর বেশি নিকটবর্তী ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা মুখে সেই কথা বলে। অর্থাৎ তাহাদের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের কথার কোন মিল নাই। যেমন তাহারা বলিয়াছিল ঃ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ অর্থাৎ আমরা যদি যুদ্ধ হইবে বলিয়া জানিতাম তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম। অথচ তাহারা নিশ্চিতরূপে এই কথা জানিত যে, মুশরিকরা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কারণ, ইহার পূর্বে মুসলমানরা মুশরিকদের বড় বড় নেতাকে বদরের প্রান্তরে সম্মুখযুদ্ধে হত্যা করিয়াছিল। কাজেই তাহারা সর্বশক্তি নিয়া দুর্বল মুসলমানদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। মোটকথা তাহারা নিশ্চিত জানিত যে, এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হইতে চলিয়াছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ আল্লাহ ভাল করিয়া জানেন তাহারা যাহা কিছু গোপন করিয়া থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا

قُتِلُوْا অর্থাৎ তাহারা হইল সেই সকল লোক, যাহারা বসিয়া থাকিয়া নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলিল, যদি তাহারা আমাদের কথা শুনিত, তাহা হইলে তাহারা নিহত হইত না। অর্থাৎ যদি তাহারা তাহাদের নীরব থাকার পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং যদি যুদ্ধে না যাইত, তাহা হইলে তাহারা নিহত হইত না। তাহাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। অর্থাৎ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তবে তোমাদের মৃত্যুই না হওয়া উচিত। আসল কথা হইল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে মরণ বরণ করিতেই হইবে যদি সে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যেও আত্মগোপন করিয়া থাকে। অতএব যদি তোমাদের কথা সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে নিজেদেরকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে মুজাহিদ বলেনঃ এই আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলূল এবং তাহার সহচরদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

(١٦٩) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۚ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۙ

(١٧٠) فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۘ

(١٧١) يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚۛ

(١٧٢) اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ

(١٧٣) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

(١٧٤) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۝

(١٧٥) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۖ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৬৯. 'যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনই মৃত ভাবিও না; বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে রুযী পাইতেছে।'

১৭০. 'আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিতেছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত এবং তাহাদের পিছনে যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দান করে যে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।'

১৭১. 'আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের শ্রমের ফসল নষ্ট করেন না।

১৭২. 'আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে ও তাকওয়া অনুসরণ করে, তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

১৭৩. তাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জমায়েত হইয়াছে, তাই তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর। কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমান দৃঢ়তর করিল এবং তাহারা বলিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক।'

১৭৪. 'তারপর তাহারা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, কোন ক্ষতিই তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ্ যাহাতে রাযী তাহাই তাহারা অনুসরণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল।'

১৭৫. 'শয়তানই তোমাদিগকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকে ভয় কর।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা শহীদদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে, যদিও তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের আত্মা জীবিত এবং তাহারা চিরস্থায়ী নিবাস জান্নাত হইতে খাদ্য পাইয়া থাকে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ তালহা, ইকরামা, আমর ইব্ন ইউনুস, মুহাম্মাদ ইব্ন মারযূক ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

আল্লাহ্র রাসূলের সেই সকল সাহাবী সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়, যাহাদিগকে তিনি দীনের দাওয়াতের জন্য বি'রে মাউনাবাসীদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা চল্লিশজন অথবা সত্তরজন ছিলেন। সেই কূপটির মালিক ছিল আমের ইব্ন তুফাইল জাফরী। যাহা হউক তাহারা রওয়ানা করিয়া কূপের নিকটে অবস্থিত একটি গুহায় অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর তাহারা একে অপরকে বলিতেছিলেন, ওই কূপের পার্শ্বে বসবাসকারীদের নিকট রাসূলের আহ্বান পৌঁছাইয়া দিতে কাহার সাহস হয়? তখন আবূ মালহাম আনসারী উঠিয়া বলেন, আমার সাহস হয় সেখানে রাসূলের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দিতে। অতঃপর তিনি সোৎসাহে বাহির হইয়া মহল্লার একেবারে নিকটে পৌঁছিয়া যান এবং তাহাকে দেখিয়া গৃহকর্তারা বাহির হইয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– হে বি'রে মাউনার অধিবাসীগণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের পক্ষের একজন দূত। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ এবং মুহাম্মদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তোমরাও আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। হঠাৎ একজন লোক দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করে এবং তীরটা তাহার পাঁজরের একদিক দিয়া লাগিয়া অন্য দিক ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সেই মুহূর্তে

তাহার মুখনিসৃত কথা ছিলঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ –আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড়। কা'বার প্রভুর শপথ! আমি আমার মিশনে সফল হইয়াছি। ইহার পর সেই কাফিররা তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সাহাবাদের গুহায় চলিয়া আসে এবং আমের ইব্ন তুফাইল একা তাহাদের সকলকে হত্যা করে।

ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তাহাদের কথাগুলি তাহাদের জাতিকে জানাইয়া দিবার জন্য আল্লাহ তাহাদের পক্ষ হইতে আয়াত নাযিল করেন। তাহারা বলেন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সংগে মিলিত হইয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। পরবর্তীতে উহা রহিত করা হয় এবং পাঠ হইতেও অপসারিত করা হয়। তবে উহা আমরা বহুদিন পর্যন্ত পড়িতেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়, তাহাদিগকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না; বরং তাহারা জীবিত ও নিজেদের পালনকর্তার নিকট হইতে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মুররা, আমাশ, আবূ মুআবিয়া, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর স্বীয় সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (রা) বলেনঃ আমরা আবদুল্লাহ (রা)-কে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ এই আয়াতের ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের আত্মাসমূহ সবুজ রং-এর পাখির দেহে রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য আরশের সংগে বহু প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। পরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেহেশতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলার এবং প্রদীপগুলির আলো নিয়া আমোদ-প্রমোদ করার অধিকার। কখনও তাহারা আল্লাহর দিকে তাকাইলে আল্লাহ তাহাদিগকে বলেন, কিছু চাও কি তোমরা ? তাহারা উত্তরে বলে, আমরা আর কি চাইব প্রভু। বেহেশতের সর্বত্র আমাদের উপভোগের জন্য অবারিত। ইহার পর আর কি চাওয়ার আছে ? এইভাবে আল্লাহ তাহাদিগকে তিনবার প্রশ্ন করেন। যখন তাহারা দেখে যে কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হইবেন না, তখন তাহারা বলে, হে আমাদের প্রভু। আমাদের প্রার্থনা হইল আমাদের আত্মাগুলি আমাদের দেহে পুনঃ সংযোজিত করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করুন। আমরা যেন আবার আপনার পথে নিহত হইতে পারি। তাহাদের এইকথা শুনিয়া আল্লাহ তা'আলা বুঝিয়া নেন যে, তাহাদের আর কোন প্রয়োজন নাই। তাই তিনি তাহাদিগকে কিছু চাইতে বলা হইতে বিরত হন। হযরত আনাস (রা) এবং আবূ সাঈদ (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

**হাদীস ঃ** আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করেন দ্বিতীয়বার সে আর পৃথিবীতে আসার ইচ্ছা রাখে না। কিন্তু একমাত্র শহীদরা পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বিতীয়বার শহীদ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। কেননা তাহারা স্বচক্ষে শহীদদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়। হাম্মাদের সূত্রে একমাত্র মুসলিম এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন রবীআ সালাসী, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ মাদানী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিয়াছেন, আল্লাহ তোমার পিতাকে পুনঃ জীবিত করিয়াছেন এবং তাহাকে বলিয়াছেন, তোমার কিছু কি চাওয়ার আছে ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার আপনার পথে শহীদ হইতে আমার আকাংখা হয়। তখন আল্লাহ বলিয়াছেন, আমার সিদ্ধান্ত হইল, এখানে যেএকবার আসিবে তাহার আর প্রত্যাবর্তন হইবে না।

এই হাদীসটি এই সূত্রে একমাত্র আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সহীহদ্বয় এবং অন্যরাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। জাবিরের পিতা হইলেন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম আনসারী (রা)। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মুনকাদির, শু'বা, আবূ ওয়ালীদ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

আমার পিতা নিহত হইলে আমি কাঁদিতে থাকি এবং বার'বার তাহার কাপড় উঠাইয়া চেহারা দেখিতে থাকি। সাহাবীরা আমাকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু নবী (সা) নীরব থাকিলেন ও আমাকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন না। অবশেষে নবী (সা) আমাকে বলিলেন, কাঁদিও না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার আব্বাকে তুলিয়া না নেওয়া হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তাহাদের ডানা দিয়া তাহাকে ছায়া দান করিতে থাকিবে।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির ও শু'বার সূত্রে নাসায়ী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেনঃ আমার পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর আমি তাহার মুখাবয়ব হইতে কাপড় সরাইয়া তাহাকে বার বার দেখিতেছিলাম এবং কাঁদিতেছিলাম– এইভাবে উপরোক্তরূপে বর্ণনাটি শেষ হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র মক্কী, ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আমর ইব্ন, সাঈদ, আবূ ইসহাক ইয়াকুবের পিতা, ইয়াকুব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের ভাইয়েরা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইলে তাহাদের আত্মাগুলি সবুজ পাখির দেহের মধ্যে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা ঝর্ণাধারার কুলে ভ্রমণ করে এবং বেহেশতের বৃক্ষরাজির ফল ভক্ষণ করে। অতঃপর তাহারা আরশের নীচে ঝুলানো প্রদীপ নিয়া আমোদ-প্রমোদ করে। তাহারা বেহেশতে বিপুল সুখ-সম্ভোগ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় পাইয়া বলিতে থাকে, আহা, পৃথিবীবাসীরা যদি আমাদের এই অফুরন্ত ও অবর্ণনীয় সুখের সংবাদ পাইত, তাহা হইলে তাহারা জিহাদে কখনো পরাম্মুখ হইত না এবং আল্লাহর পথে একাধারে অবিরাম যুদ্ধ করিয়াও ক্লান্তিবোধ করিত না। তাহাদের এই কথা শুনিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি পৃথিবীবাসীকে তোমাদের এই কথা পৌঁছাইয়া দিব। অতঃপর আল্লাহ পাক এই আয়াতটি নাযিল করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ –ইহার পরের আয়াতটিও এইজন্য নাযিল হয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন জারীর এবং আহমাদও এই সূত্রে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস

হইতে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ যুবাইর এবং ইসমাঈলের সূত্রেও আবূ দাউদ ও হাকাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটি খুবই শক্তিশালী। ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সালিম আফতাসের সূত্রে সুফিয়ানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইসমাঈল ইব্ন খালিদ, সুফিয়ান ও আবূ ইসহাক ফাযীরীর সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত হামযা (রা) ও তাহার শহীদ সংগীদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্ত মোতাবেক সহীহ বটে, কিন্তু তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। কাতাদা, রবী ও যিহাকও বলেন যে, এই আয়াতটি ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে তালহা ইব্ন খারাশ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন খারাশ ইব্ন সিলত আনসারী, মূসা ইব্ন ইব্রাহিম ইব্ন কাছীর ইব্ন বাশীর ইব্ন ফাকিহ আনসারী, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ মাদানী, হারূন ইব্ন সুলায়মান, আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

একদা হুযূর (সা) আমার দিকে তাকাইয়া বলেন– হে জাবির! তোমার কি হইয়াছে? কেন তোমাকে চিন্তিত মনে হইতেছে ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আব্বা তো শহীদ হইয়াছেন, কিন্তু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন বহু ঋণ ও অনেক ছেলেমেয়ে। অতঃপর হুযূর (সা) বলেন, শোন, আল্লাহ যাহার সংগে কথা বলিয়াছেন, পর্দার অন্তরাল হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি তোমার আব্বার সংগে সরাসরি কথা বলিয়াছেন। (আলী (রা) বলিয়াছেন كِفَاحًا। অর্থ সরাসরি বা মুখামুখী হওয়া)। আল্লাহ তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও। তুমি যাহা চাইবে তাহা তোমাকে আমি দিব। তিনি বলিলেন, আমার চাওয়া হইল আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান যেন আপনার পথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া আসিতে পারি। মহিমান্বিত আল্লাহ তখন বলিলেন, ইহা আমি পূর্ব হইতে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি যে, কেহই এই স্থান হইতে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইবে না। অবশেষে তিনি বলেন, হে আমার প্রভু! কমপক্ষে আমার পরবর্তী কালে আগতদিগকে (শহীদদের) আপনি এই মর্যাদার সংবাদটা জানাইয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

জাবির হইতে সুলায়মান ইব্ন সিলত আনসারী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন সিলত আনসারী সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আলী ইব্ন মাদানীর সূত্রে বায়হাকীও 'দালায়িলুন নবুয়া' গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী ও ঈসা ইব্ন আবদুল্লাহ ওরফে আবূ ইবাদা আনসারীর সনদে বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) জাবিরকে বলেন, হে জাবির! তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব কি ? বাস্তবিকই তাহা তোমার জন্য সুসংবাদ। তাহা হইল, আল্লাহ তোমার আব্বাকে পুনর্জীবন দান করিয়া বলিয়াছেন– হে আমার বান্দা তোমার যাহা খুশী আমার নিকট প্রার্থনা কর। তুমি যাহা প্রর্থনা করিবে তাহাই তোমাকে আমি দিব। তিনি বলিলেন, হে প্রভু! আমি আপনার ইবাদাতের হকও আদায় করিতে পারি নাই। তবে

আমার অভিলাষ হইল, আমাকে পুনর্বার পৃথিবীতে প্রেরণ করুন যেন আমি আবার নবীর সাথে জিহাদ করিয়া শহীদ হইয়া দুইবার শহীদী মর্যাদা লাভ করিতে পারি। অবশেষে আল্লাহ পাক বলিলেন, ইহা আমার পূর্বের সিদ্ধান্ত যে, এখানে একবার যে আসিবে তাহাকে পুনর্বার প্রত্যাবর্তনের অনুমতি না দেওয়া।

**হাদীস ঃ** ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাহমুদ ইব্ন লবীদ, হারিছ ইব্ন ফুযাইল, ইব্ন ইসহাক, ইয়াকুবের পিতা, ইয়াকুব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শহীদদের অবস্থান হইল ঝর্ণাধারার পার্শ্বে স্থাপিত জান্নাতের প্রবেশদ্বারের উপরে নির্মিত সবুজ গম্বুজ। সেখানে তাহাদের নিকট সকাল সন্ধ্যা জান্নাতী খাদ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।' একমাত্র আহমাদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক হইতে উবাইদ, আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান ও আবূ কুরাইবের সনদেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

এই সনদটি শক্তিশালী বটে। মনে হয়, শহীদদের বহু শ্রেণী রহিয়াছে। তাহাদের কতক জান্নাতের মধ্যে পাখির দেহে আশ্রয় নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কতকে হয়ত ঝর্ণাধারার পার্শ্বে নির্মিত সৌধের সদর দরজার গম্বুজের উপর অবস্থান করে। তবে ইহার একটা সমন্বয় এভাবে হইতে পারে যে, হয়ত তাহারা জান্নাতের বাগিচায় পাখির দেহে আশ্রয় নিয়া সারা বেলা ঘুরিয়া বেড়ানোর পর সন্ধ্যা বেলায় গম্বুজে একত্রিত হয় এবং সেখানে সবাই মিলিয়া আহার করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানে সেই হাদীসটি উল্লেখ করা খুবই উপযোগী হইবে, যাহাতে মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ বিধৃত হইয়াছে। হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মু'মিনের আত্মা জান্নাতের বাগিচায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আমোদ-প্রমোদ করে। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা ভক্ষণ করে এবং যাহা ইচ্ছা হয় তাহা উপভোগ করে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাহাদের আত্মা তাহাদের দেহে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

এই হাদীসটির সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং অতি উচ্চ পর্যায়ের। কেননা চার ইমামের মধ্যে তিনজনই ইহার সনদে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। অর্থাৎ কা'ব ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, মালিক ইব্ন আনাস আসবাহী, মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, যুহরীর পিতা কা'ব ইব্ন মালিক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনদের আত্মা জান্নাতের বাগিচায় পাখির আকারে পরিভ্রমণ করিতে এবং বৃক্ষরাজি হইতে খুশি মত ফলফলারি ভক্ষণ করিতে থাকিবে। আর যখন কিয়ামাত উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের আত্মা তাহাদের পূর্বের দেহে ফুঁকিয়া দেওয়া হইবে।

হাদীসে উল্লিখিত يَعْلَقُ শব্দটির অর্থ খাওয়া। মোটকথা, এই হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, মু'মিনের আত্মা পাখির আকারে জান্নাতে থাকিবে এবং পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শহীদদের আত্মা জান্নাতে সবুজ পাখির দেহে অবস্থান করিবে। আর তাহাদের আত্মাগুলি হইল তারকার মত উজ্জ্বল। তবে সাধারণত মুমিনের আত্মা এই ঔজ্জ্বল্য লাভ করিবে না। তাহারা সাধারণভাবে উড়িয়া বেড়াইবে। পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা হইল, তিনি আমাদিগকে যেন ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দান করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন তাহা পাইয়া তাহারা আনন্দ উদযাপন করিতেছে। অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিহত শহীদগণ তাহাদের প্রভুর নিকট জীবিত রহিয়াছে। তাহাদিগকে আল্লাহ যে নিআমত ও সুখ শান্তি দান করিয়াছেন, তাহা পাইয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত। এইজন্য তাহারা গর্বিতও যে, তাহাদের পরবর্তীতে যাহারা শহীদ হইবে তাহারা তাহাদের অগ্রজ। পরন্তু তাহারা তাহাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত। এইজন্য তাহারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল এবং তাহারা দুনিয়ায় যাহা রাখিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাদের কোন দুঃখ নাই। পরিশেষে আমরাও আল্লাহর নিকট জান্নাতের প্রত্যাশী।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) وَيَسْتَبْشِرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহাদের ভাইয়ের যাহারা পৃথিবীতে রহিয়াছে তাহারাও ভবিষ্যতে জিহাদে গিয়া শহীদ হইয়া তাহাদের সুখের ভাগী হইবে, এইজন্যও তাহারা উৎফুল্ল ও নিশ্চিন্ত।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই বাক্যাংশের ভাবার্থ হইল, শহীদদের নিকট কখন কোন মেহমান আসিবে তাহার একখানা চিরকুট দেওয়া হইবে। তাহারা তাহাতে অমুক অমুক মেহমানের আগমনের সংবাদে উৎফুল্লবোধ করিবে। যেভাবে দুনিয়াবাসীরা বহুদিন পরে কোন বিশেষ আত্মীয়ের আগমনে আনন্দিত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, শহীদগণ বেহেশতে প্রবেশ করিয়া অঢেল সুখ-সম্ভোগ দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া বলিবে–আহা, আমাদের দুনিয়াবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের এত সুখের কথা জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারাও নির্ভাবনায় শহীদ হইয়া আমাদের মত সুখের অংশীদার হইতে পারিত। রাসূল (সা) তাহাদের এই সুখের কথা পৃথিবীবাসীদিগকে জানাইয়া দেন। আর এই দিকে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বলিয়া দেন যে, তোমাদের সুখ সম্পর্কে তোমাদের নবীকে অবগত করিয়াছি। ফলে তাহারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া থাকে।

এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ আর যাহারা এখনও তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছে নাই ও তাহাদের পিছনে রহিয়াছে, তাহাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে।

সহীহদ্বয়ে আনাস হইতে বর্ণিত আছে যে, বিরে মাউনার সেই সত্তরজন আনসার যাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, আর যাহাদের জন্য রাসূল (সা) নামাযের মধ্যে কুনূতে নাযিলা পড়িতেন এবং হত্যাকারীদের জন্য অভিশাপ দিতেন, তাহাদের সম্বন্ধে একটি আয়াত নাযিল হইয়াছিল। সেই আয়াতটি বহুদিন পর্যন্ত আমরা পাঠ করিয়াছি। পরবর্তীতে উহা রহিত হয় এবং পাঠ হইতেও বাদ দেওয়া হয়। আয়াতটি হইল ঃ ان بلغوا عنا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضى عنا وارضانا অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আল্লাহর নিআমত ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তাহা এইজন্য যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।'

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ اِسْتَبْشَرُوْا এর ভাবার্থ হইল, পুণ্যের প্রতিদান সম্পর্কিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুখভাব। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ শহীদ ও অশহীদ সকল মু'মিনের জন্য এই আয়াতটি সমানভাবে প্রযোজ্য। মোটকথা, এমন স্থান খুব কমই আছে যেখানে আল্লাহ তাঁহার রাসূলের মর্যাদার কথা বলার পর মু'মিনদের প্রতিদানের কথা না বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

অর্থাৎ যাহারা আহত হইয়া পড়ার পরেও আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ মান্য করিয়াছে।

এই আয়াতটিতে হামরাউল আসাদের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। ওহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা মুসলমানদিগকে প্রচণ্ড হামলার মুখে পলায়নপর করিয়া দিয়াছিল মাত্র। কিন্তু পরে তাহাদের অনুশোচনা জাগিল যে, তাহারা বিশেষ একটা সুযোগ হারাইয়াছে। কেননা যখন যুদ্ধ স্থগিত হইয়া গিয়াছে, তখন যদি অতর্কিতভাবে পশ্চাদ্দিক হইতে হামলা করা হইত, তাহা হইলে একটা বিজ্ঞজনোচিত কাজ হইত। কিন্তু এখন হাল্কাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। আর এই কল্পনা তাহাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল যে, তাহারা পুনরায় মদীনার দিকে যাইতে মনস্থ করিল। রাসূল (সা) (ওহীর মাধ্যমে) তাহাদের এই পরিকল্পনার কথা জানিতে পাইয়া (ওহুদের) যুদ্ধে আহত ও ক্ষতবিক্ষত সাহাবীদেরকে ডাকিলেন। আর ওহুদের যুদ্ধে যাহারা শরীক ছিল তাহাদের ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিলেন না। তবে তাহাদের ছাড়া একমাত্র জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ অতিরিক্ত শরীক হইয়াছিল। অতঃপর মুসলমানরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হইয়া আহত ও ক্ষতবিক্ষত শরীর লইয়া আবার যুদ্ধের সাজে সাজিয়া শত্রুর মুকাবিলায় চলিল।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইকরামা (রা) বলেন ঃ

মুশরিকরা ওহুদ হইতে প্রত্যাবর্তন করার সময় একে অন্যকে বলিতেছিল, না তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করিলে, না তাহার স্ত্রীদিগকে বন্দী করিলে। দুঃখের বিষয়, তোমরা কিছুই করিতে পারিলে না। তাই চল আবার যাই। তাহাদের এই কথা রাসূল (সা) জানিতে পারিয়া মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলিলেন। তাহারা সদলবলে হামরাউল আসাদ বা বিরে আবূ উআইনা পর্যন্ত মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। মুসলমানদের এই মনোবল দেখিয়া মুশরিকরা ভীত হইয়া পড়ে এবং বাড়ির দিকে যাত্রা করিয়া বলে, আচ্ছা, আগামী বার দেখা যাইবে। ইহার পর রাসূল (সা)-ও সাহাবীগণকে নিয়া মদীনার দিকে প্রত্যাগমন করেন। এইটিকেও একটি পৃথক যুদ্ধ হিসাবে গণনা করা হয়। অতঃপর ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

অর্থাৎ যাহারা আহত হইয়া পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের নির্দেশ মান্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎ ও পরহেযগার তাহাদের জন্য রহিয়াছে বিরাট ছাওয়াব।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও মুহাম্মাদ ইব্ন মানসুরের সনদে ইব্ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ১৫ই শাওয়াল রোজ শনিবার। আর ১৬ই শাওয়াল রবিবার রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষক ডাকিয়া ঘোষণা করেন যে, হে লোক সকল! শত্রুর সন্ধানে বাহির হও এবং তাহারাই কেবল বাহির হইবে, গতকাল যাহারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলে। ইহা শুনিয়া জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! গতকাল আমাকে আব্বা এই বলিয়া আমার সাত বোনের কাছে রাখিয়া গিয়াছেন যে, 'বৎস! তোমার আমার উভয়ের ইহাদিগকে একা রাখিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। একজন পুরুষ থাকা দরকার। আর ইহাও হইতে পারে না যে, তুমি রাসূল (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যাইবে আর আমি ঘরে বসিয়া ইহাদের দেখাশু না করিব।' ইহা শুনিয়া রাসূল (সা) আমাকে তাহার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। মূলত এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুবাহিনীকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিয়া এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া যে, মুসলমানরা অসমর্থ ও শক্তিহীন হয় নাই।

আয়েশা বিনতে উছমানের গোলাম আবুস সায়িব হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন খারিজা ইব্ন যায়িদ ইব্ন ছাবিতের সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আয়েশা বিনতে উছমানের গোলাম আবুস সায়িব বলেন ঃ

বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের একজন সাহাবী ওহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার এক ভাইও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। উভয়ই ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন বলেন, রাসূলুল্লাহর শত্রুর পিছনে ধাওয়া হওয়ার আহ্বান শুনিয়া আমি আমার ভাইকে এবং ভাই আমাকে বলিতেছিল যে, আহা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে থাকিয়া এইবার যুদ্ধ করার ভাগ্য হইতে আমরা কি বঞ্চিত হইব? দুঃখের বিষয়, আমাদের কোন সাওয়ারীও নাই এবং নাই হাটিয়া চলার মত শক্তি। তবুও আমরা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে চলিলাম। আমার ক্ষতগুলি কিছুটা হালকা ছিল। তাই ভাই যখন পা ফেলিয়া আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিতেন না, তখন তাহাকে আমি কাঁধে তুলিয়া নিতাম। এইভাবে আমরা মুসলিম বাহিনীর গন্তব্য স্থানে যাইয়া পৌঁছি।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, আবূ মুআবিয়া, মুহাম্মাদ ইব্ন সালাম ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ এই আয়াত সম্বন্ধে আয়েশা (রা) উরওয়াকে বলেন, হে ভাগিনা! এই আয়াতের তাৎপর্যের মধ্যে তোমার পিতা যুবাইর (রা) এবং আবূ বকর (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) ওহুদের যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন এবং মুশরিকরা সামনে অগ্রসর

হইতেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্দেহ হইতেছিল যে, তাহারা আবার পশ্চাদ্দিক হইতে হামলা করিতে পারে। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন, কে আছ উহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবান করিবে? এই আহ্বানের জবাবে সত্তরজন সাহাবী উপস্থিত হন; উহাদের মধ্যে আবূ বকর (রা) এবং যুবাইরও (রা) ছিলেন। এই হাদীসটি এইভাবে একমাত্র বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ আল মুআদ্দাব, আবূ নযর, আবূ আব্বাস আদ্দাওরী, আসিম ও হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হুবহু উপরোক্ত রূপে নয়। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা, হাদিয়া ইব্‌ন আবদুল ওয়াহাব, হিশাম ইব্‌ন আব্বার ও ইব্‌ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ানের সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মানসুর এবং আবূ বকর হুমাইদীও স্বীয় মুসনাদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে তাইমী ও ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদের সনদে হাকিম বর্ণনা করেন যে, উরওয়া বলেন ঃ আমাকে আয়েশা (রা) বলিয়াছেন যে, اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِمَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ এই আয়াতটির উপলক্ষের মধ্য তাহার পিতাও অন্তর্ভুক্ত। হাকাম বলেন—এই রিওয়ায়েতটি সহীহ্ দ্বয়ের শর্তে সহীহ বটে, কিন্তু তাহারা সহীহদ্বয়ে উহা বর্ণনা করেন নাই।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর, সুমাইয়া, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ

আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, তোমার উভয় পিতা আবূ বকর এবং যুবাইর اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِمَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ এই আয়াতের উপলক্ষের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি আয়েশা (রা) হইতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করাটা ভুল বই নয়। কেননা এইটি মারফূ সূত্রে ছিকা রাবীদের বর্ণনার খেলাফ। মূলত ইহা আয়েশা হইতে বর্ণিত একটি মাওকূফ রিওয়ায়েত। তাহা ছাড়া হযরত যুবাইর (রা) তাহার বাপ-দাদা কিছুই নয়। আসল কথা হইল, ইহা হযরত আয়েশা (রা) তাহার ভাগিনা হযরত আসমা বিনতে আবূ বকরের ছেলে হযরত উরওয়াকে নিজে বলিয়াছিলেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মীর দাদা, তাহার পিতা, আ'মী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাআদ ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধের পরে আল্লাহ তা'আলা আবূ সুফিয়ানের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদিও তাহারা সেই যুদ্ধে কিছুটা সফলকাম হইয়াছিল। ফলে তাহারা মক্কার দিকে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর নবী (সা) বলিয়াছিলেন, যদিও আবূ সুফিয়ান আমাদের কিছুটা ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করার ফলে তাহারা মক্কামুখী হইতে বাধ্য হইয়াছিল। আর ওহুদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী দল জ্বীলকাদ মাসে মদীনায় আসিয়াছিল। প্রতি বছর তাহারা 'বদরে সুগরা' বা ছোট বদর প্রান্তরে অবস্থান করিত। সেই বারও তাহারা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরে। যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক হতাহত হইয়াছিল! আর এই আহতরা স্ব-স্ব ক্ষতের যন্ত্রণার কথা রাসূল (সা)-এর নিকট

বলিত। তাহারা অবর্ণনীয় বিপদ ও দুরাশার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। একদিকে হুযূর (সা) আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছিলেন। অন্যদিকে শয়তান সাহাবীদেরকে কুমন্ত্রণা দিতেছিল যে, কাফিররা তোমাদের উপরে প্রচণ্ড হামলা করার জন্য সুসংগঠিত হইতেছে। ফলে সাহাবীরা হুযূরের আহ্বানে প্রথমে নীরব থাকে। তখন রাসূল (সা) ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তোমরা কেহ যদি না যাও, তবে আমি একাই যাইব। হুযূর (সা)-এর এই কথা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত সাআদ (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রা) ও আবূ উবায়দা ইব্ন জারাহ (রা) সহ সত্তরজন সাহাবী তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান এবং তখনই তাঁহারা আবূ সুফিয়ানের অনুসন্ধানে রওয়ানা হইয়া একই চলায় বদরে ছোগরা পর্যন্ত পৌছিয়া যান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِمَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

ইব্ন ইসহাক আরও বলিয়াছেন ঃ হুযূর (সা) রওয়ানা করিয়া মাদীনা হইতে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ তখন তিনি মদীনায় ইব্ন উম্মে মাকতুমকে (রা) তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি সোম, মংগল ও বুধ এই তিনদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর মদীনায় ফিরিয়া আসেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকরের বর্ণনামতে সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে খুযাআ গোত্রের নেতা মাবাদ ইব্ন আবূ মা'বাদ সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। লোকটি মুশরিক ছিল, কিন্তু রাসূল (সা)-এর সংগে তাহাদের গোত্রের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত ছিল। সে মুসলমানদের এই দুরবস্থা দেখিয়া রাসূল (সা)-কে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! তোমাদের দুরবস্থা দেখিয়া আমি মর্মাহত ও দুঃখিত। আল্লাহ তোমাদিগকে সহায়তা করুন। উল্লেখ্য হুযূর (সা) হামরাউল আসাদে পৌঁছার পূর্বেই আবূ সুফিয়ান তাহার দলবলসহ সেখান হইতে প্রস্থান করে। তখনই তাহারা বলিতেছিল যে, মুসলমানদের অবশিষ্ট অংশকে হত্যা না করা ভুল হইয়াছে। এইভাবে সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হয় নাই। তাই চলো, তাহাদিগকে ধাওয়া করি ও সকলকে হত্যা করি। এভাবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহাদের চিহ্ন মুছিয়া ফেলি।

এমন সময় আবূ সুফিয়ানের সাথে মা'বাদের সাক্ষাৎ হয়। সে মাবাদকে দেখিয়া বলিল, হে মা'বাদ। তাহাদের অবস্থা কি দেখিলে ? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ ও তাহার সংগীরা তোমাদের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। তাহাদিগকে যেমন ক্ষিপ্ত ও রুদ্র দেখিলাম, এমন আর কখনো দেখি নাই। যাহারা পূর্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই, তাহারাও এইবার রণসাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। তাহারা যেন পূর্ণ শক্তির সাথে তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি এমন রুদ্র ও ক্ষিপ্ত বাহিনী আর কখনো দেখি নাই। এই কথা শুনিয়া আবূ সুফিয়ান শংকিত হন। তিনি মা'বাদকে বলিলেন, তোমার সংগে সাক্ষাৎ হওয়ায় ভালই হইল, না হয় আমরা তাহাদিগকে হামলার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। মা'বাদ বলিলেন, এই দুরাশা ত্যাগ কর। আমার মনে হয়, তোমার এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই মুসলিম বাহিনীর অশ্ব দেখিতে পাইবে।

প্রাণে বাঁচিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া পলায়ন কর। অতঃপর মা'বাদ তাহাদিগকে মুসলিম বাহিনীর এই অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করিলেন ঃ

كادت تهد من الاصوات راحلتى * اذ سالت الارض بالجرد الابابيل

تردى بأسد كرم لا تنا بلة * عند اللقاء ولا ميل معازيل

فظلت اعدو اظن الارض مائلة * لما سموا برئيس غير مخذول

فقلت ويل ابن حرب من لقائكم * اذاتغطمطت البطحاء بالخيل

انى نذير لاهل السيل ضاحية * لكل ذى اربة منهم ومعقول

من جيش احمد لا وخش تنا بلة * وليس يوصف ماانذرت بالقيل

অতঃপর আবূ সফিয়ান তাহার বাহিনীসহ মক্কার দিকে প্রস্থান করেন। এমন সময় বনী আবদুল কায়েস গোত্রের লোকের সংগে আবূ সুফিয়ানের দেখা হয়। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, তোমরা কোন্ দিকে যাইতেছ? তাহারা বলিল, আমরা মদীনার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, তবে তোমরা কি আমাদের পক্ষ হইতে মুহাম্মদের কাছে সংবাদ পৌঁছাইতে পারিবে যে, তাহারা প্রস্তুত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ? যদি তোমরা এই কথা যথাযথভাবে তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও, তবে উক্কাযের বাজারে আমরা তোমাদিগকে বিপুল কিসমিস উপহার দিব। তাহারা বলিল, ঠিক আছে। অতঃপর হামরাউল আসাদ আসিয়া মুসলিম বাহিনীকে এই ভয়াবহ সংবাদ শোনাইয়া দিলে উত্তরে তাহারা বলিল, আমরা কাহারো পরোয়া করি না। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি আমাদের সাহায্যকারী। আবূ উবায়দার সূত্রে ইব্ন হিশাম বলেন ঃ রাসূল (সা) তাহাদের পুনরাগমনের সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, যাঁহার অধিকারে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ! আমি তাহাদের জন্য একাটা পাথর নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। যদি তাহারা সেইস্থানে আসিয়া পৌঁছে তবে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তাহারা যেভাবে অতীতে জায়গা খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার অনুরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে।

আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ সেই যুদ্ধে আবূ সুফিয়ান ও তাহার বাহিনী মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও তাহারা ক্ষান্ত না হইয়া মুসলমানদের পিছনে ধাওয়া করার মনস্থ করিয়াছিল। এদিকে নবী (সা)-ও জানিতে পারেন যে, তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রেক্ষিতে নবী (সা) আবু বকর, উমর, উছমান ও আলীসহ বহু সাহাবা নিয়া তাহাদিগকে পাল্টা ধাওয়া করার জন্য বাহির হন। এই সংবাদ আবূ সুফিয়ানের কানে পৌঁছে। অপর দিকে আল্লাহও তাহার অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করিয়া দেন। তাই সে একদল উট ব্যবসায়ীর সাক্ষাত পাইয়া তাহাদের নিকট বলিয়া যায়, তোমরা মুহাম্মাদকে এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে যে, কুরায়শরা বেশি বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং তাহারা এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সেই ব্যবসায়ীদল রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহাদের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলে তিনি উত্তরে বলেন, আমরা কাহারও পরোয়া করি না। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সাহায্যকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।'

এইভাবে ইকরামা ও কাতাদা সহ অনেকে বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি হামরাউল আসাদ অভিযান সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতটি বদর সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আসল কথা হইল, প্রথমোক্ত উক্তিটিই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

–'যাহাদিগকে লোকেরা বলিয়াছিল যে, তোমাদের সংগে মুকাবিলা করার জন্য লোক সমবেত হইয়াছে, অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর, তখন তাহাদের ঈমান আরো দৃঢ়তর হইয়া যায়।' অর্থাৎ তাহারা মুসলমানদিগকে হতোদ্যম করার জন্য শত্রুদের সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল ছিল এবং আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিল। অর্থাৎ তাহারা বলিয়াছিল ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুয যোহা, আবূ হাসান, আবূ বকর, আহমাদ ইব্ন ইউনুস ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (র) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এই আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেনঃ ইব্রাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল; তখন তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। যখন লোকেরা কাফিরদের বিপুল রণসজ্জার ভয় দেখাইয়াছিল, তখন মুহাম্মাদ (সা) আরেকবার ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ।

আবূ বকর ওরফে ইব্ন আইয়াশ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্ন আবূ বকর, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ এবং সাসারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটি হাকাম আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্ন ইউনুসের সনদে বর্ণনাপূর্বক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন– এই রিওয়ায়েতটি সহীহদ্বয়ের শর্তে সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিভাবে আবুয যুহা, আবূ হাসান ইস্রাইল, আবূ গাসসান মালিক ইব্ন ইসমাঈল ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইব্রাহীম (আ) কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার সময়ে তাঁহার শেষ কথাটি ছিল ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী যাকারিয়া, আবদুর রাযযাক ও ইব্ন উআইনা বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেনঃ ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তখন তিনি 'হাসবুনাল্লাহ' পড়িয়াছিলেন।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ আত তাবীল, আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ, আব্দুর রহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ সুকরা, ইব্রাহীম, ইব্ন মুসা, ছাওরী, মুআম্মার ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন যখন রাসূল (সা)-কে কাফির বাহিনীর বিপুল রণসজ্জার সংবাদ দিয়া সন্ত্রস্ত করার অপচেষ্টা করা হয়, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আবূ রাফে হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ রাফেঈর দাদা, তাঁহার পিতা ও তিনি বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফে বলেন ঃ হুযূর (সা) আবূ সুফিয়ানের সন্ধানে আলীর

নেতৃত্বে ছোট একটি দল প্রেরণ করিলে পথিমধ্যে খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহাদিগকে কাফির বাহিনীর ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা বলিল। তিনি তখন বলিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। –অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অতঃপর তাহাদের সম্পর্কেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ, আমাশ, মূসা ইব্‌ন উআইনা, আবূ খুযাইমা ইব্‌ন মাসআব ইব্‌ন সাআদ, হামান ইব্‌ন সুফিয়ান, দাল্লাজ ইব্‌ন আহমাদ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ উপস্থিত হয় তখন বলিবেঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ।

অবশ্য এই সূত্রে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আওফ ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে সাইফ, খালিদ ইব্‌ন মাদান, ইহাহয়া ইব্‌ন সাঈদ, বাকীয়া, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবুল আব্বাস, হায়াত ইব্‌ন শুরাইহ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূল (সা) দুই ব্যক্তির একটি বিচার সম্পাদন করেন। বিচারে পরাজয় বরণ করিয়া পরাজিত ব্যক্তি বলিল حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ইহা শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, লোকটিকে আমার নিকট নিয়া আস। সে আসিলে রাসূল (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বলিয়াছ ? সে বলিল যে, আমি বলিয়াছি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ রাসূল (সা) বলিলেন, অপারগ হইয়া এবং পরাজয় বরণ করিয়া ইহা বলা মানে আল্লাহকে তিরস্কার করা বই নয়। হাঁ, তবে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হইবে তখন বলিবে– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

সাইফ শামী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্‌ন খালিদের সনদে নাসায়ী এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে নবী (সা) হইতে মালিক যে বর্ণনা করেন, ইহা তাহারা উল্লেখ করেন নাই। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতীয়া, মাতরাফ, আসবাত ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কিরূপে আমি নিশ্চিত থাকিতে পারি, সেখানে শিংগা ধারণকারী শিংগা মুখে মাথা নিচু করিয়া আল্লাহর এই নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছেন যে, কখন নির্দেশ হইবে এবং কখন তিনি ফুঁক দিবেন ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই আশংকাজনক পরিস্থিতির জন্য আমরা কি পড়িতে পারি? তিনি বলিলেন, তোমরা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا –এই দোআ পড়। এই হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। হদীসটি উত্তমও বটে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব ও হযরত আয়েশা (রা) হইতে রিওয়ায়েত করা হইয়াছে যে, একদিন হযরত যয়নাব (রা) হযরত আয়েশার নিকট গর্ব করিয়া বলিলেন যে, আমার বিবাহ স্বয়ং আল্লাহ দিয়াছেন এবং তোমাকে বিবাহ দিয়াছেন তোমার অভিভাবকরা। ইহার পাল্টা জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার বিদূষী ও নিষ্কলংকের ব্যাপারে আল্লাহ আসমান হইতে কুরআনের আয়াত নাযিল করিয়াছেন। হযরত যয়নাব (রা) তাহার কথা স্বীকার করিয়া বলেন, আচ্ছা সাফওয়ান ইব্‌ন মুআত্তালের সাওয়ারীতে আরোহণ করার সময় তুমি কি দোআ পড়িয়াছিলে ? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়িয়াছিলাম।

হযরত যয়নাব বলিলেন, হাঁ, তুমি মু'মিনের বাক্যই পাঠ করিয়াছিলে। কুরআনের আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ –অতঃপর ফিরিয়া আসিল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়া, তাহাদের কোনই অনিষ্ট হইল না। অর্থাৎ যখন তাহারা নিজেদের আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সঁপিয়া দেয়, তখন ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্র বিফলে যায় এবং মুসলমানরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে আপন শহরে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ –অর্থাৎ কাফিরদের ষড়যন্ত্র ছিন্ন করিয়া মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়া ফিরিয়া আসিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَظِيْمٍ –অর্থাৎ অতঃপর তাহারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হইল। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট ও মহান। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইয়ালা ইব্ন মুসলিম, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন, মুবাশ্বার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন রবীন, বাশার ইব্ন হাকাম, মুহাম্মাদ ইব্ন নঈম, আবূ বকর ইব্ন দাউদ যাহিদ, আবূ আব্দুল্লাহ আল হাফিয ও বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ –এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ উল্লিখিত নিয়ামাতের অর্থ হইল, তাহাদের নিরাপদে থাকা। আর ফযলের অর্থ হইল, বণিকদের নিকট হইতে রাসূল (সা) অভিযানের সময় যে মালামাল ক্রয় করিয়াছিলেন এবং পরে উহার লভ্যাংশ সংগী-সহচরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। মুজাহিদ হইতে ইব্ন নাজীহ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ –এই আয়াতের ভাবার্থে বর্ণনা করেন ঃ

এখানে আবূ সুফিয়ানের দিকে ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। কেননা সে বলিয়াছিল, এখন আমাদের প্রতিশোধের রণাঙ্গণ হইবে বদর, যেখানে তোমরা আমাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছিলে। উত্তরে মুহাম্মাদ (সা) বলিয়াছিলেন, হয়ত তাহাই। অবশ্য রাসূল (সা) নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হন, কিন্তু তাহারা অনুপস্থিত থাকে। সেদিন সেখানে বাজার ছিল, তাহারা না আসার ফলে রাসূল (সা) বাজারে আসিয়া মাল ক্রয়-বিক্রয় করেন এবং প্রভূত লাভবান হন। এই কথাই আল্লাহ বলিয়াছেন যে, فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ –অতঃপর তাহারা ফিরিয়া আসিল আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়া, তাহাদের কিছুই অনিষ্ট হইল না। আর ইহাকে বলে, গাযওয়ায়ে বদরে ছোগরা' বা ছোট বদরের অভিযান। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ, হুসাইন ও কাসিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জারীর বলেনঃ যখন রাসূল (সা) আবূ সুফিয়ানের নির্বাচিত স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল মুশরিকের সংগে দেখা হইলে তিনি তাহাদের কাছে কুরায়শদের খবর জানিতে চাহেন। তাহারা বলিল যে, তাহারা তোমাদের মুকাবিলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়াছে। আস্লে এই কথা বলিয়া তাহারা মুসলিম বাহিনীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানরা ভীত না হইয়া বলিল, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –অতঃপর রাসূল (সা) বদরে

উপস্থিত হন এবং সেদিন সেখানে বাজার ছিল। তবে কাফির বাহিনী না আসায় যুদ্ধ হয় নাই। এদিকে মুশরিক এক ব্যক্তি মক্কায় আসিয়া আবূ সুফিয়ানের বাহিনীর নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনীর বিবরণ দিয়া বলিল ঃ

نفرت قلوصى من خيول محمد وعجوه منشورة كالعنجد

واتخذت ماء قديد موعدى

ইব্ন জারীর বলেন, কাসিম আমার নিকট ইহা এইভাবে ভুল বলিয়াছেন। আসল পংক্তি কয়টি এইরূপ ঃ

قد نفرت من رفقتى محمد + وعجوة من يثرب كالعنجد

فهى على دين ابيها الاتلد + قد جعلت ماء قديد موعد

وماء ضجنان لها ضحى الغد

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ -নিশ্চয় ইহারাই হইল শয়তান, তাহারা নিজেদের বন্ধুদের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের বন্ধুদের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ভয় দেখায়, যাহাতে তোমাদের মনোবল ভাংগিয়া যায়। তবে অটল থাকাটাই মু'মিনের কাজ। তাই পরবর্তী বাক্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না। তোমরা যদি ঈমানদার হইয়া থাক, আমাকেই ভয় কর। অর্থাৎ যখন তোমাদের কিছুর প্রয়োজন হইবে এবং কোন আশংকা দেখা দিবে, তখন তোমরা আমার প্রতি নির্ভর কর এবং আমার প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হও। কেননা আমিই সকলের জন্য যথেষ্ট এবং আমিই সকলকে সাহায্য করিতে সমর্থ। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ

'আল্লাহ কি তাঁহার বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নহে ? আর তাহারা তোমাদিগকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের পক্ষ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে।

এই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ। তুমি বল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর নির্ভরকারীগণ তাঁহার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا

'তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।'

আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

'তাহারা শয়তানের সৈন্য, জানিয়া রাখ যে, শয়তানের সৈন্যরাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

অন্য জায়গায় তিনি বলিয়াছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ

'আল্লাহ লিখেন, আমি ও আমার রাসূলগণই বিজয় লাভ করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী ও মহাপ্রতাপান্বিত।'

অন্যস্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ

'যে আল্লাহকে সাহায্য করিবে, আল্লাহ অবশ্য তাহাকে সাহায্য করিবেন।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি রাসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে ইহজগতে সাহায্য করিব এবং সেইদিনও সাহায্য করিব যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে। আর যেদিন অত্যাচারীদের কোন ওযরই গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ এবং জঘন্যতম নিবাস।

(١٧٦) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(١٧٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٧٨) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۗ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(١٧٩) مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

(١٨٠) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

**১৭৬. "যাহারা কুফরীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তাহাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তাহারা কখনও তোমাকে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদের কোন অংশ দিতে চাহেন না। তাহাদের জন্য বিরাট শাস্তি রহিয়াছে।"**

**১৭৭. "যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে, তাহারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"**

**১৭৮. "কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাহাদের মংগলের জন্য, আমি তো সুযোগ দেই যাহাতে তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"**

**১৭৯. "ভালকে মন্দ হইতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ, আল্লাহ মু'মিনগণকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদিগকে অবহিত করার নহেন। তবে আল্লাহ তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলদিগের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনিলে ও তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে।"**

**১৮০. "আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে, তাহারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, উহা তাহাদের জন্য মঙ্গল। না, উহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহা নিয়া তাহারা কৃপণতা করিবে, কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলার বেড়ি হইবে। আসমান ও যমীনের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ وَلاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ আর যাহারা কুফরের দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহারা যেন তোমাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়া না তোলে। রাসূল (সা) মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণে অত্যন্ত সহমর্মী ছিলেন। মানুষ ইসলামের বিরোধী এবং পাপিষ্ঠ হইয়া গেলে উহা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাবাইয়া তুলিত। তাই আল্লাহ তাহাকে এই ব্যাপারে চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া বলেনঃ

اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـئًا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ لاَّيَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الاٰخِرَةِ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ তা'আলার কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হইবে না। মূলত আখিরাতে তাহাদিগকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। অর্থাৎ ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম দর্শন নিহিত রহিয়াছে। তাহারা ইহা তাঁহারই অনুমোদনক্রমে করিতেছে। তাহারা কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে পরকালেও কোন অংশ দেওয়া হইবে না। وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভীষণ শাস্তি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকদের চিহ্নিত করিয়া বলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالاِيْمَانِ যাহারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করিয়াছেন! অর্থাৎ একটি দ্বারা অন্যটি বদলাইয়াছে। لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـئًا তাহারা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিতেছে। وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থাৎ কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তাহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাহাদিগকে অবকাশ দেই যাহাতে তাহারা পাপে উন্নতি লাভ করিতে পারে। বস্তুত তাহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُوْنَ

'আমি যে কাফিরদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি ইহা আমার পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য কল্যাণকর বলিয়া তাহারা কি ধারণা করিয়াছে ? না, বরং তাহারা নির্বোধ।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَذَرْنِي وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

'আমাকে এবং এই কথায় অবিশ্বাসকারীকে ছাড়িয়া দাও। আমি তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এমন ভাবে পাকড়াও করিব যে, তাহারা অনুভবই করিতে পারিবে না।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ.

'তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। আমি উহার কারণেই তাহাদিগকে দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে চাই। পরিণামে তাহাদের মৃত্যু হইবে কুফরীর উপরে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ অর্থাৎ আল্লাহ এমন নহেন যে, তিনি পবিত্রতা হইতে অপবিত্রতা পৃথক না করা পর্যন্ত তাহারা যাহার উপরে রহিয়াছে তদবস্থায় বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি কাফির হইতে মু'মিনদিগকে আলাদা করিবেন। ইহা ইব্‌ন জারীরের বর্ণনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ আর আল্লাহ এইরূপ নহেন যে, তোমাদিগকে গায়েবের সংবাদ দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির গোপন বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমরা অনবগত থাকিবে এবং মু'মিনদের মধ্য হইতে মুনাফিকদিগকে চিহ্নিত করিতেও তোমরা অপারগ থাকিবে। কেননা উহ্য বিষয়গুলি স্পষ্ট করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া নিয়াছেন। অন্যখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا . اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا .

'তিনি অদৃশ্যজ্ঞ, তিনি কাহাকেও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন না, কিন্তু রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে পসন্দ করেন (তাহাকে অবহিত করেন)। তাহার পিছনে ও সম্মুখে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা চালিত করেন।'

وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ যদি তোমরা বিশ্বাস ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তবে তোমাদের জন্য রহিয়াছে বিরাট প্রতিদান।

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ যাহাদিগকে নিজের অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাহাদের জন্য মঙ্গলকর হইবে তাহারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং ইহা তাহাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হইবে। অর্থাৎ বখিল ব্যক্তির সঞ্চিত ধন-সম্পদ যে তাহার জন্য কল্যাণকর, এমন ধারণা করা ভুল। বরং তাহা পরকালের জন্য ত ক্ষতিকর বটেই, দুনিয়ার ব্যাপারেও তাহা কখনও ক্ষতিকর হইয়া থাকে। অতঃপর সেই কৃপণের সঞ্চিত সম্পদের পরিণাম প্রকাশ করিয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যাহা নিয়া তাহারা কার্পণ্য করে সেই সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাহাদের গলায় বেড়ি বানাইয়া পরানো হইবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, আবদুর রহমান, ওরফে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, আবূ যার, আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেন এবং সে যদি সেই সম্পদের যাকাত আদায় না করে, তাহার সম্পদ কিয়ামতের দিন টাক মাথা বিশিষ্ট হইবে এবং গলায় গলবন্ধের মত দুইটি সর্প ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। সর্পদ্বয় তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে এবং বলিতে থাকিবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভাণ্ডার। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ যাহাদিগকে নিজের অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাহাদের জন্য মঙ্গলকর হইবে ইহা তাহারা যেন ধারণা না করে। বরং ইহা তাহাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হইবে।

একমাত্র বুখারী এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুসলিম অন্য সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে কা'কা ইব্ন হাকীম, মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান ও লাইছ ইব্ন সাআদের সূত্রে ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ সালমা, হিজ্জীন ইব্ন মুছান্না ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার সম্পদের যাকাত আদায় না করিবে, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদকে বিষাক্ত দুইটি সাপ রূপে তাহার গলায় গলবেড়ি বানাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া

হইবে। সাপ দুইটি তাহাকে পেঁচাইয়া ধরিয়া উপর্যুপরি দংশন করিতে থাকিবে আর বলিবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধনভাণ্ডার।

আব্দুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালমা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নযর, হাশিম ইব্‌ন কাসিম, ফযল ইব্‌ন সহল এবং নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর নাসায়ী (র) বলেন, আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার ও আবদুর রহমানের বর্ণিত রিওয়ায়েতটি হইতে ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার ও আবদুল আযীযের রিওয়ায়েতটি অধিকতর শক্তিশালী।

আমার দৃষ্টিতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইটির মধ্যে পরস্পরে কোন বৈপরিত্য নাই। উপরন্তু উহা একই বিষয়ে আবদুল্লাহ দীনার হইতে বর্ণিত দুইটি রিওয়ায়েত মাত্র। আল্লাহই ভাল জানেন। আবূ হুরায়রা হইতে আবূ সালিহর সূত্রে হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়াও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ খাতমী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমাইদের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ, আবূ ওয়ায়িল, জামি, সুফিয়ান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যাহারা সম্পদের যাকাত আদায় না করিবে, তাহাদের সেই সম্পদকে সাপে পরিণত করা হইবে এবং উহা কিয়ামতের দিন তাহাকে ধাওয়া করিয়া ধরিয়া গলায় ঝুলিয়া যাইবে। অতঃপর তাহাকে উপর্যুপরি দংশন করিতে থাকিবে এবং বলিবে, আমি তোমার ধনভাণ্ডার। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। যাহা নিয়া তাহারা কার্পণ্য করে সেই সমস্ত ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তাহাদের গলায় বেড়ি বানাইয়া পরানো হইবে।

জামি ইব্‌ন আবূ রাশেদ হইতে সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনার সনদে ইব্‌ন মাজা, নাসায়ী ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে আবূ ওয়ায়িল ও শকীক ইব্‌ন সালমার সূত্রে আবদুল মালেক ইব্‌ন উআইনা এবং তিরমিযী কিছুটা বর্ধিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন-হাদীসটি হাসান সহীহ পর্যায়ের। ইব্‌ন মাসউদ আবূ ওয়ায়িল ও আবূ ইসহাক সাবীর সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী এবং আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশের সনদে হাকাম মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ হইতে অন্য হাদীসে ইব্‌ন জারীরও ইহা মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** ছাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে মাদান ইব্‌ন আবূ তালহা, সালিম ইব্‌ন আবুল জাআদ, সাঈদ ইব্‌ন কাতাদা, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী, উমাইয়া ইব্‌ন বুসতাম ও হাফিয আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধনভাণ্ডার রাখিয়া মারা যাইবে, তাহার সেই ধন-ভাণ্ডার মাথার উপরে বিশেষ চিহ্ন বিশিষ্ট একটি সাপের আকারে তাহার পিছনে ধাওয়া করিতে থাকিবে। লোকটি বলিবে, তুমি ধ্বংস হও, বল তুমি কে ? সাপটি বলিবে, আমি তোমার সেই সম্পদ যাহা তুমি রাখিয়া আসিয়াছিলে। শেষ পর্যন্ত সাপটি তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার হাত পা এমনকি তাহার সমস্ত শরীর দংশন করিয়া জর্জরিত করিবে। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বটে, কিন্তু সহীহসমূহে হাদীসটি বর্ণিত হয় নাই।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালীর সূত্রে তিবরানী এবং আবূ হাকীম হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকীম ও বাহায ইব্ন হাকীমের সনদে ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হাকীম বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যদি কেহ তাহার মনিবের নিকট অভাবের কথা বলে আর মনিব সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহার অভাব পূরণে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন তাহার মনিবের জন্য ক্রোধে ফোঁস ফোঁস শব্দকারী বিষাক্ত সাপ ডাকা হইবে।

অন্য সূত্রে জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কুযাআ, দাউদ, আবদুল আলা, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, "কোন গরীব লোক যদি তাহার ধনবান আত্মীয়ের নিকট কোন কিছু চায় এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে তাহাকে তাহা না দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হইতে বিষাক্ত সাপ ডাকিয়া তাহাকে দংশন করাইবেন। উক্ত সাপ তাহার গলায় গলবেড়ি হইয়া উপর্যুপরি ছোবল দিতে থাকিবে।" মাওকূফ সূত্রে আবূ মালিক আব্দী হইতে হাজার ইব্ন বয়ান ওরফে আবূ কুযাআর রিওয়ায়েতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য হাদীসে আবূ কুযাআ হইতে মুরসাল সূত্রেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সেই সকল আহলে কিতাবদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহাদের নিকট পূর্ববর্তী কিতাব মওজুদ থাকা সত্ত্বেও তাহারা উহা যথাযথভাবে পরবর্তী লোকদিগকে জানাইতে কার্পণ্য করিয়াছে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আয়াতের অর্থের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে প্রথমোক্ত অর্থই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। তবে ইহার অর্থ যে এরূপ হইতে পারে না তাহা নহে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহ হইলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারী।' তাই فَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার নামে কিছু খরচ কর। মোটকথা প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতে হইবে। মূলত ধন-সম্পদ হইতে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করিলে উহাই কিয়ামতের দিন কাজে আসিবে। وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ যাহা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। অর্থাৎ তোমাদের নিয়্যত ও মনের গোপন কথাগুলিও আল্লাহ ভালো করিয়া জানেন।

(١٨١) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ م سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○

(١٨٢) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○

(١٨٣) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(١٨٤) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

১৮১. "যাহারা বলে, আল্লাহ্ গরীব ও আমরা ধনী, তাহাদের কথা আল্লাহ্ শুনিয়াছেন। তাহারা যাহা বলিয়াছে আর নবীগণকে যেরূপ অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে তাহা অচিরেই আমি লিপিবদ্ধ করিব এবং বলিব, তোমরা দগ্ধ হওয়ার শাস্তি আস্বাদন কর।"

১৮২. "ইহা তোমাদের কর্মফল আর নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের ব্যাপারে যালিম নহেন।"

১৮৩. "যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়াছেন যে, আমরা এমন কোন রাসূলের উপর ঈমান আনিব না, যাহার কুরবানী আগুন গ্রাস করিবে না। তাহাদিগকে বল, আমার আগেও অনেক রাসূল সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়া এমনকি তোমাদের কথিত নিদর্শন সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল। তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তবে কেন তাহাদিগকে হত্যা করিলে ?

১৮৪. "অনন্তর তোমাকে যদি তাহারা অস্বীকার করে-তোমার পূর্বে যাহারা সুস্পষ্ট প্রমাণ, আসমানী সহীফাসমূহ ও আলোকময় গ্রন্থসহ আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও অস্বীকার করা হইয়াছিল।"

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর বর্ণনা করেন ঃ যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرًا (কে আছ আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করিবে ? অতঃপর ইহার প্রেক্ষিতে তিনি তাহাকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ দান করিবেন) তখন ইয়াহূদীরা বলিল, হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রভু দরিদ্র, তাই বান্দাদের নিকট ঋণ চাহিয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদের কথা শুনিয়াছেন যাহারা বলিতেছে, আল্লাহ্ হইলেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

হযরত আবূ বকর (রা) একদা একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি সমবেত বহু ইয়াহুদী দেখিতে পান। তিনি আরও দেখিতে পান যে, কানহাস নামক এক ইয়াহুদী সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেছেন। তিনি হইলেন তাহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আলিম ও ধর্মযাজক। তাহার সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট ইয়াহুদী ধর্মপণ্ডিত আশইয়া। আবূ বকর (রা) তাহাকে বলিলেন, হে কানহাস! তোমার অমঙ্গল হউক। আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। তুমি ভাল করিয়াই জান যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা আনিয়াছেন তাহা সত্য। তোমাদের হাতের তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তাহার সত্যতার প্রমাণ রহিয়াছে।

কানহাস বলিলেন, হে আবূ বকর! আল্লাহর শপথ; দরিদ্র আল্লাহ্র শপথ; দরিদ্র আল্লাহ্র আমরা মুখাপেক্ষী নহি, বরং তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী। তিনি যেভাবে কাকুতি-মিনতি করিয়া আমাদের নিকট প্রার্থনা করেন, আমরা তাহার নিকট সেইভাবে প্রার্থনা করি না। কেননা, আমরা তাহার অপেক্ষা ধনবান। তিনি যদি ধনবান হইতেন তাহা হইলে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেন না-যাহা তোমাদের নবী বলিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সুদ গ্রহণ করিতে বারণ করেন,অথচ তিনি নিজেই সুদ দিতে চাইতেছেন। তিনি যদি ধনবান হইতেন তবে আমাদিগকে সুদ দিতে চাইবেন কেন ?

ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) ক্রোধান্বিত হইয়া কানহাসের গালে সজোরে চড় বসাইয়া দেন। অতঃপর বলেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাহার কসম! যদি তোমাদের ও আমাদের মাঝে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত না থাকিত, তবে তরবারির আঘাতে তোমার দেহ হইতে মাথা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতাম। হে আল্লাহর দুশমন! কেন মিথ্যা কথা বলিতেছ ? সৎসাহস থাকিলে সত্য প্রকাশ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। এই ঘটনার পর কানহাস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! দেখ, তোমার সহচর আমাকে কি করিয়াছে! রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার! বল কি ঘটাইয়াছ ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটি আল্লাহর চরম শত্রু। সে তাঁহার সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য করিয়াছে। সে বলে যে, আল্লাহ দরিদ্র আর সে ধনবান। তাহার এই কথা শুনিয়া আমি আল্লাহর মহব্বতে ক্রোধান্বিত হই এবং তাহার গালে একটা চপেটাঘাত বসাইয়া দেই। কিন্তু কানহাস অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, আমি ইহা বলি নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَاءُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদের কথা শুনিয়াছেন যাহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ হইলেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوْا এখন আমি তাহাদের বক্তব্য এবং قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ (যে সকল নবীকে তাহারা অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে) তাহা লিখিব। অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে তাহাদের এই ধরনের মন্তব্যগুলি এবং রাসূলগণের সহিত তাহাদের অন্যায় ব্যবহার ও কার্যাবলী লিখিয়া রাখিব। পরন্তু অতি সত্বরই তাহারা ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ তাহাদিগকে বলিব, আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। এই হইল তাহারই প্রতিফল যাহা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠাইয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। তাহাদিগকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়া ইহা বলা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلاَّنُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ যাহারা বলে যে, আল্লাহ আমাদিগকে এমন কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যে রাসূল আমাদের নিকট এমন কুরবানী নিয়া

আসিবে না যাহা আগুন গ্রাস করিয়া নিবে। এখানে আল্লাহ তাহাদের এই ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ কোন নবীর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন যতক্ষণ তাহারা এমন কোন মু'জিযা প্রদর্শন না করিবে যে, তাহার উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিছু উৎসর্গ করিলে তাহার সেই উৎসর্গ গ্রহণ করার জন্য আসমান হইতে আল্লাহ প্রেরিত আগুন আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়া নিবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাঁহাদের এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ 'তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রাসূল নিদর্শনসমূহ নিয়া আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ নবুওয়াতের সত্যতার উপর বহু দলীল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছিলেন।

وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ আর তোমরা যাহা আব্দার করিয়াছ তাহা নিয়াও আসিয়অছিল। অর্থাৎ কবূলকৃত উৎসর্গসমূহ আসমানী আগুনে খাইয়া ফেলিত।

فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ তখন তোমরা কেন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলে ? অর্থাৎ তখনও ত তোমরা তাহাদিগকে মিথ্যা বলিয়াছিলে, বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলে, অপবাদ দিয়াছিলে, উপরন্তু তাহাদিগকে হত্যাও করিয়াছিলে।

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ। যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যবাদী হইতে তবে তোমরা কেন তাহাদের অনুসরণ করিলে না ? কেন তাহাদিগকে সাহায্য করিলে না ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলেন ঃ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاؤُا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ অর্থাৎ তাহা ছাড়া ইহারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেও ইহারা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিলে তোমার দুঃখিত না হওয়াই উচিত। কেননা তোমার পূর্ববর্তী নবীগণ যাহারা উত্তম আদর্শ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাদিগকেও ইহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল ও দুঃখ দিয়াছিল। وَالزُّبُرِ সে সকল আসমানী কিতাব যাহা ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে নবীদের উপর নাযিল করা হইয়াছিল। وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ। স্পষ্ট ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ।

(١٨٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

(١٨٦) لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْٓا أَذًى كَثِيْرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ○

১৮৫. "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায়ই দেওয়া হইবে। অতঃপর যাহাকে অগ্নি হইতে রেহাই দেওয়া হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় সম্ভোগ ব্যতীত কিছুই নহে।"

**১৮৬. "তোমাদিগকে অবশ্যই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের ও মুশরিকদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে। যদি তোমরা ধৈর্যসহকারে সতর্কভাবে চল, তবে নিশ্চয়ই তাহা দৃঢ়তাব্যঞ্জক কাজ হইবে।**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিতে হইবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

'এই পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ধ্বংসশীল, শুধু তোমার প্রভুর মুখমণ্ডল চিরন্তন থাকিবে, যিনি মহাসম্মানিত ও মহাপ্রতাপান্বিত।' একমাত্র সেই অদ্বিতীয় আল্লাহই অমর ও অবিনশ্বর আর জিন ও ইনসান সকলই মরণশীল। এইভাবে সকল ফেরেশতা, এমন কি আরশবাহী ফেরেশতাকুলও মৃত্যু বরণ করিবে। সেই মহা প্রতাপান্বিত একক আল্লাহই চিরস্থায়ী। তিনিই আদি এবং শেষ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট থাকিবেন। মোটকথা ধরাপৃষ্ঠে তখন কোন প্রাণী অবশিষ্ট থাকিবে না। সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত সময় যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখন কিছুই থাকিবে না! হযরত আদমের (আ) পৃষ্ঠ হইতে যত সন্তান জন্ম নিবার ছিল তাহা জন্ম নিবে। অতঃপর সকলেই মরণঘাটে অবতরণ করিবে। এভাবে যখন সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিয়ামত সংঘটিত হইবে এবং তিনি সকলকে ছোট বড় সকল কার্যের প্রতিদান দিবেন। কাহারও উপর অণুপরিমাণ অত্যাচার করা হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বিনিময় পাইবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে হুসাইন, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আলী ইব্‌ন হুসাইন, আলী ইব্‌ন আবূ আলী হাশিমী, আবদুল আযীয আওসামী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর মুহূর্তে আমাদের মনে হইতেছিল যে, কেহ আসিতেছিলেন, পায়ের শব্দও শোনা যাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না। এমন সময় আমরা শুনিতে পাইলাম, হে নবীর পরিবারের লোকগণ! আপনাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হউক। প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিতে হইবে। তবে আপনারা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, মহান আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্য অশেষ পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহর উপর ভরসা করুন এবং তাহারই নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করুন। মূলত প্রকৃত বিপদগ্রস্ত সেই ব্যক্তি, যে পুণ্য লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলিয়াছেন, তোমরা কি জান, এই ব্যক্তি কে? এই ব্যক্তি হইলেন হযরত খিযির আলাইহিস সালাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ তারপর যাহাকে দোযখ হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে, তাহার কার্যসিদ্ধি ঘটিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাইবে, সেই হইল প্রকৃত সাফল্যমণ্ডিত।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আনসারী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি চাবুক পরিমাণ স্থান পাওয়া দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সমস্ত কিছু হইতে মহামূল্যবান ও উত্তম! فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ যে ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, নিশ্চিত সে-ই সফলকাম হইয়াছে। এই অতিরিক্ত অংশটুকু ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্‌ন আমরের সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে এবং আবূ হাতিম ও ইব্‌ন হাব্বান নিজ নিজ সহীহ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি সূত্রে সহল ইব্‌ন সাআদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাযিম, আমর ইব্‌ন আলী, হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহয়া, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, সহল ইব্‌ন সাআদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে কাহারও জন্য বেহেশতের একটি চাবুক পরিমাণ স্থান দুনিয়া ও দুনিয়ার অভ্যন্তরের সকল বস্তু হইতে উত্তম। অতঃপর তিনি এই আয়াতাংশটি তিলাওয়াত করেন ঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্দে রব্বিল কা'বা, যায়িদ ইব্‌ন ওহাব, আ'মাশ ও ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যাহার দোযখের অগ্নি হইতে মুক্তি পাওয়ার এবং জান্নাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা রহিয়াছে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ এবং কিয়ামতের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখে। পরন্তু সে যেন মানুষের সাথে সেই রকম ব্যবহার করে যাহা সে নিজের ব্যাপারে অন্যের নিকট হইতে কামনা করে। ওয়াকীর সূত্রে মুসনাদে আহমাদেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ আর পার্থিব জীবন প্রবঞ্চনা বই অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ। কারণ দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত নাতিদীর্ঘ, ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى

'তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিতেছ। অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও স্থায়ী।' অন্যখানে রহিয়াছে ঃ

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقَى

'তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা শুধু মাত্র ইহলৌকিক জীবনের সম্পদ ও সৌন্দর্য। আর আল্লাহর নিকট যাহা রহিয়াছে তাহা উত্তম ও চিরস্থায়ী।'

হাদীসে আসিয়াছে ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে একটি আঙ্গুল ডুবাইলে তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের অবশিষ্ট পানির যে তুলনা, পরকালের তুলনায় পৃথিবীও তদ্রূপ।

কাতাদা (রা) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ ইহা একটি তুচ্ছ স্থান অথবা একটি বালুর বাঁধ ছাড়া আর কিছুই নহে। একমাত্র মাবুদ-আল্লাহর কসম! প্রত্যেককে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই স্থান স্থায়ীভাবে থাকার জন্য নয়। সুতরাং সকলের উচিত আন্তরিকতার সহিত সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য করা। কেননা সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু তিনি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَتُبْلَوُنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ অবশ্যই ধন সম্পদে এবং জন সম্পদে তোমাদের পরীক্ষা করা হইবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

'আমি অবশ্যই তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জন-সম্পদ এবং শস্যহানি দ্বারা পরীক্ষা করিব।' অর্থাৎ মু'মিনের পরীক্ষা অবশ্যই হইয়া থাকে; কখনও সম্পদের উপর, কখনও জীবনের উপর, কখনো ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনের উপর, এমনকি দীনের ব্যাপারে মু'মিনের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তবে যে বেশি খোদাভীরু তাহার পরীক্ষাও হয় তত কঠিন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَذًى كَثِيْرًا অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই শুনিবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের নিকট বহু অশোভন উক্তি। এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন সাহাবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট হইতে বহু কটুক্তি ও দুঃখজনক কথা শুনিবে। তখন তোমাদিগকে ধৈর্যশীল ও সংযমী হইতে হইবে। তবে উহার পর তোমাদের জন্য শুভদিনের শুভদ্বার খুলিয়া যাইবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاَنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ অর্থাৎ যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাহা হইবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।

উসামা ইব্ন যায়িদ হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্ন যুবাইর, যুহরী, শুআইব ইব্ন আবূ হামযা, আবূ ইয়ামান, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন ঃ নবী (সা) ও তাহার সাহাবীগণ প্রায়শ মুশরিক ও আহলে কিতাবদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দিতেন। তাহাদের বাঁকা কথা ও অশোভন উক্তির বেলায় ধৈর্য ধারণ করিতেন এবং আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের উপর তাঁহারা যথাযথ আমল করিতেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا

'তিনি আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এতদিন তাহাদের সঙ্গে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করিতেছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাহাদিগকে জিহাদের অনুমতি দেন। ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই আয়াত সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীস উসামা ইব্ন যায়িদ ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্ন যুবাইর, যুহরী, শুআইব, আবুল ইয়ামান ও বুখারী বর্ণনা করেন। উরওয়া ইব্ন যুবাইরকে উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূল (সা) তাঁহার গাধার উপর সওয়ার হইয়া উসামাসহ সাআদ ইব্ন ইবাদার অসুস্থতার খোঁজ নেয়ার জন্য বনূ হারিছা ইব্ন খাযরাজ গোত্রের মহল্লায় প্রবেশ করেন। ঘটনাটি বদরের যুদ্ধের পূর্বের। তখন সেখানে তিনি একটি জনসমাবেশ দেখিতে পান। সমাবেশে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলূলও উপস্থিত ছিল। তখন সে প্রকাশ্য কাফির ছিল। সভায় মুসলিম, সাবেঈ, মুশরিক, ইয়াহূদীসহ বহু ধরনের লোক উপস্থিত ছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাওয়ারী হইতে ধূলাবালি উড়িতে থাকিলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই নাকে কাপড় দিয়া বলিল, ধূলা উড়াইবেন না। ইতিমধ্যে রাসূল (সা) তাহাদের একেবারে কাছে পৌঁছিয়া যান এবং তাহাদিগকে সালাম দিয়া সাওয়ারী থামাইয়া অবতরণ করেন। অতঃপর তাহাদিগকে তিনি ইসলামের প্রতি আহবান করেন এবং কুরআনের আয়াত পাঠ করেন।

ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলিল, জনাব! আপনার কথা আমাদের কাছে ভাল লাগে না। যদি আপনার কথা সত্য হয়, তবুও আপনি কোন্ অধিকারে আমাদের সমাবেশে আসিয়া কথা বলিতেছেন ? যান, আপনি আপনার সওয়ারীতে উঠিয়া পথ দেখুন। হাঁ, তবে আপনার বাড়িতে যদি কেহ যায়, তাহাকে আপনি আপনার কিচ্ছা কাহিনী শোনাইবেন।

এই কথা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! অবশ্যই আপনি আমাদের সভায় আগমন করার অধিকার রাখেন। আমাদের নিকট আপনার কথাগুলি খুবই প্রিয়। ইহার পর মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এমন কি যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে রাসূল (সা) সকলকে বুঝাইয়া পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং সবাই নীরব হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া হযরত সাআদের (রা) নিকট যান এবং সাআদকে বলেন, হে সাআদ! আজকে আবূ হাব্বাব কি অসহনীয় কাণ্ড ঘটাইয়াছে শুনিবে ? তিনি বলিলেন, কি করিয়াছে ? রাসূলুল্লাহ তাহাকে বিস্তারিত ঘটনা শোনাইলেন।

ঘটনা শুনিয়া সাআদ (রা) বলিলেন, উহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। যেই সত্তা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিয়াছেন এবং যেই সত্তা আপনাকে সত্য দীনের ধারক করিয়াছেন তাঁহার শপথ! আপনার সঙ্গে তাহার চরম শত্রুতা রহিয়াছে। তাই ইহা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, এখানকার মানুষ তাহাকে নেতা নির্বাচিত করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহার জন্য নেতৃত্বের আমামাও তৈরী করার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এমন সময় আল্লাহ আপনাকে তাঁহার নবী হিসাবে মনোনীত করেন। জনতা আপনাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে তাহার নেতৃত্ব চলিয়া যায়।

এই কারণে সে ক্রোধ ও হিংসায় ফাটিয়া পড়ে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। মুশরিক ও আহলে কিতাবদিগকে আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক ক্ষমা করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণের অভ্যাস। আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا

'অবশ্য তোমরা শুনিবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ
اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ ইহা কামনা করে, যদি তোমরা ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির হইয়া যাইতে। ইহা তাহাদের হিংসার ফল। যেহেতু তাহাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও এড়াইয়া চল।

যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ জিহাদের নির্দেশ না দিয়াছেন ততদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। অতঃপর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হইলে কুরাইশের বড় বড় কাফির নেতা নিহত হয়। ইসলামের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি দেখিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তাহার সঙ্গীরা ভীত হইয়া পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। কেননা ইহা ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল না। একথা সত্য যে, যাহারা সত্যের দাওয়াত দেয়, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করে, তাহাদের উপর বিপদ-আপদ অবধারিত। সেক্ষেত্রে একমাত্র পথ হইল সবর করা, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও নিজেকে তাঁহার নিকট সঁপিয়া দেওয়া।

(١٨٧) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُوْنَهٗ ز فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ○
(١٨٨) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا
فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(١٨٩) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৮৭. "আর স্মরণ কর, যখন আহলে কিতাবগণের নিকট হইতে আল্লাহ কঠিন প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, অবশ্যই তোমরা মানুষের কাছে সত্য প্রকাশ করিবে এবং কিছুতেই উহা গোপন করিবে না। অতঃপর তাহারা এই প্রতিশ্রুতি পিছনে ছুড়িয়া ফেলিল এবং উহার বিনিময়ে ক্রয় করিল তুচ্ছ স্বার্থ। কতই ঘৃণ্য তাহাদের খরীদা-বস্তু!"

**১৮৮. "যাহারা প্রাপ্ত বস্তু নিয়া উল্লাস করে আর তাহারা যাহা করে নাই তাহাতেও প্রশংসা চায়, অনন্তর ভাবিও না যে, তাহারা শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মূলত তাহাদের জন্যই কষ্টদায়ক শাস্তি।'**

**১৮৯. "এবং আসমান ও যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর আর আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান।"**

**তাফসীর ঃ** এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল আহলে কিতাবকে সতর্ক করিয়াছেন, যাহাদের নবীগণের মাধ্যমে তাহাদের নিকট হইতে মুহাম্মদ (স)-এর উপর ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাহা হইলে তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর আগমন বার্তা জনগণকে জানাইয়া দিবে। আর যখন তাঁহার আগমন ঘটিবে তখন তাহারা অনুগামী হইবে। অথচ তাহারা এই সকল কথা ও আল্লাহর দেয়া বিবরণ গোপন করিয়া ফেলিল এবং তাহারা নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে উহার ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিল। অথচ উহার ক্রয়-বিক্রয় জঘন্যতম পাপ।

ইহাতে বর্তমান আলিমদের জন্যও সতর্কবাণী রহিয়াছে যে, তাহারা যেন উহাদের মত সত্য গোপন না করে। তাহা হইলে তাহাদিগকে সেই বিপদ ভোগ করিতে হইবে যে বিপদ আহলে কিতাবরা ভোগ করিতেছে। আর তাহাদিগকে উহাদের মত আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রকোপে নিপতিত হইতে হইবে। তাই তাহারা যেন যথাযথভাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার মঙ্গলকর কথাগুলি জনসাধারণকে অবহিত করে এবং দীনের কোন কথা যেন গোপন না করে।

নবী (সা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, কেহ যদি জানিয়া শুনিয়া দীনের ব্যাপারে কোন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمْ يَفْعَلُوْا যাহারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের প্রশংসা কামনা করে, তাহারা আমার নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে এইরূপ ধারণা করিও না। অর্থাৎ যাহারা আত্মশ্লাঘায় ভুগিতেছে এখানে তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিছামিছি প্রশংসার দাবি করে, তাহাকে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রাপ্য হইতেও কম দেন। সহীহদ্বয়ে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, উলঙ্গ ব্যক্তির বস্ত্র পরিধানের দাবির মতই মিথ্যা প্রশংসা দাবিদারের দাবিটি। হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, ইব্‌ন জারীজ, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন ঃ

একদা মারওয়ান তাঁহার দারোয়ান রাফেকে বলেন, হে রাফে! হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) নিকট গিয়া বল, স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কার্যের জন্য প্রশংসাপ্রার্থীকে যদি আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদান করেন তবে আমাদের মধ্যে কেহই মুক্তি পাইবে না। হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইহার উত্তরে বলেন, এই আয়াতটিতে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই; বরং ইহা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمْ يَفْعَلُوْا

অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি নিয়াছেন যে, এই কিতাবের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের সামনে বিবৃত করিবে এবং গোপন রাখিবে না। বস্তুত তাহারা সে আদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার বদলে নগণ্য বিনিময় নিয়া নিয়াছে। সুতরাং তাহারা যাহা আহরণ করিয়াছে তাহা নিতান্তই মন্দ বস্তু। আর যাহারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং যে সৎকর্ম তাহারা করে নাই তাহার জন্য প্রশংসা পাইতে চায়, এমন লোকদের সম্পর্কে কস্মিনকালেও ধারণা করিবে না যে, তাহারা বিশেষ ধরনের আযাব হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে।

অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সা) আহলে কিতাবদিগকে কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উহার সত্যতা গোপন করে এবং উল্টা কথা বলিয়া দেয়। অথচ তাহারা বাহিরে আসিয়া বলে যে, ঠিকই বলিয়াছি। উপরন্তু তাহারা এইজন্য প্রশংসা বাক্য শোনার অপেক্ষায় থাকে। আর তাহারা সার্থকভাবে সত্য গোপন করিতে পারিয়াছে বলিয়া পরস্পরে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করিতে থাকে। ইহাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। আবদুল মালিক ইব্‌ন জারীজের সনদে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী স্ব স্ব তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম, ইব্‌ন খুযাইমা, ইব্‌ন মারদুবিয়া এবং হাকেম স্বীয় মুস্‌তাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মালিক ও ইব্‌ন জারীরের সনদে বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস বলেন ঃ মারওয়ান তাহার দারওয়ানকে বলেন যে, হে রাফে! ইব্‌ন আব্বাসের নিকট যাও। অতঃপর সে গিয়া উপরোক্তরূপে আলোচনা করে।

আবূ সাঈদ খুদরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর, সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীরা যখন যুদ্ধে যাইতেন, তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসিয়া থাকিত। তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিত। পরন্তু যুদ্ধে যাওয়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে তাহারা আনন্দ করিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার জন্য শপথ করিয়া বহু ওযর অযুহাত পেশ করিত। এমন কি তাহারা যে কাজ করিত না তাহার জন্য প্রশংসা শুনিতে উৎসুক হইত। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمْ يَفْعَلُوْا 'তুমি মনে করিও না, যাহারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তাহারা আমার নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।' ইব্‌ন আবূ মারইয়ামের সনদে মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

যায়িদ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন সাআদ ও লাইছ ইব্ন সাআদের সনদে ইব্ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যায়িদ ইব্ন্ আসলাম বলেন ঃ

আবূ সাঈদ, রাফে ইব্ন খাদীজ ও য়ায়িদ ইব্ন ছাবিত রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বলিয়াছেন, আমরা একদা মারওয়ানের নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলেন, হে আবূ সাঈদ! আল্লাহর لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمْ يَفْعَلُوْا এই বাণীর প্রতি কি লক্ষ্য করিয়াছেন ? এখানে কি বলা হয় নাই যে, আমরা কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হই এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করি ? আবূ সাঈদ (রা) বলিলেন, ইহা এই উদ্দেশ্যে নাযিল হয় নাই; বরং সেই সকল মুনাফিক ইহার লক্ষ্য। বস্তুত যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে কোন যুদ্ধের বিরোধিতা করিত এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিত। পরন্তু যুদ্ধে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহারা খুশিতে মাতোয়ারা হইত। কিন্তু মুসলমানরা বিজয়ী হইলে তাহারা যুদ্ধে উপস্থিত হইতে না পারার জন্য বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত পেশ করিত। অতঃপর মারওয়ান বলেন, তোমার এই কথার সংগে কি আয়াতের কোন মিল আছে ? আবূ সাঈদ (রা) বলেন, যায়িদ ইব্ন ছাবিতও ইহা অবগত আছেন। মারওয়ান তখন যায়িদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাস্তবিকই কি ব্যাপার এইরূপ ? তিনি বলিলেন, হাঁ, আবূ সাঈদ সত্য বলিয়াছেন। আবূ সাঈদ (রা) আরও বলেন যে, রাফে ইব্ন খাদীজও ইহা জানেন। কিন্তু তিনি ইহা প্রকাশ করিতে এই আশংকা করিতেছিলেন যে, তাহা হইলে হয় তো মারওয়ান তাহার সাদকার উটগুলি ছিনাইয়া নিবে। অতঃপর বাহিরে আসিয়া যায়িদ (রা) আবূ সাঈদ খুদরীকে (রা) বলেন, আমি আপনার জন্য সাক্ষ্য দিলাম। তাই আমাকে কি প্রশংসা করিবেন না ? আবূ সাঈদ বলিলেন, হাঁ, আপনি সত্য সাক্ষ্য দিয়াছেন। যায়িদ বলিলেন, সত্য সাক্ষ্যদাতা কি প্রশংসার দাবিদার নহে ?

রাফে ইব্ন খাদীজ হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়িদ ইব্ন আসলাম ও মালিকের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাফে ইব্ন খাদীজ এবং যায়িদ ইব্ন ছাবিত মদীনার আমীর মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট বসা ছিলেন। তখন মারওয়ান জিজ্ঞাসা করেন, হে রাফে! আলোচ্য আয়াতটি কোন্ উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে ? তদুত্তরে তিনি আবূ সাঈদ খুদরীর মত সমর্থন করেন। ইহার পরে মারওয়ান হযরত ইব্ন আব্বাসের (রা) নিকট লোক পাঠাইয়া এই ব্যাপারে জানিতে চাহিলে তিনিও আবূ সাঈদের বর্ণনার মতই বর্ণনা দান করেন। উল্লেখ্য যে, মূলত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইহাদের বর্ণনার মধ্যে পরস্পরে কোন দ্বন্দ্ব নাই। কেননা, এই আয়াতটির উপলক্ষ নির্দিষ্ট বটে, কিন্তু তাৎপর্য ব্যাপক। তাই উহা কোন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নহে। আল্লাহই ভাল জানেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, মূসা ইব্ন উকবা ও মুহাম্মদ ইব্ন আতীকের সনদে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ছাবিত আনসারী বলেন ঃ

ছাবিত ইব্ন কাইস আনসারী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আতংকিত যে, আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হইতে এবং প্রশংসার দাবি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ আমি প্রশংসা পসন্দ করি। আল্লাহ তা'আলা অহংকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ আমি আমার সৌন্দর্যের জন্য গর্ববোধ করি। আর আল্লাহ আপনার কণ্ঠস্বরের

Contents



উপর কণ্ঠস্বর উচ্চ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ আমার স্বর খুবই মোটা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি কি ইহা পসন্দ কর না যে, তুমি প্রশংসিত পুরুষ হও, শহীদ হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর।' তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি ইহা কামনা করি। বস্তুত পরবর্তীকালে তিনি প্রশংসা লাভ করেন এবং মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের সাথে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ - এমন ধারণা করিও না যে তাহারা আমার আযাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতাংশের تَحْسَبَنَّهُمْ -এর تا কে يا দিয়া একবচন করিয়াও পড়া যায়। তখন অর্থ দাঁড়াইবে, হে নবী! তুমি ধারণা করিয়াছ যে, তাহাদিগকে তুমি মুক্তির পথ দেখাইবে। অথচ তাহাদের জন্য আযাব অবধারিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -বস্তুত তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেদনাদায়ক আযাব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -'আর আল্লাহর জন্যই হইল আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।' অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক বস্তুর অধিপতি এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কোন কাজেই তিনি অক্ষম নহেন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাক। তাঁহার ক্রোধ এবং শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলেরই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশক্তির আধার। কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে।

(١٩٠) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

(١٩١) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(١٩٢) رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

(١٩٣) رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

(١٩٤) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

১৯০. "নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজন এবং দিবস ও যামিনীর আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

১৯১. "সেই সব জ্ঞানী যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়া গবেষণা করে আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা অহেতুক সৃষ্টি কর নাই; তুমি পবিত্র। অনন্তর আমাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে নাজাত দাও।"

১৯২. "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহাকে আগুনে প্রবেশ করাইবে তাহাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করিলে। বস্তুত যালিমের কোন সহায়ক নাই।"

১৯৩. "হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের আহ্বান জানাইতে শুনিয়াছি, তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক! সে মতে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা কর এবং পুণ্যবানদের সংগীরূপে আমাদের মৃত্যু দান কর।"

১৯৪. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে তাহাই দাও যাহার প্রতিশ্রুতি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে তুমি দিয়াছ এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না, তুমি নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি ভংগ কর না।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, জাফর ইব্‌ন আবূ মুগীরা, ইয়াকুব, আলকামা, ইয়াহিয়া হাম্মানী, হুসাইন ইব্‌ন ইসহাক তাসতারী ও তিব্‌রানী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদা কুরায়শগণ ইয়াহুদীদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, হযরত মূসা (আ) তোমাদের নিকট কি কি নিদর্শন আনিয়াছিলেন ? তাহারা উত্তরে বলিল, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা এবং মৃতকে জীবিত করা । ইহার পর তাহারা নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দেন। তিনি আল্লাহর নিকট এই দোয়া করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।' অতএব তোমরা এইগুলির ব্যাপারে গভীর চিন্তা কর।' এই হাদীসে জটিলতা হইল যে, এই আয়াতটি মাদানী আর এই প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল মক্কায়। আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে নিদর্শন। অর্থাৎ আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত বস্তু এবং ভূমণ্ডলের মত সমতল, শক্ত ও সুদীর্ঘ বস্তু, আর আকাশের অসংখ্য স্থিতিশীল ও গতিশীল তারকারাজি এবং পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-বনানী, ফল-মূল, জীব-জন্তু, খনিজ দ্রব্য এবং খাদ্য সামগ্রীর পৃথক পৃথক স্বাদ-গন্ধ ইত্যাদির মধ্যে রহিয়াছে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ - অর্থাৎ দিন-রাত্রির পরিবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সমতা সৃষ্টি ইত্যাদি মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন। তাই আলোচ্য আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -অর্থাৎ এইগুলির ভিতরে মেধার অধিকারী চিন্তাশীলদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের জিজ্ঞাসার চূড়ান্ত সমাধান, যাহারা প্রত্যেক জিনিসের গভীরে পৌঁছিতে সক্ষম ও অভ্যস্ত। কেননা তাহারা অজ্ঞদের মত জ্ঞান বিবর্জিত নয়। ইহাদের সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ আসমান ও যমীনে কতইনা নিদর্শন রহিয়াছে যেইগুলি হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলে। সেইগুলির তাৎপর্য, শিল্প বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও শিরক হইতে বাঁচিতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সত্যিকার চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ - যাহারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।

ইমরান ইব্ন হুসীনের সূত্রে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে বলিয়াছেনঃ "নামায দাঁড়াইয়া পড়, ইহাতে সক্ষম না হইলে বসিয়া পড়, আর যদি ইহাতেও অক্ষম থাক তাহা হইলে শুইয়া পড়।" অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও গোপনে, মুখে ও অন্তরে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণে মশগুল থাক।

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -যাহারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। অর্থাৎ যাহারা বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, এবং উহাতে এক আল্লাহর কুদরাত, ইলম, হিকমাত, তাঁহার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও করুণার পরিচয় পাইয়া থাকে।

শায়খ আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন ঃ

বাড়ি হইতে বাহির হইবার পথে যত বস্তু আমার দৃষ্টিতে পড়ে তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে আমি আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাই। প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে আমার জন্য একটি না একটি শিক্ষণীয় বিষয়। ইব্ন আবূদ্ দুনিয়া তাহার 'তাওয়াক্কুল ওয়াল ই'তেবার' গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেনঃ 'একটু সময় চিন্তা-গবেষণা করা সারা রাত দাঁড়াইয়া ইবাদত করা হইতে উত্তম।' ফুযাইল (র) বলেন যে, হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ চিন্তা-গবেষণা এমন দর্পণ যাহা তোমার সামনে ভাল-মন্দ উপস্থিত করিয়া দেয়। সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র) বলেনঃ চিন্তা গবেষণা এমন একটি রশ্মি, যাহা তোমার অন্তরে আলোচ্ছটা নিক্ষেপ করে। তিনি প্রায়ই এই পংক্তিটি আবৃত্তি করিতেনঃ

اذا المرء كانت له فكرة + ففى كل شيئ له عبرة

অর্থাৎ যখন কাহারো চিন্তা ও গবেষণা করা অভ্যাস হইয়া যায়, তখন প্রত্যেকটি জিনিসেই সে শিক্ষণীয় বিষয় পায়।

ঈসা (আ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যাহার কথার মধ্যে থাকে আল্লাহর স্মরণ, সময় কাটে গভীর ধ্যানে এবং দৃষ্টিতে থাকে মহাসত্যের অনুসন্ধিৎসা । লোকমান হেকীম বলিয়াছেনঃ নির্জনতা যত দীর্ঘ হয়, গবেষণা তত গভীরে পৌঁছে যায়। আর গভীর ও দীর্ঘ গবেষণা বেহেশতের বহু দরজার অনুসন্ধান দেয়। ওহাব ইব্ন মাম্মাহ (র) বলেন ঃ আল্লাহর ধ্যান যত বেশি হয়, বোধশক্তি তত প্রখর হয় এবং বোধশক্তি যত প্রখর হয়, জ্ঞানের পরিধি তত বৃদ্ধি পায়। আর জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, সৎকর্ম তত বেশি সম্পাদিত হয়। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর স্মরণে আলোচনা করা উত্তম কাজ। আর আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করা সর্বোত্তম ইবাদত।

মুগীছুল আসওয়াদ (র) প্রায়ই বলিতেন ঃ

প্রত্যহ কবর যিয়ারত কর। তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে আখিরাতের চিন্তা আসিবে। নিজের ধ্যানের মধ্যে সেই দৃশ্য হাযির কর যে, তুমি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। অতঃপর তুমি মনে কর, দুইটি দলের একটিকে জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অপরটিকে জাহান্নামের দিকে নিয়া যাওয়া হইতেছে। এখন তুমি মনে কর, অগ্নির যিন্দানখানা ও উহার বিশাল হাতুড়িগুলিকে তুমি দেখিতেছ। এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন এবং তাহার সাথী-সংগীরা দৌড়াইয়া তাহার নিকট আসিতে আসিতে তিনি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ

একটি লোক কোন এক দরবেশের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সেই দরবেশের সামনে ছিল একটি কবরস্থান এবং আবর্জনা ফেলার একটি ডাস্টবিন। অতঃপর সেই পথচারী দরবেশকে ডাকিয়া বলিল, হে দরবেশ! তোমার সামনে দুনিয়ার দুইটি ভাণ্ডার রহিয়াছে এবং উভয়টির মধ্যেই রহিয়াছে তোমার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। উহার একটি হইল দুনিয়ার মানুষের পুণ্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার। আর অপরটি হইল পার্থিব সম্পদের স্বরূপ।

ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কখনো ইব্ন উমরের (রা) মনে পার্থিব আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে তিনি জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার ধারে গমন করিতেন এবং উহার কোন ভগ্নদ্বারে দাঁড়াইয়া আক্ষেপের সুরে বলিতেন ঃ হে ধ্বংসোন্মুখ অট্টালিকা! কোথায় তোমার বাসিন্দা ? অতঃপর তিনি নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন ঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ -অর্থাৎ সকল বস্তু ধ্বংস হইয়া যাইবে একমাত্র মহান সত্তা ব্যতীত।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিতেন ঃ আন্তরিকতার সহিত দুই রাকাআত নামায সেই সমুদয় নামায হইতে উত্তম যাহা সমগ্র রাত্রি ব্যাপিয়া আন্তরিকতা ছাড়া পড়া হইল! হাসান বসরী (র) বলিতেন ঃ হে আদম সন্তানেরা! পেটের এক-তৃতীয়াংশে ভোজন কর, এক-তৃতীয়াংশে পানি পান কর এবং অবশিষ্ট একাংশ সেই শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখিয়া দাও যাহার দ্বারা তুমি আল্লাহর ব্যাপারে গবেষণা করিবে।

কোন মহান ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীর বস্তুসমূহের উপর শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতীত উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহার চক্ষুর এই উদাসীনতায় তাহার মানসচক্ষু ক্রমান্বয়ে দুর্বল হইয়া পড়ে।

বাশার ইব্ন হারিছ হাফী (র) বলেন ঃ মানুষ যদি আল্লাহ্র মহত্ত সম্পর্কে চিন্তা করিত তাহা হইলে তাহারা পাপ করিত না!

আমের ইব্ন আব্দে কাইস হইতে হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন যে, আমের ইব্ন আব্দে কাইস (র) বলিয়াছেন ঃ আমি এক নয়, দুই নয়, তিন নয়, বরং বহু সাহাবীর নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ ঈমানের উজ্জ্বলতা অথবা ঈমানের দ্যুতি হইয়াছে ধ্যান ও গবেষণা।

ঈসা (আ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ হে দুর্বল আদম সন্তান! সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর, পৃথিবীতে দরিদ্র হালে বসবাস কর, মসজিদকে ঘরের মত বানাইয়া নাও, চক্ষুদ্বয়কে ক্রন্দন শিক্ষা দাও, দেহকে ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত কর, হৃদয়কে গবেষক বানাও এবং আগামীকালের রুযীর জন্য আজকে চিন্তা পরিত্যাগ কর।

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি সঙ্গী সহচরদের নিকট বসিয়া অঝোর ধারায় কাঁদিতে থাকিতেন। তাহারা তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ দুনিয়া, দুনিয়ার স্বাদ ও দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া নিয়া বহু চিন্তা করিয়াছি। ইহার ফলে আমার দুনিয়ার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা উবিয়া গিয়াছে। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে।

ইব্ন আবুদ দুনিয়া বলেন ঃ আমাকে হুসাইন ইব্ন আবদুর রহমান এই পংক্তি কয়টি আবৃত্তি করিয়া শোনাইয়াছেন ঃ

نزهة المومن الفكر + لذة المومن العبر
رب لاه وعمره + قد تقضى وما شعر
نحمده الله وحد + نحن كل على خطر
رب عيش قد كان فو + ق المنى مونق الزهر
فى خرير من العيو + ن وظل من الشجر
غيرته واهله + سرعة الدهر بالغير
وسرور من النبا + ت وطيب من الشجر
نحمد الله وحده + ان فى ذا لمعتبر
ان فى ذالعبرة + للبيب ان اعتبر

অতঃপর যাহারা আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ, তাহার গুণ, বিধান, শক্তি ও নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে না, তাহাদিগকে তিনি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কুরআনের এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ *
وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ.

'আসমান ও যমীনে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যেইগুলি হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলে। সেইগুলির তাৎপর্য, শিল্প নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। তাহারা অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও শিরক হইতে বাঁচিতে পারে না।' অথচ মু'মিনরা বলে ঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً পরওয়ারদেগার! এই সব তুমি অনর্থক সৃষ্টি কর নাই। অর্থাৎ তুমি কোন সৃষ্টিই বৃথা বা অহেতুক সৃষ্টি কর নাই। বরং যাহাতে পাপীদেরকে তাহাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং পুণ্যবানকে তাহাদের পুণ্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিতে পার, এই উদ্দেশ্যেই তুমি উহা সৃষ্টি করিয়াছ।

অতঃপর তাহারা আল্লাহকে বৃথা ও অনর্থক সৃষ্টি করা হইতে পবিত্র জানিয়া বলেন ঃ سُبْحَانَكَ সকল পবিত্রতা তোমারই। অর্থাৎ বৃথা কোন কিছু সৃষ্টি করা হইতে পবিত্র।

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অতএব আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচাও। অর্থাৎ হে সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা! হে বৃথা ও অনর্থক সৃষ্টি হইতে মুক্ত ও পবিত্র সত্তা! তুমি তোমার কৌশল ও শক্তি দ্বারা আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে মুক্তি দাও। আর তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান কর এবং আমাদিগকে এমন আমল করার তাওফীক দাও যাহার দ্বারা আমরা বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাই। আর তাহাদিগকে তুমি জাহান্নামের কঠিন আযাব হইতে রক্ষা কর।

অতঃপর তাহারা বলে رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ হে পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবে তাহাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করিবে।

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমার নিকট হইতে না তাহাদিগকে কেহ মুক্ত করিতে পারিবে, না তাহাদের জন্য তোমার নির্ধারিত শাস্তি হইতে তাহাদিগকে কেহ রেহাই দিতে পারিবে।

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ —হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনিয়াছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করিতে। অর্থাৎ একজন আহ্বানকারী ঈমানের প্রতি আহ্বান করিতেন, তিনি হইলেন রাসূল (সা)।

اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا —তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি। অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে আমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনিতে বলিয়াছেন, তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি। তাহার আহ্বানে আমরা সাড়া দিয়াছি এবং তাহার অনুসরণে অগ্রগামী হইয়াছি। মোটকথা তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তোমার নবীর অনুসরণ করিয়াছি।

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا —হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দাও। অর্থাৎ গুনাহসমূহ গোপন করিয়া ফেল। وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا —আর আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া দাও। অর্থাৎ তোমার ব্যাপারে আমরা যত দোষ-ত্রুটি করিয়াছি। وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ —আর আমাদের মৃত্যু দিও নেক লোকদের সঙ্গে। অর্থাৎ আমাদিগকে নেককারদের দলে শামিল করিয়া নিও।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ —হে পালনকর্তা! আমাদিগকে দাও যাহা তুমি ওয়াদা করিয়াছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে। কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, তুমি তোমার

রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে অঙ্গীকার আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা আমরা পূর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি ইহার প্রতিদানের যে ওয়াদা করিয়াছিলে তাহা এখন পূর্ণ কর। কেহ বলিয়াছেন যে, রাসূলগণের আদর্শ অনুসরণের যে অঙ্গীকার তুমি আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা আমরা পূর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি এখন তোমার প্রতিদানের ওয়াদা পূর্ণ কর। এই ভাবার্থটিই অধিক গ্রহণীয় ও স্পষ্ট।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উক্কাল, আমর ইব্ন মুহাম্মদ, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, আবুল ইয়ামান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "দুইটি আরুসের একটি হইল আসকালান। সেখান হইতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তর হাজার লোক উত্থিত করিবেন যাহাদের নিকট হইতে হিসাব নেওয়া হইবে না। অতঃপর সেখান হইতেই চল্লিশ হাজার শহীদ উঠিবে এবং তাহারা সকলে সদলে আল্লাহ্র নিকট গমন করিবে। তাহারা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের কর্তিত মস্তক তাহাদের হাতে থাকিবে। তখন তাহাদের স্কন্ধের শিরা-উপশিরা হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ঝরিতে থাকিবে। তাহারা বলিবে ঃ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদিগকে দাও, যাহা তুমি ওয়াদা করিয়াছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করিও না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। আল্লাহ তা'আলা তখন বলিবেন, আমার বান্দারা সত্য বলিয়াছে। তাহাদিগকে শুভ্র প্রস্রবণ ধারায় গোসল করাইয়া আন। সেখানে গোসলের দ্বারা তাহারা পবিত্রতা অর্জন করিবে। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকটি বেহেশতে অবাধে ঘোরাফেরা করার অধিকার থাকিবে।" হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। কেহ হাদীসটিকে মওজু বা জালও বলিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ —কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করিও না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিজীবের সম্মুখে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না।

إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ —নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না। অর্থাৎ তুমি রাসূলগণের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছ তাহা অবশ্যই কিয়ামতের দিন পাইব।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, ফযল ইব্ন ঈসা, মু'তাবার, হাফিয আবূ শুরাইহ ও হাফিয আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন কোন কোন বনী আদমকে আল্লাহ্র সামনে এত লজ্জিত ও অপদস্থ হইতে হইবে যে, শেষ পর্যন্ত তাহারা বলিবে, ইহার বদলে সোজাসুজি দোযখের নির্দেশ দিয়া দিলেও বাঁচিতাম। হাদীসটি দুর্বল। হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাজ্জুদের নামাযে সূরা আলে ইমরানের শেষের এই আয়াত দশটি পাঠ করিতেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কুরাইব, শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ নুমাইর, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর, সাঈদ ইব্ন আবূ মরিয়াম ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ

Contents



একদা আমি আমার খালা মাইমুনার (রা) ঘরে রাত্রি যাপন করি। বেশ কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশে তিনি উঠিয়া আসমানের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ (নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।) অতঃপর তিনি দাঁড়াইয়া মিসওয়াক করিয়া অযু করেন এবং এগার রাক'আত নামায পড়েন। ইতিমধ্যে বিলাল আযান দিলে তিনি দুই রাক'আত নামায পড়েন। অতঃপর বাহির হইয়া গিয়া সকলকে ফযরের নামায পড়ান। ইব্ন আবূ মরিয়াম হইতে আবূ বকর ইব্ন ইসহাক সানআনীর সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরাইব হইতে ধারাবাহিকভাবে মুখরিমা ইব্ন সুলাইমান ও মালিকের সূত্রে বুখারী বর্ণনা করেন যে, কুরাইব (র) বলেন ঃ

তাঁহাকে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন। একদা আমি আমার খালা ও রাসূলুল্লাহ্র (সা) স্ত্রী হযরত মাইমুনার ঘরে রাত্রি কাটাই। আমি ঘরের একদিকে শয়ন করি আর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সহধর্মিণী অন্যদিকে শয়ন করেন। মধ্যরাতে অথবা কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষুদ্বয় মলিতে মলিতে আলে ইমরানের শেষের আয়াত দশটি পাঠ করেন। অতঃপর ঝুলানো মশক হইতে পানি নিয়া সুন্দর মত অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইয়া যান। ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন, ইহার পর আমিও উঠিয়া তাঁহার অনুসরণে সব কাজ সম্পন্ন করিয়া তাঁহার বাম পাশে যাইয়া দাঁড়াই। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমার কান ধরিয়া টানিয়া আমাকে তাঁহার ডান দিকে আনেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দুই রাক'আত দুই রাক'আত করিয়া মোট বারো রাক'আত নামায পড়েন। ইহার পরে বিত্র পড়িয়া শুইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি হাল্কা করিয়া একটু ঘুমান। ইতিমধ্যে মুআযযিন আসিয়া ফজরের নামাযের জন্য ডাক দিলে তিনি উঠিয়া দুই রাকআত নামায পড়েন। অবশেষে তিনি বাহির হইয়া ফজরের নামায পড়ান। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য সকলে এই হাদীসটি মালিকের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুসলিম এবং আবূ দাউদ মুখরামা ইব্ন সুলায়মানের সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর একটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, মিনহাল ইব্ন আমর, আবূ ইসহাক, ইউনুস, খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহয়া, আবূ মাইসারা, আবূ ইয়াহয়া, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

আমার পিতা আব্বাস (রা) আমাকে রাসূলূল্লাহ (সা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহার রাত্রের নামায পর্যবেক্ষণ করার জন্য নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য সকলের সংগে নামায শেষ করার পরে যখন মসজিদ হইতে সকলে চলিয়া গেল, তখন তিনিও ঘরের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময় আমাকে দেখিয়া বলিলেন, কে ? আবদুল্লাহ! আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এখানে কেন ? আমি বলিলাম যে, আব্বা আপনার ঘরে রাত্রি যাপন করার আদেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, বেশ ভাল কথা, আস। ঘরে আসিয়া তিনি বলিলেন, বিছানা বিছাও। বিছানা বিছাইয়া চটের বালিশ দেওয়া হয়। আর চটের বালিশ মাথায়

দিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমাইয়া পড়েন। এক সময় আমি তাঁহার নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাই। অতঃপর তিনি জাগ্রত হন এবং মাথা উঁচু করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া তিনবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' পড়েন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষের আয়াত দশটি পড়েন। ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের সনদে নাসায়ী, আবূ দাউদ এবং মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, সাঈদ ইব্ন জুবাইরের জনৈক শিষ্য ও আসিম ইব্ন বাহদালার সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর বাহির হইয়া আকাশের দিকে তাকান এবং এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَمِنْ بَيْنَ يَدَىَّ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার হৃদয়, চোখ ও কানে নূর দান করুন। তেমনি আমার ডাইনে, বামে, পিছনে, উপরে, নীচে এবং কিয়ামতের দিনে আমাকে দান করুন নূরের দীপ্ত রশ্মি।' ইব্ন আব্বাস হইতে কুরাইবের সূত্রে সহীহ সনদেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও জা'ফর ইব্ন আবূ মুগীরার সনদে ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

কুরায়শরা ইয়াহুদীদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট মূসা (আ) কি নিদর্শন নিয়া আসিয়াছিলেন ? তাহারা উত্তরে বলিল, লাঠি এবং হাতের আলোকরশ্মি। ইহার পর তাহারা খ্রিস্টানদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঈসা (আ) তোমাদের নিকট কি নিদর্শন নিয়া আসিয়াছিলেন ? তাহারা বলিল, তিনি কুষ্ঠরূপ কঠিন রোগ হইতে মানুষকে নিরাময় দান করিতেন এবং মৃতকে জীবন দান করিতেন। অতঃপর তাহারা নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দেন। তিনি আল্লাহর নিকট এই মর্মে দু'আ করিলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ অতঃপর রাসূল (সা) তাহাদের এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, এই ব্যাপারে তোমরা গভীর চিন্তা ও গবেষণা কর।'

এই হইল ইব্ন মারদুবিয়ার হুবহু রিওয়ায়েত। তবে কথা হইল যে, এই আয়াতের তাফসীরের প্রথম দিকে তিবরানীর একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এই আয়াতটি মক্কী। অথচ প্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে বলা হয় যে, এই আয়াতটি মাদানী। ইহার সমর্থনে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইল ঃ

আ'তা ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জিনাব ওরফে কলবী, আবূ মুকাররাম, হাশরাজ ইব্ন নাবাতা আল্ ওয়াসতী, শুজা ইব্ন আশরাস, আহমাদ ইব্ন আলী হিররানী, আলী ইব্ন ইসমাঈল ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আ'তা (রা) বলেন ঃ

একদা আমি, ইব্ন উমর ও উবাইদ ইব্ন উমাইর হযরত আয়েশার (রা) নিকট গেলাম। আমরা তাঁহার সাক্ষাতের জন্য তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তবে তাঁহার এবং আমাদের মধ্যে পর্দা ঝুলানো ছিল। তিনি বলিলেন, উবাইদ! এতদিন পর্যন্ত তোমার কোন খবর নাই, ব্যাপার কি ? উমাইর বলিল, সাক্ষাত কম করিলে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, এসব কথা থাক। এবার আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এমন একটি ঘটনা বলুন, যেইটি আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর মনে হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন।

রাসূল (সা)-এর প্রত্যেকটি কাজই ছিল অদ্ভুত। তবে একটি ঘটনা শোন! একদা রাত্রে তিনি আমার নিকট আসিলেন। আমরা শয্যায় গেলাম এবং একে অপরকে আলিংগন করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমাকে একটু অবকাশ দিবে কি ? আমি আমার প্রভুর ইবাদাত করিব। আমি বলিলাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সান্নিধ্য কামনা করি এবং আপনি মহান প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত করুন, তাহাও আমি চাই। অতঃপর তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন এবং হালকাভাবে অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ড বাহিয়া শ্মশ্রু সিক্ত করিতে লাগিল। এইভাবে সিজদায় গিয়াও তিনি ভীষণভাবে কাঁদিতে থাকেন। এমন কি তাহার অশ্রুধারায় মৃত্তিকা ভিজিয়া কর্দমাক্ত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি শুইয়া পড়েন এবং সেই অবস্থায় অঝোর ধারায় অনবরত কাঁদিতে থাকেন। এমন সময় বিলাল (রা) আসিয়া তাঁহাকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকেন। আয়েশা (রা) বলেন-বিলাল (রা) তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদিতেছেন কেন ? আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল পাপ মার্জনা করিয়াছেন। রাসূল (সা) বলিলেন, হে বিলাল! কেন কাঁদিব না ? কোন্ জিনিস আমাকে কাঁদিতে বারণ করিয়াছে ? আল্লাহ তা'আলা রাতে আমার উপর এই আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ অতঃপর তিনি বলেন, তাহাদের অকল্যাণ হউক যাহারা এই আয়াতটি পাঠ করিবে, অথচ এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করিবে না।

আবূ হাব্বাব আ'তা হইতে ধারাবাহিকভাবে জা'ফর ইব্ন আওফ কালবী ও আব্দ ইব্ন হুমাইদ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ হাব্বাব আ'তা বলেন ঃ

একদা আমি, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ও উবাইদ ইব্ন উমাইর হযরত আয়েশার (রা) নিকট গেলাম। তিনি তাহার কক্ষে আমাদের নিকট হইতে আড়ালে ছিলেন। আমরা তাহাকে সালাম দিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা কাহারা ? আমি বলিলাম এই হইল আবদুল্লাহ ইব্ন উমর আর এই হইল উবাইদ ইব্ন উমাইর। তিনি বলিলেন, হে উবাইদ ইব্ন উমাইর! এতদিন তুমি আস নাই কেন ? উবাইদ বলিলেন, মনীষীগণ বলিয়াছেন, কম সাক্ষাত করিলে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। তিনি বলিলেন, তবে আমরা তোমার ঘন ঘন সাক্ষাৎ অবশ্যই আশা করি। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন আচ্ছা, এখন থাক আপনাদের ব্যক্তিগত আলাপ। আমাদের আসার উদ্দেশ্য

হইল, আপনি আমাদিগকে রাসূলুল্লাহর (সা) এমন একটি ঘটনা শোনাইবেন যাহা আপনাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া আয়েশা (রা) কাঁদিয়া ফেলেন এবং বলেন, তাহার প্রত্যেকটি কাজই ছিল অদ্ভুত। একদা রাত্রে তিনি আমার নিকট আগমন করিয়া শয্যায় যান এবং আমরা পরস্পরকে আলিংগন করি। অতঃপর তিনি বলেন, হে আয়েশা! আমাকে অনুমতি দাও, আমি আমার প্রভুর ইবাদাত করিব। আয়েশা (রা) বলেন -আমি বলিলাম, আমি আপনার সান্নিধ্য একান্তই কামনা করি এবং ইহাও কামনা করি যে, আপনার ইচ্ছা পূরণ হউক। অতঃপর তিনি উঠিয়া মশক হইতে পানি নিয়া হালকাভাবে অযু করেন এবং নামাযে দাঁড়াইয়া কুরআন পাঠ করেন আর অঝোরে কাঁদিতে থাকেন। অশ্রুজলে তাহার শ্মশ্রু সিক্ত হইয়া গেল। ইহার পর তিনি বসিয়া আল্লাহর প্রশংসা করেন। আবার কাঁদিতে আরম্ভ করেন। এমন কি অশ্রুধারায় তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। ইহার পর তিনি ডান হাত মাথার নীচে রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করেন। তখন চোখের জলে মাটি ভিজিয়া গেল। এমন সময় বিলাল আসিয়া ফজরের নামাযের জন্য ডাক দেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হইয়াছে। বিলাল (রা) তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর, রাসূল। কেন কাঁদিতেছেন আপনি ? আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল পাপ মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে বিলাল! তবে কি আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না ? শোন, আজ রাতে اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ হইতে سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ পর্যন্ত একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। অবশেষে তিনি বলেন, তাহাদের প্রতি অভিশাপ, যাহারা ইহা পড়িবে, অথচ এই ব্যাপারে চিন্তা করিবে না।

আ'তা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইব্ন সুলায়মান, ইব্রাহীম ইব্ন সুয়াইদ নাখঈ, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া, উছমান ইব্ন আবূ শায়বা, ইমরান ইব্ন মূসা ইব্ন হাব্বান ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আতা (রা) বলেন ঃ একদা আমি ও উবাইদ ইব্ন উমাইর (রা) হযরত আয়েশার (রা) নিকট গমন করিলাম- এইভাবে পূর্বানুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শুজা ইব্ন আশরাস হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ এবং ইব্ন আবুদ্দুনিয়া স্বীয় কিতাব 'আত্তাফাককুরু ওয়াল ই'তিবার' গ্রন্থেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সাওরী হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাসান ইব্ন আবদুল আযীয বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আলে ইমরানের শেষের আয়াত কয়টি পড়িবে, অথচ এই ব্যাপারে চিন্তা করিবে না, তাহার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। উবাইদ ইব্ন সায়িব হইতে হাসান ইব্ন আবদুল আযীয বর্ণনা করেন যে, উবাইদ ইব্ন সায়িব বলেন ঃ

জনৈক ব্যক্তি আওযাঈকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করার অর্থ কি ? তিনি বলেন, এই ব্যাপারে চিন্তা করার অর্থ হইল, উহা পড়া ও বুঝা। আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান হইতে আলী ইব্ন আইয়াশ, কাসিম ইব্ন হাশিম ও ইব্ন আবুদ দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান (রা) বলেন ঃ আমি আওযাঈকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যাপারে চিন্তা করার ন্যূনতম স্তর কোন্টি এবং কে এই অভিশাপ হইতে বাঁচিতে পারিবে? উত্তরে তিনি বলেন, যাহারা উহা বুঝিয়া পড়ে।

একটি দুর্বল রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুকবিরী, মুযাহির ইব্ন আসলাম মাখযুমী, সুলায়মান ইব্ন মূসা যুহরী, হিশাম ইব্ন আম্মার, আহমাদ ইব্ন আমর, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন যায়িদ ইহসাক ইব্ন ইব্রাহীম বাস্তী, আবদুর রহমান ইব্ন বাশীর ইব্ন নুসাইর ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যহ রাত্রে সূরা আলে ইমরানের শেষের আয়াত দশটি পড়িতেন । এই হাদীসটির সনদের মধ্যে মাযাহির ইব্ন আসলাম দুর্বল বলিয়া সাব্যস্ত।

(١٩٥) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

১৯৫. "অনন্তর তাহাদের প্রভু তাহাদের জবাবে বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের নর কিংবা নারী কোন নেককারের নেক কাজ নষ্ট করি না। তোমরা পরস্পর সম্পূরক। অতঃপর যাহারা হিজরত করিয়াছে ও নিজ এলাকা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এবং আমার পথে দুঃখ-কষ্টের শিকার হইয়াছে, লড়িয়াছে ও মরিয়াছে, তাহাদের পাপ অবশ্যই আমি মাফ করিব এবং তাহাদিগকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাইব যাহার নিম্নদেশে ঝর্ণা প্রবহমান। এই পুরস্কার আল্লাহর তরফের। আর আল্লাহর কাছেই উত্তম পুরস্কার রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ অতঃপর তাহাদের পালনকর্তা তাহাদের দু'আ কবুল করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের পালনকর্তা তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন ঃ যথা কবি বলিয়াছন।

يامن يجيب الى الندا * فلم يستجبه عند ذاك مجيب

"হে আহবানকারীর আহবানে সাড়াদানকারী! কিভাবে জবাবদাতা প্রার্থনার জবাব না দিয়ে থাকিতে পারেন ?"

উম্মে সালমার বংশের জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ও সাঈদ ইব্ন মানসুর বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমার (রা) বংশের জনৈক ব্যক্তি বলেনঃ উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের হিজরতের ব্যাপারে কিছু বলেন নাই কেন ? অতঃপর তাহার এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى

'অতঃপর তাহাদের পালনকর্তা তাহাদের দু'আ কবুল করিয়া নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রীলোক।'

আনসারগণ বলিয়াছেন যে, সেই মহিলাই (উম্মে সালমা) সর্বপ্রথম হিজরত করিয়া আমাদের নিকট আসেন। সুফিয়ান ইব্ন উআইনার সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা

বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি বুখারীর দৃষ্টিতেও সহীহ, কিন্তু তিনি ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

উম্মে সালমা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উম্মে সালমা (রা) বলিয়াছেন ঃ সর্বশেষে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ الخ

ইব্ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই আয়াতটির ভাবার্থ হইল, সত্যিকার বুদ্ধিমান ঈমানদারগণ পূর্ববর্তী আয়াতে যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রার্থনা কবুল করিয়াছেন। তাই তিনি আয়াতটি দ্বারা শুরু করিয়াছেন। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যখানে বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ হে নবী ! আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহাদিগকে বলিয়া দাও, আমি নিকটেই আছি। যখন কোন আহবানকারী আমাকে আহবান করে তখন অবশ্যই তাহার আহবানে আমি সাড়া দিয়া থাকি, সুতরাং তাহাদের উচিত আমার আহবানে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তাহা হইলে ইহার ফলে হয়ত তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করিব না তাহা সে পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রীলোক। এখানে বান্দাদের প্রার্থনার জবাব দিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম বিনষ্ট করিবেন না। বরং স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহাদের পুণ্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে। আর بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ তোমরা পরস্পর এক। অর্থাৎ পুণ্যের বেলায় সকলে সমান। অতঃপর فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا যাহারা হিজরত করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা ভাইবোন, ক্ষেত-খামার ও আবাল্য বন্ধু-বান্ধবদেরকে ত্যাগ করিয়া কাফিরদের আবাসস্থল হইতে মুমিনদের আবাসস্থলে আসিয়াছে। এবং وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ তাহাদিগকে নিজেদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা মুশরিকদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ঈমানের তাগিদে মাতৃভূমি ত্যাগ করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হইয়াছে আমার পথে। অর্থাৎ তাহারা মানুষের সংগে দুর্ব্যবহার করে নাই। তবে তাহাদের অপরাধ এতটুকুই যে, তাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছিল ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়ছিল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

অর্থাৎ রাসূলকে এবং তোমাদিগকে তাহারা এই জন্যই বাহির করিয়া দিযাছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ। অন্যখানে বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

অর্থাৎ তাহারা তোমাদের সহিত এই কারণেই শত্রুতা করিয়াছে যে, তোমরা মহাপ্রশংসিত ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا অর্থাৎ যাহারা লড়াই করিয়াছে এবং মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ইহা হইল উঁচু পদমর্যাদা যে, তাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়া মুখমণ্ডল মৃত্তিকাযুক্ত ও রক্তস্নাত করিয়াছে এবং তাহাদের আরোহণের জন্তু আহত ও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যদি আল্লাহর পথে ধৈর্য ও সৎ নিয়্যতের সাথে অগ্রে থাকিয়া জিহাদ করি, তবে কি আল্লাাহ আমার পাপ মার্জনা করিয়া দিবেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিয়াছ ? লোকটি আবার তাহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হাঁ। তবে জিব্‌রাঈল আমাকে এখন বলিয়া গেলেন যে, ঋণ ব্যতীত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অবশ্যই আমি তাহাদের উপর হইতে অকল্যাণ অপসারিত করিব এবং তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইব এমন জান্নাতে যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। অর্থাৎ তাহাদিগকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইব যাহার তলদেশ দিয়া দুধ, মধু, শরাব ও স্বচ্ছ পানীয় ইত্যাদির প্রস্রবণধারা সমূহ কুলকুল রব করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ইহা ব্যতীত আরো বহু নিয়ামাত রহিয়াছে যাহা তাহারা চোখে দেখে নাই, কানে শুনে নাই এবং কোন ব্যক্তি উহার কল্পনাও করে নাই।

ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ এই হইল বিনিময় আল্লাহর পক্ষ হইতে, যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি অতি মহান ও অসীম দয়ালু। তাই তাহার দানও বিরাট ও অকল্পনীয়। যথা কবি বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يُعَذِّبُ يَكُنْ غَرَامًا وَاَنْ يَعْ + ط جزيلا فانه لايبلى

অর্থাৎ তিনি যদি শাস্তি দেন তবে তাহা হইবে ভয়াভহ ধ্বংসকারী। আর তিনি যদি পুরস্কার দেন তবে তাহাও হইবে অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য রকমের।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ -আর আল্লাহর নিকট রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। যে সৎকাজ সম্পাদন করিবে তাহার জন্য রহিয়াছে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান।

জারীর ইব্‌ন উছমান হইতে ধারাবাহিকভাবে ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম, দুহায়েম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন যে, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে অস্থির হইও না। কেননা ইহা মু'মিনের জন্য শোভনীয় নহে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যদি তোমাদের প্রতি কোন কামনার বস্তু বা বিষয় আরোপ করা হয়, তখন তাহার প্রশংসা কর এবং যদি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত

বিষয় আপতিত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ কর এবং তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা তাহার নিকট রহিয়াছে উত্তম প্রতিদান।

(١٩٦) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ۝

(١٩٧) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

(١٩٨) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ۝

**১৯৬. "শহরে-বন্দরে কাফিরদের চাকচিক্য দেখিয়া প্রতারিত হইও না।"**

**১৯৭. "নগণ্য সম্পদ মাত্র; অতঃপর তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর বড়ই নিকৃষ্ট সেই নিবাস।"**

**১৯৮. "কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে সেই জান্নাত, যাহার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। সেখানে তাহারা স্থায়ীভাবে থাকিবে। উহা আল্লাহর তরফের ব্যবস্থা;নেককারের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম জিনিস রহিয়াছে।"**

**তাফসীর ঃ** আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তোমরা কাফিরদের বিলাসী জীবন, আনন্দ-উৎসব, সুখ -সম্ভোগ ও আড়ম্বরতার প্রতি লক্ষ্য করিও না। কেননা অনতিবিলম্বে এই সব ধ্বংস ও বিলীন হইয়া যাইবে। শুধু তাহাদের দুষ্কর্মসমূহ শাস্তির অপেক্ষায় অবশিষ্ট রাখা হইবে। পার্থিব এই সুখ-সম্ভোগ পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য তুচ্ছ। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

'ইহা হইল মাত্র কয়েক দিনের আনন্দ উপভোগ। ইহার পরে তাহাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম। আর উহা হইল নিকৃষ্টতম স্থান। অন্যখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلاَدِ

'আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ব্যাপারে শুধুমাত্র কাফিররাই ঝগড়া করিয়া থাকে। সুতরাং শহর ও নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ. مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ.

'নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহাদের কল্যাণ নাই। তাহাদের জন্য দুনিয়ার এই কয়টি দিনই মাত্র উপভোগ্য। অতঃপর তাহাদিগকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কুফরীর প্রতিশোধ রূপে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব। অপর এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيْظٍ

'আমি তাহাদিগকে স্বল্প কয়েক দিন ফায়দা পৌঁছাইব। অতঃপর তাহাদিগকে নিকৃষ্টতম শাস্তির মাঝে নিক্ষেপ করিব'। অপর একস্থানে বলিয়াছন ঃ فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

অর্থাৎ আল্লাহ কাফিরদিগকে স্বল্প কালীন অবকাশ দিয়া থাকেন বটে। আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

اَفَمَنْ وَّعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উত্তম অংগীকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার আরাম উপভোগ করিয়াছে এবং কিয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হইবে, এই দুই ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে ? ইহা দ্বারা কাফিরদের পার্থিব সুখভোগের অস্থায়িত্বের কথা বলার সাথে সাথে তাহাদের আখিরাতের করুণ শাস্তির কথাও বলা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِّنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلاَبْرَارِ

'কিন্তু যাহারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার তলদেশে প্রবাহিত রহিয়াছে প্রস্রবণ। তাহাদের সর্বক্ষণ আপ্যায়ন চলিতে থাকিবে। আর যাহা কিছু আল্লাহর নিকট রহিয়াছে তাহা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম।'

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহারিব ইব্‌ন দিছার, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ওলীদ রসাফী, ইয়াহয়া, সাঈদ, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, আবূ তাহির, সহল ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আহমাদ ইব্‌ন নযর ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, তাহাদিগকে 'আবরার' বলার কারণ হইল, তাহারা পিতা মাতা ও সন্তানদের সহিত সদ্ব্যবহার করে—যেমন তোমার উপর তোমার পিতা মাতার অধিকার রহিয়াছে, তদ্রূপ তোমার উপর তোমার সন্তান-সন্ততিদেরও অধিকার রহিয়াছে। ইব্‌ন মারদুবিয়া এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরের সনদে মারফূ সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহারিব ইব্‌ন দিছার, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওলীদ রসাফী, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, আহমাদ ইব্‌ন জিনাব, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর বলিয়াছেন ঃ

তাহাদিগকে اَبْرَارٌ বা পুণ্যবান বলার কারণ হইল, তাহারা পিতামাতা ও সন্তানদের সহিত সদ্ব্যহার করে। যেমন, তোমার উপর তোমার পিতা-মাতার হক রহিয়াছে, তেমনি তোমার সন্তান-সন্ততিদেরও তোমার উপর হক রহিয়াছে। এই হাদীসটি উপরেরটির অনুরূপ। আল্লাহই ভালো জানেন।

জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম দাস্তওয়ারী, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান (اَبْرَارٌ) যে কাহাকেও কষ্ট দেয় না।

আসওয়াদ হইতে ধারাবাহিকভাবে খুযাইমা, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, আহমাদ ইব্ন সিনান ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আসওয়াদ বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, পাপী ও পরহেযগার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই মৃত্যু উত্তম। কারণ সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তির আল্লাহর নিকট রহিয়াছে উত্তম সঞ্চয় আর পাপাচারীর জীবন দীর্ঘ পাপ বৃদ্ধি পাওয়া হইতে মৃত্যুই শ্রেয় ও কল্যাণকর। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ আর যাহা কিছু আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে, তাহা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম। আ'মাশ হইতে ঊর্ধ্বতন সূত্রে ধারাবাহিকভাবে সাওরী ও আবদুর রাযযাকও ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। হাসান বসরী প্রসঙ্গত এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছিলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

'আমি তাহাদিগকে যে অবকাশ দিয়াছি তাহা যে উত্তম এই ধারণা যেন কাফিররা না করে। অবশ্য আমি তাহাদিগকে এই জন্য অবকাশ দিয়াছি, যেন তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। ইহার পরিণামে তাহাদের জন্য রহিয়াছে অপমানজনক শাস্তি।'

লোকমান হইতে ধারাবাহিকভাবে নূহ ইব্ন ফুযালা, ইব্ন আবূ জাফর, ইসহাক, মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, লোকমান (র) বলেন ঃ আবূ দারদা (রা) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য মৃত্যু শ্রেয়। আর প্রত্যেক কাফিরের জন্যও মৃত্যু শ্রেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ আর আল্লাহর নিকট যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

'আমি কাফিরদিগকে যে অবকাশ দিয়াছি তাহা যে তাহাদের জন্য উত্তম এই ধারণা যেন তাহারা না করে। আমি তাহাদিগকে এইজন্য অবকাশ দিয়াছি যেন তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। ইহার পরিণামে তাহাদের জন্য রহিয়াছে অপমানজনক শাস্তি।'

(١٩٩) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

(٢٠٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১৯৯. 'আর আহলে কিতাবগণের ভিতর এমন লোকও আছে, যাহারা আল্লাহর উপর এবং তোমাদের ও তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের উপর ঈমান রাখে, আল্লাহকে ভয় করে আর আল্লাহর বাণী স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না। তাহাদের জন্যে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

**২০০. হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধর, দৃঢ়তা অবলম্বন কর ও লাগিয়া থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, হয়ত তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।'**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বিশ্ব মানবতাকে অবহিত করিতেছেন যাহারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান আনিয়াছিল, ঈমান আনিয়াছিল নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি নাযিলকৃত প্রতিটি বিষয় ও আয়াতের প্রতি এবং ইহার সাথে সাথে তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতিও ছিল পূর্ণ আস্থাশীল। আর তাহারা আল্লাহকে ভয় করিত। অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাহারা আল্লাহর নীতি-নির্দেশের অনুসরণ করিত এবং তাহারা স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর বাণীকে বিক্রি করিত না। অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তী কিতাবে মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী, প্রশংসা ও তাহার আবির্ভাবের আলামত ও উম্মতগণের পরিচয় সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছিল তাহারা তাহা গোপন করে নাই। তাহারাই হইল আহলে কিতাবদের মধ্যে সর্বোত্তম দল–তাহারা ইয়াহুদী হউক বা খ্রিস্টান হউক। এইরূপ লোকগণ আল্লাহ্র নিকট পুণ্য প্রাপ্ত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা কাসাসে বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِه هُمْ بِه يُؤْمِنُوْنَ. وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِه اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِه مُسْلِمِيْنَ. اُوْلٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا–

অর্থাৎ 'যাহাদিগকে আমি ইহার পূর্বে কিতাব দান করিয়াছিলাম তাহারা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। আর এখনও কিতাব যখন তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তাহারা স্পষ্টভাবে বলে– আমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছি। ইহা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য কিতাব। বস্তুত আমরা তো প্রথম হইতেই ইহা মান্য করিতাম। আর উহাদিগকে সবরের কারণে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِه اُوْلٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِه

অর্থাৎ যাহাদের আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি এবং যাহারা তাহা সঠিকভাবে পাঠ করে তাহারা তৎক্ষণাৎ ইহার উপর ঈমান আনিয়া থাকে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُوْنَ

'আর মূসার কওমের মধ্যেও একটি দল সত্যের প্রতি আহ্বান জানায় এবং ন্যায় বিচার সম্পাদন করে।'

অপর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَيْسُوْا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের সবাই সমান নয়। তাহাদের একটি দল রাতে নামাযে দাঁড়াইয়া আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং মস্তক অবনত করিয়া সিজদা করে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْلَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا. وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا.

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি বল, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ঈমান আনয়ন কর আর নাই কর, ইহার পূর্ব হইতে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে, যখন তাহাদের নিকট কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাহারা কপাল ঠেকাইয়া সিজদায় লুটিয়া পড়ে আর বলে, আমাদের প্রভু পবিত্রতম এবং তাঁহার ওয়াদা অবশ্যই সত্য। ইহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সিজদায় লুটাইয়া পড়ে আর তাহাদের বিনয় বৃদ্ধি পায়।

ইয়াহুদীদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া যায় বটে, তবে খুবই কম। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ও তাঁহার মত আরও কয়েকজন ইয়াহুদী আলিম। তাহাদের সংখ্যা দশের কম। তবে খ্রিস্টানদের অধিকাংশই হেদায়েতের পথে আসিয়াছিল এবং সত্যের অনুসারী হইয়াছিল। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যখানে বলিয়াছেন ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى.

অর্থাৎ তুমি ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মু'মিনদের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী পাইবে। আর তাহাদের প্রতি ভালবাসা স্থাপনকারী হিসাবে পাইবে সেই সকল লোকদেরকে, যাহারা বলে আমরা নাসারা।

ইহার পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا তাহাদের এইরূপ বলার বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদিগকে এমন জান্নাত দিবেন যাহার তলদেশ দিয়া প্রস্রবণ ধারা প্রবাহিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে প্রতিদান।

হাদীসে আসিয়াছে যে, যখন জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং তাহার সভাসদবর্গের সম্মুখে সূরা মরিয়াম বা 'কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ' পাঠ করেন, তখন তিনি কান্নায় ভাংগিয়া পড়েন এবং তাহার সাথে সাথে উপস্থিত সকলে কাঁদিয়া অশ্রুধারায় শ্মশ্রু সিক্ত করেন।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে ডাকিয়া বলেন, 'তোমাদের আবিসিনিয়ার ভাই (নাজ্জাশী) ইন্তেকাল করিয়াছেন। আস, সকলে তাহার জানাযা নামায পড়ি। অতঃপর তিনি মাঠে গিয়া সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া তাহার জানাযা নামায আদায় করেন।

আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সনদে হাফিজ আবু বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক বলেন ঃ

নাজ্জাশীর ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের ভাইর (নাজ্জাশী) মাগফিরাতের জন্য দু'আ কর। তখন কতক লোকে বলিয়াছিল যে, আমাদেরকে সেই খ্রিস্টানের জন্য দু'আ করিতে বলা হইতেছে, যে লোক আবিসিনিয়ায় মারা গিয়াছে। কতক লোকের এই ধরনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ আর আহ্‌লে কিতাবদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর এবং যাহা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যাহা কিছু তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে সেইগুলির উপর ঈমান আনে আর আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে। নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ছাবিত, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, ইব্‌ন আবূ হাতিম ও আব্দ ইব্‌ন হামীদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য একটি সূত্রে আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে হুমাইদের সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়াও উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, কাতাদা ও আবূ বকর হাযলীর সনদে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, জাবীর (রা) বলেন ঃ

নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের ভাই 'আসহামাহ' মারা গিয়াছে। অতঃপর রাসূল (সা) বাহির হইয়া সেভাবেই জানাযার নামায আদায় করেন যেভাবে মুর্দাকে সামনে নিয়া চার তাকবীরের সহিত জানাযা পড়া হয়। এই ব্যাপারে মুনাফিকরা এই বলিয়া প্রতিবাদ করে যে, সেই সুদূর আবিসিনিয়ার মৃত কাফির ব্যক্তির জানাযা পড়া হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেহ কেহ এমন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, সালমা ইব্‌ন ফযল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর রাযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর আমরা শুনিতে পাই যে, তাহার কবরের উপর আলো দেখা গিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে আমের ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর, মাসআব ইব্‌ন ছাবিত, ইব্‌ন মুবারক, আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন শাকীক, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আলী গাযাল, আবুল আব্বাস সাইরাবী ও হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ আল হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) বলেন ঃ

নাজ্জাশীর একদল শত্রু তাহার সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং আক্রমণ চালায়। তখন মুসলিম মুজাহিদরা তাহার নিকট আসিয়া বলে যে, আমরা আপনাদের সঙ্গে শত্রুদের দমন অভিযানে শরীক হইতে চাই। ইহা দ্বারা আপনি আমাদের বাহুবল দেখিয়া নিবেন এবং সাথে সাথে আপনার অপরিসীম ঋণেরও কিছুটা বদলা হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে নাজ্জাশী বলেন, মানুষের সাহায্য নিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার চাইতে আল্লাহর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তাই

উত্তম। অতঃপর এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ এই হাদীসটির সনদ সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বলেন ঃ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ইহার দ্বারা আহলে কিতাবদের মুসলমানদিগকে বুঝান হইয়াছে। ইবাদ ইব্ন মানসুর বলেন ঃ আমি হাসান বসরীকে وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহার দ্বারা সেই সকল আহলে কিতাবদিগকে বুঝান হইয়াছে যাহারা মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাবের পূর্ব হইতে কোন ধর্মের অনুসরণ করিত, পরবর্তীতে তাহারা ইসলামের প্রকাশ ঘটিলে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সকল লোকদিগকে দ্বিগুণ ছাওয়াব দেওয়া হইবে। কেননা তাহারা পূর্বেও সঠিক ধর্মের উপর ছিল এবং পরবর্তীতেও গোঁড়ামি না করিয়া সঠিক ধর্মের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মূসা হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার হইল আহলে কিতাবের সেই ব্যক্তিরা যাহারা তাহাদের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং আমাকেও নবীরূপে বিশ্বাস করিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَايَشْتَرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً যাহারা স্বল্প মূল্যের বিনিময় আল্লাহর আয়াতসমূহকে বিক্রি করে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের মাধ্যমে যে সকল ইলম তাহাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল তাহা তাহারা গোপন করিয়া রাখে নাই। যেমন তাহাদের মধ্যকার একদল ইতর শ্রেণীর লোকের অভ্যাসই ছিল সত্যকে গোপন করা। বরং এই লোকগণ তাহাদের নিকট সংরক্ষিত ইলমসমূহ অত্যধিক পরিমাণে প্রচার করিত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ তাহারাই সেই লোক যাহাদের জন্য পারিশ্রমিক রহিয়াছে তাহাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকাইয়া দিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ سَرِيْعُ الْحِسَابِ মানে سَرِيْعُ الْاِحْصَاءِ অর্থাৎ দ্রুত গণনাকারী। ইব্ন আবূ হাতিম প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহা দ্বারা সেই দীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দেয়া হইয়াছে, যে দীনকে আল্লাহ মনোনীত করিয়াছেন। উহা হইল ইসলাম। যদি তোমাদের উপর কঠিন বিপদ ও দুঃখকষ্ট আরোপিত হয় কিংবা সুখ-শান্তির সময় উপস্থিত হয়, কোন অবস্থাতেই মহামূল্যবান দীনকে পরিত্যাগ করিবে না। এমন কি কঠিন বিপদের মুকাবিলা করিয়া ইহার উপর যদি জীবন উৎসর্গও করিতে হয় তবুও নয়। পরন্তু সেই সকল মুনাফিকদের বেলায় ধৈর্য ধারণ কর যাহারা স্বীয় ধর্মকে গোপন করিয়া রাখে। পূর্ববর্তী বহু আলিম মনীষীও এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'মুরাবিতা' অর্থ ইবাদাতগাহকে প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত করা।

কেহ বলিয়াছেন যে, মুরাবাতা অর্থ এক ওয়াক্ত নামায শেষ হইলে আর এক ওয়াক্তের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করা। ইহা হইল ইব্‌ন আব্বাস (রা), সহল ইব্‌ন হানীফ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব করযী প্রমুখের উক্তি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা ধারাবাহিকভাবে হারাকার গোলাম ইয়াকুবের পিতা, ইয়াকুব, আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান ও মালিকের সনদে নাসায়ী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন 'আমি তোমাদিগকে এমন কাজের সন্ধান দিব কি, যাহা করিলে আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচন করেন এবং দর্জা বুলুন্দ করিয়া দেন ? উহা হইল, বিপদের সময় যথাযথভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে ঘন পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া এবং এক নামায শেষ হইলে আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষায় অধীর থাকা। ইহাই হইল তোমাদের 'রিবাত', ইহাই হইল তোমাদের 'রিবাত', ইহাই হইল তোমাদের 'রিবাত'।

আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইব্‌ন আবূ কারীমা, আবূ হুযাইফা, আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ কুফী, মূসা ইব্‌ন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন ঃ 'একদা আবূ হুরায়রা (রা) আমার নিকট গমন করেন এবং আমাকে বলেন-হে ভ্রাতুষ্পুত্র يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا। এই আয়াতটি কোন্ উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তুমি জান কি? আমি বলিলাম, না। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, শত্রুদের মুকাবিলায় দৃঢ় থাকার জন্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন সেই যুদ্ধ তখন ছিল না। অতএব এই আয়াতটি সেই সকল লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয় যাহারা মসজিদকে আবাদ রাখিত ও যথাসময়ে নামায আদায় করিত এবং আল্লাহর যিকির-আয্‌কার করিত। আল্লাহ তা'আলা এই সকল লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন اصْبِرُوْا। অর্থাৎ যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর আর وَصَابِرُوْا। প্রবৃত্তি ও কামাগ্নিকে দমাইয়া রাখ এবং وَرَابِطُوْا। মসজিদের দিকে গমন কর। অতঃপর وَاتَّقُوا اللّٰهَ। আল্লাহকে ভয় কর এবং لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ তবে হয়তো তোমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইবে।' আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, দাউদ ইব্‌ন সালিহ, মাসআব ইব্‌ন ছাবিত ও সাঈদ ইব্‌ন মানসুরের সূত্রে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাহবীল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ মুকবিরীর দাদা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ মুকবিরী, ইব্‌ন ফুযাইল, আবূ সায়িব ও ইব্‌ন জাবির বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি কথা বলিব না, যদ্দারা আল্লাহ তোমাদের পাপ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন ? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলিলেন, বিপদে ও কঠিন সময়ে যথাযথভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে ঘন ঘন যাওয়া এবং এক ওয়াক্ত নামায শেষ হইলে অপর ওয়াক্তের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষায় থাকা, ইহাই হইল তোমাদের জন্য 'রিবাত'।

আবূ আইয়ুব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, আল ওয়াযি' ইব্‌ন নাফে, উছমান ইব্‌ন আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন গালিব ইন্তাকী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ

ইব্ন সালাম বারনুছী, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ুব (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট তাশরীফ আনেন এবং আমাদিগকে বলেন, তোমাদিগকে এমন একটি কথা বলিব কি, যদ্দারা পাপ মাফ হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলিলেন, বিপদে ও সংকটাবস্থায় ভাল করিয়া অযু করা, মসজিদে বেশি বেশি গমন করা এবং এক ওয়াক্ত নামায শেষ হইলে অপর ওয়াক্তের জন্য অপেক্ষায় থাকা। অতঃপর বলিলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এই আয়াতের ভাবার্থ হইল উহা। অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে মসজিদে অবস্থান করা। তবে এই সূত্রে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

দাউদ ইব্ন সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসআব ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক বর্ণনা করেন যে, দাউদ ইবন সালিহ বলিয়াছেন ঃ

'আমাকে আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান বলেন যে, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি জান কি اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا এই আয়াতটি কোন্ উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ় থাকার জন্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন সেই যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রথম যুগে ছিল না। তাই এক ওয়াক্ত নামায শেষ হইলে অপর ওয়াক্ত নামাযের জন্য মনোযোগের সহিত অপেক্ষা করার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। তবে পূর্ব বর্ণিত আবূ হুরায়রার রিওয়ায়েতটি তাহার ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া খ্যাত।

কেহ বলিয়াছেন ঃ المرابطة। এর অর্থ হইল শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা এবং ইসলামের শত্রুদিগকে মুসলমানদের শহরে প্রবেশ করা হইতে বাধা দেওয়া। এই বিষয়ে উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদানকারী বহু হাদীস রহিয়াছে। আর এই কাজের জন্যে বহু পুণ্যেরও সুসংবাদ রহিয়াছে।

সহল ইব্ন সা'আদ আস্ সাঈদীর সূত্রে বুখারী (র) স্বীয় বুখারী শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহর পথে একদিন যুদ্ধ করা বা একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম।

হাদীস ঃ সালমান ফারসীর (রা) সূত্রে মুসলিম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, একটি রাত ও একটি দিবস সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা একমাস রোযা রাখা এবং নামায পড়া হইতে উত্তম। অতঃপর যদি সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে দুনিয়ায় যে সমস্ত সৎকাজ সে করিত তাহার ছাওয়াব সব সময় জারী থাকিবে ও তাহার রিযিক জারী থাকিবে এবং সে কবরের সওয়াল জওয়াব হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

হাদীস ঃ ফুযালা ইব্ন উবাইদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন মালিক হায়ানী, আবূ হানী খাওলানী, হায়াত ইব্ন শুরাইহ, ইব্ন মুবারাক, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ফুযালা ইব্ন উবাইদ (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র সেই ব্যক্তির আমল জারী থাকে, যে ব্যক্তি

সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত থাকার সময় মৃত্যুবরণ করে। তাহার আমল কিয়ামত অবধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে কবরের সওয়াল জবারের ফিতনা হইতে রেহাই পায়। আবূ হানী খাওলানীর সনদে তিরমিযী এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (রা) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের। ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ উকবা ইব্ন আমের হইতে ধারাবাহিকভাবে মাশরাহ ইব্ন আহান, আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআ এবং একযোগে আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ, আবূ সাঈদ, হাসান ইব্ন মূসা এবং ইয়াহয়া ইব্ন ইসহাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমের বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সীমান্ত প্রহরাবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর আমল পুনরুত্থান পর্যন্ত জারী থাকে এবং সে কবরের প্রশ্ন-উত্তর হইতে রেহাই পাইবে। আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ ওরফে মুকবিরীর সূত্রে হারিছ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল হামাদ স্বীয় মুসনাদের (حتى يبعث) পুনরুত্থান পর্যন্ত তাহার আমল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে—এই পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে (الفتان) অর্থাৎ কবরের সওয়াল-জবারের ফিতনা হইতে মুক্তি পাবার কোন উল্লেখ নাই।

**হাদীস** ঃ আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে মা'বাদ, যুহরা ইব্ন সামাদ, লাইছি, আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন মাজা স্বীয় সুনানে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহার পুণ্যসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাহার রিযিক জারী থাকিবে। পরন্তু সে কবরের প্রশ্ন-উত্তরের ফিতনা হইতে মুক্তি পাইবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিশেষ নিরাপত্তাধীনে উত্থিত করিবেন।

অন্য একটি সূত্রে আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন ওয়ার্দান, ইব্ন লাহীআ, মূসা ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, সে কবরের কঠিন প্রশ্ন-উত্তর হইতে মুক্তি পাইবে, কিয়ামতের ভয়াবহতা হইতে তাহাকে নিরাপদ রাখা হইবে, বেহেশত হইতে সকাল-সন্ধ্যায় তাহাকে খাদ্য দেওয়া হইবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সৎকাজগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

**হাদীস** ঃ একটি মারফূ হাদীসে উম্মুদ্দারদা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হালহালা দুয়েলী, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, ইসহাক ইব্ন ঈসা ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উম্মুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিন সীমান্ত প্রহরায় থাকিবে, তাহাকে পূর্ণ বছর সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত থাকার পুণ্য দেওয়া হইবে।

**হাদীস** ঃ মাসআব ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে কাহমাস, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মাসআব ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর বলেন ঃ

একদা উছমান (রা) মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন, আমি তোমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদীস বলার ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা ইহার আগ পর্যন্ত বিশেষ চিন্তা করিয়া তোমাদিগকে বলা হইতে বিরত ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, একটি রাত্রি আল্লাহর পথে প্রহরায় থাকা এমন হাজার রাত হইতে উত্তম, যেই রাতগুলিতে দাঁড়াইয়া ইবাদত করা হয় এবং উহার দিনগুলিতে রোযা রাখা হয়। উছমান হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসআব ইব্ন ছাবিত, কাহমাস, রূহ এবং আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উছমান (রা) হইতে অন্য আর একটি সূত্রে উছমান ইব্ন আফফানের (রা) গোলাম আবূ সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আকিল যুহরা ইব্ন মা'বাদ, লাইছ ইব্ন সাআদ, হিশাম ইব্ন আব্দুল মালিক, হাসান ইব্ন আলী খালাল ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন ঃ আমি উছমানের (রা) নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি মিম্বারের উপর বসিয়া বলিতেছিলেন, আমি একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছিলাম। কিন্তু উহা বলিলে তোমরা হয়ত আমার নিকট হইতে (মদীনা হইতে) পালাইয়া (সীমান্তে) চলিয়া যাইবে– এই আশংকায় এতদিন উহা তোমাদিগকে বলি নাই। তবে উহা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে তোমাদের স্বাধীনতা রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছিলেন, সীমান্তের যে কোন প্রান্তে একটি দিন প্রহরায় নিয়োজিত থাকা এক হাজার রাত ও দিন ইবাদতে ব্যয় করা হইতেও উত্তম।

তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই সূত্রে হাদীসটি হাসান। মূলত হাদীসটি দুর্বল। বুখারী (র) বলেন ঃ উছমান (রা)-এর গোলাম আবূ সালিহর প্রকৃত নাম হইল বারকান। কেহ বলিয়াছেন, তাহার নাম হইল হারিছ। আল্লাহই ভাল জানেন।

লাইছ ইব্ন সাআদ এবং আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআর সনদে ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন! তবে আব্দুল্লাহ ইব্ন লাহীআর বর্ণনায় এইটুকু বেশি রহিয়াছে–'অতঃপর উছমান (রা) বলিলেন, যাহা হউক, এইবার বল আমি কি হাদীসটি তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি ? সকলে বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।'

**হাদীস ঃ** মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, ইব্ন আবূ উমর ও আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির (র) বলেন ঃ 'একদা সালমান ফারসী (রা) শুরাহবীল ইব্ন সিমত (রা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ও তাঁহার সংগীরা বহুদিন পর্যন্ত সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের মানসিকতা বুঝিয়া তাহাকে বলিলেন, হে ইব্ন সিমত! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম। তুমি উহা শুনিবে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, বলুন। সালমান ফারসী (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন-এক রাত্রি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা এক মাসের রোযা ও নামায হইতে উত্তম। অতঃপর যদি সে সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে কবরের সওয়াল-জবাবের আপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং তাহার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।' একমাত্র তিরমিযী এই সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হাদীসটি উত্তম পর্যায়ের। তবে অন্যান্য সংকলনে আরও বাড়াইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে উহার সনদসমূহ মুত্তাসিল নহে। কারণ, ইব্ন মুনকাদিরের রিওয়ায়েতে সালমাকে অনুল্লেখ রাখা হইয়াছে।

**আমার অভিমত এই ঃ** ইহা স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনকাদির শুরাহবীল ইব্‌ন সিমতের নিকট শুনিয়াছেন। তেমনি মুসলিম ও নাসায়ী মাকহুল ও আবূ উবায়দা ইব্‌ন উকবার সনদে রিওয়ায়েত করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে শুরাহবীল ইব্‌ন সিমত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সিমত সালমান ফারসীর সাহচর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এই সূত্রেই রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'একদিন একরাত্রি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা একমাস রোযা রাখা ও নামায পড়া হইতে উত্তম। আর যদি সে সেই অবস্থায় মারা যায় তবে তাহার আমল জারী রাখা হইবে এবং উহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাহার রিযিকও জারী থাকিবে এবং তাহাকে কবর আযাব হইতে মুক্ত রাখা হইবে।' পূর্বে কেবল মুসলিমের রিওয়ায়েতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

**হাদীস ঃ** উবাই ইব্‌ন কাআব হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকহুল, আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর, আমর ইব্‌ন সাবীহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়ালা সালিমী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সামুরা ও ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কাআব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মুসলমানদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে এক রাত্রি কিংবা একটি দিন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা রমযান মাস ব্যতীত সাধারণে এক বৎসর রোযা রাখা ও নামায পড়া হইতে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় এবং পুণ্যের দিক দিয়াও অনেক বেশি উত্তম। আর যদি সেই ব্যক্তি এই কাজে নিহত না হইয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসে, তবুও তাহার আমলনামায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত পাপ লেখা নিষিদ্ধ ও পুণ্য লেখা অব্যাহত থাকিবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সীমান্ত প্রহরার ছাওয়াব সে পাইতে থাকিবে।' এই সূত্রে হাদীসটি কেবল দুর্বলই নয়, বরং বর্জনীয় বটে। কেননা, উমর ইব্‌ন সাবীহ একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি।

**হাদীস ঃ** আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আবূ তবীল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন শু'আইব ইব্‌ন শাবুর, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস রমলী ও ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, মুসলিম সৈন্যদের নিরাপত্তার জন্য কেহ যদি একটি রাত্রি প্রহরায় নিয়োজিত থাকে তবে সেই একটি রাত্রি নিজ পরিবারবর্গের সাথে থাকিয়া এক বৎসরের সিয়াম ও কিয়াম হইতে উত্তম। এমন কি যদি বছরের প্রত্যেক দিন এক হাজার দিনের সমানও হয়।' হাদীসটি দুর্বল এবং সাঈদ ইব্‌ন খালিদকে আবূ যারাআ প্রমুখ ইমাম দুর্বল দাবি করিয়াছেন। উকাইলী (র) বলিয়াছেন ঃ তাহার হাদীস গ্রহণযোগ্য নহে। ইব্‌ন হাব্বান (র) বলিয়াছেন ঃ তাহার হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া জায়েয নহে। হাকাম (র) বলিয়াছেন ঃ এই ব্যক্তি আনাসের সূত্রে বহু হাদীস জাল করিয়াছেন।

**হাদীস ঃ** উকবা ইব্‌ন আমের জুহানী হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ ও ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করেন যে, উক্‌বা ইব্‌ন আমের জুহানী (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, নিরাপত্তা প্রহরীকে আল্লাহ করুণা করুন।' এই সনদে ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) এবং উক্‌বা ইব্‌ন আমেরের মধ্যে ছেদ রহিয়াছে। আর উভয়ের মধ্যে সময়েরও বিস্তর তফাত রহিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

হাদীস ঃ সহল ইব্‌ন হানযালা হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলুলী, ইব্‌ন সালাম ওরফে মুআবিয়া, আবূ তাওবা ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, সহল ইব্‌ন হানযালা (রা) বলেন ঃ

'হুনাইনের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে গমন করি। মাগরিবের ওয়াক্ত হইয়া গেলে আমরা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে নামায আদায় করি। ইতিমধ্যে একজন অশ্বারোহী আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সম্মুখে বহু দূর পৌঁছিয়াছিলাম এবং অমুক অমুক পাহাড় দেখিতে পাইলাম। আর লক্ষ্য করিলাম যে, হাওয়াযিব নদের নিকট বহু মহিলা, শিশু ও বকরী রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ইন্‌শা আল্লাহ আগামী দিন সেই সকল তোমাদের গনীমাতরূপে গণ্য হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ বলিলেন, আজ রাতে পাহারায় থাকিবে কে ? আনাস ইব্‌ন আবূ সামাদ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি থাকিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যাও, সাওয়ারী নিয়া আস। অতঃপর তিনি ঘোড়ায় সাওয়ার হইয়া হাযির হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, ঐ ঘাটিতে চলিয়া যাও এবং উহার পর্বতের চূড়ায় আরোহণ কর। সাবধান! সকাল পর্যন্ত তাহাদের সহিত যেন তোমাদের অপ্রীতিকর কোন ঘটনা না ঘটে।

সকাল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া আসিয়া মুসাল্লার উপর দাঁড়াইয়া দুই রাকাআত নামায পড়েন। অতঃপর বলেন, তোমাদের অশ্বারোহী প্রহরীর কোন সাড়া পাও নি ? একজন বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! না, কোন সাড়াশব্দ পাইতেছি না। অতঃপর সারি বাঁধিয়া সকলে নামাযে দাঁড়াইয়া গেল। তখন রাসূল (সা) নামায পড়িতেছিলেন বটে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ছিল ঘাটির দিকে। এইভাবে নামায শেষ হইল। নামায শেষ করিতেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সুসংবাদ! তোমাদের অশ্বারোহী প্রহরী আসিতেছে। আমরাও ঝোপের মধ্য দিয়া উঁকি দিয়া দেখিতেছিলাম। ইতিমধ্যে সে নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি সেখানে গিয়া আপনার নির্দেশ মোতাবেক চূড়ায় অবস্থান করি এবং সেখানে রাত্রি যাপন করি। সকাল হইলে আমি তাহাদের অন্য ঘাটিগুলিরও খোঁজ-খবর নিই। কিন্তু উহাতে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, রাত্রে তুমি কি সেই স্থান হইতে নিচে অবতরণ করিয়াছিলে ? তিনি বলিলেন, না, শুধু নামায এবং পায়খানা পেশাবের প্রয়োজনে কখনও নামিয়াছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি নিজের জন্য বেহেশত ওয়াজিব করিয়া নিয়াছ। এখন তোমার আর কোন আমল না করিলেও চলিবে।' রবী'আ ইব্‌ন নাফে' ওরফে আবূ তাওবা হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর হারানীর সূত্রে নাসায়ীও বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আমের বাজিনী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন শামীর বাঈনী, আবদুর রহমান ইব্‌ন শুরাইহ, যায়িদ ইব্‌ন হাব্বাব ও ইমাম আহমাদ (র) বলেন ঃ

অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ আলী হানাফী বলেন, আমি আবূ রাইহানার নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন-আমরা কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ের উপর আমরা অবস্থান নিয়াছিলাম, অত্যন্ত শীত পড়িতেছিল। শীতের প্রকোপে কেহ কেহ পরিখা খনন করিয়া উহার মধ্যে স্থান নিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)

সকলকে ডাকিয়া বলেন, কে আছ, আজ রাতে আমাদের নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিবে এবং উত্তম দু'আ নিবে ? একজন আনসার বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, আমার কাছে আস। তিনি নিকটে গেলে তাহাকে বলিলেন, তোমার পরিচয় কি ? তিনি নিজকে আনসার বলিয়া পরিচয় দিলেন। রাসূলুল্লাহ তাহাকে বহু দু'আ করিলেন।

আবূ রাইহানা বলেন, আমি দু'আ শুনিয়া বলিলাম, আমিও প্রহরায় নিয়োজিত থাকিব। রাসূলুল্লাহ বলিলেন, আমার নিকটে আস। আমি তাহার নিকটে গেলে তিনি বলিলেন, তোমার নাম কি ? আমি বলিলাম, আবূ রাইহানা। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করিলেন। কিন্তু আনসারের তুলনায় দু'আ কম ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সেই চক্ষুর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে এবং সেই চক্ষুর জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চক্ষু আল্লাহর ওয়াস্তে পাহারায় নিয়োজিত থাকে।' যায়িদ ইব্‌ন হাব্বাব হইতে উসামা ইব্‌ন ফযলের সূত্রে এবং আব্দুর রহমান ইব্‌ন শুরাইহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন ওয়াহাব ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীনের সূত্রে নাসায়ী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় রিওয়ায়েতই আবূ আলী বাজিনীর সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাদীস ঃ ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ, আতা খোরাসানী, শুআইব ইব্‌ন যারীক, আবূ শায়বা এবং বাশার ইব্‌ন আম্বার, নসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, সেই চোখ দুইটিকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না, যে চোখ দুইটি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। তেমনি সেই চোখ দুইটিও, যে দুইটি আল্লাহর ওয়াস্তে নিরাপত্তা প্রহরায় নিয়োজিত থাকে।' অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি শুআইব ইব্‌ন যরীকের সনদ ব্যতীত অপরিচিত। তবে উছমান (রা) এবং আবূ রাইহানার (রা) সনদেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। উছমান (রা) এবং আবূ রাইহানার (রা) হাদীস ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ মুআয ইব্‌ন আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সহল ইব্‌ন মুআয, যিয়াদ, রুশদাইন, ইয়াহয়া ইব্‌ন গাইলান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্‌ন আনাস (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বাদশাহর নিকট হইতে কোন বেতন-ভাতা ছাড়া মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিবে তাহার চোখ কখনো জাহান্নামের আগুন দেখিবে না। শুধু আল্লাহর কসম পূর্ণ হবার জন্য যতটুকু দেখিবে ততটুকুই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا প্রত্যেকেই উহার (জাহান্নামের উপর পুলসিরাত দিয়া) উপর দিয়া গমন করিবে।' একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, দীনার, দিরহাম ও পোশাক-পরিচ্ছদের দাস ধ্বংস হউক। কেননা তাহাকে সম্পদ দিলে সে খুশি হয় আর না দিলে অসন্তুষ্ট হয়। তাই সে ধ্বংস হউক ও বিনষ্ট হউক। যদি তাহার পায়ে কাটা ফুটে তবে সে নিজে উহা বাহির করার কষ্টটুকুও গ্রহণ করে না। অতঃপর সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য অশ্বের বল্গা হাতে তুলিয়া নেয়, মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত থাকে এবং পদদ্বয় থাকে কর্দমাক্ত। এই ব্যক্তিকে প্রহরায় নিযুক্ত করা হইলে সে বিনা বাক্যে প্রহরায় নিয়োজিত হইবে এবং তাহাকে সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে নিয়োজিত করিলেও সে

তাহা খুশিতে পালন করিবে। অথচ এই ব্যক্তি এতই অবহেলিত যে, সে কোথাও প্রবেশ করিতে চাইলে তাহাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না এবং কাহারো জন্যে সুপারিশ করিলে তাহার সুপারিশও গ্রহণ করা হয় না।

এই হাদীসটি দ্বারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাদীসের উদ্ধৃতি শেষ করা হইল। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই মহান সত্তার, যাহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আমরা তাহার প্রশংসার জন্য নিয়োজিত, যদিও আমরা অক্ষম।

মালিক ইব্ন য়ায়িদ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে মাতরাফ ইব্ন আবদুল্লাহ মাদানী, মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) এর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি রোম সৈন্যদের সংখ্যাধিক্য এবং ব্যাপক প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষীণ ভীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরে হযরত উমর (রা) লিখিয়াছিলেন যে, কখনো কখনো মু'মিন বান্দাদের উপর সংকীর্ণতা ও বিপদ-আপদ আপতিত হয়। কিন্তু উহার পরেই আসে প্রশস্ততা এবং বিজয়। মনে রাখিবে যে, দুইটি সরলতার উপর একটি কাঠিন্য বিজয়ী হইতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থা হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করিতে থাক যাহাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হইতে পার।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) 'তারজুমাতু আবদিল্লাহ ইব্ন মুবারাকে' মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আবূ সকীনার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হিজরী ১৭০ অথবা ১৭৭ সনে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক যখন তারাসূস শহর হইতে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তাহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সাকীনা আসিয়াছিলেন। ইব্ন মুবারাক তাহার হাতে হযরত ফুযাইল ইব্ন ইয়াযের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে লেখা ছিল ঃ

يا عابد الحرمين لوابصرتنا + لعلمت انك فى العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه + فنحورنا بدمائنا تتخضب
او كان يتعب خيله فى باطل + فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
ربح العبير لكم ونحن عبيرنا + رهج السنابك والغبار الاطيب
ولقد اتانا من مقال نبينا + قول صحيح صادق لايكذب
لايستوى غبار خيل الله فى + انف امرىء ودخان نارتلهب
هذا كتاب الله ينطق بيننا + ليس الشهيد بميت لايكذب

অর্থাৎ হে হারামাইনের ইবাদতকারী! যদি তুমি আমাদের মুজাহিদ বাহিনীকে দেখিতে তবে অবশ্যই বলিতে যে, এই মুহূর্তে আমি ইবাদতের নামে খেল-তামাশা করিতেছি মাত্র। সেই ব্যক্তি যাহার গণ্ডদেশ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি যে নিজের স্কন্ধ আল্লাহর পথে কাটাইয়া রক্তস্নাত হয়, উভয় কি এক! অনেকের ঘোড়া মিথ্যা ও অসৎ কাজে ক্লান্ত হইয়া

পড়ে। অথচ আমাদের ঘোড়া যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আগরবাতির সুগন্ধি তোমাদের জন্য এবং আমাদের নিকট ঘোড়ার খুরের ধূলাবালিই অত্যন্ত সুগন্ধিময়। আমাদের নিকট নবীর এই সহীহ ও সত্য কথা পৌঁছিয়াছে যে, আল্লাহ্র পথে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করার সময় যাহার নাসিকায় ধূলাবালি প্রবেশ করিবে তাহার নাসিকায় জাহান্নামের গন্ধও পশিবে না। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, শহীদরা মৃত নহে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম (র) বলেন, আমি মসজিদে হারামে পৌঁছিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দেই। তিনি পড়িবার সময় কান্নায় ভাংগিয়া পড়েন এবং বলেন, 'আবূ আবদুর রহমান সত্যই বলিয়াছেন, আমাকে যথার্থ উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কি হাদীস লিখ ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, হাদীস লিখি। তিনি বলিলেন, এত কষ্ট করিয়া কোন সুদূর হইতে তুমি চিঠিটা বহিয়া আনিয়াছ, তাই ইহার সৌজন্যে তুমি এই হাদীসটা লিখিয়া নাও। আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও মানসুর ইব্ন মুতামার বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে এমন আমল শিখাইয়া দিন, যাহার দ্বারা আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদদের সমমর্যাদা লাভ করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন–তুমি কি এই শক্তি রাখ যে, আজীবন অবিরাম নামায পড়িতে থাকিবে অথচ ক্লান্ত হইবে না এবং রোযা রাখিতে থাকিবে অথচ দুর্বল হইয়া পড়িবে না ? লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, যাহার অধিকারে আমার আত্মা সেই মহান সত্তার কসম! যদি তুমি ইহা করিতে সমর্থও হইতে তবুও মুজাহিদদের সমমর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইতে না। কেননা মুজাহিদদের ঘোড়ার রশি দীর্ঘ হবার ফলে কখনও যদি ঘোড়া লাফালাফি, ছুটাছুটি করে, উহার জন্যেও মুজাহিদের আমলনামায় ছাওয়াব লেখা হয়।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সর্বকাজে আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। যথা নবী (সা) মু'আয ইব্ন জাবালকে (রা) ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, যেখানে যে অবস্থায়ই থাক, আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত রাখিবে এবং কোন পাপ করিয়া ফেলিলে তৎক্ষণাৎ কোন পুণ্য করিয়া নিবে। আর সাধারণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ হয়ত তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'আব কারযী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সখর, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'আব কারযী وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ

'ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে বলিয়াছেন যে, আমার পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি যত নির্দেশ আরোপিত হইয়াছে উহা আমার ভীতির সহিত পালন কর। তাহা হইলে পরকালে যখন তোমরা আমার সহিত মিলিত হইবে তখন তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে এবং তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হইবে।'

সূরা আলে-ইমরানের তাফসীর সমাপ্ত। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর। পরিশেষে আমরা আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নাতের উপর আমাদের মৃত্যুদানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমীন।

# সূরা নিসা

১-২৩ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আ'ওফী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নিসা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) এবং যায়িদ ইব্‌ন ছাবিতের (রা) সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ঈসা ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন লাহীআর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নিসা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, 'আর রুদ্ধতা নয়।'

মাআন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসআব ইব্‌ন কুদাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশার, আবূ বাখতারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির, আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব ও হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, তামাআয ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার মধ্যে এমন পাঁচটি আয়াত রহিয়াছে যে, যদি আমি পৃথিবী ও উহার মধ্যবর্তী সকল সম্পদ পাইতাম তবু তত খুশি হইতাম না, এই আয়াতগুলি পাইয়া আমি যত খুশি হইয়াছি। যথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাহারও প্রতি অণু পরিমাণ অত্যাচার করেন না।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক, তবে তিনি ছোট ছোট পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাহার সহিত অংশী স্থাপনকারীদের ক্ষমা করেন না। তবে অবশিষ্ট পাপীদের যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দেন।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ .... অর্থাৎ সেই লোকগুলি যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আসিয়া যাইত এবং নিজেরাও যদি স্বীয় পাপের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত আর রাসূলও যদি তাহাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন তবে তাহারা আল্লাহকে অবশ্যই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান হিসাবে পাইত।

অতঃপর হাকেম বলেন যে, ইহার সনদ সহীহ বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে আবদুর রহমান নামক একজন বর্ণনাকারী তাহার পিতার নিকট হইতে শোনার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক ব্যক্তি, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার পাঁচটি আয়াত আমার নিকট পৃথিবী ও উহার সমুদয় বস্তু হইতে বহু মূল্যবান।

এক- اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ। অর্থাৎ তোমরা যদি বড় বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক তবে ছোট ছোট পাপ তিনি নিজেই ক্ষথা করিয়া দিবেন।

দুই- وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا অর্থাৎ যাহার যে পুণ্য থাকে তাহার প্রতিদান তিনি তাহাকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন।

তিন- اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাহার সঙ্গে অংশ স্থাপনকারীদেরকে ক্ষমা করেন না এবং অবশিষ্ট পাপীদের যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া থাকেন।

চার- وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ যে পাপ কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করে, সে যদি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাইবে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস্ হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা ও আবূ সালিহর সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ সূরা নিসার মধ্যে এমন আটটি আয়াত নাযিল হইয়াছে যাহা উম্মতের জন্য সেই জিনিস হইতে উত্তম যাহার মধ্যে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়। যথা ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্যে সবকিছু পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে চান, তোমাদিগকে পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করিতে চান এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইতে চান এবং যাহারা রিপুর অনুসারী তাহারা চায়, তোমরা পথ হইতে বিচ্যুত হও।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ মানুষকে যেহেতু দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেহেতু আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করিতে চান।

অবশিষ্ট পাঁচটি ইব্‌ন মাসউদের রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ মুলাইকা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ, সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা ও আবূ নঈমের সূত্রে হাকেম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবূ মুলাইকা বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ 'তোমরা সূরা নিসা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা আমি শিশুকাল হইতে কুরআন পড়া আরম্ভ করিয়াছি।' হাকেম (র) বলেন– হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্ত মুতাবিক সহীহ বটে, কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

(١) يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

**১. "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী বিস্তার করেন। আর আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে খোদাভীরু হওয়ার নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা যেন তাঁহার ইবাদত ও একত্বের মধ্যে অন্য কোন সত্তাকে শরীক না করে। অতঃপর তিনি আরও বলেন, তিনি স্বীয় ক্ষমতা ও দক্ষতার দ্বারা এক ব্যক্তি হইতে সকল মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি হইলেন আদম (আ)। وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا তিনি তাঁহার হইতে তাহার সংগিনীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সংগিনী হইলেন হাওয়া (আ)। যাহাকে আদম (আ)-এর বাম পাঁজর হইতে উদ্ভূত করা হইয়াছে। তখন আদম (আ) ঘুমাইয়াছিলেন। জাগিয়া তিনি তাহার সঙ্গে শায়িত এক রমণীকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হন। অতঃপর জৈবিক চাহিদায় স্বাভাবিকভাবে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, আবূ হিলাল, ওয়াকী, মুহাম্মাদ ইব্ন মাকাতিল, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পুরুষ হইতে মহিলা সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার প্রয়োজনও পুরুষের মধ্যে রাখা হইয়াছে। আর পুরুষকে মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে বিধায় তাহার প্রয়োজন মাটিতে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। অতএব তোমরা স্ত্রীদেরকে আড়াল করিয়া রাখ।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহিলাদিগকে পাঁজরের হাড় হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর পাঁজরের সবচেয়ে উপরের হাড়টি হইতেছে সবচেয়ে বেশি বক্র। অতএব তুমি যদি উহা সোজা করিতে যাও তবে ভাংগিয়া যাইবে। আর যদি তুমি উহার বক্রতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া কৌশলে উপকৃত হইতে সচেষ্ট হও তবে তুমি উহা দ্বারা উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً আর তিনি বিস্তার করিয়াছেন তাহাদের দুইজন হইতে অগণিত পুরুষ ও নারী। অর্থাৎ তিনি আদম ও হাওয়া হইতে অগণিত নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই সকল নর-নারীকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে বিস্তৃত করিয়াছেন বিভিন্ন শ্রেণী, গুণ এবং বিভিন্ন রং ও ভাষা দিয়া। অবশেষে তিনি তাহাদিগকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ আর আল্লাহকে ভয় কর, যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাক এবং আত্মীয়

স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহকে বিশেষ করিয়া ভয় কর।

ইব্রাহীম, মুজাহিদ ও হাসান বসরী اَلَّذِىْ تَسَاۤئَلُوْنَ بِهٖ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন যে, আমি তোমাকে আল্লাহ এবং আত্মীয়তা সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছি।

যিহাক (র) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, সেই আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা অঙ্গীকার ও আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত কর। তাই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে তাহাকে ভয় কর। অর্থাৎ উহা ছিন্ন করিও না, বরং সংযুক্ত রাখ। ইব্ন আব্বাস, ইকরামা, মুজাহিদ, হাসান বসরী, যিহাক ও রবী (র) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

কেহ تَسَاۤئَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ এর অর্থ করিয়াছেন যেই ভাবে তোমরা আল্লাহ নামে এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক। ইহাও মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রহিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি সচেতনতার সহিত তোমাদের যে কোন অবস্থা এবং প্রত্যেকটি আমলের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখেন।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখিতেছ! আর যদি তুমি মনের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি করিতে না পার তবে কমছে কম এই কথা মনে কর যে, তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। মোটকথা ইহা দ্বারা সর্বক্ষণ তাঁহার ধ্যানে থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, মানব সৃষ্টির মূলে হইল একজন মহিলা ও একজন পুরুষ। অতএব একে অপরের প্রতি সহনশীল হও এবং দুর্বলের সহায় হও।

জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ বাজলীর সনদে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'মুযার' গোত্রের লোকজন যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহারা মাত্র একটি চাদরে আবৃত ছিল। তাহারা এতই দরিদ্র ছিল যে, শরীর ঢাকার জন্য অন্য কোন কাপড় তাহাদের ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যুহরের নামাযের পর দাঁড়াইয়া উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ এইভাবে আয়াতটি শেষ করেন। অর্থাৎ হে মানবকুল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই লক্ষ্য কর, আগামী কালের জন্য কি পাঠাইয়াছ। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে সাদকা দানের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে কেহ দিলেন দীনার, কেহ দিলেন দিরহাম, কেহ দিলেন গম আর কেহ দিলেন খেজুর ইত্যাদি।

আহমাদ এবং সুনান সংকলকগণ ইব্ন মাসউদের হজ্বের খুতবা প্রসঙ্গে বর্ণিত রিওয়ায়েতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাতে তিনটি আয়াত উল্লিখিত হইয়াছে। যাহার মধ্যে يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ। আয়াতটিও রহিয়াছে।

(٢) وَ اٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

(٣) وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ○

(٤) وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○

২. ইয়াতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করিবে এবং ভালর সহিত মন্দর বদল করিবে না, তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিলাইয়া খাইও না, ইহা মহাপাপ।

৩. "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই তিন, অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করিতে পারিব না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"

৪. "আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে। তাহারা খুশি হইয়া মহরানার কিছু অংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। পরন্তু অনধিকার চর্চা করিয়া তাহাদের মাল ভক্ষণ করিতে এবং নিজেদের মালের সঙ্গে তাহাদের মাল মিশ্রিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ

অর্থাৎ পবিত্রতার সঙ্গে অপবিত্রতার অদল-বদল করিও না।

আবূ সালিহর সূত্রে সুফিয়ান সাওরী আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ তোমাদের ভাগ্যে যে হালাল রিযিক রহিয়াছে উহার সহিত হারাম মিশ্রিত করিও না।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর বলেন ঃ তোমাদের হালাল মালের সহিত অন্য লোকের হারাম মাল বদল করিও না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের হালাল মাল ছাড়িয়া দিয়া অপরের যে মাল তোমাদের জন্য হারাম উহা কখনো গ্রহণ করিও না।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও যুহরী বলিয়াছেন ঃ নিজের দুর্বল ও হালকা পশুগুলি দিয়া অন্যের মোটতাজা পশু হস্তগত করিও না।

ইব্রাহীম নাখই ও যিহাক বলিয়াছেন ঃ মন্দটা দিয়া সুন্দরটা গ্রহণ করিও না। সুদ্দী বলেন ঃ এক ব্যক্তি তাহার দুর্বল বকরীগুলি ইয়াতীমের সবল বকরীগুলির সহিত বদল করিয়া সংখ্যায় ঠিক

রাখিত। ইহাকে সে মন্দও মনে করিত না। আর ইয়াতীমের নতুন দিরহামগুলির সহিত তাহার পুরাতন দিরহামগুলি বদলাইয়া রাখিত। ইহা যে দোষের তাহা তাহার ধারণায় আসিত না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ তাহাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা গ্রাস করিও না। মুজাহিদ, সাঈদ, ইব্‌ন জুবাইর, ইব্‌ন সীরীন, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, সুদ্দী-সুফিয়ান ও হাসান প্রমুখ ভাবার্থে বলেন ঃ তাহাদের সম্পদের সহিত তোমাদের সম্পদ মিশ্রিত করিয়া তাহাদের সর্বস্ব গ্রাস করিও না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহা গুরুতর অপরাধ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহা বড় পাপ।

আবূ হুরায়রা বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে حُوْبًا كَبِيْرًا এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন اِثْمًا كَبِيْرًا অর্থাৎ বড় পাপ। কিন্তু ইহার সনদে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ কিন্দী রহিয়াছেন। তিনি দুর্বল রাবী বলিয়া খ্যাত। তবে মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান বসরী, ইব্‌ন সীরীন, কাতাদা, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, যিহাক, আবূ মালিক, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম ও আবূ সিনান প্রমুখও ইব্‌ন আব্বাসের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সুনানে আবূ দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ اِغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا
অর্থাৎ ক্ষমা করিয়া দাও আমাদের বড় পাপগুলি এবং ছোট পাপগুলি।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন সীরীন ও আবূ উআইনার গোলাম ওয়াসিলের সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আবূ আইউব (রা) তাহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিলে রাসূল (সা) তাহাকে বলেন ঃ

يا ابا ايوب ان طلاق اُم ايوب كان حوبا

অর্থাৎ হে আইউবের পিতা! আইউবের মাতাকে তালাক দিলে অবশ্যই তোমার পাপ হইবে।'

ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন ঃ الحوب অর্থ لاثم অর্থাৎ পাপ।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ, হাওদা ইব্‌ন খলীফা, বাশার ইব্‌ন মূসা, আবদুল বাকী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ আবূ আইউব (রা) তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্যে নবী (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে বলেন ঃ ان طلاق ام ايو لحوب অর্থাৎ আইউবের মাতাকে তালাক দিলে অবশ্যই তোমার পাপ হইবে। অতঃপর তিনি তালাক দেওয়া হইতে বিরত থাকেন।

আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ আত্তাবীল ও আলী ইব্‌ন আসিমের সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে এবং ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ আবূ তালহা (রা) তাঁহার স্ত্রী উম্মে সালীমকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলেন ঃ ان طلاق ام سليم لحوب অর্থাৎ সালীমের মাকে তালাক দিলে অবশ্যই তোমার পাপ হইবে। অতঃপর তিনি তালাক দেওয়া হইতে বিরত থাকেন।

মোটকথা, ইয়াতীমের মাল নিজেদের মালের সঙ্গে সংমিশ্রিত করিয়া গ্রাস করা বড় পাপ এবং অমার্জনীয় অপরাধ। অতএব ইহা হইতে আত্মরক্ষা করা একান্তই অপরিহার্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى

'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করিতে পারিবে না, তবে সেই সকল মেয়েদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে ভাল লাগে তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া নাও দুই, (তিন কিংবা চারটি) পর্যন্ত। অর্থাৎ কাহারও দায়িত্বে যদি ইয়াতীম মেয়ে থাকে আর যদি তাহাকে বিবাহ করার বেলায় এই আশংকা হয় যে, তাহার মহর আদায় করিতে পারিবে না, তবে তাহাদের বিবাহ করিও না; বরং অন্য হালাল স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে যাহাকে পসন্দ হয় তাহাকে বিবাহ কর।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইব্ন জারীজ, হিশাম, ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ও বুখারী বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তির দায়িত্বে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। পরবর্তীতে সে উহাকে বিবাহ করে। সেই মেয়েটির খেজুরের বাগান ছিল এবং অন্যান্য সম্পদও ছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি ধন-সম্পদের লালসায় মহর নির্ধারিত না করিয়াই তাহার সকল সম্পদ গ্রাস করিয়া নেয়। অথচ সেই ধন-সম্পদ ও বাগানে মেয়েটির অংশ ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا এই আয়াতটি নাযিল করেন।

উরওয়া ইব্ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন শিহাব, সালিহ ইব্ন কাইসান, ইব্রাহীম ইব্ন সাআদ, আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-কে وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامٰى এই আয়াতাংশের ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, হে ভাগিনা! ইহাতে সেই ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে নিজে এবং তাহার ধন-সম্পদ কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। আর সেই অভিভাবক তাহার সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। অতঃপর তাহাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিয়াছে যথাযথ ও উপযুক্ত মহর ব্যতীত। তাই এই আয়াত দ্বারা সেই ব্যক্তিকে সেইভাবে বিবাহ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, সে যেন এই বাসনা ত্যাগ করিয়া পসন্দমত অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করে।

উরওয়া (রা) বলেন ঃ আয়েশা (রা) বলিয়াছেন, এই (আলোচ্য) আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর লোকজন এই আয়াতটি নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِّسَاءِ অর্থাৎ তোমাকে তাহারা মহিলাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ অর্থাৎ যখন ইয়াতীম মেয়ের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম থাকে, তখন তো অভিভাবক তাহাকে বিবাহ করার ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। সুতরাং তাহার সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখিয়া তাহাকে অনির্ধারিত মহরে বিবাহ করা প্রতারণা বৈ নয়। তাহাকে বিবাহ করিতে হইলে পূর্ণ মহর দিয়া বিবাহ করিতে হইবে, নতুবা পসন্দমত অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করিতে হইবে।

এক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ অর্থাৎ উহাদের ব্যতীত অন্য মহিলাদের মধ্য হইতে পসন্দমত দুইটি, না হয় তিনটি, না হয় চারটি পর্যন্ত বিবাহ কর।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى ثُلَاثَ وَرُبَاعَ

অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে কাহারো দুইটি ডানা রহিয়াছে, কাহারো তিনটি এবং কাহারো রহিয়াছে চারটি ডানা। ফেরেশতাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার চেয়েও বেশি ডানা বিশিষ্ট রহিয়াছে। তাহা অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন পুরুষ একই সঙ্গে চারজনের বেশি বিবাহ বন্ধনে রাখিতে পারিবে না। ইহা হইল ইব্ন আব্বাস (রা) ও জমহুর উলামার অভিমত। কেননা এই স্থানে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও অনুদানের কথা বলিতেছেন। তাই চারটির বেশি বিবাহের প্রতি তাঁহার সমর্থন থাকিলে তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেন।

ইমাম শাফেঈ (র) বলিয়াছেন ঃ কুরআনের ব্যাখ্যা মূলকহাদীস শরীফে ইহা স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য একই সঙ্গে চারটির বেশি স্ত্রী একত্রিত করা বৈধ নহে। আলিমগণ এই কথার উপর একমত। কিন্তু শিয়াদের একটি অংশ একই সঙ্গে চার হইতে নয়টি পর্যন্ত স্ত্রী একত্রিত করা বৈধ বলিয়াছেন। শিয়াদের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার কোন নির্ধারিত সংখ্যা নাই। তাহাদের দলীল নবী (সা)-এর একসঙ্গে নয়জন স্ত্রী একত্রিত করা। উহা সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ বুখারীর এক মুআল্লাক রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এগারজন স্ত্রী ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পনেরজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উহাদের তেরজনের সঙ্গে তাঁহার সহবাস হইয়াছিল। একই সঙ্গে তাঁহার এগারজন স্ত্রী ছিল। অবশেষে তিনি নয়জন স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। এই ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত হইল যে, ইহা একমাত্র রাসূলুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। অন্যদের জন্য ইহা প্রযোজ্য নয়। সাধারণ মুসলমানের জন্য একত্রে চারজন স্ত্রীর বেশি বৈধ নয়। ইহার প্রমাণে হাদীস পেশ করা হইল ঃ

যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর, ইসমাঈল ও ইমাম আহমাদ এবং আবূ সালিম হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, ইব্ন শিহাব ও ইব্ন জাফর বর্ণনা করেন যে, গাইলান ইব্ন সালমা ছাকাফীর ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁহার দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, উহাদের মধ্য হইতে তুমি তোমার ইচ্ছামত চারজন রাখিয়া বাকি সকলকে পরিত্যাগ কর। ইহার পর উমর (রা)-এর শাসনকালে তিনি তাঁহার সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়া স্বীয় ধন-সম্পদ তাঁহার সন্তানদিগকে বন্টন করিয়া দেন। উমর (রা) ইহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, মনে হয় শয়তান তোমার কথা চুরি করিয়াছে এবং তোমার মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে যে, সত্বরই তুমি মারা যাইবে। তাই তুমি মারা যাইবার পর স্ত্রীগণ যেন তোমার সম্পত্তির অংশ না পায় সেইজন্য তাহাদিগকে তুমি তালাক দিয়াছ এবং এই আশংকায় মৃত্যুর পূর্বেই তুমি সন্তানদিগকে সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিয়াছ। আমি নির্দেশ দিতেছি যে, তুমি স্ত্রীদিগকে ফিরাইয়া আন এবং সন্তানদের হাত হইতে তোমার সম্পত্তি পুনর্দখল কর। আর যদি তুমি আমার এই নির্দেশ অমান্য কর তবে তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার কবরের উপর সেভাবে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য আদেশ করিব, যেভাবে আবূ রিগালের কবরের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

ইসমাঈল ইব্ন আলীয়ার সূত্রে বায়হাকী, দারে কুতনী, ইব্ন মাজা, তিরমিযী ও শাফেঈ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুআম্মারের সনদে হাফিযদ্বয়ের সূত্রে ফযল ইব্ন মূসা আবদুর রহমান

ইব্‌ন মুহাম্মদ মুহারিবী, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, সুফিয়ান সাওরী, সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া, ইয়াযীদ ইব্‌ন যারাআ ও গুন্দুরের রিওয়ায়েতে শুধু اَخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বাকি অংশ একমাত্র আহমাদই বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসটি উত্তম, কিন্তু বুখারী (র) হাদীসটির ব্যাপারে দ্বিরুক্তি করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে দুর্বল হিসাবে গণ্য করা হয়। তিরমিযী (র) ইহা রিওয়ায়েত করার পর বলেন যে, আমি বুখারী (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই হাদীসটি যথাযথভাবে সুরক্ষিত হয় নাই। তবে গাইলান ইব্‌ন সালমা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুয়াইদ ইব্‌ন সাকাফী ও যুহরীর সনদে শুআইবের রিওয়ায়েতটি সহীহ্ বটে।

অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন ঃ বুখারী (র) বলিয়াছেন যে, সালিমের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ও যুহরীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে-সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার সকল স্ত্রী তালাক দেওয়ার পর উমর (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে ফিরাইয়া আন। অন্যথায় তোমার কবরের উপর সেভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করিব যেভাবে আবূ রিগালের কবরের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসটি সংরক্ষিত নয় এবং ইহার মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

মুরসাল সূত্রে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক এবং যুহরী হইতে মালিকও মুরসাল সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ যারআ বলেন যে, হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ। রায়হাকী (র) বলেন ঃ ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, উছমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সুয়াইদ, যুহরী ও আকীলও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হাতিম বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন সুয়াইদের সূত্রে যুহরী বলেন যে, আমি জানিতে পারিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ইত্যাদি। এইভাবে বর্ণনা করায় রিওয়ায়েতটির মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

বায়হাকী (র) বলেন ঃ ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সুয়াইদ, যুহরী, ইব্‌ন উআইনা এবং ইউনুসও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়েতটির মধ্যে বুখারীর মতে সন্দেহ রহিয়াছে। পূর্ববর্তী মুসনাদে আহমাদের সনদেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রত্যেকটি রাবীই সহীহদ্বয়ের দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। মুআম্মারের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

বায়হাকী (র) বলেন ঃ

আমাকে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান নাসায়ী, আবূ আলী হাফিয ও আবূ আবদুল্লাহ হাকিম, নাফে, আইউব, সারার ইব্‌ন মাজশার, ইউসুফ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ, ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ইয়াযীদ জারমী ও সালিম হযরত ইব্‌ন উমর হইতে বর্ণনা করেন যে, গাইলান ইব্‌ন সালমার (রা) দশজন স্ত্রী ছিল। এই অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাহার স্ত্রীগণও ইসলামে দীক্ষা নেন। ইহার পর গাইলান ইব্‌ন সালমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বাধীনভাবে চারজন স্ত্রী রাখিয়া অন্যদেরকে বিদায় করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। নাসায়ী (র) স্বীয় সুনানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আলী ইব্‌ন সাকান (র) বলেন ঃ ইহা কেবল সারার ইব্‌ন মাজশারের রিওয়ায়েতেই বর্ণিত হইয়াছে। সারার ইব্‌ন মাজশার একজন ছিকা রাবী। আবূ আলী (র) বলেন ঃ ইব্‌ন মুঈন (র) ছিকা রাবী। তাহা ছাড়া সারার হইতে সামীদা ইব্‌ন ওয়াহাবের রিওয়ায়েতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

বায়হাকী (র) বলেন ঃ গায়লান ইব্ন উআইনার হাদীসটি কাইস ইব্ন হারিছ ইব্ন কাইস, উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী এবং সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সনদে আমার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হাদীসটির দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি চারজনের বেশি স্ত্রী একত্রিত করা জায়েয হইত তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে তাহার সকল স্ত্রী রাখিয়া দিবার জন্য বলিতেন। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাহাকে মাত্র চারজন রাখিয়া অন্য সকলকে বিদায় করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন, তখন বুঝা যায় যে, একত্রে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা জায়েয নয়। এই বিধানই সর্বকালের সর্ব ব্যক্তির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

**হাদীস** ঃ খামীসা ইব্ন শামারদাল হইতে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লাইলার সূত্রে ইব্ন মাজা ও আবূ দাউদ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন মাজার নিকট খামীসা ইব্ন শামারদাল নয়, খামীসা বিনতে শামারদাল। কাইস ইব্ন হারিছের রিওয়ায়েতে শামারদালকে শামারযাল বলা হইয়াছে। হারিছ ইব্ন কাইসের রিওয়ায়েত আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমাইরা আসাদী বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কথা জানাইলে তিনি বলেন যে, উহাদের মধ্য হইতে চারজন রাখিয়া অন্য সকলকে বিদায় করিয়া দাও। ইহার সনদ উত্তম পর্যায়ের।

**হাদীস** ঃ নাওফিল ইব্ন মুআবিয়া দুয়েলী হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ ইব্ন হারিছ, সহল ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুল মজীদ, সামা ইব্ন আবূ যিনাদ ও ইমাম শাফেঈ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, নাওফিল ইব্ন মুআবিয়া দুয়েলী (রা) বলেন ঃ

'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার পাঁচজন স্ত্রী ছিল। ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতে পাইয়া আমাকে বলিলেন, উহাদের মধ্য হইতে পসন্দমত চারজনকে তুমি রাখ এবং অন্যজন ত্যাগ কর। অতঃপর আমি উহাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা বয়স্কা ও বন্ধ্যা স্ত্রী, যাহার সঙ্গে আমি দীর্ঘ ষাট বছর একত্র বাস করিয়াছি, তাহাকে তালাক দিয়া দিলাম।' এই সকল হাদীসের প্রত্যেকটিই বায়হাকীর বর্ণিত গাইলানের হাদীসের সমর্থক ও সম্পূরক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

'আর যদি এইরূপ আশংকা কর যে, তাহাদের মধ্যে ন্যায়সংগত আচরণ বজায় রাখিতে অসমর্থ হইবে, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদিগকে।

অর্থাৎ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত সমান ব্যবহার করিতে সমর্থ না হও তখন এক স্ত্রী নিয়া সন্তুষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়।

যথা অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না।

তাই কেহ যদি এই ব্যাপারে ভয় পায় যে, সে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সমতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে না, তাহার একটি বিবাহ করাই উচিত অথবা ক্রীতদাসীদিগকে নিয়া তৃপ্ত থাকা উচিত। উল্লেখ্য যে, ক্রীতদাসীদের সঙ্গে সমান ভাগে পালা করা ওয়াজিব নহে। তবে ইহা করা মুস্তাহাব বটে। আর যদি ক্রীতদাসীদের বেলায় কেহ সমান সংসর্গ না করে তবে তাহার প্রতি দোষও বর্তাইবে না।

ইহার পর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ ذَالِكَ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا ইহাতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, ইহাই সন্তানাদি না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনাময় পথ। যায়িদ ইব্ন আসলাম, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও শাফেঈ প্রমুখ ইহা বলিয়াছেন। ইহাদের যুক্তি হইল যে, যেহেতু অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً অর্থাৎ যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর।

অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شَاءَ

অর্থাৎ, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে অতি সত্বরই তোমাদিগকে ধনবান করিয়া দিতে পারেন। কোন এক কবি বলিয়াছেন ঃ

فما يدرى الفقير متى غناه + وما يدرى الغنى متى يعيل

অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তির জানা নাই যে, কখন সে ধনবান হইবে আর ধনবান ব্যক্তিরও জানা নাই'যে, কখন সে দারিদ্র্যের কবলে নিপতিত হইবে।

যখন কোন ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়ে, তখন আরবের লোকেরা বলে, عال الرجل অর্থাৎ লোকটি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা একাধিক স্বাধীন স্ত্রী গ্রহণ করার মধ্যে যদি দারিদ্র্যের আশংকা থাকে, তবে সে আশংকা তো একাধিক দাসী গ্রহণের মধ্যেও রহিয়াছে। সুতরাং জমহুরের ব্যাখ্যা সঠিক ও যথাযথ। তাঁহারা এই আয়াতাংশের অর্থ করিয়াছেন যে, ইহাতে পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে। যথা কেহ যদি যুলুম ও অত্যাচার করে তখন আরবরা তাহাকে বলে, عال فى الْحكم

আবূ তালিবের বিখ্যাত কাসীদার একটি পংক্তিতে বলা হইয়াছে ঃ

بميزان قسط لا يبخس شعيرة + له شاهد من نفسه غير عائل

অর্থাৎ এমন পাল্লায় মাপিয়াছ, যে পাল্লায় এক যব পরিমাণ কম হয় না। আর যে অত্যাচারী নহে তাহার আত্মাই সাক্ষী রহিয়াছে যে, সে অত্যাচারী নহে।

আবূ ইসহাক হইতে হাশীম বলেন যে, কুফাবাসীরা হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা)-কে দোষারোপ করিয়া তাহার নিকট পত্র দিলে তিনি উহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, اِنِّىْ لستُ بميزان أعول অর্থাৎ আমি অত্যাচারের দাড়িপাল্লা নহি। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবদুল্লাহ ইব্ন উমাইর, আমর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যায়িদ, মুহাম্মদ ইব্ন শুআইব, খাছীম ও আবদুর রহমান ইব্ন আবূ ইবরাহীমের সূত্রে ইব্ন হাব্বান, ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন আবূ হাতিম প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ذَالِكَ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলিয়াছেন, পক্ষপাতিত্ব না করা।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমার আব্বা বলিয়াছেন যে, এই হাদীসটির সনদ মুরসাল বলা ভুল। আসল ব্যাপার হইল হাদীসটি হযরত আয়েশার সূত্রে মাওকূফ সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা), আয়েশা (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, আবূ মালিক, ইব্ন রযীন, নাখঈ, শা'বী, যিহাক, আতা খোরাসানী, কাতাদা, সুদ্দী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলিয়াছেন যে, ইহার (আলোচ্য আয়াতের) মর্মার্থ হইল,

পক্ষপাতিত্ব না করা। এই অর্থ করিয়া ইকরামা আবূ তালিবের উপরোক্ত পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। কেননা ইহা সাহিত্যের ব্যাপার। ইব্ন জারীরও এই অর্থ পসন্দ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

'আর তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদিগকে তাহাদের মহর দিয়া দাও।'

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বলেন ঃ اَلنِّحْلَةُ। এর অর্থ হইল মহর।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) نِحْلَةً -এর অর্থ করিয়াছেন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপর বর্তিত দায়-দায়িত্বসমূহ পালন করা। মাকাতিল, কাতাদা ও ইব্ন জারীজও এই অর্থ করিয়াছেন। ইব্ন জারীজ আরও একটু বাড়াইয়া বলেন যে, ইহার অর্থ হইল মহর নির্ধারিত করা।

ইব্ন যায়িদ বলেন ঃ আরবী ভাষায় আবশ্যকীয় জিনিসকে نِحْلَةً বলা হয়। যেমন বলা হয়- لَا تَنْكِحُهَا اِلَّا بِشَيْءٍ وَاجِبٍ لَهَا অর্থাৎ কোন মহিলাকে তাহার প্রাপ্য নির্ধারিত না করিয়া বিবাহ করিও না।

তাই রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবের পরে কোন ব্যক্তির জন্য মহর ব্যতীত বিবাহ করা বৈধ নহে। তেমনি ফাঁকিবাজি করিয়া মহর অনির্ধারিত রাখাও জায়েয নয়। তবে সেইভাবে বিবাহ হইয়া গেলে উভয় অবস্থায় বিবাহকারী পুরুষকে পূর্ণ মহর দিতে হইবে! আর যদি মহিলা স্বামীকে স্বেচ্ছায় মহর ক্ষমা করিয়া দেয় তবে সেই অর্থ স্বামীর জন্য হালাল হইয়া যায়। স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বামীকে উপহার দিলে যেমন বৈধ হয়, স্ত্রীর ক্ষমা করা মহরও স্বামীর জন্য তেমনি বৈধ।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا

অর্থাৎ আর যদি খুশি হইয়া তাহারা হইতে কিছু অংশ ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াকুব ইব্ন মুগীরা ইব্ন শু'বা, সুদ্দী, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী, আহমাদ ইব্ন সিনান ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ

তোমাদের কেহ যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে সে যেন তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে তিনটি দিরহাম বা তৎসমমূল্য গ্রহণ করিয়া উহা দ্বারা মধু ক্রয় করে এবং মধুর সঙ্গে বৃষ্টির পানি সংমিশ্রিত করিয়া পান করে। কেননা ইহা হইল যে কোন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ, অন্য দিকে সুপেয়ও বটে।

আবূ সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাইয়ার ও হাশিম বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন ঃ লোকেরা তাহাদের মেয়েদের বিবাহ দিয়া মেয়েদের মহর নিজেরা গ্রহণ করিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া বলেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থাৎ তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদিগকে তাহাদের মহর দিয়া দাও। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন মালিক সালমানী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইব্ন মুগীরা তায়িফী, উমাইর খুশআমী, সুফিয়ান, ওয়াকী, মুহাম্মদী ইব্ন ইসমাঈল হুমাইদী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন মালিক সালমানী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনাইলে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! তাহাদের মোহর কি হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে জিনিসে তাহার আত্মীয়-স্বজন সন্তুষ্ট হয়।

উমর ইব্ন খাত্তাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন সালামানী, আবদুল মালিক ইব্ন মুগীরা ও হাজ্জাজ ইব্ন আরতাতের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ একদা ভাষণ দানকালে রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার বলেন أَنْكِحُوا الْاَيَامٰى তোমরা বিধবাদেরকে বিবাহ করাইয়া দাও। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহাদের জন্যে মহর কি হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাদের আত্মীয়-স্বজন যাহাতে রাযী হয়। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইব্ন সালমানী দুর্বল রাবী। তাহা ছাড়া ইহার সনদে ছেদ রহিয়াছে।

(٥) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

(٦) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

**৫. "তোমাদের যে সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করিয়াছেন, তাহা নির্বোধদিগের হাতে অর্পণ করিও না, উহা হইতে তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।"**

**৬. "ইয়াতীমদিগকে যাচাই করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহযোগ্য হয়; আর তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে। তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অন্যায়ভাবে উহা তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবে, তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।"**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা অবোধদের নিকট সম্পদ হস্তান্তর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সম্পদকে মানুষের জীবন যাপনের উপকরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানুষ অর্থ দ্বারা ব্যবসা করিয়া জীবন নির্বাহ করিয়া থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা অবোধদের হাতে অর্থ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর অবোধ বহু রকমের রহিয়াছে। এক.

অপ্রাপ্ত বয়স্ক। কেননা সে অর্থের মূল্য বুঝিতে অক্ষম। দুই. পাগল। কেননা তাহাদের মেধা বিক্ষিপ্ত। সেই কারণে সে নিঃশেষে অর্থ বিনষ্ট বা ব্যয় করিয়া ফেলিবে। তিন. বোকা অথবা বেদীন। কেননা তাহারা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া বা অন্যায়ভাবে সম্পদ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। চার. সেই ব্যক্তি যাহার ঘাড়ে ঋণের বোঝা রহিয়াছে। এমন মোটা অংকের ঋণ যাহা তাহার সকল সম্পদ দিয়াও পরিশোধ হইবার নহে। এই অবস্থায় ঋণদাতা আদালতে আপিল করিলে তাহার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বলেন ঃ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ আয়াতাংশ দ্বারা স্ত্রী ও সন্তানদিগকে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন মাসঊদ (রা), হাকাম ইব্ন উআইনা, হাসান বসরী ও যিহাক প্রমুখ বলেনঃ ইহা দ্বারা স্ত্রী ও বাচ্চাদের কথা বুঝান হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর বলেন ঃ ইহা দ্বারা ইয়াতীম অনাথদের কথা বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরামা ও কাতাদা প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা স্ত্রীদেরকে বুঝান হইয়াছে। আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, আলী ইব্ন ইয়াযীদ, উছমান ইব্ন আবুল আতিকা, সাদাকা ইব্ন খালিদ, হিশাম ইব্ন আম্মার, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'একমাত্র স্বামীর আনুগত্য স্বীকারকারী মহিলা ব্যতীত সাধারণত মহিলারা অবোধ।' ইব্ন মারদুবিয়া এই হাদীসটি দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআবিয়া ইব্ন কুররা, হারব ইব্ন শুরাইহ, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ইহা দ্বারা দাস-দাসীদের কথা বুঝান হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا

অর্থাৎ তাহা হইতে তাহাদিগকে খাওয়াও, পরাও এবং তাহাদিগকে সান্ত্বনার বাণী শুনাও।

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বলেন ঃ ইহা দ্বারা আল্লাহ পাক জীবিকা নির্বাহের উপকরণ সম্পদকে স্ত্রী ও সন্তানদের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের মুখাপেক্ষী হইতে নিষেধ করিয়াছেন। বরং সম্পদ নিজের অধিকারে রাখিয়া তাহাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

আবূ মূসা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, শা'বী, ফিরাস, শু'বা, মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফর, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ মুসা (রা) বলেন ঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের প্রার্থনা কবূল করেন না। এক. সেই ব্যক্তি যাহার বন্ধনে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহাকে তালাক দেয় না। দুই. সেই ব্যক্তি যে নির্বোধের হাতে অর্থ তুলিয়া দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ অর্থাৎ যে সম্পদকে আল্লাহ তোমার জীবন যাত্রার অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নির্বোধদের হাতে তুলিয়া দিও না। তিন. সেই ব্যক্তি যে কাহারো নিকট ঋণী, কিন্তু সে এই ব্যাপারে কাহাকেও সাক্ষী রাখিল না।

মুজাহিদ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ তাহাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখ এবং সদ্ব্যবহার কর। এই আয়াতাংশ দ্বারা অনাথ ও অধীনস্থদের ব্যাপারে

সহনশীল হইতে বলা হইয়াছে। তাই অভিভাবকের উচিত অধীনস্থদের যথাযথ খবরাখবর নেওয়া এবং তাহাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى অর্থাৎ, আর ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখিবে। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী, সুদ্দী ও মাকাতিল ইহার ভাবার্থে বলিয়াছেন ঃ ইয়াতীমদের দেখাশুনা কর যতক্ষণ তাহারা যৌবনে পদার্পণ না করে। মুজাহিদ (র) বলেন نِكَاحٌ-এর অর্থ হইল, স্বপ্নদোষ হওয়া। জমহুর আলিম বলিয়াছেন ঃ পুরুষদের বয়ঃপ্রাপ্তির পরিচয় হইল স্বপ্নদোষ হওয়া। অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে যৌনাংগ হইতে আঠালো ধরনের পানি নির্গত হওয়া, যদ্দারা মানুষের উৎপত্তি হয়।

আলী (রা)-এর সূত্রে আবূ দাউদ বর্ণনা করে যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কথাটি আমার ভাল করিয়াই মনে আছে যে, 'স্বপ্নদোষ হওয়ার পর আর ইয়াতীম থাকে না ... ... ...।'

হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবা হযরত নবী (সা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তিন ধরনের লোক হইতে কলম উঠাইয়া রাখা হয়। এক. অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, অথবা পনের বছর বয়স না হয়। দুই. নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত না হয়। তিন. পাগল ব্যক্তি যতদিনে পরিপূর্ণ সুস্থ না হয়।

এই কথার দলীলস্বরূপ ইব্ন উমর হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আবেদন করিলে তিনি আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তখন খন্দকের যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করিলে তিনি আমার আবেদন গ্রহণ করেন। তখন আমার বয়স হইয়াছিল পনের বছর। হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীযের নিকট এই হাদীসটি পৌঁছিলে তিনি বলেন যে, ইহা প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কের সীমারেখা।

যৌনাংগের আশেপাশে লোম গজান বয়ঃপ্রাপ্তির আলামত কিনা এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে তিনটি মত রহিয়াছে। তন্মধ্যে তৃতীয় মতটি হইল যে, মুসলমানদের বেলায় ইহা বয়ঃপ্রাপ্তির চিহ্ন নয়। কেননা মুসলমানদের বেলায় ইহা তাড়াতাড়ি গজানোর জন্যে ঔষধ ব্যবহার করার অবকাশ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যিম্মীদের বেলায় ইহা বয়ঃপ্রাপ্তির চিহ্ন হিসাবে গণ্য। যিম্মীরা ইহা তাড়াতাড়ি গজানোর জন্যে ঔষধ বা চিকিৎসা গ্রহণ করিবে না। কেননা ইহা গজাইলেই তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর ধার্য করা হয়। তাই তাহাদের নাভির নিচের চুল যথাসময়ে গজায়। অতএব তাহাদের বেলায় ইহা বয়ঃপ্রাপ্তির আলামত বলিয়া পরিগণিত হইবে। তবে স্বতঃসিদ্ধ অভিমত হইল, ইহা সকলের জন্য বয়ঃপ্রাপ্তির আলামত। কেননা ইহা প্রকৃতিগত সাধারণ ব্যাপার। ঔষধ ব্যবহারের ব্যাপারটি তো বিশেষ ব্যাপার বৈ নয়।

ইহার দলীল এই–আতীয়া কারযী হইতে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতীয়া কারযী (রা) বলেন ঃ বনূ কুরাইযার যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নীত হইলে তিনি একজনকে আমাদের নাভির নিচের লোম দেখার জন্য আদেশ করেন এবং বলেন যে, যাহার নাভির নিচের লোম গজাইয়াছে তাহাকে হত্যা করা হইবে আর যাহার উহা গজায় নাই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। তাই আমার উহা গজাইয়াছিল না বলিয়া আমি মুক্তি পাইয়াছিলাম। সুনান চতুষ্টয়ে উহা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম বটে। উল্লেখ্য যে,

হযরত সা'আদ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর সিদ্ধান্তের উপর বনী কুরাইযারা সম্মত হইয়া যুদ্ধবিরতি করিয়াছিল এবং তাহার সিদ্ধান্তেই প্রাপ্তবয়স্ক বন্দীদেরকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং অপ্রাপ্তদেরকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন হাব্বান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া, ইব্‌ন আলীয়া ও আবূ উবায়দা একটি গরীব হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর (রা)-এর শাসনকালে একটি বালক একটি বালিকার সঙ্গে ব্যভিচার করার কথা স্বেচ্ছায় আসিয়া বলিলে উমর (রা) তাহর নাভির নিচে লোম গজাইয়াছে কিনা তাহা দেখার জন্য বলেন। পরে দেখা যায় যে, তাহার উহা গজায় নাই। তখন তাহার নির্ধারিত বিচার মওকুফ করা হয়। আবূ উবায়দা বলেন, সেই বালকটি বালিকার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। অর্থাৎ সে বলিয়াছিল, আমি উহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছি। মূলত সে মিথ্যা বলিয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

অর্থাৎ যদি তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করিতে পার, তবে তাহাদের সম্পদ তাহাদের হাতে অর্পণ করিতে পার। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) উহার মর্মার্থে বলেন, অর্থাৎ যদি তাহাদের ধর্ম-কর্মচেতনা এবং ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের বুদ্ধি-বিবেচনা হয়, তখন তাহাদের হাতে তাহাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), হাসান বসরী ও একাধিক ইমাম হইতে ইহার এই অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। ফকীহগণ বলেন ঃ যখন ইয়াতীম বালকের দীনের যথার্থ জ্ঞান এবং স্বীয় সম্পদ যথাযথ স্থানে ব্যয় করার বুদ্ধি-বিবেচনা হয়, তখন তাহার অভিভাবক তাহার নিকট তাহার সম্পদ হস্তান্তর করিতে পারে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَاتَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا

অর্থাৎ ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিও না বা তাহারা বড় হইয়া যাইবে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমের মাল জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। اِسْرَافًا وَبِدَارًا অর্থাৎ তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তাহাদের সম্পদ শেষ করিয়া ফেলা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

অর্থাৎ যাহারা সচ্ছল তাহারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা হইতে বিরত থাকিবে। (তাহারা উহা হইতে সামান্য পরিমাণও ভক্ষণ করিবে না।) শা'বী (র) বলেন ঃ অভিভাবকের জন্য ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা মরদেহ ও রক্ত ভক্ষণের তুল্য।

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ যে অভাবগ্রস্ত সে সংগত পরিমাণ খাইতে পারিবে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান, আশাজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ এই আয়াতাংশটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। যেই অভিভাবক তাহাকে পরিচালনা করে এবং তাহার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে সে যদি অভাবে পড়ে, তবে সে ইয়াতীমের সম্পদ হইতে সংগত পরিমাণ খাইতে পারিবে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, আলী ইব্‌ন মাসহার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ ইস্পাহানী, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ এই আয়াতাংশটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই অভাবী অভিভাবক উহা হইতে সংগত পরিমাণ মাল খরচ করিতে পারিবে। হিশাম হইতে উর্ধ্বতন সূত্রে ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইরের সনদে বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ফকীহগণ বলেন ঃ এই খাওয়া বা গ্রহণ করা দুইভাবে হইতে পারে। এক. সম্পদ সংরক্ষণের পারিশ্রমিক হিসাবে। দ্বিতীয় হইল, অভাবের জন্যে। এই ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, অভিভাবকের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিলে তাহাকে সেই মাল ফিরাইয়া দিতে হইবে কি-না ? এই বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। একটি হইল; সেই মাল ফিরাইয়া দিতে হইবে না। কেননা সে অভাবের সময় পারিশ্রমিক হিসাবে নিয়াছিল। ইমাম শাফেঈ (র)-এর সহচরবৃন্দের নিকট এই মতই সহীহ বা সঠিক। কেননা এই আয়াতে ফিরাইয়া দেওয়ার কথা ছাড়াই সাধারণভাবে খাওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআইব ও আমর ইব্‌ন শুআইব, হুসাইন, আবদুল ওয়াহাব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ

এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট মাল নাই, তবে আমি একজন ইয়াতীমের অভিভাবক। আমি কি সেই ইয়াতীমের মাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন, হাঁ, তুমি ইয়াতীমের মাল হইতে খাইতে পারিবে। কিন্তু উহা হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিবে না, উহার ভালটার দ্বারা তোমার মন্দটা পাল্টাইবে না এবং নিজের মাল বাঁচাইয়া রাখিয়া উহার মাল খরচ করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী হুসাইনের রিওয়ায়েতে সন্দেহ রহিয়াছে।

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআইব, আমর ইব্‌ন শুআইব, হুসাইন আল-মাকতাব, আবূ খালিদ আহমাদ, আবূ সাঈদ আশাজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহাকে বলিলেন, আমার অভিভাবকত্বে একটি ইয়াতীম রহিয়াছে এবং তাহার ধন-সম্পদও আমার অধিকারে রহিয়াছে। অথচ আমি কপর্দকহীন। তাই আমি কি ইয়াতীমের মাল হইতে ভক্ষণ করিতে পারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন—খাও সংগত পরিমাণে, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজা হুসাইন আল মুআল্লিমের সনদেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্‌ন দীনার, আবূ আমর আল খাব্বাব, জাফর ইব্‌ন সুলায়মান ও ইয়ালী ইব্‌ন মাহদীর সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীরে এবং ইব্‌ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াতীমকে আদব ও শিষ্টাচার শিখাইবার জন্য কোন্ জিনিস দিয়া মারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে আদব শিখাইবার জন্য যাহা দিয়া মার, উহা দিয়া। তবে নিজের মাল বাঁচাইয়া উহার মাল ব্যয় করিবে না এবং উহার সম্পদ নষ্ট করিয়া ধনবান হওয়ার চেষ্টা করিবে না।

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ, সাওরী, আবদুর রাজজাক, হাসান ইব্ন ইয়াহয়া ও ইব্ন জারীর বর্ণনা যে, কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) বলেন ঃ

একদা একজন গ্রাম্য লোক আসিয়া ইব্ন আব্বাসের (রা) নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমি ইয়াতীম প্রতিপালন করি। আমার উট আছে এবং তাহাদেরও উট আছে। কিন্তু আমি আমার উটগুলি দরিদ্রদিগকে দুধ পানের জন্য দিয়া দেই। অতএব এই অবস্থায় আমি ইয়াতীমদের উটের দুধ পান করিতে পারিব কি ? ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি যদি তাহাদের বিক্ষিপ্ত উটগুলি তালাশ করিয়া আন, সেইগুলির খড়-পানির ব্যবস্থা কর, ইন্দিরাগুলি ঠিক রাখ এবং সর্বোপরি রক্ষণাবেক্ষণ যদি ঠিকমত তুমি কর, তবে তুমি অসংকোচে উহাদের উটের দুধ পান করিতে পার। শর্ত হইল, ইহা দ্বারা যদি উহাদের কোন ক্ষতি না হয়। ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদের সূত্রে মালিক স্বীয় মুয়াত্তায়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটকথা, ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, দরিদ্রতাবশত অভিভাবক ইয়াতীমের মাল হইতে ভক্ষণ করিলে তাহা পরিশোধ করিতে হয় না। আ'তা ইব্ন আবূ রিবাহ, ইকরামা, ইব্রাহীম নাখঈ, আতীয়া আওফী ও হাসান বসরী প্রমুখের মতও ইহা।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ দারিদ্র্য দূর হইলে ইয়াতীমের ভক্ষিত মাল পরিশোধ করিতে হইবে। কেননা মূলত উহা খাওয়া নিষিদ্ধ। কোন বিশেষ প্রয়োজনবশত উহা খণ্ডিতকালের জন্য বৈধ করা হইয়াছিল মাত্র।

হারিছা ইব্ন মাযবার হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, সুফিয়ান, ইস্রাঈল, ওয়াকী, ইব্ন খাইছামা ও ইব্ন আবুদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, হারিছা ইব্ন মাযবার (র) বলেন ঃ

উমর (রা) খিলাফাতের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমি রাষ্ট্রীয় ধনাগারের সেইরূপ মালিক, যেইরূপ ইয়াতীমের অভিভাবক ইয়াতীমের মালের মালিক। আমার প্রয়োজন না হইলে উহা হইতে গ্রহণ করিব না। আর যদি প্রয়োজন হয়ও ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিব। যখন সচ্ছলতা আসিবে তখন পরিশোধ করিয়া দিব। ইহার সনদ বিশুদ্ধ। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বায়হাকীও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (র) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহার সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْف –এই আয়াতাংশের মমার্থ হইল, যে অভাবগ্রস্ত সে সংগত পরিমাণ খাইতে পারিবে ঋণ হিসাবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ ওয়াইল, আবূ আলীয়া ও উবায়দার রিওয়ায়েতে মুজাহিদ, যিহাক ও সুদ্দীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস ও ইকরামা হইতে সুদ্দীর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্ন আব্বাস (র) وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْف –এর ভাবার্থে বলেন ঃ

সংগতভাবে খাওয়ার অর্থ তিন আংগুলি দ্বারা খাইবে। ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হিকাম, সুফিয়ান, ইব্ন মাহদী ও আহমাদ ইব্ন সিনান বর্ণনা করেন যে, وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْف –এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নিজের সম্পদ এইভাবে হিসাব করিয়া ব্যয় করিবে যে, ইয়াতীমের সম্পদ যেন ব্যয় করার প্রয়োজনই না হয়। মুজাহিদ এবং মাইমুন ইব্ন মিহরানের রিওয়ায়েতে হাকামও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আমের শা'বী বলেন ইয়াতীমের মাল খাইবে না। একমাত্র সেই অবস্থার সম্মুখীন হইলে খাইবে যে অবস্থায় মরদেহ ভক্ষণ করা জায়িয হয়। উপরন্তু উহা পরিশোধ করিতে হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

নাফে' ইব্‌ন আবূ নঈম আলকারী হইতে ওয়াহাব বর্ণনা করেন যে, নাফে ইব্‌ন আবূ নঈম আলকারী (র) বলেনঃ আমি ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী ও রবীআকে وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ-এই আয়াতের ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উভয়ে বলেনঃ ইহাতে ইয়াতীম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইয়াতীম যদি দরিদ্র হয় তবে অভিভাবক তাহার প্রয়োজনমত ইয়াতীমের জন্য নিজ মাল হইতে ব্যয় করিবে। কিন্তু অভিভাবক উহার বিনিময় হিসাবে কিছু পাইবে না।

এই ভাবার্থটি মূল ভাষ্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ-যাহারা সচ্ছল তাহারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল ব্যয় করা হইতে বিরত থাকিবে। অর্থাৎ অভিভাবকদের মধ্যে যাহারা সচ্ছল তাহারা। আর وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا অভিভাবকদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র ও অসচ্ছল فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ সে সংগত পরিমাণ খাইবে। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। যথা অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ

'তোমরা ইয়াতীমদের মালের নিকটেও যাইও না; একমাত্র তাহাদের উপকার ও স্বার্থ ব্যতীত কিংবা কঠিন অভাবে নিপতিত হইলে।' অর্থাৎ ইয়াতীমের স্বার্থ ও কল্যাণ ব্যতীত উহাদের মালের নিকটবর্তী হইও না। আর যদি অভিভাবক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হয় তবে সে ইয়াতীমের মাল হইতে সংগত পরিমাণ খাইতে পারিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

'যখন তাহাদের হাতে তাহাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ কর।' অর্থাৎ যখন তাহারা বালেগ হইবে এবং যখন তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা লক্ষ্য করিবে, তখন তাহাদের হাতে সমর্পণ করিবে। আর যখন তাহাদিগকে তাহাদের মাল প্রত্যর্পণ করিবে, তখন فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ সাক্ষী রাখিবে।

ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমের অভিভাবকদের প্রতি ইয়াতীমরা বালেগ হইলে তাহাদের ধন-সম্পদ তাহাদের হাতে প্রত্যর্পণ করার সময় সাক্ষী রাখিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা অভিভাবক উহার মাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াছে কি-না তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশেষে আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

'অবশ্য আল্লাহই হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।'

অর্থাৎ ইয়াতীমের অভিভাবক তাহার মাল সংরক্ষণের বেলায় কতটা সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে এবং উহার মাল আমানতদারীর সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে কিনা বা ষড়যন্ত্র করিয়া উহার মাল নষ্ট করিয়া ফেলিল কিনা, এই সকল বিষয় আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তাই হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট।

সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ যর (র)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন–হে আবূ যর! তোমাকে আমার দুর্বল মনে হইতেছে। অবশ্য আমি আমার নিজের জন্যে যাহা পসন্দ করি তোমার জন্যেও তাহা পসন্দ করি। তবে সাবধান! কখনো তুমি দুই ব্যক্তির নেতৃত্বও গ্রহণ করিবে না এবং কখনো ইয়াতীম ও তাহার মালের অভিভাবকত্বও গ্রহণ করিবে না।"

(٧) لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ ؕ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

(٨) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

(٩) وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ○

৭. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে। তেমনি পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। উহা অল্প হউক কিংবা বেশি হউক, এক নির্ধারিত অংশ।"

৮. "সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।"

৯. "তাহারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহারাও তাহাদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইত। সুতরাং তাহারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।"

১০. "যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তাহারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে।"

তাফসীর ঃ সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও কাতাদা বলেন ঃ মুশরিকদের মধ্যে প্রথা ছিল যে, পিতার বড় ছেলে পৈতৃক সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হইত এবং তাহার ছোট ছেলে-মেয়েরা পিতৃ-সম্পত্তির কোন অংশ পাইত না। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ

'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রহিয়াছে।'

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী অংশীদার হিসাবে সকলেই সমান। তাহা মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত হউক বা বৈবাহিক সম্পর্কের হউক বা আযাদ সম্পর্কের হউক। আত্মীয় হিসাবে কম-বেশি অংশ সকলেই পাইবে।

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন উকাইল, সুফিয়ান সাওরী ও ইব্‌ন হারসার সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ একদা উম্মু কাহাতা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমার দুইটি ছেলে সন্তান রহিয়াছে, কিন্তু ওদের পিতা মারা গিয়াছে এবং ওদের কোন সহায়-সম্পত্তি নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ

উত্তরাধিকারের আয়াতের পরবর্তী আলোচনায় এই হাদীসটি আবারও আলোচিত হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন উপস্থিত হয়। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসিয়া উপস্থিত হয় যাহাদের কোন অংশ নাই, তাহাদিগকে উহা হইতে একাংশ প্রদান কর। ইসলামের প্রথম যুগে উহা প্রদান করা ওয়াজিব ছিল। কেহ বলিয়াছেন, ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব ছিল। তবে এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, বর্তমানে এই নীতি রহিত কি রহিত নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, শায়বানী, সুফিয়ান, আবদুল্লাহ আশজাঈ, আহমাদ ইব্ন হামীদ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের আলোচনা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই হুকুম বর্তমানেও কার্যকর এবং ইহা রহিত হয় নাই। ইব্ন আব্বাস হইতে সাঈদও এইরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হিকাম, হাজ্জাজ ইব্ন আওয়াম, হুসাইন, কাসিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ এই নীতি এখনো কার্যকর। ইহার উপর আমল করিতে হইবে। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ ও সাওরী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াত প্রসংগে বলেনঃ উত্তরাধিকারীদের খুশিমত উহাদিগকে কিছু দেওয়া ওয়াজিব। ইব্ন মাসউদ, আবূ মূসা, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর, আবুল আলীয়া, শা'বী ও হাসান বসরী প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন সীরীন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মাকহুল, ইব্রাহীম নাখাঈ, আতা ইব্ন আবূ রিবাহ, যুহরী ও ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াসার প্রমুখ বলেনঃ উহা প্রদান করা ওয়াজিব।

ইব্ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ইব্ন উবায়দা, ইসমাঈল ইব্ন আলীয়া, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সীরীন (র) বলেনঃ হযরত আবূ উবায়দা (রা) একটি ওসীয়াতের একক অধিকারী হইয়াছিলেন। উহা গ্রহণ করার সময় তিনি একটি বকরী যবাই করিয়া এই আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের ভোজন করান। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এই আয়াতটি নাযিল না হইত তাহা হইলে ইহাও আমার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইত।

যুহরী হইতে মালিক আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, মাসআবের (র) সম্পত্তি বন্টন হওয়ার সময় উরওয়াও (র) উহাদিগকে কিছু কিছু প্রদান করিয়াছিলেন। যুহরী (র) বলেনঃ এই হুকুম এখনো কার্যকর। মুজাহিদ হইতে আবদুল করীমের সূত্রে মালিক বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেনঃ উত্তরাধিকারীদের খুশি মত উহাদিগকে কিছু প্রদান করা একটি ওয়াজিব দায়িত্ব।

যাহারা বলেন এই আয়াতটি ওসীয়াত সম্পর্কিত, তাহাদের দলীল এই ঃ

ইব্ন আবূ মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জারীজ ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবূ মালিক (র) বলেনঃ তাহাকে আসমা বিনতে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (র) এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) বলিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর যখন তাহার পিতার সম্পত্তি ভাগ-বন্টন করিয়াছিলেন তখন আয়েশা (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত দরিদ্র এবং দূর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়কে বঞ্চিত করেন নাই। সকলকে উহা হইতে কিছু কিছু দিয়াছিলেন এবং তখন এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছেন ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى

অর্থাৎ উহা বন্টন করার সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয় তখন উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু ভোজন করাও। কাসিম (র) বলেনঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহা জানিতে পারিয়া বলেন যে, ইহা করা ঠিক হয় নাই। মৃত ব্যক্তি উহাদিগকে দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করিয়া গেলে কেবল দেওয়া যাইবে। কেননা এই আয়াতটি ওসীয়াত সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**প্রতিপক্ষের দলীল**

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়িব কালবী ও সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম মক্কী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ। এই আয়াতটি পরবর্তীতে অবতীর্ণ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ এই আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আওফী وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى এই আয়াতাংশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব অংশ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে ইহা কার্যকর ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব অংশ নির্ধারিত করিয়া দিলে ইহা কেবল সাদকা বা ওসীয়াত সম্পর্কীয় ব্যাপারে প্রযোজ্য থাকে। যে অংশ বা যাহাদের জন্য মৃত ব্যক্তি ওসীয়াত করিয়া যাইবে তাহারাই কেবল উহা পাইবে। ইব্‌ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'তা উছমান ইব্‌ন আতা, ইব্‌ন জারীজ, হাজ্জাজ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنُ এই আয়াত মীরাছের আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর উহা দ্বারা উত্তরাধিকারীদের কম-বেশি স্ব-স্ব অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, হুমাম, সাঈদ ইব্‌ন আমের ও উসাইদ ইব্‌ন আসিম বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) বলেনঃ

এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির মাল হইতে ইয়াতীম, ফকীর, মিসকীন এবং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন–যাহারা বন্টন করার সময় উপস্থিত হইত তাহাদিগকে কিছু কিছু দেওয়া হইত। কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মৃতের উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়ার দ্বারা এই আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ব্যতীত অন্যান্য যাহাদের জন্য সে ওসীয়াত করিয়া যাইবে তাহারাই কেবল উহা পাইবে।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী ও মালিক বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি ওসীয়াত ও মীরাছ সম্পর্কীয় আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। ইকরামা, আবূ শা'ছা, কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবূ সামীহ, আবূ মালিক, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম, যিহাক, আতা খোরাসানী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও রবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান প্রমুখ হইতে বর্ণনা

করা হইয়াছে যে, তাহারা বলেন, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। আর জমহুর ফুকাহা, চার ইমাম এবং তাহাদের যোগ্য সহচরদের অভিমতও ইহাই।

তবে ইব্ন জারীর (র) এই আয়াতের একটি অত্যন্ত দুর্বল অর্থ করিয়াছেন। যাহার সার সংক্ষেপ হইল- وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ অর্থাৎ ওসীয়াতের মাল বন্টন করার সময় যদি মৃত ওসীয়াতকারীর আত্মীয়-স্বজন ইয়াতীম ও মিসকীন হাযির হয়, فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু ভক্ষণ করাও এবং وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا তাহাদের সংগে নম্র ব্যবহার ও সদালাপ কর। এই হইল তাহার এই সম্বন্ধীয় একাধিক ও দীর্ঘ বর্ণনার সারমর্ম। তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে সন্দেহ বিদ্যমান। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে আওফী বলেন : وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ অর্থাৎ উত্তরাধিকার বন্টন করার যখন সময় উপস্থিত হইবে। একাধিক ব্যক্তি এই অর্থ করিয়াছেন। তবে ইব্ন জারীরের নিকট এই অর্থ গ্রহণীয় নয়। কেননা তিনি বলেন, যখন সেই সব গরীব আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হইবে, যাহাদের কোন অংশ নাই, তখন তাহাদের জন্য উত্তরাধিকারীদের নিজ নিজ অংশ হইতে কিছু কিছু করিয়া দেওয়া উচিত। কেননা তাহারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অসহায় ও করুণার দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি তাকায়। আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল। তাই তাহাদিগকে রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া না দিয়া কিছু দিয়া খুশি করার কথা বলিয়াছেন। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : كُلُوْا مِنْ ثَمَرِ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

অর্থাৎ নিজেদের বাগানের ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং যেদিন ফল কর্তন কর, সেই দিন ইহার হক বাহির করিয়া ফকীর-মিসকীনদিগকে দিয়া দাও।

ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ও দরিদ্র লোকদের ভয়ে যাহারা তাহাদিগকে না জানাইয়া গোপনে ক্ষেতের ফসল কর্তন করে এবং গাছের ফল পাড়িয়া নেয় তাহাদিগকে আল্লাহ নিন্দা করিয়াছেন। যথা কোন এক বাগানের মালিককে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে বলিয়াছেন :

اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ

'যখন উহারা শপথ করিয়াছিল যে, প্রত্যুষে বাগানের ফল আহরণ করিবে।'

فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ. اَنْ لاَّيَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ.

অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে যে, অদ্য যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করিতে না পারে। دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا

অর্থাৎ তাহাদের তথায় পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহর শাস্তি নামিয়া আসিল এবং সমস্ত বাগান পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। আর অন্যের হক বিনষ্টকারীদের পরিণতি এইরূপই হইয়া থাকে।

তাই হাদীসেও আসিয়াছে, যে মালের মধ্যে সাদকার মাল মিশ্রিত থাকে উহা সাকুল্যে ধ্বংস হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই মালের মধ্যে মিশ্রিত সদকা বা যাকাত অন্যের হক আর এই হক বিনষ্ট করার পাপেই সেই মাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ

অর্থাৎ যাহারা নিজেদের পশ্চাতে নিজেদের অসমর্থ সন্তানদেরকে ছাড়িয়া যাইবে তাহাদের উপর যে ভীতি আসিবে তজ্জন্যে তাহাদের শংকিত হওয়া উচিত। ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বলেন :

ইহা মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যদি এমন কোন ওসীয়াত করে যাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের জন্য আশংকাজনক ও ক্ষতিকর হয়, তখন ওসীয়াত শ্রবণকারী ওসীয়াতকারীকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করিবে, যাহাতে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া না পড়ে। যেভাবে সে নিজের মংগল কামনা করে, ঠিক তেমনি সে তাহাদের যে কোন ক্ষতিকর ব্যাপার রোধ করিবে। মুজাহিদ (র) সহ অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন।

সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের অসুস্থতা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অঢেল সম্পত্তি রহিয়াছে, কিন্তু আমার উত্তরাধিকার হইল মাত্র একটি কন্যা সন্তান। তাই আমি কি উহার দুই-তৃতীয়াংশ সাদকা করিয়া দিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না। তবে অর্ধেক ? তিনি বলিলেন, না। তবে এক-তৃতীয়াংশ ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এক-তৃতীয়াংশও বেশি হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার উত্তরাধিকারীকে সম্পদশালীরূপে রাখিয়া যাও। ইহা অনেক উত্তম উহা হইতে যে, তুমি তাহাকে দরিদ্ররূপে রাখিয়া যাইবে এবং সে অন্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত বাড়াইবে।

সহীহ হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মানুষ যদি এক-তৃতীয়াংশের কম এক-চতুর্থাংশ ওসীয়াত করে, তবে তাহাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, এক-তৃতীয়াংশও বেশি হইয়া যায়।

ফকীহগণ বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি ধনবান হয়, তবে মৃত ব্যক্তির তাহার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করা উত্তম। আর যদি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা দরিদ্র হয় তবে একতৃতীয়াংশের কম ওসীয়াত করা উত্তম। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশের ভাবার্থ হইল, ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করা। যথা বলা হইয়াছে ঃ وَلاَ تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا

অর্থাৎ ইয়াতীমের ধন-সম্পদ প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিও না এবং তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। ইব্ন আব্বাস হইত আওফীর সূত্রে ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, মূলত এই অর্থই উত্তম। কেননা এই অর্থের মধ্যে অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণের জন্যে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে তাহাই আয়াতের মূল বক্তব্য।

উহা এই যে, তোমরা ইয়াতীমের প্রতি সেইরূপ খেয়াল রাখ যাহা তোমরা তোমাদের মৃত্যুর পর অন্যদের নিকট হইতে তোমাদের সন্তানদের বেলায় কামনা কর। তোমরা যেমন চাও না তোমাদের মৃত্যুর পর অন্যেরা তোমাদের সন্তানদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করুক এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দরিদ্ররূপে বাস করুক, তেমনি তোমরাও ইয়াতীমের মালের প্রতি তদ্রূপ কল্যাণকর দৃষ্টি রাখ। যাহারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তাহারা যেন স্বীয় উদরে জ্বলন্ত অগ্নি প্রবেশ করায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

'যাহারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তাহারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করিয়াছে এবং সত্বরই তাহারা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।' অর্থাৎ যাহারা অন্যায়-অসংগতভাবে ও অকারণে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে প্রকারান্তরে তাহারা অগ্নি ভক্ষণ করে, যাহা কিয়ামতের দিন তাহার পেটের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে।

আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, আবুল গাইছ, ছাওর ইব্ন যায়িদ ও সুলায়মান ইব্ন বিলালের সনদে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, দশটি পাপ হইতে তোমরা বাঁচিয়া থাক, যেইগুলি ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেইগুলি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহর সহিত শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, জিহাদের ময়দান হইতে পালাইয়া যাওয়া, আর মুমিনা মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করা।'

আবূ সাঈদ খুদরী হইত ধারাবাহিকভাবে আবূ হারূন আব্দী, আবদুল আযীম ইব্ন আবদুস সামাদ উম্মী, উবায়দা, আবু হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! মি'রাজের রাত্রে আপনি কি কি দেখিয়াছেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি সেই রাতে আল্লাহ্র বহু সৃষ্টি ও কীর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উহার মধ্যে এমন বহু লোক দেখিয়াছি, যাহাদের প্রত্যেকের ওষ্ঠ উষ্ট্রের ওষ্ঠের মত। আর তাহাদের প্রত্যেককে ফেরেশতারা হা করাইতেছিল। অতঃপর তাহাদের মুখের ভিতর দিয়া অগ্নিদগ্ধ পাথর ঢুকাইয়া দিতেছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে চিৎকার করিতেছিল। ইহা দেখিয়া জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, এই হইল সেই সকল লোক যাহারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খাইয়াছে। মূলত তাহারা নিজেদের পেটের মধ্যে আগুন ভর্তি করিয়াছে এবং সত্বরই তাহারা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

সুদ্দী (র) বলেনঃ ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণকারী কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠিবে যে, উহার মুখ, চোখ, নাক এবং কান দিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতে থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহাকে চিনিতে পারিবে যে, সে কোন ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিয়াছে।

আবূ বারযা হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে ইব্ন হারিছ, যায়িদ ইব্ন মানযার, ইউনুস ইব্ন বুকাইর, উকবা ইব্ন মুকাররাম, আহমাদ ইব্ন আমর, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন যায়িদ ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ বারযা (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কতক লোককে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠান হইবে যে, তাহাদের মুখে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকিবে। জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আল্লাহর রাসূল! উহারা কাহারা ? তিনি উত্তরে বলিলেন, কেন দেখ নাই যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا

অর্থাৎ নিশ্চয় যাহারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে।

উকবা ইব্ন মুকাররাম হইতে আবূ যারাআর সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। উকবা ইব্ন মুকাররম হইতে আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুছান্নার রিওয়ায়েতে ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুকবিরী, উছমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর, যুহরী, আবূ আমর আব্দী, আহমাদ ইব্‌ন ইসাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেনঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, তোমরা অবলা মহিলা এবং ইয়াতীম এই দুই দুর্বলের ধন-সম্পদ হইতে বাঁচিয়া থাক। অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে উহাদের সম্পদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ওসীয়াত করিতেছি।

ইতিপূর্বেও সূরা বাকারার ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও আতা ইব্‌ন সাইফের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْـوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর ইয়াতীমদের অভিভাবকরা তাহাদের আহার্য ও পানীয় হইতে ইয়াতীমদের আহার্য ও পানীয় পৃথক করিয়া ফেলেন। পরিশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, ইয়াতীমদের খানাপিনার কোন বস্তু বাঁচিয়া গেলে হয় সেই বাসি বস্তু তাহাদিগকে খাইতে হইত, না হয় উহা পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। এই সমস্যা তাহাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ইহা বলা হইলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ অর্থাৎ তাহারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ? তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তাহাদের জন্য যাহা মংগল বুঝ তাহা কর। ইহার পর ইয়াতীমদের অভিভাবকরা তাহাদের খাদ্য ও পানীয়ের সহিত ইয়াতীমদের খাদ্য ও পানীয় একত্রিত করিয়া নেয়।

(١١) يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১১. "তোমাদের-সন্তান সন্ততির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ওসীয়াত করিতেছেন। ছেলেদের জন্য মেয়েদের দ্বিগুণ অংশ। অতঃপর যদি দুইয়ের অধিক শুধু মেয়েই থাকে, তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। মৃত সন্তানের যদি সন্তান থাকে, তবে পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, আর সে নিঃসন্তান হইলে ও পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ। তবে ভাই বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। ইহা ওসীয়াত ও ঋণ আদায়ের পরে পাইবে। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের কে অধিকতর উপকারে আসিবে, তাহা তোমরা জান না। ইহা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ এই আয়াত, ইহার পরবর্তী আয়াত ও সূরার শেষের আয়াতটি হইল ইলমে ফরায়িয বা উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় নীতিমালা। হাদীস গ্রন্থসমূহে এই সম্পর্কীয় যত হাদীস আসিয়াছে উহা এই মূল আয়াতত্রয়ের ব্যাখ্যা মাত্র। আমরা এই সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ ইহার ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিতে সচেষ্ট হইব। কিন্তু এই সম্পর্কীয় মাসআলা ও দলীলসমূহের সত্য নির্ভরতা এবং ইমামগণের স্ব-স্ব মাযহাবের প্রামাণ্য দলীলাদির আনুপুঙ্খ আলোচনার স্থান ইহা নহে। ইলমে ফরায়িয শিক্ষার গুরুত্ব ও উৎসাহের ব্যাপারে বহু হাদীস রহিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর হইতে মারফূ সূত্রে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন রাফে তানূখী ও আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আনআম আফ্রিকীর সনদে ইব্ন মাজা ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র) বলেন ঃ

প্রকৃত ইলম বা বিদ্যা তিনটি। ইহা ব্যতীত অন্য সকল বিদ্য অতিরিক্ত। এক, বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহ; দুই. প্রামাণ্য হাদীসসমূহ; তিন. কুরআন হাদীস প্রণীত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিদ্যা।

আবূ হুরায়রা (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিদ্যা শিক্ষা কর এবং অপরকে শিক্ষা দাও। কেননা বিদ্যার অর্ধেক হইল ইহা। অথচ মানুষ ইহা ভুলিয়া যায় এবং ইহাই প্রথম জিনিস যাহা আমার উম্মতের নিকট হইতে ছিনাইয়া নেওয়া হইবে। ইব্ন মাজা (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। আবূ সাঈদ এবং ইব্ন মাসউদের হাদীসেও ইহা রিওয়ায়েত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। ইব্ন উআইনা (র) বলেনঃ ইহাকে বিদ্যার অর্ধেক বলা হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, প্রত্যেক মানুষ এই বিষয়ের সংগে জড়িত। সকলকে ইহার প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতে হয়।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মুনকাদির, ইব্ন জারীজ, হিশাম ও ইব্রাহীম ইব্ন মূসার রিওয়ায়েতে বুখারী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ

আমি রুগ্ন হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকর (রা) বনী সালমা গোত্রের মহল্লা দিয়া হাটিয়া আমাকে দেখিতে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আসিয়া দেখেন, আমি মূর্ছিত। ইহা দেখিয়া তিনি ওযুর পানি চাহিয়া ওযু করেন এবং আমার মুখের উপর পানি ছিটাইয়া দিলেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করিতে বলেন ? আমার এই প্রশ্নের জবাবে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয় ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন; একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।

ইব্ন জারীজ হইতে উর্ধ্বতন সূত্রে হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মাদ আওয়ারের সনদে নাসায়ী এবং মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির ও সুফিয়ান ইব্ন উআইনার সূত্রেও একটি দল এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে জাবির হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীস ঃ

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীল, ইব্ন আমর রবী ওরফে উবায়দুল্লাহ, যাকারিয়া ইব্ন আদী ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ সা'আদ ইব্ন রবীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন–হে আল্লাহর রাসূল! এই কন্যা দুইটি সা'আদ ইব্ন রবীর। ইহাদের পিতা আপনার সহিত ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। ইহাদের চাচা ইহাদের সকল সম্পদ নিয়া যাওয়ায় ইহারা এখন নিঃস্ব। অথচ অর্থ-সম্পদ ব্যতীত ইহাদিগকে বিবাহ দেওয়া সম্ভব নহে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ইহার ফয়সালা স্বয়ং আল্লাহ করিবেন। অতঃপর এই উত্তরাধিকারের বিধি সম্পর্কীয় আয়াতটি নাযিল হয়। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের চাচার নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে এই নির্দেশ দেন যে, সা'আদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে তাহার দুই মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাহাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ দিয়া দাও। আর অবশিষ্টাংশ তোমার। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ওয়াকী হইতে ঊর্ধ্বতন সূত্রে ইব্ন মাজা, তিরমিযী এবং আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে ইহা পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, জাবিরের প্রশ্নের উত্তরে সম্ভবত সূরার শেষ আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। উহার বিবরণ সামনে আসিতেছে। কেননা জাবিরের (রা) উত্তরাধিকারী ছিল তাহার বোনেরা। তাহার কোন মেয়ে সন্তান তো ছিলই না; বরং তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তথাপি আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এই হাদীসটি এখানে নিছক বুখারীর অনুসরণে উদ্ধৃত করিয়াছি। দ্বিতীয়ত, জাবিরের অপর হাদীসটিও এই আয়াতের শানে নুযুল প্রসংগে কি-না, তাহাতে ব্যাপক সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।

অর্থাৎ ইহা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা এই ব্যাপারে ন্যায় ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়াছেন। কেননা জাহেলী যুগে একমাত্র পুরুষেরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত, নারীরা কোন অংশ পাইত না। তাই আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশের মাধ্যমে তাহাদের বঞ্চিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার দেন। তবে অংশ হিসাবে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের দায়িত্ব বেশি। কেননা তাহাদিগকে খাদ্য, পানীয় পরিধেয়সহ পারিবারিক বহু ব্যয় বহন করিতে হয়। ব্যবসা করিয়া তাহাদিগকে অর্থ উপার্জন করিতে হয়। ইহা ছাড়াও পুরুষদের উপর রহিয়াছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই আল্লাহ তা'আলা ইনসাফের দৃষ্টিতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের অংশ দ্বিগুণ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ প্রসংগে জনৈক মনীষী বলিয়াছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতার চেয়ে বহুগুণে স্নেহশীল ও দয়ালু! কেননা সন্তানদিগকে নির্ধারিত অংশ দিতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে আদেশ করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাহার বান্দাদের বেলায় পিতার চেয়ে অধিক দায়িত্বশীল ও যত্নবান।

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে যে, একজন মহিলা তাহার শিশু সন্তান হারাইয়া ফেলে। ফলে সে সন্তানের খোঁজে পাগলিনীর মত ছুটিয় বেড়ায়। তাহার অবস্থা এমন হইল যে, যে শিশুকে সামনে পায় তাহাকেই বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দুধ পান করায়। এই দৃশ্য দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা বলত, অধিকার থাকা সত্ত্বেও এই মহিলা তাহার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে? সাহাবীগণ বলিলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের প্রতি ইহার চেয়েও অধিক বেশি দয়ালু।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্ন নাজীহ, ওরাকা, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

পূর্বকালে সকল ধন-সম্পত্তি ছেলে-সন্তানের অধিকারে থাকিত। পিতা-মাতা ওসীয়াত হিসাবে কিছু পাইত মাত্র। পরবর্তীতে আল্লাহ পাক এই বিধান রহিত করিয়া পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশ দেন। এবং পিতা-মাতাকে দেন এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ আর স্ত্রীকে দেন এক-অষ্টমাংশ বা এক-চতুর্থাংশ এবং স্বামীকে দেন অর্ধাংশ বা এক-চতুর্থাংশ।

ইব্ন আব্বাস (র) হইতে আওফী (র) يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন ঃ

উত্তরাধিকার বিষয়ে ছেলে, মেয়ে ও পিতামাতা সম্পর্কে বিধান নাযিল হইলে কোন কোন লোক ইহার বিরোধিতা করিয়া বলিতে থাকে যে, স্ত্রীদের জন্য চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ ও মেয়ের জন্য অর্ধাংশ এবং শিশু সন্তানের জন্য অংশ নির্ধারিত করা হইয়াছে। অথচ ইহাদের সকলে যুদ্ধ করিতে অক্ষম। ইহারা গনীমাত বহন করার সময়ও সহযোগিতা করিতে পারে না। সুতরাং তোমরা এই বিধানের বাস্তবায়ন হইতে বিরত থাক। ফলে হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা ভুলিয়া, যাইবেন নতুবা ইহার প্রতি আমাদের অনীহা ও অসমর্থনের ফলে তিনি ইহা পরিবর্তন করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর তাহারা গিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মেয়েকে পিতার পরিত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেকের অধিকারী করিয়াছেন! অথচ তাহারা ঘোড়ায় চড়িতে জানে না এবং যুদ্ধও করিতে পারে না। তেমনি আপনি শিশুদেরকেও উত্তরাধিকারী করিয়াছেন—ইহাদের দ্বারা কোন উপকার হয়?

অজ্ঞতার সময়ে এই লোকেরা যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল কেবল তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করিত এবং বড় ছেলেকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদানপূর্বক একমাত্র উত্তরাধিকারী করিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

অর্থাৎ অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুই-এর অধিক, তবে তাহাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই অংশ।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশের মধ্যের فَوْقَ শব্দটি অতিরিক্ত। যেমন অন্য আয়াতেও এই শব্দটি অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমনঃ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ

তবে আমাদের নিকট তাহাদের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়–কোন আয়াতাংশের বেলায়ই। কেননা কুরআনের কোন শব্দই অতিরিক্ত নয়, কোন শব্দই অনর্থক নয়। কোন-না-কোন উপকার বা অর্থ উহার রহিয়াছে। অতএব তাহাদের অভিমত প্রত্যাখ্যাত।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ অর্থাৎ যদি শুধু কন্যাই হয় দুই এর অধিক, তবে কন্যারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাইবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির।

ইহা দ্বারা একথা বুঝানো যদি লক্ষ্য হইত যে, কন্যা যদি দুইজন হয় তবে উহারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাইবে, তবে আল্লাহ তা'আলা এখানে لَهُنَّ পরিবর্তে لَهَا-র ব্যবহার করিতেন। কেননা, দ্বিতীয় আয়াতের দুই বোনকে দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দুই বোন যদি দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়, তবে দুই কন্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী হওয়াই বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিযুক্ত।

ইতিপূর্বে জাবির (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সা'আদ ইব্ন রবীর দুই বোনকে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ প্রদান করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতএব কিতাব ও সুন্নাহ্ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, দুই মেয়ে বা দুই বোন উভয়ের জন্যেই পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্য।

ইহার পর আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

অর্থাৎ, কন্যা যদি একটি হয়, তবে তাহার জন্যে অর্ধাংশ।

অতএব দুই কন্যার জন্য যদি অর্ধাংশ হইত, তবে এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা উহার পুনরুক্তি করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং কেবলমাত্র এক কন্যার অংশ পৃথক করার দ্বারা বুঝা গেল যে, দুই বা উহার ঊর্ধ্ব সংখ্যা কন্যার জন্য দুই-তৃতীয়াংশই নির্ধারিত। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

অর্থাৎ, মৃতের পিতামাতার প্রত্যেকের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয়-ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। পুত্রের সম্পত্তিতে পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন অবস্থা রহিয়াছে।

এক. মৃত ব্যক্তির যদি পিতা-মাতাসহ একাধিক মেয়ে থাকে তবে পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া পাইবে। আর যদি পিতা-মাতাসহ একটিমাত্র কন্যা থাকে, অর্ধাংশ পাইবে মেয়ে এবং পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া পাইবে। আর আসাবা হিসাবে অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে পিতা। এই অবস্থায় পিতা নির্ধারিত এক-ষষ্ঠাংশ ব্যতীত আসাবা হিসাবে আরো এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী হইবে।

দুই. যদি মৃতের কেবলমাত্র পিতা-মাতা থাকে, তবে মাতা পাইবে এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট দুই অংশ পাইবে পিতা আসাবা হিসেবে। এই অবস্থায় পিতা মাতার চেয়ে দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি পিতা-মাতাসহ কেবল স্বামী থাকে অথবা যদি স্ত্রী থাকে, তবে এই অবস্থায় স্বামী অর্ধাংশ এবং স্ত্রী পাইবে এক-চতুর্থাংশ।

এই অবস্থায় মাতা কত অংশ প্রাপ্ত হইবে, এই বিষয়ে তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

এক. এই অবস্থায় মাতা অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। এই অবশিষ্ট সম্পত্তিকে পুরো সম্পত্তি কল্পনা করিতে হইবে এবং উহাকে নারী-পুরুষের নির্ধারিত অংশ হিসাবে ভাগ করিতে হইবে। নিয়ম অনুযায়ী নারী পুরুষের অর্ধেক পায়। অতএব মাতা পিতার অর্ধেক পাইবে। অর্থাৎ মাতা পাইবে এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাইবে দুই-তৃতীয়াংশ। হযরত উমর (রা) এবং হযরত উছমান (রা)-এর অভিমতও ইহা। আলী (রা) হইতে সহীহ্ সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আর হযরত আলীর (রা) উদ্ধৃতিতে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) এবং যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সাতজন ফকীহ্, ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহুর উলামার অভিমতও ইহা।

দুই. এই অবস্থায় মাতা সমস্ত মালের এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। কেননা, আয়াতটিতে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে, فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

'যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তবে মাতা পাইবে তিন ভাগের এক ভাগ।'

অর্থাৎ উহারা স্বামী-স্ত্রীর কেহই থাক আর না থাক। আর যদি উহাদের কোন সন্তানও না থাকে তবে এই অবস্থায় মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। ইহাই হইল ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত। আলী (রা) এবং মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদের উদ্ধৃতি দিয়া শুরাইহ্ (র) এবং দাউদ যাহিরীও এই কথা বলিয়াছেন। আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন লাবান বসরী ইলমে ফরায়েয সম্বন্ধীয় স্বীয় কিতাব 'আল ইজাযে'ও এই মত গ্রহণীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

যাহা হউক সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, এই মতটির মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে এবং দুর্বলতারও আলামত পাওয়া যায়। কেননা আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হইয়াছে যে, মাতা সকল সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ তখন পাইবে যখন মৃতের কোন সন্তান না থাকিবে। অর্থাৎ মৃতের সকল সম্পত্তির একক অধিকারী হইবে তখন তাহার পিতা-মাতা।

তিন. আর যদি কেবল মৃতের স্ত্রী জীবিত থাকে, তবে এই অবস্থায় মৃতের মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। অর্থাৎ স্ত্রী পাইবে বার ভাগের তিন ভাগ, মাতা পাইবে চার ভাগ এবং পিতা পাইবে অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ।

যদি স্বামী জীবিত থাকে এবং স্ত্রী যদি যায়, তবে এই অবস্থায় মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। কেননা এই অবস্থায় তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হইলে সে পিতার বেশি পাইয়া যায়। যেমন, যদি সমস্ত সম্পত্তিকে ছয় ভাগ করা হয় তবে স্বামী পায় অর্ধেক। ইহার পর মাকে যদি সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হয় তবে পিতা পায় মাত্র এক ভাগ। অর্থাৎ মাতা পিতার অপেক্ষা বেশি পাইয়া যায়। সুতরাং ভাগ হইবে এইরূপ ঃ মাতা পাইবে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাইবে দুই-তৃতীয়াংশ। ইহা হইল ইব্ন সীরীনের (র) অভিমত। মূলত এই অভিমতটি উপরোক্ত অভিমত দুইটির সংমিশ্রিত রূপ মাত্র। পরন্তু ইহা দুর্বলও বটে। মোটকথা প্রথমোক্ত উক্তিটিই সহীহ ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

**পুত্রের সম্পত্তিতে পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী হওয়ার তৃতীয় অবস্থা**

মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতাসহ যদি ভাই থাকে–সহোদর হউক বা বৈপিত্রেয় হউক, তবে এই অবস্থায় পিতার বিদ্যমানতার কারণে ভাইয়েরা কিছুই পাইবে না। তবে তাহারা মাকে এক-তৃতীয়াংশ হইতে এক-ষষ্ঠাংশে নামাইয়া দেয়। অর্থাৎ তখন মাতা পায় সম্পত্তির এক -তুর্থাংশ। আবার যদি অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকে অর্থাৎ কেবল মাতার সহিত পিতা থাকে, তবে এই অবস্থায় বাকী সকল অংশ পিতা প্রাপ্ত হইবে। জমহুরের নিকট দুই ভাইও বোনদের মত সমান অংশপ্রাপ্ত হয়।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আব্বাসের গোলাম ও শু'বার সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন ঃ

'একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত উছমানের (রা) নিকট গিয়া বলেন যে, দুই ভাই মাতাকে তৃতীয়াংশ হইতে ষষ্ঠাংশে নামাইয়া দেয় না। কেননা কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ অর্থাৎ যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে। মোটকথা اِخْوَةٌ বহুবচন এবং اَخَوَانِ দ্বিবচন। তাই কখনও দ্বিবচন বহু বচনের স্থানে ব্যবহৃত হয় না। উছমান (রা) বলিলেন, এই নিয়ম বহুদিন পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাজেই ইহার পরিবর্তন করা অসাধ্য ব্যাপার।' তবে ইব্‌ন আব্বাসের এই কথাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা ইহার বর্ণনাকারী শু'বার প্রতি ইমাম মালিকের মিথ্যার অভিযোগ রহিয়াছে। আর যদি ইব্‌ন আব্বাসের অভিমত এইরূপ হইত তাহা হইলে তাহার শিষ্যরাও এইমত পোষণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের নিকট হইতে এই ধরনের কোন অভিমত বা উক্তি উদ্ধৃত হয় নাই।

খারিজা ইব্‌ন যায়িদের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে খারিজা ইব্‌ন যায়িদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ যিনাদ বর্ণনা করেন যে, খারিজা ইব্‌ন যায়িদের পিতা বলেন ঃ اَخَوَانِ কখনও اِخْوَةٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ اِخْوَةٌ দ্বারা কখনও দ্বিবচন বুঝান হয়। আমি অন্য কিতাবে এই মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযিদ ইব্‌ন যরী, আবদুল আযীম ইব্‌ন মুগীরা, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ

অর্থাৎ অতঃপর মৃতের যদি কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তাহার মাতা পাইবে ছয় ভাগের এক ভাগ। হাঁ, তবে যদি মৃতের একটি ভাই থাকে, তবে এই অবস্থায় মাতাকে তিন ভাগের একভাগ হইতে সরাইতে পারে না। ইহার বেশি হইলে তখন মাতাকে তিন ভাগ হইতে হটানো হয়।

আলিমগণ বলেন যে, ইহার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম হিকমত রহিয়াছে। তাহা এই যে, ভাইদের বিবাহ, খাওয়া-পরা ইত্যাদির দায়িত্ব পিতার উপরে, মাতার উপরে নয়। কাজেই পিতার ব্যয়-ভার বেশি! তাই পিতাকে অংশ বেশি দেওয়া হয়। এই যুক্তিটি অতি চমৎকার।

কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভাইয়েরা মাকে ষষ্ঠাংশে নামাইবার পর যে অংশটি অতিরিক্ত রহিল উহা পিতা নয়, মৃতের ভাইয়েরা পাইবে। তবে এই উক্তিটি দুর্লভ।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্‌ন তাউস, মুআম্মার, আবদুর রাজ্জাক, হাসান ইব্‌ন ইয়াহয়া ও ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেনঃ মৃতের ভাইয়েরা মাতাকে এক-ষষ্ঠাংশে নামাইয়া দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ পিতা নয়, মৃতের ভাইয়েরা পাইবে।

ইহা বর্ণনা করার পর ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন–এই কথাটি সকল উম্মতের মতের বিপরীত।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আমর, সুফিয়ান ও ইউনুস বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহার পিতা ও পুত্র না থাকে তাহাকে কালালা (كَلاَلَةً) বলে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا اَوْدَيْنٍ

অর্থাৎ ওসীয়াত পূরণ এবং ঋণ পরিশোধ করার পর মীরাছ বণ্টিত হইবে।

পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল আলিম ও মনীষী এই কথার উপর একমত যে, ঋণ ওসীয়াতের অগ্রগামী। আয়াতের প্রতি গভীর চিন্তা করিলেও এই অর্থ প্রতীয়মান হয়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আওয়ার ও ইব্‌ন ইসহাকের সনদে আহমাদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা এবং তাফসীরকাররাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ তোমরা কুরআন কারীমে ওসীয়াতের নির্দেশ পূর্বে এবং ঋণের হুকুম পরে পাঠ কর। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন এবং পরে ওসীয়াত পূর্ণ করিয়াছেন। আর একই মাতৃজাত ভাইয়েরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু বৈপিত্রেয় হইলে সে উত্তারাধিকারী হইবে না। তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি কেবলমাত্র হারিছ হইতেই বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন আলিম এই হাদীসটির ব্যাপারে দ্বিরুক্তি করিয়াছেন।

তবে আমার কথা হইল যে, হারিছ (র) ফরায়েয শাস্ত্রের হাফিজ ছিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আর অংকেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

'তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী, তোমরা তাহা জান না।'

অর্থাৎ আমি পিতা ও পুত্রকে প্রকৃত মীরাছের স্ব-স্ব নির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী করিয়াছি এবং জাহিলিয়াতের যুগের ঘুনেধরা প্রথা বাতিল করিয়াছি। অবশ্য ইসলামের প্রথম দিকে তোমাদের প্রতি সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছেলেকে করার নির্দেশ ছিল এবং পিতা-মাতা শুধু ওসীয়াতের অংশ পাইত। একথা ইতিপূর্বে ইব্‌ন আব্বাসের রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইহা সমুদয় রহিত করিয়া দিয়াছেন। কেননা, মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব উপকার পিতা না পুত্রের দ্বারা সাধিত হইবে, ইহা কাহারো জানা নাই। উভয় হইতেই উপকার আশা করা যায়, কাহারো একক উপকারের ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নাই। পরন্তু বন্টনের ব্যাপারে কাহারো নিশ্চিত কোন ধারণাও নাই।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

অর্থাৎ, পিতার চেয়ে পুত্রের দ্বারা বেশি উপকার লাভের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং পুত্র অপেক্ষা পিতার দ্বারাও বেশি উপকার লাভের কোন নিশ্চয়তা নাই। তাই আল্লাহ সকলকে অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং সকলকে উত্তরাধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ 'ইহা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ।'

অর্থাৎ, উত্তরাধিকারের কম বেশি অংশ ইতপূর্বে যাহা নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করা হইল, উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে আল্লাহই সর্বজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ কুশলী। আল্লাহ তা'আলা নিজ অধিকারবলে এই বিধান নির্ধারণ করিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাকুশলী।

(١٢) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۚ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

১২. "তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকাংশ তোমাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; ওসীয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ও তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমাদের ওসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী হয় তাহার কোন বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নি, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে এক-তৃতীয়াংশের সকলে সমান অংশ পাইবে; উহা ওসীয়াত আদায় ও ঋণ পরিশোধের পর; যদি (ওসীয়াত) কাহারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, অশেষ সহনশীল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

হে পুরুষ সকল! তোমাদের স্ত্রীগণ যাহা ত্যাগ করিয়া যাইবে, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে তবে তোমরা উহার অর্ধাংশ পাইবে। আর যদি কোন সন্তান থাকে তবে ওসীয়াত ও ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাইবে। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ওসীয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং পরে ওসীয়াত পূরণ করিতে হইবে। ইহার পর মীরাছ বন্টন করিতে হইবে। এই কথার উপর সকল আলিম একমত। সন্তানদের সন্তান

এবং তাহাদের সন্তানরা যদি বিদ্যমান থাকে , সেই অবস্থায়ও মৃত স্ত্রীদের স্বামীরা তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

অর্থাৎ স্ত্রীদের জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ হইবে, যাহা তোমরা রাখিয়া যাও, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাহাদের জন্যে হইবে সেই সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী যদি একজন, দুইজন, তিনজন অথবা চারজন হয়, তবে সকলে সেই এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-অষ্টমাংশের অধিকারী হইবে। অর্থাৎ সকলে সেই একাংশ সমান ভাগ করিয়া নিবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً

الكلالة। শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে الاكليل। হইতে। كَلٰلَةً সেই শিরস্ত্রাণকে বলা হয় যাহা মস্তক আবৃত করে। এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে এই অর্থে, যাহার উত্তরাধিকারী হইবে তাহার পাশে লোক - তাহার কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকার কারণে।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে শা'বী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ আমাকে عَلِيْمًا সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আমি বলি যে, আমি আমার মতানুসারে উত্তর দিতেছি। যদি ঠিক হয় তবে তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতেই আর যদি ভুল হয় তবে তাহা হইবে শয়তানের পক্ষ হইতে। আমার ভুল হইলে ইহার দোষ হইতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবেন । كَلٰلَةً তাহাকে বলে যাহার পিতা ও পুত্র না থাকে। উমর (রা) খলীফা হওয়ার পর তিনি এই ব্যাপারে বলেন যে, আমি আবূ বকরের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লজ্জা বোধ করি। তাহার মতই আমার মত। ইব্ন জারীর ও অন্যান্য অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তাউস হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান আহওয়াল, সুফিয়ান, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ও ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমি উমরের (রা) খিলাফাতের শেষ সময়েও উপস্থিত ছিলাম। আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, كَلٰلَةً বলে সেই ব্যক্তিকে, যাহার পিতা নাই এবং পুত্রও নাই । অর্থাৎ যাহার পিতা ও পুত্র মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

হযরত আলী (রা) এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-ও ইহা বলিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন ছাবিত এবং ইব্ন আব্বাসের সূত্রেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাদের বরাতে শা'বী, নাখঈ, হাসান বসরী, কাতাদা, জাবির ইব্ন যায়িদ ও হিকামও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মদীনা, কুফা ও বসরার বিশিষ্ট আলিমগণ, সাতজন বিশিষ্ট ফকীহ, ইমাম চতুষ্টয় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মনীষী এই অর্থের উপর একমত। তবে একমাত্র আবুল হাসান ইব্ন লুবান হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিঃসন্তানকে 'কালালা' বলা হয়। যাহা হউক প্রথমোক্ত অর্থই শুদ্ধ ও সঠিক। দ্বিতীয় অর্থের বর্ণনাকারী হযরত ইব্ন আব্বাসের কথা বুঝিতে ভুল করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهٗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ

'তাহার যদি এক ভাই অথবা এক বোন থাকে।'

অর্থাৎ মাতৃপক্ষের ভাই-বোন যদি থাকে। সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সহ অনেক মনীষীর পঠন দ্বারা এই অর্থই দাঁড়ায় । আবূ বকর (রা) হইতেও এই অর্থ রিওয়ায়েত করা হইয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثُ

অর্থাৎ তখন উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের একভাগ পাইবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তাহারা এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হইবে।

তবে মাতৃজাত ভ্রাতা-ভগ্নিগণ কয়েকটি অবস্থায় অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের হইতে ভিন্ন।

এক. انهم يرثون مع من ادلوا به وهى الام

দুই. তাহাদের নারী ও পুরুষ উভয়ে সমান অংশীদার হইবে।

তিন. মৃত ব্যক্তি যদি পিতা ও পুত্রহীন হয়, তখন তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে। তবে তাহাদের পিতা, পিতামহ, পুত্র ও পৌত্রেরা উত্তাধিকারী হইবে না।

চার. তাহাদের সংখ্যা যত বেশি হউক, তাহারা এক-তৃতীয়াংশের অধিক কখনও পাইবে না।

যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ইব্‌ন ওয়াহাব, ইব্‌ন ইউনুস ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ উমরের (রা) ফয়সালা হইল, মাতৃজাত উত্তরাধিকারীদের ভাই ভগ্নির অংশের দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে।

যুহরী (র) বলেনঃ আমার ধারণা মতে উমর (রা) কুরআনের পরিষ্কার বিবরণ ও রাসূলের অভিমত ও ফয়সালা উপেক্ষা করিতে পারেন না। কেননা কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে ঃ

فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثُ

অর্থাৎ আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তাহারা এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হইবে।

এই অংশীদারীর মাসআলার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যদি মৃতের উত্তরাধিকারী স্বামী, মাতা, পিতামহী এবং মাতৃপক্ষীয় দুইজন ভাই অথবা পিতৃপক্ষীয় একাধিক ভাই থাকে, তবে জমহুরের মতে এই অবস্থায় স্বামী সম্পত্তির অর্ধেক প্রাপ্ত হইবে। মাতা বা পিতামহ পাইবে এক-ষষ্ঠাংশ এবং মাতৃপক্ষীয় ভ্রাতাগণ এক-তৃতীয়াংশ। তবে এই অংশে মাতা ও পিতার পক্ষের ভ্রাতারা শরীক থাকিবে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-এর সময়ে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি অর্ধেক সম্পদ স্বামীকে দান করেন এবং মাতাকে দেন এক-ষষ্ঠাংশ। আর মাতৃজাত ভাইদেরকে দেন এক-তৃতীয়াংশ। এই ভাবে বন্টন করার পর মাতৃ-পিতৃ পক্ষীয় ভাইয়েরা হযরত উমরের (রা) নিকট আবেদন করিল যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা তো একই মাতা-পিতার সন্তান, তাই আমাদেরও তো অধিকার রহিয়াছে। অতঃপর তাহাদিগকেও উহাদের সংগে অংশীদার করিয়া নেন। উছমান (রা) হইতেও এই ধরনের ফয়সালার প্রমাণ রহিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রমুখ হইতেও এই ধরনের সিদ্ধান্ত রিওয়ায়েত করা হইয়াছে। তাঁহাদের সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, তাউস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন, ইব্‌রাহীম নাখঈ, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, সাওরী ও

শরীক (র) প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন্। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইসহাক ইব্ন রাহুবিয়া প্রমুখের অভিমতও ইহা।

তবে হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) উহাদের ইহাতে অংশীদার হওয়ার অভিমত সমর্থন করেন না। তাহার মতে মাতৃপক্ষীয় সন্তানরা এক-তৃতীয়াংশ পাইবে, কিন্তু মাতা-পিতার পক্ষীয় সন্তানেরা কিছুই পাইবে না। কেননা ইহারা আসাবা।

ওয়াকী ইব্ন জাররাহ্ (রা) বলেন ঃ

হযরত আলীর (রা) এই মতের কেহ বিরোধিতা করেন নাই। উবাই ইব্ন কাআব এবং আবূ মূসা আশআরীরও এইরূপ অভিমত। ইব্ন আব্বাসের (রা) প্রসিদ্ধ মতও ইহা। শা'বী ইব্ন আবূ লায়লা, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান, হাসান ইব্ন যিয়াদ, যাফর ইব্ন হুযাইল, ইমাম আহমাদ ইয়াহ্‌য়া ইব্ন আদম, নঈম ইব্ন হাম্মাদ, আবূ ছাওর ও দাউদ ইব্ন আলী জাহিরী প্রমুখের অভিমতও এইরূপ । আবুল হুসাইন ইব্ন লুব্বান ফরযী (র) তাঁহার কিতাব 'আল ইজাযে' এই মত গ্রহণীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِى بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তাহারা এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হইবে ওসীয়াত অথবা ঋণ আদায়ের পর অপরের ক্ষতি না করিয়া।

অর্থাৎ ওসীয়াত ন্যায়ভিত্তিক ও সংগত পরিমাণ হইতে হইবে। ইহার দ্বারা যেন উত্তরাধিকারীদের উপর অবিচার না হয়, কাহারো যেন মারাত্মক ক্ষতি না হয়, কেউ যেন উৎপীড়িত না হয়, কোন উত্তরাধিকারী যেন অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয় এবং কাহারো অংশ যেন এই কারণে কম-বেশি না হয়। এই ধরনের অন্যায় ও অসংগত ওসীয়াত করা প্রকারান্তরে আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁহার বিধান লংঘন করার শামিল।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দা, উমর ইব্ন মুগীরা, আবূ নযর দামেস্কী ফিরাদেসী, আবূ হাতিম ও ইব্ন হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ওসীয়াতের দ্বারা কাহারো ক্ষতি সাধন করা কবিরা গুনাহ।

উমর ইব্ন মুগীরার সূত্রে ইব্ন জারীরও এইরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন। উমর ইব্ন মুগীরার পরিচিত নাম হইল আবূ হাফস বসরী। মাসীসাহ-এ ছিল তাহার অধিবাস। কোন কোন ইমামও ইহার নিকট হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আসাকির বলেন, ইহার সনদের মধ্যে আবূ হাতিম রাযীও আছেন। আর আবূ হাতিম রাযী হইলেন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তি। তবে আলী ইব্ন মাদানী (র) বলেন, উমর ইব্ন মুগীরা অপরিচিত ব্যক্তি।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দা, আলী ইব্ন মাসহার, আলী ইব্ন হাজার ও নাসায়ী স্বীয় সুনানে মাওকুফ রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ওসীয়াত দ্বারা কাহারো ক্ষতি সাধান করা কবীরা গুনাহ।

দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দা হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়িদ ইব্ন হাবীব, আবূ সাঈদ আশাজ ও ইব্ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মাওকুফ সনদে ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ও হাদীসের একদল হাফিজ হইতে ইব্ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (রা) বলেন, মূলত হাদীসটি মাওকুফ। তবে সহীহ্ বটে।

এই ব্যাপারে ইমামগণ মতভেদ করিয়াছেন যে, প্রকৃত স্বত্বধিকারী তাহার উত্তরাধিকারীদের জন্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে কি না। এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে ঃ এক, কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে না। কেননা, ইহাতে সন্দেহ করা ও অপবাদ আরোপিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক দান করিয়াছেন। অতএব কোন ওয়ারিছের জন্য ওসীয়াত করা (বা চুক্তি স্বাক্ষর করা) চলিবে না। ইহা হইল ইমাম মালিক (র), আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র), আবূ হানীফা (র) প্রমুখের মাযহাব। ইমাম শাফেঈর পূর্বমতও ছিল এইরূপ। তবে তাহাদের বর্তমান মত হইল যে, স্বত্বাধিকারী উত্তরাধিকারীদের জন্য চুক্তিপত্রের মাধ্যমে যে কোন অংশ প্রদান করিতে পারিবে।

তাউস, আতা, হাসান বসরী এবং উমর ইব্ন আবদুল আযীয প্রমুখের অভিমতও হইল ইহা। ইমাম বুখারী স্বীয় বুখারীতে এই মত পসন্দ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী প্রমাণ পেশ করিয়াছেন যে, রাফে ইব্ন খাদীজ (র) ওসীয়াত করিয়াছিলেন যে, ফাজ্জারিয়া যে জিনিসের ব্যাপারে স্বীয় দরজা বন্ধ রাখে তাহা যেন খোলা না হয়। অতঃপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, অথচ কোন কোন লোক বলেন যে, স্বত্বাধিকারী তাহার উত্তরাধিকারীদের জন্যে নিন্দা ও অপবাদের আশংকায় চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে না–ইহা নাজায়েয। কিন্তু নবী (সা) বলিয়াছেন, তোমরা কুধারণা পোষণ করা হইতে বাঁচিয়া থাক। কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, যাহাদের আমানত তোমাদের নিকট রহিয়াছে, তাহাদের নিকট তোমরা তাহা পৌঁছাইয়া দাও। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আল্লাহ উত্তরাধিকারী এবং অ-উত্তরাধিকারী কাহাকেও নির্দিষ্ট করেন নাই।

উল্লেখ্য যে, সাধারণত চুক্তি করিয়া কাহাকেও অংশ দিয়া দেওয়া তো কোন দোষের নয়; বরং আরও ভালো কাজ। কিন্তু যদি এই চুক্তি করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের প্রতি কোন দুরভিসন্ধি থাকে এবং কাহাকেও কমবেশি দেওয়ার চিন্তা থাকে এবং উত্তরাধিকারীকে যদি ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা থাকে, তবে এই অবস্থায় চুক্তি করা নিষিদ্ধ। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ غَيْرَ مُضَارٍّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

অর্থাৎ অপরের ক্ষতি না করিয়া; এই বিধান আল্লাহর; আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও অত্যন্ত সহনশীল।

(١٣) تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(١٤) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

১৩. "এই সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা বিরাট সাফল্য।"

**১৪. "আর কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"**

তাফসীর ঃ এই হইল মৃতের ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়-স্বজনের জন্যে আল্লাহর পক্ষ হইতে মৃতের সম্পত্তির নির্ধারিত বন্টন পদ্ধতি। এই সীমা কেহ অতিক্রম করিবে না এবং বিধানের ব্যতিক্রম করিবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মত চলে।

অর্থাৎ যে লোক বন্টনের ক্ষেত্রে দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত করিয়া কোন উত্তরাধিকারীকে কম-বেশি দেয় না; বরং আল্লাহর বিধান ও আদেশ মত ভাগ-বন্টন করিয়া দেয়।

يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَه عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

(তিনি তাহাকে সেই জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাইবেন, যেইগুলির তলদেশ দিয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইবে। তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে। ইহা বিরাট সাফল্য। যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁহার সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাহাকে আগুনে প্রবেশ করাইবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকিবে। তাহার জন্যে রহিয়াছে অপমানজনক শাস্তি।)

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্য করে বা সীমা অতিক্রম করে, তাহারা আল্লাহর নিয়মের বিরোধিতা করে ও বন্টন পদ্ধতিকে অযৌক্তিক বলার প্রয়াস পায়। তাহারা অনন্তকাল অপমানজনক ও বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অতিবাহিত করিবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শহর ইব্ন হাওশাব, আশআছ ইব্ন আবদুল্লাহ, মু'আম্মার, আবদুর রাজ্জাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি একাধারে সত্তর বছর পুণ্যের কাজ করে, কিন্তু সে যদি (জীবন সায়াহ্নে) অন্যায় ও অসংগত ওসীয়াত করে তবে তাহার শেষ পরিণতি মন্দ হইবে। ফলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হইবে। আর কোন ব্যক্তি যদি সত্তর বছর অন্যায় ও পাপে লিপ্ত থাকে, কিন্তু সে যদি ওসীয়াতে ন্যায় ও সততা অবলম্বন করে, তবে তাহার পরিণতি ভালো হইবে। সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে। তোমরা تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ হইতে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ পর্যন্ত পড়।

শহর ইব্ন হাওশাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আশআছ ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন জাবির হাদ্দানী, নযর ইব্ন আলী হারানী, আবদুস সামাদ, উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ ও আবূ দাউদ স্বীয় সুনানের الاضراء الوصية অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, শহর ইব্ন হাওশাব (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলা যদি ষাট বৎসর একাধারে পুণ্যের কাজ করে, কিন্তু মৃত্যুর সময় যদি সে অন্যায়ভাবে ওসীয়াত করিয়া যায়, তবে তাহার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)

হাদীসটি বলিয়া কুরআনের ذَالِكَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِى بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ হইতে الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ। পর্যন্ত পাঠ করেন।

তিরমিযী এবং ইব্‌ন মাজা (র)-ও পূর্ণরূপে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম, তবে দুর্বল বটে। ইমাম আহমাদ (র)-ও পূর্ণরূপে এই হাদীসটি রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

(١٥) وَالّٰتِیْ یَاْتِیْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِی الْبُیُوْتِ حَتّٰی یَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِیْلًا ○

(١٦) وَالَّذٰنِ یَاْتِیٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ○

**১৫. "তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে; যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন।"**

**১৬. "তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ইহাতে লিপ্ত হইবে তাহাদিগকে শাসন করিবে; যদি তাহারা তাওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে রেহাই দিবে। আল্লাহ্ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**

তাফসীর ঃ ইসলামের প্রথম দিকে বিধান ছিল, যদি কোন মহিলার ব্যভিচার কর্ম নির্ভরযোগ্য সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হইত তাহা হইলে তাহাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা হইত। মৃত্যু পর্যন্ত সে সেই ঘরের মধ্য হইতে আর বাহির হইতে পারিত না।

এখানে উহাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

وَالّٰتِىْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَامْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً

অর্থাৎ আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারিণী তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর। অতঃপর যদি তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাহাদিগকে খতম না করে কিংবা আল্লাহ্ তাহাদের জন্যে কোন পথ নির্দেশ না করেন।

অন্য কোন নির্দেশ করা মানে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিধান রহিত করিয়া অন্য কোন বিধান নাযিল না করিবেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নূরে ব্যভিচারিণীর শাস্তি পাথর নিক্ষেপ এবং চাবুক মারার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল ছিল। অর্থাৎ সূরা নূরের সেই আয়াতটি এই আয়াতটিকে রহিত করিয়াছে।

ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান, আতা খোরাসানী, আবূ সালিহ, কাতাদা, যায়িদ ইব্ন আসলাম ও যিহাক (র) প্রমুখ হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। মোটকথা, এই সিদ্ধান্তের উপর সর্বকালের সকল আলিমগণ একমত।

ইবাদা ইব্ন সামিত হইতে ধারাবাহিকভাবে খাত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ রক্কাশী, হাসান কাতাদা, সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (র) বলেন ঃ

যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হইত, তখন উহা দারুণভাবে ক্রিয়াশীল হইত। তখন তিনি কষ্ট অনুভব করিতেন এবং ইহার প্রভাবে তাঁহার চেহারা পরিবর্তিত হইয়া যাইত। একদা তাঁহার উপর ওহী নাযিল হয়। ওহীর সময় শেষ হওয়ার পর তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ শোন, আল্লাহ তা'আলা উহাদের ব্যাপারে পথ নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ যদি বিবাহিতা নারীর সহিত ব্যভিচার করে এবং অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিতা নারীর সহিত ব্যভিচার করে, তবে বিবাহিত পুরুষ ও নারী উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিতে এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে হইবে। আর অবিবাহিত উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া এক বছর নির্বাসনে দিতে হইবে।

উবাদা ইব্ন সামিত হইতে ধারাবাহিকভাবে খাত্তান, হাসান, কাতাদা, সুনান সংকলকগণ ও মুসলিম একবাক্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা ভালো করিয়া এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা উহাদের ব্যাপারে পথনির্দেশ করিয়াছেন। অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারী ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত চাবুক মারিয়া নির্বাসন দিতে হইবে এবং বিবাহিত কেহ কোন বিবাহিতার সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিতে এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ।

অপর একটি সূত্রে উবাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে খাত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ রক্কাশী, হাসান, মুবারাক ইব্ন ফুযালা ও আবূ দাউদ তায়ালুসী বর্ণনা করেন যে, উবাদা (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হইলে তাহা তাহার অবয়বে প্রকাশ পাইত। এইভাবে একদিন أَوْ يَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً এই আয়াতটি নাযিল হয়। ওহী নাযিলকালীন অবস্থা বিদূরিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, শোন! শোন! আল্লাহ তা'আলা উহাদের (ব্যভিচারীদের) ব্যাপারে পথনির্দেশ করিয়াছেন। অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত চাবুক মারিয়া এক বৎসর নির্বাসনে দিতে হইবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীর সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিতে হইবে।

অন্য সূত্রে সালমা ইব্ন মুহরিক, বারীসা ইব্ন হারব, ফযল ইব্ন দিলহাম, হাসান ও ওয়াকী ইব্ন জাররাহর সনদে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন মুহরিক (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শোন! শুনিয়া রাখ! আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারীদের ব্যাপারে পথনির্দেশ করিয়াছেন যে, অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া এক বৎসর নির্বাসনে দিতে হইবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীর সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিতে হইবে।

ফযল ইব্ন দিলহামের সনদে আবূ দাউদ (র) আরও দীর্ঘভাবে বর্ণনা করিয়া বলেন, ফযল ইব্ন দিলহাম হাফিজ ছিলেন না বিধায় বর্ণনাটির মধ্যে কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

হাদীস ঃ উবাই ইব্ন কাআব হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসরূক, শা'বী, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, আমর ইব্ন আবদুল গাফফার, আহমাদ ইব্ন দাউদ, আব্বাস ইব্ন হামদান, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কাআব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারী ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া এক বৎসরের জন্য নির্বাসন দিতে হইবে। বিবাহিত হইলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে হইবে এবং ব্যভিচারীদ্বয় বৃদ্ধ হইলে কেবল প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা করিতে হইবে। অবশ্য এক সূত্রে হাদীসটি দুর্বল বটে।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ঈসা ইব্ন লাহীয়া ও তাঁহার ভাই ইব্ন লাহীয়ার সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নিসা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন যে, সূরা নিসা নাযিল হওয়ার পর আর আবদ্ধ থাকা নয়।

এই হাদীসের আলোকে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ বিবাহিত ব্যভিচারীগণকে চাবুক সহ প্রস্তরাঘাত করিতে হইবে। কিন্তু জমহুর বলেন যে, বিবাহিত ব্যভিচারীদিগকে কেবল প্রস্তরাঘাত করিতে হইবে, চাবুক মারিতে হইবে না। তাহারা বলেন যে, নবী (সা) মায়িয (রা), গামিদিয়াহ (রা) ও দুইজন ইয়াহুদী ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার পূর্বে বেত্রাঘাত করেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল প্রস্তরাঘাত করাই বিধান এবং প্রস্তরাঘাতের সহিত বেত্রাঘাতের বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا

(তোমাদের মধ্য হইতে যে দুইজন সেই অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর।) অর্থাৎ যাহারা অপকর্মে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) প্রমুখ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ তাহাদিগকে তিরস্কার করা, অপদস্থ করা এবং জুতা মারার বিধান এখন পরিত্যাজ্য। চাবুক মারা এবং প্রস্তরাঘাত করার নির্দেশ দ্বারা উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। ইকরামা, আতা হাসান বসরী ও আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর প্রমুখ বলেন ঃ ইহা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষদের জন্যে নাযিল হইয়াছে। সুদ্দী বলেন ঃ ইহা ব্যভিচারী অবিবাহিত যুবক ও যুবতীদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন ঃ ইহা আলে লূতদের মত সমকামীদের জন্যে নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে মরফূ সূত্রে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও আমর ইব্ন আবূ মুহাম্মদের সনদে সুনানসমূহে রিওয়ায়েত করা হইয়াছে যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা কোন লোককে কাওমে-লূতের ন্যায় সমকামে লিপ্ত দেখিলে তাহাকে এবং যাহার সাথে সে অপকর্ম করিয়াছে উভয়কে হত্যা করিয়া ফেল।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا

(অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করে।)

অর্থাৎ যদি তাহারা উভয়ে সংশোধিত হয় এবং অপকর্ম হইতে বিরত থাকে, তবে তাহাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা হইতে বিরত থাক।

অতঃপর বলেন ঃ فَأَعْرِضُوْا عَنْهُمَا তখন তাহাদের হইতে হাত গুটাইয়া রাখ।

অর্থাৎ ইহার পর তাহাদিগকে তিরস্কার করা হইতে বিরত থাক। কেননা, পাপ হইতে তাওবাকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্যক্তির মত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি তোমাদের কাহারো দাসী ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে বেত্রাঘাত কর এবং অন্য কোনরূপ শাস্তিদান বা শাসন করিও না।

অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের পর মনিব যেন তাহার দাসীকে আর তিরস্কার না করে। কেননা শাস্তি প্রদানই হইতেছে পাপ মোচনের মাধ্যম।

(١٧) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

(١٨) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ أُولٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ○

**১৭. "আল্লাহ অবশ্যই সেই সকল লোকের তাওবা কবুল করিবেন, যাহারা অসতর্কতাবশত মন্দ কাজ করে ও যথাসত্বর তাওবা করে। আল্লাহ কেবল তাহাদিগকেই ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"**

**১৮. "তাওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন পাপ কাজ করে ও তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, আমি এখন তাওবা করিতেছি। আর তাহাদের জন্যও নহে, যাহারা কাফির অবস্থায় মারা যায়। তাহাদের জন্যই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।"**

তাফসীর ঃ এখানে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত পাপ কাজ করিয়া যথাযথভাবে তাওবা করিবে, আল্লাহ অবশ্যই তাহার তাওবা কবূল করিবেন। যদি সেই তাওবা মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পরে ও জান কবযের পূর্ব মুহূর্তে গরগর শব্দ হওয়ার সময়ও হয়।

মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ ইচ্ছাপূর্বক হউক কিংবা ভুলবশত হউক, যে কেহই আল্লাহ্র অবাধ্য হয় সে-ই অজ্ঞ, যতক্ষণ না সে উহা করা হইতে বিরত হয়।

আবুল আলীয়া হইতে কাতাদা বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ বলিতেন যে, মানুষ যে পাপ করে তাহা ভুলবশতই করে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করে যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ বহু সাহাবী একত্রিত হইয়া এই ব্যাপারে একমত পোষণ করিয়াছেন যে, ইচ্ছাপূর্বক হউক কিংবা ভুলবশত হউক, যে কেহই যে কোন পাপ করে তাহা সে অজ্ঞতার কারণেই করে।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর ও জারীজ বর্ণনা করেন যে,

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ প্রত্যেক পাপী ও অন্যায়কারী যখন পাপ করিতে থাকে তখন সে উহার পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে! ইব্ন জারীজ (র) বলেন ঃ আমাকে আতা ইব্ন আবূ রিবাহ (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে আবূ সালিহ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অজ্ঞতার কারণেই মানুষ পাপ কাজ করিয়া থাকে। ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ এর ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অনতিবিলম্বে তাওবা করার অর্থ মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পূর্ব মুহূর্তে তাওবা করা। যিহাক (র) বলেন ঃ মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বের সকল সময়ই অনতিবিলম্বের আওতাভুক্ত। কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ সুস্থতার সময়ে তাওবা করা উচিত। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ এর মর্মার্থ হইল, মৃত্যুর সময়ে গরগর শব্দ হওয়ার পূর্বক্ষণে তাওবা করা। ইকরামা (র) বলেন ঃ দুনিয়ার সবকিছুই নিকটে। এই সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আমাকে ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে জুবাইর ইব্ন মুগীরা, মাকহুল, ছাওবান ইব্ন ছাওবাত, ইমাম ইব্ন খালিদ ও আলী ইব্ন আইয়াশ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দার তাওবা তখন পর্যন্ত কবূল করেন যখন পর্যন্ত তাহার মৃত্যুর গরগর শব্দ শোনা না যায়। আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত ইব্ন ছাওবানের সনদে ইব্ন মাজা ও তিরমিযী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন-হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। তবে সুনানে ইব্ন মাজার সনদে ভুলবশত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে হইবে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)।

হাদীস ঃ ইব্ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন আবূ রিবাহ, আইয়ূব ইব্ন নাহীক হালবী, ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল্লাহ বাবেলী, আবদুল্লাহ ইব্ন হাসান হাররানী, মুহাম্মাদ ইব্ন মুআম্মার ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, মুমিন বান্দা মৃত্যুর একমাস পূর্বে তাওবা করিলেও আল্লাহ তাহার তাওবা কবূল করেন। এমনকি ইহার চেয়ে কম সময় হইলেও। অর্থাৎ মৃত্যুর একদিন কিংবা এক ঘণ্টা পূর্বেও যদি তাওবা করে, তবুও আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করিবেন। আর যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে ইখলাসের সঙ্গে তাওবা করে আল্লাহ অবশ্যই তাহার তাওবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব নামে পরিচিত মুলহানের এক ব্যক্তি, ইব্রাহিম ইব্ন মাইমুনা, শু'বা ও আবূ দাউদ তায়ালূসী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা কবূল হইবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর একমাস পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা কবুল হইবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা কবূল হইবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা কবূল হইবে। ইহা শুনিয়া বর্ণনাকারী আইয়ুব (র) প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তো বলিয়াছেন –

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ

অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ তাহাদের তাওবা কবূল করেন, যাহারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে। তদুত্তরে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিলাম। আবূ আমের আকুদী প্রমুখ আবূ দাউদ তায়ালুসী, আবূ উমর হাওযী ও শু'বা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ আবদুর রহমান ইব্ন সালমানী হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়িদ ইব্ন আসলাম, মুহাম্মদ ইব্ন মাতরাফ, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করে যে, আবদুর রহমান ইব্ন সালমানী (র) বলেন ঃ চারজন সাহাবী একত্রিত হন। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার বান্দার মৃত্যুর একদিন পূর্বেও তাওবা কবূল করেন। অন্য একজন তাহাকে বলিলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট স্বয়ং ইহা শুনিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তাহার বান্দার মৃত্যুর অর্ধদিন পূর্বেও তাহার তাওবা কবূল করেন। তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, সত্যই তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা শুনিয়াছ ? তিনি বলিলেন, হাঁ। তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, বান্দা যদি মৃত্যুর এক প্রহর পূর্বেও তাওবা করে, তবুও আল্লাহ তাহার তাওবা কবূল করিয়া নেন। চতুর্থ সাহাবী বলিলেন, সত্য সত্যই কি তুমি ইহা শুনিয়াছ ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর চতুর্থ সাহাবী বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, বান্দা মৃত্যুর সময়ে গরগর শব্দের পূর্বক্ষণেও যদি তাওবা করে, তবুও আল্লাহ তাহার তাওবা গ্রহণ করেন। আবদুর রহমান ইব্ন সালমানী হইতে যায়িদ ইব্ন আসলাম, দারাওয়ার্দী ও সাঈদ ইব্ন মানসূরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

**হাদীস** ঃ আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, আওফ, উছমান ইব্ন হাইছাম, ইমরান ইব্ন আবদুর রহমান, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন যায়িদ ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর গরগর শব্দ হাওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার তাওবা কবূল করেন।

এই সম্পর্কে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত মুরসাল হাদীসসমূহ ঃ

**হাদীস** ঃ হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ, ইব্ন আবূ আদী, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দার মৃত্যুর গরগর শব্দ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাহার তাওবা গ্রহণ করেন। হাসান বসরী (র) হইতে হাসানের (রা) সূত্রে মুরসাল সনদে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

**হাদীস** ঃ আবূ আইয়ূব বশীর ইব্ন কাআব হইতে ধারাবাহিকভাবে আলা ইব্ন যায়িদ কাতাদা, হিশাম, মুআয ইব্ন হিশাম, ইব্ন বিশার ও ইব্ন কাআব বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মৃত্যুর গরগর শব্দ শুরু না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাহার তাওবা গ্রহণ করেন। উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, সাঈদ, আবদুল আলা ও ইব্ন বিশারের সূত্রেও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

**হাদীস** ঃ কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান, আবূ দাউদ, ইব্ন বিশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ একদা আমরা আনাস ইব্ন মালিকের (রা) নিকট বসা ছিলাম। পরে আবূ কুলাবা (র) আসেন। তখন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যখন আল্লাহ

তা'আলা ইবলিসের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন, তখন ইবলিস আল্লাহর নিকট অবকাশ চাহিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আপনার ইযযাত ও জালালাতের শপথ! আদম সন্তানের দেহে যে পর্যন্ত আত্মা থাকিবে সেই পর্যন্ত আমি তাহার অন্তর হইতে বাহির হইব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমি আমার মহাসম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার দেহে আত্মা থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার তাওবা গ্রহণ করিব।

একটি মারফূ হাদীসে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ, আবূ হাইছাম আতওয়ারী ও আমর ইব্ন আবূ আমরের সূত্রে ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ ইবলিস বলিয়াছিল, হে রব! আপনার সম্মানের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত বনী আদমের দেহে আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাকে পাপের দিকে প্ররোচনা দান করিব। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছিলেন যে, আমার ইযযাত ও জালালাতের শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, যখনই তাহারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, তখনই আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব।

এই সমস্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবিত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাওবা গ্রহণ করিবেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا অর্থাৎ ইহারা হইল সেই সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

তবে যখন মানুষ জীবন হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যাইবে, জীবন সংহারী ফেরেশতাকে প্রত্যক্ষ্য করিতে থাকিবে, আত্মা কণ্ঠনালীতে পৌঁছিয়া যাইবে, বক্ষ সংকুচিত হইয়া যাইবে এবং গরগর শব্দ করিয়া আত্মা দেহ হইতে বাহির হইতে থাকিবে তখন তাওবা কবূল হইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ

অর্থাৎ আর এমন লোকদের কোন ক্ষমা নাই, যাহারা মন্দ কাজ করিতেই থাকে, এমন কি যখন তাহাদের কাহারও মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলিতে থাকে, আমি এখন তাওবা করিতেছি।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

অর্থাৎ আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমানের স্বীকারোক্তি কোন উপকারে আসিবে না।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ যখন পৃথিবীবাসীগণ পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইতে দেখিবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই কথাই আল্লাহ এভাবে বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا.

অর্থাৎ যেদিন মানুষ তাহাদের প্রতিপালকের বিশেষ কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিবে, সেই সময় কাহারও ঈমান গ্রহণ কাজে আসিবে না। যদি না ইহার পূর্বে ঈমান গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা যদি কোন সৎ কাজ সম্পাদন করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ

(আর তাওবা নাই তাহাদের জন্য, যাহরা কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে।)

অর্থাৎ যদি কোন কাফির কুফর ও শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে মৃত্যুর সময় বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতপ্ত হইলে উহা তাহার কোন উপকারে আসিবে না এবং সেই সময় সে তাওবা করিলেও তাহার তাওবা গ্রহণীয় হইবে না। সেই সময় যদি পৃথিবী পরিমাণ সম্পদও সে দান করে, তবে তাহার দান গ্রহণ করা হইবে না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আবুল আলীয়া ও রবী ইব্ন আনাস (র) وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, ইহা মুশরিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবূ যর হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্ন নঈম, মাকহুল, ছাবিত ইব্ন ছাওবান, আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত ইব্ন ছাওবান, সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবূল করেন অথবা পাপ ক্ষমা করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আড়াল সৃষ্টি না হয়। জনৈক সাহাবী রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আড়াল সৃষ্টি হওয়া মানে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মুশরিক অবস্থায় আত্মা নির্গত হওয়া।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا

(আমি তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।)

অর্থাৎ এমন কঠিন শাস্তি যাহা মর্মবিদারক ও অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক।

(١٩) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○

(٢٠) وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

(٢١) وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

(٢٢) وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

১৯. “হে ঈমানদারগণ! নারীদিগকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকারী বানানো বৈধ নহে। তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ, তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে। তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন করিবে। তোমরা যদি তাহাদিগকে অপসন্দ কর তবে এমন হইতে পারে যে, আল্লাহ্ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা তাহাকেই অপসন্দ করিতেছ।”

২০. “তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই ফিরাইয়া নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে ?”

২১. “কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে, যখন তোমরা একে অপরের সহিত সংগত হইয়াছ এবং তাহারাও তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়াছে ?

২২. “নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃ পুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তো হইয়াছে; ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।”

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস হইতে আবুল হাসান সাওয়াই বর্ণনা করেন –

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَحِلُّ لَكُمْ اِنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

–এই আয়াতাংশের ভাবার্থে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে ওয়ারিছরা তাহার সাথে যদৃচ্ছ ব্যবহার করিত। হয় নিজেই তাহাকে বিবাহ করিত কিংবা অপরের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নিত। কখনও বা নিজেও বিবাহ করিত না, অপরের কাছে বিবাহ বসিতেও দিত না। তাহার পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা শ্বশুর পক্ষই তাহার বেশি হকদার মনে করিত। অজ্ঞতার যুগের এই জঘন্য প্রথার অবলুপ্তি ঘটাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَحِلُّ لَكُمْ اِنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও।

বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা ইকরামা হইতে সুলায়মান ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ওরফে আবূ ইসহাক শায়বানীর সনদে এবং আতা কুফী ইহা আ'মা ওরফে আবুল হাসান সাওয়াই হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত ইহারা সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইয়াযীদ নাহভী, হুসাইন, আলী ইব্‌ন হুসাইন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ছাবিত মারূযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

لاَيَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

—এই আয়াতের ভাবার্থে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ প্রাক-ইসলাম যুগে কোন স্ত্রী-লোকের স্বামী মারা গেলে মৃতের নিকটতম আত্মীয় সেই স্ত্রীর অধিকারী হইত। অতঃপর এই উত্তরাধিকারী সেই স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া এই অঙ্গীকার আদায় করিত যে, সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত অন্য কোথাও বিবাহ না বসে অথবা সে যেন মোহরের দাবি পরিত্যাগ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই লাঞ্ছনাকর প্রথার অবলুপ্তি ঘটাইয়া নির্দেশ জারী করেন যে, বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করা বৈধ নয়। তেমনি তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহার কোন অংশ আদায় করিয়া নিও না। তবে যদি তাহারা গর্হিত কোন কাজ করে (তবে তাহাদের হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পার)।

একমাত্র আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য অন্যান্য অনেকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও প্রায় একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, আলী ইব্‌ন নাফীসা, সুফিয়ান ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করিলে কোন পুরুষ আসিয়া স্ত্রীলোকটির উপর কাপড় নিক্ষেপ করিত এবং কাপড় নিক্ষেপকারীকে সেই স্ত্রীলোকটির সর্বাপেক্ষা বেশি অধিকারী বলিয়া মনে করা হইত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া উক্ত কুপ্রথার অপনোদন ঘটান ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

—এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

জাহিলিয়াতের আমলে কোন ব্যক্তি কোন দাসী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তাহার কোন বন্ধু আসিয়া সেই দাসীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করিত। ফলে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। যদি সেই দাসী সুন্দরী হইত তবে তাহাকে সেই বন্ধু বিবাহ করিত এবং যদি কুশ্রী হইত তবে তাহাকে ততদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিত যতদিন তাহার দেহে আত্মা থাকিত। পরবর্তীতে সেই ব্যক্তি উহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

জাহিলিয়াতের যুগে মদীনাবাসীদের প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি মারা যাইত তবে মৃত ব্যক্তির কোন বন্ধু আসিয়া মৃতের স্ত্রীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করিত। ফলে সে এককভাবে উহাকে বিবাহ করা না করার অধিকারী হইয়া যাইত। অন্য কেহ উহাকে বিবাহ করিতে পারিত না এবং যতদিন পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক উহাকে মুক্তিপণমূলক কিছু অর্থ-সম্পদ না দিত ততদিন পর্যন্ত সে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ

জাহিলিয়াতের যুগে মদীনাবাসীদের প্রথা ছিল, যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যাইত, তবে সেই মৃতের সম্পত্তির যে মালিক হইত, সে সেই স্ত্রীলোকেরও মালিক হইত এবং উহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উহার সকল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হইত। অতঃপর যাহার নিকট ইচ্ছা তাহার নিকট উহাকে বিবাহ দিত।

তেমন মক্কাবাসীদের প্রথা ছিল যে, এমন কি তালাক প্রদানের সময়েও তাহারা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে শর্ত করিত যে, সে তাহার ইচ্ছামত তাহাকে বিবাহ দিবে। তারপর এই বন্দীদশা হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে তাহাদের নিকট হইতে পণ আদায় করিত। অতঃপর আল্লাহ মু'মিনদিগকে ইহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দান করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ উমামা ইব্‌ন হানীফ তাহার পিতা হইতে এবং ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদের সূত্রে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফুযাইল, আলী ইব্‌ন মানযার, মূসা ইব্‌ন ইসহাক ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ কাইস ইব্‌ন আসলাম মারা গেলে জাহিলিয়াতের প্রথানুযায়ী তাহার পুত্র তাহার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিল। তখন আল্লাহ পাক নাযিল করেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

অর্থাৎ তোমাদের জন্যে হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হইয়া যাইবে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফুযাইলের সনদে ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আতা হইতে ইব্‌ন জারীজের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাহিলিয়াতের যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে সেই স্ত্রীলোককে কোন শিশু পরিচর্যায় নিয়োগ করা হইত। এইভাবে তাহাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

ইব্‌ন জারীজ এবং মুজাহিদ বলেন ঃ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে জাহিলিয়াতের যুগের প্রথানুযায়ী মৃতের পুত্র সেই স্ত্রীলোককে ভোগ করার সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার হইত। সে ইচ্ছা করিলে সেই স্ত্রীলোককে নিজেই বিবাহ করিতে পারিত এবং ইচ্ছা করিলে অন্য ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দিত।

ইব্‌ন জারীজ এবং ইকরামা বলেন ঃ এই আয়াতটি কুবায়শা বিনতে মাআন ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন তাউস সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আবূ কাইস ইব্‌ন আসলাত মারা গেলে তাহার পুত্র তাহার স্ত্রী কুবায়শাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যান এবং বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! উহারা আমাকে আমার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অংশ প্রদান করিতেছে না এবং আমাকে স্বাধীনভাবে অন্য কাহারো সঙ্গে বিবাহ বসার সুযোগও দিতেছে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আবূ মালিক হইতে সুদ্দী বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটির উপর কাপড় নিক্ষেপ করিত। পরন্তু যদি তাহার কোন ছোট শিশু থাকিত অথবা ভাই থাকিত, তবে তাহাদিগকে প্রতিপালনের জন্যে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইত। ইহা না হইলেও তাহাকে মৃত্যু অবধি বন্দী করিয়া রাখা হইত।

অতঃপর মৃত্যুর পরে উহারা তাহার সম্পত্তির মালিক হইত। আর যদি স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীলোকটির আত্মীয়রা আসিয়া পড়িত, তবে আর তাহার প্রতি কাপড় নিক্ষেপ করা হইত না। পরে সে মুক্তি পাইয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ কোন লোকের দায়িত্বে যদি কোন ইয়াতীম বালিকা থাকিত এবং সেই লোকটি যদি স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিত, তবে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা কোন আত্মীয় তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিত এইজন্য যে, সে তাহাকে বিবাহ করিবে বা তাহার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী, আতা ইব্ন আবূ রিবাহ, আবূ মাজায, যিহাক, যুহরী, আতা খোরাসানী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান হইতেও প্রায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মোটকথা, ইহা দ্বারা জাহিলিয়াতের যুগের একটি জঘন্য প্রথার মূলোৎপাটন করা হইয়াছে। মুজাহিদও এই কথা বলিয়াছেন। অনেকেই মুজাহিদের এই কথার সঙ্গে একমত হইয়াছেন। সকলের কথার সারকথা একটিই যে, এই আয়াত দ্বারা জাহিলী যুগের একটি কুপ্রথার অপনোদন ঘটানো হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

(তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না।)

অর্থাৎ স্ত্রীদের জীবন-যাপন এবং বাসস্থানকে অপ্রতুল ও সংকীর্ণ করত তাহাদিগকে সমস্ত মোহর বা মোহরের কিয়দংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য না করা। তাহারা যাহাতে প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত না হয় অথবা তাহাদের প্রতি অবিচার বা নির্যাতনের মাধ্যমে তাহাদিগকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা না হয়।

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ এর মানে হইল, তাহাদের প্রতি অত্যাচার অবিচার না করা। আর لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ মানে হইল, কোন ব্যক্তির স্ত্রী তাহার অপছন্দ হওয়ায় তাহাকে তালাক দিবে, কিন্তু তাহার মোহর বাকি রাখিবে। এই অবস্থায় তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহার জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে, যেন সে নিজেই বাধ্য হইয়া সমস্ত প্রাপ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যিহাক ও কাতাদা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন সালমানী হইতে ধারাবাহিকভাবে সাম্মাক ইব্ন ফযল, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও ইব্ন মুবারক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সালমানী (র) বলেন ঃ এই আয়াতটির প্রথমাংশ অজ্ঞতার যুগের প্রথার মূলোৎপাটন করার নিমিত্ত এবং দ্বিতীয়টি ইসলামী রীতির সংশোধনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا এই অংশটি জাহিলিয়াতের ব্যাপারে এবং وَلَاتَعْضُلُوْهُنَّ এই অংশটি ইসলামের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ। অর্থাৎ কিন্তু যদি তাহারা প্রকাশ্যে কোন অশ্লীলতা করে।

ইব্ন মাসউদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা), হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরামা, আতা খোরাসানী, যিহাক, আবূ কুলাবা, আবূ সালিহ, সুদ্দী, যায়িদ ইব্ন আসলাম ও সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল প্রমুখের মতে فَاحِشَةً মানে ব্যভিচার। অর্থাৎ স্ত্রী ব্যভিচার করিলে তাহার নিকট হইতে মোহর ফিরাইয়া নেওয়ার ভীতি প্রদর্শন করা এবং জীবনকে সংকটময় করিয়া তুলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা বৈধ। যথা সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَنْ لاَّيُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ।

অর্থাৎ তাহদিগকে প্রদত্ত মোহর হইতে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু সেই সময় পারিবে যখন তোমরা উভয়ে আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া ভয় করিবে। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরামা ও যিহাক প্রমুখ বলেন ঃ প্রকাশ্যে অশ্লীলতা মানে স্বামীর অবাধ্য হওয়া ও কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করা। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা স্বামীর অবাধ্যতা, ব্যভিচার ও অশ্লীল গালিগালাজ ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ এই অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর জীবন সংকটপূর্ণ করিয়া তোলা বৈধ। সে যেন তাহার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেও বাঁচে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও ইয়াযীদ নাহ্ভীর সূত্রে একমাত্র আবূ দাউদ ইতিপূর্বেও বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে মৃতের নিকটতম আত্মীয় সেই স্ত্রীর উত্তরাধিকার হইত। অতঃপর উত্তরাধিকারী সেই স্ত্রীলোকটিকে তাহার মৃত্যু অবধি বন্দী করিয়া রাখিত অথবা স্ত্রীলোকটিকে তাহার সকল সম্পত্তির বিনিময়ে মুক্তি দিয়া দিত। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী জাতির প্রতি প্রবঞ্চনার চির অবসান ঘটান।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সকল জাহিলী প্রথা-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে মুসলমানদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ বলেন ঃ

বলা হয় যে, স্ত্রীদেরকে আবদ্ধ করিয়া রাখার এক পৈশাচিক প্রথা ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ কোন পুরুষ কোন ভদ্র ও অভিজাত মহিলাকে বিবাহ করার পর যদি উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়া ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইত, তবে স্বামী স্ত্রীর উপর এই শর্তারোপ করিত যে, তুমি আমার অনুমতি ও পছন্দ ব্যতীত কোন স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই কথাগুলি সাক্ষী ডাকিয়া লিখিয়া পাকা করিয়া রাখা হইতে। অতঃপর সেই মহিলার বিবাহের কোন পয়গাম যদি আসিত, তবে সে এই বলিয়া বাধ সাধিত যে, অর্থ-উপঢৌকন না দিলে অনুমতি দেওয়া হইবে না। যদি অর্থ দিত তবে বিবাহ বসার জন্য অনুমতি দিত আর যদি অর্থ না দিত তবে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই অবমাননাকর প্রথার অবলুপ্তি ঘটাইয়া আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ সূরা বাকারার (উপরোক্ত) আয়াতের অর্থই হইল عَضْلٌ এর ভাবার্থ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (নারীর সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।) অর্থাৎ তাহাদের সহিত সৎ ও ভদ্র ব্যবহার করা, সাধ্যানুযায়ী তাহাদের রূপচর্চা ও প্রসাধনীর আঞ্জাম দেওয়া, যে যেভাবে যে পন্থা ভালবাসে তাহাকে তেমন করিয়া রূপচর্চা করার সুযোগ দেওয়া।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ عَلَيْهِنَّ الَّذِىْ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ তোমাদের যেভাবে তাহাদের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রহিয়াছে, তেমনি তাহাদেরও অধিকার রহিয়াছে তোমাদের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাওয়ার।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ خيركم خير كم لاهله وانا خير لاهلى

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে। আমি আমার সহধর্মিণীর সহিত উত্তম ব্যবহার করিয়া থাকি।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ ছিল স্ত্রীদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করা এবং তাহাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা। তিনি সর্বদা তাহার স্ত্রীদেরকে খুশি ও মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাদের ভাল খাওয়া-পরার জন্যে তিনি দরাজ হস্তে ব্যয় করিতেন। এমন কি তিনি কখনো তাহাদের হাসাইয়া মাতাইয়া তুলিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সহিত তিনি দৌড়-প্রতিযোগিতাও করিয়াছেন। আয়েশা (রা) বলেন, প্রথম প্রতিযোগিতায় রাসূলুল্লাহ হারিয়া গিয়াছিলেন। কেননা তখন আমি অনেকটা হালকা পাতলা ছিলাম এবং তিনি ছিলেন ভারী। তবে দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় আমি হারিয়া যাই। কেননা, তখন আমি ভারী হইয়া গিয়াছিলাম। আমি হারিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এইবার শোধ হইল।

রাসূলুল্লাহ (সা) যেই বিবির ঘরে রাত্রি যাপন করিতেন, সকল বিবিরা রাত্রে সেই ঘরে তাঁহার নিকট বসিতেন। কখনো সকলে মিলিয়া একত্রে বসিয়া রাতের খানা খাইতেন। পরে সকলে যার যার ঘরে চলিয়া যাইতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রীর সঙ্গে এক চাদরে ঘুমাইতেন। জামা খুলিয়া শুধু লুঙ্গি পরিয়া শুইতেন। ইশার নামাযের পর শুইবার পূর্বে ঘরে গিয়া স্ত্রীদের মন খুশির জন্য দুই চার কথা বলিতেন। ইহা সবই হুযূর (সা) সহধর্মিণীদের খুশি করার জন্য করিতেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য নবীর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

স্ত্রীদের সহিত আচার-ব্যবহার ও জীবন যাপনের নিয়মাবলী বিষয়ক গ্রন্থরাজির মধ্যে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

(অতঃপর যদি তাহাদিগকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করিয়াছ, যাহাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রাখিয়াছেন।)

অর্থাৎ মন না চাইলেও তাহাদের জন্যে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রহিয়াছে।

এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা সন্তান উৎপাদনের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ সন্তানের মধ্যে যতো মঙ্গল রহিয়াছে।

সহীদ হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন মু'মিন পুরুষ যেন মু'মিনা স্ত্রীকে তাহার দুই একটা কথার জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া পৃথক করিয়া না দেয়। কেননা সে হয়ত অন্য কথা ও ব্যবহার দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

(যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তর করিতে ইচ্ছা কর এবং তাহাদের একজনকে যদি প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করিয়া থাক, তবে তাহা হইতে কিছুই ফেরত গ্রহণ করিও না। তোমরা তাহা কি অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করিবে ?)

অর্থাৎ তোমাদের কেহ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই স্ত্রীকে দেয়া মোহর হইতে কিছুই গ্রহণ না করা উচিত, যদি সেই মোহরের অংক খুব মোটাও হয়।

পূর্ববর্তী সূরা আলে ইমরানের মধ্যে قِنْطَارًا শব্দ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হইয়াছে। ইহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা দ্বারা বুঝা গেল, স্ত্রীকে মোহর হিসাবে প্রচুর মাল-সম্পদ দেওয়াও বৈধ। কিন্তু হযরত উমর (রা) মোহর হিসাবে প্রচুর অর্থ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে পরবর্তীতে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে সালমা ইব্ন আলকামা, ইসমাঈল ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আবুল আফা সালমা (র) বলেন আমি উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। ইহা যদি পার্থিব কোন সম্মানের বিষয় হইত অথবা ইহা যদি তাকওয়ার উচ্চ মার্গ হইত তবে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় বিবাহেই ইহা করিতেন এবং তিনি তাঁহার স্ত্রী বা কন্যাকে বারো আওকীয়া মোহর দিতেন না। বস্তুত অতিরিক্ত মোহর বৈরিতার সৃষ্টি করে এবং স্বামীর উপর ইহা একটা বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। কখনো স্বামী স্ত্রীকে বলিয়া ফেলে যে, তুমি আমার স্কন্ধে পানির মশক চাপাইয়া দিয়াছ।

হারম ইব্ন সায়িব বসরী ওরফে আবুল আ'জাফা হইতে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের সূত্রে সুনানসমূহ এবং ইমাম আহমাদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি উত্তম ও সহীহ।

উমর (রা) হইতে অন্য একটি বর্ণনা ঃ

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, খালিদ ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান, ইব্ন ইসহাক, ইব্রাহীম, ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ খাইছামা ও হাফিজ আবূ ইয়ালী বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন ঃ

একদা উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা মোটা অংকের মোহার বাঁধিতে শুরু করিলে কেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীরা তো

চারশত দিরহামের বেশি মোহর দেন নাই। সত্যিই যদি ইহা তাকওয়া এবং দানশীলতার কাজ হইত, তবে তোমরা ইহার প্রতি এত আগ্রহশীল হইতে না। আজ হইতে যেন আমি চারশত দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণের কথা আর না শুনি। ইহা বলিয়া তিনি মিম্বার হইতে অবতরণ করেন। এমন সময় একজন কুরাইশ মহিলা আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নাকি মহিলাদের মোহর চারশত দিরহামের বেশি নির্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ? উমর (রা) বলিলেন, হ্যাঁ। মহিলা বলিলেন, কেন, আপনি কি কুরআনের আয়াত শুনেন নাই ? উমর (রা) বলিলেন, কি আয়াত ? মহিলা বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا অর্থাৎ তোমরা কোন মহিলাকে প্রচুর অর্থ সম্পদ দিয়া থাক।

ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি উমরের চেয়ে ইসলামের ব্যাপারে সকলেই বেশি জানে। ইহার পর তিনি আবার মিম্বারের উপর উঠেন এবং বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে স্ত্রীদের বেলায় চারশত দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারিত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি উহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই মুহূর্তে বলিতেছি যে, তোমরা নিজেদের স্বাধীন মতে স্ত্রীদের জন্য মোহর নির্ধারণ করিতে পারিবে। আবু ইয়ালী বলেন, আমার সন্দেহ হইতেছে যে, উমর (রা) খুব সম্ভব এই কথা বলিয়াছিলেন যে, যাহার মনে যাহা চায় সেই মত মোহর দিতে পার। ইহার সনদ খুবই শক্তিশালী।

আবূ আবদুর রহমান সালমী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হিসীন, কাইস ইব্ন রবী, আবদুর রাযযাক, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন মানযার বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রহমান সালমী (র) বলেন ঃ উমর (রা) অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। ইহার প্রেক্ষিতে জনৈক মহিলা উমর (রা)-কে বলেন, হে উমর! ইহা তোমার ঠিক হয় নাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا

অর্থাৎ তোমরা তাহাদিগকে প্রচুর স্বর্ণ প্রদান করিয়া থাক। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের পঠনে এইরূপ রহিয়াছে।

অতঃপর উমর (রা) বলেন, প্রতিযোগিতায় একটি মহিলা বিজয় লাভ করিল।

**উমর (রা) হইতে একটি ছিন্ন সূত্রের বর্ণনা ঃ**

যুবাইর ইব্ন বুকার বলেন, আমার দাদা হইতে আমার চাচা মাস'আব ইব্ন আবদুল্লাহ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া বলেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন হুসাইন হারিছীর মেয়ে যুল কিস্সাও যদি হয়, তবুও তোমরা অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করিও না। যে অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করিবে, তাহার অতিরিক্ত অংশ বায়তুলমালে জমা করিয়া নিব। ইহা শুনিয়া দীর্ঘদেহী ও মোটা নাক বিশিষ্ট এক মহিলা আসিয়া উমর (রা)-কে বলিলেন, আপনি এই কথা বলিতে পারেন না। উমর (রা) বলিলেন, কেন ? মহিলা বলিলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا।

অতঃপর উমর (রা) বলেন, হ্যাঁ, মহিলাই ঠিক করিয়াছে, পুরুষটি ভুল করিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের মোহর হইতে পুরুষদের গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বলেন ঃ وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ

(তোমরা কিরূপে তাহা গ্রহণ করিতে পার, অথচ তোমরা একজন অন্য জনের নিকট গমন করিয়াছ।) অর্থাৎ স্ত্রীদের মোহর হইতে তোমরা কিরূপে গ্রহণ করিবে ? অথচ তোমরা একে অন্যের যৌন স্বাদ গ্রহণ করিয়াছ। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সুদ্দী প্রমুখ বলেন ঃ ইহার মর্মকথা হইল সহবাস।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বিরুদ্ধে উভয় ব্যভিচারের অভিযোগ তোলার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ উভয়ের নিকট নিজ নিজ অভিযোগের সত্যতার জন্য শপথ গ্রহণ করার পর বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী তাহা আল্লাহই জানেন। তবে তোমাদের কেহ তাওবা করিয়াছ কি ? এই কথা রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার বলার পর পুরুষ ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার উহাকে কত মোহর দিতে হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না কোন মাল বা মোহর দিতে হইবে না। তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তবে সে তো সেই মোহরের বিনিময়েই তোমার জন্য হালাল হইয়াছিল। আর যদি তুমি তাহার উপর মিথ্যারোপ করিয়া থাক তবে উহা বহু দূরের কথা।

নাযরা ইব্ন আবূ নায্রা হইতে আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নাযরা ইব্ন আবূ নাযরা (রা) একটি কুমারী বালিকা বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার নিকট গমন করিয়া দেখেন যে, সে ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভবতী। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা খুলিয়া বলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) মোহর আদায়ের মাধ্যমে উহাদিগকে পৃথক করিয়া দেন এবং সেই স্ত্রীকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দান করেন। অতঃপর বলেন যে, 'এই সন্তান তোমার গোলাম হইবে এবং মোহর হইল উহার সঙ্গে যৌন সম্ভোগের বিনিময় স্বরূপ'। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ তোমরা কিরূপে তাহা গ্রহণ করিতে পার ? অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন করিয়াছ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا

অর্থাৎ নারীরা তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, مِيْثَاقًا غَلِيْظًا এর অর্থ হইল 'আকদ'।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত ও সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ স্ত্রীদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখিলে যথাযথ অধিকার প্রদানের মাধ্যমে রাখা অথবা ত্যাগ করিলে নিয়মানুযায়ী উত্তম পন্থায় ত্যাগ করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ ইকরামা, মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, হাসান বসরী, কাতাদা, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, যিহাক ও সুদ্দী প্রমুখ হইতেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জাফর রাযী আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্র আমানত হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাক এবং আল্লাহ্র কালিমার দ্বারা উহাদের যৌনাঙ্গ নিজেদের জন্য হালাল করিয়া থাক। আর কালিমা হইল আল্লাহ্র সেই কালামসমূহ যাহা বিবাহের খুৎবার মধ্যে জনসমক্ষে পড়া হয়'।

মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে সকল কথা বলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, 'তোমার উম্মতের কোন বক্তব্য বা অঙ্গীকার ততক্ষণ গ্রহণযাগ্য বা বৈধ হইবে না যতক্ষণে তাহারা অঙ্গীকার বাক্যে এই কথা সাক্ষ্য না দিবে যে, তুমি আমার বান্দা এবং রাসূল।'

জাবির হইতে সহীহ মুসলিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ "তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ কর। কেননা, তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহ্র আমানতরূপে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহ কালামের মাধ্যমে তাহাদের যৌনাঙ্গ তোমরা নিজেদের জন্য হালাল করিয়া নিয়াছ।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ যে নারীকে তোমাদের পিতা পিতামহ বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না।

ইহা বলার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পিতা-পিতামহদের স্ত্রীদের সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বিমাতাদের প্রতি এই সম্মান ইসলাম-পূর্ব যুগে ছিল না। এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে এমন বিধান জারি করা হইয়াছে যে, যদি পিতা কেবল আকদ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তবুও সেই বিমাতা তাহার স্বামীর ছেলের জন্যে হালাল নয়। এই কথার উপর সর্বকালের সকল আলিম একমত।

জনৈক আনসার হইতে ধারাবাহিকভাবে আদী ইব্ন ছাবিত, আশআছ ইব্ন সাওয়ার, কাইস ইব্ন রবী, মালিক ইব্ন ইসমাঈল, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, উক্ত আনসার (রা) বলেন ঃ অতি মর্যাদাসম্পন্ন নেক্কার আবূ কাইস অর্থাৎ ইব্ন আসলাত (রা) মারা গেলে তাহার পুত্র কাইস তাহার স্ত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। তখন তাহার বিমাতা তাহাকে বলিয়াছিল যে, "দেখ, আমি তোমাকে নিজের ছেলের মত মনে করি এবং তুমি বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তিও বটে। আচ্ছা, তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাই।" সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আবূ কাইস মারা গিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা। অতঃপর সে বলিল, তাহার ছেলে কাইস আমাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়াছে, অথচ সে বংশের সম্মানিত ব্যক্তি। উপরন্তু আমি তাহাকে আমার নিজের ছেলের মত মনে করি। অতএব আপনি আমাকে এই ব্যাপারে কি পরামর্শ দেন? ইহা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ি যাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জারীজ, হাম্মাদ, হুসাইন, কাসিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

–এই আয়াতাংশ সম্পর্কে ইকরামা বলেন ঃ ইহা আবূ কাইস ইব্ন আসলাতের স্ত্রী উম্মে উবায়দুল্লাহ যামরাহ (রা) সম্পর্কে এবং আসওয়াদ ইব্ন খালফের (রা) স্ত্রী বিনতে আবূ তালহা ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন উছমান ইব্ন আবদুদ্দার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ খালফের

(রা) মৃত্যুর পর তাহার ছেলে সাফওয়ান তাহার বিমাতা হযরত আবূ তালহার (রা) কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়াছিল। মোটকথা এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল।

সুহাইলী (র) বলেন ঃ জাহিলী যুগে পিতার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীদিগকে বিবাহ করা একটা মামুলী ব্যাপার ছিল। তাই বলা হইয়াছে ঃ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ। অর্থাৎ যাহা বিগত হইয়া গিয়াছে উহা তো হইয়া গিয়াছে ঃ

এরূপ অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ এখানেও দুই বোনকে একত্রিত করার অবৈধতা ঘোষণা করিয়াই বলা হইয়াছে যে, اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ। যাহা বিগত হইয়াছে, তাহা বিগত।

তবে আলোচ্য আয়াতে কিনানা ইব্ন খুয়াইমার প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। কেননা সে স্বীয় পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল এবং সেই সূত্রে নযর ইব্ন কিনানার জন্ম হইয়াছিল। এই নযর ইব্ন কিনানা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মন্তব্য হইল যে, সে পিতা-মাতার বৈধ মিলনের মাধ্যমে জন্ম নিয়াছে, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই প্রথা পূর্বযুগ হইতে প্রচলিত ছিল এবং তখন ইহাকে বৈধ বিবাহ বলিয়া গণ্য করা হইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর, ইব্ন উআইনা, কিরাদ, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ মাখযুমী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে সকল আত্মীয়াকে বিবাহ করা আল্লাহ তা'আলা হালাল করিয়াছেন, জাহিলী যুগে সেই সকল আত্মীয়াকে বিবাহ করা হারাম বলিয়া মনে করা হইত। অথচ তখন বিমাতা এবং দুই বোনকে এক সাথে বিবাহ করা হালাল মনে করা হইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহার অবৈধতা ঘোষণা করিয়া নাযিল করেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ– যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও (অবৈধ)।

আতা এবং কাতাদাও ইহা বলিয়াছেন। তবে নযর সম্বন্ধে সুহাইলী যে ঘটনাটি বলিয়াছেন উহার মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। যাহা হউক এই ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা এই উম্মতের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلاً–

অর্থাৎ – ইহা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অর্থাৎ– তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যভিচারের নিকটেও যাইও না।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ وَلاَتَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً

অর্থাৎ ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাইও না। ইহা অশ্লীল ও গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। তবে এখানে আরও একটু বাড়াইয়া বলা হইয়াছে وَمَقْتًا অর্থাৎ ইহা বিকৃত রুচির বটে। মোটকথা ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। ইহা দ্বারা পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ

সৃষ্টি হয়। কেননা সাধারণত দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে তাহার পূর্ব স্বামীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণীগণকে উম্মতের মাতারূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং উম্মতের জন্য তাহাদিগকে বিবাহ করা হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা, রাসূল (সা) সমগ্র উম্মতের পিতৃতুল্য এবং তাঁহার সহধর্মিণীগণ মাতৃতুল্য। উপরন্তু পিতার চেয়ে মাতার হক অগ্রগণ্য। শুধু তাই নয়, বরং মুমিনের জীবনের চেয়েও তাহাদের প্রতি মাতৃ তুল্য শ্রদ্ধা পোষণ বহু গুণে মূল্যবান।

আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ (র) বলেন ঃ مَقْتًا শব্দের তাৎপর্য হইল এইঃ উহা আল্লাহর রুচি বিরুদ্ধ এবং وَسَاءَ سَبِيْلاً অর্থাৎ রীতিনীতির ক্ষেত্রে ইহাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম রীতি। সুতরাং যে এই কাজ করে, সে স্বধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য হয়। যে এই ধরনের জঘন্য কাজ করিবে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে এবং তাহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

ইব্‌ন উমরের চাচা ও ইব্‌ন উমরের সনদে এবং আবূ বুরদা হইতে বাররা ইব্‌ন আযিবের (রা) সূত্রে আহলে সুনান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন উমরের চাচাকে রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল। তাই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তাহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

বাররা ইব্‌ন আযিব হইতে ধারাবাহিকভাবে আদী ইব্‌ন ছাবিত, আশআছ, হাশীম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, বাররা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন ঃ আমার চাচা হারিছ ইব্‌ন উমাইর (রা) নবী (সা) কর্তৃক প্রদত্ত পতাকা নিয়া আমার নিকট হইতে গমন করার সময় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, চাচা! নবী (সা) আপনাকে কোথায় পাঠাইলেন? তিনি বলিলেন, এমন এক ব্যক্তির শিরোশ্চেদ করার জন্য পাঠাইয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছে।

মাসআলা ঃ এই বিষয়ের উপর সকল আলিম একমত যে, যে মহিলার সঙ্গে অথবা দাসীর সঙ্গে স্ত্রী বা দাসী বুঝিয়া ভুলবশত পিতা সংগম করে, সেই সকল মহিলা ও দাসী পুত্রের জন্য বিবাহ করা হারাম। তবে যদি সেই সব মহিলার সঙ্গে সংগম না হইয়া কেবল একত্রবাস হয় এবং সেই সব মহিলাদের গোপন অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যাহা অপরিচিত অবস্থায় তাহার জন্য হালাল ছিল না, তাহাদের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন ঃ পিতার সংস্পর্শে আসা মহিলাদিগকেও তাহার ছেলে বিবাহ করিতে পারিবে না। নিম্নের ঘটনাটি দ্বারা এই মতের শক্তি ও যৌক্তিকতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

ঘটনাটি হাফিজ ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ হযরত মুআবিয়ার (রা) মুক্ত দাস হযরত খাদীজ হিমসী (রা) হযরত মুআবিয়ার জন্য গৌরবর্ণের সুশ্রী একটি দাসী ক্রয় করেন এবং বিবস্ত্র অবস্থায় দাসীটিকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন তাহার হাতে একটি ছড়ি ছিল। ছড়ি দ্বারা ইংগিত করিয়া তিনি বলেন ঃ উত্তম সামগ্রী। অতঃপর তিনি দাসীটিকে ইয়াযীদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার আদেশ করেন। তারপরই আবার তিনি বলেন না, না, থাম। রবীআ ইব্‌ন আমর হারিছীকে ডাক। রবীআ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফিকাহশাস্ত্র বিশারদ। তিনি আসার পর পর মুআবিয়া (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মহিলাটিকে আমার নিকট

উলঙ্গ অবস্থায় নিয়া আসিলে তাহার গোপন অংশসমূহ আমার দৃষ্টিতে পড়ে। অথচ আমি ইহাকে আমার পুত্র ইয়াযীদের জন্য পাঠাইয়া দেওয়ার মনস্থ করিয়াছি। ইহা তাহার জন্য বৈধ হইবে কি ? হযরত রবীআ (রা) বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহা করিবেন না। ইহা তাহার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইহা শুনিয়া মুআবিয়া (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।

অতঃপর তিনি গৌর বর্ণের অধিকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসআদা ফাযারী (রা)-কে ডাকিয়া পাঠান। তিনি আসিলে মুআবিয়া (রা) তাহাকে বলেন, এই গৌরবর্ণের দাসীটি তোমাকে দান করা হইল, যেন তোমার গৌরবর্ণের সন্তান লাভ হয়।

উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসআদা (রা) সেই বালক যাহাকে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমাকে উপহার স্বরূপ দিয়াছিলেন। ফাতিমা (রা) তাহাকে লালন-পালন করিয়া আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। আলী (রা)-এর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত মুআবিয়ার নিকট চলিয়া আসেন।

(٢٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضٰعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبٰٓئِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۙ وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

২৩. 'তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নেয়ী, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধভগ্নী, শ্বাশুড়ী ও তোমাদের সংগত হওয়া স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। তবে যদি তাহাদের সহিত মিলিত না হইয়া থাক, তাহা হইলে উহাতে তোমাদের অপরাধ নাই। আরও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তোমাদের নিজ পুত্রবধু ও দুই ভগ্নিকে একত্র করা। পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, হইয়াছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

তাফসীর ঃ এই আয়াত দ্বারা বংশগত, স্তন্যপান ও বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাদের তালিকা তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিনান ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ সাত প্রকারের মহিলা বংশগত কারণে এবং সাত প্রকারের মহিলা বৈবাহিক সূত্রের কারণে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ الخ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হইযাছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা এবং সহোদরা ভগিনীদিগকে ... ... ইত্যাদি।

অপর একটি সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আব্বাসের গোলাম উমাইর, ইসমাঈল ইব্‌ন রিজা, আ'মাশ, সুফিয়ান, আহমাদ ও আবূ সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ

বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ স্ববংশজাত হওয়ার কারণে সাতজন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে এবং সাতজনকে হারাম করা হইয়াছে বৈবাহিক সূত্রে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা ও ভগিনী কন্যাকে।

পরিশেষে তিনি বলেন, এই সাতজনকে স্ববংশজাত হওয়ার কারণে হারাম করা হইয়াছে।

আয়াতের মধ্যে وَبَنَاتُكُمْ (তোমাদের কন্যা)-কে সাধারণভাবে বলার কারণে ইহার ভিত্তিতে জমহুর-উলামা বলেন যে, ব্যভিচারের দ্বারা অর্জিত মেয়েও ব্যভিচারীর জন্য বিবাহ করা হারাম। কেননা এই আয়াতে স্ত্রীর সূত্রে জন্ম গ্রহণকৃত বা এই ধরনের কোন শর্ত আরোপ করা হয় নাই। সাধারণভাবে কন্যার কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইল আবূ হানীফা (র) ও আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) প্রমুখের মাযহাব।

কিন্তু ইমাম শাফেঈ (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শরীআতের দৃষ্টিতে জারজ সন্তান নহে। তিনি দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, যদি সত্যিকারের সন্তান হইত তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মীরাছ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই কেন ? অর্থাৎ বলা হইয়াছে যে,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

'আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।

উপরন্তু সকলে এই কথার উপর একমত যে, জারজ সন্তান সম্পদের অংশীদার নয়। অতএব উহারা প্রকৃত সন্তানও নয়। তাই ব্যভিচারী তাহার ব্যভিচারের দ্বারা জন্মপ্রাপ্তা কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاُمَّهَاتُكُمُ الاَّتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

'তোমাদের সেই মাতা, যাহারা তোমাদিগকে স্তন্যপান করাইয়াছেন এবং তোমাদের দুধ বোন'। অর্থাৎ, জন্মদাত্রী হিসাবে মাকে বিবাহ করা যেরূপ হারাম, স্তন্যপান করার কারণে স্তন্যদাত্রী মাকে বিবাহ করাও তেমনি হারাম।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযাম ও মালিক ইব্ন আনাসের সনদে সহীহদ্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জন্মসূত্রে যাহাদিগকে বিবাহ করা হারাম, স্তন্যপানসূত্রেও তাহারা হারাম।

মুসলিম শরীফে রহিয়াছে যে, বংশগতসূত্রে যে যে হারাম হয়, স্তন্যপানসূত্রেও সে সে হারাম হয়।

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ চারটি অবস্থা ব্যতীত বংশগতসূত্রে যাহারা হারাম হয়, স্তন্যপানসূত্রে তাহারা হারাম হয়। কেহ বলিয়াছেন, ছয় অবস্থা ব্যতীত। ইহা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইসলামী বিধান বা ফিকাহর কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

মোটকথা, ইহার নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। কেননা ইহার কারণের মধ্যে বংশগতসূত্র হইতেও কিছু পাওয়া যায় এবং বৈবাহিক সূত্র হইতেও কিছু পাওয়া যায়। তাই এই হাদীসের ব্যাপারে বাদানুবাদের কোন অবকাশ নাই।'

তবে স্তন্য কতবার চুষিলে বিবাহের অবৈধতা প্রমাণিত হইবে, এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, ইহার সংখ্যা অনির্দিষ্ট। দুধ পান করান মাত্রই অবৈধ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। ইহা ইমাম মালিকের অভিমত। ইব্ন উমর (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, উরওয়া ইব্ন যুবাইর ও যুহরী প্রমুখও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ তিনবারের কম চুষিলে অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না। কেননা আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ও হাশিম ইব্ন উরওয়ার সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, একবার ও দুইবার চোষার দ্বারা অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না।'

উম্মে ফযল হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ, আবূ খলিল ও কাতাদা বর্ণনা করেন যে, উম্মে ফযল (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, একবার চুষিলে বা দুইবার চুষিলে, একবার পান করিলে বা দুইবার পান করিলে অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না।

ভিন্ন বাক্যে অথচ অভিন্ন অর্থে আর একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

لاتحرم الا ملاجة ولا الاملاجتان

অর্থাৎ একবার কিংবা দুইবার চুষিলে হারাম হয় না।

মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া, আবূ উবায়দুল্লাহ ও আবূ ছাওর প্রমুখের অভিমত ইহা।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আলী (রা), হযরত আয়েশা (রা), উম্মে ফযল, ইব্ন যুবাইর, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কেহ বলিযাছেন, পাঁচবারের কম চুষিলে অবৈধতা সাব্যস্ত হইবে না। তাহার দলীল হইল এই ঃ আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর ও মালিকের সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ পূর্বে কুরআনে নাযিল হইয়াছিল যে, দশবার দুধ পান করিলে অবৈধতা সাব্যস্ত হইবে। তবে পরবর্তীকালে পাঁচবার পান করার আয়াত দ্বারা উহা রহিত হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই পাঁচবার চোষার আয়াতই পঠিত হইতে থাকে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকের রিওয়ায়েতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সাহলা বিনতে সুহাইলের হাদীসে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ হুযায়ফার গোলাম সালিমকে পাঁচবার দুধ পান করাইতে নির্দেশ দেন। তাই কোন স্ত্রীলোকের নিকট কোন পুরুষ আসা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর হযরত আয়েশা (রা) পাঁচবার দুধ খাওয়াবার নির্দেশ

দিতেন। ইমাম শাফেঈ (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমতও এইরূপ যে, পাঁচবার দুধ পান করা হইলে অবৈধতা সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। তবে জমহুরের কথা হইল যে, শিশুর সেই দুধ পান দুই বৎসর বয়সের মধ্যে হইতে হইবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারার –

يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ

– এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হইয়াছে।

এই বিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে যে, এই দুধ পানের সম্পর্ক দুধমাতার স্বামী পর্যন্ত পৌঁছিবে কি না? জমহুরের মত হইল, ইহার প্রভাব স্বামী পর্যন্ত পৌঁছিবে।

তবে পরবর্তীকালের কোন মনীষী বলিয়াছেন যে, ইহার সম্পর্ক দুধ-মাতা পর্যন্ত সীমিত থাকিবে। ফিকাহর কিতাবসমূহে এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ الاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمُ اللاَّتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ–

অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের স্ত্রীদের মাতা আর তোমরা যাহাদের সঙ্গে সহবাস করিয়াছ সেই স্ত্রীদের কন্যা-যাহারা তোমাদের লালন-পালনে রহিয়াছে। তবে যদি তাহাদের সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাক, তবে এই বিবাহে তোমাদের কোন পাপ হইবে না।

মোটকথা, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না হইলেও কেবল বিবাহ বন্ধন বা আকদ দ্বারা শাশুড়ীকে বিবাহ করা হারাম হইয়া যায়।

তবে স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যা বর্তমান স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহবাস না হওয়া পর্যন্ত হারাম হইবে না। যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়া দেয়, তবে সেই সহবাসহীনা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, তোমরা যাহাদের সঙ্গে সহবাস করিয়াছ সেই স্ত্রীদের পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যা–যাহারা তোমাদের লালন-পালনে রহিয়াছে। আর যদি তাহাদের সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাক, তবে স্ত্রীদের পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যাদেরকে বিবাহ করার মধ্যে কোন গুনাহ নাই।

আলোচ্য আয়াতাংশের সর্বনামটি দ্বারা কেবল স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যাদেরকেই বুঝান হইয়াছে। তবে এই বহুবচনমূলক সর্বনামটির দ্বারা কেহ কেহ শাশুড়ী এবং পূর্ব স্বামীর কন্যার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন যে, কেবল আকদের দ্বারা শাশুড়ী এবং প্রতিপালিতা পূর্ববতী স্বামীর কন্যা উভয়ের কেহই হারাম হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে নির্জনে সহবাসে লিপ্ত না হইবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ যদি তাহাদের সঙ্গে সহবাস না হইয়া থাকে, তবে উহাদিগকে বিবাহ করার মধ্যে কোন পাপ নাই।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাল্লাস ইব্ন আমর, কাতাদা, সাঈদ, আবদুল আলা, ইব্ন আবূ আদী, ইব্ন বিশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা

করা হয় যে, কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করার পর তাহার সঙ্গে সংগম হওয়ার পূর্বে তাহাকে তালাক দিলে সেই ব্যক্তি উক্ত মহিলার মাতাকে বিবাহ করিতে পারিবে কি? উত্তরে আলী (রা) বলেন, কেন পারিবে না ? সে তো পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যার মত।

যায়িদ ইব্ন ছাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, কাতাদা, ইয়াহয়া ও ইব্ন বিশার বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে অসংকোচে সেই সহবাসহীনা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে যায়িদ ইব্ন ছাবিত হইতে সাঈদ এবং সাঈদ হইতে কাতাদা বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

স্বামীর সহিত সংগমের পূর্বে যদি স্ত্রী মারা যায় এবং সেই স্বামী যদি উক্ত মৃত স্ত্রীর পিতা হইতে উত্তরাধিকার স্বত্ব গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তির জন্য তাহার শাশুড়ীকে বিবাহ করা মাকরূহ হইবে। তবে যদি সংগমের পূর্বে তালাক দেওয়ার পর মারা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার শাশুড়ীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

বকর ইব্ন কিনানা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইব্ন উআইমার আজদা', আবূ বকর ইব্ন হাফস, ইব্ন জারীজ, আবদুর রহমান, ইসহাক ও ইব্ন মানযার বর্ণনা করেন যে, বকর ইব্ন কিনানা বলেন ঃ

আমাকে আমার পিতা তায়েফের এক মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। আমি তাহার সঙ্গে সহবাস করার পূর্বে আমার শ্বশুর ম্যরা যান। আমার শাশুড়ী ছিলেন বিপুল অর্থ-সম্পত্তির মালিক। এইরূপ সুযোগ দেখিয়া আমার আব্বা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা এই অবস্থায় তোমার জন্য তোমার শাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয কি? অতঃপর আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে এই ঘটনা বলিলাম এবং এই অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়া শাশুড়ীকে বিবাহ করা যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, শাশুড়ীকে বিবাহ করিতে পারিবে। ইহার পর আমি ইব্ন উমর (রা)-কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তবে তিনি বলিলেন, না, তুমি উহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। আমি আমার পিতাকে উভয়ের ফতওয়া সম্পর্কে অবহিত করিলাম। পরিশেষে উভয়ের ফতওয়া এবং ঘটনার পূর্ণ বিবরণসহ মুআবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লেখা হইল। উত্তরে মুআবিয়া (রা) লিখিলেন যে, আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন আমি তাহা হালাল করিতে পারি না এবং আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন আমি তাহা হারাম করিতে পারি না। অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমরাই সম্যক অবগত রহিয়াছ। তাহা ছাড়া বিবাহ করার ইচ্ছা থাকিলে আরও বহু মহিলাও তো রহিয়াছে। মোটকথা, তিনি অনুমতিও দিলেন না এবং নিষেধও করিলেন না। ফলে আমার পিতা আমাকে আমার শাশুড়ীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা হইতে বিরত হন।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক ব্যক্তি, সাম্মাক ইব্ন ফযল, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) বলেন ঃ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস যদি না হয় তবে স্ত্রীর মাতা এবং স্ত্রীর কন্যা উভয়ের একই বিধান। তবে ইহার সনদের মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে।

ইকরামা ইব্‌ন কালীদ হইতে ইব্‌ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِى فِى حُجُوْرِكُمْ এই আয়াতের মর্মার্থে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা উভয়ের সঙ্গে সহবাস করা বুঝান হইয়াছে।

হযরত আলী (রা), হযরত য্যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (র), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যা রিওয়ায়েত করা হইয়াছে। তবে হযরত মুআবিয়া (রা) এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। ইমাম শাফেঈর (র) অনুসারীদের মধ্যে আবুল হাসান আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবুনী হইতে ইবাদী এবং রাফেঈর সূত্রেও ইবাদী এইরূপ মর্মার্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে তিনি পরে এইমত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর শায়বানী, আবূ ফারওয়া, সাওরী, আবদুর রাযযাক, ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম দুরুরী ও তিবরানী বর্ণনা করেন ঃ

ফাযারা গোত্রের শাখা বনী কামাখের এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে বিবাহ করে। পরে সে তাহার শাশুড়ীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর সে এই ব্যাপারে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সংগে পরামর্শ করিলে তিনি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করার জন্য পরামর্শ দেন। সেই ব্যক্তি তাহার পরামর্শ মতে স্ত্রীকে তালাক দিয়া শাশুড়ীকে বিবাহ করে এবং তাহাদের ছেলে-সন্তানও জন্ম নেয়। পরবর্তীতে ইব্‌ন মাসউদ (রা) মদীনায় আসিয়া এই মাসআলাটি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার পর জানিতে পারেন যে, আকদ হওয়ার পর শাশুড়ীকে বিবাহ করা হারাম হইয়া যায়। পরবর্তী সময়ে আবার কূফায় প্রত্যাবর্তন করিলে সেই লোকটিকে বলিলেন যে, তোমার শাশুড়ী তোমার জন্য হারাম। ফলে তাহারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

জমহুর উলামা বলেন যে কেবল আকদ দ্বারা স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যা হারাম হয় না। কিন্তু স্ত্রীর মাতা স্ত্রীর সংগে বিবাহের আকদ হইলেই হারাম হইয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদা, সাঈদ, আবদুল ওয়াহাব, হারূন ইব্‌ন উরওয়া, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পূর্বে তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় বা সে মারা যায়, তবুও তাহার শাশুড়ী তাহার জন্য হালাল হইবে না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ ব্যাপারটা সন্দেহ যুক্ত, তাই ইহা অপসন্দনীয়। ইব্‌ন মাসউদ (রা), ইমরান ইব্‌ন হিসীন, মাসরূক, তাউস, ইকরামা, আতা, হাসান, মাকহুল, ইব্‌ন সীরীন, কাতাদা ও যুহরী হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম চতুষ্টয়, সপ্ত ফকীহ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুর ফকীহগণও এই মত পোষণ করেন।

ইব্‌ন জারীজ (র) বলেন ঃ যাহারা বলিয়াছেন যে, উভয় অবস্থায়ই শাশুড়ী বিবাহ করা হারাম, তাহাদের কথাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করার বেলায় যেমন সহবাস শর্ত করিয়াছেন, স্ত্রীর মাকে বিবাহ করার বেলায় সেই শর্ত নাই। উপরন্তু এই ব্যাপারে ইজমা হইয়াছে। আর যে বিষয়ের উপর আলিমগণ একমত পোষণ করেন ও যাহাতে ইজমা হয়, উহা অমান্য করা নাজায়েয।

একটি দুর্বল সনদে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটির সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। হাদীসটি হইল এই ঃ

আমর ইব্ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন শুআইবের পিতা, মুছান্না ইব্ন সাব্বাহ, ইব্ন মুবারক, হাব্বান ইব্ন মূসা ও ইব্ন মুছান্না বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পরে সে তাহার স্ত্রীর মাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, সে তাহার স্ত্রীর সংগে সহবাস করুক বা না করুক। আর যদি স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পূর্বে তাহাকে তালাক দিয়া দেয়, তবে সে সেই স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য যে, যদিও এই হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে, কিন্তু হাদীসের মূল বক্তব্যের উপর ইজমা হইয়াছে। ইজমা এমন একটি দলীল যাহা অখণ্ডনীয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَرَبَائِبُكُمُ الاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ

অর্থাৎ আর তোমরা যাহাদের সহিত সহবাস করিয়াছ সেই স্ত্রীদের কন্যা—যাহারা তোমাদের প্রতিপালনে রহিয়াছে।

জমহুর বলেন ঃ কন্যার মাতার সঙ্গে সহবাস হইলে কন্যা তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়—কন্যা তাহার প্রতিপালনে বা না থাকুক।

সাধারণত এই ধরনের কন্যারা মাতার সঙ্গে থাকে এবং বৈপিত্রেয়র ঘরে লালিত-পালিত হইয়া থাকে বিধায় আল্লাহ তা'আলা فِىْ حُجُوْرِكُمْ বলিয়া তাহাদিগকে উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا

অর্থাৎ যদি তোমাদের দাসীরা সতী থাকিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদিগকে নির্লজ্জতার কার্যে বাধ্য করিও না।

উল্লেখ্য যে, ইহা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাহারা সতী থাকিতে না চাহিলে তাহাদিগকে নির্লজ্জতার দিকে ঠেলিয়া দিবে। অনুরূপভাবে বলা হইয়াছে যে, যদি কন্যা তোমাদের কাছে অবস্থান করে এবং তোমাদের দায়িত্বে লালিত-পালিত হয়। অর্থাৎ তাহাদের নিকট লালিত-পালিত না হইলেও কন্যা তাহার জন্য হারামই হইবে। সহীহদ্বয়ে রহিয়াছে যে, উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আমার বোন আবূ সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন।

মুসলিমের রিওয়ায়েতে রহিয়াছে যে, উম্মে হাবীবা (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি উযযা বিনতে আবূ সুফিয়ানকে বিবাহ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি ইহা পসন্দ কর ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি আমাকে একা দেখিতে চাই না। আমি আমার বোনকেও এই মহান পুণ্যের পথে শরীক দেখিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাকে বিবাহ করা আমার জন্য জায়েয নহে। তখন উম্মে হাবীবা (রা) বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, আপনি নাকি আবূ সালমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি উম্মে সালমার কন্যার কথা বলিতেছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। রাসূল (সা) বলিলেন, সে যদি আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত না হইত, তবে সে আমার জন্য হালাল হইত। দ্বিতীয়ত, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। অর্থাৎ আমাকে এবং তাহার পিতা আবূ সালমাকে (রা) সাওবিয়া দুধপান করাইয়াছিলেন।

সাবধান! তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগ্নীদিগকে আমাকে বিবাহ করার জন্যে পয়গাম পেশ করিও না। বুখারীর রিওয়ায়েতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, যদি উম্মে সালমার সঙ্গে আমার বিবাহ না-ও হইত, তবুও সে আমার জন্য হালাল হইত না।

মোটকথা, ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, হারাম হওয়ার মূল হইল বিবাহ হওয়া, প্রতিপালন নহে। ইহাই হইল ইমাম চতুষ্টয়, সপ্ত ফকীহ এবং পূর্ববর্তী জমহুরের মাযহাব। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কন্যা যদি স্বামীর প্রতিপালনে না থাকে তবে স্ত্রীর কন্যা তাহার স্বামীর জন্য হারাম নয়।

মালিক ইব্‌ন আউস ইব্‌ন হাদছান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম ইব্‌ন উবাইদ রিফাআ, হিশাম ওরফে ইব্‌ন ইউসুফ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা, আবূ যরাআ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্‌ন আউস ইব্‌ন হাদছান (র) বলেন ঃ

আমার স্ত্রী মারা যায়। আমাদের মিলনে সন্তানও জন্ম হয়। তাহার মৃত্যুতে আমি শোকাভিভূত হইয়া পড়ি। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে দেখে বলেন, কি হইয়াছে তোমার ? আমি বলিলাম, আমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আলী (রা) বলিলেন, তোমার স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত কোন কন্যা আছে কি? আমি বলিলাম, হাঁ আছে, তবে সে তায়েফে থাকে। তিনি বলিলেন, সে কি তোমার তত্ত্বাবধানে ? আমি বলিলাম, না, সে তো তায়েফেই থাকে। আলী (রা) বলিলেন, তবে তুমি তাহাকে বিবাহ কর। আমি বলিলাম, তবে আল্লাহ তা'আলা যে বলিয়াছেন ঃ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ—ইহার মর্মার্থ কি? তিনি বলিলেন, ইহা তখন হইত যদি সে তোমার প্রতিপালিত হইত; সে তো তোমার নিকটে থাকে না। ইহা মুসলিমের শর্তানুসারে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে সনদ শক্তিশালী হইলেও ইহার বক্তব্য ভীষণ দুর্বল।

কিন্তু দাউদ ইব্‌ন আলী যাহিরী ও তাহর সহচরবৃন্দের মাযহাব ইহা। মালিক (র) হইতে আবুল কাসিম রাফে'ও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন হাযিম (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাকে আমার উস্তাদ শাইখ হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ যুহরী বলেন ঃ তিনি তাহার শাইখ ইমাম তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়া (র)-এর নিকট এই ঘটনাটি বর্ণনা করিলে তিনি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত কঠিন মনে করেন এবং কোন মন্তব্য করা হইতে বিরত থাকেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আবূ উবায়দা হইতে ধারাবাহিকভাবে আছরাম, আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয ও ইব্‌ন মানযার বর্ণনা করেন যে, আবূ উবাইদ (রা) বলেন ঃ اللاَّتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ। এর মর্মার্থ হইল, বাসভবনে অবস্থিতা ও প্রতিপালিতা কন্যা।

ইব্‌ন শিহাব হইতে ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জিজ্ঞাসিত হন যে, স্ত্রীর সংগে যদি তাহার পূর্ব স্বামীর কন্যা থাকে বা যদি তাহার অধিকারভভুক্ত দাসী থাকে, তবে স্ত্রী মারা গেলে উহাদিগকে বিবাহ করা যাইবে কি ? উমর (রা) বলেন, ইহাদের একের সংগে সংগম করার পর অন্যের সংগে সংগম করা আমি পসন্দ করি না। ইহা হইতে বিরত থাকাই নিরাপদ। রিওয়ায়েতটি বিচ্ছিন্ন সূত্রের।

কাইস হইতে ধারাবাহিকভাবে তারিক ইব্‌ন আবদুর রহমান, তাউস, আবুল আহওয়াস ও সুনাইদ ইব্‌ন দাউদ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, কাইস (র) বলেন ঃ

আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রী এবং স্ত্রীর কন্যা একের পর অপরকে বিবাহ করিতে পারিবে কি ? উত্তরে তিনি বলিলেন, এক আয়াত দ্বারা ইহার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য আয়াতে পাওয়া যায় যে, ইহা অবৈধ। সুতরাং আমি ইহা হইতে বিরত থাকাই নিরাপদ মনে করি।

শাইখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার (র) বলেন ঃ সকল আলিম এই কথায় একমত যে, স্ত্রীর সংগে সংগম করার পর স্ত্রীর কন্যার সংগে সংগম করিতে পারিবে না। কেননা স্ত্রীকে বিবাহ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন ঃ

وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الاَّتِى فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ

—তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের স্ত্রীদের মাতা এবং তোমরা যাহাদের সংগে সহবাস করিয়াছ সেই স্ত্রীদের কন্যা—যাহারা তোমার ঘরে তোমারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতেছে।

আলিমদের নিকট দাসীদের উপর অধিকার লাভ করার অর্থ হইল বিবাহ করা। কিন্তু হযরত উমর (রা) এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহা রিওয়ায়েত করা হইল, কোন মুফতীই উহার উপর একমত নহেন। কাতাদা হইতে হিশাম বর্ণনা করেন যে, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যার মেয়ে এবং আপন মেয়ের যতই নিম্ন সিঁড়িতে পৌঁছুক না কেন সকলেই হারাম। আবুল আলীয়া হইতে কাতাদাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ—এর অর্থ হইল তোমরা যেই নারীদিগকে বিবাহ করিয়াছ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

আতা হইতে ইব্‌ন জারীজ বলেন ঃ

ইহার ভাবার্থ হইল, তাহাদের পরিহিত কাপড় অপসারিত করা, তাহাদিগকে স্পর্শ করা এবং কাম চরিতার্থের জন্যে তাহাদের উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উপবেশন করা। ইহা বলার পর ইব্‌ন জারীজ আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই কাজ যদি স্ত্রীর পিতার বাড়িতে সম্পন্ন হয় তবে? তিনি বলিলেন, যে স্থানেই হউক একই হুকুম। উক্তরূপ ব্যাপার হওয়ার পর স্ত্রীর কন্যা স্বামীর জন্য বিবাহ করা হারাম হইয়া যায়।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ সকল আলিম এই ব্যাপারে একমত যে, স্ত্রীর সংগে সহবাস ব্যতীত কেবল নির্জন বাস দ্বারাই কন্যার অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না। তাই সহবাস করা, উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করা এবং প্রবৃত্তির সহিত তাহার যৌনাংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বে যদি তাহাকে তালাক দেয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সেই কন্যা তাহার জন্য হালাল হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَحَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ

—(আর তোমাদের জন্য হারাম) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী।

অর্থাৎ , তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও তোমাদের জন্য হারাম। ইহা দ্বারা জাহিলী যুগের প্রথা এবং পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করার অবৈধতা খণ্ডন করা হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلاَ يَكُوْنَ عَلى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَوْزَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ

অর্থাৎ, যখন যায়িদ তাহার নিকট হইতে স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম যেন মু'মিনদের মধ্যে তাহাদের পালকপুত্রদের বেলায় কোন সংকীর্ণতা না থাকে।

ইব্‌ন জারীজ (র) বলেন ঃ আমি আতা (র)-কে وَحَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ এই আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ নবী (সা) যায়িদের স্ত্রীকে বিবাহ করিলে মক্কার মুশরিকরা তীব্রভাবে তাহার সমালোচনা শুরু করে। ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَحَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ

অর্থাৎ—তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য হারাম।

অতঃপর তিনি নাযিল করেন ঃ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَائَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের পালকপুত্রদিগকে তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই।

ইহার পরে তিনি নাযিল করেন ঃ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

অর্থাৎ—মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কাহারো পিতা নহেন।

হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আশআছ, খালিদ ইব্‌ন হারিছ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী, আবূ যরাআ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রা) বলেন ঃ حَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمْ এবং اُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ -এই আয়াতাংশদ্বয়ের অর্থ অস্পষ্ট। তাউস, ইব্‌রাহীম, যুহরী এবং মাকহুল প্রমুখ হইতে এইরূপ উক্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমার কথা হইল এই যে, অস্পষ্টের অর্থ হইল এই, যাহাদের সংগে সহবাস হয় নাই এবং যাহাদের সংগে সহবাস হইয়াছে সকলেরই এক হুকুম! আকদের পরে সকলেই যে এক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই সিদ্ধান্তের উপর সকলে একমত।

তবে কেহ যদি বলে, ইহা দ্বারা তো কেবল ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদিগকে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে, দুধপুত্রদের স্ত্রীদের বিবাহ করা হারাম বলিয়া তো কিছু বলা হয় নাই।

ইহার উত্তর হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

অর্থাৎ জন্মসূত্রে যাহারা হারাম হয়, স্তন্যপান সূত্রেও তাহারা হারাম হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

'তোমাদের জন্য হারাম করা করা হইয়াছে বিবাহ বন্ধনে দুই বোনকে একত্রিত করা।'

অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করিয়া তাহাদের সংগে সহবাস করা হারাম। দাসীদের বেলায়ও এইরূপ হুকুম। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধকার যুগে ইহা প্রচলিত ছিল। তবে আল্লাহ উহা মাফ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, ভবিষ্যতে ইহা আর জায়েয হওয়ার কোন অবকাশ নাই

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لاَيَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى

অর্থাৎ প্রথম মৃত্যু ব্যতীত সেখানে কেহ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিবে না।

সুতরাং বুঝা গেল, সেখানে আর মৃত্যু ঘটিবে না।

এই কথার উপরে বিজ্ঞ সাহাবাগণ, তাবেঈগণ এবং পূর্ব ও পরের সকল ইমাম একমত যে, একত্রে দুই বোন বিবাহ করা হারাম।

যদি কোন ব্যক্তি মুসলমান হয় এবং তাহার বন্ধনে দুই বোন থাকে তবে তাহাকে উহাদের যে কোন একজন গ্রহণ ও বর্জন করার সুযোগ দেওয়া হইবে এবং যে কোন মূল্যে তাহাকে একজন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ফীরোয হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক ইব্ন ফীরোয, আবূ ওয়াহাব জাশানী, ইব্ন লাহীআ, মূসা ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ফীরোয (রা) বলেন ঃ আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার নিকট সহোদরা দুই বোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উহাদের দুই জনের একজনকে তালাক দিতে নির্দেশ দান করিলেন।

ইব্ন লাহীআর সনদে ইব্ন মাজা, তিরমিযী ও ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীবের সনদেও তিরমিযী এবং আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে আবূ ওয়াহাব জাশানীর সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন—তাহার আসল নাম হইল দুলায়েম ইব্ন হাওশা'। ফীরোজ দাইলামী হইতে যিহাক ইব্ন ফীরোজ দাইলামী এবং যিহাক ইব্ন ফীরোজ দাইলামী হইতে দুলায়েম ইব্ন হাওশা' ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন যে, তুমি তোমার ইচ্ছামত উহাদের দুইজনের একজনকে গ্রহণ কর।

অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম বটে। ভিন্ন সনদে ইব্ন মাজা (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ খারাশ রাইনী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়াহাব জাশানী, ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ফারওয়া, আবদুস সালাম ইব্ন হারব ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, আবূ খারাশ রাইনী (রা) বলেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য উপস্থিত হই, তখন জাহিলী জীবনে বিবাহ করা দুই বোন একত্রে আমার ঘরে ছিল। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি বাড়ি গিয়া উহাদের একজনকে তালাক দিয়া দিবে।

আমার মনে হয় আবূ খারাশ এবং ফীরোয একই ব্যক্তি। অর্থাৎ ফীরোযই সম্ভবত আবূ খারাশ। ইহাও হইতে পারে যে, আবূ খারাশই ফীরোজ। তাই বলা যায় যে, এই ঘটনাটি ফীরোজ দাইলামীর ব্যাপারে ঘটিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

দাইলামী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাছীর ইব্ন মুররা, যর ইব্ন হাকীম, ইয়াহিয়া ইব্ন ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ফারওয়া, হাইছাম ইব্ন খারিজা, আহমাদ ইব্ন ইয়াহয়া খাওলানী, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহয়া ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, দাইলামী (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বিবাহ বন্ধনে আপন দুই বোন রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার ইচ্ছামতো উহাদের একজনকে তালাক দিয়া দাও।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য দাইলামী (রা) ও উপরোক্ত ফীরোজ দাইলামী (রা) একই ব্যক্তি। এই মহান সাহাবী ইয়ামানের সেই নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন, যাহারা অভিশপ্ত মিথ্যা নবী দাবীদার আসওয়াদ উনসী মুতানাব্বীকে হত্যা করিয়াছিল। মোটকথা, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার মত দাসী দুই বোনের সাথে একত্রে সংগম করাও হারাম। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আম্বাহ অথবা উতবা হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, হাম্মাদ ইব্ন সালমা মূসা ইব্ন ইসমাঈল, আবূ যারআ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আম্বাহ অথবা উতবা বলেন ঃ দাসী দুই বোনের সংগে একত্রে সহবাস করা সম্পর্কে ইব্ন

মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উহা অপসন্দ করেন। তিনি ইহা মন্দ বা অপসন্দনীয় বলিয়া প্রকাশ করিলে প্রশ্নকারী কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ। —অর্থাৎ তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী, তাহাদের ভিন্ন। উত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, তাহা হইলে তোমার দক্ষিণ হস্ত তো উটেরও অধিকারী।

ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহুরের প্রসিদ্ধ অভিমত ইহাই। তবে পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন।

কুবায়সা ইব্ন যুআইব হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন শিহাব ও ইমাম মালিক বর্ণনা করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি উছমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, দাসী দুই বোনের সংগে একত্রে সংগম করা যাইবে কি ? উত্তরে উছমান (রা) বলেন, এক আয়াত দ্বারা ইহার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অপর আয়াত দ্বারা ইহার অবৈধতা প্রমাণিত হয়। তাই আমি ইহা করিতে নিষেধ করি না।

লোকটি উছমান (রা)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলে পথে তাহার সংগে আর একজন সাহাবীর সংগে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাকেও এই প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে উক্ত কাজ যে ব্যক্তি করিয়াছে তাহাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করিতাম।

ইমাম মালিক বলেন ঃ

ইব্ন শিহাব বলিয়াছেন, খুব সম্ভব আলী (রা) এই উক্তিটি করিয়াছিলেন। যুয়াইর ইব্ন আওয়ামের (রা) উক্তিও এইরূপ বলিয়া জানা গিয়াছে। ইব্ন আবদুল বার নামরী (র) স্বীয় কিতাবুল আযকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বর্ণনাকরী কুবায়সা ইব্ন যুআইব (র) আলীর নাম উল্লেখ না করিয়া তাহার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। কেননা এই ব্যক্তি আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের সাহচর্যে থাকার কারণে হযরত আলীর (র) প্রতি তাহার সাধারণ বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়াছিল। হযরত আলীর (রা) নাম উচ্চারণও তাহার জন্য কঠিন মনে হইত।

আইয়াশ ইব্ন আমের হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন আইয়ূব গাফিকী, আবূ আবদুর রহমান মুকিররী, আবূ যায়িদ আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মাদ ইব্ন উমর ইব্ন লুবাবা, সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, আইয়ুব ইব্ন সুলায়মান, খলফ ইব্ন মাতরাফ, খলফ ইব্ন আহমাদ ও আবূ উমর বর্ণনা করেন যে, আইয়াশ ইব্ন আমের (র) বলেন ঃ

আমি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমার অধিকারে দুইটি দাসী রহিয়াছে। তাহারা পরস্পর সহোদরা বোন। তাহাদের একজনের সংগে আমি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি। তাহার গর্ভে সন্তানাদিও হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে তাহার অন্য বোনের সহিতও আমি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করি। এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? আলী (রা) বলিলেন, যাহার সংগে সম্পর্ক করিয়াছ তাহাকে আযাদ করিয়া দিয়া দ্বিতীয় জনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পার। তিনি বলিলেন, লোকে বলে যে, আমি তাহাকে অন্য কাহারো সংগে বিবাহ দিয়া দ্বিতীয় জনের সংগে মিলিত হইতে পারিব। আলী (রা) বলিলেন, এই অবস্থায় অসুবিধা রহিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান আবদুর রহমান ইব্ন গোযওয়ান, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক মুখাররামী, মুহাম্মাদ ইব্ন আব্বাস, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আব্বাস (রা) বলেন ঃ

আলী (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, এক আয়াত দ্বারা ইহার বৈধতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অন্য আয়াত দ্বারা ইহার অবৈধতা প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, একত্রে দাসী দুই বোনকে বিবাহ করার ব্যাপারটি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, দাসীদের সংগে আমার সম্পর্ক হইলে কোন কোন দাসী আমার জন্য হারাম হয় বটে। কিন্তু এক দাসী অন্য দাসীর শুধু আত্মীয়া হইলে কেহ কাহাকেও হারাম করে না। যেই সকল সম্পর্ককে তোমরা হারাম বলিয়া জান, জাহিলী যুগেও উহারা হারাম বলিয়া গণ্য হইত! শুধু বিমাতা এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা ব্যতীত। ইসলাম আগমন করার পর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না; কিন্তু যাহা বিগত হইয়া গিয়াছে, গিয়াছে। এবং وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ অর্থাৎ তোমাদের জন্যে হারাম করা হইয়াছে দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, গিয়াছে।

ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন সীরীন, হিশাম, মুহাম্মাদ ইব্ন সালমা ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আযাদদের মধ্যে যাহা হারাম দাসীদের মধ্যেও তাহা হারাম। একমাত্র সংখ্যা ব্যতীত। ইব্ন মাসউদ (রা) এবং শা'বী (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ আমর (র) বলেন ঃ

হযরত উছমান (রা) যাহা বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণও তাহা বলিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে ইব্ন আব্বাস (রা)-ও রহিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ এই বিষয়ে মতভেদ করিয়াছেন। তবে উহাদের অভিমত মিসর, হিজাজ, ইরাক, সিরিয়া এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ফকীহগণ সকলেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুক্তিহীনভাবে তাহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ইজমার খেলাফও বটে।

মোটকথা, অধিকাংশ ফকীহ এই বিষয়ে একমত যে, দুই বোনকে যেমন বিবাহে একত্রিত করা যায় না; তদ্রূপ দাসীদেরও এক সাথে সংগম করা যায় না, যাহারা সম্পর্কে সহোদরা বোন।

কুরআনের এই কথার উপরে সকলে একমত যে, খালা, কন্যা, বোন প্রভৃতিগণকে বিবাহ করা হারাম। আযাদ অবস্থায় ইহাদের সহিত যেমন বিবাহ হারাম, তদ্রূপ ইহারা যদি দাসী হইয়া যায় তবে সেই অবস্থায়ও ইহাদের সহিত সংগম হারাম। অর্থাৎ ইহাদিগকে বিবাহ করা এবং ইহারা দাসী হওয়া উভয় অবস্থাতে ইহারা সমান। ইহাদিগকে বিবাহ করা যাইবে না এবং দাসী হইলেও ইহাদের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাইবে না।

অনুরূপভাবে দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা, স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করা এবং স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। ইহাই হইল জমহুর উলামার মাযহাব। পরন্তু ইজমা এমন একটি দলীল, যাহা অখণ্ডনীয়। তবে যাহারা ইহার বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য।

॥ চতুর্থ পারা সমাপ্ত ॥

ইফা-২০১৬-২০১৭/প্র/২৫৫(উ)-৬২৫০